

কোডেস আই

স্বাস্থ্যকর কারিকুলাম অনুযায়ী প্রণীত

হিসাববিজ্ঞান প্রথমপত্র

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি



সম্পাদক : ডাঃ শেখের মোস্তফা
সহকারী অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সি.এস.ইসি, এম.এস (হিসাববিজ্ঞান)
বর্তমান প্রতিক (হিসাববিজ্ঞান)

• সেকেন্ডারি স্কুলের শিক্ষক
সি.এস.ইসি, এম.এস (হিসাববিজ্ঞান)

• সেকেন্ডারি স্কুল
সি.এস.ইসি, এম.এস (হিসাববিজ্ঞান)

• ডাঃ. সফিকুল হক
সহকারী অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

• ডাঃ. সফিকুল হক
সহকারী অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়



ক্যামব্রিয়ান পাবলিশার্স

প্লট-২, ওল্ডটown সার্কেল-২, ঢাকা, ফোন : 9681355, 01720557170/80/90

রেফারেন্স বই

হিসাববিজ্ঞান

প্রথম পত্র

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি

রচনায়

মো. গোলাম মোস্তফা

সহযোগী অধ্যাপক, ক্যামব্রিয়ান কলেজ
বি.কম অনার্স, এম.কম (হিসাববিজ্ঞান)
মাস্টার ট্রেইনার (হিসাববিজ্ঞান)



মোহাম্মদ আবদুল্লাহ্ বিন ইউসুফ
বি.কম অনার্স, এম.কম (হিসাববিজ্ঞান)
এসিসিএ ফাইনালিস্ট

হেলাল উদ্দিন
বিবিএস, এমবিএস (হিসাববিজ্ঞান)
এসিসিএ ফাইনালিস্ট

মো. সাফায়েত হোসেন
সহকারী অধ্যাপক, ক্যামব্রিয়ান কলেজ
বি.কম অনার্স, এম.কম, হিসাববিজ্ঞান
সি.এ (সি.সি)

মো. এজাজ-উর-রহমান
প্রভাষক, ক্যামব্রিয়ান কলেজ
বি.বি.এ, এমবিএ (হিসাববিজ্ঞান)

ক্যামব্রিয়ান পাবলিকেশন

প- ট-২, গুলশান সার্কেল-২, ঢাকা
কর্তৃক প্রকাশিত

মোবাইল: ৯৮৮১৩৫৫, ০১৭২০৫৫৭১৭০/৮০/৯০

ক্যামব্রিয়ান পাবলিকেশন্স

প্লট-২, গুলশান, ঢাকা

কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ: ১ জুলাই, ২০১৩



ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্র নং- ৯৬৫০৪, শ্রেণি-১৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রাপ্তি স্থান: ক্যামব্রিয়ান বুকস্ এন মোর
৭২, প্রগতি সরণি, বারিধারা, জে-ব্লক, ঢাকা।

ফোন: ০১৮২৩০৫৫৩৯৯, ০১৭২০৫৫৭১৭৭

কম্পিউটারে পুস্তক সজ্জায়

মোহাম্মদ ওমর ফারুক ভূঁইয়া

প্রচ্ছদ

ইউনুছ মিয়া

চিত্র

সংগৃহীত

মূল্য: টাকা.....

লেখকদের কথা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রণীত “জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০১২” অনুসারে হিসাববিজ্ঞান প্রথমপত্র বইটি যথাসময়ে প্রকাশ করতে পেরে মহান সৃষ্টিকর্তার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এতকাল ব্যবহৃত প্রচলিত শিক্ষাক্রমের তুলনায় নব প্রবর্তিত শিক্ষাক্রম অনেক বেশি উচ্চমানের ও আধুনিক। এই উচ্চমানের আধুনিক শিক্ষাক্রম অনুসারে প্রত্যেকটি অধ্যায়ের বিষয়বস্তু উপস্থাপনের সময় আমরা অধীকতর সতর্ক ছিলাম। সে সঙ্গে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নিকট যেন হিসাববিজ্ঞান বিষয়টি অত্যন্ত সহজবোধ্য ও সু-পাঠ্য হয়। লেখার ক্ষেত্রেও সহজ ভাষা ও বিষয়বস্তুর সরলীকরণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা হয়েছে। প্রত্যেকটি শিখনফল ও বিষয়বস্তুর মধ্যে যাতে সামঞ্জস্য থাকে সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ রাখা হয়েছে। বইটি শিক্ষার্থীদের হিসাববিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞান অর্জনে বিশেষভাবে সহায়তা করবে বলে বিশ্বাস রাখি।

গ্রন্থটি প্রণয়নে আমরা দেশি, বিদেশি বিভিন্ন বই, জার্নাল ও ইন্টারনেটের সহায়তা নিয়েছি। এছাড়াও যাদের কাছ থেকে আমরা সাহায্য নিয়েছি তাদের সকলের নিকট আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ ও ঋণী হয়ে থাকলাম। বইটি প্রণয়নে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি বইটি যেন নির্ভুল হয়। তথাপিও কিছু ত্রুটি-ত্রুটি থাকতে পারে। ত্রুটিগোষ্ঠা সংশোধনের জন্য এবং বইটির মান উন্নয়নে শিক্ষার্থী ও সম্মানিত শিক্ষকদের নিকট যে কোনো পরামর্শ পেলে কৃতজ্ঞ থাকব। একই সাথে বইটির মান উন্নয়নে নিরমিত সংস্করণের প্রতিশ্রুতিও দিচ্ছি।

ক্যামব্রিয়ান পাবলিকেশন পুস্তকটি প্রকাশের দায়িত্বভার নেওয়ার আমরা তাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এছাড়াও পুস্তকটি প্রণয়নে যারা প্রত্যক ও পরোক্ষভাবে সাহায্য সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান করেন তাদের সকলের প্রতি আমরা ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

পুস্তকটি প্রকাশিত হওয়ার আবারও মহান সৃষ্টিকর্তার নিকট শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

বাংলাদেশের হিসাববিজ্ঞান বিষয়ের প্রসারে যে সমস্ত সম্মানিত শিক্ষকগণ নিবেদিত হয়ে কাজ করছেন তাদের সকলের প্রতি শুভ কামনা রইল।

পুস্তকটি দেশের সকল সম্মানিত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নিকট নিবেদন করছি।

ধন্যবাদান্তে
লেখকবৃন্দ

লেখকবৃন্দের নাম ও মোবাইল নম্বর

নাম	মোবাইল নম্বর	নাম	মোবাইল নম্বর
■ মো. গোলাম মোস্তফা	০১৭২০৫৫৭১৭৭	■ মোঃ সাফায়েত হোসেন	০১৮১৬৭৫৪০৪২
■ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ বিন ইউসুফ	০১৭১৫৪১৩৫৫৫	■ হেলাল উদ্দিন	০১৭১৫২৮৮০২০
■ মোঃ এজাজ-উর-রহমান	০১৭৩৮৮২২৬৯৪		

সূচীপত্র

অধ্যায়	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১.	হিসাববিজ্ঞান পরিচিতি INTRODUCTION TO ACCOUNTING	০১ – ২৬
২.	হিসাবের বইসমূহ BOOKS OF ACCOUNTS	২৭ – ৭৪
৩.	ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী BANK RECONCILIATION STATEMENT	৭৫ – ৯৪
৪.	রেওয়ামিল TRIAL BALANCE	৯৫ – ১১৮
৫.	হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালা PRINCIPLES OF ACCOUNTING	১১৯ – ১৩২
৬.	প্রাপ্য হিসাবসমূহের হিসাবরক্ষণ ACCOUNTING FOR RECEIVABLES	১৩৩ – ১৫২
৭.	কার্যপত্র WORKSHEET	১৫৩ – ২০৪
৮.	দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সম্পদের হিসাবরক্ষণ ACCOUNTING FOR TANGIBLE AND INTANGIBLE ASSETS	২০৫ – ২৪২
৯.	আর্থিক বিবরণী FINANCIAL STATEMENTS	২৪৩ – ২৯৬
১০.	একতরফা দাবিলা পদ্ধতি SINGLE ENTRY SYSTEM	২৯৭ – ৩২৮
➔	<p>গুরুত্বপূর্ণ অনুশীলনী: (০১-১০৮ পৃষ্ঠা) অতিরিক্ত সংযোজিত হলো-</p> <p>হিসাব সনাক্তকরণ-১, সাধারণ জার্নাল-৩, বিশেষ জার্নাল-৩৬, দলদল-৪০, ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী-৪৯, ভুল সংশোধনী ও রেওয়ামিল-৫৪, প্রাপ্য হিসাবসমূহ-৫৬, কার্গিল-৬৬, অবদান-৬৮, আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ-৭০, একতরফা দাবিলা পদ্ধতি-১০১</p>	

প্রথম অধ্যায়
হিসাববিজ্ঞানের পরিচিতি
INTRODUCTION TO ACCOUNTING



চিত্র: হিসাববিজ্ঞান প্রক্রিয়া

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় আর্থিক লেনদেনসমূহ হিসাবের বইতে সুনির্দিষ্ট বিধান মোতাবেক লিপিবদ্ধ ও প্রক্রিয়াকরণ এক ফলাফল বিস্ত্রোদন করাই হিসাববিজ্ঞান। হিসাববিজ্ঞান ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় তথ্য সরবরাহ করে। হিসাববিজ্ঞান হলো মূলত ব্যবসায়ের ভাষা। এ ভাষা শাখা বুঝে তারা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের যেকোনো তথ্য বুঝতে পারেন। এ ভাষার মূল উপাদান হলো আর্থিক ঘটনা। এ ঘটনাবলি বিভিন্ন পর্যায়ে প্রক্রিয়াকরণ করে চূড়ান্তভাবে ব্যবসায়ের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করে থাকে। এ অধ্যায়ে তথ্যসমূহ করা বী উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবে এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ঘটনাবলি চিহ্নিতকরণ থেকে হিসাববিজ্ঞান প্রক্রিয়া কীভাবে কার্য সম্পাদন করে তা বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। হিসাববিজ্ঞান আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি জীবনের সকল ক্ষেত্রে সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত, তাই হিসাববিজ্ঞানের সাথে অন্যান্য বিষয়ের যে সম্পর্ক রয়েছে তা এ অধ্যায়ের আলোচনার থাকবে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা—

- হিসাববিজ্ঞানের ধারণা বর্ণনা করতে পারবে।
- ব্যবসায়ের ভাষা হিসেবে হিসাববিজ্ঞানের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- হিসাববিজ্ঞান তথ্যের ব্যবহার ও ব্যবহারকাবিনের সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।
- ব্যবসায়ের লেনদেন চিহ্নিত করে হিসাব সর্ভীকরণে এগুলায় প্রচার ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- লেনদেন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষকে হিসাবের শ্রেণি অনুযায়ী চিহ্নিত করতে পারবে।
- অন্যান্য বিষয়ের সাথে হিসাববিজ্ঞানের সম্পর্ক জানতে উদ্বুদ্ধ হবে।

১.০১ হিসাববিজ্ঞান

Accounting

হিসাববিজ্ঞান একটি তথ্য পদ্ধতি। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেনসমূহ লিপিবদ্ধকরণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তথ্য প্রদান করাকে হিসাববিজ্ঞান বলে। লেনদেন লিপিবদ্ধকরণকে হিসাবরক্ষণ ও লেনদেনের প্রক্রিয়াকরণ, বিশ্লেষণ এবং তথ্য সরবরাহকে হিসাববিজ্ঞান বলে। কেউ কেউ মনে করেন, হিসাববিজ্ঞানের প্রাথমিক কাজকে হিসাবরক্ষণ ও চূড়ান্ত কাজকে হিসাববিজ্ঞান বলে। অর্থাৎ লেনদেন লিপিবদ্ধকরণ থেকে খতিয়ানসূত্র করে উক্ত খতিয়ানের জের নির্ণয় পর্যন্ত হলো হিসাবরক্ষণ। অবশিষ্ট কাজ হিসাববিজ্ঞানের অগ্রসূর। যেভাবেই ব্যাখ্যা দেয়া হোক না কেন হিসাববিজ্ঞানের কাজটি মূলত ত্রিবিধ ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা—

- লেনদেন লিপিবদ্ধকরণ
- প্রক্রিয়াকরণ
- তথ্য সরবরাহ

ব্যবসায়-বাণিজ্যের আর্থিক কার্যকলাপের সঠিক ও সুশৃঙ্খল হিসাব তৈরি করা হিসাববিজ্ঞানের লক্ষ্য। তবে হিসাববিজ্ঞানে শুধু যে ব্যবসায়-বাণিজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ এমন নয়। ব্যবসায়-বাণিজ্য ছাড়াও যেকোনো প্রতিষ্ঠান, সরকার এমনকি ব্যক্তির জন্ম ও হিসাববিজ্ঞান প্রয়োজন। অতএব আমাদের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক জীবন, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এমনকি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানভেদে আর্থিক হিসাববিজ্ঞানের ব্যবহার রয়েছে।

হিসাববিজ্ঞান একটি সেবামূলক ব্যবহারিক বিজ্ঞান। শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্প্রসারণের সাথে সাথে হিসাববিজ্ঞানের পরিধি বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। হিসাববিজ্ঞান একটি সামাজিক বিজ্ঞান। যেহেতু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সাথে যাবতীয় লেনদেন হিসাববিজ্ঞানের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয়; ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান যেমন সমাজের অংশ সেহেতু অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের ন্যায় হিসাববিজ্ঞান একটি সামাজিক বিজ্ঞান।

অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে কোনো কার্য সম্পাদনের বিশেষ পদ্ধতিকে কলা বলা হয়। হিসাববিজ্ঞান ব্যবসায়ের লেনদেনসমূহকে সুনির্দিষ্ট ছক, সূত্র ও পদ্ধতি অনুযায়ী হিসাবভুক্ত করে থাকে। সুতরাং হিসাববিজ্ঞান একটি কলা। পরীক্ষা, নির্দীক্ষা ও গবেষণালব্ধ জ্ঞানকে বিজ্ঞান বলে যা সূত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। হিসাববিজ্ঞানেও এমন কিছু সূত্র ব্যবহার করা হয়। তাই হিসাববিজ্ঞান একটি বিজ্ঞানও বটে। তাই কেউ কেউ হিসাববিজ্ঞানকে একই সাথে কলা ও বিজ্ঞান বলে আখ্যায়িত করেছেন।

হিসাববিজ্ঞান সংঘটিত লেনদেন লিপিবদ্ধ করে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক কলাকল ও আর্থিক অবস্থা নিরূপণের বাস্তব জ্ঞান দান করে। তাই হিসাববিজ্ঞানকে একটি ব্যবহারিক বিজ্ঞানও বলা হয়ে থাকে। আবার অন্যদিকে হিসাববিজ্ঞান কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন হওয়ার এটি একটি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া। এজন্য হিসাববিজ্ঞানকে একটি প্রক্রিয়াও বলা হয়ে থাকে।

হিসাববিজ্ঞানের কার্যাবলিকে ঐতিহাসিক ও ব্যবস্থাপনাত্মক-এ দুভাগে ভাগ করা যায়। ঐতিহাসিক কাজের মধ্যে লেনদেন সনাক্তকরণ, লেনদেন লিপিবদ্ধকরণ শ্রেণিবিভাগ্যকরণ, উদ্বৃত্ত নির্ণয়, হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাইকরণ, আর্থিক ফলাফল নির্ণয়, আর্থিক অবস্থা নির্ণয়, করের পরিমাণ নির্ণয় ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণ। অন্যদিকে ব্যবস্থাপনাত্মক কার্যাবলির মধ্যে আর্থিক তথ্য প্রদান, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ, পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করা, পণ্যের মূল্য নির্ধারণ, জাল জুয়াচুরি রোধ, বাজেট প্রণয়নে সহায়তা প্রভৃতি।

হিসাববিজ্ঞানের ইতিহাস মানব সভ্যতার মতোই অতি প্রাচীন ও বেচিহ্ন্যময়। মানব সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে মানুষের অর্থনৈতিক কার্যপরিধিও ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায় এবং এর চাহিদা মেটানোর প্রয়োজন অনুসারে উন্নতির ধাপে ধাপে আজকের এ হিসাববিজ্ঞান।

হিসাববিজ্ঞানই আজকের যে আধুনিক রূপ লাভ করেছে তার ধাপগুলোকে ৪টি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা— উদ্বেষকাল, প্রাক-বিলেঞ্চকাল, বিল্লেখকাল ও আধুনিককাল।

হিসাববিজ্ঞানের উদ্বেষকাল হলো আদিম যুগ থেকে ১৪৯৪ সাল পর্যন্ত। এসময় মানুষ যখন পণ্যপাণি ও বনের ফলমূল খেয়ে জীবন যাপন করত তখন তারা পাথরে বিভিন্ন দাগ বা চিহ্ন দিয়ে পণ্য-পাণি শিকারের সংখ্যার হিসাব রাখত। পরবর্তীতে তারা তাদের হিসাব রক্ষিতে গিরা দিয়ে কিংবা বা মাটিতে বা দেয়ালে দাগ দিয়ে হিসাব রাখত। একটা পর্যায়ে শুরু হলো বিনিময় প্রথা। আর বিনিময় প্রথার সমস্যার কারণে শুরু হলো মুদ্রার প্রথা। মুদ্রার মাধ্যমে তারা তাদের লেনদেন সম্পন্ন করত।

প্রাক-বিল্লেখকাল বলা হয় ১৪৯৪ সাল থেকে ১৭৯৯ সাল পর্যন্তকে। এসময় শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও ব্যাবিকিং খাতে অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হয়। এসময় আবিষ্কার হয় আধুনিক হিসাববিজ্ঞানের মূলমন্ত্র দ্বুতরকা মাথিলা পদ্ধতি।

বিল্লেখকাল বলা হয় মূলত ১৮০০ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত সময়কে। এসময় শিল্প বিপ্লব হয়েছিল। প্রতিষ্ঠিত হয় বৌদ্ধমূলধনী কারবার। এসময় আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত হয় হিসাববিজ্ঞান সংস্থা। আর্থিক হিসাববিজ্ঞানের পাশাপাশি এ যুগে হিসাববিজ্ঞানের নানা শাখা নির্দীকশাস্ত্র, আয়কর আইন, কোম্পানি আইন, উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞান, সরকারি হিসাববিজ্ঞান, সামাজিক হিসাববিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা পায়।

হিসাববিজ্ঞানের আধুনিককাল বলা হয় ১৯৫১ সাল থেকে বর্তমান সময়কালকে। এসময় হিসাববিজ্ঞানের ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। এ যুগে আধুনিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের সাথে সাথে ব্যবসায়-বাণিজ্যের ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। ব্যাপকভাবে ব্যবহার হয় কম্পিউটারের। ফলে হিসাববিজ্ঞানের যেমন ব্যবহার ও ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি হিসাবরক্ষণেও এসেছে অনেক পরিবর্তন। এসময় যুক্তরাজ্যে হিসাবমান রক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক হিসাব মান কমিটি। এসময় হিসাববিজ্ঞানের আরো অনেক শাখার উদ্ভব হয়। এর মধ্যে অন্যতম হলো মানব সম্পদ হিসাববিজ্ঞান, মুদ্রাস্ফীতি হিসাববিজ্ঞান, ব্যবস্থাপকীয় হিসাববিজ্ঞান, সামাজিক হিসাববিজ্ঞান প্রভৃতি।

ম্যায় ও সত্যকে গ্রহণ করা ও অন্যায় ও অসত্যকে বর্জন করার চিন্তা-চেতনাকে মূল্যবোধ বলে। হিসাববিজ্ঞান মূল্যবোধ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। হিসাববিজ্ঞানের মাধ্যমে কারবারি লেনদেনসমূহকে লিপিবদ্ধ করে সঠিক তথ্য সংশ্লিষ্ট পক্ষকে অবহিত করে। এতে সত্যতার মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়। সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক পৃথিবীতে প্রদত্ত সকল প্রকার সম্পত্তির সঠিক ব্যবহার এবং তার হিসাব-নিকাশ রাখা ধর্মীয় অনুশাসনের মধ্যে পড়ে। হিসাববিজ্ঞান সঠিক পদ্ধতিতে হিসাব সংরক্ষণ করে মানুষের মধ্যে এরূপ মূল্যবোধ সৃষ্টি করে থাকে। হিসাববিজ্ঞান আর্থিক লেনদেনগুলো সু-শৃঙ্খলভাবে লিপিবদ্ধ করে এবং আর্থিক ফলাফল নির্ণয় করে থাকে। ফলে মানুষের মধ্যে হিসাব সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

সঠিক হিসাবরক্ষণ মানুষকে সচ্ছতা শেখায় ও হিসাব সচেতন করে তোলে। হিসাব সচেতনতা মানুষকে নিয়মানুবর্তিতা, নিষ্ঠা ও রক্ষণশীলতা শিক্ষা দেয়। এর ফলে মানুষের উন্নত চরিত্র গঠিত হয়। হিসাববিজ্ঞানের কারণে মানুষ স্বপ্ন পরিশোধে সচেতন হয়েছে। হিসাববিজ্ঞান কালোবাজারিকে সামাজিক অপরাধ হিসেবে আখ্যায়িত করে এ

কাজে সবাইকে নিরক্ষরসাহিত্য করে। হিসাববিজ্ঞান দুর্নীতি ও জাল জুয়াচুরি উদ্ঘাটন করতে ও তা প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। ফলে অনেকেই এহেন কাজ থেকে বিরত থাকতে সবাইকে বাধ্য করে। পণ্য মন্তুদ করে কৃত্রিম সংকেত তৈরি করে মুদ্রাফা অর্জন করা কোনোভাবেই হিসাববিজ্ঞান সমর্থন করে না। যারা একাজ করে তাদের সন্মুক্ত করতে হিসাববিজ্ঞান সহায়তা করে থাকে যা প্রকারান্তরে মানুষের মধ্যে মূল্যবোধ সৃষ্টিতে সহায়তা করে। হিসাববিজ্ঞান কর ফাঁকি রোধে সহায়তা করে এবং করদাতাদের নিয়মিত কর পরিশোধে উৎসাহিত করে থাকে।

অন্যদিকে হিসাববিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে থাকে। হিসাববিজ্ঞানের অনুসৃত নীতিমালা আর্থিক কার্যক্রমের জবাবদিহিতার ব্যবস্থা আছে। হিসাববিজ্ঞান জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে যে কল্যাণকৌশলগুলো ব্যবহার করে থাকে তাহলো বাজেটের নিয়ন্ত্রণ, প্রমাণ ব্যয় হিসাব, দায়িত্ব কেন্দ্র, ব্যয় কেন্দ্র, আয় কেন্দ্র, বিনিয়োগ কেন্দ্র ও ফলাফল মূল্যায়ন।

হিসাববিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কাজ বিভিন্ন কর্মীর মধ্যে ভাগ করে দেয়। পরবর্তীতে একাজ সঠিকভাবে সম্পাদিত হয়েছে কিনা তা যাচাই করা হয়। ফলে কর্মীদের জবাবদিহিতায় আনা যায়। অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জন সহজ হয়। হিসাববিজ্ঞানে জবাবদিহিতা থাকায় প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ সচেতন থাকে। ফলে এর প্রতিফলন প্রতিষ্ঠানে দেখা যায়। হিসাববিজ্ঞান সকল পর্যায়ের দুর্নীতি ও জাল-জুয়াচুরি উদ্ঘাটনে সহায়তা করে। ফলে এ ধরনের কোনো ঘটনা ঘটলে তার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা বিভাগকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা সহজ হয়। অন্যদিকে এ জবাবদিহিতা থাকায় যদি কারো অসৎ উদ্দেশ্য থাকেও তাকে এহেন কাজ থেকে বিরত রাখতে নৈতিকভাবে চাপ সৃষ্টি করে। ফলে নৈতিক চরিত্র পুষ্টে হিসাববিজ্ঞানের জবাবদিহিতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

হিসাববিজ্ঞানের বিভিন্ন আবশ্রুতি রয়েছে। হিসাববিজ্ঞান ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে যাবতীয় তথ্য সরবরাহ করে বিধায় একে ব্যবসায়ের ভাষা বলা হয়। হিসাববিজ্ঞান মালিকদের সম্পদের সঠিক ব্যবহার ও সংরক্ষণের জন্য দলিলপত্র রাখে যা পরবর্তীতে ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে কাজ করে। এজন্য হিসাববিজ্ঞানকে ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। হিসাববিজ্ঞান বর্তমান অর্থনৈতিক বাস্তবতা হিসেবেও কাজ করে থাকে। তাই অনেকে বর্তমান অর্থনৈতিক বাস্তবতা হিসেবে হিসাববিজ্ঞানকে আখ্যায়িত করে থাকেন। এছাড়া হিসাববিজ্ঞান তথ্য পদ্ধতি, হিসাববিজ্ঞান পণ্য, হিসাববিজ্ঞান ভাষ্যতন্ত্র, হিসাববিজ্ঞান সম্পদ বণ্টনকারী বিজ্ঞান প্রভৃতি আবশ্রুতি হিসাববিজ্ঞানের রয়েছে।

হিসাববিজ্ঞানের লক্ষ্যবিশিষ্ট সুবিধা থাকলেও এর অসুবিধাও কম নয়। হিসাববিজ্ঞান কিছু ধারণার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। যেমন—মতবাদ, ধারণা, অনুমান, নীতি-নীতি, প্রচলিত পদ্ধতি, স্বতন্ত্রগিষ্ঠ ইত্যাদি। কিন্তু এ ধারণাগুলো বাস্তবে অনেক সময় কাজে লাগে না। তার ফলে প্রাপ্ত ফলাফল সঠিক হয় না।

আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে সম্পত্তিগুলো অতীত জন্মমূল্য নীতিতে লেখা হয়। ফলে দেখা যায়, আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে এমন অনেক সম্পত্তি থাকে যার প্রকৃত বাজার মূল্য অনেক বেশি। ফলে আর্থিক অবস্থার বিবরণী সঠিক তথ্য সরবরাহ করতে পারে না।

অন্যদিকে আয় বিবরণীতে অনেক খরচ দেখানো হয় অনুমানের ভিত্তিতে। যেমন বিভিন্ন সম্পত্তির অবচয়। ফলে আয় বিবরণীতে যে নিট লাভ বা ক্ষতি দেখানো হয় তা সঠিক হয় না।

আর্থিক বিবরণীতে হিসাবকে টাকার মূল্যে প্রকাশ করা হয়। কিন্তু টাকার মূল্য হ্রাস থাকে না বিধায় আর্থিক বিবরণীতে যে তথ্য থাকে তা প্রকৃতপক্ষে সঠিক নয়।

হিসাবরক্ষণগণ অনেক সময় হিসাব প্রস্তুতের ক্ষেত্রে শিগ্গেদের মতামত প্রতিফলন করে থাকেন। ফলে হিসাবের মধ্যে সমজাতীয়তা ক্ষুণ্ণ হয়।

১.০২ ব্যবসায়ের ভাষা হিসেবে হিসাববিজ্ঞান

Accounting is the Language of a Business

একের মনোভাব অপরের কাছে প্রকাশ করার মাধ্যম ভাষা। সব প্রাণীই পরস্পরের মধ্যে ভাব প্রকাশের জন্য বিভিন্ন প্রকার আকার, ইঙ্গিত, সংকেত এবং বিচিত্র রকমের শব্দ ব্যবহার করে থাকে, যার অর্থ মানুষের বোধগম্য নয়। যে সংবাদ জ্ঞাপন করে এবং যে সংবাদ গ্রহণ করে উভয়ের কাছেই ইঙ্গিত, সঙ্কেত এবং শব্দ যদি বোধগম্য হয় তবে তাকে বলা হয় ভাষা। প্রত্যেক ভাষার পৃথক পৃথক বর্ণমালা আছে। বর্ণমালা ছাড়াও সংখ্যা, রেখা, চিত্র প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করা হয় ভিন্ন ভিন্ন ভাষায়। সেসব বর্ণমালা, সাংকেতিক চিহ্ন, রেখাচিত্র প্রভৃতির সঙ্গে যার পরিচিতি আছে সেই ঐ ভাষা বুঝতে পারবে, অন্যের পক্ষে সে ভাষা বুঝা সম্ভব নয়।

আর্থিক ঘটনা সম্পর্কে মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য হিসাবকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তাই হিসাবকে বলা হয় একটি ভাষা। যে ভাষার সাহায্যে অর্থ সংক্রান্ত কাজকর্ম সম্পর্কে একে অপরের কাছে মনোভাব প্রকাশ করতে পারে। প্রত্যেক ভাষায় যেমন বর্ণমালা থাকে; শব্দ, সংকেত চিহ্ন, প্রতীক চিহ্ন ইত্যাদি ব্যবহার করা হয় তেমনি হিসাব ব্যবস্থায় তার নিজস্ব শব্দ, সংকেত চিহ্ন, প্রতীক চিহ্ন ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। হিসাবরক্ষক অর্থাৎ হিসাব সংক্রান্ত সংবাদ প্রেরক এবং সংবাদ গ্রাহক অর্থাৎ হিসাব ব্যবহারকারী প্রত্যেকেই এ ভাষা বোঝে। যেকোনো ভাষার বর্ণমালা শব্দ, সংকেত, প্রতীক ইত্যাদির অর্থ যে বোঝে একমাত্র সেই একটি হিসাবের অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে পারবে। ডেবিট, ক্রেডিট, জার্নাল প্রভৃতি শব্দ, বিশেষ বিশেষ ছক, তালিকা, বিবৃতি প্রভৃতি সংকেত এবং প্রতীক হিসাববিদ্যায় ব্যবহার করা হয়। এসব শব্দ, সংকেত এবং প্রতীকের অর্থ যাদের জানা নেই তাদের পক্ষে একটি হিসাবের অর্থ বোঝা সম্ভব নয়। তাই হিসাবকে অর্থনৈতিক কাজকর্মের ভাষা বলা হয়।

১.০৩ হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা

Objectives of Accounting and its Importance

হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য:

হিসাববিজ্ঞান মূলত একটি সেবাদর্মী কর্মকাণ্ড। এর কাজ হচ্ছে অর্থনৈতিক কার্যাবলি সম্বন্ধে আর্থিক প্রকৃতির সংখ্যাত্মক তথ্য প্রদান করা, যা বিভিন্ন বিকল্প কার্যপন্থা হতে যুক্তিসঙ্গত পছন্দের ভিত্তিতে আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক। আধুনিক হিসাববিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য হলো সঠিক ও যথার্থ হিসাব তথ্য আগ্রহী পক্ষসমূহকে প্রদান করা। নিম্নে হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হলো—

১. মৌলিক উদ্দেশ্যসমূহ
২. সহায়ক উদ্দেশ্যসমূহ।

১. মৌলিক উদ্দেশ্যসমূহ

হিসাববিজ্ঞানের সর্বপ্রথম উদ্দেশ্য হলো আর্থিক লেনদেনগুলো ধারাবাহিক ও সুষ্ঠুভাবে হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধ করা। হিসাববিজ্ঞান লেনদেন সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথে প্রাথমিক পর্যায়ে জাবোনা এবং স্থায়ীভাবে খতিয়ানে সংরক্ষণ করে। প্রত্যেক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানই কোনো নির্দিষ্ট সময়ান্ত্রে তার আর্থিক কার্যাবলির ফলাফল জানতে আগ্রহী। হিসাববিজ্ঞান এক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। নির্দিষ্ট সময়ান্ত্রে মোট লাভ বা মোট ক্ষতি, নিট লাভ বা নিট ক্ষতি এবং কারবারের মোট সম্পত্তি ও দায় আর বিবরণী ও আর্থিক অবস্থার বিবরণীর মাধ্যমে জানা যায়। অমূল্যবাহ্যিক প্রতিষ্ঠানের আয় ও আয়-ব্যয় বিবরণীর মাধ্যমে জানা যায়। একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিষ্ঠানের দেনা-পাওনা, সম্পদ ও দায় তথা সামগ্রিক আর্থিক অবস্থা নিরূপণ করা হিসাববিজ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্য। নির্দিষ্ট সময়ের শেষ তারিখে আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা জানা যায়। উৎপাদনমুখী প্রতিষ্ঠান প্রকৃত উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণের জন্য উৎপাদন ব্যয় হিসাব সংরক্ষণ করে থাকে। হিসাববিজ্ঞানের এ শাখা পণ্যের ব্যয় লিপিবদ্ধকরণ, শ্রেণিবিন্যাসকরণ ও ব্যয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে। আধুনিক হিসাববিজ্ঞানের অন্যতম শাখা ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞান হিসাব তথ্যসমূহকে প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে ব্যবস্থাপকের চাহিদা মোতাবেক হিসাব উপস্থাপন করে; যা তাদেরকে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়ন, ফলাফল মূল্যায়ন ও অন্যান্য আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে।

২. সহায়ক উদ্দেশ্য

দূরত্ব দাখিলা পদ্ধতি অনুযায়ী স্থায়ীভাবে লিখিত হিসাবের গাণিতিক তথ্য যাচাইয়ের জন্য রেগুলারি প্রস্তুত করা হিসাববিজ্ঞানের অন্যতম সহায়ক উদ্দেশ্য। সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে লেনদেন লিপিবদ্ধ করে সেই লিপিবদ্ধকৃত লেনদেনের ভুল-ত্রুটি ও জালিয়াতি রোধ করা, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে আয় বৃদ্ধি করা। একটি প্রতিষ্ঠানে যে বিভিন্ন ধরনের বাজেট প্রণয়ন করা হয় সেই বাজেট প্রস্তুতের জন্য যে তথ্য ও উপাত্ত প্রয়োজন তা সরবরাহ করা হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। আয়কর, বিক্রয়কর ইত্যাদি সম্পর্কে বিবৃতি প্রস্তুত করতে সাহায্য করা হিসাববিজ্ঞানের একটি উদ্দেশ্য। হিসাববিজ্ঞানের তথ্য থেকেই আয়কর নির্ধারণের জন্য আয় বিবরণী তৈরি করা হয়। দুর্নীতি, ভুলচুলি, তহবিল তছরুপ প্রভৃতি রোধ করে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে দায়িত্ববোধ ও মূল্যবোধ সৃষ্টি করা হিসাববিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ দিক।

উপর্যুক্ত আলোচনা হতে বলা যায় যে, প্রতিষ্ঠানের লেনদেনসমূহ সুষ্ঠুভাবে লিপিবদ্ধকরণ এবং লিপিবদ্ধকৃত লেনদেন থেকে আর্থিক ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা নিরূপণ করে ভবিষ্যৎ নীতি নির্ধারণে সাহায্য করা হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। সুতরাং দেখা যায়, লেনদেনসমূহের স্থায়ী হিসাব সংরক্ষণ, আর্থিক প্রতিবেদন তৈরি এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষসহ অন্যান্য আগ্রহী পক্ষসমূহকে তাদের আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে সঠিক হিসাব তথ্য প্রদান করাই হিসাববিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য।

কাঁজ-১: হিসাববিজ্ঞানের ৫টি উদ্দেশ্য দেখ।

হিসাববিজ্ঞানের সুবিধা বা উপকারিতা

হিসাববিজ্ঞান একটি ব্যবহারিক বিজ্ঞান। সঠিকভাবে হিসাব সংরক্ষণের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিভিন্নভাবে উপকৃত হয় এবং বহুবিধ সুবিধা ভোগ করে থাকে। নিম্নে হিসাববিজ্ঞানের সুবিধাসমূহ আলোচনা করা হলো—

কোনো নির্দিষ্ট সময় পরে ব্যবসায়ী হিসাববিজ্ঞানের মাধ্যমে তার করবারের লাভ-ক্ষতি হিসাব প্রস্তুত করে ব্যবসায়ের লাভ অথবা ক্ষতি নির্ণয় করতে পারে। করবারের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আদালতে মামলা দায়ের করা হলে এ মামলার একমাত্র সুষ্ঠুভাবে রক্ষিত হিসাবের খাতপত্রই বিচারকের নিকট প্রমাণরূপে উপস্থাপন করা যায়। কোনো নির্দিষ্ট সময়ে বা যেকোনো সময় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সর্বাঙ্গীণ আর্থিক অবস্থা অর্থাৎ মোট মূলধন, মোট দেনা, মোট পাওনা, মোট সম্পত্তি ও হাতে নগদ টাকার পরিমাণ ইত্যাদি জানা যায়। হিসাববিজ্ঞান প্রক্রিয়ার সাহায্যে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সেনসেনসমূহের সম্পূর্ণ ও স্থায়ী দলিল হিসেবে বইতে লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করা হয়। এতে করে ভবিষ্যতে স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট পক্ষের প্রয়োজনে হিসাবের বই দেখে সেনসেন সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক তথ্য জানা যায়। বাজেটের নিয়ন্ত্রণ ও মান বয় হিসাবের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করতে হিসাববিজ্ঞান সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। করবার প্রতিষ্ঠানের কোনো সম্পত্তি বিক্রয়ের প্রশ্ন উঠলে সঠিকভাবে রাখা হিসাব বইয়ের জিহ্বিতে উপযুক্ত বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা হয়। যথাযথ নিয়মে হিসাব রাখলে রেওয়ামিশ তৈরির মাধ্যমে হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা যায় এবং বিভিন্ন রকম চুরি ও জালিয়াতি প্রতিরোধ করা যায়।

সঠিক ও সুশৃঙ্খলভাবে হিসাব রাখলে বর্তমান হিসাবকালের লাভ বা ক্ষতি এবং সম্পত্তি ও দায়-দেনার সাথে পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ বিষয়ের তুলনামূলক কিচর-বিশ্লেষণ করা যায়, যা ভবিষ্যৎ নীতি-নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যবসায়ীকে সাহায্য করে থাকে। সুষ্ঠু ও দায়িত্বপূর্ণ হিসাব সংরক্ষণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সঠিক বিক্রয় কর, আয়গারি শুদ্ধ ও আয়কর নির্ধারণে হিসাববিজ্ঞান সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। সঠিকভাবে হিসাব সংরক্ষণের মাধ্যমে করবারের আয়-ব্যয় নির্ধারণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সহজ হয়। লাভজনক ও অলাভজনক আয়-ব্যয় চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। সঠিক নিয়মে হিসাব রাখলে ঋণ গ্রহণের সুবিধা হয়। ঋণদাতা হিসাব সংক্রান্ত তথ্যের ভিত্তিতে ঋণ প্রদান করে থাকে। সঠিক পদ্ধতিতে হিসাব রাখলে আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্যতার মাধ্যমে করবার প্রতিষ্ঠানের সার্বিক-উন্নতি করা সম্ভব হয়। করবার প্রতিষ্ঠানের সাথে বিভিন্ন পক্ষের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হতে পারে। করবারের সেনসেনগুলোর সুশৃঙ্খল ও সুষ্ঠু হিসাব থাকলে এরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টির সম্ভাবনা অনেকাংশে হ্রাস পায়। হিসাববিজ্ঞান ভাট্টা সংক্রান্ত সেনসেনগুলোর সুষ্ঠু হিসাবরক্ষণ ও ভাট্টা নির্ধারণে সহায়তা করে থাকে। সুষ্ঠুভাবে হিসাব সংরক্ষণ করলে সম্পত্তি ও দায়-দেনার সঠিক অবস্থা জানা যায়। যতো ব্যবসায়ী সম্পত্তি ও দায়-দেনা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। হিসাবের মাধ্যমে কোনো দেনা-পাওনার বিবরণী প্রস্তুত করে যথাসময়ে দেনা পরিশোধ ও পাওনা আদায় করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। হিসাব প্রতিবেদন, বাজেট, আয়-ব্যয় বিবরণী ইত্যাদির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ত্তরে যোগাযোগ ও প্রয়োজনীয় তথ্য আদান-প্রদানে হিসাববিজ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

হিসাববিজ্ঞানের উপর্যুক্ত সুবিধাগুলোর জন্য বর্তমানে ছোট-বড় সকল প্রতিষ্ঠানে হিসাব রাখা একটি অপরিহার্য কাজ হিসেবে পরিগণিত।

কাজ-২: হিসাববিজ্ঞানের ৫টি সুবিধা লেখ।

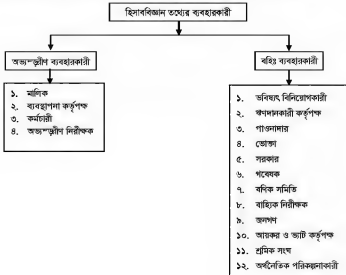
১.০৪ হিসাবতথ্যের ব্যবহার ও ব্যবহারকারী

Accounting Information

সাধারণ অর্থে তথ্য বলতে কোনো বিষয়ের উপর গবেষণার জন্য সংগৃহীত উপাত্তকে বোঝায়। হিসাববিজ্ঞান বিষয়ের উপর বিভিন্ন উপাত্ত যেমন—প্রদেয় টাকার পরিমাণ, প্রাপ্য টাকার পরিমাণ, আয়কর, ভ্যাট, বিক্রয়কর, পণ্য ক্রয়ের পরিমাণ, পণ্য বিক্রয়ের পরিমাণসহ কারবারের ব্যবসায়ী তথ্য ও উপাত্তসমূহকে একত্রে হিসাবতথ্য বলা হয়। এসব হিসাব সংক্রান্ত তথ্য ব্যবহার করে মালিকপক্ষ জানতে পারে কারবারের আর্থিক ফলাফল এবং আর্থিক অবস্থা। বিনিয়োগকারী জানতে পারে, তার বিনিয়োগের ভবিষ্যৎ অবস্থা। এসব বিভিন্ন হিসাবতথ্যের মাধ্যমে আয়কর কর্তৃপক্ষ জানতে পারে, বিভিন্ন খাত থেকে কী পরিমাণ অর্থ আয়কর বাবদ সংগৃহীত হবে। সর্বোপরি সরকার হিসাব তথ্য ব্যবহারের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্রে পরিচালনা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

যেহেতু হিসাববিজ্ঞান একটি তথ্য ব্যবস্থা। প্রতিনিয়ত গবেষণা, চর্চা, ব্যবহারিক প্রয়োগের মাধ্যমে হিসাবসংক্রান্ত তথ্যাদি প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। ফলে নতুন নতুন তত্ত্ব ও তথ্যের আবিষ্কারের মাধ্যমে হিসাববিজ্ঞান ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রে পরিচালনার পতিশীল ভূমিকা রাখছে। ফলে হিসাব তথ্য ব্যবহারকারীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। হিসাব তথ্যের উৎসসমূহ হলো: আয় বিবরণী, আর্থিক অবস্থার বিবরণী, নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রভৃতি।

নিম্নে হিসাব তথ্য ব্যবহারকারীদের ও তাদের ব্যবহারের কারণ বিজ্ঞারিত আলোচনা করা হলো:





চিত্র: হিসাববিজ্ঞানের অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারী

মালিক: ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ অভ্যন্তরীণ পক্ষ হলো মালিক। তিনি ব্যবসারে মূলধন বিনিয়োগ করে থাকেন। তিনি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সকল তথ্য জানতে আগ্রহী থাকবেন এটাই স্বাভাবিক। ব্যবসায় তার বিনিয়োগিত মূলধন নিরাপদ কিনা, বিনিয়োগ থেকে কী পরিমাণ মুনাফা অর্জিত হচ্ছে, প্রতিষ্ঠানের বর্তমান আর্থিক অবস্থা ও ভবিষ্যৎ গতিবিধি, প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সম্ভলতা, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণের পরিস্থিতি প্রভৃতির জন্য তিনি নানাবিধ তথ্য জানতে আগ্রহী থাকেন।

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ: ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সফলতা অনেকটাই নির্ভর করে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের দক্ষ পরিচালনার উপর। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ আবার তখনই সফল হয় যখন তারা সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেন। আর সঠিক পরিকল্পনা নির্ভর করে সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্যের উপর। যখন কী পরিমাণ পণ্য তৈরি বা বিক্রয় হবে, কোন উৎস থেকে কখন কত টাকা ব্যয় হবে, কোন উৎস থেকে অর্থ পাওয়া যাবে কিংবা অর্থ সঞ্চয় করতে হবে এভাবে নানাবিধ পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য ব্যবস্থাপনাকে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়।

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক: ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বর্ষাবলি পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্পন্নিত হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণের জন্য অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক নিয়োগ করে থাকে। প্রতিষ্ঠানের সফল বিভাগে সঠিকভাবে কর্ম সম্পন্নিত হচ্ছে কিনা তা যাচাই করার জন্য অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক প্রতিষ্ঠানের নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করে থাকেন। তিনি এ তথ্য নিয়ে পূর্ব পরিকল্পনায় নির্ধারিত লক্ষ্যের সাথে প্রকৃত অর্জিত ফলাফলের সাথে তুলনা করে পরিকল্পনার কার্যকারিতা ও বাস্তব কাজের সামঞ্জস্যতা উদ্ঘাটন করেন। যেসব ক্ষেত্রে সমস্যা থাকবে তা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করে থাকেন।

কর্মকর্তা ও কর্মচারি: হিসাব তথ্য ব্যবহারকারীদের আর একটি অভ্যন্তরীণ পক্ষ হলো প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারি। তারা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নানাবিধ তথ্য থেকে জানতে পারেন যে, প্রতিষ্ঠান ও তাদের নিজেদের উন্নয়নের জন্য কোন ক্ষেত্রে তাদের কাজের পরিধি বিস্তৃত করতে হবে, কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের কাজের উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে, কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের নিজেদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে। এছাড়া প্রতিষ্ঠানের তথ্যের উপর ভিত্তি করেই মালিকদের সাথে তারা তাদের পারিশ্রমিক ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিয়ে আলোচনা করতে ও তাদের দাবি আদায়ের মুক্তি তুলে ধরতে পারে।

বহিঃ পক্ষ (External Parties)



চিত্র: হিসাববিজ্ঞানে বহিঃ ব্যবহারকারী

পাওশাদার: পাওশাদাবরণ সাধারণত প্রতিষ্ঠানকে ধরে পণ্য সরবরাহ করে থাকেন। ধরে পণ্য সরবরাহ করার পূর্বে তারা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। তারা তাদের প্রাপ্য টিকা স্বাক্ষর করে নেত পাবে কিনা এমন নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তারা ধরে পণ্য সরবরাহ করতে চাইবে না। এজন্য তারা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক স্বচ্ছতা, টাকার পরিশোধ করার ক্ষমতা, পণ্যের ফলমাত্রার সময়কাল প্রভৃতি সংক্রান্ত তথ্য যাচাই করে তারা ধরে পণ্য বিক্রয় করে থাকে।

স্বনামকর্তা প্রতিষ্ঠান: ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অনেক সময় স্বতন্ত্র মালিকের অর্থ সংগ্রহ করে থাকে। স্বনামকর্তা প্রতিষ্ঠানসমূহ স্ব প্রদানের পূর্বে তাদের প্রদত্ত স্ব ও সুদ স্বাক্ষর করে আসন্ন হবে কিনা তা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তার স্ব প্রদান করবে না। এজন্য স্বনামকর্তা প্রতিষ্ঠানসমূহ স্ব প্রদানের পূর্বে এ অর্থ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কেন খরচে বিনিয়োগ করবে, সে বিনিয়োগ থেকে কখন কীভাবে অর্থ ফেরত আসবে, বর্তমানে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক স্বচ্ছতা, প্রতিষ্ঠানের বর্তমান স্ব তহবিলের ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি বিষয় তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করেই স্ব প্রদান করে থাকে।

সরকার: দেশের সরকার যেকোনো সময় তাদের প্রয়োজনে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। প্রতিষ্ঠানটি দেশের প্রচলিত আইন অনুসরণ করে পরিচালিত হচ্ছে কিনা, সময়মতো কর, জাট ও অন্যান্য কর পরিশোধ করছে কিনা, দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রতিষ্ঠানটি কী অবদান রাখছে, প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রীয়ভাবে কী সহযোগিতা দেওয়া এর উন্নয়ন ও প্রসার ঘটবে প্রভৃতি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য সরকার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান থেকে নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করে থাকে।

বিনিয়োগকারী: বিনিয়োগকারীগণ সব সময়ে চাইবেন লাভজনক বাতে বিনিয়োগ করতে এবং তাদের বিনিয়োগ যাতে ঝুঁকিমুক্ত থাকে। তাই তারা এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠান তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত অর্থ কোন খাতে ব্যবহার করবে, তার তথ্যস্ব মুদাফা অর্জন ক্ষমতা কী হবে, বিনিয়োগ থেকে কী পরিমাণ ও কতদিন মুদাফা পাওয়া যাবে প্রভৃতি বিষয় তারা হিসাব-নিকাশ করে বিনিয়োগ করে থাকে। তাই এসব বিষয় হিসাব-নিকাশের জন্য বিনিয়োগকারীগণ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ ও তা বিশ্লেষণ করে থাকেন।

ভোক্তা: ভোক্তা হলো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পক্ষ। মূলত এ ভোক্তাদেরকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠানের সকল কার্যক্রম আবর্তিত হয়ে থাকে। তাদেরকে নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে খুশি রাখতে হয়। কারণ কোনো কারণে ভোক্তা অসন্তুষ্ট থাকলে প্রতিষ্ঠানের মূল কার্যক্রম ব্যাহত হবে। এ ভোক্তাগণ প্রতিষ্ঠানের যে পণ্য ভোগ করছেন তার গুণগত মান কী, মূল্য ও মানের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে কিনা, নিয়মিত পণ্য সরবরাহ পাওয়া যাবে কিনা প্রভৃতি বিষয়ে তারা তথ্য জানতে আগ্রহী থাকেন।

গবেষক: দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যবসায়-বাণিজ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান একেদ্রে কতটা অবদান রাখছে তা গবেষকগণের গবেষণার বিষয়। গবেষকগণের এ বিষয়ে গবেষণার জন্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নানাবিধ তথ্য প্রয়োজন হয়ে থাকে। গবেষকদের প্রাপ্ত গবেষণার ফল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান নিজে, সরকার, বিভিন্ন সংস্থা আবার তাদের প্রয়োজন মতো ব্যবহার করতে পারে।

বণিক সমিতি: বণিক সমিতির প্রধান কাজ হলো ব্যবসায়-বাণিজ্যে উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি ও উন্নয়নের জন্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের সাথে স্বার্থ-সংবন্ধিত পক্ষসমূহের মধ্যে একটি সু-সম্পর্ক সৃষ্টি করা। এতে সমাজের সকল পক্ষের স্বার্থ সংরক্ষিত থাকে। একেদ্রে ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নয়ন, দেশের ও জনগণের উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে সুসম্পর্ক সংরক্ষণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে বণিক সমিতি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে থাকে। এসব কাজ সুন্দর ও সঠিকভাবে করতে হলে তাদের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত নানাবিধ তথ্যের প্রয়োজন হয়।

বাহ্যিক নিরীক্ষক: অনেক সময় মালিক পক্ষের প্রয়োজনে কিংবা দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে কিংবা বিশেষ প্রয়োজনে বাহ্যিক নিরীক্ষক প্রতিষ্ঠানের হিসাববদ্ধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই করে হিসাবের সঠিকতা নির্ণয়, ভুল-ত্রুটি, জালিয়াতি ও প্রতারণা উদ্ঘাটন করে থাকে। এমনকি অনেক সময় প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে নানাবিধ পরামর্শও প্রদান করে থাকে। নিরীক্ষকদের এসব কাজে প্রতিষ্ঠানের নানাবিধ তথ্য প্রয়োজন হয়।

জনগণ: সমাজের সাধারণ মানুষ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহের অগ্রগতি ও অবনতির অবস্থা জানতে চায়। তারা জানতে চায়, প্রতিষ্ঠানটি দেশের ও জনগণের কী স্বার্থ সংরক্ষণ করছে। প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম প্রাকৃতিক পরিবেশ, সামাজিক পরিবেশ ও অর্থনৈতিক পরিবেশ কীভাবে অনুকূল ও প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করছে। এসব বিষয় জানার জন্য তারা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নানাবিধ কার্যক্রম জানতে আগ্রহী থাকে।

আয়কর কর্তৃপক্ষ: আয়কর কর্তৃপক্ষ প্রত্যেকটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আয়ের উপর কর আরোপ ও আদায় করে থাকে। প্রতিষ্ঠান নিয়ম মোতাবেক কর নির্ধারণ করে যথাসময়ে পরিশোধ করছে কিনা তা তাদের জানা দরকার। আর এ জন্যই কর-সংক্রান্ত তথ্য জানতে আয়কর কর্তৃপক্ষ আগ্রহী থাকে।

শ্রমিকসংঘ: শ্রমিকসংঘে সাধারণত শ্রমিকদের নানাবিধ দাবি ও অধিকার আদায়ের জন্য কখনও মালিক কখনও সরকারে সাথে আলোচনা ও সমঝোতা করে। এসব বিষয় আলোচনার জন্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নানাবিধ তথ্য মালিক বা সরকারের নিকট উপস্থাপন করে তাদের দাবির যৌক্তিক উপস্থাপন করে থাকে। আর এজন্য হিসাব তথ্য ব্যবহার করতে হয়।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকারী: অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সঠিক পরিকল্পনা দরকার। আর এ পরিকল্পনার জন্য দরকার হিসাব তথ্য বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো সরবরাহ করে থাকে।

কাজ—৩: নিম্নলিখিত হিসাবতথ্য ব্যবহারকারীগণের কারা অভ্যন্তরীণ এবং কারা বাহ্যিক-সংশ্লিষ্ট পক্ষের ঘরে (✓) চিহ্ন দাও।

তথ্য ব্যবহারকারী	অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারী	বাহ্যিক ব্যবহারকারী
১. জেভা		
২. আরবর ও ভাট কতৃপক্ষ		
৩. কর্মচারি		
৪. পাওনাদার		
৫. স্থাপনকারী কতৃপক্ষ		
৬. অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক		
৭. মালিক		
৮. সরকার		
৯. গবেষক		
১০. বণিক সমিতি		
১১. বাহ্যিক নিরীক্ষক		
১২. জনগণ		
১৩. ব্যবস্থাপনা কতৃপক্ষ		

১.০৫ লেনদেন ও এর বৈশিষ্ট্য

Nature and Features of Business Transaction



চিত্র: লেনদেন

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে প্রতিদিনের নানাবিধ ঘটনা ঘটে থাকে। এসব ঘটনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, কোনো কোনো ঘটনা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের হয় সম্পত্তি কিংবা দায় কিংবা মালিকানা স্বত্বকে প্রভাবিত বা হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটায়। অন্যদিকে কোনো কোনো ঘটনা এসব উপাদানকে প্রভাবিত করে না। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের যেসব ঘটনা সম্পত্তি, দায় ও মালিকানা স্বত্বের পরিবর্তন ঘটায় এগুলোকে হিসাববিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় লেনদেন। যেগুলো পরিবর্তন ঘটায় না তাকে শুধু ঘটনা বলা হয়। যদি অন্যভাবে বলা যায়, যেসব ঘটনা হিসাব সমীকরণের উপাদানগুলোর (Assets = Liabilities + Owners Equity) এক বা একাধিক উপাদানের পরিবর্তন ঘটায় তাই লেনদেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়: মালিক করবারে ১,০০,০০০ টাকা মূলধন বাবদ বিনিয়োগ করেছেন। এফেক্টে করবারের নগদ সম্পত্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে মালিকানা স্বত্বও বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং এটি একটি লেনদেন। আবার যদি বলা হয়, ৫,০০০ টাকা বেতন প্রদানের শর্তে একজন হিসাবরক্ষক নিয়োগ করা হলো—এটি একটি ঘটনা কিন্তু লেনদেন হবে না। কারণ এ ঘটনা দ্বারা হিসাব সমীকরণের কোনো উপাদানের পরিবর্তন হয়নি।

বৈশিষ্ট্য: আর্থিক লেনদেনগুলো যদি বিশ্লেষণ করা হয় তবে কতিপয় মৌলিক বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাবে—

- প্রতিটি লেনদেনে দুটি পক্ষ জড়িত থাকে তবে হিসাবখাত দুয়ের অধিক হতে পারে।
- দুটি পক্ষের মধ্যে সমপরিমাণ আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে।
- আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন অর্থের মাপকাঠিতে পরিমাপযোগ্য (টাকায়, ডলার, রুপি) হবে।
- প্রত্যেকটি লেনদেন স্বাধীন ও স্বতন্ত্র হবে।
- লেনদেন দৃশ্য কিংবা অদৃশ্য উভয় প্রকৃতির হতে পারে।
- প্রত্যেকটি লেনদেনের উৎস ও প্রামাণ্য দলিল থাকবে।
- লেনদেন ইতিবৃত্তীয় হতে পারে।

কাজ—৪: নিচের ছবি দেখে কোনটি লেনদেন এবং কোনটি লেনদেন নয় ব্যাখ্যা কর।



চিত্র: লেনদেন

নিম্নে একটি লেনদেন দ্বারা উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রমাণ মিলবে—

মি. আকাশ ৫০,০০০ টাকা নিয়ে ব্যবসায় আরম্ভ করলেন। এ ঘটনায় মি. আকাশ ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান দুটি পক্ষ জড়িত। এখানে মি. আকাশ ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। অর্থাৎ মি. আকাশের নগদ টাকা হ্রাস পেয়েছে অন্যদিকে ব্যবসায়ের নগদ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন অর্থের মূল্যে পরিমাপ করা যায়। কারণ এখানে ৫০,০০০ টাকার আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। এটি দৃশ্যমান লেনদেন। মি. আকাশের নিকট অর্থ গ্রহণের সময় রশিদ প্রদান করা হয়েছে বা লেনদেনের প্রামাণ্য দলিল হিসেবে ব্যবহার করা হবে। এ লেনদেনটি অন্য কোনো ঘটনা বা লেনদেনের উপর নির্ভরশীল নয় বিধায় এটি একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র লেনদেন। অতএব সবদিক বিবেচনায় এ ঘটনাটি একটি লেনদেন।

কাজ—৫: নিম্নলিখিত লেনদেনগুলো হতে লেনদেনের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত কর:

১. জনাব সাদমান ৫০,০০০ টাকা মূলধনরূপে নিয়ে ব্যবসায় আরম্ভ করলেন।
২. তিনি ১২,০০০ টাকার পণ্য ক্রয় করেন এবং ১৫,০০০ টাকার পণ্য বিক্রয় করেন।
৩. ৬,০০০ টাকা বেতনে একজন হিসাবরক্ষক নিয়োগ করেন।
৪. তিনি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ৩,০০০ টাকা কারবার হতে উত্তোলন করেন।
৫. তিনি একটি আলমারি ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

১.০৬ হিসাব সমীকরণ ও হিসাব সমীকরণে লেনদেনের প্রভাব Accounting Equation and its Effects



চিত্র: হিসাব সমীকরণ

দুতরফা দাবিলা পদ্ধতিতে প্রতিটি লেনদেন বিশেষণ করলে বৈতসত্তা বা দুটি পক্ষ পাওয়া যায়। যার একটি ডেবিট ও অন্যটি ক্রেডিট। লেনদেনের এ বৈত সত্তার উপর ভিত্তি করে আধুনিক হিসাববিজ্ঞানীগণ একটি গাণিতিক সূত্র প্রবর্তন করেন যা হিসাবসমীকরণ নামে পরিচিত। অন্যভাবে বলা যায়, যে গাণিতিক সূত্রের সাহায্যে ব্যবসায়ের মোট সম্পত্তি ও মোট দায়ের সম্পর্ক প্রকাশ করা হয় তাকে হিসাব সমীকরণ বলে। এ সমীকরণের উপর ভিত্তি করেই হিসাববিজ্ঞানের দুতরফা দাবিলা পদ্ধতির যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদিত হয়।

সমীকরণটি হলো: $A = E$

$A = \text{Asset (সম্পত্তি)}, E = \text{Equity (দায়)}$

সমীকরণটি আরো বিশেষণ করা যায়:

$A = L + O.E$

$A = \text{Asset (সম্পত্তি)}, L = \text{Liability (দায়)},$

$O.E = \text{Owner's Equity (মালিকানা স্বত্ব)}$ (এখানে, দায় বলতে বহিঃস্বত্বকে বুঝানো হয়েছে)

$O.E$ কে আবার বিশ্লেষণ করলে নিম্নোক্ত উপাদান পাওয়া যায়—

$O.E = C + R - E - D$

$C = \text{Capital (মূলধন)}$

$R = \text{Revenue (রাজস্ব)}$

$E = \text{Expenses (খরচ)}$

$D = \text{Drawings (উত্তোলন)}$

সম্পত্তি: ভবিষ্যতে সুবিধা পাওয়া যাবে এমন দৃশ্য বা অদৃশ্য উৎস যার মালিকানা স্বত্ব ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের তাকে সম্পত্তি বলা হবে। আসবাবপত্র, দালানকোঠা, সুনাম, কলকল্লা প্রভৃতি। সম্পত্তিসমূহ ভবিষ্যৎ আয় বা পণ্য উৎপাদনে ব্যবহার করা হবে। সকল সম্পত্তির ভবিষ্যৎ সুবিধা প্রদানের ক্ষমতা থাকতে হবে যা নগদ আন্তঃপ্রবাহ সৃষ্টিতে সহায়তা করবে। সম্পত্তির জন্য যে ব্যয় হয় তাকে মূলধন জাতীয় ব্যয় বলে। সম্পত্তিসমূহ আবার ভবিষ্যতে ব্যবহারের ফলে ক্রমাগত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে সুবিধা প্রদানের ক্ষমতা হ্রাস পাবে। আর যে হিসাবকালে যতটুকু সুবিধা প্রদানের ক্ষমতা হ্রাস পাবে তার আর্থিক মূল্যকে খরচ হিসাবে দেখাতে হবে। হিসাববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এ খরচকে অবচয় বলে।

দায়:

প্রাপ্ত সুবিধার বিপরীতে প্রদেয় বা অবিধ্যতে প্রদান করা হবে এমন আর্থিক সম্পর্কে দায় বলে। FASB দায়কে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন “Probable future sacrifices of economic benefits.” উদাহরণস্বরূপ কলা যায় যে, কর্মজীবীরা সারা মাস প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছে কিন্তু বেতন প্রদান করা হয়নি। এখানে কর্মচারীদের নিকট থেকে সুবিধা নেয়া হয়েছে কিন্তু তার প্রতিদান বা আর্থিক মূল্য প্রদান করা হয়নি। এরূপ সুবিধা গ্রহণের পর প্রতিদান না দেয়া পর্যন্ত উক্ত প্রতিদানের আর্থিক মূল্যকে দায় বলে। তাহলে এখানে বকেয়া বেতন হবে দায়। অন্যদিকে ঋণে পণ্য ক্রয়, ঋণ সম্পত্তি ক্রয়, ঋণ গ্রহণ প্রভৃতি দায়ের উদাহরণ।

মালিকানা স্বত্ব:

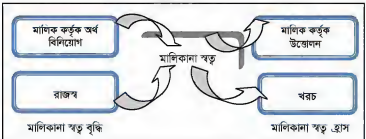
প্রতিষ্ঠানের উপর মালিকের আর্থিক দাবি বা অধিকারকে মালিকানা স্বত্ব বলে। অন্যভাবে বলা যায়, করবারের মোট সম্পত্তি হতে বহিঃদায় বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকবে তাকে মালিকানা স্বত্ব বলে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের স্বত্ব সম্পত্তি আছে তা থেকে মালিক ব্যতীত অন্য ব্যাঙ্গী টাকার পাশে তা বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তার অধিকার শুধু মালিকের। মালিকের অধিকারকে হিসাববিজ্ঞানের অঙ্গার মালিকানা স্বত্ব বলে। মালিকানা স্বত্বকে residual equityও বলা হয়ে থাকে।

রাজস্ব: পণ্য বা সেবা প্রদানের বিনিময়ে প্রাপ্ত বা প্রাপ্য এমন আর্থিক মূল্যকে রাজস্ব বলে। অন্যভাবে বলা যায়, যা মালিকানা স্বত্ব বৃদ্ধিতে সহায়তা করে তাকে রাজস্ব বলে। রাজস্বকে মুনাফা জাতীয় আর বলে থাকে। এ ক্ষেত্রে জন্য সর্বোচ্চ এক হিসাবকাল সুবিধা প্রদান করতে হয়। এ আর অর্জনের জন্য যে ব্যয় হয় তাকে খরচ বলে। রাজস্বের জন্য সাধারণত নগদ অর্থের আন্তঃপ্রবাহ হয়ে থাকে। যেমন— বিক্রয়, সেবা, আয়, বিনিয়োগের সুদ প্রভৃতি।

খরচ: আর অর্জনের জন্য সম্পদের যে অংশের উপযোগিতা নিঃশেষ হয় তাকে খরচ বলে। অন্যভাবে বলা যায়, যে ব্যয় দ্বারা সর্বোচ্চ এক হিসাবকাল সুবিধা পাওয়া যায় তাকে খরচ বলে। খরচকে মুনাফা জাতীয় ব্যয় বলা হয়। খরচের জন্য সাধারণত মালিকানা স্বত্ব হ্রাস পায়। খরচের ফলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নগদ অর্থের বহিঃপ্রবাহ হয়ে থাকে। বেতন, ভাড়া, অবচয়, পণ্য ক্রয় প্রভৃতি খরচের উদাহরণ।

উত্তোলন:

মালিক করবার থেকে তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে কোনো সম্পত্তি বা পণ্যদ্রব্য গ্রহণ করে কিংবা তার ব্যক্তিগত কোনো খরচ করবার থেকে পরিশোধ করলে তাকে উত্তোলন বলে। উত্তোলনের ফলে মালিকানা স্বত্ব হ্রাস পায়। উত্তোলনকে অনেকে বিপরীত মূলধনও বলে থাকেন। কারণ আগে উত্তোলনকে সরাসরি মূলধনের সাথে সমন্বয় করা হতো। এতে অনেক সময় জটিলতা দেখা দেয়ার এবং উত্তোলনকে আলাদা শ্রেণির হিসাবে দেখানো হয়।



নিচে কতিপয় সেনসেন কীভাবে হিসাব সমীকরণকে প্রভাবিত করে তা আলোচনা করা হলো:

সেনসেন: ২০১২ সালের ১ জানুয়ারি কামা ৫,০০০ টাকা দিয়ে একটি আইন ব্যবসায় শুরু করলেন।

তারিখ				=	দায় + মালিকানা স্বত্ব				
২০১২	নগদ	ব্যাংক	বই		ঋণ	মূলধন	রাজস্ব	(খরচ)	(উত্তোলন)
জানু									
১	৫,০০০					৫,০০০			
জের		৫,০০০							৫,০০০

ব্যাখ্যা: এ সেনসেনের ফলে হিসাব সমীকরণে একদিকে যে পরিমাণ নগদ সম্পত্তি বৃদ্ধি পেয়েছে ঠিক তত পরিমাণ মূলধন বৃদ্ধি পেয়েছে।

সেনসেন: ৩ তারিখ চেয়ার জাভা বাবদ ১,০০০ টাকা প্রদান করা হলো।

তারিখ				=	দায় + মালিকানা স্বত্ব				
২০১২	নগদ	ব্যাংক	বই		ঋণ	মূলধন	রাজস্ব	(খরচ)	(উত্তোলন)
জানু									
১	৫,০০০					৫,০০০			
৩	(১০০০)							(১,০০০)	
জের		৪,০০০							৪,০০০

ব্যাখ্যা: জাভা প্রদানের ফলে একদিকে নগদ সম্পত্তি হ্রাস পায়। অন্যদিকে মালিকানা স্বত্বও হ্রাস পায়। আগের ৫,০০০ টাকা সম্পত্তি থেকে ১,০০০ টাকা সম্পত্তি হ্রাস পেয়ে সম্পত্তির পরিমাণ দাঁড়ায় ৪,০০০ টাকা এবং মালিকানা স্বত্বও ১,০০০ টাকা হ্রাস পেয়ে ৪,০০০ টাকা হয়েছে।

সেনসেন: ৭ তারিখ নগদে ২,৫০০ টাকার আইন সেবা প্রদান করা হলো।

তারিখ				=	দায় + মালিকানা স্বত্ব				
২০১২	নগদ	ব্যাংক	বই		ঋণ	মূলধন	রাজস্ব	(খরচ)	(উত্তোলন)
জানু									
১	৫,০০০					৫,০০০			
৩	(১০০০)							(১,০০০)	
৭	২,৫০০						২,৫০০		
জের		৬,৫০০							৬,৫০০

ব্যাখ্যা: নগদে আইন সেবা প্রদানের ফলে একদিকে নগদ সম্পত্তি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অন্যদিকে আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। আয় বৃদ্ধি পেলে মালিকানা স্বত্বও বৃদ্ধি পায়। ফলে উভয় পাশে নগদ সম্পত্তি ও মালিকানা স্বত্ব ২,৫০০ টাকা করে বৃদ্ধি পাওয়ার উত্তরপাশের যোগফল দাঁড়ায় ৬,৫০০ টাকা।

সেনসেন: ১২ তারিখ নগদে ১,০০০ টাকার আইন বই ক্রয় করা হলো।

তারিখ				=	দায় + মালিকানা স্বত্ব				
২০১২	নগদ	ব্যাংক	বই		ঋণ	মূলধন	রাজস্ব	(খরচ)	(উত্তোলন)
জানু									
১	৫,০০০					৫,০০০			
৩	(১০০০)							(১,০০০)	
৭	২,৫০০						২,৫০০		
১২	(১,০০০)		১,০০০						
জের		৬,৫০০							৬,৫০০

ব্যাখ্যা: নগদে বই ক্রয়ের ফলে একদিকে বই সম্পত্তি বৃদ্ধি পেয়েছে অন্যদিকে নগদ সম্পত্তি হ্রাস পেয়েছে। ফলে সম্পত্তি পাশে বই সম্পত্তি ১,০০০ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে নগদ সম্পত্তি ১,০০০ টাকা হ্রাস পেয়েছে। ফলে সম্পত্তি ও দায়ের পাশে মোট ষোণফলের কোনো পরিবর্তন হয়নি। এ লেনদেনটি ঘারা হিসাবসমীকরণে একটি সম্পত্তি বাড়ছে এবং আর একটি সম্পত্তি কমেছে। এ লেনদেনটি মূলত সম্পত্তির কঠোরমোগত পরিবর্তন করেছে।

লেনদেন: ১৫ তারিখ করিমের নিকট ঋণ নেয়া হলো ২,০০০ টাকা।

তারিখ	সম্পত্তি			=	দায় + মালিকান স্বত্ব				
	নগদ	ব্যাংক	বই		ঋণ	মূলধন	রাজস্ব	(খরচ)	(উত্তোলন)
২০১২ জানু									
১	৫,০০০					৫,০০০			
৩	(১০০০)							(১,০০০)	
৭	২,৫০০						২,৫০০		
১২	(১,০০০)		১,০০০						
১৫	২,০০০				২,০০০				
জের	৮,৫০০				৮,৫০০				

ব্যাখ্যা: ঋণ গ্রহণের কারণে একদিকে নগদ সম্পত্তি ২,০০০ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অন্যদিকে দায় ২,০০০ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে উভয় দিকের ষোণফল ২,০০০ টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৮,৫০০ টাকা হয়েছে।

লেনদেন: ২০ তারিখে কামাল ব্যবসায় থেকে ১,৫০০ টাকা উত্তোলন করেন।

তারিখ	সম্পত্তি			=	দায় + মালিকান স্বত্ব				
	নগদ	ব্যাংক	বই		ঋণ	মূলধন	রাজস্ব	(খরচ)	(উত্তোলন)
২০১২ জানু									
১	৫,০০০					৫,০০০			
৩	(১০০০)							(১,০০০)	
৭	২,৫০০						২,৫০০		
১২	(১,০০০)		১,০০০						
১৫	২,০০০				২,০০০				
২০	(১,৫০০)								(১,৫০০)
জের	৭,০০০				৭,০০০				

ব্যাখ্যা: মালিক ব্যবসায় থেকে নগদ টাকা উত্তোলন করার একদিকে নগদ সম্পত্তি ১,৫০০ টাকা হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে মালিকানা স্বত্বও সমপরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। ফলে উভয় দিকে ১,৫০০ টাকা হ্রাস পেয়ে ৭,০০০ টাকা হয়েছে।

উদাহরণ: ১ ২০১২ সালের ১ জানুয়ারি জমাব আব্দুল কুদ্দুস নগদ ৫,০০০ টাকা নিয়ে ব্যবসায় আরম্ভ করেন। উক্ত মাসে তার ব্যবসায় সম্পর্কিত লেনদেনগুলো নিম্নরূপ ছিল:

২০১২

জানুয়ারি-১ ব্যাংকে ৩,০০০ টাকা জমা দিয়ে একটি ব্যাংক হিসাব খোলা হলো।

" ৩ নগদে ৫০০ টাকার পণ্য ক্রয় করা হলো।

" ৪ পণ্য বিক্রয় করে ২,০০০ টাকার চেক পাওয়া গেল।

" ৫ বিজ্ঞাপন বাবদ প্রদান করা হলো ৫০ টাকা।

" ৭ ডাড়া ২০০ টাকার চেক প্রদান করা হলো।

" ১০ ধারে পণ্য ক্রয় ২,০০০ ও ধারে পণ্য বিক্রয় ৩,০০০ টাকা।

" ১১ মালিক কর্তৃক পণ্য উত্তোলন ৩০০ টাকা।

কর্মপত্র: লেনদেনগুলোর হিসাব সমীকরণে প্রভাব দেখাও।

সমাধান: ১

তারিখ	সম্পত্তি			=	দায় + মালিকান স্বত্ব				
২০১২ জানু	নগদ	ব্যাংক	প্রাপ্য হিসাব		প্রদেয় হিসাব	মূলধন	রাজস্ব	(খরচ)	(উজ্জলন)
১	৫,০০০					৫,০০০			
১	(৩,০০০)	৩,০০০							
৩	(৫০০)							(৫০০)	
৪	২,০০০						২,০০০		
৫	(৫০)							(৫০)	
৭		(২০০)						(২০০)	
১০					২,০০০			(২,০০০)	
১০			৩,০০০				৩,০০০		
১১								৩০০	(৩০০)
	৩,৪৫০	২,৮০০	৩,০০০	=	২,০০০	৫,০০০	৫,০০০	(২,৪৫০)	(৩০০)

কাজ—৬: নিচের লেনদেনগুলো হিসাবসমীকরণে প্রস্তাব দেখাও।

মি. জামানের ২০১৩ সালের জুন মাসে নগদ ৪,০০০ টাকা, প্রাপ্য হিসাবে ১,৫০০ টাকা, সাপ্লাইজ ৫০০ টাকা, অফিস সরঞ্জাম ৫,০০০ টাকা, প্রদেয় হিসাব ৪,২০০ টাকা ও মূলধনের জের ছিল ৬,৮০০ টাকা। জুন মাসের অন্যান্য লেনদেনগুলো ছিল নিম্নরূপ:

১. প্রাপ্য হিসাবের ১,৫০০ টাকা পাওয়া গেল।
২. প্রদেয় হিসাবের ২,৫০০ টাকা পরিশোধ করা হলো।
৩. সেবা প্রদান করে নগদ ২,০০০ টাকা পাওয়া গেল এবং ১,০০০ টাকা পাওয়া রইল।
৪. অফিস সরঞ্জাম নগদে ক্রয় করা হলো আরো ১,০০০ টাকা।
৫. জামান সাহেব ব্যবসায় থেকে ৫০০ টাকা নিয়ে বাসার জন্য খরচ করেন।

বেতন প্রদান করা হলো ১,২০০ টাকা ও ভাড়া প্রদান করা হলো ৮০০ টাকা।

১.০৭ হিসাব ও হিসাবের শ্রেণিবিভাগ

Accounts and its Classification



সাধারণভাবে বলা যায় যে, লেনদেনের শ্রেণিবদ্ধ ও সংক্ষিপ্ত বিবরণীই হলো হিসাব। আর্থিক লেনদেনগুলো বিশ্লেষণ করলে একাধিক হিসাবখাত পাওয়া যায়। লেনদেন থেকে সমজাতীয় হিসাবখাতগুলো নির্দিষ্ট শিরোনামে হিসাববিজ্ঞানের নিয়ম মোতাবেক সাজিয়ে লেখাকে হিসাব বলে। যেমন—আসবাবপত্র নগদে ক্রয় করা হলো ২,০০০ টাকা। এখানে আসবাবপত্র একটি হিসাবখাত এবং নগদান আর একটি হিসাবখাত। আবার বেতন প্রদান করা হলো ১,০০০ টাকা। এখানে বেতন একটি হিসাব খাত এবং নগদান আর একটি হিসাবখাত। এখন আসবাবপত্র ক্রয়ের নগদান হিসাব খাত ও বেতন প্রদানের নগদান হিসাব খাত যদি একটি সুনির্দিষ্ট ছকে নগদান শিরোনামে লেখা হয় তখন এ নগদান হবে একটি হিসাব। আবার নগদে পণ্য ক্রয় ৫,০০০ টাকা। এখানে ক্রয় একটি হিসাব এবং প্রদেয় একটি ক্রয় আর একটি হিসাব। অন্যদিকে ধারে পণ্য ক্রয় ২,০০০ টাকা। এখানে ক্রয় একটি হিসাব এবং প্রদেয় একটি হিসাব। এখন নগদ ক্রয়ের ক্রয় হিসাব খাত ও ধারে ক্রয়ের ক্রয় হিসাব খাত যদি ক্রয় শিরোনামে নির্দিষ্ট ছকে লেখা হয় তখন ক্রয় হবে আর একটি হিসাব। এভাবে বিভিন্ন লেনদেনের একই হিসাবখাতগুলো একটি নির্দিষ্ট ছকে ও নির্দিষ্ট শিরোনামে একত্রিত বা শ্রেণিবদ্ধ করাকে হিসাব বলে। একে হিসাবের শ্রেণিবদ্ধকরণও বলা হয়ে থাকে।

হিসাববিজ্ঞানের মূল কাজটি মূলত এখান থেকে শুরু হয়। লেনদেনকে নির্দিষ্ট শিরোনামে হিসাবভুক্ত করলে কোন হিসাবে কী পরিমাণ লেনদেন সংঘটিত হয়েছে তা জানা যায়। হিসাবের সাহায্যে রেওয়ামিল প্রস্তুত করে হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা যায়। হিসাবের জের দিয়েই মূলত আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। হিসাবের জের দিয়ে প্রতিষ্ঠানের দেনা, পাওনা, সম্পত্তি, দায়ের অবস্থা জানা যায়। এ হিসাবগুলোর জেরগুলো দ্বারা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। শিল্পে হিসাবের কঠামো দেখানো হলো—

তিন কলাম বা চলমান জের ছক

প্রতিষ্ঠানের নাম
হিসাবের শিরোনাম

তারিখ	হিসাব শিরোনাম	রো. ফ.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)	উদ্ধৃত	
					ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)

T ছক

প্রতিষ্ঠানের নাম
হিসাবের শিরোনাম

ডেবিট

ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	জা. পু.	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জা. পু.	টাকা

প্রত্যেকটি হিসাবের ছকের উপর যে হিসাবখাতগুলো একত্র করা হবে সেই হিসাবখাতের নাম লিখতে হবে। যেমন সব নগদ হিসাবখাতগুলো একত্র করা হলে তখন শিরোনাম হবে নগদান হিসাব। যদি সব বেতন হিসাবখাতগুলো একত্র করা হয় তখন শিরোনাম হবে বেতন হিসাব। T ছকে হিসাব প্রস্তুত করা হলে এছকে দুটি পাশ থাকে যার বাম পাশকে বলা হয় ডেবিট এবং ডান পাশকে বলা হয় ক্রেডিট। ছকে ডেবিট পাশে একটি টাকার ঘর থাকে এবং ক্রেডিটের আর একটি টাকার ঘর থাকে। বিবরণ বা হিসাবে শিরোনাম ঘরে যে হিসাবগুলো একত্র করা হয় সেই হিসাবখাতের সাথে প্রত্যেকটি লেনদেনে আর একটি হিসাবখাত জড়িত থাকে। সেই হিসাব খাতটি লেখা হয়।

যেমন— নগদ ক্রয় ২,০০০ টাকা। এখানে নগদান একটি হিসাবখাত এবং ক্রয় একটি হিসাব খাত। যদি নগদান হিসাব প্রস্তুত করা হয় তবে এ লেনদেনের সাথে ক্রয় আর একটি হিসাবখাত জড়িত। যদি নগদান হিসাব প্রস্তুত করা হয় তবে হিসাব শিরোনামের ঘরে ক্রয় লিখতে হয়। অন্যদিকে যদি ক্রয় হিসাব প্রস্তুত করা হয় তখন হিসাব শিরোনাম ঘরে নগদান লিখতে হয়। রেফারেন্স বা জাবেনা পৃষ্ঠা ঘরে লেনদেনটি জাবেনা বইয়ের যে পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করা হয় সে পৃষ্ঠা নং উল্লেখ করতে হয়। সর্বশেষ প্রত্যেকটি হিসাবের জের নির্ণয় করতে হয়। T ছক ব্যবহার করলে ডেবিট বা ক্রেডিট যে পাশে টাকার পরিমাণ বেশি থাকে সেই পাশের বিপরীত পাশে জের টানে উভয় পাশ মিলিয়ে দিতে হয়। অন্যদিকে চলমান জের পদ্ধতিতে স্যারক্রিয়ভাবে জের নির্ণয় হয়ে যায় বিপরীত পাশে জের নির্ণয় করতে হয় না। সাধারণত সম্পত্তি, দায় ও উল্লেখন সংক্রান্ত হিসাবগুলোর ডেবিট পাশ বড় থাকে। অন্যদিকে দায়, আয় ও মূলধন সংক্রান্ত হিসাবগুলোর ক্রেডিট পাশ বড় থাকে। যদি ডেবিট পাশ বড় থাকে তখন তাকে ডেবিট উদ্বৃত্ত বলে। আর ক্রেডিট পাশ বড় থাকলে তাকে ক্রেডিট উদ্বৃত্ত বলে। T ছকে হিসাবের জের নির্ণয় করে আবার ডেবিট ও ক্রেডিট ঘরের টাকা দুটি দাঁপ দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়। অন্যদিকে চলমান জের ছকে হিসাব এভাবে দাঁপ দিয়ে বন্ধ করা হয় না।

হিসাবের শ্রেণিবিভাগ

প্রত্যেকটি লেনদেন বিশ্লেষণ করলে হিসাবসমীকরণে যে ৬টি হিসাব খাত আছে তার এক বা একাধিক হিসাব খাতের মাঝে অবশ্যই মিলে যাবে। তাই হিসাব সমীকরণের ভিত্তিতে ৬ শ্রেণির হিসাব পাওয়া যায়।

যেমন—সম্পত্তি, দায়, মূলধন, খরচ ও রাজস্ব, উল্লেখন। এ হিসাব সমীকরণের উপর ভিত্তি করে হিসাবকে এভাবে ভাগ করা যায়—



এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো একটি লেনদেন দ্বারা হিসাবখাতগুলো কীভাবে চিহ্নিত করা যাবে। এক্ষেত্রে প্রথমেই হিসাবখাতগুলো সূত্রধর্ম সম্পত্তি, দায়, মূলধন, রাজস্ব, খরচ ও উল্লেখন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। তারপর লেনদেনটি বিশ্লেষণ করলে হিসাবখাতগুলো সহজে বের করা যাবে। নিচে কতিপয় লেনদেন থেকে হিসাবখাত চিহ্নিত করা হলো।

লেনদেন	বিশ্লেষণ	হিসাবখাত
আসবাবপত্র ক্রয় ৫,০০০ টাকা	এখানে আসবাবপত্র ক্রয়ের ফলে নগদ টাকা ব্যবসায় থেকে কমে গেছে। অন্যদিকে ব্যবসায় আসবাবপত্র বৃদ্ধি পেয়েছে। নগদ একটি সম্পত্তি, অন্যদিকে আসবাবপত্র আর একটি সম্পত্তি।	নগদান (সম্পদ) আসবাবপত্র (সম্পদ)
বেতন প্রদান করা হলো ১,০০০ টাকা	বেতন প্রদান করা হলে একদিকে ব্যবসায় থেকে নগদ টাকা কমে গেছে। অন্যদিকে কর্মীর নিকট থেকে সুবিধা গ্রহণ করার জন্য বেতন প্রদান করা হয়েছে। যেহেতু সুবিধা গ্রহণ করা হয়েছে সেফেক্রে ব্যবসায়ের জন্য এটি একটি খরচ এবং খরচের নাম হবে বেতন। সুতরাং বেতন একটি হিসাবখাত।	নগদান (সম্পদ) বেতন (রাজস্ব)
ধারে পণ্য ক্রয় ৫,০০০ টাকা	পণ্য ক্রয় একটি খরচ। খরচের নাম ক্রয়। অন্যদিকে ধারে পণ্য ক্রয়ের ফলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের দায় বৃদ্ধি পেয়েছে। দায়ের নাম প্রদেয় হিসাব।	ক্রয় (খরচ) প্রদেয় হিসাব (দায়)
নগদে বিক্রয় ২০,০০০ টাকা	এখানে বিক্রয় একটি রাজস্ব। রাজস্বের নাম বিক্রয়। অন্যদিকে বিক্রয়ের দরুন ব্যবসায়ের নগদ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।	বিক্রয় (রাজস্ব) নগদ (সম্পত্তি)
ধারে পণ্য বিক্রয় ৫,০০০ টাকা	বিক্রয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জন্য রাজস্ব। অন্যদিকে ধারে বিক্রয় করার টাকা পাওনা আছে। কারো কাছে টাকা পাওনা থাকার এটি একটি সম্পত্তি।	বিক্রয় (রাজস্ব) গ্রাণ্য হিসাব (সম্পদ)
মালিক কর্তৃক ২,০০০ টাকা উত্তোলন	একদিকে উত্তোলন বৃদ্ধি পেয়েছে অন্যদিকে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নগদ সম্পত্তি হ্রাস পেয়েছে।	উত্তোলন নগদ (সম্পত্তি)
পূর্বে ধারে পণ্য ক্রয়ের টাকা পরিশোধ করা হলো ১,০০০ টাকা।	পূর্বের ধারে ক্রয়ের টাকা পরিশোধ করা হলে একদিকে দায় হ্রাস পায় (প্রদেয় হিসাব) অন্যদিকে নগদ সম্পত্তি হ্রাস পায়।	প্রদেয় হিসাব (দায়) নগদান (সম্পত্তি)
পূর্বের ধারে বিক্রয়ের টাকা পাওয়া গেল ২,০০০ টাকা।	ধারে বিক্রয়ের টাকা পাওয়া গেলে একদিকে ব্যবসায়ের নগদ সম্পত্তি বৃদ্ধি পায় এবং অন্যদিকে পাওনা টাকা (গ্রাণ্য হিসাব) হ্রাস পায়।	নগদান (সম্পত্তি) গ্রাণ্য হিসাব (সম্পত্তি)
হত্বপাতির অবচয় ধার্য করা হলো ২০০ টাকা	হত্বপাতির অবচয় ব্যবসায়ের জন্য একটি খরচ। অন্যদিকে অবচয়ের জন্য হত্বপাতি সম্পত্তি হ্রাস পাবে।	অবচয় (খরচ) হত্বপাতি (সম্পত্তি)
অগ্রিম বিমা পরিশোধ করা হলো ১,০০০ টাকা	অগ্রিম বিমা পরিশোধ করা হলে একদিকে নগদ সম্পত্তি হ্রাস পায়। অন্যদিকে অগ্রিম বিমার জন্য ভবিষ্যতে সুবিধা পাওয়া যায়।	অগ্রিম বিমা (সম্পত্তি) নগদান (সম্পত্তি)
দালাল ক্রয় ৫,০০০ টাকা	দালাল ক্রয় করার জন্য একদিকে দালাল সম্পত্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে নগদ সম্পত্তি হ্রাস পেয়েছে।	দালাল (সম্পত্তি) নগদ (সম্পত্তি)

কাজ-৭: নিম্নের লেনদেনগুলো ব্যবসাসহ হিসাবখাত নির্ণয় কর।

১. করবাজারে ৫০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করা হলো।
২. নগদে পণ্য ক্রয় ২০,০০০ টাকা।
৩. দ্বারে পণ্য বিক্রয় ২৫,০০০ টাকা।
৪. নগদে পণ্য বিক্রয় ৩০,০০০ টাকা।
৫. আসবাবপত্র ক্রয় ২০,০০০ টাকা।
৬. ভাড়া প্রদান করা হলো ১,০০০ টাকা।
৭. বেতন অগ্রিম প্রদান করা হলো ১,৫০০ টাকা।
৮. অবশ্য হিসাবভুক্ত করতে হবে ৫০০ টাকা।
৯. আসবাবপত্র বিক্রয় করা হলো ২,০০০ টাকা।
১০. সরবরাহ ক্রয় ১,০০০ টাকা।

কাজ-৮: নিম্নলিখিত হিসাব খাতগুলো হতে কোনটি কোন শ্রেণির তা সংশ্লিষ্ট কলামে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

বিবরণ / হিসাবের নাম	সম্পদ	খরচ	উত্তোলন	রাজস্ব	দায়	মূলধন
১. মালিককেটা						
২. বেতন						
৩. মূলধন						
৪. পণ্য উত্তোলন						
৫. ঋণ প্রদান						
৬. ঋণ গ্রহণ						
৭. মেনোদায়বৃন্দ						
৮. পাওদায়বৃন্দ						
৯. মূলধনের সুদ						
১০. বিনিয়োগ						
১১. বিনিয়োগের সুদ						
১২. ঋণের সুদ প্রদান						
১৩. ঋণের সুদ গ্রাণ্ডি						
১৪. মেরানবত						
১৫. শিক্ষানবিস সেলামি						
১৬. শিক্ষানবিস ভাড়া						
১৭. বিমা সেলামি						
১৮. জীবন বিমা প্রিমিয়াম						
১৯. আয়কর						
২০. ইউনাইটেড গ্রান্ড						
২১. অগ্রিম প্রাপ্ত ভাড়া						
২২. অগ্রিম প্রাপ্ত ভাড়া						
২৩. স্বকোষ বেতন						
২৪. অগ্রিম বেতন						
২৫. বিজ্ঞাপন						
২৬. বিলম্বিত বিজ্ঞাপন						
২৭. আন্তঃফরত						
২৮. বহিঃফরত						
২৯. আন্তঃপরিবাহন						

১.০৮ অন্যান্য বিষয়ের সাথে হিসাববিজ্ঞানের সম্পর্ক Relationship of Accounting with other Subject



চিত্রঃ হিসাব তথ্যের ব্যবহারকারী

হিসাববিজ্ঞানকে ব্যবসায়ের জন্ম হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে হিসাববিজ্ঞান এককভাবে কার্যাবলি সম্পাদন করতে সক্ষম হয় না। কার্যসম্পাদনে হিসাববিজ্ঞানের সাথে যেসব বিষয়ের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পর্ক রয়েছে নিম্নে তা আলোচনা করা হলো—

- ১. হিসাববিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি (Accounting and Information Technology):** হিসাববিজ্ঞানের কাজ হলো আর্থিক তথ্য সরবরাহ করা। সামাজিককালো উন্নততর তথ্য প্রযুক্তি তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী বিপ্লব এনেছে। দ্রুত এবং সঠিক তথ্য সরবরাহের জন্য তাই IT সম্পর্কে হিসাববিজ্ঞানীদের মৌলিক জ্ঞান থাকা দরকার। কারণ IT ব্যবহারের মাধ্যমে হিসাববিজ্ঞানের কাজ স্বল্প সময়ে করা সম্ভব। তাই কম্পিউটার পরিচালনা, কম্পিউটার সফটওয়্যার ও তার প্রয়োগ সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান থাকলে হিসাববিজ্ঞান তথ্য পদ্ধতির নকশা অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ এবং ঐক্যুতিক উপাত্ত প্রক্রিয়া Electronic data processing করা সহজ হয়। তাই তথ্য প্রযুক্তির সাথে হিসাববিজ্ঞানের সম্পর্ক অবিরোধনীয়।
- ২. পরিসংখ্যান বিদ্যা ও হিসাববিজ্ঞান (Statistics & Accounting):** আধুনিক যুগে পরিসংখ্যান বিদ্যা ও হিসাববিজ্ঞান একই জাতীয় বিষয় বলে গণ্য হয়। কারণ পরিসংখ্যানের কাজ হলো বিভিন্ন ঘটনার পরিমাণগত উপাত্ত সংগ্রহ করা, শ্রেণিবদ্ধ করা, বিশ্লেষণ করা এবং বিশেষিত উপাত্তগুলো সূচনীয় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে উপস্থাপন করা। পরিসংখ্যানবিদ কর্তৃক উপস্থাপিত তথ্যবলির উপর ভিত্তি করে সনৈষ্ঠ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। অনুরূপভাবে হিসাববিজ্ঞানকে (i) আর্থিক উপাত্তগুলোর সংগ্রহ ও পরিমাপ (ii) বিশ্লেষণ ও শ্রেণিবদ্ধকরণ (iii) সংক্ষিপ্তকরণ প্রণয়ন ও প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ এবং (iv) বিশ্লেষণ ও বিশদ ব্যাখ্যাকরণ—এ চারটি প্রক্রিয়া পর্যায়ক্রমে সম্পাদন করে হিসাববিশ্লেষণের কাজ সম্পন্ন করতে হয়। উপরিউক্ত প্রক্রিয়াগুলো পরিসংখ্যান বিদ্যায় ব্যবহৃত হয়। কাজেই দেখা যায়, হিসাববিজ্ঞান ও পরিসংখ্যান গভীরভাবে জড়িত।

৩. গণিতশাস্ত্র ও হিসাববিজ্ঞান (Mathematics & Accounting): হিসাবশাস্ত্রের প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই গণিত শাস্ত্রের প্রয়োগ অপরিহার্য। বিভিন্ন হিসাবের বহিште অঙ্কের ঘরে সেনদেন সম্পর্কিত টাকার অঙ্কগুলো যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করার পূর্বে সেগুলোকে গাণিতিক যোগ, বিয়োগ প্রভৃতির সাহায্যে নিরূপণ করে নিতে হয়।
৪. হিসাববিজ্ঞান ও আইন (Accounting & law): দেশের প্রচলিত আইন হিসাবনিকাশকরণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। হিসাব-নিকাশকে দেশের প্রচলিত আইন-কানুন মেনে হিসাব-নিকাশ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিবেদন, বিবরণী প্রভৃতি প্রস্তুত করতে হয়। যেমন-১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন অনুসারে প্রত্যেক কোম্পানিকে হিসাবপত্রের বই রাখতে হবে এবং বিভিন্ন প্রতিবেদন ও আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করতে হবে। অনুসূচভাবে অংশীদারি কারবারকে অংশীদারি আইন লিপিবদ্ধের বিধানাবলি মেনে চলতে হবে। দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো সম্পত্তির মালিকানা পাওয়া না যায় ততক্ষণ সশেষ সম্পত্তিকে সম্পত্তিরূপে হিসাবভুক্ত করা যায় না। সুতরাং হিসাব-নিকাশকে দেশে প্রচলিত আইন-কানুন মেনে হিসাব-নিকাশকরণ কার্য সমাধান করতে হয়। কাজেই আইন বিধির সাথে হিসাববিজ্ঞানের সম্পর্ক রয়েছে।
৫. অর্থবিদ্যা ও হিসাববিজ্ঞান (Economics & Accounting): অর্থনীতির একটি শাখা হিসেবে হিসাববিজ্ঞানের কাজ হলো অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্ম লিপিবদ্ধকরণ ও বিশ্লেষণ। সেজন্য অর্থনীতি ও হিসাববিজ্ঞানের মধ্যে একটি সম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থীম অভাব ও সর্বসম সম্পত্তির মধ্যে মানুষের আচরণ বিশ্লেষণ করাই অর্থনীতির কাজ। আর হিসাববিজ্ঞানের কাজ হলো মানুষের অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক তথ্য সরবরাহ করা। অর্থনীতি যখন সামগ্রিকভাবে ক্রেতা-বিক্রেতার আচরণ নিয়ে আলোচনা করে হিসাববিজ্ঞান তখন প্রতিটি ক্রেতা-বিক্রেতাকে কোনো বিশেষ আচরণে উদ্ধৃত করতে সহায়তা করে। কাজেই দেখা যায়, হিসাববিজ্ঞান ও অর্থনীতি একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯ -১৯৪৫) পরবর্তীকালে বিশ্বব্যাপী আর্থিক মন্দা, মুদ্রাস্ফীতি ইত্যাদি বিভিন্ন রক্তব সমস্যার সম্মুখীন হয়ে সামগ্রিকভাবে অর্থনীতিবিদগণের হিসাববিজ্ঞানের জেটি ও ক্রেটি নীতির উপর বিশেষ মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে। বাস্তব প্রেক্ষাপটে তারা মানুষের আচরণ-আচরণ বিচার-বিশ্লেষণ করে যেকোনো অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন। কাজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণে অর্থনীতিবিদগণ যেন পরিসংখ্যান ব্যবহার করেন তার প্রতিটিই হিসাবরক্ষক সরবরাহ করেন। মানুষের অর্থনৈতিক আচরণের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা অর্থবিদ্যার কাজ। ঠিক তেমনি হিসাবশাস্ত্রের কাজ হলো কোনো প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সেনদেনসমূহের তথ্য সংগ্রহ করা। লিপিবদ্ধ ও শ্রেণিবদ্ধ করা, সামগ্রিক সেনদেনসের সংক্ষিপ্তকার প্রস্তুত করা এবং সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা। অর্থনীতিবিদগণ হোল্ড, উৎপাদনের উপাদান হলো জমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন।
৬. হিসাববিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা (Accounting & Management): হিসাববিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে রয়েছে সুসঙ্গত সম্পর্ক। হিসাববিজ্ঞানকে অনেক সময় ব্যবস্থাপনার অঙ্গ বলা হয়। অন্যদিকে হিসাববিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা একে অপরের সাহায্য ছাড়া চলতে পারে না। কারণ আর্থিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের তথ্যভাণ্ডার হিসেবে ব্যবস্থাপনাকে সম্পূর্ণরূপে হিসাববিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল হতে হয়। কোনো প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে হিসাববিজ্ঞান ব্যবহারী তথ্য দিয়ে সহায়তা করে। যার ফলে ব্যবস্থাপনা অভ্যন্তর সহজ, সরল ও সুসঙ্গতভাবে যেকোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়। ব্যবস্থাপনা শুধু ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে নয় ব্যক্তিগত জীবন হতে শুরু করে সমাজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত। অতএব, ব্যবস্থাপনা কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যকে ভিত্তি করেই হিসাব রাখা হয়, অন্যদিকে হিসাববিজ্ঞানকে পরিবেশিত তথ্যের উপর ভিত্তি করে ব্যবস্থাপকগণ সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণে উপনীত হন। কাজেই হিসাবরক্ষণ ও ব্যবস্থাপক খুব কাছাকাছি অবস্থান করে ব্যবসা পরিচালনা করে।

হিসাববিজ্ঞান কর্তৃক সংগৃহীত বিভিন্ন তথ্যের আলোকে যেসব আর্থিক ফলাফল নিরূপণ করে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ তা ব্যবহার করে থাকে। প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় সমগ্রোপযোগী কঠিন সিদ্ধান্ত ব্যবস্থাপনা দিতে থাকে। হিসাববিজ্ঞান তথ্যের সাহায্যে হিসাববিজ্ঞানকে ব্যবস্থাপনার সহায়ক বিজ্ঞান বলা যেতে পারে।

৭. **হিসাববিজ্ঞান ও কম্পিউটার (Accounting & Computer):** আধুনিক বিধে হিসাববিজ্ঞান এবং কম্পিউটার বিজ্ঞানের মধ্যে অত্যন্ত কর্ণকর সম্পর্ক বিরাজমান। কম্পিউটার মূলত একটি গণনাকারী যন্ত্র। অধুনা হিসাববিজ্ঞানে এ যন্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার গণ্য করা যায়। ফলে কম্পিউটারের মাধ্যমে যেটি যেটি গাণিতিক সমস্যা ধারণ করে মাত্র কয়েক সেকেন্ডে তার সমাধান করা সম্ভব। অপরদিকে হিসাববিজ্ঞানে বিভিন্ন প্রকার লেনদেনের হিসাব লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ ও ফলাফল নির্ণয় করা হয়। যাতে প্রচুর সময় ও শ্রমশক্তির দরকার হয় তবুও হিসাবের বিতৃষ্ণতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়। কম্পিউটার এসব বাধা অপসারণ করেছে। কারণ নির্দিষ্ট ছক ও প্রোগ্রাম অনুযায়ী লেনদেন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ও উপাত্ত কম্পিউটার ব্যবহার করে অতি অল্প সময়ের মধ্যে নির্ভুল হিসাব তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। এতে সময় ও শ্রমের অপচয় রোধ করা যায়। এছাড়া কম্পিউটারের সাহায্যে অল্প সময়ে বিভিন্ন প্রয়োজনভিত্তিক হিসাব তৈরি, সংরক্ষণ এবং অনুপাতের ব্যাখ্যা যাচাই করা সম্ভব হয়।

কম্পিউটার প্রয়োগ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে হিসাববিজ্ঞান সম্পর্কিত সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে।

অতএব, কম্পিউটার বিজ্ঞান বিষয়টি তথ্য ও তথ্যের ফলাফল প্রদানের সাথে সংশ্লিষ্ট বা হিসাববিজ্ঞানের একটি অন্যতম উদ্দেশ্যও বটে। তাই হিসাববিজ্ঞান ও কম্পিউটার বিজ্ঞানের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়।

উপরিউক্ত উপাদানগুলোর উৎপাদন কার্য হতে আরম্ভের ধারাক্রমে ভাড়া, মজুরি, সুদ ও মূল্যমান প্রাপ্ত হয়। আর্থিক হিসাবরক্ষকগণ উক্ত বিষয়গুলো হিসাবের বহিতে লিপিবদ্ধকরণ এবং হিসাবনিকাশকরণের সাথে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিগণকে বা প্রতিষ্ঠানকে এতদসংক্রান্ত তথ্যাবলি সরবরাহ করেন। মোটকথা হিসাববিজ্ঞান ও অর্থবিদ্যা একে অপরের ঘনিষ্ঠ সহায়ক বলে গণ্য করে।

সূজনশীল প্রশ্ন:

- ১। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

সলিহিন হোসেনের প্রতিষ্ঠানে এপ্রিল মাসে নিম্নলিখিত ঘটনা সংঘটিত হয়েছে:

- (১) নগদে আসবাবপত্র ক্রয় ৮,০০০ টাকা।
- (২) আসবাবপত্রের উপর ২০০ টাকা অবচর ধার্য করা হলো।
- (৩) ১৫,০০০ টাকার পণ্য বিক্রয়ের ফলমাত্র প্রাপ্ত পাওয়া গেলো।
- (৪) আমদানি শুল্ক প্রদান করা হলো ৭০০ টাকা।
- (৫) ক্রয়কৃত পণ্যের ২০০ টাকার পণ্য ফেরত দেয়া হলো।
- (৬) ৫,০০০ টাকা বেতন প্রদান শর্তে একজন কর্মচারি দেয়া হলো।

ক. যে ঘটনাক্রমে লেনদেন নয় তার পরিমাণ নির্ণয় কর।

ব. দৃশ্যমান লেনদেনগুলোর পরিমাণ নির্ণয় কর।

গ. লেনদেনগুলোর হিসাব সমীকরণে প্রভাব দেখাও।

২। মি. কামলের ২০১৩ সালের মার্চ মাসের লেনদেনগুলো নিম্নরূপ:

১. নগদে পণ্য ক্রয় করা হলো ২,০০০ টাকা।
২. ধারে পণ্য বিক্রয় ৫,০০০ টাকা।
৩. ভাড়া প্রদান করা হলো ১,০০০ টাকা।
৪. ধারে পণ্য বিক্রয়ের টাকা পাওয়া গেল ২,০০০ টাকা।

করণীয়:

- ক. সম্পত্তির মোট যোগফল নির্ণয় কর।
- খ. লেনদেনগুলোর হিসাবখাতগুলো লেখ।
- গ. হিসাব সমীকরণে লেনদেনগুলোর প্রভাব দেখাও।

এ অধ্যায়ে আমরা নতুন যা শিখলাম:

হিসাববিজ্ঞান, হিসাবরক্ষণ, হিসাব তথ্য, হিসাব তথ্য ব্যবহার, লেনদেন, হিসাব সমীকরণ, রাজস্ব, খরচ, মূলধন, উল্গেলন, মালিকানা স্বত্ব, হিসাব ইত্যাদি।

বহু নির্বাচনি:

১। কোনটি হিসাববিজ্ঞানের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ?

- ক. মূল্যবোধ সৃষ্টি করে
- খ. জবাবদিহিতা সৃষ্টি করে
- গ. ব্যয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করে
- ঘ. জাল জুয়াচুরি উদ্‌ঘাটন করে

২। ধারে পণ্য ক্রয় ৫,০০০ টাকা-এ লেনদেনটি দ্বারা হিসাব সমীকরণের কোন কোন উপাদানকে প্রভাবিত করে?

- ক. সম্পত্তি ও দায়
- খ. খরচ ও সম্পত্তি
- গ. সম্পত্তি ও মালিকানা স্বত্ব
- ঘ. দায় ও মালিকানা স্বত্ব

৩। নিচের উদ্দীপক হতে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

জনাব অজমল নগদ ৫০,০০০ টাকা, ২০,০০০ টাকার যন্ত্রপাতি ও ১০,০০০ টাকার পণ্য নিয়ে ব্যবসায় আরম্ভ করলেন। তিনি আরবারের ব্যাংক থেকে ১৫,০০০ ষণ গ্রহণ করলেন। তিনি ৫,০০০ টাকা বেতন প্রদানের শর্তে একজন কর্মী নিয়োগ প্রদান করেন।

৩। জনাব আজমলের—

- i. মালিকানা স্বত্বের পরিমাণ ৮০,০০০ টাকা
- ii. মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৯৫,০০০ টাকা
- iii. মোট লেনদেনের পরিমাণ ১,০০,০০০ টাকা

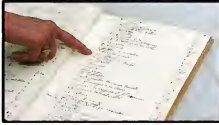
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i খ. ii গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

৪। বহিঃদায়ের পরিমাণ কত?

- ক. ৫,০০০ টাকা খ. ১৫,০০০ টাকা
- গ. ২০,০০০ টাকা ঘ. ৮০,০০০ টাকা

দ্বিতীয় অধ্যায়
হিসাবের বইসমূহ
BOOKS OF ACCOUNTS



চিত্র: হিসাবের বই

হিসাববিজ্ঞানের মূল ভিত্তি হলো দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি। এটি একটি হিসাববিজ্ঞানের মৌলিক বিধান। এ বিধানকে কেন্দ্র করে কতিপয় ধারাবাহিক কাজের সমষ্টি হচ্ছে হিসাববিজ্ঞান। এ অধ্যায়ে হিসাববিজ্ঞানের ধারাবাহিক কার্যক্রম এর সর্বাঙ্গীণ ধারণা প্রদান করা হবে। হিসাববিজ্ঞানের ধারাবাহিক কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো লেনদেন লিপিবদ্ধকরণ। লেনদেন লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে কতিপয় হিসাবের প্রাথমিক বই ব্যবহার করা হয়। হিসাবের প্রাথমিক বহিতে লেনদেন লিপিবদ্ধকরণ বা জাবেদাত্তকরণ সহ হিসাবের পাকা বই বা বহিয়ানে স্থানান্তর ও বহিয়ানের জের নির্ণয়সহ নগদ লেনদেন লিপিবদ্ধকরণের জন্য বিভিন্ন বই সম্পর্কেও এ বহিতে লেনদেন কীভাবে লিপিবদ্ধ করা হয় তার আলোচনা করা হবে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা—

- লেনদেনের ডেবিট ও ক্রেডিট পক্ষ সনাক্ত করতে পারবে।
- হিসাবচক্রের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে হিসাবের বইসমূহ প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করতে পারবে।
- হিসাবের চূড়ান্ত বই তৈরি করে হিসাবের উদ্ভূত নির্ণয় করতে পারবে।

২.০১ দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির ধারণা

Concept of Double Entry System

প্রত্যেকটি আর্থিক লেনদেনে দুটি পক্ষ থাকে। পক্ষদ্বয়ের একটিকে বলা হয়, ডেবিট (বামপক্ষ) এবং অপরপক্ষকে বলা হয় ক্রেডিট (ডানপক্ষ)। যে হিসাব পদ্ধতিতে প্রতিটি লেনদেনের দুটি পক্ষকে সমান টাকার অঙ্ক দ্বারা একপক্ষকে ডেবিট অপরপক্ষকে ক্রেডিট করে হিসাবের বহিতে লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি বলে। অন্যভাবে বলা যায়, যে হিসাব পদ্ধতিতে হিসাব সমীকরণ ($A = L + OE$) অনুসরণ করে আর্থিক লেনদেন লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি বলে। দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি একটি পূর্ণাঙ্গ ও বিজ্ঞানসম্মত হিসাব পদ্ধতি। দুতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে সর্বজনস্বীকৃত হিসাব নীতিমালা অনুসরণ করা হয় বিধায় এ পদ্ধতিতে প্রস্তুতকৃত আর্থিক বিবরণীসমূহ সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়। এ পদ্ধতি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সঠিক আর্থিক ফাফল নির্ণয় ও সঠিক আর্থিক অবস্থা উপস্থাপন করতে পারে। দুতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা যায়। হিসাবে কোনো প্রকার জাল-

জুয়াচুরি হলে তা উদ্ধাটন করা সহজ হয়। এ পদ্ধতিতে হিসাব সংরক্ষণ করলে তা বিশ্লেষণ করে নানাবিধ তথ্য পাওয়া যায়-যা ভবিষ্যতে সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণেরে তরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাছাড়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত সকলকে তাদের প্রয়োজনীয় সঠিক তথ্য প্রদান করতে পারে। এ পদ্ধতিতে হিসাব সংরক্ষণ করলে বিভিন্ন হিসাববাক্সের মধ্যে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ গতিবিধি অনুধাবন করা যায়। এ হিসাব পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট পক্ষকে জবাবদিহিতা ও মূল্যবোধ সৃষ্টিতে উৎসাহিত করে। এ হিসাব পদ্ধতির মূল সমস্যা হলো এটি অপেক্ষাকৃত জটিল। হাদের হিসাববিজ্ঞানের ওপর পরিপূর্ণ জ্ঞান নেই তাদের পক্ষে এ পদ্ধতিতে হিসাব সংরক্ষণ করা সম্ভব নয়। এটি সময় সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল হিসাবপদ্ধতি। ফলে ছোট ছোট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে এ পদ্ধতি ব্যবহার উপযোগী নয়। এ পদ্ধতিতে হিসাব সংরক্ষণ করলে বড় বড় হিসাবের বই সংরক্ষণ করতে হয়। গোপনীয়তা রক্ষা করা যায় না বলে এটি এ পদ্ধতির একটি অন্যতম সমস্যা।

২.০২ হিসাবের ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয়ের নিয়মাবলি

Rules for Determining Debit and Credit

হিসাবের বাম পক্ষকে ডেবিট এবং হিসাবের ডান পক্ষকে ক্রেডিট বলে। দুতরফা দাবিমা পদ্ধতিতে কোনো লেনদেন হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধ করার জন্য সর্ব প্রথমে উক্ত লেনদেনের সাথে সংশ্লিষ্ট দুটি হিসাব স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত করতে হয়। যার একটি হয় ডেবিট এবং অন্যটি ক্রেডিট।

নিম্নে হিসাব খাতের কোনটি ডেবিট এবং কোনটি ক্রেডিট হবে তা আলোচনা করা হলো—

হিসাব সমীকরণ: $A = L + O.E / (C + R - E - D)$ টি বিশ্লেষণ করলে মোট ৬টি হিসাব স্বাতন্ত্র্য পাওয়া যায়।

যেখানে, A = সম্পদ (Assets); L = দায় (Liability); C = মূলধন (Capital); D = উত্তোলন (Drawing); R = রাজস্ব (Revenue); E = খরচ (Expense)

ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এ ছয় প্রকারের হিসাবের মধ্যে সম্পদ, খরচ ও উত্তোলন-এ তিনটির বৈশিষ্ট্য একই রকম। অন্যদিকে দায়, রাজস্ব ও মূলধন-এ তিনটির বৈশিষ্ট্য একই রকম এবং তা সম্পদ, খরচ ও উত্তোলনের বিপরীত।

সম্পদ খরচ	বৃদ্ধি পেলে ডেবিট	দায় রাজস্ব	বৃদ্ধি পেলে ক্রেডিট
উত্তোলন	হ্রাস পেলে ক্রেডিট	মূলধন	হ্রাস পেলে ডেবিট

উদাহরণ: ১ নিম্নলিখিত লেনদেনগুলোর প্রতিটি লেনদেনের মধ্যস্থিত হিসাবস্বাতন্ত্র্য দুটি উল্লেখ্যপূর্বক ডেবিট এবং

ক্রেডিট নির্ণয় কর এবং প্রতিক্ষেত্রে তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দেখাও:

১. মো. হাসান কারবারে নগদ ১,০০,০০০ টাকা মূলধনস্বরূপ আনয়ন করলেন।
২. ব্যাংক নগদ ৩০,০০০ টাকা দিয়ে একটি চলতি হিসাব খোলা হলো।
৩. নগদ মূল্যে আসবাবপত্র ক্রয় করা হলো ২০,০০০ টাকা।
৪. নগদ মূল্যে ৬,০০০ টাকার পণ্য ক্রয় করা হলো।
৫. আরিফের নিকট হতে ব্যক্তিগত পণ্য ক্রয় করা হলো ৩৫,০০০ টাকা।
৬. হাদিমার নিকট ৭,৫০০ টাকার মূল্যের পণ্য ব্যক্তিগত বিক্রয় করা হলো।
৭. বেতন বাবদ নগদ প্রদত্ত হলো ১০,০০০ টাকা।
৮. মালিক কর্তৃক নগদ উত্তোলন ২,০০০ টাকা।

সমাধান: ১

লেনদেন	ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয়		উত্তরের স্বপক্ষে মুক্তি
১. হাসান আরবারে নগদ ১,০০,০০০ টাকা মুদ্রাধন স্বরূপ আনয়ন করলেন।	নগদান হিসাব মুদ্রাধন হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	সম্পত্তি বৃদ্ধি মুদ্রাধন বৃদ্ধি
২. ব্যাংকে নগদ ৩০,০০০ টাকা দিয়ে একটি চলতি হিসাব খোলা হলো।	ব্যাংক হিসাব নগদান হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	সম্পত্তি বৃদ্ধি সম্পত্তি হ্রাস
৩. নগদ মূল্যে আসবাবপত্র ক্রয় করা হলো ২০,০০০ টাকা।	আসাবাবপত্র হিসাব নগদান হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	সম্পত্তি বৃদ্ধি সম্পত্তি হ্রাস
৪. নগদ মূল্যে ৬,০০০ টাকার পণ্য ক্রয় করা হলো।	ক্রয় হিসাব নগদান হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	ব্যয় বৃদ্ধি সম্পত্তি হ্রাস
৫. আরিফের নিকট হতে বাকিতে পণ্য ক্রয় করা হলো ৩৫,০০০ টাকা।	ক্রয় হিসাব ঋণের হিসাব (আরিফ)	ডেবিট ক্রেডিট	ব্যয় বৃদ্ধি দায় বৃদ্ধি
৬. হালিমার নিকট ৭,৫০০ টাকা মূল্যের পণ্য বাকিতে বিক্রয় করা হলো।	প্রাপ্য হিসাব (হালিমা) বিক্রয় হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	সম্পত্তি বৃদ্ধি আয় বৃদ্ধি
৭. বেতন বাবদ নগদ প্রদত্ত হলো ৫,০০০ টাকা।	বেতন হিসাব নগদান হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	ব্যয় বৃদ্ধি সম্পত্তি হ্রাস
৮. মালিক কর্তৃক নগদ উত্তোলন ২,০০০ টাকা।	উত্তোলন হিসাব নগদান হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	উত্তোলন বৃদ্ধি সম্পত্তি হ্রাস

কাজ—১: নিচের লেনদেনগুলোর মুক্তিসহ ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয় কর।

জনাব জাকির ২০১৩ সালের জুন মাসে নগদ ৪০,০০০ টাকা, ব্যাংক জমা ৩০,০০০ টাকা নিয়ে ব্যবসায় শুরু করেন। জুন মাসে তার ব্যবসায়ের অন্যান্য লেনদেন ছিল নিম্নরূপ:

জুন - ১ বেতন পরিশোধ হলো ২,০০০ টাকা।

" ৫ ব্যাংকে ২,০০,০০০ টাকা জমা দেয়া হলো।

" ৮ নগদে পণ্য ক্রয় করা হলো ২০,০০০ টাকা।

" ১০ মাল বিক্রয় করে ২৫,০০০ টাকা পাওয়া গেল এবং ২০,০০০ টাকা পাওয়া নইল।

" ১৪ বিক্রয়পত্রের জন্য ৩,০০০ টাকা নগদে প্রদান করা হলো এবং অবশিষ্ট ৩,০০০ টাকার জন্য চেক প্রদান করা হলো।

" ১৭ ক্রেতাদের নিকট থেকে ৫,০০০ টাকা পাওয়া গেল।

" ২০ মালিক করবার থেকে ২,০০০ টাকার পণ্য উত্তোলন করেন।

" ২৭ খারে পণ্য ক্রয় ২০,০০০ টাকা।

" ২৮ চেকে আসবাবপত্র ক্রয় করা হলো ৮,০০০ টাকা।

" ৩০ ক্রয় ফেরত ২,০০০ টাকা।

২.০৩ হিসাবচক্র

Accounting Cycle

দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি মোতাবেক একটি ধারাবাহিক ও সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার হিসাববিজ্ঞান কার্যাদি সম্পন্ন করতে হয়। সেনসেন সনাক্তকরণের মাধ্যমে হিসাববিজ্ঞান প্রক্রিয়া শুরু হয় যা লিপিবদ্ধকরণ, প্রেমিবদ্ধকরণ, সঠিকগুরুকরণ, আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ ও এদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দ্বারা শেষ হয়। প্রতিটি হিসাবকালে এ কার্যক্রমগুলো চক্রবাকারে সম্পন্ন হয়ে থাকে। হিসাববিজ্ঞান কার্যাবলির এ ধরনের জমাধুগতিক ঘূর্ণায়মান বা চক্রবাকার আবর্তনকে বলা হয় হিসাবচক্র। হিসাবচক্রের বিভিন্ন ধাপ বা পর্যায়সমূহঃ হিসাবচক্র হলো মূলত একটি প্রতিষ্ঠানের হিসাবরক্ষণ কার্যাবলির পর্যায়ক্রমিক প্রকাশ। বিভিন্ন হিসাববিজ্ঞানী হিসাবচক্রকে বিভিন্ন ধাপে ব্যাখ্যা করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত হিসাববিজ্ঞানী *Kieso & Weygandt*-অদের *Accounting Principles* বইতে হিসাবচক্রের দশটি ধাপ ব্যাখ্যা করেছেন। নিম্নে একটি চিত্রের সাহায্যে হিসাবচক্রের ধাপগুলো উপস্থাপন করা হলো—



চিত্রঃ হিসাবচক্র

১. **লেনদেন চিহ্নিতকরণ (Identification of Transaction):** হিসাবচক্রের সর্বপ্রথম ধাপ হলো লেনদেন চিহ্নিতকরণ। যেসব ঘটনা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটায় তাকে আর্থিক ঘটনা বা লেনদেন বলে। এ কারণে প্রতিষ্ঠানের অসংখ্য ঘটনা থেকে আর্থিক ঘটনাগুলো সনাক্ত করা হিসাব চক্রের প্রথম ধাপ।
২. **জাবেদাভুক্তকরণ (Journalization):** হিসাবচক্রের দ্বিতীয় ধাপ হলো জাবেদাভুক্তকরণ। এ পর্যায়ে প্রতিটি লেনদেনের ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয় করে তারিখের জমানুসারে ব্যাখ্যাসহ হিসাবের প্রাথমিক বইতে লিপিবদ্ধ করাকে জাবেদা বলে।

৩. **খতিয়ানভুক্তকরণ (Posting to Ledger):** এটি হিসাবচক্রের তৃতীয় ধাপ। জাবেদাভুক্ত করার পর একটি নির্দিষ্ট হিসাব বইতে সমস্তগতির লেনদেনগুলো নির্দিষ্ট শিরোনামে পৃথক পৃথকভাবে লিপিবদ্ধ করা হলে তাকে খতিয়ানভুক্তকরণ বলে।
৪. **রেওয়ামিল প্রস্তুতকরণ (Preparation of Trial Balance):** হিসাবচক্রের চতুর্থ ধাপ হলো রেওয়ামিল প্রস্তুতকরণ। এ পর্যায়ে খতিয়ানভুক্ত হিসাবের ডেবিট ও ক্রেডিট উভয় নিয়ে তালিকা প্রস্তুত করা হলে তাকে রেওয়ামিল বলে। খতিয়ান হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই-এর লক্ষ্যে এবং আর্থিক বিবরণী প্রণয়ন সহজতর করার জন্য রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয়।
৫. **সমন্বয় দাখিলা (Adjusted Entries):** রেওয়ামিল প্রস্তুতের পর একটি নির্দিষ্ট হিসাবকালের সঠিক নিট লাভ নির্ণয় করার জন্য বকেয়া ও অগ্রিম আয়-ব্যয়গুলো সমন্বয় করতে যে জাবেদা দাখিলা প্রদান করা হয় তাকে সমন্বয় জাবেদা বলে।

কার্যপত্র (Work Sheet)—ইঙ্গিত

সমন্বয় দাখিলার পর অনেক প্রতিষ্ঠান কার্যপত্র প্রস্তুত করে থাকে। কার্যপত্র হলো একটি বড় বিবরণী যে বিবরণীতে রেওয়ামিল, সমন্বয়, সমন্বিত রেওয়ামিল, আয় বিবরণী ও উত্তরপত্র থাকে। আর্থিক বিবরণী সহজ ও নিখুঁতভাবে প্রস্তুতের জন্য এটি প্রস্তুত করে থাকে। আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের লক্ষ্যে যে বসড়া বিবরণী প্রস্তুত করা হয় তাকে কার্যপত্র বলে।

৬. **সমন্বিত রেওয়ামিল (Adjusted Trial Balance):** সমন্বয় জাবেদার পর উক্ত জাবেদাগুলো আবার খতিয়ানের বিভিন্ন হিসাবে স্থানান্তর করা হলে হিসাবগুলোর নতুন যে জের পাওয়া যাবে তা নিয়ে আবার রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হলে তাকে সমন্বিত রেওয়ামিল বলে।
৭. **আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ (Preparation of Financial position):** হিসাবচক্রের সপ্তম ধাপ হলো আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ। একটি নির্দিষ্ট হিসাবকালের আর্থিক ফলাফল ও হিসাবকাল শেষে আর্থিক অবস্থা প্রদর্শনের জন্য আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা হয়ে থাকে।
৮. **সমাপনী দাখিলা (Closing Entries):** ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সমস্ত হিসাবগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যথা: আয়-ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব এবং সম্পত্তি ও দায় সংক্রান্ত হিসাব। আয়-ব্যয় ও উত্তোলনের হিসাবগুলোর উপযোগিতা সঞ্চিত হিসাবকালের মধ্যেই শেষ হয়ে যায় বিধায় এগুলোকে পরবর্তী হিসাবকালে স্থানান্তরের প্রয়োজন হয় না। তাই আয়, ব্যয় ও উত্তোলন সংক্রান্ত হিসাবগুলো বন্ধ করার জন্য যে জাবেদা দাখিলা প্রদান করা হয় তাকে সমাপনী জাবেদা বলে।
৯. **সমাপনী উত্তর রেওয়ামিল (Post Closing Trial Balance):** হিসাবচক্রের নবম ধাপ হলো সমাপনী-উত্তর রেওয়ামিল। সমাপনী দাখিলা প্রদানের পর তা আবার খতিয়ানভুক্ত হিসাবসমূহে স্থানান্তর করলে আয়-ব্যয় ও উত্তোলনগুলোর জের শূন্য হয়। আর অবশিষ্ট থাকে সম্পত্তি, দায় ও মূলধনের জের। এগুলোর জের নিয়ে নতুন করে আবার রেওয়ামিল প্রস্তুত করলে তাকে সমাপনী উত্তর রেওয়ামিল বলে।
১০. **বিপরীত দাখিলা (Reversing Entries):** এটা হিসাবচক্রের শেষ ধাপ। বকেয়া আয়-ব্যয়ের সমন্বয় জাবেদাগুলো পরবর্তী হিসাবকালের শুরুতে উল্টিয়ে জাবেদা প্রদান করাকে বিপরীত জাবেদা বলে। আয় ও ব্যয়কে দু'বার গণনা থেকে রেহাই পাওয়া জন্য ও কার্যকরভাবে লেনদেন লিপিবদ্ধ করার জন্য এ জাবেদা দাখিলা প্রদান করে থাকে।

২.০৪ হিসাবের প্রাথমিক বইয়ের ধারণা ও শ্রেণিবিভাগ

Concept of Primary Books of Account and its Classification

হিসাববিজ্ঞান প্রতিরার প্রথম ভর হলো জারবেদা। Journal শব্দটি এসেছে ফরাসি Jour শব্দ থেকে। Jour শব্দের অর্থ দিন। প্রতিদিনের লেনদেন প্রতিদিন লিপিবদ্ধ করা হয় বলে সম্ভবত এর নামকরণ করা হয়েছে Journal। যার বাংলা আভিধানিক অর্থ জারবেদা। সুতরাং জারবেদা হলো হিসাবের প্রাথমিক বই-যাতে লেনদেনগুলো সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথে দ্রুতরফা নাথিলার নীতি মোতাবেক ডেবিট ও ক্রেডিট বিশ্লেষণ করে তারিখের ক্রমানুসারে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়। লেনদেনগুলোকে সর্বপ্রথম জারবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয় বলে একে হিসাবের প্রাথমিক বইও বলা হয়।

অতএব, সাধারণভাবে বলা যায়, কারবারে লেনদেনগুলো সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথে দ্রুতরফা নাথিলা পদ্ধতি অনুযায়ী তা ডেবিট ও ক্রেডিট বিশ্লেষণ করে তারিখের ক্রমানুসারে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাসহ যে বইতে লেনদেনগুলো লেখা হয় তাকে জারবেদা বলে। জারবেদাকে বলা হয়, হিসাবের প্রাথমিক হিসাবের বই, মৌলিক হিসাবের বই, (কেননা লেনদেন মৌলিক আকারে জারবেদায় লেখা হয়) কালীন হিসাবের বই এবং সহকারি হিসাবের বই, প্রথম পর্যায়ের বই, সৈনিক হিসাবের বই বলা হয়। লেনদেন জারবেদাভুক্ত ভুল-ত্রুটি হলে সহজে উদ্ঘাটন করা সম্ভব হয়। জারবেদার ব্যাখ্যা দ্বারা লেনদেনের উৎস ও কারণ জানা যায়। জারবেদা দ্বারা খতিয়ান প্রস্তুত করা সহজ হয়।

প্রাথমিক বইয়ের শ্রেণিবিভাগ

Sub-division or Classification of Prime books

প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায় জগতে মাঝারি ও বড় আয়তনের প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন প্রকৃতির অসংখ্য লেনদেন সংঘটিত হয়। এগুলো একটি মাত্র জারবেদায় সংরক্ষণ করে খতিয়ানে স্থানান্তর করা সময়সাপেক্ষ, শ্রম ব্যয় ও কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। এরূপ কাতর অসুবিধা দূরীকরণের লক্ষ্যে একটি জারবেদার পরিবর্তে লেনদেনের প্রকৃতি ও ধরনের ভিত্তিতে একাধিক প্রাথমিক বই সংরক্ষণ করা হয়। একে প্রাথমিক বইয়ের শ্রেণিবিভাগ বলা হয়। এভাবে বিভক্ত প্রতিটি প্রাথমিক বইতে বিশেষ প্রকৃতির লেনদেন লিপিবদ্ধ করা হয় বলে একে বিশেষ প্রাথমিক বই বলা হয়। একটি প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক বইয়ের শ্রেণিবিভাগ উক্ত প্রতিষ্ঠানের লেনদেনের সংখ্যা ও প্রকৃতির উপর নির্ভর করে।



চিত্র: লেনদেন লিপিবদ্ধকরণ

লেনদেনের প্রকৃতি অনুসারে নিম্নরূপে প্রাথমিক বইয়ের শ্রেণিবিভাগ করা যায়:



সেনদেখলো হিসাবভুক্ত করা হয় বিভিন্ন প্রামাণ্য দলিলের ভিত্তিতে। নিম্নে এ প্রামাণ্য দলিলগুলো নিয়ে আলোচনা করার পর জাবেদার শ্রেণিবিভাগ নিয়ে আলোচনা করা হবে।

১. চালান (Invoice)

মাল জরা ও বিক্রয়ের প্রামাণ্য দলিলকে চালান বলা হয়। বিক্রয়তা ক্রেতার বরাবর বিক্রয়কৃত মালের জন্য চালান প্রস্তুত করে তার এক কপি ক্রেতাকে মালের সাথে হস্তান্তর করে। চালানে বর নিকট পণ্য বিক্রয় করা হলো, কি পরিমাণ পণ্য বিক্রয় করা হলো, কি মূল্যে বিক্রি করা হলো এবং সর্বমোট কত টাকার পণ্য বিক্রয় করা হলো ইত্যাদি তথ্য বিস্তারিতভাবে উল্লেখ থাকে। চালানের উপর ভিত্তি করে জরা ও বিক্রয় বই লেখা হয়। চালান অনুযায়ী ক্রেতা ধারে মাল জরা প্রাথমিক পর্যায়ে জরা বই বা জরা জাবেদায় লিপিবদ্ধ করে এবং বিক্রয়তা চালানের সাহায্যে ধারে মাল বিক্রয় প্রাথমিক পর্যায়ে বিক্রয় বই বা বিক্রয় জাবেদায় লিপিবদ্ধ করে।

চালানের একটি নমুনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

চালান
সোনালী ট্রেডার্স
২৩, প্রগতি সরণি কুড়িল, ঢাকা।
তারিখ: ৩১.১.২০১৩

চালান নম্বর-১০১

ক্রেতার নাম: শাওন ট্রেডার্স

ঠিকানা: স্বরূপকণ্ঠী, পিরোজপুর।

শর্ত: ২/১০ নিট ৩০

ক্রমিক নং	মালের বিবরণ	পরিমাণ	দর	পরিমাণ
			(টাকা)	(টাকা)
১.	কর্ণফুলী সাদা কাগজ	১০০ রিম	২০০	২০,০০০
২.	ঝুলনা নিউজ প্রিন্ট	২০০ রিম	১০০	২০,০০০
৩.	ডুপলিকেটিং পেপার	১০ প্যাকেট	৫০০	৫,০০০
	মোট			৪৫,০০০
	বাদ: কারবারি বাটা ১০%			৪,৫০০
	নিট টাকা			৪০,৫০০
	মুদ্রাঙ্কণ সংশোধনযোগ্য			
	টাকা (কপায়): চতুর্দশ হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র।			বিক্রেতার স্বাক্ষর

২. ক্যাশমেমো ও বিল (Cashmemo and Bill)

নগদ জরা-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সেনদেনের প্রামাণ্য দলিল হিসাবে বিক্রয়তা বিক্রিত পণ্যের বিবরণ, দর, কমিশন, নিট মূল্য ইত্যাদি উল্লেখ করে যে যে ছপাশে রশিদ ক্রেতাকে সরবরাহ করে থাকে তাকে ক্যাশমেমো বলা হয়। ক্যাশমেমো সাধারণত তিন কপি প্রস্তুত করতে হয়। মূলকপি ক্রেতাকে দেয়া হয় এবং কার্বনকপিসমূহ বিক্রয়তার নিকট থাকে। বিক্রয়তা ধারে পণ্য বিক্রয় করার সময় বিক্রয়কৃত পণ্য মূল্যের জন্য চালানের সাথে বিল ক্রেতার নিকট পরিশোধের জন্য দাখিল করে। ক্রেতা চালান বিল বা ক্যাশমেমো ভাউচারের সাথে সংযুক্ত করে নগদান বইয়ের ক্রেডিট দিকে হিসাবভুক্ত করে।

ক্যাশমেমোর নমুনা (Specimen of Cash memo):

মালিহা এন্টারপ্রাইজ
মাইজনি, নোয়াখালী
ক্যাশমেনো

নম্বর:-----

তারিখ:-----

ক্রেতার নাম:-----

ঠিকানা:-----

ক্রমিক নং	মাণের বিবরণ	পরিমাণ	দর	পরিমাণ
			(টাকা)	(টাকা)
১.	টেক্সটাইল কাপড়	৫ গজ	২০০	১,০০০
২.	পাইলট কলপেন	২০ ডজন	৫০	১,০০০
মোট টাকা				২,০০০
টাকা (কথায়) : দুই হাজার টাকা মাত্র।				
ক্রেতার স্বাক্ষর			বিক্রেতার স্বাক্ষর	

৩. ভাউচার (Voucher)

বিক্রয়, ক্রয়, খরচ ও আয় নগদান বইতে লিপিবদ্ধ করার জন্য ব্যবহৃত স্বাক্ষরিত প্রমাণপত্রকে ভাউচার বলা হয়। ভাউচারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে Play and Larson বলেন, “Voucher is a business paper used in summarizing a transaction and applying it for recording and payment.” A.W. Holmes এর মতে, “লেনদেনের সমর্থনে যে লিখিত দলিল থাকে তাকে ভাউচার বলা হয়।” উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করে বলা যায়, হিসাবের খাতায় লিখিত যেকোনো লেনদেনের সমর্থনে রক্ষিত কোনো দলিল বা লিখিত সমর্থনকে Voucher বা প্রমাণপত্র বলা হয়। ব্যবহারিক দিক হতে ভাউচারকে দুভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—

ক. ডেবিট ভাউচার ও

খ. ক্রেডিট ভাউচার।

ক. ডেবিট ভাউচার (Debit Voucher)

পণ্য ক্রয় বিভিন্ন প্রকার খরচের জন্য ব্যবহৃত ভাউচারকে ডেবিট ভাউচার বলা হয়। ডেবিট ভাউচার ক্যাশমেনো হতে প্রস্তুত করা হয়। ডেবিট ভাউচারের সাথে চালান ও ক্যাশমেনোর কপিসমূহ সংযুক্ত করা হয়ে থাকে। ডেবিট ভাউচারে ধারাবাহিকভাবে নম্বর প্রদানপূর্বক উক্ত ভাউচার নম্বর নগদান বইয়ের ক্রেডিট দিকে নির্দিষ্ট ঘরে উল্লেখ করে নগদান বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়। নগদান বইয়ের নির্দিষ্ট ঘরে রাখার উদ্দেশ্য হলো যাতে ভবিষ্যতে প্রয়োজনে ভাউচার সহজে খুঁজে বের করা যায়।

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মানাবিধ খরচ হয়। এসব খরচের সঠিক হিসাব রাখার জন্য ডেবিট ভাউচারের প্রয়োজন হয়। ডেবিট ভাউচারের মাধ্যমে নগদান বই সংরক্ষণ করা হয়। তাছাড়া ডেবিট ভাউচার খরচের প্রামাণ্য দলিল।

ডেবিট ভাউচারের নমুনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

তমিম কৃষ্ণ স্টোর
২২০, নিউ মার্কেট, ঘশোর
ডেবিট ভাউচার

নম্বর: -----

তারিখ: -----

হিসাবখাতের নাম: -----

গ্রহণকারীর নাম: -----

খরচের বিবরণ	টাকা
সংযুক্ত ক্যাশমেমো / বিল মোতাবেক নগদে মাল ক্রয়: ২৫০ মিটার ক্রম প্রতি মিটার ১২০ টাকা দরে।	৩০,০০০
মোট টাকা =	৩০,০০০
ক্যাশিয়ারের স্বাক্ষর	হিসাবরক্ষকের স্বাক্ষর
ব্যবস্থাপকের স্বাক্ষর	গ্রহণকারীর স্বাক্ষর

খ. ক্রেডিট ভাউচার (Credit Voucher)

পণ্য বিক্রয় ও বিভিন্ন প্রকার আয়ের জন্য ব্যবহৃত ভাউচারকে ক্রেডিট ভাউচার বলা হয়। ক্রেডিট ভাউচারের সাথে চালানোর কপি ও ক্যাশমেমো বা প্রাপ্তি রশিদ সংযুক্ত করে তাতে প্রয়োজনীয় নম্বর প্রদান করে ক্যাশবুকের ডেবিট দিকে লিখা হয়। ক্রেডিট ভাউচারের নম্বর ক্যাশবুকের ডেবিট দিকে নির্দিষ্ট ঘরে লিখা থাকে যাতে প্রয়োজনে ভবিষ্যতে ক্রেডিট ভাউচারটি সহজে খুঁজে বের করা যায়। ক্রেডিট ভাউচার একটি প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্ত আয়ের প্রামাণ্য দলিল। ক্রেডিট ভাউচার হতে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন আয়ের উৎস জানা যায়। ক্রেডিট ভাউচারের সাহায্যে নগদান বই লেখা হয়। ক্রেডিট ভাউচারের নমুনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

তিথি এন্টারপ্রাইজ
লাহার মার্কেট, রাজশাহী
ক্রেডিট ভাউচার

নম্বর: -----

স্থান: -----

হিসাব খাতের নাম: -----

তারিখ: -----

নাম: -----

আয়ের বিবরণ	টাকা
সংযুক্ত চালান / প্রাপ্তি রশিদ অনুযায়ী মাল বিক্রয়: ২০০পিচ কলাম মিটার প্রতি মিটার ২৫ টাকা দরে।	৫,০০০
মোট টাকা =	৫,০০০
ক্যাশিয়ারের স্বাক্ষর	হিসাবরক্ষকের স্বাক্ষর
ব্যবস্থাপকের স্বাক্ষর	গ্রহণকারীর স্বাক্ষর

৪. জার্নাল ভাউচার (Journal Voucher)

সকল অ-মগন লেনদেন লিপিবদ্ধ করতে ব্যবহৃত ভাউচারকে জার্নাল ভাউচার বলা হয়। জার্নাল ভাউচারের সাথে সংশ্লিষ্ট লেনদেনের সমর্থনসূচক প্রমাণপত্র সংযুক্ত থাকে বা প্রমাণপত্রের সূত্র উল্লেখ থাকে। ডেবিট-ক্রেডিট ভাউচারের ন্যায় জার্নাল ভাউচারেরও ধারাবাহিকভাবে ভাউচার নম্বর প্রদানপূর্বক সাধারণ খতিয়ানে তা একবার ডেবিট দিকে এবং আরেকবার ক্রেডিট দিকে লিপিবদ্ধ করা হয়। খতিয়ানের নির্দিষ্ট ঘরে ভাউচার নম্বর উল্লেখ করা হয় যাতে ভবিষ্যৎ প্রয়োজনে ভাউচার সহজে খুঁজে বের করা যায়।

জার্নাল ভাউচারের ছক নিম্নে দেয়া হলো—

প্রতিষ্ঠানের নাম:

ঠিকানা:

জার্নাল ভাউচার

তারিখ: -----

জা: ভা. ইং -----

কোড নং	হিসাবের নাম	ব. পৃ.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
কারণ:				
প্রদত্তকারীর স্বাক্ষর		হিসাবরক্ষকের স্বাক্ষর		বিক্রেতার স্বাক্ষর

সাধারণ কাশিয়ার প্রস্তুত করে এবং ব্যবস্থাপক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ভাউচারটি হিসাবভুক্ত করার সময় হিসাবরক্ষক এতে স্বাক্ষর প্রদান করে। একইভাবে ক্রেডিট ভাউচার লেখার সময়, যার কাছ থেকে আয়ের টাকা পাওয়া গেল তার নাম এবং আয়ের বিস্তারিত বিবরণ লিখতে হয়। ক্রেডিট ভাউচারও কাশিয়ার প্রস্তুত করেন এবং হিসাবভুক্ত করার সময় হিসাবরক্ষক এতে স্বাক্ষর দিয়ে থাকেন। ডেবিট ও ক্রেডিট ভাউচারে অবশ্যই ধারাবাহিকভাবে আগাদা আগাদা নম্বর প্রদান করতে হয়।

৫. ডেবিট নোট (Debit note)

ক্রয়কৃত মাল যখন ক্রেতা কারণবশত বিক্রেতাকে ফেরত পাঠায় তখন উক্ত ফেরত মালের পূর্ণ বিবরণ যথা: মালের পরিমাণ, দর ও মূল্য ইত্যাদি একখানা কাগজে লিখে তা উক্ত মালের সাথে বিক্রেতার কাছে প্রেরণ করে এবং বিক্রেতাকে অবহিত করা হয় যে, তার হিসাব খাত উক্ত ফেরত মালের জন্য ডেবিট করা হয়েছে। ক্রয়কৃত পণ্য ফেরতের জন্য ব্যবহৃত একপ কাগজকে ডেবিট নোট বলা হয়। ডেবিট নোট চাপান থেকে আগাদা করে দেখানোর জন্য সাধারণত লালকালি ব্যবহার করা হয়। ডেবিট নোটের সাহায্যে ক্রয় ফেরত বই লেখা হয়।

নিম্নে ডেবিট নোটের একটি নমুনা দেয়া হলো:

ডেবিট নোট

ক্রমিক নং-২০

কাশেম স্টোর খালিশপুর, খুলনা		কাশেম স্টোর হিসাব খাতকে ডেবিট করা হলো		ঠাকুরগাঁও ২৫-০৩-২০১২ইং
তারিখ	বিবরণ	বিশদ বিবরণ (টাকা)	পরিমাণ (টাকা)	
২০১২ মার্চ-২০	০৯, ০৩, ২০১২ তারিখের ২২ নং চালান অনুযায়ী ধারে ক্রিত ৩০ টাকা দরে ৪০ কেজি মুসুর ডালের বজা নিম্নমানের বলে ফেরত পাঠানো হলো। বাদ: কারবারি বাট্টা ১০%	১,২০০ ১২০		
মোট টাকা			১,০৮০	
টাকা: কথায় (এক হাজার আশি টাকা মাত্র)				স্বাক্ষর
ডুল-ক্রটি সংশোধনযোগ্য				ম্যানেজার

৬. ক্রেডিট নোট (Credit Note)

বিক্রেতার কাছে বিক্রিত মাল ফেরত আসলে সে উক্ত ফেরত মালের সম্পূর্ণ বিবরণ যথা-মালের পরিমাণ, দর ও মূল্য উল্লেখ করে একটি কণ্ডজে লিখে ক্রেতার কাছে প্রেরণ করে এবং তাকে জানিয়ে দেয়া হয় যে, তার বা তাদের হিসাবখাত উক্ত ফেরত মালের মূল্যের জন্য ক্রেডিট করা হয়েছে। একে ক্রেডিট নোট বলা হয়। ক্রেডিট নোট থেকে বিক্রয় ফেরত বই বিশিষ্ট করা হয়। নিম্নে ক্রেডিট নোটের একটি নমুনা দেয়া হলো:

ক্রেডিট নোট

ক্রমিক নং-১৯

ভোলা স্টোর ভোলা		ভোলা স্টোর হিসাব খাতকে ক্রেডিট করা হলো		শাহীল স্টোর ২০, নিউমার্কেট, বরিশাল ২৮-০৫-২০১২ইং
তারিখ	বিবরণ	বিশদ বিবরণ (টাকা)	পরিমাণ (টাকা)	
২০১২ মার্চ-২৮	২০-০৫-২০১২ইং তারিখের ২০ নং চালান ডেবিট নোট অনুযায়ী ৩০ টাকা দরে ৪০ কেজি মুসুর ডালের বজা ফেরত পাওয়া গেল। বাদ: কারবারি বাট্টা ১০%	১,২০০ ১২০		
মোট টাকা			১,০৮০	
(এক হাজার আশি টাকা মাত্র)				স্বাক্ষর
ডুল-ক্রটি সংশোধনযোগ্য				ম্যানেজার

২.০৫ কারবারি ও নগদ বাটার ধারণা

Concept of Trade Discount & Cash Discount

কারবারি বাটা: পণ্যের তালিকা মূল্য থেকে বিক্রেতা পণ্য বিক্রয়ের সময় ক্রেতাকে যে ছাড় দিয়ে থাকেন তাকে কারবারি বাটা বলা হয়। সাধারণত এ বাটা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় বিক্রেতা ক্রেতাকে প্রদান করেন। এ বাটা নগদে কিংবা ধারে বিক্রয় উভয় ক্ষেত্রেই হতে পারে। সাধারণত এ বাটার জন্য ক্রেতা বা বিক্রেতা কেউই হিসাবের বইতে কোনো আবেদন দাখিল করে দেন না। ক্রেতার নিকট এ বাটাকে বলা হয় ক্রয় বাটা। অপরদিকে বিক্রেতার নিকট এ বাটাকে বলা হয় বিক্রয় বাটা।

নগদ বাটা: ধারে পণ্য বিক্রয়ের পর বিক্রেতা পাওয়া টাকা দ্রুত আদায়ের জন্য ক্রেতাকে যদি কোনো ছাড় দেয় তাকে নগদ বাটা বলা হয়। নগদ বাটা শুধু ধারে ক্রয় বা বিক্রয়ের ক্ষেত্রেই সৃষ্টি হয়। ক্রেতার নিকট এটি প্রাপ্ত বাটা এবং বিক্রেতার নিকট এটি প্রদত্ত বাটা।

উদাহরণ: ২ মি. আসাদ ৫০,০০০ টাকার তালিকা মূল্যের পণ্য ধারে মি. আকশের নিকট বিক্রয় করেন। তিনি বিক্রয়ের সময় পণ্যের তালিকা মূল্যের উপর ১০% হারে বাটা প্রদান করেন। এ ছাড়াও টাকা আদায়ের ক্ষেত্রে ২/১০ n ৩০ এ শর্ত অনুসরণ করেন। (২/১০ n ৩০ বলতে বুঝায় পাওরা টাকা ১০ দিনের মধ্যে প্রদান করলে ২% বাটা প্রদান করা হবে। তবে অবশ্যই ৩০ দিনের মধ্যে টাকা পরিশোধ করতে হবে। অর্থাৎ ১১ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে টাকা পাওয়া গেলে কোনো বাটা প্রদান করা হবে না।)

করণীয়:

- কারবারি বাটার পরিমাণ নির্ণয় কর।
- বিক্রয়ের ৮ম দিনে টাকা পাওয়া গেলে কত টাকা পাওয়া যাবে তা নির্ণয় কর।
- বিক্রয়ের ২৫তম দিনে টাকা পাওয়া গেলে নগদ টাকা পরিশোধ করতে হবে তা নির্ণয় কর।

সমাধান: ২

ক. কারবারি বাটার পরিমাণ হবে $৫০,০০০ \times ১০\% = ৫,০০০$ টাকা।

খ. অষ্টম দিনে টাকা পাওয়া যাবে:

তালিকা মূল্য ৫০,০০০ টাকা

কারবারি বাটা ৫,০০০ টাকা

লিট বিক্রয় মূল্য $৫০,০০০ - ৫,০০০ = ৪৫,০০০$ টাকা।

যেহেতু ৮ম দিনে টাকা পাওয়া গেছে সেফেদ্রে ক্রেতা নগদ বাটা পাবে।

সুতরাং নগদ বাটা হবে $৪৫,০০০ \times ২\% = ৯০০$ টাকা।

নগদ টাকা পাওয়া যাবে $৪৫,০০০ - ৯০০ = ৪৪,১০০$ টাকা।

গ. বিক্রয়ের ২৫তম দিনে টাকা পাওয়া গেলে শর্ত মোতাবেক কোনো নগদ বাটা থাকবে না। সুতরাং ৪৫,০০০ টাকা পরিশোধ করতে হবে।

কাজ-২: রিয়াদ একদশ ঘণ্টার একজল ছায়। সে তার নীলক্ষেতে এক পরিচিত মোকদদারের নিকট থেকে কিছু বই ক্রয় করেন। বইগুলোতে দাম লেখা ছিল মোট ২,০০০ টাকা। মোকদদার বইতে লেখা মূল্যের উপর ২০% ছাড় দিয়ে থাকেন। রিয়াদ বই ক্রয়ের সময় ১,০০০ টাকা পরিশোধ করে। অবশিষ্ট টাকা ৭ দিন পর পরিশোধ করতে গেলে মোকদদার আরো ৫০ টাকা কম রাখেন। এখানে নগদ বাটা, কারবারি বাটা এবং বই এর ক্রয়মূল্য কত তা নির্ণয় কর।

২.০৬ বিভিন্ন প্রকার জাবেদার ধারণা ও জাবেদা প্রস্তুতকরণ

Concept of Various Journals and its Preparation

নগদান বই, ক্রয় জাবেদা, বিক্রয় জাবেদা, ক্রয় ফেরত জাবেদা, বিক্রয় ফেরত জাবেদা ও প্রকৃত জাবেদা—

১. ক্রয় জাবেদা (Purchase Journal)

ধারে পণ্য ক্রয় সংক্রান্ত লেনদেনসমূহ যে বিশেষ জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে ক্রয় জাবেদা বলা হয়। নগদে পণ্য ক্রয় এবং নগদে কিংবা ধারে সম্পত্তি ক্রয় এ জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয় না। অর্থাৎ শুধুমাত্র বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ধারে পণ্য ক্রয় সংক্রান্ত লেনদেন এ জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয়। বিক্রয়তার নিকট হতে প্রাপ্ত চালানের ভিত্তিতে ক্রয় জাবেদা লেখা হয়। নিম্নে একটি ক্রয়জাবের উদাহরণ দেয়া হলো—

উদাহরণ: ৩ মেসার্স সোহা ২০১২ সালের জানুয়ারি মাসে নিম্নোক্ত পণ্য ক্রয় করেন:

জানু.-১	রফিকের নিকট হতে ৫০ মিটার কাপড়, প্রতি মিটার ৫০ টাকা দরে। চালান নং-১৬। পরিবহন খরচ ১০০ টাকা এবং চালানে ১৫% ভ্যাট উল্লেখ করা আছে। শর্ত ১/১০ n ৩০
" ১৫	রহিমের নিকট ১০ ডজন গেঞ্জি, প্রতিটি গেঞ্জি ১০০ টাকা দরে। বাট্টা ১০%। চালান-২০। ১৫% ভ্যাট প্রযোজ্য। শর্ত ২/১৫ n ৫০
" ৩১	তপুর নিকট হতে ক্রয়: প্রতি ডজন ২০ টাকা করে, ২০০ ডজন রুমাল ক্রয়। কবরবারি বাট্টা ১০% এবং ১৫% ভ্যাট প্রযোজ্য। চালান নং-৩০। শর্ত ১/১৫ n ৪৫

লেনদেনগুলো ক্রয় জাবেদায় লিপিবদ্ধ কর।

সমাধান: ৩ গণনা কর্ণ।

জানুয়ারি-১ (চালান নং ১৫)	জানুয়ারি-১৫ (চালান নং ২০)	জানুয়ারি-৩১ (চালান নং ৩০)
৫০ মিটার কাপড় প্রতি মিটার ৫০ টাকা করে ২,৫০০	১০ ডজন গেঞ্জি প্রতিটি ১০০ টাকা করে ১২,০০০	২০০ ডজন রুমাল প্রতি ডজন ২০ টাকা করে ৪,০০০
যোগ: ক্রয় পরিবহন ১০০	বাদ: বাট্টা (১২,০০০ × ১০%) ১,২০০	বাদ: কবরবারি বাট্টা (৪,০০০ × ১০%) ৪০০
নিট ক্রয়: ২,৬০০	নিট ক্রয়: ১০,৮০০	নিট ক্রয়: ৩,৬০০
জমি ২,৫০০ × ১৫% = ৩৭৫ টাকা	জমি ১০,৮০০ × ১৫% = ১,৬২০ টাকা	১৫% জমি (৩,৬০০ × ১৫%) = ৫৪০ টাকা

ক্রয় জাবেদা

তারিখ	হিসাব ক্রেডিট	শর্ত	সূত্র	ক্রয় হিসাব প্রদেয় হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট
২০১২					২,৬০০
জানুয়ারি-১,	রফিক হিসাব	১/১০ n ৩০			১০,৮০০
" ১৫,	রহিম হিসাব	২/১৫ n ৫০			৩,৬০০
" ৩১,	তপু হিসাব	১/১৫ n ৪৫			১৬,২০০

কাজ—৩: মেসার্স নাবিল এন্ড কোং-এর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে নিম্নলিখিত পণ্যত্রব্য বরাদ্দ করা হয়েছে:

২০১২

- জানু—১, অন্নসেবপুর, রিগাজ এর নিকট হতে ক্রয়: ১০ কৌটি গুড়ো দুধ, প্রতি কৌটি ১০০ টাকা দরে। ২,০০০ কৌটি কন্ডেন্সড দুধ, প্রতি কৌটি ৮০ টাকা দরে। কারবারি বাট্টা ১০%। চালান নং-৯০। শর্ত ২/৭ n ২৫
- "—২০, রংপুরের রাজিব এর নিকট হতে ক্রয়: ১০০ কৌটি ডানো, প্রতি কৌটি ১০০ টাকা দরে। ৫০০ পাউন্ড গুড়ো দুধ, প্রতি পাউন্ড ১০ টাকা দরে। কারবারি বাট্টা ১০%, চালান নং-১০০। শর্ত ১/১২ n ৪০
- "—৩১, দিনাজপুর পপি ব্রাদার্স এর নিকট হতে ক্রয় : ১০০ টিন চা, প্রতি টিন ৪৮ টাকা দরে। ১১০ পাউন্ড চা, প্রতি পাউন্ড ৮ টাকা দরে। কারবারি বাট্টা ১০% হারে পাওয়া গেছে। চালান নং-১০৫। চালান্দে খরচ ধরা হয়েছে প্যাকিং ৩৫ টাকা। শর্ত ২/১০ n ৬০

উপর্যুক্ত লেনদেনগুলোর সাহায্যে নাবিল এর একবানি ক্রয় বহি তৈরি কর।

২. বিক্রয় জার্নেল (Sales Journal)

কেবলমাত্র বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত বা উৎপাদিত পণ্য ধারে বিক্রয় করা হলে যে বিশেষ জার্নেলের লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে বিক্রয় জার্নেল বলা হয়। নগদে পণ্য বিক্রয় এবং নগদে বা ধারে ব্যবহৃত কোনো কিছু বিক্রয় এ বইতে লেখা হয় না। এরূপ জার্নেলের পণ্যের তালিকা মূল্য থেকে প্রদত্ত কারবারি বাট্টা বাদ দি়ে খানো হয়।

উদাহরণ: ৪ নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ বিক্রয় জার্নেলের লিপিবদ্ধ কর।

২০১২	
জানু— ৬	আলমের নিকট ২৫,০০০ টাকার পণ্য ধারে বিক্রয়, চালান নং ২০১ শর্ত ২/১০ n ৩০
" ১৬	আকাসের নিকট ধারে পণ্য বিক্রয় ২০,০০০ টাকা; চালান নং ২০২; শর্ত ২/১০ n ৩০
" ২২	আমানের নিকট ধারে পণ্য বিক্রয় ৬৫,০০০ টাকা; চালান নং ২০৩; শর্ত ২/১০ n ৩০
" ৩০	আনিসের নিকট ধারে পণ্য বিক্রয় ২০,০০০ টাকা; চালান নং ২০৪; শর্ত ২/১০ n ৩০

সমাধান: ৪ বিক্রয় জার্নেল।

তারিখ	ডেবিট হিসাব খাত	চালান নং	শর্ত	সূত্র	প্রাপ্য হিসাব বিক্রয় হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট
২০১২						
জানু— ৬	আলম হিসাব	২০১	২/১০ n ৩০			২৫,০০০
" ১৬	আকাস হিসাব	২০২	২/১০ n ৩০			২০,০০০
" ২২	আমান হিসাব	২০৩	২/১০ n ৩০			৬৫,০০০
" ৩০	আনিস হিসাব	২০৪	২/১০ n ৩০			২০,০০০
						<u>১,৩০,০০০</u>

কাজ-৪: ২০১২ সালের জুন মাসে মেসার্স রঞ্বেল এন্টারপ্রাইজ নিম্নলিখিত পণ্য বাজিতে বিক্রয় করেছেন।

জুন-১০: জাকির এন্ড কোং-এর নিকট বিক্রয়:

প্রতি ক্যান ১৫ টাকা দরে ৩০ ডজন জার্লিন ড্রিংকস। বহন খরচ ১০০ টাকা, বিমা খরচ ২০০ টাকা। কারবারি বাট্টা ১০%। চালান নং-২০০।

জুন-২০: সোহেলো এন্ড ব্রাদার্স-এর নিকট বিক্রয়:

প্রতি ক্যান ২০ টাকা দরে ১০ ডজন পেপসি কোলা ড্রিংকস। প্রতিটি ১০ টাকা দরে ১৫ ডজন ম্যাচো আইসক্রিম। বহন খরচ ৩০০ টাকা। কারবারি বাট্টা ৫%, চালান নং-৩০০।

জুন-৩০: কানুলা এন্ড সন্স-এর নিকট বিক্রয়:

প্রতি বোতল ১০ টাকা করে ১০০ বোতল কোকাকোলা। প্রতি বক্স ৫০ টাকা দরে ১০০ বক্স ইগন আইসক্রিম জর। প্রতি বোতল ১০ টাকা। চালান নং-৪০০।

লেনদেনগুণায় ২/১০ নং ৩০ শর্ত।

উপর্যুক্ত লেনদেনগুণায় মেসার্স রঞ্বেল এন্টারপ্রাইজ এর বিক্রয় জাবেদায় লিপিবদ্ধ কর।

৩. ক্রয় ফেরত জাবেদা (Purchases Return Journal)

ধারে ক্রয়কৃত পণ্যদ্রব্য ফেরত সংক্রান্ত লেনদেনসমূহ যে বিশেষ জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে ক্রয় ফেরত জাবেদা বলা হয়। একত্র জাবেদায় প্রযোজ্য কারবারি বাট্টা বাদ দিয়ে দেখাতে হয়। নির্দিষ্ট সময় পরপর ক্রয় ফেরত জাবেদা যোগ করে উক্ত সময়ের মোট ক্রয় ফেরত এর পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। মোট ক্রয় ফেরতের জন্য সাধারণত খতিয়ানে বিবিধ পাওনাদারকে ডেবিট এবং ক্রয় ফেরতকে ক্রেডিট করা হয়।

উদাহরণ: ৫ ২০১২ সালের জানুয়ারি মাসে রমিসা ট্রেডার্সের ক্রয় ফেরত সংক্রান্ত লেনদেনসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:
২০১২

জানুয়ারি-৩, গ্রিন এজেন্সি: ১০ কেজি চা প্রতি কেজি ১০০ টাকা করে। ডেবিট নোট-১০০।

" ৬, রহমান ব্রাদার্স: চা-পাতির মান খারাপ হওয়ার প্রতি কেজি ৯০ টাকা মূল্যের ৬ কেজি চা ফেরত দেয়া হলো। ডেবিট নোট ১০১

" ৩০, স্টার এজেন্সি: পাউডার দুধ এর মান নিম্নমানের হওয়ার টেনি পাউডার দুধ প্রতি টিন ১০০ টাকা মূল্যের দুধ ফেরত পাঠানো হলো। ডেবিট নোট-১০২ লেনদেনসমূহ ক্রয় ফেরত জাবেদায় লিপিবদ্ধ কর।

সমাধান: ৫ ক্রয় ফেরত জাবেদা

তারিখ	ক্রেডিট হিসাব খাত	শর্ত	ডেবিট নোট	সূত্র	প্রদেয় হিসাব ক্রয় ফেরত হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট
২০১২						
জানুয়ারী-৩	গ্রিন এজেন্সি		১০০			১,০০০
" ৬	রহমান ব্রাদার্স		১০১			৫৪০
" ৩০	স্টার এজেন্সি		১০২			৫০০
						২,০৪০

কাজ-৫: রিয়াজ এন্ড সঙ্গের জন্য ফেরত বইতে নিম্নলিখিত লেনদেনগুলো লিপিবদ্ধ কর।

২০১২

জানুয়ারি-১০ নমুনা অনুসারে না হওয়ার কারণে গিট এন্ড সপকে ১০টিম বিক্রুট, প্রতিটিম ১০০ টাকা করে ফেরত পাঠানো হলো। কারবারি বাট্টা ১০%। ডেবিট মোট-২০০।

" ১৫ শাবনুর এন্ড কোথকে ৫ কাটুন মাল ফেরত পাঠানো হলো, মোট মূল্য ৫,০০০ টাকা। কারবারি বাট্টা ৫%। ডেবিট মোট-৫০০।

" ৩০ সবিতা এন্ড কোং কে ১০,০০০ টাকার পণ্য ফেরত পাঠানো হলো। কারবারি বাট্টা ১০%। ডেবিট মোট-৩০০।

প্রতিটি লেনদেনের ফেরো ড্যাট ছিল ১৫%।

৪. বিক্রয় ফেরত জাবেদা (Sales Return Journal)

ধরে বিক্রয়কৃত পণ্যদ্রব্য ফেরত সংক্রান্ত লেনদেনসমূহ যে বিশেষ জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে বিক্রয় ফেরত জাবেদা বলা হয়। এরূপ জাবেদায় প্রযোজ্য কারবারি বাট্টা বাদ দিয়ে দেখাতে হয়। নির্দিষ্ট সময় পরপর বিক্রয় ফেরত জাবেদা যোগ করে উক্ত সময়ের মোট বিক্রয় ফেরত নির্ণয় করা হয়। বিক্রয় ফেরতের জন্য সাধারণ ব্যতিয়ানে বিক্রয় ফেরতকে ডেবিট এবং বিবিধ সেন্দাদারকে ক্রেডিট করা হয়।

উদাহরণ: ৬ নিচের লেনদেনগুলো বিক্রয় ফেরত জাবেদায় অন্তর্ভুক্ত কর।

২০১২

জুলাই-১ এম/এস হারুনের নিকট হতে প্রতি টিন ১,০০০ টাকা করে ৫ টিন তেল ফেরত আসল। কারবারি বাট্টার পরিমাণ ছিল ১০%।

" ১৫ আযম আন্ড সগ-এর নিকট হতে ৫ প্যাকেট টিনি ফেরত আসল, প্রতি প্যাকেট ১,০০০ টাকা এবং কারবারি বাট্টা ১০%।

" ৩০ হাসান-এর নিকট হতে ফেরত: ১টিন পাউডার মিছ প্রতি টিন ১০০ টাকা।

সমাধান: ৬

তারিখ	হিসাব শিরোনাম	শর্ত	সূত্র	ড্রেডিট মোট	বিক্রয় ফেরত প্রাপ্য হিসাব	ড্রেডিট মোট
২০১২						
জুলাই-১	এম/এস হারুন					৪,৫০০
" ১৫	আযম আন্ড সগ					৪,৫০০
" ৩০	হাসান					১০০
						৯,১০০

কাজ—৬: অন্যতনরা এত সপ এর হিসাব বহিতে নিম্নলিখিত লেনদেনগুলো একটি আন্তঃকেন্দ্র বইতে লিপিবদ্ধ কর।

২০১২

মে-৫ ফরচেনা এত কোং হতে নতুন বহির্ভূত হওয়ায় ৮০০ টাকার মাল ফেরত পাওয়া গেল। ড্রেডিট নোট নং-১৫০।

" ১০ মোরাক স্টোর্স এর নিকট হতে নতুন অ্যুসারে না হওয়ায় ৫০০ টাকার চক্রেট ফেরত পাওয়া গেল। ড্রেডিট নং-২০০।

" ২০ সায়াম এত কোং হতে নতুন বহির্ভূত হওয়ায় ৯০০ টাকার পণ্য ফেরত পাওয়া গেল। ড্রেডিট নোট নং-৩০০।

" ২৫ আকুল এত সপ এর নিকট হতে নিম্নমানের জল্য পণ্য ফেরত পাওয়া গেল ২,০০০ টাকার। ড্রেডিট নোট নং-২০৫।

" ২৮ মাদুন এত কোং এর নিকট হতে নিম্নমানের জল্য পণ্য ফেরত এসেছে ২,৫০০ টাকার। ড্রেডিট নোট নং-১৬০।

৫. প্রকৃত জার্নাল (Journal in Proper)

যেসব লেনদেন বিশেষ জার্নালের লিপিবদ্ধ করা যায় না ঐসব লেনদেন যে জার্নালের লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে প্রকৃত জার্নাল বা সাধারণ জার্নাল বলে। সাধারণত ফুল সংশোধনী জার্নাল, সমন্বয় জার্নাল, ধারে সম্পত্তি ক্রয় ও বিক্রয়জনিত জার্নাল, সমাপনী জার্নাল, বিপরীত জার্নাল প্রভৃতি প্রকৃত জার্নালের লিপিবদ্ধ করা হয়।

কাজ—৭: নিচের লেনদেনগুলো কোন জার্নালের অন্তর্ভুক্ত হবে তা লেখ।

লেনদেন	ব্যবহৃত জার্নাল বই এর নাম লেখ
১. ধারে আসবাবপত্র ক্রয় ৫,০০০ টাকা।	
২. বিক্রয় কর্মীর বেতন প্রদান করা হলো ১,০০০ টাকা।	
৩. ধারে পণ্য ক্রয় ৫,০০০ টাকা।	
৪. বিজ্ঞাপন খরচ প্রদান করা হলো ১,০০০ টাকা।	
৫. অনাদায়ী পাওনা লিপিবদ্ধ করা হলো ৫০০ টাকা।	
৬. মগধ বিক্রয় করা হলো ২,০০০ টাকা ও ধারে বিক্রয় ১,০০০ টাকা।	
৭. ক্রয় ফেরত ৫০০ টাকা, বিক্রয় ফেরত ৫০ টাকা।	
৮. ক্রেতার নিকট ২,০০০ টাকা পাওয়া গেল।	

সাধারণ জার্নাল (General Journal)

সাধারণত ক্ষুদ্র ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে লেনদেনের সংখ্যা কম হয়ে থাকে। ফলে যেসব প্রতিষ্ঠানে জার্নালকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করে আলাদা জার্নাল বই সংরক্ষণ করা হয় না। সকল লেনদেন একটি মাত্র জার্নাল বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়। যখন প্রতিষ্ঠান সকল লেনদেন একটি মাত্র জার্নাল বইতে লিপিবদ্ধ করে তাকে সাধারণ জার্নাল বলে। এখানে প্রথমে লেনদেনকে বিশ্লেষণ করে ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয় করা হয়। তারপর ব্যালান্স তারিখের জমানুসারে নির্দিষ্ট হকে লিপিবদ্ধ করা হয়।

নিম্নে কতিপয় লেনদেনের জাবেদা দাখিলা প্রদানের প্রক্রিয়া আলোচনা করা হলো:

লেনদেন	বিশ্লেষণ	ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয়	জাবেদা				
			তাং	বিবরণ	সূত্র	ডে.	ক্রে.
জুন-১, নগদ ৫,০০০ টাকা নিয়ে ব্যবসায় শুরু করা হলো।	সম্পত্তি বৃদ্ধি মূলধন বৃদ্ধি	নগদান ডেবিট মূলধন ক্রেডিট	জুন-১	নগদান হিসাব ডেবিট মূলধন হিসাব ক্রেডিট (মূলধন নিয়ে ব্যবসায় শুরু করা হলো)		৫,০০০	৫,০০০

লেনদেন	বিশ্লেষণ	ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয়	জাবেদা				
			তাং	বিবরণ	সূত্র	ডে.	ক্রে.
জুন-৫, ব্যয়কে ১,০০০ টাকা জমা দেয়া হলো।	সম্পত্তি বৃদ্ধি সম্পত্তি হ্রাস	ব্যয়ক ডেবিট নগদান ক্রেডিট	জুন-৫	ব্যয়ক হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট (ব্যয়কে টাকা জমা দেয়া হলো)		১,০০০	১,০০০

লেনদেন	বিশ্লেষণ	ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয়	জাবেদা				
			তাং	বিবরণ	সূত্র	ডে.	ক্রে.
জুন-১০ বিজ্ঞাপন খরচ প্রদান করা হলো ২০০ টাকা।	খরচ বৃদ্ধি সম্পত্তি হ্রাস	বিজ্ঞাপন ডেবিট নগদান ক্রেডিট	জুন-৫	বিজ্ঞাপন হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট (বিজ্ঞাপন বাবদ প্রদান করা হলো।)		২০০	২০০

লেনদেন	বিশ্লেষণ	ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয়	জাবেদা				
			তাং	বিবরণ	সূত্র	ডে.	ক্রে.
জুন-১৫, মালিক ৫০০ টাকার পণ্য উত্তোলন করেন।	উত্তোলন বৃদ্ধি খরচ হ্রাস	উত্তোলন ডেবিট ক্রয় ক্রেডিট	জুন-৫	উত্তোলন হিসাব ডেবিট ক্রয় হিসাব ক্রেডিট (মালিক কর্তৃক পণ্য উত্তোলন।)		৫০০	৫০০

উদাহরণ: ৭ মি. নাবিল ১,০০,০০০ টাকা মূলধন নিয়ে ২০১২ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে ব্যবসায় আরম্ভ করলেন।

ঐ মাসে তাঁর ব্যবসায় নিম্নলিখিত লেনদেনগুলো হয়েছিল:

২০১২	টাকা
জানুয়ারি-১ জনতা ব্যাংক হিসাব খোলা হলো	১০,০০০
" ৩ আলমারি ক্রয় করা হলো	৭,০০০
" ৫ মালামালের নিকট হতে নগদে পণ্য ক্রয়	৯,০০০
" ৭ মামুলের নিকট হতে পণ্য ক্রয়	৫,০০০
" ৯ শামিমের নিকট নগদে বিক্রয়	৮,০০০
" ১০ কলারামের নিকট মাল বিক্রয়	২০,০০০
" ১২ ফাহিমকে প্রদত্ত হলো	৫,০০০
" ২০ ভাড়া প্রদত্ত হলো	৩,০০০
" ২১ বিভ্রাপন বাবদ প্রদত্ত হলো	৬,০০০
" ২৫ বেতন চেকের মাধ্যমে প্রদত্ত হলো	৫,৫০০

মি.নাবিল এর বইতে জাবেদা দেখাও।

সমাধান: ৭

মি. নাবিল
জাবেদা

তারিখ	বিবরণ	ব. পু.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
২০১২ জানুয়ারি-১	নগদান হিসাব মূলধন হিসাব (যেহেতু মি. নাবিল নগদ টাকা নিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করল।)	ডেবিট ক্রেডিট	১,০০,০০০	১,০০,০০০
" - ১	জনতা ব্যাংক হিসাব নগদান হিসাব (যেহেতু জনতা ব্যাংকে হিসাব খোলা হলো।)	ডেবিট ক্রেডিট	১০,০০০	১০,০০০
" - ৩	আলমারি ক্রয় হিসাব নগদান হিসাব (যেহেতু আলমারি ক্রয় করা হলো।)	ডেবিট ক্রেডিট	৭,০০০	৭,০০০
" - ৫	ক্রয় হিসাব নগদান হিসাব (যেহেতু নগদে মাল ক্রয় করা হলো।)	ডেবিট ক্রেডিট	৯,০০০	৯,০০০
" ৭	ক্রয় হিসাব মামুল হিসাব (যেহেতু মামুলের নিকট হতে ধারে পণ্য ক্রয় করা হলো।)	ডেবিট ক্রেডিট	৫,০০০	৫,০০০
" ৯	নগদান হিসাব বিক্রয় হিসাব (যেহেতু নগদে মাল বিক্রয় করা হলো।)	ডেবিট ক্রেডিট	৮,০০০	৮,০০০

" ১০	কালান হিসাব বিক্রয় হিসাব (যেহেতু কালানের নিকট ধারে মাল বিক্রয় করা হলো।)	ডেবিট ক্রেডিট	২০,০০০	২০,০০০
" ১২	ফাহিম হিসাব নগদান হিসাব (যেহেতু ফাহিমকে প্রদত্ত হলো।)	ডেবিট ক্রেডিট	৫,০০০	৫,০০০
" ২০	ভাড়া হিসাব নগদান হিসাব (যেহেতু ভাড়া প্রদত্ত হলো।)	ডেবিট ক্রেডিট	৩,০০০	৩,০০০
" ২১	বিজ্ঞাপন হিসাব নগদান হিসাব (যেহেতু বিজ্ঞাপন বরচ প্রদত্ত হলো।)	ডেবিট ক্রেডিট	৬,০০০	৬,০০০
" ২৫	বেতন হিসাব ব্যয়ক হিসাব (যেহেতু চেকের মাধ্যমে বেতন প্রদত্ত হলো।)	ডেবিট ক্রেডিট	৫,৫০০	৫,৫০০

কাজ—৮: ২০১৩ সালের ১ জানুয়ারি জনাব আব্দুল কুদ্দুস নগদ ৫০,০০০ টাকা ও বন্ধ রিস্কতের নিকট হতে ২০,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে ব্যবসায় আরম্ভ করেন। উক্ত মাসে তাঁর ব্যবসায় সম্পাদিত লেনদেনগুলো নিম্নরূপ ছিল:

- জানুয়ারি— ৩ ব্যাংকে ৩০,০০০ টাকা জমা দিয়ে একটি ব্যাংক হিসাব খোলা হলো।
 " ৫ নগদে ৫,০০০ টাকার পণ্য ক্রয় করা হলো।
 " ৭ হোসেন ব্রাদার্স এর নিকট মাল বিক্রয় নগদে ৭,০০০ টাকা।
 " ৯ চা, বিস্কুট ও কোকাকোলা ক্রয় করে অপব্যয়ন করা হলো ১৫০ টাকা।
 " ১১ আন্তঃকেরত ১,২০০ টাকা।
 " ১৩ বিজ্ঞাপন বাবদ পিকাসো এ্যাডকে অগ্রিম প্রদান ৪,০০০ টাকা।
 " ১৫ ১০% সরকারি বন্ড ক্রয় করা হলো ১০,০০০ টাকা।
 " ১৭ অনাদারী দেনা ধার্য হলো ৩০০ টাকা।
 " ১৮ মালিকের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যাংক হতে ২,০০০ টাকা উঠানো হলো।
 " ২০ ৩,৫০০ টাকা পাঞ্জার পূর্ণ নিষ্পত্তিতে ৩,৩০০ টাকার একটি চেক পেয়ে ব্যাংকে জমা দেয়া হলো।
 " ৩০ ব্যাংক সুদ প্রাপ্ত করল ২০০ টাকা।

উপর্যুক্ত লেনদেনগুলো জনাব আব্দুল কুদ্দুস সাহেবের জাবোদা বইতে লিপিবদ্ধ কর।

২.০৭ একঘরা, দুঘরা, তিন ঘরা, ও অঙ্গদন্ত নিয়মে খুচরা নগদান বই

Single Column, Double Column, Triple Column and Imprest Petty Cash Book

হিসাবের যে বইতে নগদ প্রাপ্তি ও নগদ প্রদান (এখানে নগদ বলতে নগদ ও ব্যাংক উভয়কে বুঝায়) সংক্রান্ত লেনদেন লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে নগদান বই বলে। এ হিসাবের বইতে কোনো ধারে লেনদেন লিপিবদ্ধ করা হয় না। এ হিসাব বই এর ডেবিট পাশে প্রাপ্তি ও ক্রেডিট পাশে প্রদানসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়। নির্দিষ্ট সময়কাল শেষে এ বই দ্বারা নগদ ও ব্যাংকের ভের পাওরা যায়। নগদান বইতে কেবল নগদ সংক্রান্ত লেনদেন লিপিবদ্ধ করা হয় বলে এটি একই বিশেষ জাবোদা। নগদান বই জাবোদা ও খতিয়ান উভয়ের কাজ করে বিখ্যাত একে জাবোদা ও খতিয়ান উভয়ই বলা হয়ে থাকে।

নগদান বইয়ের শ্রেণিবিভাগ

Classification of Cash Book

সাধারণত তিন প্রকারের নগদান বই দেখা যায়। তবে যৌথ মূলধনী কারবারে নগদান বই সংরক্ষণের পাশাপাশি ছোট ছোট খরচসমূহ আলাদা বইতে লিপিবদ্ধ করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে সমগ্রীত নগদান বইকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা:

১. এক ঘর নগদান বই (Single column cash book)
 ২. দু'ঘরা নগদান বই (Double column cash book)
 ৩. তিনঘরা নগদান বই (Triple column cash book)
 ৪. খুচরা নগদান বই (Petty cash book)
১. একঘরা নগদান বই: যে নগদান বইতে ডেবিট ও ক্রেডিট উভয় পাশে একটি মাত্র টাকার ঘর থাকে তাকে একঘরা নগদান বই বলে। সাধারণত যেসব প্রতিষ্ঠান শুধু নগদে লেনদেন করে থাকে তারা একঘরা নগদান বই ব্যবহার করে থাকে। এ বইয়ের ডেবিট দিকে নগদ প্রাপ্তি ও ক্রেডিট দিকে নগদ প্রদান লিপিবদ্ধ করা হয়।

উদাহরণ: চ নিচের লেনদেনগুলো একঘরা নগদান বইতে লিপিবদ্ধ কর।

২০১২		টাকা
জানুয়ারি -১	নগদ তহবিল	১৫,০০০
" ৬	নগদে পণ্য ক্রয়	২,০০০
" ১৬	আকবরের নিকট থেকে প্রাপ্তি	৩,০০০
" ১৮	বাবরকে প্রদান করা হলো	১,০০০
" ২০	নগদ বিক্রয়	৪,০০০
" ২৫	নগদে সাপ্লাইস ক্রয়	৬০
" ৩০	বেতন প্রদান	১,০০০
" ৩১	অসবাবপত্র ক্রয়	২,০০০

সমাপ্তি: চ

ডেবিট

নগদান বই

ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	সূত্র	টাকা	তারিখ	বিবরণ	সূত্র	টাকা
২০১২				২০১২			
জানু.-১	ব্যাংকিং বি/ডি		১৫,০০০	জানু.-৬	ক্রয় হিসাব		২,০০০
" ১৬	আকবর হিসাব		৩,০০০	" ১৮	বাবর হিসাব		১,০০০
" ২০	বিক্রয় হিসাব		৪,০০০	" ২৫	সাপ্লাইস হিসাব		৬০
				" ৩০	বেতন হিসাব		১,০০০
				" ৩১	অসবাবপত্র হিসাব		২,০০০
				" ৩১	ব্যাংকিং বি/ডি		১৫,৯৪০
			২২,০০০				২২,০০০

২. দুধরা নগদান বই: যে নগদান বইর ডেবিট ও ক্রেডিট উভয়দিকে দুটো করে টাকার ঘর থাকে তার একটি নগদ ও অন্যটি ব্যাংক, তাকে দুধরা নগদান বই বলে। এধরনের নগদান বইতে নগদ ও ব্যাংকের হিসাব এক সাথে আলাদা কলামে রাখা হয় এবং একই সাথে নগদ ও ব্যাংক ব্যালেন্স এর পরিমাণ জানা যায়। দুধরা নগদান বইতে দুটি হিসাব জড়িত থাকে। তার একটি নগদান হিসাব ও অন্যটি ব্যাংক হিসাব।

দুধরা নগদান বইয়ের নমুনা:

ডেবিট				দুধরা নগদান বই				ক্রেডিট	
তারিখ	বিবরণ	জা: পু:	নগদ (টাকা)	ব্যাংক (টাকা)	তারিখ	বিবরণ	জা: পু:	নগদ (টাকা)	ব্যাংক (টাকা)

বিপরীত দাখিলা (Contra Entry)

দুধরা নগদান বই এর মাধ্যমে একই সাথে দুটি হিসাব সংরক্ষিত হয়। এর একটি নগদান হিসাব এবং অপরটি ব্যাংক হিসাব। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে মাঝে-মাঝে এমন কিছু লেনদেন সংঘটিত হয় যা একই সাথে দুটি হিসাবকে প্রভাবিত করে। যেমন—অফিসের প্রয়োজনে ব্যাংক থেকে নগদ ২,০০০ টাকা উত্তোলন করা হলো কিংবা ব্যাংকে জমা প্রদান করা হলো ৫,০০০ টাকা। এ লেনদেনগুলো দ্বারা একই সাথে নগদ ও ব্যাংকের টাকা একই সাথে হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটায়। যে লেনদেনের দ্বারা নগদান বইয়ের ডেবিট পাশে নগদ ও ক্রেডিট পাশে ব্যাংক কিংবা ডেবিট পাশে ব্যাংক ও ক্রেডিট পাশে নগদানকে প্রভাবিত করে তাকে কন্ট্রা-এন্ট্রি বা বিপরীত দাখিলা বলে।

উল্টো দাখিলা (Reverse Entry)

যেসব লেনদেন দ্বারা ডেবিট পাশে নগদ একই সাথে ক্রেডিট পাশে নগদ কিংবা ডেবিট পাশে ব্যাংক ও ক্রেডিট পাশে ব্যাংক হিসাবকে প্রভাবিত করে তাকে সেগুলোকে উল্টো দাখিলা বলে। যেমন—করিমের নিকট থেকে ৫,০০০ টাকা নগদ পেয়ে কামালাকে প্রদান করা হলো। এক্ষেত্রে ডেবিট পাশে নগদ কলামে অন্যদিকে ক্রেডিট পাশে নগদ কলামে দেখাতে হয়।

উদাহরণ: ৯ নিম্নোক্ত লেনদেন হতে মেসার্স জাহান ট্রেডার্সের একটি দুধরা নগদান বই প্রস্তুত কর এবং উদ্ভূত দেখাও।

২০১৩

- জুলাই-১ নগদ উদ্ভূত ৬০,০০০ টাকা ও ব্যাংক জমাতিরিক্ত ৯,০০০ টাকা।
- " ৩ কলিঙ্গ এর নিকট হতে প্রাপ্তি ৩,০০০ টাকা।
- " ৬ ব্যাংক জমাতিরিক্তের ৫,০০০ টাকা পরিশোধ করা হলো।
- " ৮ ২০,০০০ টাকা ভালিকা মূল্যের পণ্য ১০% বাটায় নগদ বিক্রয়।
- " ১০ সোহান কর্তৃক স্বীকৃত ৬,০০০ টাকার বিল ৫,৭০০ টাকার ব্যাংক হতে বাটায় করা হলো।
- " ১২ মাল বিক্রয় করে ৪,০০০ টাকার একটি চেক পেয়ে ব্যাংকে জমা দেয়া হলো।
- " ১৫ মিমির নিকট হতে ৫,৫০০ টাকার একটি চেক পেয়ে সেনা পরিশোধার্থে নিশিকে প্রদান করা হলো।
- " ১৭ নগদ ৪,২০০ টাকা এবং ৪,৩০০ টাকার একটি চেক ব্যাংকে জমা দেয়া হলো।
- " ২০ ৭,০০০ টাকার একটি প্রসেস নোট পরিশোধের জন্য ব্যাংকের প্রতি নির্দেশ প্রদান করা হলো।
- " ২৩ চেকে অগ্রিম ভান্ডা প্রদান ৩,৫০০ টাকা।
- " ২৫ নগদ উত্তোলন ৩,০০০ টাকা এবং ব্যাংক হতে উত্তোলন ২,০০০ টাকা।
- " ২৮ সোহান কর্তৃক স্বীকৃত বিলটি প্রত্যাহার করা হলো।
- " ৩১ নগদ উদ্ভূতের সম্পূর্ণ অর্থ ব্যাংকে জমা দেয়া হলো।

সমাধান: ৯

মেসার্স জাহান ট্রেডার্স

ডেবিট

দুধরা নগদান বই

ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	জ. নং	ব. নং	নগদ টাকা	ব্যাংক টাকা	তারিখ	বিবরণ	জ. নং	ব. নং	নগদ টাকা	ব্যাংক টাকা
২০১৩ জুলাই						২০১৩ জুলাই					
১	ব্যাংক বি/ডি			৬০,০০০		১	ব্যাংক বি/ডি				৯,০০০
৩	কমিউ হিসাব			৩,০০০		৬	ব্যাংক হিসাব (দি)			৫,০০০	
৬	নগদান হিসাব (দি)				৫,০০০	১৫	নিমি হিসাব			৫,৫০০	
৮	বিক্রয় হিসাব			১৮,০০০		১৭	নগদান হিসাব (দি)			৮,৫০০	
১০	প্রাপ্য নেট হিসাব				৫,৭০০	২০	প্রসের নেট				৭,০০০
১২	বিক্রয় হিসাব				৪,০০০	২৩	অগ্রিম আড়া				৩,৫০০
১৫	নিমি হিসাব			৫,৫০০		২৫	উল্লেখন			৩,০০০	
১৭	ব্যাংক হিসাব (দি)				৮,৫০০	২৫	নগদান হিসাব (দি)				২,০০০
২৫	ব্যাংক হিসাব (দি)			২,০০০		২৮	সোহান হিসাব				৬,০০০
৩১	নগদান হিসাব (দি)				৬৬,৫০০	৩১	ব্যাংক হিসাব (দি)			৬৬,৫০০	
						৩১	ব্যাংক বি/ডি				৬২,২০০
				৮৮,৫০০	৮৯,৭০০					৮৮,৫০০	৮৯,৭০০
আবস্ট- ১	ব্যাংক বি/ডি				৬২,২০০						

কাজ-৯: জন্মের শওকত এর নিম্নলিখিত লেনদেন হতে একটি দুধরা নগদান বই প্রস্তুত কর।

২০১২

এপ্রিল-১ হাতে নগদ ২২,০০০ টাকা।

ব্যাংকে জমা ৯,০০০ টাকা।

" ২ নগদ বিক্রয় ৬,০০০ টাকা এবং চেকে ৫,৫০০ টাকা।

" ৩ প্রাপ্ত চেকটি ব্যাংকে জমা দেয়া হলো।

" ৪ ১০,০০০ টাকার মাল ১০% বাটার নগদে ক্রয় করা হলো।

" ৬ চেকে আসবাবপত্র ক্রয় ৪,০০০ টাকা।

-
- " ৮ অশ্বিনিকে প্রদান করা হলো নগদে ৩,৫০০ টাকা ও চেকে ৩,৫০০ টাকা।
 - " ১০ নিহার নিকট হতে পাওয়া গেল নগদে ৭,০০০ টাকা ও চেকে ৪,০০০ টাকা। গ্রাউ চেকটি সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংকে জমা দেয়া হলো।
 - " ১১ শিওর নিকট হতে মাল ক্রয় ৯,০০০ টাকা।
 - " ১২ কারবারের জন্য ব্যাংক হতে উত্তোলন করা হলো ৮,৫০০ টাকা।
 - " ১৫ শিওর পাওনা চেকে প্রদান করা হলো।
 - " ২০ চেকে শেয়ার ক্রয় করা হলো ১২,০০০ টাকা।
 - " ২২ ১৬,০০০ টাকার পণ্য ৫% বাটার বিক্রয় করে ৬,০০০ টাকার একটি প্রাপ্যকিলে সম্ভব পাওয়া গেল এবং অবশিষ্ট টাকা নগদে পাওয়া গেল।
 - " ২৫ নগদ ৫,০০০ টাকা এবং চেকে ভাতা দেয়া হলো ১,০০০ টাকা।
 - " ৩০ নগদে বেতন দেয়া হলো ১,৫০০।
-

৩. তিনঘরা নগদান বই

যে নগদান বইর ডেবিট ও ক্রেডিট উভয়দিকে তিনটি করে টাকার ঘর থাকে, তাকে তিন ঘরা নগদান বই বলে। এরূপ নগদান বইতে নগদ, ব্যাংক ও বাটা লেখার জন্য উভয়দিকে তিনটি করে টাকার ঘর থাকে। তিন ঘরা নগদান বইতে তিনটি টাকার ঘর থাকলেও চারটি হিসাব জড়িত থাকে। নগদ, ব্যাংক, বাটা প্রাপ্তি ও বাটা প্রদান। নগদ প্রাপ্তি, ব্যাংকের মাধ্যমে প্রাপ্তি ও বাটা প্রদান নগদান বইরে ডেবিট পাশে বসে। অন্যদিকে নগদ প্রদান, ব্যাংকের মাধ্যমে প্রদান ও বাটা প্রাপ্তি নগদান বইয়ের ক্রেডিট পাশে বসে।

উদাহরণ: ১০ মি. সোয়ান-এর নিম্নলিখিত লেনদেন অবলম্বন করে একটি তিনঘরা নগদান বই প্রস্তুত কর।

২০১৩

- জানু – ১ হাতে নগদ ৩০,০০০ টাকা এবং ব্যাংক ব্যালেন্স (ক্রেডিট) ৯,০০০ টাকা।
- " ৪ আমাদের স্বীকৃত একটি নোটের ৭,০০০ টাকা ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত হলো।
 - " ৬ ব্যাংক হতে উত্তোলিত ৫০০ টাকা দিয়ে মালিকের জীবন বিমার প্রিমিয়াম প্রদান করা হলো।
 - " ৮ ইসলাম এর নিকট হতে পূর্বে প্রাপ্ত ৩,০০০ টাকার একটি নোট ৫% হারে ব্যাংকে বাটা করা হলো।
 - " ১০ সাদ এর পাওনা ৪,০০০ টাকা ৫% বাটার চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করা হলো।
 - " ১২ অফিসের প্রয়োজনে ব্যাংক হতে ২,৫০০ টাকা উত্তোলন করা হলো।
 - " ১৫ ইসলাম এর বিগাটি প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ব্যাংক ফেরত পাঠালো।
 - " ১৯ নগদ বিক্রয় ৮,০০০ টাকা (বাদ বাটা ৪%)।
 - " ২১ রুবেলের নিকট হতে ৪,০০০ টাকার পণ্য ৫% কারবারি বাটার ক্রয় করা হলো।
 - " ২৪ পূর্বে অবশোধিত অন্যদায়ী পাওনা ৮০০ টাকা আদায় করা হলো।
 - " ২৫ রুবেলের পাওনা ১০% বাটার চেকের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হলো।
 - " ২৯ ব্যাংক কর্তৃক ধারকৃত চার্জ ১৫০ টাকা ও মঞ্জুরিকৃত সুদ ১০০ টাকা।
 - " ৩০ রহিমের নিকট পাওনা টাকা ১০% বাটা বাদে ৯,০০০ টাকা পাওয়া গেল।
 - " ৩১ নগদ জের ৫,০০০ টাকা হাতে রেখে অবশিষ্ট টাকার ব্যাংকে জমা দেওয়া হলো।

সমাধান: ১০

মি. সোয়াদ
তিলধরা নগদান বই

ড্রেডিট

ডেবিট

তারিখ	বিবরণ	র. ক.	খ. প.	নগদ টাকা	ব্যয় টাকা	বাঁটা টাকা	তারিখ	বিবরণ	ডা. ক.	খ. প.	নগদ টাকা	ব্যয় টাকা	বাঁটা টাকা
২০১৩ জানু.							২০১৩ জানু.						
১	ব্যাংক দ্রুতি			৩০,০০০			১	ব্যাংক দ্রুতি				৯,০০০	
							৪	প্রদেয় নোট				৭,০০০	
৮	প্রাপ্য নোট				২,৮৫০		৬	উন্মোচন হিসাব				৫০০	
							১০	সাদ হিসাব				৩,৮০০	২০০
১২	ব্যাংক হিসাব (সি)			২,৫০০			১২	নগদান হিসাব (সি)				২,৫০০	
১৬	বিক্রয়			৭,৬৮০			১৫	ইনসুরেন্স হিসাব				৩,০০০	
২৪	অসামান্য পাওনা আদায়			৮০০			২৫	রংবাল হিসাব			৩,৪২০		৩৮০
২৬	ব্যাংক সুদ				১০০		২৯	ব্যাংক চার্জ				১৫০	
৩০	রহিম হিসাব			৯,০০০		১,০০০	৩১	ব্যাংক হিসাব (সি)			৪১,৫৬০		
৩১	নগদান হিসাব (সি)				৪১,৫৬০		৩১						
							৩১	ব্যাংক দ্রুতি			৫,০০০	১৮,৫৬০	
				৪৯,৯৮০	৪৪,৫১০	১,০০০					৪৯,৯৮০	৪৪,৫১০	৫৮০
ফেব্রু. ১	ব্যাংক দ্রুতি				৫,০০০								
					১৮,৫৬০								

কাজ—১০: নিম্নোক্ত লেনদেনসমূহ হতে জনবৎ রাশেদের জন্য প্রয়োজনীয় কলামবিশিষ্ট একটি নগদন বই প্রস্তুত কর।

২০১২

- ফেব্রু. ১ প্রাথমিক নগদন তহবিল ২৫,০০০ টাকা এবং ব্যাংক জমাতিরিক্ত ৮,০০০ টাকা।
 " ৩ ব্যাংক জমাতিরিক্ত এর অর্ধেক টাকা পরিশোধ করা হলো।
 " ৬ ইতোপূর্বে আমদের জন্য ব্যাংকে প্রেরিত ৩,০০০ টাকার একটি প্রাপ্য বিল প্রত্যাব্যাহত হলো।
 " ৯ পণ্য বিক্রয় করে নগদ ৩,০০০ টাকা ও ৫,০০০ টাকার চেক পেয়ে সমুদয় টাকা সাথে সাথে ব্যাংকে জমা দেয়া হলো।
 " ১০ পণ্য ক্রয় করে নগদে ২,০০০ টাকা ও চেক মারফত ৩,০০০ টাকা পরিশোধ করা হলো।
 " ১১ আসাদের নিকট হতে ২,১০০ টাকার নিষ্পত্তিতে ১,৯০০ টাকার চেক পেয়ে তা আজমের ২,০০০ টাকার পূর্ণ নিষ্পত্তিতে প্রদান করা হলো।
 " ১১ ৫,০০০ টাকার একটি প্রাপ্য বিল ৪,৯০০ টাকার ব্যাটা বন্য হলো।
 " ২৭ ১১ তারিখের ব্যাটাকৃত বিলটি প্রত্যাব্যাহত হলো।
 " ২৮ ব্যাংক সুদ বাবদ ১০০ টাকা ও চার্জ বাবদ ৫০ টাকা ধার্য হয়েছে।
 " ২৮ সমাপনী ব্যাংক উদ্বৃত্ত ৩,০০০ টাকা রক্ষণ করতে হরোজনীয় সমন্বয় সাধন কর।

৪. খুচরা নগদন বই

অনেক বড় প্রতিষ্ঠানে প্রচুর সংখ্যক নগদ লেনদেন সংঘটিত হয়। এদের মধ্যে কিছু নগদ লেনদেন থাকে যা বড় অঙ্কের এবং কিছু লেনদেন থাকে খুব ছোট অঙ্কের। তাই বড় প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছোট অঙ্কের নগদ লেনদেনগুলো সম্পাদন ও হিসাবভুক্ত করার জন্য প্রধান কাশিয়ারের পাশাপাশি একজন খুচরা কাশিয়ার নিয়োগ করা হয়। তিনি মাসের শুরুতে প্রধান কাশিয়ারের নিকট থেকে অগ্রিম কিছু টাকা গ্রহণ করেন এবং তা থেকে সারা মাস খুচরা খরচগুলো নির্বাহ করে থাকেন। মাসের শেষে বরচের একটি হিসাব প্রধান কাশিয়ারের নিকট উপস্থাপন করেন। এ হিসাবটিই হলো মূলত খুচরা নগদন বই। এতে খুচরা খরচগুলো সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা ও নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়। অন্যদিকে প্রধান কাশিয়ারের কাজের বামেলা অনেকাংশে হ্রাস পায়।

উদাহরণ: ১১ ২০১৩ সালের ১ মার্চ তারিখে সংঘটিত নিম্নলিখিত লেনদেনসমূহ থেকে অমিত এন্ড সন্স-এর নিম্নোক্তখাতের খুচরা নগদন বই প্রস্তুত কর এবং মাসশেষে জের নির্ণয় কর:

২০১৩

	টাকা
মার্চ-১ প্রথম কাশিয়ারের নিকট হতে নগদ প্রাপ্তি	৮০০
" ৫ কাগজ ক্রয়	৪০
" ৭ মনিহারি ক্রয়	২৫
" ৯ বাস ভাড়া প্রদান	৩২
" ১১ ডাক ও তার খরচ	৩০
" ১৫ টেলিগ্রাম খরচ	৩৫
" ২০ আপ্যায়ন খরচ	৩০
" ২২ ভিক্ষা প্রদান	২০
" ২৩ পিন্নকে বকশিস প্রদান	১০
" ২৫ বিবিধ খরচ	৪৫
" ৩১ প্যাকিং খরচ	৬৫

সমাধান: ১১

অমিত এন্ড সন্স

ডেবিট

খুচরা নগদান বই (বিশেষপাতাক)

ক্রেডিট

ক্রম টাকা	তারিখ	বিবরণ	অ. নং	মোট প্রদান	খরচের বিশ্লেষণ (টাকা)					
					মনিহারী	হাস্যরাত	ডাক ও তার	অপায়ন	প্যাকিং	বিবিধ
৮০০	২০১৩ মার্চ-১	নগদান								
	৫	কাগজ ক্রয়		৪০	৪০					
	৭	মনিহারী ক্রয়		২৫	২৫					
	৯	বাস ভাড়া		৩২		৩২				
	১১	ডাক ও তার		৩০			৩০			
	১৫	টেলিগ্রাম		৩৫			৩৫			
	২০	অপায়ন		৩০				৩০		
	২২	ভিক্ষা প্রদান		২০						২০
	২৩	বকশিস		১০						১০
	২৫	বিবিধ		৪৫						৪৫
৮০০	৩১	প্যাকিং		৬৫					৬৫	
				৩৩২	৬৫	৩২	৬৫	৩০	৬৫	৭৫
৮০০	৩১	ব্যালেন্স সি/ডি		৪৬৮	ব.পূ.	ব.পূ.	ব.পূ.	ব.পূ.	ব.পূ.	ব.পূ.
				৮০০						
৪৬৮	এপ্রিল ১	ব্যালেন্স বি/ডি								

উদাহরণ: ১২ রায়হান এন্ড কোং অর্জন পদ্ধতিতে খুচরা নগদান বই সংরক্ষণ করেন। এ অর্জন টাকার পরিমাণ ৬০০ টাকার নির্ধারিত হয়েছে। ২০১৩ সালের জুন মাসের খরচের পরিমাণ ৪৫০ টাকা। জুলাই মাসে কোম্পানি কর্তৃক সম্পাদিত খুচরা খরচ সম্পর্কিত লেনদেনগুলো লিখে দেয়া হলো। এসব লেনদেনের সাহায্যে একবারি খুচরা নগদান বই তৈরি কর:

২০১৩	টাকা	জুলাই	টাকা
জুলাই-১ কাগজ ক্রয় করা হলো	২৮	১৫ ডাক টিকেট ক্রয় করা হলো	২৭
" ৩ টেলিগ্রাম বাবদ ব্যয়	২৫	১৮ বাসভাড়া দেয়া হলো	৮
" ৪ রিক্সা ভাড়া দেয়া হলো	১০	২০ কাগজ ক্রয় করা হলো	২৩
" ৫ পিয়নকে বকশিস দেয়া হলো	১০	২২ কাগজ ক্রয় করা হলো	৩০
" ৮ মনিহারি প্রব্যাদি ক্রয়	৩০	২৪ বাছ ক্রয় করা হলো	২৫
" ১০ বিক্রিত মাসের বহন খরচ দেয়া হলো	২০	২৭ বিক্রিত মাসের বহন খরচ দেয়া হলো	২০
" ১৩ টেলিগ্রাম বাবদ ব্যয়	২৫	২৮ মনিহারি প্রব্যাদি ক্রয় করা হলো	৩৫
		৩১ অফিস পরিচ্ছন্ন ব্যয়	২৬

সমাধান: ১২

রায়হান এন্ড কোং
খুচরা নগদান বই (অধদত্ত পদ্ধতি)

জেবিট

ক্রেডিট

প্রাপ্ত টাকা	তারিখ	বিবরণ	অ. নং	মোট প্রদান	খরচের বিশ্লেষণ (টাকা)					
					মনিহারী	ডাক ও তার	যাতায়াত	বিনোদন খরচ	পরিবহন	বিবিধ
১৫০ ৪৫০	২০১৩ জুলাই-১	ব্যালেন্স বি/ডি নগদান হিসাব								
	১	কাপড় ক্রয়		২৮	২৮					
	৩	টেলিগ্রাম		২৫		২৫				
	৪	রিপ্স ভাড়া		১০			১০			
	৫	বকশিস		১০						১০
	৮	মনিহারি		৩০	৩০					
	১০	বহন খরচ		২০					২০	
	১৩	টেলিগ্রাম		২৫		২৫				
	১৫	ডাক টিকিট		২৭		২৭				
	১৮	বাস ভাড়া		৮			৮			
	২০	কাগজ ক্রয়		২৩	২৩					
	২২	কাপড় ক্রয়		৩০	৩০					
	২৪	বাহন ক্রয়		২৫				২৫		
	২৭	বহন খরচ		২০					২০	
	২৮	মনিহারি		৩৫	৩৫					
	৩১	পরিচালন ব্যয়		২৬						২৬
	৩১			৩৪২	১৪৬	৭৭	১৮	২৫	৪০	৩৬
	৩১	ব্যালেন্স সি/ডি		২৫৮	ব.পু.	ব.পু.	ব.পু.	ব.পু.	ব.পু.	ব.পু.
৬০০				৬০০						
২৫৮ ৩৪২	আগস্ট-১	ব্যালেন্স বি/ডি নগদান হিসাব								

কাজ-১১: তলশ এন্ড কোং অর্ডেন্ড পদ্ধতিতে খুচরা নগদান বই সংরক্ষণ করে; অর্ডেন্ড টাকার পরিমাণ ২,০০০ টাকা। ২০১২ সালের মে মাসে কেস্পারি কর্তৃক সম্পাদিত ব্যয় ১,৬৫০ টাকা। নিম্নে লেনদেনের সাহায্যে একত্রিত খুচরা নগদান বই প্রস্তুত করা: (প্রথম ক্যাশিয়ারের নিকট থেকে টাকা আনার সময় ৬০% নগদে ও ৪০% চেকের গ্রহণ করা হয়।)

২০১২		টাকা
জুন	১ ডাকটিকেট বাবদ দেয়া হলো	১৪
"	" কাশজ ক্রয়	৮০
"	" মলিহারি প্রবাসাদি ক্রয়	২৫
"	৫ টেলিগ্রাম খরচ	১৮
"	" বাস ভাড়া দেয়া হলো	১৪
"	" রিক্সা ভাড়া দেয়া হলো	২০
"	" কার্বন ও কাশজ ক্রয়	১৫
"	১০ কালি ক্রয়	১১
"	" আলপিন ক্রয়	১৩
"	২০ ডাকটিকেট ক্রয়	১৫
"	" কাশজ ক্রয়	৯০
"	" বাস ভাড়া প্রদান	১৪
"	২৮ টেলিগ্রাম ব্যয়	১৮
"	" ডাকটিকেট ক্রয়	১৫
"	" রিক্সা ভাড়া প্রদান	৩৫
"	৩০ ডাকটিকেট ক্রয়	৮০
"	" মলিহারি ক্রয়	২২

২.০৮ নগদ প্রাপ্তি ও নগদ প্রদান জাবেদা প্রস্তুতকরণ

Preparation of Cash Receipt and Cash Payment Journal

নগদ প্রাপ্ত জাবেদা (Cash Receipts Journal)

যাবতীয় নগদ প্রাপ্তি সংক্রান্ত লেনদেন লিপিবদ্ধ করার জন্য যে বিশেষ জাবেদা ব্যবহার করা হয় তাকে নগদ প্রাপ্তি জাবেদা বলা হয়। নগদ প্রাপ্তি সংক্রান্ত লেনদেনসমূহের সঠিক হিসাব সংরক্ষণ এবং এর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় নগদ প্রাপ্তি জাবেদা একটি বিজ্ঞানসম্মত হিসাব কৌশল। বর্তমানে অবিকাশে প্রতিষ্ঠান সকলই নিয়মে নগদান বই এর পরিবর্তে আধুনিক নিয়মের 'নগদান প্রাপ্তি জাবেদা' সংরক্ষণ করে থাকে।

উদাহরণ: ১৩ মলিহা এক্সপ্রেস ৫ ঘরবিশিষ্ট নগদ প্রাপ্তি জাবেদা ব্যবহার করেন।

ঘরগুলো হলো: নগদ (ডেবিট); বিক্রয় বাজি (ডেবিট); প্রাপ্ত হিসাব (ক্রেডিট); বিক্রয় (ক্রেডিট); অন্যায় হিসাব (ক্রেডিট)। নিম্নোক্ত লেনদেনগুলো মলিহার এক্সপ্রেসের নগদ প্রাপ্তি জাবেদায় লিপিবদ্ধ কর।

২০১২	
জুলাই-১	নগদ বিক্রয় মোট ৫৮,০০০ টাকা।
" ৫	অর্ডারের নিকট থেকে গ্রাণ্য ৬৫,০০০ টাকার ২/১০। ৩০ শর্তে ৬৫,৭০০ টাকার চেক পাওয়া গেল।
" ৮	মালিক কর্তৃক অভ্যন্তরীণ মূলধন বিনিয়োগ ৫০,০০০ টাকা।
" ১০	নগদ বিক্রয় মোট ১,২৫,১৯০ টাকা।
" ১২	ব্রহ্ম আন্ড কোং-এর নিকট থেকে ৭৫,০০০ টাকার পাওনার নিষ্পত্তিতে ৭২,৭৫০ টাকার পাওয়া গেল।
" ১৫	অগ্রিম বিক্রয় বাবদ ৭,৫০০ টাকার পাওয়া গেল।
" ২০	নগদ বিক্রয় ১,৫৪,৭২০ টাকা।
" ২২	মিল্টন কোম্পারি নিকট থেকে ১৩ তারিখে ২/১০। ৩০ শর্তে ধারে বিক্রয়ের টাকা বাজি বাড়ে ৫৮,৮০০ টাকা পাওয়া গেল।
" ২৯	নগদ বিক্রয় ১,৭৬,০০০ টাকা।
" ৩১	মূল বাবদ নগদ ২,০০০ টাকা পাওয়া গেল।

সমাধান: ১৩

নগদ প্রাপ্তি জাবেদা

তারিখ	ক্রেডিট হিসাব বাত	রে.ফা.	নগদ জেরিট	বিক্রয় বাটা ক্রেডিট	প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট	বিক্রয় ক্রেডিট	অন্যান্য হিসাব ক্রেডিট
২০১২							
জুলাই-১	বিক্রয়		৫৮,০০০			৫৮,০০০	
" ৫	আলিক		৬৩,৭০০	১,৬০০	৬৫,০০০		
" ৯	মূলধন		৫০,০০০				৫০,০০০
" ১০	বিক্রয়		১,২৫,১৯০			১,২৫,১৯০	
" ১২	রহিম		৭২,৭৫০	২,২৫০	৭৫,০০০		
" ১৫	অগ্নি বিক্রয়		৭,৫০০				৭,৫০০
" ২০	বিক্রয়		১,৫৪,৭২০			১,৫৪,৭২০	
" ২২	মিল্টন		৫৮,৮০০	১,২০০	৬০,০০০		
" ২৯	বিক্রয়		১,৭৬,৬০০			১,৭৬,৬০০	
" ৩১	মুদ আয়		২,০০০				২,০০০
			৭,৬৯,২৬০	৪,৭৫০	২০০,০০০	৫,১৪,৫১০	৫৯,৫০০

কাজ-১২:

জানাব তলফা এত সগ এর হিসাব বহিতে নিলিখিত লেনদেনগুলোর একটি নগদ প্রাপ্তি জাবেদা লিপিবদ্ধ কর।

- " ২ ১০% বাটার নগদ বিক্রয় ৩০,০০০ টাকা।
- " ৬ অরিসের কাছ থেকে ৫,০০০ টাকার একটি চেক পাওয়া গেল এবং তা দিয়ে অরিসের আড়া প্রদান করা হলো।
- " ৯ চেকে বাড়ি ভাড়া পাও ১,০০০ টাকা।
- " ১৭ নগদে ৭,০০০ টাকার পণ্য বিক্রয় করা হলো এবং এর উপর ১৫% হারে মূল্য সংযোজন কর আদায় করা হলো।
- " ১৮ জিয়ার নিকট ২০,০০০ টাকার আসবাবপত্র বিক্রয় করে ১৫,০০০ টাকা পাওয়া গেল।
- " ২০ ইকবালের কাছ থেকে ঋণ নেওয়া হলো ৫,০০০ টাকা।
- " ২২ জিয়া কোম্পানির নিকট থেকে ১৩ তারিখে ৪/১০ net ৩০ শর্তে ধারে বিক্রয়ের টাকা বাটা বাদে ৫৮,৮০০ টাকা পাওয়া গেল।

নগদ প্রদান জাবেদা

Cash Payments Journal

যাবতীয় নগদ প্রদান সংক্রান্ত লেনদেন লিপিবদ্ধ করার জন্য যে বিশেষ জাবেদা ব্যবহার করা হয় তাকে নগদ প্রদান জাবেদা বলা হয়। নগদ প্রদান সংক্রান্ত লেনদেনের হিসাব রাখার এটি একটি আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা। এরূপ অবস্থার সঠিক হিসাব এবং নগদ প্রদানের উপর নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা যায়।

উদাহরণ: ১৪ জনাব আমানের নগদ প্রদান সংক্রান্ত লেনদেনগুলো নিম্নরূপ:

মাগিহা এন্টারপ্রাইজ নিম্নোক্ত ঘর বিশিষ্ট নগদ প্রদান জাবেদা ব্যবহার করেন।

দরগুলো হলো:

অন্যান্য হিসাব (ডেবিট) প্রদেয় হিসাব (ক্রেডিট), ক্রয় হিসাব (ক্রেডিট), ক্রয় বাট্টা (ক্রেডিট), নগদান (ক্রেডিট)

২০১৩	
জানুয়ারি-৫	নগদে সরবরাহ ক্রয় ১,০০০ টাকা।
" ৮	২ তারিখে ধারে ক্রয় ২০,০০০ টাকা ২% ব্যক্তিগত পরিশোধ করা হলো।
" ১৮	নগদে পণ্য ক্রয় ২,০০০ টাকা।
" ২৩	পূর্বে কামিলের নিকট ধারে ক্রয়কৃত পণ্য ৩,৫০০ টাকা, পরবর্তীতে ২১০ টাকার পণ্য ফেরত প্রদান করে। পরবর্তীতে অবশিষ্ট টাকা পরিশোধ করা হলো।
" ২৬	একশও জমি যার দাম ২১,০০০ টাকা ও জমির উপর ছোট একটি দালানের দাম ১৪,০০০ টাকা নগদে ক্রয় করা হলো।
" ৩০	বিজ্ঞাপন বিল পরিশোধ করা হলো ১,৫০০ টাকা।

সমাধান: ১৪

নগদ প্রদান জাবেদা

তারিখ	ক্রেডিট হিসাব খাত	সূত্র	অন্যান্য হিসাব ক্রেডিট	প্রদেয় হিসাব ক্রেডিট	ক্রয় হিসাব ক্রেডিট	ক্রয় বাট্টা ক্রেডিট	নগদ ক্রেডিট
২০১৩							
জানুয়ারি-৫	সরবরাহ		১,০০০				১,০০০
" ৮	প্রদেয় হিসাব			২০,০০০			১৮,৬০০
" ১৮	ক্রয়				২,০০০	৪০০	২,০০০
" ২৩	কামিল			৩,২৯০			৩,২৯০
" ২৬	জমি		২১,০০০				২১,০০০
" ২৬	দালান		১৪,০০০				১৪,০০০
" ৩০	বিজ্ঞাপন		১,৫০০				১,৫০০
			৩৭,৫০০	২৩,২৯০	২,০০০	৪০০	৬২,৩৯০

কাজ-১৩: জনাব রাকানের নগদ সংক্রান্ত লেনদেনগুলো নিম্নরূপ:

মার্চ-১ ৩টি পুরাতন গাড়ি ক্রয় করা হলো যার প্রতিটির মূল্য ৫০,০০০ টাকা।

" ৮ ১ তারিখের গাড়িগুলোর জন্য ৫০,০০০ টাকা মেরামত খরচ প্রদান করা হয় এবং মালিক কর্তৃক সরবরাহকৃত গাড়ির অন্য ৫,০০০ টাকা মেরামত খরচ প্রদান করা হলো।

" ১৭ গাড়ির শোরুমের ভাড়া প্রদান করা হলো ১০,০০০ টাকা।

" ১৭ যিচ্চিং এর অন্য ২য় ক্রয় করা হলো ২০,০০০ টাকা।

" ১৮ কর্মচারীদের বেতন প্রদান করা হলো ৮,০০০ টাকা।

" ২৫ ১টি গাড়ি ৮০,০০০ টাকায় বিক্রয় করে ৫০,০০০ টাকা নগদে পাওয়া গেল।

" ২৭ বিজ্ঞাপনের জন্য প্রদান করা হলো ২০,০০০ টাকা।

" ৩০ আপ্যায়ন খরচ প্রদান করা হলো ৫,০০০ টাকা।

লেনদেনগুলো একটি নগদ প্রদান জাবেদায় লিপিবদ্ধ কর।

২.০৯ হিসাবের চূড়ান্ত বই বা খতিয়ানের ধারণা

Final books of Accounts or Ledger

একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যেসব হিসাব সংরক্ষণ করে তার সবগুলোর সমষ্টিকে খতিয়ান বলে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অনেক সংখ্যক হিসাব সংরক্ষণ করে থাকে। কিন্তু প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান একটি সাধারণ খতিয়ান সংরক্ষণ করে। যেখানে সকল হিসাব বেগম-সম্পত্তি, দায় এবং মালিকানা স্বত্ব অন্তর্ভুক্ত থাকে। খতিয়ান সম্পর্কে অন্যভাবে বলা যায় যে, সম্পত্তি, দায় ও মালিকানা স্বত্বের পরিবর্তন সংক্রান্ত সকল তথ্য একটি নির্দিষ্ট জারখায় সংরক্ষণ করা হলে তাকে খতিয়ান বলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, খতিয়ানের একটি সম্পত্তিবাচক হিসাব হলো নগদ। এ হিসাব নগদ প্রাপ্তি, নগদ প্রদান এবং বর্তমান নগদ জের সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে থাকে। এ নগদ হিসাব সংরক্ষণ করে কর্তৃপক্ষ বেতন প্রদানের জন্য কত টাকা হাতে আছে কিংবা বর্তমানে সম্পত্তি বা সেবা করে কী পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা যাবে তা বুঝতে পারে। অল্পাধা এ নগদান হিসাব ভবিষ্যৎ ব্যবসায় পরিচালনা এবং অর্থ সংস্থান সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

খতিয়ান লেনদেনকে শ্রেণিবিন্যাস ও সংযুক্তকরণ করে থাকে। একে হিসাবের স্থায়ী ভান্ডার বা হিসাবের পাকা বই বলা হয়। খতিয়ানের সাহায্যে রেওয়ামিলা প্রণীত করে হিসাবের পাণ্ডিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা যায়। খতিয়ানের সাহায্যে দূতরফ দাবিলা পদ্ধতির পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার করা সম্ভব হয়। বর্তমানে অনেক প্রতিষ্ঠান কম্পিউটারের সফটওয়্যারের মাধ্যমে অনেক সহজভাবে হিসাব সংরক্ষণ করে থাকে।

২.১০ খতিয়ানভুক্তকরণ ও হিসাবের উত্তম নির্ণয়

Posting to the Ledger and Determination of Balance

একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় লেনদেন খতিয়ানে সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে। এ খতিয়ান প্রণীতের ক্ষেত্রে দুটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। যথা: T হক (T Column) ও তিন কলাম (3 Column) বা চলমান জের হক পদ্ধতি (Running Balance form of Accounts)।

T হক (T Column): T হক (T Column) এ পদ্ধতিতে মাত্র তিনটি প্রধান উপাদান। ক. কোনো নির্দিষ্ট সম্পত্তি, দায় বা মালিকানা স্বত্বের কোনো হিসাবের শিরোনাম খ. বাম পাশ বা ডেবিট পাশ গ. ডান পাশ বা ক্রেডিট পাশ। নিচে T হক (T Column) একটি হক দেয়া হলো।

এ হকটি ইংরেজি T অক্ষরের মতো। তাই একে T হক (T Column) বলা হয়।



চিত্র: খতিয়ান

ক. হিসাব শিরোনাম

খ. বাম পাশ বা ডেবিট পাশ

গ. ডান পাশ বা ক্রেডিট পাশ

ডেবিট ও ক্রেডিট লিপিবদ্ধকরণ: লেনদেনটি যখন বাম পাশে লিপিবদ্ধ করা হয় তখন তাকে ডেবিটকরণ বলা হয়। অন্যদিকে যখন ডান পাশে লিপিবদ্ধ করা হয় তখন তাকে ক্রেডিটকরণ বলা হয়। বাকি ইংরেজিতে Debit Entry ও Credit Entry বলা হয়।

নিচে একটি নগদান হিসাবের উদাহরণ দিয়ে দেখানো হলো—

ডেবিট পাশে নগদ প্রাপ্তি এবং ক্রেডিট পাশে নগদ প্রদান লিপিবদ্ধ করা হয়।

T ছক (T Column) এ জের নির্ণয়

হিসাবের ডেবিট ও ক্রেডিট পাশের টাকার পার্থক্যই হলো হিসাবের জের। যদি ডেবিট পাশের টাকার পরিমাণ ক্রেডিট পাশের চেয়ে বেশি হয় তখন তাকে ডেবিট জের বলে। অন্যদিকে ক্রেডিট পাশ বড় হলে তাকে ক্রেডিট জের বলে। নিচে জের খতিয়ানের জের নির্ণয় দেখানো হলো।

নগদান হিসাব			ক্রেডিট		
তারিখ	বিবরণ	টাকা	তারিখ	বিবরণ	টাকা
১/৯		১,৮০,০০০	৩/৯		১,৪১,০০০
২০/৯		১,৫০০	৫/৯		১৫,০০০
			৩০/৯		৩,০০০
			৩০/৯	জের	২২,৫০০
		১,৮১,৫০০			১,৮১,৫০০

এখানে ডেবিট পাশ বড়। ডেবিট পাশের মোট যোগফল হলো (১,৮০,০০০ + ১,৫০০ = ১,৮১,৫০০) অন্যদিকে ক্রেডিট পাশে মোট (১,৪১,০০০ + ১৫,০০০ + ৩,০০০ = ১,৫৯,০০০ টাকা)। এখানে ডেবিট ও ক্রেডিট পাশের যোগফলের পার্থক্য হলো (১,৮১,৫০০ - ১,৫৯,০০০) = ২২,৫০০ টাকা। খতিয়ানে যে পাশে কম থাকে সেই পাশে জের নামে পার্থক্যের টাকা বলিয়ে ডেবিট ও ক্রেডিট উভয় পাশ মিলিয়ে দিতে হয়। এ ছকে সাধারণত মাসের শেষে জের নির্ণয় করা হয়।

সেনসেন খতিয়ানভুক্তকরণ:

সেনসেন-ক: ২০১২ সালের ১ সেপ্টেম্বর তারিখে জনাব পিয়াস ৫০,০০০ টাকা নিয়ে ব্যবসায় শুরু করলেন।

বিশ্লেষণ	ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয়	লিপিবদ্ধকরণ
নগদ সম্পত্তি বৃদ্ধি	সম্পত্তি বৃদ্ধি পেলে ডেবিট	নগদান হিসাব ডেবিট ৫০,০০০ টাকা
মালিকানা স্বত্ব বৃদ্ধি	মালিকানা স্বত্ব বৃদ্ধি পেলে ক্রেডিট	মূলধন হিসাব ক্রেডিট ৫০,০০০ টাকা

নগদান হিসাব		মূলধন হিসাব	
ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট
১/৯ (ক) ৫০,০০০			১/৯ (ক) ৫০,০০০

সেনসেন-খ: সেপ্টেম্বর ৩ তারিখে নগদে জমি ক্রয় করা হলো ৪১,০০০ টাকা দিয়ে।

বিশ্লেষণ	ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয়	লিপিবদ্ধকরণ
নগদ সম্পত্তি হ্রাস	সম্পত্তি হ্রাস পেলে ক্রেডিট	জমি হিসাব ডেবিট ৪১,০০০ টাকা
জমি সম্পত্তি বৃদ্ধি	সম্পত্তি বৃদ্ধি পেলে ডেবিট	নগদান হিসাব ক্রেডিট ৪১,০০০ টাকা

নগদান হিসাব		জমি হিসাব	
ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট
১/৯ (ক) ৫০,০০০	৩/৯ (খ) ৪১,০০০	৩/৯ (খ) ৪১,০০০	

লেনদেন: গ সেপ্টেম্বর ৫ তারিখে ৩৬,০০০ টাকার একটি দালাল জরুর করে ৫,০০০ টাকা নগদে প্রদান করা হয়েছে এবং বাকি ২১,০০০ টাকার প্রদেয় নোট প্রদান করা হয়েছে।

বিশ্লেষণ	ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয়	লিপিবদ্ধকরণ
দালাল নামে সম্পত্তি বৃদ্ধি পেয়েছে	সম্পত্তি বৃদ্ধি পেলে ডেবিট	দালাল হিসাব ডেবিট ৩৬,০০০ টাকা
নগদ সম্পত্তি হ্রাস পেয়েছে	সম্পত্তি হ্রাস পেলে ক্রেডিট	নগদ হিসাব ক্রেডিট ৫,০০০ টাকা
প্রদেয় নোট বৃদ্ধি পেয়েছে	দায় বৃদ্ধি পেলে ক্রেডিট	প্রদেয় নোট হিসাব ক্রেডিট ২১,০০০ টাকা

নগদ হিসাব	
ডেবিট	ক্রেডিট
১/৯ (ক) ৫০,০০০	৩/৯ (খ) ৪১,০০০
	৫/৯ (গ) ৫,০০০

দালাল হিসাব	
ডেবিট	ক্রেডিট
৩/৯ (গ) ৩৬,০০০	

প্রদেয় নোট হিসাব	
ডেবিট	ক্রেডিট
	৫/৯ (গ) ২১,০০০

উদাহরণ: ১৫ নিম্নলিখিত লেনদেন জাবেদায় লিপিবদ্ধ কর এবং সংশ্লিষ্ট খতিয়ানে স্থানান্তর করে জের নির্ণয় কর এবং এটি হতে রেওয়ার্সাল প্রস্তুত কর।

২০১৩

জানুয়ারি-১ জনাব আলী নগদ ২৫,০০০ টাকা ও ২,৫০০ টাকার আসবাবপত্র নিয়ে ব্যবসায় শুরু করলেন।

- " ৭ মাল জরা করা হলো ৫,০০০ টাকা।
- " ১০ আসবাবপত্র জর ২,০০০ টাকা।
- " ১২ নগদ বিক্রয় ৮,০০০ টাকা।
- " ১৭ কামালের নিকট বিক্রয় ৪,০০০ টাকা।
- " ২০ বেতন প্রদান করা হলো ৪০০ টাকা।
- " ২২ মাসুদের নিকট হতে পণ্য জরা ২,০০০ টাকা।
- " ২৫ নগদ বিক্রয় ২,০০০ টাকা।
- " ২৮ মাসুদকে প্রদান করা হলো ১,০০০ টাকা।
- " ৩০ আসবাবপত্রের অবচর ১০০ টাকা।

সমাধান:-১৫:

জনাব আলী
জাবেদা

তারিখ	বিবরণ	খ: পু:	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
২০১৩	নগদ হিসাব	ডেবিট	২৫,০০০	
জানু.-১	আসবাবপত্র হিসাব	ডেবিট	২,৫০০	
	মূলধন হিসাব	ক্রেডিট		২৭,৫০০
	(নগদ ও আসবাবপত্র মূলধন হিসাবে অনয়ন করা হলো।)			

" ৭	জন্ম হিসাব	ডেবিট	৫,০০০	
	নগদান হিসাব	ক্রেডিট		৫,০০০
	(নগদে জন্ম করা হলো।)			
" ১০	আসবাবপত্র হিসাব	ডেবিট	২,০০০	
	নগদান হিসাব	ক্রেডিট		২,০০০
	(নগদে আসবাবপত্র জন্ম করা হলো।)			
" ১২	নগদান হিসাব	ডেবিট	৮,০০০	
	বিক্রয় হিসাব	ক্রেডিট		৮,০০০
	(নগদে বিক্রয় করা হলো।)			
" ১৭	কামাল হিসাব	ডেবিট	৪,০০০	
	বিক্রয় হিসাব	ক্রেডিট		৪,০০০
	(কামালের নিকট ধারে বিক্রয় করা হলো।)			
" ২০	বেতন হিসাব	ডেবিট	৪০০	
	নগদান হিসাব	ক্রেডিট		৪০০
	(বেতন প্রদান করা হলো।)			
" ২২	জন্ম হিসাব	ডেবিট	২,০০০	
	মাসুদ হিসাব	ক্রেডিট		২,০০০
	(মাসুদের নিকট ধারে পণ্য জন্ম করা হলো।)			
" ২৫	নগদান হিসাব	ডেবিট	২,০০০	
	বিক্রয় হিসাব	ক্রেডিট		২,০০০
	(নগদে বিক্রয় করা হলো।)			
" ২৮	মাসুদ হিসাব	ডেবিট	১,০০০	
	নগদান হিসাব	ক্রেডিট		১,০০০
	(মাসুদকে প্রদান করা হলো।)			
" ৩০	অবচয় হিসাব	ডেবিট	১০০	
	আসবাবপত্র হিসাব	ক্রেডিট		১০০
	(আসবাবপত্রের অবচয় ধার্য করা হলো।)			

জনাব আলী
খতিয়ান

ডেবিট				ক্রেডিট			
তারিখ	বিবরণ	খ. পু.	টাকা	তারিখ	বিবরণ	খ. পু.	টাকা
২০১৩ জানু. ১	মূলধন হিসাব		২৫,০০০	২০১৩ জানু. ৭	ক্রয় হিসাব		৫,০০০
" ১২	বিক্রয় হিসাব		৮,০০০	" ১০	আসবাবপত্র হিসাব		২,০০০
" ২৫	বিক্রয় হিসাব		২,০০০	" ২০	বেতন হিসাব		৪০০
				" ২৮	মাসুদ হিসাব		১,০০০
				" ৩০	ব্যাংক সি/ডি		২৬,৬০০
			৩৫,০০০				৩৫,০০০
ফেব্রু-১	ব্যাংক সি/ডি		২৬,৬০০				

ডেবিট				ক্রেডিট			
তারিখ	বিবরণ	খ. পু.	টাকা	তারিখ	বিবরণ	খ. পু.	টাকা
২০১৩ জানু. ১	মূলধন হিসাব		২,৫০০	২০১৩ জানু. ৩০	অবশ্য হিসাব		১০০
" ১০	নগদান হিসাব		২,০০০	" ৩১	ব্যাংক সি/ডি		৪,৪০০
			৪,৫০০				৪,৫০০
ফেব্রু. ১	ব্যাংক সি/ডি		৪,৪০০				

ডেবিট				ক্রেডিট			
তারিখ	বিবরণ	খ. পু.	টাকা	তারিখ	বিবরণ	খ. পু.	টাকা
২০১৩ জানু. ৩১	ব্যাংক সি/ডি		২৭,৫০০	২০১৩ জানু. ১	নগদান হিসাব		২৫,০০০
			২৭,৫০০		আসবাবপত্র হিসাব		২,৫০০
				ফেব্রু. ১	ব্যাংক সি/ডি		২৭,৫০০

ডেবিট				ক্রেডিট			
তারিখ	বিবরণ	খ. পু.	টাকা	তারিখ	বিবরণ	খ. পু.	টাকা
২০১৩ জানু. ৭	নগদান হিসাব		৫,০০০	২০১৩ জানু. ৩১	ব্যাংক সি/ডি		৭,০০০
" ২২	মাসুদ হিসাব		২,০০০				৭,০০০
			৭,০০০				
ফেব্রু. ১	ব্যাংক সি/ডি		৭,০০০				

ডেবিট		বেতন হিসাব				ক্রেডিট	
তারিখ	বিবরণ	ব. পু.	টাকা	তারিখ	বিবরণ	ব. পু.	টাকা
২০১৩ জানু. ২০	নগদান হিসাব		৪০০	২০১৩ জানু. ৩১	ব্যালেন্স সি/ডি		৪০০
			৪০০				৪০০
ফেব্রু. ১	ব্যালেন্স বি/ডি		৪০০				

ডেবিট		মাসুল হিসাব				ক্রেডিট	
তারিখ	বিবরণ	ব. পু.	টাকা	তারিখ	বিবরণ	ব. পু.	টাকা
২০১৩ জানু. ২৮ " ৩১	নগদান হিসাব ব্যালেন্স সি/ডি		১,০০০ ১,০০০ ২,০০০	২০১৩ জানু. ২২	ক্রয় হিসাব		২,০০০
				ফেব্রু. ১	ব্যালেন্স বি/ডি		২,০০০ ১,০০০

ডেবিট		বিক্রয় হিসাব				ক্রেডিট	
তারিখ	বিবরণ	ব. পু.	টাকা	তারিখ	বিবরণ	ব. পু.	টাকা
২০১৩ জানু. ৩১	ব্যালেন্স সি/ডি		১৪,০০০	২০১৩ জানু. ১২ " ১৭ " ২৫	নগদান হিসাব কামাল হিসাব নগদান হিসাব		৮,০০০ ৪,০০০ ২,০০০
			১৪,০০০				১৪,০০০
				ফেব্রু. ১	ব্যালেন্স বি/ডি		১৪,০০০

ডেবিট		কামাল হিসাব				ক্রেডিট	
তারিখ	বিবরণ	ব. পু.	টাকা	তারিখ	বিবরণ	ব. পু.	টাকা
২০১৩ জানু. ১৭	বিক্রয় হিসাব		৪,০০০	২০১৩ জানু. ৩১	ব্যাংক সি/ডি		৪,০০০
			৪,০০০				৪,০০০
ফেব্রু. ১	ব্যাংক বি/ডি		৪,০০০				

ডেবিট			অবচয় হিসাব			ক্রেডিট	
তারিখ	বিবরণ	ব. পু.	টাকা	তারিখ	বিবরণ	ব. পু.	টাকা
২০১৩ জানু ৩০	অসবাবপত্র হিসাব		১০০	২০১৩ জানু ৩১	ব্যালেন্স সি/ডি		১০০
ফেব্রু. ১	ব্যালেন্স বি/ডি		১০০				

তিন কলাম (3 Column) বা চলমান জের ছক পদ্ধতি

Running Balance form of Accounts

T ছক (T Column) সাধারণত সর্বাধিক ব্যবহার করা হয় যেখি কক্ষে কিংবা পাঠ্য বইতে। অরূপ এ পদ্ধতিতে লেনদেন হিসাবভুক্ত করা হলো হিসাবভুক্তকরণের প্রক্রিয়াটি স্পষ্ট করে বুঝা যায়। কিন্তু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে তিন কলাম বা চলমান জের ছক পদ্ধতি অধিক ব্যবহার হয়ে থাকে। নিচে চলমান জের ছক পদ্ধতির একটি নমুনা দেয়া হলো:

নগদান হিসাব

হিসাব নং

তারিখ	বিবরণ	রেফা.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)	জের (টাকা)
২০১২					
সেপ্টেম্বর-১			৫০,০০০		৫০,০০০
" ৩				৪১,০০০	৯,০০০
" ৫				৫,০০০	৪,০০০

তারিখ কলামে লেনদেনের তারিখ বসাতে হবে। যখন কোনো লেনদেন দ্বারা নগদান হিসাব ডেবিট হবে তখন ডেবিট কলামে বসবে এবং একই সাথে জের এর কলামে বসবে। তার পরের লেনদেনে নগদান হিসাব ক্রেডিট থাকায় টাকার পরিমাণ ক্রেডিট ঘরে বসবে। অপের জের যেহেতু ডেবিট তা থেকে বাদ দিয়ে (৫০,০০০ – ৪১,০০০) অবশিষ্ট জের ৯,০০০ টাকা বসাতে হবে। পারবর্তী লেনদেনেও নগদান হিসাব ক্রেডিট হওয়ায় পূর্বের জের ৯,০০০ থেকে ৫,০০০ টাকা বাদ দিয়ে অবশিষ্ট জের ৪,০০০ টাকা বসাতে হবে। এভাবে প্রতিটি লেনদেন হিসাবভুক্ত করার পর পরই জের জানা যায় বলে একে চলমান জের ছক পদ্ধতি বলা হয়। আর তিনটি টাকার কলাম থাকে বিখ্যার এমনকি একে তিন কলাম ছকও বলা হয়।

হিসাবের স্বাভাবিক জের

চলমান জের ছক পদ্ধতিতে জের ডেবিট না ক্রেডিট তা উল্লেখ্য নাই। সাধারণত সম্পত্তি হিসাবের জের ডেবিট হয়। অন্যদিকে দায় ও মাণিকানা স্বত্বের জের ক্রেডিট হয়।

খতিয়ানের হিসাবগুলোর জমানুসারে নম্বর প্রদান করতে হয়। অর্থাৎ প্রত্যেকটি হিসাবের একটি নম্বর থাকে। এ নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে সম্পত্তির হিসাবগুলোর নম্বর আগে তারপর দায় হিসাবগুলোর এবং সর্বশেষ মাণিকানা স্বত্বের হিসাব নম্বর প্রদান করতে হয়।

উদাহরণ: ১৬ জনাব আখীর ২০১৩ সালের ১ মার্চ তারিখে সিটি ড্রাই ক্লিনার্স নামে একটি প্রতিষ্ঠান শুরু করেন।

উক্ত মাসে তার লেনদেন ছিল নিম্নরূপ:

- মার্চ-১ নগদ বিনিয়োগ করা হলো ৪০,০০০ টাকা।
 " ২ ভাড়া প্রদান করা হলো ৪০০ টাকা।
 " ৩ যন্ত্রপাতি জের ৫০,০০০ টাকা যার নগদে প্রদান ২০,০০০ টাকা অবশিষ্ট টাকার জন্য প্রদেয় নোট প্রদান করা হলো।
 " ৪ এক বছরের বিমা প্রিমিয়াম ২,৪০০ টাকা পরিশোধ করা হলো।
 " ১০ বিজ্ঞাপন প্রদানের বিল পাওয়া গেল ৪০০ টাকা।
 " ২০ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে উত্তোলন করা হলো ১,৪০০ টাকা।
 " ৩১ লব্ধি সেবা প্রদান করে নগদ পাওয়া গেল ১২,৪০০ টাকা।

হিসাবের সূচি:

নগদান-১০১; অগ্রিম বিমা-১৩০; যন্ত্রপাতি-১৫৪; প্রদেয় বিল-২০০; প্রদেয় হিসাব-২০১; মূলধন-৩০, উত্তোলন-৩০৬; সেবা আয়-৪০০; বিজ্ঞপন-৬১০; ভাড়া খরচ-৭২৯।

করণীয়:

- ক. জাবেদা দাখিলা দাও (ধরে নাও যে, কোনদেনগুলো জাবেদা পৃষ্ঠা-১ এ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।)
খ. বস্তিমান প্রবৃত্ত কর।

সমাধান: ১৬

জমাব আবীর

সাধারণ জাবেদা

জাবেদা পৃষ্ঠা-০১

তারিখ	হিসাব শিরোনাম ও ব্যাখ্যা	রেফা.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
২০১৩ মার্চ-১	নগদান মূলধন (নগদ টাকা মূলধন হিসাবে বিনিয়োগ করা হলো।)	১০১ ৩০১	৪০,০০০	৪০,০০০
" ২	ভাড়া খরচ হিসাব নগদান হিসাব (ভাড়া প্রদান করা হলো।)	৭২৯ ১০১	৪০০	৪০০
" ৩	যন্ত্রপাতি নগদান প্রদেয় নোট (নগদে ও প্রদেয় নোট যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হলো।)	১৫৪ ১০১ ২০০	৫০,০০০	২০,০০০ ৩০,০০০
" ৪	অগ্রিম বিমা নগদান (অগ্রিম বিমা প্রদান করা হলো।)	১৩০ ১০১	২,৪০০	২,৪০০
" ১০	বিজ্ঞপন প্রদেয় হিসাব (ধারে বিজ্ঞপন প্রদান করা হলো।)	৬১০ ২০১	৪০০	৪০০
" ২০	উত্তোলন নগদান (নগদে উত্তোলন করা হলো।)	৩০৬ ১০১	১,৪০০	১,৪০০
" ৩১	নগদান সেবা আয় (নগদে সেবা প্রদান করা হলো।)	১০১ ৪০০	১২,৪০০	১২,৪০০

- বর্তমানে হিসাব শিরোনামের শেষে 'হিসাব' শব্দটি ব্যবহার করা হয় না।
- জাবেদার ডেবিট কিংবা ক্রেডিট কথাগুলোও সেখান প্রয়োগন হয় না। ডেবিট হিসাবটি বামদিক থেকে শুরু করতে হয় আর ক্রেডিট হিসাবটি একই ডান দিকে সরিয়ে লেখা শুরু করতে হবে।

সাধারণ ব্যতিয়ান
নগদান হিসাব

হিসাবের কোড নং-১০১

তারিখ	হিসাব শিরোনাম	রেফা:	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)	ব্যালেন্স (টাকা)
২০১৩ মার্চ-১	মূলধন	জা.-১	৪০,০০০		৪০,০০০
" ২	জাড়া	জা.-১		৪০০	৩৯,৬০০
" ৩	যন্ত্রপাতি	জা.-১		২০,০০০	১৯,৬০০
" ৪	অগ্রিম বিমা	জা.-১		২,৪০০	১৭,২০০
" ২০	উল্লেখন	জা.-১		১,৪০০	১৫,৮০০
" ৩১	সেবা আয়	জা.-১	১২,৪০০		২৮,২০০

অগ্রিম বিমা হিসাব

হিসাবের কোড নং-১৩০

তারিখ	হিসাব শিরোনাম	রেফা:	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)	ব্যালেন্স (টাকা)
২০১৩ মার্চ-৪	নগদান	জা.-১	২,৪০০		২,৪০০

যন্ত্রপাতি হিসাব

হিসাবের কোড নং-১৫৪

তারিখ	হিসাব শিরোনাম	রেফা:	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)	ব্যালেন্স (টাকা)
২০১৩ মার্চ-৩	নগদান প্রদেয় বিল	জা.-১	২০,০০০ ৩০,০০০		২০,০০০ ৫০,০০০

প্রদেয় নেটি হিসাব

হিসাবের কোড নং-২০০

তারিখ	হিসাব শিরোনাম	রেফা:	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)	ব্যালেন্স (টাকা)
২০১৩ মার্চ-৩	যন্ত্রপাতি	জা.-১		৩০,০০০	৩০,০০০

প্রদেয় হিসাব

হিসাবের কোড নং-২০১

তারিখ	হিসাব শিরোনাম	রেফা:	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)	ব্যালেন্স (টাকা)
২০১৩ মার্চ-২০	মিজাপন	জা.-১		৪০০	৪০০

মূলধন হিসাব

হিসাবের কোড নং-৩০১

তারিখ	হিসাব শিরোনাম	রেফা:	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)	ব্যালেন্স (টাকা)
২০১৩ মার্চ-১	নগদান	জা.-১		৪০,০০০	৪০,০০০

উল্লেখ্য হিসাব

হিসাবের কোড নং ৩০৬

তারিখ	হিসাব শিরোনাম	রেফা:	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)	ব্যালেন্স (টাকা) ডেবিট ক্রেডিট
২০১৩ মার্চ-২০	নগদান	জা.-১	১,৪০০		১,৪০০

সেবা আয় হিসাব

হিসাবের কোড নং ৪০০

তারিখ	হিসাব শিরোনাম	রেফা:	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)	ব্যালেন্স (টাকা)
২০১৩ মার্চ-৩১	নগদান	জা.-১		১২,৪০০	১২,৪০০

বিজ্ঞাপন হিসাব

হিসাবের কোড নং ৬১০

তারিখ	হিসাব শিরোনাম	রেফা:	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)	ব্যালেন্স (টাকা)
২০১৩ মার্চ-১০	প্রদেয়	জা.-১	৪০০		৪০০

ভাড়া খরচ হিসাব

হিসাবের কোড নং ৭২৯

তারিখ	হিসাব শিরোনাম	রেফা:	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)	ব্যালেন্স (টাকা)
২০১৩ মার্চ-৩	নগদান	জা.-১	৪০০		৪০০

কাজ-১২:

প্রারম্ভিক জের: নগদান ৮,০০০ টাকা; প্রাপ্য হিসাব ১৫,০০০ টাকা; যজ্ঞাংশ ১৩,০০০ টাকা; নজুদ ৩,০০০ টাকা; অগ্রিম আড়া ২,০০০ টাকা; কলকর্জা ২২,০০০ টাকা; বকেয়া বেতন ১,০০০ টাকা; প্রদেয় হিসাব ১৯,০০০ টাকা; মূলদন ৪১,০০০ টাকা।

জুন মাসের লেনদেন নিম্নরূপ:

- জুন- ৫ বিজ্ঞাপন খরচ প্রদান করা হলো ১,০০০ টাকা।
 " ৭ যজ্ঞাংশ ক্রয় ৩,০০০ টাকা।
 " ১০ ক্রেতার নিকট নগদ পাওয়া গেল ১৩,০০০ টাকা।
 " ১৫ বকেয়া বেতন পরিশোধ করা হলো ১০০০ টাকা।
 " ১৮ ৪,০০০ টাকার যজ্ঞাংশ ব্যবহার করা হলো।
 " ২০ সেবা দেওয়া হলো: নগদে ৪,০০০ টাকা, ধারে ৯,০০০ টাকা।
 " ২৫ অগ্রিম আড়ার ১,০০০ টাকার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে।
 " ৩০ সরবরাহকারীকে ৫,০০০ টাকা পরিশোধ করা হলো।

উপর্যুক্ত লেনদেনসমূহ জাকবোন্ধুক্ত করে খতিয়ানে স্থানান্তর করে তার জের নির্ণয় করা।

সৃজনশীল প্রশ্ন:

১। জনাব অশিক ২০১২ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে ১০,০০০ টাকার পণ্য ১০% কারবারি বাটায় বিক্রয় করেন। টাকা আসরের ক্ষেত্রে তিনি ২/১০ n ৩০ শর্ত অনুসরণ করেন। তার এ প্রাপ্য টাকা ৯ তারিখে আসন্ন হয়।

করণীয়:

- ক. কারবারি বাটা নির্ণয় কর।
- খ. ১ তারিখের লেনদেনের জন্য জাবেদা দাখিলা প্রদান কর।
- গ. ৯ তারিখের লেনদেনের জন্য জাবেদা দাখিলা দাও।

২। মি. আকাশের ২০১২ সালের নভেম্বর মাসের কতিপয় লেনদেন নিম্নে প্রদান করা হলো।

- নভেম্বর— ২ আমীর কোম্পানির নিকট থেকে ধারে পণ্য ক্রয় ২,০০০ টাকা। শর্ত ২/১০ n ৩০।
- " ৪ আমানের নিকট ধারে পণ্য বিক্রয় ১০,০০০ টাকা। চালান নং ২০৪। শর্ত ২/১৫ n ৩০।
- " ১০ ধারে পণ্য ক্রয় ৩,৫০০ টাকা।
- " ১৭ অসল্যমের নিকট ধারে পণ্য বিক্রয় করা হয় ৫,০০০ টাকা। চালান নং ২০৫। শর্ত ৩/৭ n ৩০।
- " ২৫ আতিকের নিকট ধারে বিক্রয় ৬,০০০ টাকা। চালান নং ২০৬। শর্ত ৫/৭ n ৪০।
- " ২৭ ধারে পণ্য ক্রয় ৮,০০০ টাকা।
- " ৩০ আলিমের নিকট ধারে পণ্য ক্রয় ১৪,০০০ টাকা।
- " ৩০ আদমের নিকট ধারে পণ্য বিক্রয় ৪,৬০০ টাকা। চালান নং ২০৭। শর্ত ২/৫ n ৩০।

করণীয়:

- ক. সকল ক্রেতা নগদ বাটায় শর্ত পূরণ করে টাকা প্রদান করলে নগদ বাটার পরিমাণ নির্ণয় কর।
- খ. ক্রয় জাবেদা প্রস্তুত কর।
- গ. বিক্রয় জাবেদা প্রস্তুত কর।

৩। জনাব জামানের কতিপয় নগদ লেনদেন নিম্নে প্রদত্ত হলো:

২০১৩।

- এপ্রিল—১ জন্মাব জামান ১,০০,০০০ টাকা কারবারে বিনিয়োগ করলেন।
- " ২ নগদে সুমনের নিকট পণ্য বিক্রয় ১০,০০০ টাকা।
- " ৪ চেক বেতন প্রদান করা হলো ১,০০০ টাকা।
- " ১০ কাসেমের নিকট নগদে পণ্য ক্রয় ৮,০০০ টাকা।
- " ১৫ পণ্য নগদে বিক্রয় ১০,০০০ টাকা।
- " ২০ ৫% বাটা বাদে ৪,৭৫০ টাকার চেক পাওয়া গেল।
- " ২৫ বিজ্ঞাপন বাবদ ৮০০ টাকার বিল পরিশোধ করা হলো।
- " ২৬ নগদে পণ্য ক্রয় ৬,০০০ টাকা।
- " ৩০ ভাড়া প্রদান ১,০০০ টাকা।
- " ৩০ ধন্দেয় মোটের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে লোন নেয়া হলো ৫,০০০ টাকা।

করণীয়:

- ক. নগদ বাটার পরিমাণ নির্ণয় কর।
- খ. নগদ প্রাপ্তি জাবেদা প্রস্তুত কর।
- গ. নগদ প্রদান জাবেদা প্রস্তুত কর।

৪। জনাব আমিনের ক্রয় ফেরত সংক্রান্ত কতিপয় লেনদেন নিম্নে প্রদত্ত হলো:

২০১৩

- জুলাই-১ করিম ট্রেজারিকে ৫,০০০ টাকার পণ্য ফেরত দেওয়া হলো। ডেবিট নোট ১০০।
 " ১০ কাসিম এন্টারপ্রাইজকে ৪,৩০০ টাকার পণ্য ফেরত দেওয়া হলো। ডেবিট নোট ২০১।
 " ১৭ কাদের ব্রাদার্সকে পণ্য ফেরত প্রদান করা হলো ২,৩০০ টাকার। ডেবিট নোট ২০২।
 " ২৫ কালাম এন্ড সঙ্গকে পণ্য ফেরত প্রদান করা হলো ৩,২০০ টাকার। ডেবিট নোট ২০৫।

করণীয়:

- ক. ক্রয় ফেরতের সাধারণ জাবেদা দাখিলা প্রদান কর।
 খ. ক্রয় ফেরত জাবেদা প্রত্যুত কর।
 গ. সাধারণ খতিয়ান প্রত্যুত কর।

৫। জনাব আমানের বিক্রয় ফেরত সংক্রান্ত লেনদেন নিম্নে দেয়া হলো:

২০১৩

- মে - ৫ অলী জাহাড কোং-এর নিকট থেকে ১০,০০০ টাকার পণ্য ফেরত পাওয়া গেল। করবারি বাট্টা ১০%।
 ক্রেডিট নোট ১২০।
 " ১৫ অলমিন ব্রাদার্সে এর নিকট থেকে ১২,০০০ টাকার পণ্য ফেরত পাওয়া গেল। করবারি বাট্টা ৫%।
 ক্রেডিট নোট ১২২।
 " ২০ আমান ট্রেজারি এর নিকট থেকে ৯,০০০ টাকার পণ্য ফেরত পাওয়া গেল। করবারি বাট্টা ৭%।
 ক্রেডিট নোট ১২৪।
 " ২৫ আসাদ এন্টারপ্রাইজ এর নিকট থেকে ৫,০০০ টাকার পণ্য ফেরত পাওয়া গেল। করবারি বাট্টা ৭.৫%।
 ক্রেডিট নোট ১২৭।

করণীয়:

- ক. বিক্রয় ফেরত সংক্রান্ত সাধারণ জাবেদা দাখিলা প্রদান কর।
 খ. বিক্রয় ফেরত জাবেদা প্রত্যুত কর।
 গ. সাধারণ খতিয়ান প্রত্যুত কর।

একঘরা নগদান বই

৬। জনাব সজল এর নিম্নলিখিত লেনদেন হতে একটি একঘরা নগদান বই প্রত্যুত কর:

২০১২

- জানুয়ারি - ১ হাতে নগদ জমা ৯,৫০০ টাকা।
 " ৩ ডালিয়ার নিকট মাল বিক্রয় ৬,৫০০ টাকা।
 " ৬ আসবাবপত্র ক্রয় করা হলো ৩,৫০০ টাকা।
 " ১০ বিজ্ঞাপন প্রদান করা হলো ১,৮০০ টাকা।
 " ১৪ নগদ মাল ক্রয় ৪,০০০ টাকা এবং বহন খরচ প্রদান ৫০০ টাকা।
 " ১৫ তোহিদেদে নিকট হতে পাওয়া গেল ২,২০০ টাকা।
 " ২৭ ইমার নিকট ধারে মাল বিক্রয় ২৫০ টাকা।
 " ২৯ জীবন বিমা প্রিমিয়াম দেওয়া হলো ১০০ টাকা।
 " ৩১ শিফানবিস সেলামি পাওয়া গেল ৩৫০ টাকা।

করণীয়:

- ক. অনগদ লেনদেনের পরিমাণ নির্ণয় কর।
 খ. নগদ প্রদান জাবেদা প্রস্তুত কর।
 গ. একঘরা নগদান বই প্রস্তুত কর।

দুঘরা নগদান বই

৭। মেসার্স তানভীর এন্ড কোং ২০১২ সালের জুলাই মাসের নগদ লেনদেন নিম্নরূপ:

২০১২

- জুলাই- ১ নগদ উদ্বৃত্ত ৪৩,০০০ টাকা এবং ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত ৩০,০০০ টাকা।
 " ৪ শাপলার নিকট হতে নগদে মাগ জর ১৪,০০০ টাকা।
 " ৬ চেকের মাধ্যমে মাগ বিক্রয় ২৪,০০০ টাকা।
 " ১০ তুলির নিকট হতে নগদে ৯,০০০ টাকা এবং ২৩,০০০ টাকার একখানি চেক পাওয়া গেল এবং চেকখানি সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংকে জমা দেওয়া হলো।
 " ১২ ইশাকে নগদে ৫,০০০ টাকা এবং ১৩,০০০ টাকার চেক দেওয়া হলো।
 " ১৬ মায়ার নিকট হতে ১২,০০০ টাকার চেক পাওয়া গেল।
 " ২০ মায়ার নিকট হতে প্রাপ্ত চেক ব্যাংকে জমা দেওয়া হলো।
 " ২৬ সালামের নিকট হতে প্রাপ্ত ৭,০০০ টাকার চেক সঙ্গে সঙ্গে সুহেলকে প্রদত্ত হলো।
 " ২৭ ব্যাংক হতে অফিসের জন্য ৮,০০০ টাকা উত্তোলন করা হলো।
 " ২৮ ব্যাংক সুদ মঞ্জুর করল ৯০০ টাকা।
 " ৩০ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যাংক থেকে উত্তোলন ২,০০০ টাকা।

করণীয়:

- ক. কন্ট্রা এন্ট্রির পরিমাণ নির্ণয় কর।
 খ. নগদান বই প্রস্তুত করে ১৬ তারিখের শেষে নগদ ও ব্যাংক জের নির্ণয় কর।
 গ. ১৭ তারিখে নগদ জের ২৫,০০০ টাকা ও ব্যাংক জের ১৫,০০০ টাকা ধরে নগদান বই প্রস্তুত করে ৩০ জুলাই তারিখে নগদ ও ব্যাংকের জের নির্ণয় কর।

৮। হাসেম ব্রাদার্স-এর নিম্নলিখিত ২০১৩ সালের মার্চ মাসে কতিপয় লেনদেন নিম্নে প্রদত্ত হলো:

২০১৩

- মার্চ- ১ নগদ তহবিল ৫০,০০০ টাকা এবং ব্যাংক জমার জেভিট উদ্বৃত্ত ৩,০০০ টাকা।
 " ৫ একটি মেশিন ক্রয় ১৫,০০০ টাকা, উহার মূল্য ব্যবদ নগদ ২,০০০ টাকা এবং ৮,০০০ টাকা চেক মারফত প্রদত্ত হয়েছে।
 " ৮ সজলের নিকট হতে ২,৫০০ টাকার একখানি চেক প্রাপ্ত হয়েছে এবং তখনই আত্মকে প্রদত্ত হয়েছে।
 " ১২ ব্যাংক জমা দেওয়া হয়েছে ৩,৫০০ টাকা।
 " ১৪ সালামের নিকট হতে একখানি চেক পাওয়া গিয়েছে ২,২০০ টাকা।
 " ১৮ আমানের নিকট ৭,০০০ টাকার একখানি প্রসের নোট পরিশোধের জন্য কারকের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
 " ১৯ সালামের চেকখানি অমরীয়া হয়ে ফেরত এসেছে।
 " ২০ অফিসের প্রয়োজনে ৩,০০০ টাকা এবং মালিকের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ২,৫০০ টাকা ব্যাংক হতে উত্তোলন করা হয়েছে।
 " ২২ সালামের নিকট হতে ৫,০০০ টাকার মাগ জর করে ৩,০০০ টাকা চেক মারফত প্রদত্ত হয়েছে।
 " ২৮ মাদের আলীর নিকট পাওয়া ১,৫০০ টাকা সরাসরি ব্যাংক জমা দিল।
 " ৩০ ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরকৃত সুদ ২৫০ টাকা এবং দার্কৃত চার্জ ১২০ টাকা

করণীয়:

- ক. নগদান বইতে অন্তর্ভুক্ত হবে না এমন লেনদেনের পরিমাণ নির্ণয় কর।
- খ. নগদান বই প্রস্তুত করে ১৮ তারিখে নগদ ও ব্যাংকের সমাপনী জের নির্ণয় কর।
- গ. ১৯ তারিখের শুরুতে নগদ ও ব্যাংক জের যথাক্রমে ৩৫,০০০ টাকা ও ২৫,০০০ টাকা ধরে নগদান বই প্রস্তুতের মাধ্যমে এপ্রিল মাসের প্রারম্ভিক নগদ ও ব্যাংক জের নির্ণয় কর।
- ৯। পলাশের ১ ডিসেম্বর ২০১২ সালে হাতে নগদ ১৮,০০০ টাকা ও ব্যাংক জমার জেবন্ডি ব্যালেন্স ১৬,৫০০ টাকা ছিলো। ঐ মাসে তার অন্যান্য লেনদেন নিম্নে প্রদত্ত হলো:

ডিসেম্বর-২ ব্যাংক জমাতিরিক্তের অর্ধেক টাকা ব্যাংকে জমা দেয়া হলো।

- " ৫ কামালের নিকট পাওয়া ১০,০০০ টাকার মধ্যে ৭,০০০ টাকা নগদ পাওয়া গেল। অবশিষ্ট টাকা তার নিকট থেকে আদায় করা সম্ভব হবে না।
- " ৭ আফিকুলের নিকট ধারে ক্রয়ের টাকা ২% বাট্টা বাসে ৯,৮০০ টাকা পরিশোধ করা হলো।
- " ১৭ আমাদের নিকট থেকে ১৮,০০০ টাকা পাওয়া গেল এবং ১০% বাট্টা মঞ্জুর করা হলো।
- " ২০ পদ্ম বিক্রয় করে ২০,০০০ টাকার একটি চেক পাওয়া গেল।
- " ২২ চেকে বেতন ৫,০০০ টাকা ও ভাড়া ৩,০০০ টাকা পরিশোধ করা হলো।
- " ২৫ কামাল ব্রাদার্সের নিকট ১৪,০০০ টাকা তালিকা মূল্যের পণ্য ১০% কারবারি বাট্টায় ক্রয় করা হয়েছিল যা ২% বাট্টায় চেকে পরিশোধ করা হয়েছে।
- " ৩০ ৫ তারিখে কামালের নিকট যে টাকা আদায় করার সম্ভব হবে বলে ধরা হয়েছিল তা পাওয়া গেছে।

করণীয়:

- ক. কারবারি বাট্টার পরিমাণ নির্ণয় কর।
- খ. কেসব লেনদেনে নগদ বাট্টা নেই সেই লেনদেন নিয়ে একটি দুখরা নগদান বই প্রস্তুত কর।
- গ. সকল লেনদেন নিয়ে একটি তিনখরা নগদান বই প্রস্তুত কর।

১০। আসমা এক্টারপ্রাইজের ২০১২ সালের মার্চ মাসের লেনদেন নিম্নরূপ:

মার্চ-১ নগদ জের ৫০,০০০ টাক ও ব্যাংক জের ৭০,০০০ টাকা।

- " ৫ নগদে পণ্য ক্রয় ২০,০০০ টাকা ও নগদে পণ্য বিক্রয় ৪২,০০০ টাকা।
- " ৯ ১০% কারবারি বাট্টায় কামালের নিকট ২/১০ ১১ ৩০ শর্তে ৫০,০০০ টাকার তালিকা মূল্যের পণ্য বিক্রয় করা হলো।
- " ১২ আকাশের নিকট ৫,০০০ টাকার একটি চেক পাওয়া গেল।
- " ১৫ জেরের মাধ্যমে ১০,০০০ টাকা জন্ম প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ২,০০০ টাকা মালিকের বাসা জন্ম দান।
- " ১৯ করিমের নিকট ৫,০০০ টাকা পাওয়ার নিষ্পত্তিতে ৪,৯০০ টাকা পেয়ে নেয়ামতের ৫,২০০ টাকা পাওয়ার নিষ্পত্তিতে প্রদান করা হলো।
- " ২৪ ২,০০০ টাকার একটি প্রাপ্য শেট ব্যাংকে আদায় হয়েছে অন্যদিকে ২,৫০০ টাকার একটি প্রদেয় শেট ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধ করা হলো।
- " ২৮ ভাড়া বাবদ প্রদত্ত চেকটি ব্যাংক কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।
- " ৩১ আকাশের চেকটি ব্যাংক আদায় করেছে বলে জানিয়েছে।
- " ৩১ ব্যাংক ২০০ টাকা সুদ মঞ্জুর ও ৫০ টাকা সার্ভিস চার্জ বাবদ কর্তন করে।

করণীয়:

- ক. নগদ বাট্টার পরিমাণ নির্ণয় কর।
- খ. তিনখরা নগদান বই প্রস্তুত কর।
- গ. নগদ প্রাপ্তি জাবোদা প্রস্তুত কর।

খুচরা নগদান বই

১১। জনাব ফজল এন্ড কোং অর্জদত্ত পদ্ধতিতে খুচরা নগদান বই সংরক্ষণ করেন, এ অর্জদত্ত টাকার পরিমাণ ৬৫০ টাকা। ২০১২ সালের এপ্রিল মাসের মোট খুচরা খরচের পরিমাণ ৪৫০ টাকা। জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পাদিত খুচরা খরচ সম্পর্কিত সোনদেন নিম্নে দেয়া হলো। এসব সোনদেনগুলোর সাহায্যে একধনি খুচরা নগদান বই তৈরি কর:

২০১২	টাকা
এপ্রিল-১ প্রধান ক্যাসিয়ারের নিকট হতে চেক প্রাপ্তি	?
" ২ কাগজ জর	৪৫
" ৩ রিক্সা ভাড়া	১৩
" ৮ কার্বন জর	২২
" ১০ বাস ভাড়া	২৬
" ১৫ ডাকটিকেট	১৩
" ১৮ বাসভাড়া	৮
" ২৩ মেয়াল ঘড়ি জর	৫৫
" ২৫ পিয়নকে বর্কশিস দেয়া হলো	৯
" ৩০ ডাকটিকেট জর করা হলো	১৬

করণীয়:

- ক. এপ্রিল ১ তারিখে প্রারম্ভিক জোরের পরিমাণ নির্ণয় কর।
- খ. খুচরা নগদান বই প্রস্তুত কর।
- গ. প্রত্যেক হিসাবের জের স্থানান্তরের জাবেদা দাখিলা দাও।

১২। আকাশ ট্রেডিং কোং এর একটি স্বতন্ত্র খুচরা নগদান বিভাগ আছে। এ বিভাগ প্রত্যেক মাসে অর্জদত্ত নিম্নসে খুচরা নগদান বই সংরক্ষণ করেন। নিম্নে ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসে খুচরা খরচের তথ্য প্রদান করা হলো:

২০১৩	টাকা
জানু.-১ খুচরা নগদ তহবিল	৬০
প্রধান ক্যাসিয়ারের নিকট হতে অর্জদত্ত টাকার সমতা বিধানের নিমিত্তে চেক প্রাপ্তি	৩৪০
" ১০ ডাকটিকেট জর	২৪
কাগজ জর বাবদ প্রদত্ত হলো	২২
মনিয়ারি দ্রব্যাদি জর	১৮
" ২২ কার্বন কাগজ জর	১০
যাতায়াত খরচ	১৯
পার্কেল প্রেরণ করার বহন খরচ প্রদত্ত হলো	৮
" ২৯ পেন্সিল ও কাগি জর	১৮
বিবিধ খরচ	৭

করণীয়:

- ক. প্রধান ক্যাসিয়ারের নিকট প্রাপ্ত টাকার জন্ম জাবেদা দাখিলা দাও।
- খ. খুচরা নগদান বই প্রস্তুত কর।
- গ. প্রত্যেক হিসাব খাতির বরচ স্থানান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় জাবেদা দাখিলা দাও।

খতিয়ান

১৩।

ডেবিট		নগদান হিসাব				ক্রেডিট	
তারিখ	বিবরণ	জা.পূ.	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জা.পূ.	টাকা
২০১৩				২০১৩			
জানুয়ারি-১	ব্যালেন্স বি/ডি		২০,০০০	জানুয়ারি-৪	ক্রয়		১৩,০০০
" ৭	বিক্রয়		৭,০০০	" ২৭	ক্রয়		২,০০০
" ২০	আসবাবপত্র		৪,০০০	" ৩০	বিজ্ঞাপন		৫০০
" ২২	খালেদ এন্ড সঙ্গ		৫,০০০	" ৩১	ভাড়া		২,০০০
" ২৩	মূলধন		১০,০০০				
" ২৫	বিক্রয়		৪,০০০				

করণীয়:

ক. অন্য কোনো লেনদেন লাই ধরে ফেব্রুয়ারি ১ তারিখে নগদান হিসাবের জের নির্ণয়।

খ. খতিয়ানে আলোকে ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত লেনদেনের জাবেদা দাও।

গ. ক্রয় ও বিক্রয় হিসাব প্রস্তুত কর।

এ অধ্যায়ে আমরা নতুন যা শিখলাম:

দুইতরফা দাখিলা পদ্ধতি, ডেবিট ও ক্রেডিট, সম্পদ, খরচ, উত্তোলন, দায়, রাজস্ব, মূলধন, হিসাবচক্র, জাবেদা, খতিয়ান, রেওয়ামিলা, সমন্বয় দাখিলা, সমন্বিত রেওয়ামিলা, আর্থিক বিবরণী, সমাপনী দাখিলা, বিপরীত দাখিলা, বিশেষ জাবেদা, ক্রয় জাবেদা, বিক্রয় জাবেদা, ক্রয় ফেরত জাবেদা, নগদ প্রাপ্তি জাবেদা, নগদ প্রদান জাবেদা, চালান, ক্যাসমেমো, ডেবিট ভাউচার, ক্রেডিট ভাউচার, ডেবিট নোট, ক্রেডিট নোট, কারবারি ও নগদ বাট্টা ইত্যাদি।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১। হিসাবজ্ঞের কোন ধাপটি ঐচ্ছিক ধাপ?

- ক. সমন্বয় জাবেদা খ. সমন্বিত রেওয়ামিল
গ. বিপরীত দাবিলা ঘ. আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত

২। বিক্রয় ফেরত সংক্রান্ত পেনসেন লিপিবদ্ধ করা হয় কোন দলিলের ভিত্তিতে?

- ক. ডেবিট নোট খ. ক্রেডিট নোট
গ. ডেবিট ভাউচার ঘ. ক্রেডিট ভাউচার

৩। তিনঘরা নগদান বহিতে কয়টি হিসাব সংশ্লিষ্ট থাকে?

- ক. ২টি খ. ৩টি
গ. ৪টি ঘ. ৬টি

৪। কোন পেনসেনটির জন্য কন্ট্রা এন্ট্রি হয়?

- ক. ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করা হলে
খ. ক্রেতার টাকা পেয়ে সরাসরি ব্যাংকে জমা দিলে
গ. নগদ টাকা ব্যাংকে জমা দিলে
ঘ. পূর্বে প্রাপ্ত চেক ব্যাংকে জমা দিলে

উদ্দীপকের আলোকে ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

মি. আমাল অগ্রদত্ত পদ্ধতিতে খুচরা নগদান বই সংরক্ষণ করেন। ২০১০ সালের জুলাই মাসের মোট খরচের পরিমাণ ১০,০০০ টাকা। জুলাই মাসে খরচের পরিমাণ ৭,০০ টাকা।

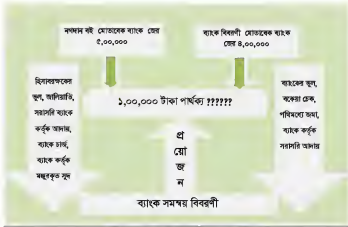
৫। আগস্ট মাসের ১ তারিখে প্রধান ক্যাসিয়ারের নিকট থেকে কত টাকা আদতে হবে।

- ক. ১,৩০০ টাকা
খ. ৯০০ টাকা
গ. ৭০০ টাকা
ঘ. ৬০০ টাকা

৬। উদ্দীপকে উল্লেখিত নগদান বইয়ের খরচের যৌগফল—

- i. কোথাও স্থানান্তরের প্রয়োজন হয় না
ii. সংশ্লিষ্ট বক্তব্যে স্থানান্তর করা হয়
iii. রেওয়ামিলে স্থানান্তর করা হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii গ. iii ঘ. ii ও iii

তৃতীয় অধ্যায়
ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী
 BANK RECONCILIATION STATEMENT



চিত্রঃ ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুতের প্রক্রিয়া

আধুনিক বিশ্বে প্রায় সব ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানেই ব্যাংকের মাধ্যমে সেবা-পাওনা নিষ্পত্তি করে থাকে। ফলে প্রত্যেক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করতে হয়। ব্যাংকের মাধ্যমে সেবা-পাওনা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো নগদান বই সংরক্ষণ করে ব্যাংক সংক্রান্ত লেনদেন লিপিবদ্ধ করে থাকে। একইভাবে ব্যাংক হখন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সেবা-পাওনা নিষ্পত্তি করে তখন ব্যাংক বিবরণীতে এসব লেনদেন লিপিবদ্ধ করে। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট তারিখে নগদান বই ও ব্যাংক বিবরণীর উভয় সমান হওয়ার কথা থাকলে অনেক সময়ই গড়মিল দেখা যায়। এ অধ্যায়ে এ দুটি হিসাব বহির উদ্ভূতের গড়মিলের কারণ এবং তা স্বীকারে সমন্বয় করা যায় তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা—

- নগদান বই ও ব্যাংক উদ্ভূতের পার্থক্যের কারণ উদ্ঘাটন করতে পারবে।
- ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত করতে পারবে।
- নগদ অর্থের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে পারবে।

National Bank
100, New Elephant Road Branch
Dhaka.

Customer Account No.501390
Niloy Enterprize
New Elephant Road
Dhaka.

Bank Statement
For the month of July 31,2013

Date	Deposit and Credits	Checks and Debits	Balance
June 30			5,000
July 1	300		5,300
2	1250	1,100	5,450
3		400	5050
8	900		5,950
10		90	5,860
12	1000	1,500	5,360
15		400	4,960
18	1,300	2,000	4,260
22	500 CM	50	4,710
24	1,000	1000	4,710
30	700	50 NSF	5,360
31	25 NT	12 SC	5,373

Explanation of Symbols:

CM	Credit Memoranda	INT	Interest on average balance
DM	Debit memoranda	NSF	Not sufficient Funds
E	Error correction	SC	Service Charge

Summary of Activity:

Previous statement balance, June 30,2013	5,000
Deposit and Credit memoranda (9 items)	6,975
Checks and debit memoranda (10 items)	<u>(6,602)</u>
Current Statement balance July 31, 2013	<u>5,373</u>

চিত্র: ব্যাংক বিবরণী

৩.০১ ব্যাংক সমন্বয় বিবরণীর ধারণা ও উদ্দেশ্য

Concept and Objectives of Bank Reconciliation Statement

যদি বা প্রতিষ্ঠান কোনো নির্দিষ্ট দিনে নগদান বহির ব্যাংক উদ্ভূত এবং ব্যাংক কর্তৃক সরবরাহকৃত ব্যাংক বিবরণীর উদ্ভূতের গরমিলের কারণ বিশ্লেষণপূর্বক যে বিবরণী প্রস্তুত করে তাকে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী বলে।

কোনো নির্দিষ্ট দিনে নগদান বহি এবং ব্যাংক বিবরণীর উদ্ভূত সমান হওয়ার কথা। কিন্তু বিভিন্ন কারণে বাস্তবে এ দুটি বহির উদ্ভূত সমান হয় না। এ উদ্ভূতসমূহের মিলকরণের জন্য ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত করা হয়।

সাধারণত প্রত্যেক মাসের শেষে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত করা হয়। এ বিবরণী থেকে জানা যায়—

- নগদান বই এর জের ও ব্যাংক বিবরণীর জেরের মধ্যে গড়মিলের কারণ।
- কোনো অস্বাভাবিক প্রাপ্তি বা প্রদান আছে কিনা?
- ব্যাংক বিবরণীতে বা নগদান বইতে কোনো ভুল আছে কিনা?
- ব্যাংকে আমানতকারীর প্রকৃত জেরের পরিমাণ।



চিত্র: ব্যাংক জের ও নগদান জেরের সমতা

৩.০২ নগদান বই ও ব্যাংক বিবরণীর উদ্ভূতের মধ্যে গরমিলের কারণ

Causes of Differences Between the Balances of Bank Statement and Cash Book

একটি নির্দিষ্ট তারিখে নগদান বই এর জের ও ব্যাংক বিবরণীর জের সমান থাকার কথা সত্ত্বেও অনেক সময় গড়মিল দেখা যায়। এ গড়মিলের সাধারণ কারণগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১. বকেয়া চেক (Outstanding Checks): দেনার বিপরীতে চেক ইস্যু করা হয়েছে এবং তা নগদান বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু চেকটি যদি ব্যাংকে উপস্থাপন করা না হয় তাকে বকেয়া চেক বলে। বকেয়া চেকের কারণে নগদান বই ও ব্যাংক বিবরণীর উদ্ভূতের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়।
২. পথিমধ্যে জমা (Deposit in Transit): ব্যাংকে জমা দেয়ার জন্য টাকা পার্টানো হয়েছে এবং নগদান বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে কিন্তু কোনো কারণে তা ব্যাংক বিবরণীতে আসে নাই এমন ঘটনাকে পথিমধ্যে জমা বলা হয়। এর জন্যও নগদান বই ও ব্যাংক বিবরণীর উদ্ভূতের মধ্যে পার্থক্য দেখা দেয়।
৩. ব্যাংক চার্জ ও ধার্যকৃত সুদ (Bank charge and interest): ব্যাংক গ্রাহককে বিভিন্ন সেবা প্রদানের জন্য অনেক সময় কিছু টাকা কেটে নেয় বা অনেক সময় ব্যাংক জমাতিরিক্ত বা ঋণের জন্য সুদ কর্তন করে থাকে। যা তাৎক্ষণিকভাবে গ্রাহক জানতে পারে না। তাই এগুলো নগদান বইতে লিপিবদ্ধ করা হয় না। এজন্য নগদান বই ও ব্যাংক বিবরণীর উদ্ভূতের মধ্যে পার্থক্য হয়ে থাকে।

৪. অনাদায়ী চেক: (Un collected Check): ক্রেতার নিকট প্রাপ্ত চেক আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমা প্রদান করা হয়েছে কিন্তু উক্ত চেক ব্যাংক আদায় করেনি। এক্ষেত্রে চেক ব্যাংকে জমা দেওয়ার সময় নগদান বইয়ের জের বৃদ্ধি করা হয়েছে। কিন্তু ব্যাংক উক্ত চেক আদায় না করার ব্যাংক বিবরণীতে হিসাবভুক্ত না হওয়ার দুই নগদান বইয়ের জের ও ব্যাংক বিবরণীর জেরের মধ্যে পার্থক্য দেখা দেয়।
৫. পর্যাপ্ত জের না থাকা (Non Sufficient Fund-NSF check): পাওনা টাকার বিপরীতে প্রাপ্ত চেক ব্যাংকে জমা দেওয়ার পর চেক দাতার ব্যাংক হিসাবে পর্যাপ্ত টাকা না থাকায় চেক ফেরত আসাকে NSF check বলে। স্বরন ব্যাংকে চেক জমা দেয়া হয় তখন নগদান বইতে ব্যাংক জের বাড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু চেকটি NSF এর কারণে ফেরত আসলে ব্যাংক বিবরণীতে উক্ত টাকা দেখানো হয় না। ফলে নগদান বই এর জের ও ব্যাংক বিবরণীর জেরের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়।



চিত্র: NSF চেক

৬. ত্রুটি (Errors): কখনও কখনও প্রতিষ্ঠানের হিসাবরক্ষক কিংবা অনেক সময় ব্যাংকের কর্মকর্তাদের ভুলের কারণে নগদান বই ও ব্যাংক বিবরণীর জেরের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। যেমন টাকার অঙ্কে কম বা বেশি লেখা, একজনের হিসাবের টাকা অন্যজনের হিসাবে লেখা অথবা আদৌ হিসাবের বইতে না লেখা প্রভৃতি।
৭. মন্তব্যকৃত সুদ (Interest allowed): অনেক সময় ব্যাংক জমা টাকার উপর সুদ প্রদান করে থাকে যা তাত্ক্ষণিকভাবে জানি যায় না। আর এ কারণেও নগদান বইয়ের জের ও ব্যাংক বিবরণীর জেরের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়।
৮. ব্যাংক কর্তৃক সরাসরি আদায় (Direct collected by bank): অনেক সময় ব্যাংক ঐহকের পক্ষে টাকা আদায় করে থাকে। কিন্তু গ্রাহক এ বিষয়টি তাত্ক্ষণিক জানতে পারে না। ফলে নগদান বইতে এ সংশ্লিষ্ট লেনদেন লিপিবদ্ধ হয় না। আর এজন্য নগদান বইয়ের জের ও ব্যাংক বিবরণীর জেরের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়।

উপর্যুক্ত কারণে সাধারণত নগদান বই ও ব্যাংক বিবরণীর মধ্যে পার্থক্য হয়ে থাকে। নগদান বইতে যদি কোনো লেনদেন অলিপিভুক্ত থাকে তা লিপিবদ্ধ করতে হবে আর যদি কোনো ত্রুটি থাকে তা সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কোনো কারণে ব্যাংক বিবরণীতে কোনো ত্রুটি বা গড়মিল পাওয়া গেলে তা ব্যাংককে অবহিত করে সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩.০৩ প্রচলিত এবং সংশোধিত উভয় পদ্ধতিতে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুতকরণ

Preparation of Bank reconciliation Statement by using both Traditional and Corrected Balance Method

ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুতের দুটি পদ্ধতির ব্যবহার রয়েছে যথা: প্রচলিত বা এক কলাম এবং অন্যটি হলো সংশোধন জের পদ্ধতি। এক কলাম পদ্ধতি বা প্রাচীন পদ্ধতি। এটি শুধু নগদান বইয়ের জের ও ব্যাংক বিবরণীর জেরের পার্থক্যের কারণ উদ্ঘাটন করতে পারলেও তা সংশোধনের জন্য তেমন কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে সাহায্য করতে পারে না। অন্যদিকে সংশোধন জের পদ্ধতিতে পার্থক্যের কারণ বর্ণনাসহ সঠিক জের কত হবে তা নির্ণয়ে এবং ত্রুটি সংশোধনে সহায়তা করতে পারে। তাই এ পদ্ধতি অধিক উপযোগী।

প্রচলিত পদ্ধতি:

এ পদ্ধতিতে প্লাস বহির কিংবা নগদান বহির যেকোনো একটি জের নিয়ে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী তরু করা হয়। তারপর অন্য জেরের সাথে মিলানোর জন্য কতিপয় দফা যোগ ও কতিপয় দফা বিয়োগ করা হয়। যদি নগদান বইয়ের জের নিয়ে তরু করা হয় তাহলে তার সাথে দফাসমূহ যোগ-বিয়োগ করার পর যে উদ্বৃত্ত পাওয়া যাবে তা ব্যাংক বিবরণীর জেরের সমান হবে। অন্যদিকে ব্যাংক বিবরণীর জের নিয়ে তরু করলে তার সাথে দফাসমূহ যোগ বিয়োগ করার পর যে উদ্বৃত্ত পাওয়া যাবে তা নগদান বইয়ের জেরের সমান হবে। এ পদ্ধতিতে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণীর উদ্দেশ্য সাধিত হলেও ভুল সংশোধনের জন্য তেমন উপযোগী নয়। নিচে এ পদ্ধতির একটি নমুনা দেয়া হলো—

উদাহরণ: ১ আবির ট্রেডার্সের নিম্নলিখিত তথ্যাবলি হতে ২০১৩ সালের ৩০ জুন তারিখে একটি ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত কর।

- ক. নগদান বই অনুসারে ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত ৬,৭২৫ টাকা এবং ব্যাংক বিবরণী অনুযায়ী ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত ৫৫,২৫ টাকা।
- খ. এ মাসে ৩,০৫০ টাকার চেক ব্যাংকে জমা দেওয়া হয় কিন্তু তা আদায় হয়নি।
- গ. ৩,১০০ টাকার চেক কাটা হলো কিন্তু ব্যাংকে তা ভান্সানো হয়নি।
- ঘ. ব্যাংক এ বকসা প্রতিষ্ঠানের ১,০০০ টাকার প্রাপ্য বিল আদায় করেছে কিন্তু নগদান বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি।
- ঙ. ব্যাংক এ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ২,০০০ টাকার প্রদেয় নোট পরিশোধ করেছে যা নগদান বইতে লিখা হয়নি।
- চ. ২৮-৬-২০১৩ তারিখে ব্যাংক ৮০০ টাকা লভ্যাংশ আদায় করেছে কিন্তু তা নগদান বইতে লিখা হয়নি।
- ছ. জুন মাসে ব্যাংক ২০০ টাকা বিনিয়োগের সুদ আদায় করে ক্রেডিট করেছে যা নগদান বইতে লিপিবদ্ধ হয়নি।
- জ. ব্যাংক চার্জ ১০০ টাকা এবং মঞ্জুরকৃত সুদ ১৫০ টাকা নগদান বইতে লিখা হয়নি।
- ঝ. আবির ট্রেডার্স নিজ প্রয়োজনে ৮০০ টাকা ব্যাংক হতে উত্তোলন করেছে কিন্তু তা নগদান বইতে লিখা হয়নি।
- এং. ব্যাংক বিবরণী অনুসারে ক্রেতার নিকট হতে প্রাপ্ত ৫০০ টাকার চেক প্রত্যাখ্যাত হয়েছে কিন্তু তা নগদান বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি।

সমাধান: ১

আবির ট্রেডার্স

ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী

২০১৩ সালের ৩০ জুন তারিখের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
নগদান বই অনুযায়ী ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত		৬,৭২৫
যোগ: গ. চেক কাটা হয়েছে যা ব্যাংকে ভান্সানো হয়নি	৩,১০০	
ঘ. ব্যাংক কর্তৃক প্রাপ্য নোট আদায় যা নগদান বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি	১,০০০	
চ. ব্যাংক কর্তৃক লভ্যাংশ আদায় যা নগদান বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি	৮০০	
ছ. বিনিয়োগের সুদ আদায় বা নগদান বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি	২০০	
জ. মঞ্জুরকৃত সুদ যা নগদান বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি	১৫০	৫২৫০
		১১,৯৭৫

বিয়োগ: খ. ব্যাংকে চেক জমা বা ব্যাংক আদায় করেনি	৩,০৫০	
ঙ. ব্যাংক কর্তৃক প্রদেয় নোট পরিশোধ বা নগদান বহিতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি	২,০০০	
জ. ব্যাংক চার্জ বা নগদান বহিতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি	১০০	
ঝ. মালিক কর্তৃক উত্তোলন বা নগদান বহিতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি	৮০০	
ঞ. প্রত্যাখ্যাত চেক বা নগদান বহিতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি	৫০০	৬,৪৫০
ব্যাংক বিবরণী অনুযায়ী ব্যাংক জমার উদ্ভূত		৫,৫২৫

অথবা,

অবির টেভার্স লিমিটেড

ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী

২০১৩ সালের ৩০ জুন তারিখের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
ব্যাংক বিবরণী অনুযায়ী ব্যাংক জমার উদ্ভূত		৫,৫২৫
যোগ: খ. ব্যাংকে চেক জমা বা ব্যাংক আদায় করেনি	৩,০৫০	
ঙ. ব্যাংক কর্তৃক প্রদেয় নোট পরিশোধ বা নগদান বহিতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি	২,০০০	
জ. ব্যাংক চার্জ ১০০ টাকা বা নগদান বহিতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি	১০০	
ঝ. মালিক কর্তৃক উত্তোলন বা নগদান বহিতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি	৮০০	
ঞ. প্রত্যাখ্যাত চেক বা নগদান বহিতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি	৫০০	৬,৪৫০
বিয়োগ: গ. চেক কাটা হয়েছে বা ব্যাংকে ভান্ডানো হয়নি	৩,১০০	
ঘ. ব্যাংক কর্তৃক প্রাপ্য নোট আদায় বা নগদান বহিতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি	১,০০০	
চ. ব্যাংক কর্তৃক লভ্যাংশ আদায় বা নগদান বহিতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি	৮০০	
ছ. বিনিয়োগের সুদ আদায় বা নগদান বহিতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি	২০০	
জ. মঞ্জুরকৃত সুদ বা নগদান বহিতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি	১৫০	৫২৫০
নগদান বই অনুযায়ী ব্যাংক জমার উদ্ভূত		৬,৭২৫

আলোচনা:

এ পদ্ধতিতে ব্যাংক বিবরণীর উদ্ভূত কিংবা নগদান বহির উদ্ভূত নিয়ে মিলকরণ বিবরণী শুরু করতে হবে। যদি ব্যাংক বিবরণীর উদ্ভূত নিয়ে মিলকরণ বিবরণী শুরু করা হয় তাহলে প্রচেষ্টা চালাতে হবে কীভাবে নগদান বহির উদ্ভূত আসা যায়। অন্যদিকে যদি নগদান বহির উদ্ভূত নিয়ে মিলকরণ বিবরণী শুরু করা হলে সেক্ষেত্রে প্রচেষ্টা চালাতে হবে কীভাবে পাস বহির উদ্ভূত আসা যায়।

উপরের অক্ষ ও নিচের আলোচনা থেকে বিবরণটি আরো স্পষ্টভাবে বুঝা যাবে।

ক্র. নং	নগদান বহির উদ্ভূত নিয়ে অঙ্ক শুরু করলে	পাস বহির উদ্ভূত নিয়ে অঙ্ক শুরু করলে
ক.	চেক ব্যাংকে জমা দিলে নগদান বহিতে ডেবিট করা হয়। অর্থাৎ নগদান বহির ব্যাংকে উদ্ভূত বেড়ে যায়। অন্যদিকে উক্ত চেক ব্যাংক আসার না করলে পাস বহিতে এ টাকা ক্রেডিট করা হয় না বা পাস বহিতে টাকা বাড়ানো হয় না। এতে দেখা যায়, এ ঘটনার ফলে নগদান বহির ব্যাংকে উদ্ভূত ব্যাংক বিবরণীর উদ্ভূতের চেয়ে বেশি আছে। সুতরাং নগদান বহির উদ্ভূত থেকে ব্যাংক বিবরণীর উদ্ভূত পৌছতে নগদান বহির উদ্ভূত থেকে ৩,০৫০ টাকা বাদ দেওয়া হয়েছে।	অন্যদিকে এ ঘটনার জন্য ব্যাংক বিবরণীর উদ্ভূত নগদান বহির উদ্ভূত থেকে কম থাকায় ব্যাংক বিবরণীর উদ্ভূত থেকে নগদান বহির উদ্ভূতে পৌছতে হলে ব্যাংক বিবরণীর উদ্ভূতের সাথে ৩,০৫০ যোগ করতে হবে।
খ.	চেক কাটা হলে নগদান বহিতে ক্রেডিট করা হয়। অর্থাৎ নগদান বহির উদ্ভূত কমে যায়। কিন্তু এ চেক ব্যাংক থেকে পরিশোধ করা না হলে সেফেরে ব্যাংক বিবরণীর উদ্ভূত কমে না। ফলে নগদান বহির উদ্ভূত ব্যাংক বিবরণীর উদ্ভূতের চেয়ে কম থাকে। সুতরাং নগদান বহির উদ্ভূত নিয়ে অঙ্ক শুরু করলে সে সফেরে ব্যাংক বিবরণীর উদ্ভূতের সমান আসতে হলে ৩,১০০ টাকা নগদান বহির উদ্ভূতের সাথে যোগ করতে হবে।	আর দেহেতু ব্যাংক বিবরণীর উদ্ভূত বেশি আছে সেফেরে ব্যাংক বিবরণীর উদ্ভূত নিয়ে অঙ্ক শুরু করলে নগদান বহির উদ্ভূত আসার জন্য ৩,১০০ টাকা ব্যাংক বিবরণীর উদ্ভূত থেকে বাদ দিতে হবে।
গ.	ব্যাংক প্রাপ্য নোট আদায় করলে তা ব্যাংক বিবরণীতে ক্রেডিট করে। অর্থাৎ ব্যাংক বিবরণীতে ব্যাংক উদ্ভূত বেড়ে যায়। অন্যদিকে নগদান বহিতে তা লিপিবদ্ধ করা না হলে নগদান বহির উদ্ভূত ব্যাংক বিবরণীর উদ্ভূতের চেয়ে কম থাকে। ফলে নগদান বহির উদ্ভূত থেকে ব্যাংক বিবরণীর উদ্ভূত আসতে হলে নগদান বহির উদ্ভূতের সাথে ১,০০০ টাকা যোগ করতে হবে।	অন্যদিকে নগদান বহির উদ্ভূতের চেয়ে ব্যাংক বিবরণীর উদ্ভূত বেশি থাকায় ব্যাংক ব্যাংক বিবরণী থেকে নগদান বহির উদ্ভূতের সমান আসতে হলে ব্যাংক বিবরণীর উদ্ভূত থেকে ১,০০০ টাকা বাদ দিতে হবে।
ঘ.	ব্যাংক লসের নোট পরিশোধ করায় ব্যাংক বিবরণীতে তা ডেবিট করেছে। অর্থাৎ ব্যাংক বিবরণী থেকে ব্যাংক উদ্ভূত কমে যায়। কিন্তু নগদান বহিতে লিপিবদ্ধ করা না হলে নগদান বহির উদ্ভূত ব্যাংক বিবরণীর উদ্ভূতের চেয়ে বেশি থাকে। সুতরাং নগদান বহির উদ্ভূত থেকে ব্যাংক বিবরণীর উদ্ভূত আসতে হলে নগদান বহির উদ্ভূত থেকে ২,০০০ টাকা বাদ দিতে হবে।	অন্যদিকে ব্যাংক বিবরণীর উদ্ভূত নগদান বহির উদ্ভূত থেকে কম থাকায় ব্যাংক বিবরণীর উদ্ভূত নিয়ে নগদান বহির উদ্ভূতের সমান আসতে হলে ব্যাংক বিবরণীর উদ্ভূতের সাথে ২,০০০ টাকা যোগ করতে হবে।
ঙ.	ব্যাংক লজ্যাকশ আসার করায় ব্যাংক বিবরণীতে ক্রেডিট করা হয়েছে। যার ফলে ব্যাংক বিবরণীর উদ্ভূত বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে নগদান বহিতে লিপিবদ্ধ না করায় নগদান বহির উদ্ভূত ব্যাংক বিবরণীর উদ্ভূতের চেয়ে কম আছে। সুতরাং নগদান উদ্ভূত থেকে ব্যাংক বিবরণীর উদ্ভূত সমান করতে হলে নগদান বহির উদ্ভূতের সাথে ৮০০ টাকা যোগ করতে হবে।	অন্যদিকে ব্যাংক বিবরণীর উদ্ভূত বেশি থাকায় ব্যাংক বিবরণীর উদ্ভূত থেকে নগদান বহির উদ্ভূত আসতে হলে ব্যাংক বিবরণীর উদ্ভূত থেকে ৮০০ টাকা বাদ দিতে হবে।

ঢ.	ব্যাংক ক্রেডিটলিংগের মূল আদায় করায় ব্যাংক বিবরণীতে তা ক্রেডিট করেছে অর্থাৎ ব্যাংক বিবরণীর উদ্ভূত বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে উক্ত মূল নগদান বহিষ্ঠে লিপিবদ্ধ না করায় নগদান বহির উদ্ভূত ব্যাংক বিবরণীর উদ্ভূতের চেয়ে কম আছে। সুতরাং নগদান বহির উদ্ভূত থেকে ব্যাংক বিবরণীর উদ্ভূত আসতে হলে নগদান বহির উদ্ভূতের সাথে ২০০ টাকা যোগ করতে হবে।	অন্যদিকে ব্যাংক বিবরণীর উদ্ভূত বেশি থাকায় ব্যাংক বিবরণী থেকে নগদান বহির উদ্ভূত আসতে হলে ব্যাংক বিবরণীর উদ্ভূত থেকে ২০০ টাকা বাদ দিতে হবে।
ছ.	ব্যাংক চার্জ ব্যাংক বিবরণীতে লিপিবদ্ধ করায় ব্যাংক বিবরণীর উদ্ভূত কমে যায়। অন্যদিকে নগদান বহিষ্ঠে তা লিপিবদ্ধ না করায় নগদান বহির উদ্ভূত বেশি আছে। সুতরাং নগদান বহির উদ্ভূত থেকে ব্যাংক বিবরণীর উদ্ভূত আসতে হলে নগদান বহির উদ্ভূতের থেকে ১০০ টাকা বাদ দিতে হবে।	অন্যদিকে ব্যাংক বিবরণীর উদ্ভূত কম থাকায় ব্যাংক বিবরণীর উদ্ভূত থেকে নগদান বহির উদ্ভূত আসতে হলে ব্যাংক বিবরণীর উদ্ভূতের সাথে ১০০ টাকা যোগ করতে হবে।
জ.	মজুরকৃত মূল ব্যাংক বিবরণীতে ক্রেডিট করায় ব্যাংক বিবরণীর উদ্ভূত বেড়ে যায়। অন্যদিকে নগদান বহিষ্ঠে লিপিবদ্ধ না করায় নগদান বহির উদ্ভূত কম আছে। সুতরাং নগদান বহির উদ্ভূত নিয়ে ব্যাংক বিবরণীর উদ্ভূত আসতে হলে নগদান বহির সাথে ১৫০ টাকা যোগ করতে হবে।	অন্যদিকে ব্যাংক বিবরণীর উদ্ভূত বেশি থাকায় ব্যাংক বিবরণীর উদ্ভূত থেকে নগদান বহির উদ্ভূত আসতে হলে ১৫০ টাকা বিয়োগ করতে হবে।
ঝ.	চেক ব্যাংকে জমা দেওয়ার সময় নগদান বহিষ্ঠে ডেবিট করা হয়। যার ফলে নগদান বহিষ্ঠে ব্যাংক উদ্ভূত বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে উক্ত চেক প্রত্যাহারিত হওয়ার ব্যাংক বিবরণীর উদ্ভূতের কোনো পরিবর্তন না হওয়ার কারণে ব্যাংক বিবরণীর উদ্ভূতের চেয়ে নগদান বহির ব্যাংক উদ্ভূত বেশি থাকে। ফলে নগদান বহির উদ্ভূত থেকে ব্যাংক বিবরণীর উদ্ভূত আসতে হলে ৮০০ টাকা নগদান বহির উদ্ভূত থেকে বাদ দিতে হবে।	অন্যদিকে ব্যাংক বিবরণীর উদ্ভূত কম থাকায় ব্যাংক বিবরণীর উদ্ভূত থেকে নগদান বহির উদ্ভূত আসতে হলে ব্যাংক বিবরণীর উদ্ভূতের সাথে ৮০০ টাকা যোগ করতে হবে।
ঞ.	নিজ প্রয়োজনে ব্যাংক থেকে উত্তোলন করায় ব্যাংক বিবরণীর উদ্ভূত কমে যায়। অন্যদিকে এটি নগদান বহিষ্ঠে লিপিবদ্ধ না করায় নগদান বহির উদ্ভূত বেশি থাকায় নগদান বহির উদ্ভূত থেকে ব্যাংক বিবরণীর উদ্ভূত আসতে হলে নগদান বহির উদ্ভূত থেকে ৮০০ টাকা বিয়োগ করতে হবে।	অন্যদিকে ব্যাংক বিবরণীর উদ্ভূত কম থাকায় ব্যাংক বিবরণীর উদ্ভূত থেকে নগদান বহির উদ্ভূত আসতে হলে ব্যাংক বিবরণীর উদ্ভূতের সাথে ৮০০ টাকা যোগ করতে হবে।

ব্যাংক জমাতিরিক্তের জের নিয়ে অর্থ গুরু করা হলে সেক্ষেত্রে ব্যাংক জমার উদ্ভূত নিয়ে গুরু করলে যে দফাসমূহ যোগ করা হয়েছিল সেগুলো বিয়োগ করতে হবে আর যেগুলো বিয়োগ করা হয়েছিল সেগুলো যোগ করতে হবে। নিম্নের সমস্যাটি লক্ষ্য করলে বিষয়টি স্পষ্ট ভাবে বুঝা যাবে।

উদাহরণ: ২ নিম্নোক্ত তথ্যাবলির ভিত্তিতে হাবি এন্ড কোং-এর একখনি ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত কর।

১. নগদান বই মোতাবেক ব্যাংক জমাতিরিক্তের পরিমাণ (৩১-১২-২০১২) ১২,০০০ টাকা।
২. ক্রেতা দু'নাকে ২,০০০ টাকা ব্যাংক কর্তৃক সরাসরি পরিশোধ যা নগদানভুক্ত হয়নি।
৩. ২,০০০ টাকার চেকখানি প্রত্যাখ্যাত হয়েছে যা নগদানভুক্ত হয়নি।
৪. ব্যাংক কর্তৃক শেয়ার লভ্যাংশ আদায় ৫,০০০ টাকা যা নগদান বইতে লেখা হয়নি।
৫. ২,২০০ টাকার ২ খানি চেক ইস্যু করা হয়েছিল কিন্তু তা পরিশোধের জন্য ব্যাংকে উপস্থাপিত হয়নি।
৬. ব্যাংক জমাতিরিক্ত উত্তোলনের উপর ২০০ টাকা সুদ ধার্য হয়েছে, কিন্তু নগদান বইতে দেখানো হয়নি।
৭. আদায়ের জন্য ব্যাংকে ২,০০০ টাকা প্রাপ্য নোট জমা দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে তা আদায় হয়নি।
৮. ব্যাংক বিনিয়োগের সুদ আদায় করেছে যা নগদানভুক্ত হয়নি ১,০০০ টাকা।

আলোচনা:

১. আলোচ্য আছে নগদান বহির ব্যাংক জমাতিরিক্তের জের নিয়ে অঙ্ক শুরু করা হয়েছে। নগদান বহিতে ব্যাংক জমাতিরিক্তের জের নিয়ে অঙ্ক শুরু করা হলে নগদান বহির উদ্বৃত্তের বিপরীত কাজ করতে হবে। অর্থাৎ নগদান বহির জের ব্যাংক বিবরণীর জেরের চেয়ে বেশি হলে নগদান বহির জেরের সাথে যোগ; আর কম হলে বিয়োগ করতে হবে।
২. ব্যাংক থেকে প্রদেয় হিসাব পরিশোধ করায় পাশ বহির জের কম গেছে কিন্তু নগদান বহিতে লিপিবদ্ধ না হওয়ায় নগদান বহির জের হ্রাস পায়নি। ফলে নগদান বহির জের বেশি আছে। নগদান বহির উদ্বৃত্ত নিয়ে অঙ্ক শুরু করা হলে ২,০০০ টাকা বাদ দিতে হতো। কিন্তু সেহেতু ব্যাংক জমাতিরিক্ত নিয়ে অঙ্ক শুরু করা হয়েছে তাই নগদান বহির জেরের সাথে ২,০০০ টাকা যোগ করতে হবে।
৩. চেক ব্যাংকে জমা দেওয়ার সময় নগদান বহির জের বাড়ানো হয়েছে কিন্তু উক্ত চেক প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় যেমন ব্যাংক বিবরণীর জের বাড়েনি। প্রত্যাখ্যাত চেক নগদান বহির জের কমানোর কথা কিন্তু নগদান বহিতে লিপিবদ্ধ না করায় নগদান বহির জের ব্যাংক বিবরণীর জেরের চেয়ে বেশি আছে। নগদান বহির উদ্বৃত্ত নিয়ে অঙ্ক শুরু করলে করলে ২,০০০ টাকা বিয়োগ করার কথা। যেহেতু জমাতিরিক্ত নিয়ে অঙ্ক শুরু করা হয়েছে তাই যোগ করতে হবে।
৪. ব্যাংক কর্তৃক লভ্যাংশ আদায়ের ফলে ব্যাংক বিবরণীর জের বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু নগদান বহিতে লিপিবদ্ধ না করায় নগদান বহির জের বৃদ্ধি পায়নি। ফলে নগদান বহির জের কম থাকায় ৫,০০০ টাকা যোগ করার কথা, কিন্তু ব্যাংক জমাতিরিক্তের জের নিয়ে অঙ্ক শুরু করায় এখন নগদান বহির জের থেকে বাদ দিতে হবে।
৫. চেক ইস্যু করায় নগদান বহির জের হ্রাস পেয়েছে, কিন্তু উক্ত চেক ব্যাংকে উপস্থাপিত না হওয়ায় ব্যাংক বিবরণীর জের হ্রাস করা হয়নি। ফলে নগদান বহির জের ব্যাংক বিবরণীর জেরের চেয়ে কম আছে। তাই নগদান বহির উদ্বৃত্ত নিয়ে অঙ্ক শুরু করা হলে ২২,০০০ টাকা যোগ করতে হতো। সেহেতু ব্যাংক জমাতিরিক্তের জের নিয়ে অঙ্ক করা হয়েছে, সেহেতু এখন নগদান বহির জের থেকে বাদ দিতে হবে।

৬. ব্যাংক জমাতিরিক্তের সুদ খার্ব করার ফলে ব্যাংক বিবরণীর জের কমানো হয়েছে, কিন্তু নগদান বহির জের কমানো হয়নি। ফলে নগদান বহির জের বেশি আছে। নগদান বহির উত্ত্বরণ নিয়ে অঙ্গ ত্তর করা হওয়া ২০০ টাকা নগদানের জের থেকে বাদ দিতে হতো। কিন্তু ব্যাংক জমাতিরিক্তের জের নিয়ে অঙ্গ ত্তর করা এক্ষেত্রে যোগ করতে হবে।
৭. আদায়ের জন্য প্রাপ্য নোট ব্যাংকে জমা দেওয়ার নগদান বহির জের বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু ব্যাংক কর্তৃক আদায় না হওয়া ব্যাংক বিবরণীর জের বাড়ানো হয়নি। ফলে নগদান বহির ব্যাংক জমাতিরিক্তের সাথে ২,০০০ টাকা যোগ করতে হবে।
৮. ব্যাংক বিনিয়োগের সুদ আদায় করার ব্যাংক বিবরণীর জের বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু নগদান বহিতে লিপিবদ্ধ না করার নগদান বহির জের ব্যাংক বিবরণীর জেরের চেয়ে কম আছে। ফলে নগদান বহির ব্যাংক জমাতিরিক্তের জেরের সাথে ১,০০০ টাকা বিয়োগ করতে হবে।

সমাধান: ২

হবিব এন্ড কোং

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের

ব্যাংক সন্মত বিবরণী

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকা	টাকা
১.	নগদান বই মোতাবেক ব্যাংক জমাতিরিক্ত		১২,০০০
	যোগ:		
২.	ব্যাংক কর্তৃক লুনাকে পরিশোধ যা নগদানভুক্ত হয়নি	২,০০০	
৩.	জমাকৃত চেক প্রত্যাহাত হয়েছে যা নগদানভুক্ত হয়নি	২,০০০	
৬.	ব্যাংক জমাতিরিক্ত সুদ যা নগদানভুক্ত হয়নি	২০০	
৭.	জমাকৃত প্রাপ্য নোট ব্যাংক আদায় করেনি।	২,০০০	৬,২০০
	বিয়োগ:		১৮,২০০
৪.	ব্যাংক কর্তৃক লভ্যাংশ আদায় যা নগদানভুক্ত হয়নি	৫,০০০	
৫.	ইস্যুকৃত চেক পরিশোধের জন্য ব্যাংকে উপস্থাপিত হয়নি	২,২০০	
৬.	ব্যাংক কর্তৃক আদায়কৃত বিনিয়োগের সুদ নগদানভুক্ত হয়নি	১,০০০	
			(৮,২০০)
	ব্যাংক বিবরণী মোতাবেক ব্যাংক জমাতিরিক্ত		১০,০০০

কাজ—১: নিম্নোক্ত তথ্যাবলি অবগতন করে ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে নাশিম আন্ড সন্স এর ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী তৈরি কর।

- ক. ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে নগদান বই মোতাবেক ব্যাংক জমাতিরিক্ত ২০,২০০ টাকা।
- খ. সরবরাহকারীদের মোট ২০,৫০০ টাকার পাঁচটি চেক ইস্যু করা হয়েছিল কিন্তু তন্মধ্যে মাত্র ১০,০০০ টাকার তিনখানি চেক ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধিত হয়েছে।
- গ. আদায়ের জন্য ইতোপূর্বে ব্যাংকে জমাকৃত ৩,৮০০ টাকার একখানি চেক ২৫ ডিসেম্বর তারিখে প্রত্যাহাত হয়েছে কিন্তু এটি নগদান বইতে হিসাবভুক্ত হয়নি।
- ঘ. ২,৫০০ টাকার একখানি প্রাপ্য নোট ২০ ডিসেম্বর তারিখে ২,২০০ টাকার বাটা করা হয়েছে কিন্তু উক্ত নোটের সম্পূর্ণ মূল্য দ্বারা নগদান বইতে এন্ট্রি করা হয়েছে।
- ঙ. ক্রেতাবৃন্দের নিকট থেকে প্রাপ্ত মোট ২২,৫০০ টাকার তিনখানি চেক এবং ৪,৫০০ টাকার দুখানি প্রাপ্য নোট ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়েছে কিন্তু ৩১ ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে ঐগুলো ব্যাংক কর্তৃক আদায় হয়নি।
- চ. ৮,৫০০ টাকার একখানি চেক আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়েছে কিন্তু এটি নগদান বইতে লিপিবদ্ধকরণ বাদ পড়েছে।
- ছ. একজন ক্রেতার নিকট হতে ৪,৫০০ টাকা ব্যাংক কর্তৃক সরাসরি আদায় হয়েছে কিন্তু এটি নগদান বইতে লিপিবদ্ধ হয়নি।
- জ. ব্যাংক ৩০০ টাকা গুজরাড্রাফটের সুদ ধার্য করেছে কিন্তু এটি নগদান বইতে লিপিবদ্ধ হয়নি।

কাজ—২: নিম্নে উল্লেখিত তথ্যাবলির ভিত্তিতে ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে জনাব কামরুলের একটি ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত কর।

১. ৩১ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে পাস বহির ডেবিট ব্যালেন্স ছিল ৪,০০০ টাকা।
২. ২৮ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে ১,০০০ টাকার চেক কাটা হয়েছে, কিন্তু ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসে চেকটি ভাদানো হয়েছে।
৩. ২৫ ডিসেম্বর তারিখে ২৫০ টাকার একখানা চেক জমা দেয়া হয়েছে কিন্তু এটি ২৯ ডিসেম্বর প্রত্যাহাত হয়ে ফেরত আসে এর জন্য নগদান বইতে কোনো দাখিলা দেওয়া হয়নি।
৪. ২৫০ টাকা, ৫৫০ টাকা, ৪৫০ টাকা ও ৫০০ টাকা মূল্যের চারখানা বিল ব্যাংক আদায় করেছে, কিন্তু এর জন্য নগদান বইতে কোনো দাখিলা দেওয়া হয়নি।
৫. ৬০০ টাকার একখানি বিল পূর্বে ৫৮০ টাকায় বাটাকরণ করা হয়েছে, কিন্তু এটি প্রত্যাহাত হয়েছে এবং ব্যাংক হিসাবে ডেবিট করেছে, কিন্তু নগদান বইতে কোনো দাখিলা লেখা হয়নি।
৬. ব্যাংক জমাতিরিক্তের উপর সুদ ও চার্জ ববদ যথাক্রমে ৫০ টাকা ও ২০ টাকা কর্তন করে যা নগদান বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি।
৭. ২০০ টাকার একখানা চেক নগদান বইতে দুবার ডেবিট করা হয়েছে।

সংশোধিত জের পদ্ধতি: এটি একটি আধুনিক ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুতের পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে একদিকে যেমন ব্যাংক সমন্বয় বিবরণীর উদ্দেশ্য সাধিত হয় অন্যদিকে ভুল-ত্রুটি সংশোধন করে ব্যাংকের সঠিক জেরও পাওয়া যায়। এ পদ্ধতিতে ‘I’ ছকের বর্তমানের মতো ঘর করে একদিকে আমানতকারীর নগদান বহির ব্যাংক জমার উৎস বসানো হয় অন্যদিকে ব্যাংক বিবরণীর উৎস বসানো হয়। তারপর যে হিসাবে ভুল থাকে (নগদান অথবা ব্যাংক বিবরণী) সে দিককে সংশোধন করা হয়। এভাবে সব ভুলগুলো সংশোধন করলে পরবর্তীতে দেখা যাবে নগদান বহির ব্যাংকের জের ও ব্যাংক বিবরণীর ব্যাংক জের সমান হয়ে থাকে। অর্থাৎ এ পদ্ধতিতে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুতের জন্য গড়মিলের কারণগুলোকে দু'তাপে ভাগ করা হয়। এর একটি তাপে থাকে নগদান বইতে যে লেনদেনগুলো হিসাবভুল করা উচিত ছিল যা করা হয়নি এবং যদি নগদান বইয়ের কোনো ভুল থাকলে। যেমন—ব্যাংক বিবরণীতে জমা হিসাবে দেখানো হয়েছে কিন্তু নগদান বইতে লেখা হয়নি, ব্যাংক বিবরণীতে পরিশোধ দেখানো হয়েছে কিন্তু নগদান বইতে দেখানো হয়নি, ব্যাংকে জমাকৃত চেক নগদান বইতে দেখানো হয়নি, ইস্যুকৃত চেক নগদান বইতে লিপিবদ্ধ হয়নি, ব্যাংক সুদ চার্জ বা মঞ্জুর করেছে কিংবা সার্ভিস চার্জ ধার্য করেছে যা নগদান বইতে লেখা হয়নি এমন দফাসমূহ। অন্যদিকে ব্যাংক বিবরণীতে কোনো লেনদেন লিপিবদ্ধ করা উচিত ছিল কিন্তু লিপিবদ্ধ করা হয়নি কিংবা অন্যকোনো ভুল থাকলে। যেমন—জমাকৃত চেক ব্যাংক বিবরণীতে লিপিবদ্ধ হয়নি, ইস্যুকৃত চেক ব্যাংক বিবরণীতে লিপিবদ্ধ হয়নি অথবা ব্যাংক বিবরণীতে টাকার পরিমাণ লিখতে ভুল করলে।



উদাহরণ: ৩ ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে নিম্নলিখিত তথ্যাবলির সাহায্যে মি. রেকার হিসাব বইতে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত কর।

- ৩১ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে ব্যাংক বিবরণী অনুযায়ী ব্যাংক জমার উৎস ১০,৮০০ টাকা এবং নগদান বই মোতাবেক ব্যাংক জমার উৎস ৫১,১০০ টাকা।
- প্রদেয় হিসাবের জন্য ইস্যুকৃত মোট ৫০,০০০ টাকার পাঁচখানা চেকের মধ্যে ৩০,০০০ টাকার মাত্র দুখানা চেক ব্যাংকে উপস্থাপিত হয়েছে।
- ১০,০০০ টাকার একখানি প্রাপ্য নোট ব্যাংকে ৯,৭০০ টাকায় বাট্টা করা হয়। কিন্তু এটি নগদান বইতে বিলটির পূর্ণমূল্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।
- ৭,৫০০ টাকার একখানা প্রদেয় নোট ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধিত হয়েছে। কিন্তু এটি নগদান বইতে লেখা হয়নি।
- প্রাপ্য হিসাবের বিপরীতে প্রাপ্ত মোট ৮০,০০০ টাকার তিনখানা চেক অদায়ের জন্য ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়েছে কিন্তু তন্মধ্যে ৩০,০০০ টাকার মাত্র একখানা চেক ৩১ ডিসেম্বরের পূর্বে ব্যাংক কর্তৃক আদায় হয়েছে।
- মাসিক তার নিজ প্রয়োজনে ব্যাংক হতে ৩,০০০ টাকা উত্তোলন করেছে; কিন্তু এটি নগদান বইতে লেখা হয়নি।
- ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরকৃত সুদ ১,২০০ টাকা এবং কমিশন বাবদ ধার্যকৃত চার্জ ৭০০ টাকা নগদান বইতে লেখা হয়নি।

সমাধান: ৩

মি. রেজা

ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের জন্য (সমন্বয়িত ব্যাংক জের পদ্ধতি)

বিবরণ	টাকা	বিবরণ	টাকা
নগদান বই মোতাবেক ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত	৫১,১০০	ব্যাংক বিবরণী মোতাবেক ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত	১০,৮০০
বাদ: বাট্টা যা নগদান বইতে যোগ করা আছে।	(৩০০)	যোগ: ব্যাংকে জমাকৃত চেক যা এখনও আদায় হয়নি।	৫০,০০০
বাদ: ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধিত প্রদেয় নোট		বাদ: ইস্যুকৃত চেক যা এখনও ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধিত হয়নি	(২০,০০০)
যা নগদান বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি	(৭,৫০০)		
বাদ: মালিক কর্তৃক উল্লেখন যা নগদান বইতে লিপিবদ্ধ হয়নি	(৬,০০০)		
বাদ: ব্যাংক চার্জ যা নগদান বইতে লেখা হয়নি	(৭০০)		
যোগ: ব্যাংক কর্তৃক মজুরকৃত সুদ যা নগদান বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি	১,২০০		
সমন্বিত ব্যাংক জের	৪০,৮০০	সমন্বিত ব্যাংক জের	৪০,৮০০

উদাহরণ: ৪ মাওলা ট্রেডার্সের ২০০৬ সালের ৩১ জুলাই তারিখে ব্যাংক বিবরণী অনুযায়ী দেখা যায় যে, ব্যাংকে জের ৫০০০ টাকা। অন্যদিকে নগদান বই অনুযায়ী ব্যাংক জমা দেখা যায় ৪,২৬২ টাকা। হিসাবরক্ষক নগদান বই ও ব্যাংক বিবরণী পর্যালোচনা করে নিম্নোক্ত তথ্যগুলো পেয়েছেন:

- ১। ৪১০ টাকা ব্যাংকিং কর্মসূচির পর জমা দেওয়া ব্যাংক বিবরণীতে প্রদর্শিত হয়নি।
- ২। ৪টি চেক ইস্যু করা হয়েছে কিন্তু ব্যাংকে উপস্থাপন করা হয়নি।

চেক নং	তারিখ	টাকা
৮০১	জুন-১৫	১০০
৮৮৮	জুলাই-২৪	১০
৮৯০	জুলাই-২৭	৪০২
৮৯১	জুলাই-৩০	২০৫

৩। নিম্নোক্ত দুটি জেরভিট মেনেজারডাম ব্যাংক বিবরণীর সাথে দেখা যায়:

তারিখ	টাকা	ব্যাখ্যা
জুলাই-২২	৫০০	ব্যাংক প্রাপ্য নোট আদায় করেছে।
জুলাই-৩১	২৫	ব্যাংক জমার উপর সুদ অর্জিত হয়েছে।

৪। নিম্নোক্ত তিনটি ডেবিট মেমোরেন্ডাম ব্যাংক বিবরণীর সাথে দেখা যায়:

তারিখ	টাকা	ব্যাখ্যা
জুলাই-২২	৫	প্রাপ্য নোটের টাকা সংগ্রহের খরচ।
জুলাই-৩০	৫০	NSF চেক।
জুলাই-৩১	১২	জুলাই মাসে সার্ভিস চার্জ।

৫। ২০ জুলাই তারিখে ৮৫ টাকার একটি চেক বার নং ৮৭৫ যা নগদ প্রদান জাবেদার ৫৮ টাকা দেখানো হয়েছে।
চেকটি ছিল বিদ্যুৎ বিলের জন্য যা ব্যাংক সঠিক টাকা পরিশোধ করেছে।

করণীয়: সংশোধিত জের পদ্ধতিতে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত কর।

সমাধান: ৪

মাওলা ট্রেডার্স

ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের জন্য

বিবরণ	টাকা	বিবরণ	টাকা
ব্যাংক বিবরণী মোতাবেক ব্যাংক জের যোগ:	৫,০০০	নগদান বই মোতাবেক ব্যাংক জের যোগ: ব্যাংক কর্তৃক নোট আদায় ৫০০	৪,২৬২
ব্যাংকে জমা যা ব্যাংক বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত হয়নি।	৪১০	সুদ আয় ২৫	৫২৫
বাদ: বকেয়া চেক		বাদ: নোট আদায় খরচ ৫	
চেক নং ৮০১ ১০০		NSF চেক ৫০	
চেক নং ৮৮৮ ১০		সার্ভিস চার্জ ১২	
চেক নং ৮৯০ ৪০২		ইস্যুকৃত চেক নগদান	
চেক নং ৮৯১ ২০৫	(৭১৭)	বইতে কম লেখা হয়েছে ২৭	(৯৪)
	৪,৬৯৩		৪,৬৯৩

কাজ—৩: নিম্নলিখিত তথ্যাবলি অবলম্বন করে ২০১২ সালের ৩১ মার্চ তারিখে জনাব মাসুমে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী তৈরি কর। (সমন্বিত জের পদ্ধতিতে)

ক. ২০১২ সালের ৩১ মার্চ তারিখে নগদান বই অনুযায়ী ব্যাংক জমাতিরিফের পরিমাণ ছিল ৭৬,৩০০ টাকা এবং পাস বই অনুযায়ী ব্যাংক জমাতিরিফের পরিমাণ ছিল ৭২,২৪৫ টাকা।

খ. ব্যাংক জমাতিরিফের সুদ ৩,৮১৫ টাকা ২০১২ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে নগদান বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি।

গ. কমিশন বাবদ ব্যাংক কর্তৃক ধার্যকৃত চার্জ ৫৭০ টাকা নগদান বইতে লিপিবদ্ধ হয়নি।

ঘ. সেনাদানের নিকট থেকে প্রাপ্ত মোট ১৭,৩০০ টাকার ৩ খানি চেক এবং ৪,২০০ টাকার দুখানি প্রাপ্য নোট ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ৩১ মার্চ তারিখের মধ্যে ব্যাংক কর্তৃক আদায় হয়নি।

ঙ. ৩,২০০ টাকার একটি প্রাপ্য নোট ২০ মার্চ তারিখে ৩,১৪০ টাকার বাটা করা হয়েছে; কিন্তু উক্ত নোটের সম্পূর্ণ অর্থ দ্বারা নগদান বইতে দাখিলা দেওয়া হয়েছে।

চ. ২০১২ সালের ৩১ মার্চ তারিখের পূর্বে ইস্যুকৃত ৩০,০০০ টাকার চারটি চেক পরিশোধের জন্য ব্যাংকে উপস্থাপিত হয়নি।

কাজ-৪: ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে নিম্নলিখিত তথ্যাবলির সাহায্যে ক্রবিনার হিসাব বহিতে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত কর: (সমন্বিত জের পদ্ধতিতে)

১. ৩১ ডিসেম্বর ২০১২ সালের তারিখে ব্যাংক বিবরণী অনুযায়ী ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত ১০,৮০০ টাকা এবং নগদান বই মোতাবেক ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত ৫১,১০০ টাকা।
২. সরবরাহকারীদের বরাবর ইস্যুকৃত মোট ৫০,০০০ টাকার পাঁচখানা চেকের মধ্যে ৩০,০০০ টাকার মাত্র দুখানা চেক ব্যাংকে উপস্থাপিত হয়েছে।
৩. ১০,০০০ টাকার একখানি প্রাপ্য নোট ব্যাংকে ৯,৭০০ টাকায় বাট্টা করা হয়। কিন্তু এটি নগদান বইতে বিগাটির পূর্ণমূল্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।
৪. ৭,৫০০ টাকার একখানা প্রদেয় নোট ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধিত হয়েছে। কিন্তু এটি নগদান বইতে লেখা হয়নি।
৫. ক্রেতাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত মোট ৮০,০০০ টাকার তিনখানা চেক আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তন্মধ্যে ৩০,০০০ টাকার মাত্র একখানা চেক ৩১ ডিসেম্বরের পূর্বে ব্যাংক কর্তৃক আদায় হয়েছে।
৬. মালিক তার নিজ প্রয়োজনে ব্যাংক হতে ৩,০০০ টাকা উত্তোলন করেছে কিন্তু এটি নগদান বইতে লেখা হয়নি।
৭. ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরকৃত সুদ ১,২০০ টাকা এবং কমিশন বাবদ ধার্যকৃত চার্জ ৭০০ টাকা নগদান বইতে লেখা হয়নি।

উদাহরণ: ৫ হিষ্টোল ট্রেভার্স ২০১২ সালের ৩০ নভেম্বর তারিখের ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী নিম্নরূপ:

হিষ্টোল ট্রেভার্স

ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী

৩০ নভেম্বর, ২০১২

নগদান বই মোতাবেক ব্যাংক জের		১৪,৩৬৬
যোগ: পথিমধ্যে জমা		২,৫৩০
বাদ: বকেয়া চেক		১৬,৮৯৮
চেক নং	টাকা	
৩৪৫১	২,২৬০	
৩৪৭০ (ক)	৭২০	
৩৪৭১	৮৪৫	
৩৪৭২	১,৪২৭	
৩৪৭৪(ক)	১,০৫০	(৬,৩০২)
		১০,৫৯৬

ডিসেম্বর মাসের ব্যাংক বিবরণী নিম্নরূপ:

ব্যাংক বিবরণী					
ইস্যুকৃত চেক			জমা		
তারিখ	চেক নং	টাকা	তারিখ	টাকা	
১ - ১২	৩৪৫১	২,২৬০	১ - ১২	২,৫৩০	
২ - ১২	৩৪৭১	৮৪৫	৪ - ১২	১,২১১	
৭ - ১২	৩৪৭২	১,৪২৭	৮ - ১২	২,৩৬৫	
৪ - ১২	৩৪৭৫	১,৬৪২	১৬ - ১২	২,৬৭২	
৮ - ১২	৩৪৭৬	১,৩০০	২১ - ১২	২,৯৪৫ (প)	
১০ - ১২	৩৪৭৭	২,১৩০	২৬ - ১২	২,৫৬৭	
১২ - ১২	৩৪৭৯	৩,০৮০	২৯ - ১২	২,৮৩৬	
২৭ - ১২	৩৪৮০	৬০০	৩০ - ১২	১,০২৬	
৩০ - ১২	৩৪৮২	৪৭৫	মোট	১৮,১৫২	
২৯ - ১২	৩৪৮৩	১,১৪০			
৩১ - ১২	৩৪৮৫ (খ)	৫৩৯			
মোট		১৫,৪৩৮			
নগদ প্রদান জাবেদা					
তারিখ	চেক নং	টাকা	তারিখ	চেক নং	টাকা
১ - ১২	৩৪৭৫	১৬৪২	২০	৩৪৮২	৪৭৫
২ - ১২	৩৪৭৬	১৩০০	২২	৩৪৮৩	১,১৪০
২ - ১২	৩৪৭৭	২১৩০	২৩	৩৪৮৪ (ক)	৮৩২
৪ - ১২	৩৪৭৮ (ক)	৫৩৮	২৪	৩৪৮৫ (খ)	৪৫০
৮ - ১২	৩৪৭৯	৩,০৮০	৩০	৩৪৮৬ (ক)	১,৮৮৯
১০ - ১২	৩৪৮০	৬০০			
১৭ - ১২	৩৪৮১ (ক)	৮০৭			
			নগদ প্রাপ্তি জাবেদ		
			তারিখ	টাকা	
			৩-১২	১,২১১	
			৭-১২	২,৩৬৫	
			১৫-১২	২,৬৭২	
			২০-১২	২,৯৫৪ (প)	
			২৫-১২	২,৫৬৭	
			২৮-১২	২,৮৩৬	
			৩০-১২	১,০২৫	
			৩১-১২ (চ)	১,১৯০	
				১৬,৮২০	

ব্যাংক বিবরণীর জন্য দুটি মেমোরেন্ডাম সংযুক্ত পাওয়া যায়:

- ১। একটি ৩,৫০০ টাকার প্রাপ্য নোট ১৬০ টাকার সুসহ ও ১৫ টাকার সার্জিস চার্জ বাদে ৩,৬৪৫ টাকা আদায় করা হয়েছে। (৮)
- ২। ফ্রেডার নিকট প্রাপ্ত ৫৪৭ টাকার একটি চেক NSF এর কারণে ফেরত আসে।
৩১ ডিসেম্বর তারিখে নগদান বই মোতাবেক জের ১২,৫৩৪ টাকা এবং ব্যাংক বিবরণী অনুযায়ী ২০,১৮০ টাকা।
হিসাবে ব্যাংক কোশে তুল করেনি কিন্তু নগদান বইতে লিপিবদ্ধ করার সময় দুটি তুল আছে।
করণীয়: নগদান বই ও ব্যাংক বিবরণীর পার্থক্যের কারণগুলো লিখে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত কর।
করণীয়:

১. নগদান বই ও ব্যাংক বিবরণীর মধ্যে পার্থক্যের কারণ বর্ণনা কর।
২. ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত কর।

সমাধান: ৫

১. পার্থক্যের কারণ।

ক. বকেয়া চেক:

মাস	চেক নং	টাকার পরিমাণ
নভেম্বর	৩৪৭০	৭২০
	৩৪৭৪	১,০৫০
ডিসেম্বর	৩৪৭৮	৫৩৮
	৩৪৮১	৮০৭
	৩৪৮৪	৮৩২
	৩৪৮৬	১,৮৮৯
মোট		৫,৮৩৬

- ব. ইস্যুক্ত ৩৪৮৫ নং চেক প্রকৃত টাকার পরিমাণ ৫৩৯ টাকা যা ব্যাংক বিবরণীতে সঠিক দেবানো হয়েছে। কিন্তু নগদান বইতে ৪৫০ টাকা দেবানো হয়েছে।
- দ. নগদ প্রাপ্তি জাবেদার ২০-১২ তারিখে তুলে ব্যাংকে ২,৯৫৪ টাকার জমা দেবানো হয়েছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যাংক বিবরণীতে জমা হয়েছে ২৯৪৫ টাকা।
- ঘ. প্রাপ্য নোট নীট ৩,৬৪৫ টাকার ব্যাংক আদায় করেছে যা নগদান বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি।
- ঙ. NSF চেক ৫৪৭ টাকার যা নগদান বইতে হিসাবভুক্ত না করায় নগদান বইয়ের জের বেশি আছে।
- চ. পণ্ডি মধ্যে জমা ৩১-১২ তারিখে ১,১৯০ টাকা। (নগদ প্রাপ্তি জাবেদার)

২.

হিলোল ট্রেজার

ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী

৩১ ডিসেম্বর তারিখের জন্য

বিবরণ	টাকা	বিবরণ	টাকা
নগদান বই মোতাবেক ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত	১২,৫৩৪	ব্যাংক বিবরণী অনুযায়ী ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত	২০,১৮০
নগদান বইতে তুল: ব্যাংকে জমা নগদান বইতে বেশি দেখা হয়েছে	(৯)	বকেয়া চেক	(৫,৮৩৬)

ইস্যুয়ত চেক নগদান বইতে কম লেখা হয়েছে	(৮৯)	পরিমাণে জমা	১,১৯০
ব্যাংক নোট সুদসহ ও চার্জ বাদে আদায় করেছে	৩,৬৪৫		
NSF চেক	(৫৪৭)		
ব্যাংকে প্রকৃত জের	১৫,৫৩৪	ব্যাংকে প্রকৃত জের	১৫,৫৩৪

কাজ-৫: আমাল ট্রেজারীর সেন্টেন্সর মাসের নগদ বইয়ের বিবরণী দেওয়া হলো।

তারিখ	চেক নং	বিবরণ	চেক (টাকা)	জমা (টাকা)	জের
১/৯					৫২৫
৪/৯	৬২২	কামাল ব্রাদার্স	১৯		৫০৬
৯/৯		লভ্যাক্স		১১৬	৬২২
১৩/৯	৬২৩	শাওন ট্রেডার্স	৪৩		৫৭৯
১৪/৯	৬২৪	নিরুল লি:	৫৮		৫২১
১৮/৯	৬২৫	নগদ	৫০		৪৭১
২৬/৯	৬২৬	আলম ব্রাদার্স	২৫		৪৪৬
২৮/৯	৬২৭	নিকোলাস লি:	২৭৫		১৭১
৩০/৯		চেক জমা		২,০০০	২,১৭১

ব্যাংক বিবরণী নিম্নরূপ:

জের		৫২৫
যোগ: জমা		১১৬
বাদ: চেক নং		
৬২২	১৯	
৬২৩	৪৩	
৬২৪	৬৮	
৬২৫	৫০	(১৮০)
বাদ:		
চেক ছাপা	৮	
সার্ভিস চার্জ	১২	(২০)
জের		৪৪১

৬২৪ নং চেকের টাকা ব্যাংক বিবরণীতে সঠিক আছে।

করণীয়:

ক. নগদান বই ও ব্যাংক বিবরণীর জেরের পার্থক্যের কারণ নির্ণয় কর।

খ. ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত কর।

কাজ-৬: নিপুন ট্রেডার্সের ব্যাংক সংক্রান্ত কতিপয় তথ্য নিম্ন প্রদত্ত হলো:

	১/৯	৩০/৯
নগদান বইয়ের জের	১৭,১৫০	১৭,৪০৪
ব্যাংক বিবরণীর জের	-	১৬,৪২২

	জমা	উজ্জোলান
নগদান বই অনুসারে ব্যাংকে	৬৪,০০০	৬৩,৭৪৬

ব্যাংক বিবরণীরতে নিম্নোক্ত মেমোরেন্ডাম অন্তর্ভুক্ত থাকে।

ক্রেডিট মেমোরেন্ডাম	টাকা	ডেবিট মেমোরেন্ডাম	টাকা
৩০ টাকা সুমসহ ১,৫০০ টাকার নোট আদায়	১,৫০০	NSF চেক	৭২৫
সুদ আর	৪৫	সার্ভিস চার্জ	৬৫
সেপ্টেম্বর ৩০ তারিখে পণি মণ্যে জমা ৪,১৫০ টাকা। বকেরা চেকের পরিমাণ মোট টাকা ২,৩৮৩			

করণীয়: ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী

সৃজনশীল প্রশ্ন:

১। নিম্নলিখ এক্টারপ্রাইজের জুলাই মাসের লেনদেনগুলো নিম্নরূপ:

- নগদান বই মোতাবেক ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত ১৬,৭৬৭ টাকা।
- ব্যাংক বিবরণী মোতাবেক ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত ১৮,৯২৮ টাকা।
- ৩১ জুলাই তারিখে রাত্রিকালীন ব্যাংকিং এর সময় ৪,০১৭ টাকা ব্যাংকে জমা দেওয়া হয় যা ব্যাংক বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত হয়নি।
- ব্যাংক বিবরণীতে একটি ডেবিট মেমোরেন্ডাম অন্তর্ভুক্ত আছে যা ৮ টাকা ব্যাংক সার্ভিস চার্জ এর জন্য ছিল।
- ব্যাংক বিবরণীর সাথে ৪,৫৪৫ টাকার একটি ক্রেডিট মেমোরেন্ডাম ছিল যা ব্যাংক জন্মাব কামালের নিকট থেকে প্রাপ্য নোট বাবদ আদায় করে।
- ৮৩৫ টাকার ৮২১ নং চেক ইস্যু করা হয়েছিল মেশিন করা ববদ। কিন্তু ব্যাংক উক্ত চেকের জন্য ৮৫৩ টাকা হিসাবভুক্ত করে।
- নিরীক্ষা করে দেখা যায় যে, জুলাই মাসে ইস্যুকৃত চেকের মধ্যে ৩টি চেক আছে যা এখনও ব্যাংক পরিশোধ করেনি। চেক তিনটি হলো: চেক নং ৮১১ টাকা ৮৬১ চেক নং ৮১৪ টাকা ৬৪১ এবং চেক নং ৮২৩ টাকার ৩০১।
- একজন ক্রেতার নিকট বিক্রয় বাবদ ১৮০ টাকার চেক জুলাই ২৫ তারিখ আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ব্যাংক বিবরণীতে উক্ত চেকটি NSF দেখা যায়।

করণীয়:

- বকেরা চেকের পরিমাণ নির্ণয় কর।
- নগদান বই এর জের নিয়ে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণীর মাধ্যমে ব্যাংক বিবরণীর জের নির্ণয় কর।
- ব্যাংক বিবরণীর জের নিয়ে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণীর মাধ্যমে নগদান বই জের নির্ণয় কর।

২। ২০১৩ সালের ৩১ জানুয়ারি তারিখে জনাব রমজানের নগদান বহির জের ও ব্যাংক বিবরণীর জেরের মধ্যে গরমিল পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তীতে পর্যবেক্ষণ করে নিম্নোক্ত তথ্যগুলো উদ্ঘাটিত হয়—

- ব্যাংক বিবরণী অনুযায়ী ব্যাংক জমার উত্ত ২২,৩৭০ টাকা।
- ইস্যুকৃত চেক ব্যাংকে উপস্থাপিত হয়নি ৯,৭৪০ টাকা।
- ব্যাংক লতাংশ ২২০ টাকা আদায় করে হিসাবকে ক্রেডিট করেছে কিন্তু নগদান বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি।
- একজন সেনাদার সরাসরি ব্যাংকে ৩০-১২-২০১২ তারিখে টাকা জমা দিয়েছে কিন্তু আমাদেরকে ২-১-২০১৩ তারিখে জানানো হয়েছে। টাকার পরিমাণ ছিল ১,০০০ টাকা।
- প্রদেয় বিল ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধ কিন্তু নগদান বইতে লিপিবদ্ধ হয়নি ৬০০ টাকা।
- ব্যাংক সুদ মঞ্জুর করেছে ১২৫ টাকা। যা নগদান বইতে লেখা হয়নি।

উপরোক্ত তথ্যের আলোকে নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দাও:

- i ও ii নং জেনারেলের জন্য ব্যাংক গ্রাহকের বইতে জাবেদা দাখিলা দাও।
- নগদান বইয়ের জের নিয়ে প্রচলিত পদ্ধতিতে একটি ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী তৈরি কর।
- সংশোধিত পদ্ধতিতে একটি ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী তৈরি কর।

এ অধ্যায়ে আমরা নতুন যা শিখলাম:

নগদান বই, ব্যাংক বিবরণী, ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী, বকেয়ার চেক, NSF চেক, অনাদারী চেক, পরিশোধে জমা ইত্যাদি।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১। ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুতের উদ্দেশ্যের সাথে অসঙ্গতি কোনটি?

- নিরীক্ষকের সন্তুষ্টির জন্য
- তুলাত্রয়টি উদ্ঘাটনের জন্য
- ব্যাংক জমার পরিমাণ নিশ্চিত করার জন্য
- হিসাব চক্রের একটি অন্যতম ধাপের জন্য

২। ব্যাংক সমন্বয় বিবরণীর ক্ষেত্রে নিচের কোনটি প্রাসঙ্গিক?

- এটি প্রস্তুত করা হয় সাধারণত হিসাবকলা শেষে
- এটি প্রস্তুত করা হয় বারবারের আর্থিক ফলাফল নির্ণয়ের জন্য
- এটি প্রস্তুত করা হয় নগদান বই ও পাসবহির জেরের গড়মিল জানার জন্য
- এটি প্রস্তুত করা হয় হিসাববিজ্ঞানের দূতরফা দাখিলা পদ্ধতি অনুসরণের জন্য

উদীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

রতন ট্রেজার্স নভেম্বর মাসে ১০,০০০ টাকার চেক ও ডিসেম্বর মাসে ১৫,০০০ টাকার চেক ইস্যু করে। কিন্তু নভেম্বর মাসে ৬,০০০ টাকার চেক ও ডিসেম্বর মাসে ১৭,০০০ টাকার চেক ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধিত হয়।

৩। ৩১ ডিসেম্বর তারিখে বকেয়া চেকের পরিমাণ কত?

- ক. ২,০০০ টাকা
- খ. ৫,০০০ টাকা
- গ. ৮,০০০ টাকা
- ঘ. ১১,০০০ টাকা

৪। অন্য কোনো বিষয় না থাকলে—

- নভেম্বর মাসের শেষে বকেয়া চেকের পরিমাণ ৪,০০০ টাকা।
- ডিসেম্বর মাসে ব্যাংক বিবরণীর জের নগদান বইয়ের জেরের চেয়ে কম থাকবে।
- নভেম্বর মাসে ব্যাংক বিবরণীর জের নগদান বইয়ের জেরের চেয়ে বেশি থাকবে।

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i
- খ. ii
- গ. i ও iii
- ঘ. i, ii ও iii

চতুর্থ অধ্যায়
রেওয়ামিল
TRIAL BALANCE



চিত্র: হিসাবের উভয় পাশের সমতা

হিসাবচক্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ স্বত্তিয়ানের পরবর্তী ধাপ হলো রেওয়ামিল। স্বত্তিয়ানের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা ও আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের সহায়তায় অন্য রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয়। রেওয়ামিলের ডেবিট ও ক্রেডিট উভয় পাশের সমতা হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করার একটি মাধ্যম। যদি কোনো কারণে হিসাব গাণিতিকভাবে শুদ্ধ না হয় কিংবা অন্য কোনো তুল্য থাকে তা সংশোধন করতে হয়। এ অধ্যায়ে রেওয়ামিল প্রস্তুতকরণ ও হিসাবে কোনো ত্রুটি থাকলে তা উদ্‌ঘাটন ও সংশোধনের বিষয়টি আলোচনা করা হবে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা—

- রেওয়ামিল প্রস্তুতের মাধ্যমে হিসাব দাখিলার বিভিন্ন ত্রুটি চিহ্নিত করতে পারবে।
- হিসাবের শুদ্ধতা যাচাই ও ত্রুটি সংশোধন করতে পারবে।

৪.০১ রেওয়ামিলের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য

Concept and Nature of Trial Balance

সেনসেনগুলো স্বত্তিয়ানসূত্র করার পর হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করার জন্য স্বত্তিয়ানসমূহের স্তরের নিয়ে যে বিবরণী প্রস্তুত করা হয় তাকে রেওয়ামিল বলে। হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্য মূলতঃ রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয়। এটি কোনো হিসাব নয় বা এটি হিসাবের কোনো অপরিহার্য অংশও নয়। একটি বিবরণী মাত্র। রেওয়ামিলের ডেবিট ও ক্রেডিট উভয় পাশে টাকার পরিমাণ সমান হলে বুঝতে হবে যে, গাণিতিকভাবে হিসাব শুদ্ধ আছে। অন্যদিকে না মিললে বুঝতে হবে যে, হিসাবের কোথাও না কোথাও ত্রুটি আছে। সাধারণত দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির কারণে বা হিসাব সমীকরণের প্রভাবে রেওয়ামিল মিলে যায়।

রেওয়ামিলের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

১. রেওয়ামিল কোনো হিসাব বা হিসাবের অংশ নয়। এটি একটি বিবরণী।
২. রেওয়ামিলে ডেবিট ও ক্রেডিট দুটি টাকার ঘর থাকে। খতিয়ানের ডেবিট সেকশনগো ডেবিট পাশে ও ক্রেডিট সেকশনগো ক্রেডিট পাশে বসাতে হয়।
৩. এর জন্য কোনো হিসাবের বই ব্যবহার করা হয় না। বরং অলাদা কাগজে রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয়ে থাকে।
৪. এটি সাধারণত হিসাবকালের শেষ তারিখে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের পূর্বে তৈরি করা হয়।
৫. এ বিবরণীতে সকল হিসাবের জের (আয়, ব্যয়, সম্পত্তি, দায়, মূলধন ও উত্তোলন) থাকে।
৬. রেওয়ামিল হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করতে পারে।
৭. রেওয়ামিল আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতে সহায়তা করে থাকে।

৪.০২ রেওয়ামিল প্রস্তুতকরণ

Preparation of Trial Balance

ব্যবসায়িক লেনদেন প্রথমে জাবোদাভুক্ত করে তা খতিয়ানে স্থানান্তর করা হয়। একটি নির্দিষ্ট তারিখে এ খতিয়ানসমূহের জের নিয়ে অলাদা একটি কাগজে রেওয়ামিল তৈরি করা হয়। রেওয়ামিলে ক্রমিক নং, হিসাব শিরোনাম, রেফারেন্স বা সূত্র ও দুটি টাকার ঘরসহ মোট ৫টি ঘর থাকে। দুটি টাকার কলামের একটি হলো ডেবিট টাকা ও অন্যটি হলো ক্রেডিট টাকা।

নিচে রেওয়ামিলের একটি ছক দেখা হলো:

কামাল ট্রেডার্স

রেওয়ামিল

৩১-১২-২০১২

ক্রমিক নং	হিসাব শিরোনাম	সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)

ক্রমিক নং ঘরে খতিয়ানগো ক্রমিক সংখ্যা (১, ২, ৩.....) লিখতে হয়। হিসাবের শিরোনাম ঘরে খতিয়ানের হিসাব শিরোনাম লিখতে হয়। তারপর সংশ্লিষ্ট খতিয়ানের জের ডেবিট হলে তা ডেবিট টাকার কলামে এবং জের ক্রেডিট হলে ক্রেডিট টাকার কলামে লিখতে হয়। সকল খতিয়ানের জের উপরিউক্ত ছকে সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করার পর সাধারণত ডেবিট ও ক্রেডিট টাকার যোগফল সমান হবে। যদি উভয় পক্ষ সমান হয় তবে ধরে নেয়া হয় যে, হিসাবগুলো গাণিতিকভাবে শুদ্ধ। সাধারণত সম্পত্তি, ব্যয় ও উত্তোলন সংক্রান্ত খতিয়ানগুলোর ডেবিট জের হয়ে থাকে। অন্যদিকে দায়, আয় ও মূলধন খতিয়ানগুলোর জের সাধারণত ক্রেডিট হয়ে থাকে।

কাজ-১: নিচের হিসাবখাতসমূহ কোন শ্রেণির হিসাব (সম্পত্তি, দায়, আয়, মূল্যবন, খরচ, রাজস্ব) এবং হিসাবখাতগুলোর আভাবিক জের কী (ডেবিট/ ক্রেডিট) হবে তা লিখ।

হিসাবখাত সমূহ	কোন শ্রেণির হিসাব	আভাবিক জের	হিসাব খাতসমূহ	কোন শ্রেণির হিসাব	আভাবিক জের
কলাকাজ			মজুরি		
ইজারা সম্পত্তি			ক্রয় ফেরত		
আসবাবপত্র			পরিবহন		
মূলধন			বিক্রয় ফেরত		
১০% ঋণ			রপ্তানি শুল্ক		
প্রদেয় হিসাব			বেতন		
উজ্জ্বলন			বিমা সেলামি		
মজুদ পণ্য			বিজ্ঞাপন		
১৫% বিনিয়োগ			ভাড়া		
পণ্য ক্রয়			ক্রয় ব্যতি		
পণ্য বিক্রয়			ঋণের সুদ		
প্রাপ্য হিসাব			বিনিয়োগের সুদ		
নগদ তহবিল			ব্যয়ক জমার উদ্ধৃত		
আমদানি শুল্ক			দালানকোঠা		

উদাহরণ-১: নিম্নোক্ত বিভিন্ন উদ্ভূতসো দ্বারা মেসার্স রহমান এন্ড কোং এর রেওয়ামিল প্রস্তুত কর:

হিসাবখাতসমূহ	টাকা	হিসাবখাতসমূহ	টাকা
রহমান এর মূলধন	৮৫,০০০	সুদাম	২০,০০০
পণ্য ক্রয়	৭৯,৫০০	করিমকে প্রদত্ত ঋণ	২০,০০০
মজুদ পণ্য (১-১-১২)	২০,০০০	নগদ তহবিল	৩,৫০০
ক্রয় পরিবহন	২,০০০	মজুদ পণ্য (৩১-১২-১২)	২৫,০০০
অগ্রিম গ্রহণ	১২,০০০	বিক্রয় পরিবহন	৩,০০০
সরবরাহ মজুদ (১-১-১২)	২,০০০	ক্রয় ফেরত	১,০০০
রহমান এর উজ্জ্বলন	১০,০০০	বিক্রয় ফেরত	২,০০০
পণ্য বিক্রয়	১,১০,০০০	শিক্ষানবিস সেলামি	৩,০০০
অনাদায়ী পাওনা সঞ্চয়িত	২,০০০	আসবাবপত্র	২০,০০০
বকেয়া বেতন	৫০০	কলাকাজ	৩১,৫০০
সরবরাহ মজুদ (৩১-১২-১২)	৫০০		

সমাধান-১:

মেসার্স রহমান

রেওয়ামিল

৩১ ডিসেম্বর, ২০১২ সাল

ক্রমিক নং	হিসাবের নাম	সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
১.	রহমান এর মূলধন			৮৫,০০০
২.	পণ্য ক্রয়		৭৯,৫০০	
৩.	মজুদ পণ্য (১-১-১২)		২০,০০০	
৪.	ক্রয় পরিবহন		২,০০০	
৫.	অগ্রিম গ্রহণ			১২,০০০
৬.	সরবরাহ মজুদ (১-১-১২)		২,০০০	
৭.	রহমানের উল্লেখন		১০,০০০	
৮.	পণ্য বিক্রয়			১,১০,০০০
৯.	অন্যদায়ী দেনা সঞ্চয়িত			২,০০০
১০.	বকেয়া বেতন			৫০০
১১.	সুলাম		২০,০০০	
১২.	করিমকে প্রদত্ত ঋণ		২০,০০০	
১৩.	নগদ তহবিল		৩,৫০০	
১৪.	বিক্রয় পরিবহন		৩,০০০	
১৫.	ক্রয় ক্ষেত্র			১,০০০
১৬.	বিক্রয় ক্ষেত্র		২,০০০	
১৭.	শিক্ষানবিস সেলামি			৩,০০০
১৮.	আসবাবপত্র		২০,০০০	
১৯.	কলকজা		৩১,৫০০	
			২,১৩,৫০০	২,১৩,৫০০

কাজ-২:

মি. মাহবুবের ২০১২ সালে ৩১ ডিসেম্বর তারিখের শিল্পোক্ত খতিয়ান হিসাবের উদ্ভূত অবলম্বন করে একটি রেওয়ামিল তৈরি কর:

মূলধন ৩০,০০০ টাকা; উল্লেখন ১০,০০০ টাকা; যন্ত্রপাতি ২০,০০০ টাকা; বিক্রয় ৬৫,০০০ টাকা; আয়কর ২,০০০ টাকা; বিক্রয় ক্ষেত্র ৩,০০০ টাকা; বিনিয়োগ ১০,০০০ টাকা; বিক্রয়ের উপর বাট্টা ১,০০০ টাকা; শিক্ষানবিস সেলামি ২,০০০ টাকা; স্থায়ী আমানতের সুদ ৩,০০০ টাকা, অইন খরচ ৫,০০০ টাকা, বকেয়া মজুরি ৪,০০০ টাকা, সমন্বিত ক্রয় ৬০,০০০ টাকা; সমাপনী মজুদ ২০,০০০ টাকা; পেনশন তহবিল ২০,০০০ টাকা; বাট্টা ২,০০০ টাকা, কমিশন ৪,০০০ টাকা; বিনিয়োগ সঞ্চয়িত ১৬,০০০ টাকা; প্রাপ্য হিসাব ৫,০০০ টাকা; প্রাপ্য নোট ৫,০০০ টাকা; প্রদেয় নোট ১০,০০০ টাকা; হাতে নগদ ৮,০০০ টাকা; ব্যাংক ও ওভারড্রাফট ৫,০০০ টাকা।

কাজ-৩: মেসার্স আবিদ এন্ড কোং এর নিম্নোক্ত রেওয়ামিল অন্তর্ভুক্ত করে তৈরি করা হয়েছে। এটি শুদ্ধ করে পুনরায় প্রস্তুত কর এবং প্রত্যেকটি অতক জায়-এর ক্ষেত্রে মুক্তি দাও।

মেসার্স আবিদ এন্ড কোং
রেওয়ামিল

৩১-১২-১২

ডেবিট

ক্রেডিট

বিবরণ	পরিমাণ (টাকা)	বিবরণ	পরিমাণ (টাকা)
প্রারম্ভিক মজুদ	১০,৫০০	মূলধন	১৫,০০০
প্রাপ্য হিসাব	৩৫,০০০	উল্লেখ্য	৩,৬০০
পণ্য বিক্রয়	৭৩,৯৫০	প্রদেয় হিসাব	৩০,০০০
বহিঃক্ষেপ	৫০০	পণ্য জর	৫৫,৫০০
মজুরি	৪,৫০০	আন্তঃক্ষেপ	৯৫০
বেতন	৪,৮০০	বাট্টা প্রদত্ত	২,৭০০
ভাড়া	১,২০০	বাট্টা প্রাপ্তি	১,৬০০
জর পরিবহন	৬৫০	বিক্রয় পরিবহন	৯০০
আসবাবপত্র	১,২০০	অনাদায়ী পাওনা	৮০০
সঞ্চিতি তহবিল	১৫,০০০	অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	১,৫০০
নগদ তহবিল	৪৫০	বিজ্ঞাপন	৮০০
ব্যয়ক জমার উদ্ভূত	৪,০০০	কলকজা	১০,০০০
		সমাপনী মজুদ পণ্য	২৮,৪০০
	১,৫১,৭৫০		১,৫১,৭৫০

কাজ-৪:

রেওয়ামিল

১ জুন, ২০১২

বিবরণ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
নগদান	৮,০০০	
প্রাপ্য হিসাব	১৫,০০০	
যন্ত্রাংশ মজুদ	১৩,০০০	
অগ্রিম ভাড়া	৩,০০০	
কলকজা	২২,০০০	
বকেয়া বেতন		১,০০০
প্রদেয় হিসাব		১৯,০০০
মূলধন		৪১,০০০
	৬১,০০০	৬১,০০০

কৃত্রিম মাসের লেনদেনসমূহ নিম্নরূপ:

- জুন— ৫ বিজ্ঞাপন খরচ প্রদান করা হলো ১,০০০ টাকা ।
 “ ৭ যন্ত্রাংশ ক্রয় ৩,০০০ টাকা ।
 “ ১০ সেলাদারের নিকট থেকে দগদ পাওয়া গেল ১৩,০০০ টাকা ।
 “ ১৫ বকেয়া বেতন পরিশোধ করা হলো ১০০০ টাকা ।
 “ ১৮ ৪,০০০ টাকার যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা হলো ।
 “ ২০ সেবা দেয়া হলো দগদে ৪,০০০ টাকা, ধারে ৯,০০০ টাকা ।
 “ ২৫ অগ্রিম ভাতার ১,০০০ টাকার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে ।
 “ ৩০ পাওনাদারকে ৫,০০০ টাকা পরিশোধ করা হলো ।

উপর্যুক্ত লেনদেনসমূহ আবেদাত্ত্বক করে তা খতিয়ানে স্থানান্তর করে তার জের থেকে রেওয়ামিল প্রস্তুত কর ।

৪.০৩ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত ও অন্তর্ভুক্তির শ্রেণিবিভাগ

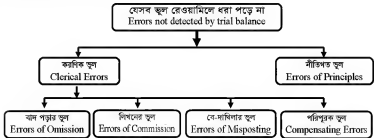
Errors in Accounts and its Classifications

সাধারণত রেওয়ামিলের মাধ্যমে আমরা হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করতে পারি। হিসাব গাণিতিকভাবে শুদ্ধ হলেই বলা যাবে না যে, হিসাবে কোনো ভুলত্রুটি নেই। অনেক ধরনের ভুল আছে যা রেওয়ামিল প্রস্তুত করে সনাক্ত করা যায় না। হিসাব বিভাগের কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের অমনোযোগিতা বা অজ্ঞতার ফলে হিসাবরক্ষণ কাজে অনিচ্ছাকৃতভাবে বিভিন্ন ভুলত্রুটি হতে পারে। হিসাবরক্ষণে যেসব ভুলত্রুটি হতে পারে উহাদের প্রধানত নিম্নলিখিত ভাবে বিভক্ত করা যায়: ক. যে ভুল রেওয়ামিলে সনাক্ত করা যায় না;

খ. যে ভুল রেওয়ামিলে সনাক্ত করা যায়।

১. যে ভুল রেওয়ামিলে সনাক্ত করা যায় না

হিসাব প্রক্রিয়ায় এমন কিছু ভুল আছে যা রেওয়ামিলে ধরা পড়েনা। এ ধরনের ভুলকে দূতরক্ষ ভুলও বলা হয়। অর্থাৎ যখন কোনো লেনদেন একেবারেই লিপিবদ্ধ করা হয় না কিংবা লিপিবদ্ধ করা হলেও ডেবিট ও ক্রেডিট উভয় পাশেই সমান পরিমাণ অর্ধের অঙ্ক ভুল করা হয়েছে। এধরনের ভুল খুঁজে বের করা কষ্টসাধ্য। কারণ এধরনের ভুল রেওয়ামিলে প্রতিফলিত হয় না। এগুলোকে শিল্পোক্ত ভাবে ভাগ করা যায়—



করণিক ভুল

সেসব ভুল হিসাব বিভাগের কর্মকর্তা বা কর্মচারীর অসাবধানতার কারণে ঘটে সেসব ভুলকে করণিক ভুল বলে। করণিক ভুলকে অব্যবহিত নিম্নলিখিত চরিত্রাণে ভাগ করা যেতে পারে—

- ক. বাদ পড়ার ভুল: যখন কোনো লেনদেন হিসাবের বইতে অদৌ লিপিবদ্ধ করা হয় না কিংবা হিসাবের প্রাথমিক বই জাবদায় লিপিবদ্ধ করা হলেও খতিয়ানভুক্ত করা হতে বাদ পড়েছে। এধরনের কোনো লেনদেন পুরোপুরিভাবে (খতিয়ানে) হিসাবে লিপিবদ্ধকরণ হতে বাদ যাওয়ার ভুলকে বাদ পড়ার ভুল বলে। যেমন- কামালের নিকট ৫,০০০ টাকার পণ্য ক্রয় যা হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। এধরনের ভুলের জন্য হিসাবের কোথাও কোনো পরিবর্তন হয়নি। যার ফলে এধরনের ভুল রেওয়ামিলে ধরা পড়বে না।
- খ. লেখার ভুল: কোনো লেনদেন হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধকরণের সময় প্রকৃত অঙ্ক অপেক্ষ কম বা বেশি লেখা হলে তাকে লেখার ভুল বলে। যেমন-আসাদের নিকট ৫,০০০ টাকার পণ্য ক্রয়। এ লেনদেনটি যদি ক্রয় হিসাবে ৫০০ টাকা ডেবিট ও আসাদ হিসাবে ৫০০ টাকা ক্রেডিট করা হয় তাহলে রেওয়ামিলে কোনো গড়মিল ধরা পড়বে না।
- গ. পরিপূরক ভুল: যখন একটি ভুলের দ্বারা অপর এক বা একাধিক ভুল পূরণ হয় তাকে পরিপূরক ভুল বলে। যেমন-কামালের হিসাবে ৫০০ টাকা ডেবিট করার কথা ছিল সেখানে ৫০ টাকা ডেবিট করা হলো। অন্য জায়গার আসাদের হিসাবে ৫০০ টাকা ক্রেডিট করার কথা সেখানে ভুলে ৫০ টাকা ক্রেডিট করা হয়েছে। ফলে কামালের হিসাবে ৪৫০ টাকা ডেবিট কম করায় ও আসাদের হিসাবে ৪৫০ টাকা ক্রেডিট কম করায় রেওয়ামিলে কোনো গড়মিল দেখা যাবে না।
- ঘ. বে-দাবিলার ভুল: হিসাবের প্রাথমিক বই জাবদা হতে খতিয়ানে স্থানান্তর করার সময় ভুলে এক হিসাবের পরিবর্তে অন্য হিসাবকে সঠিক পার্শ্বে লেখা হলে তাকে বে-দাবিলার ভুল বলে। যেমন-আসাদের হিসাবের ৫০০ টাকা ডেবিট না করে তার পরিবর্তে ফাহিমের হিসাবে ৫০০ টাকা ডেবিট করা হলো। এ ধরনের ভুলের ক্ষেত্রেও রেওয়ামিলে কোনো গড়মিল হবে না।

নীতিগত ভুল

হিসাবরক্ষণের নীতি সম্পর্কে উপযুক্ত জ্ঞানের অভাবে হিসাবরক্ষক যে ভুল করে থাকে তাকে নীতিগত ভুল বলে। তবে এরূপ ভুল ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত উভয়ই হতে পারে। সাধারণত মূলধনজাতীয় ব্যয়কে মুনাফাজাতীয় ব্যয় হিসাবে বা মুনাফাজাতীয় ব্যয়কে মূলধনজাতীয় ব্যয় হিসাবে দেখানো, যথাযথভাবে সম্পত্তির মূল্যায়ন না করা, বেকোয়া দায় বা সন্দেহজনক ঋণ প্রভৃতির হিসাব লিপিবদ্ধ না করণে নীতিগত ভুল হয়ে থাকে। যেমন-কলকজা সংস্থাপন ব্যয় ৫০০ টাকা কলকজা হিসাবের পরিবর্তে মজুরি হিসাবে ডেবিট করা হয়েছে। এধরনের ভুলের জন্যও রেওয়ামিলের উভয়পার্শ্বের যোগফল সমান হবে।

২. যে ভুল রেওয়ামিলে সনাক্ত করা যায়

হিসাবে এমন কিছু ভুল হয় যার জন্য রেওয়ামিলে গড়মিল হয়ে থাকে। সাধারণত হিসাবের একদিকে ভুল হলে রেওয়ামিলে এর প্রতিফলন পাওয়া যায়। হিসাবের ডেবিট অঙ্ক কিংবা ক্রেডিট অঙ্ক লিখতে অথবা হিসাবের ডেবিট কিংবা ক্রেডিট দিকে যোগ করার সময় এধরনের ভুল হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ কামালের নিকট পণ্য ক্রয় ৫০০ টাকা। এক্ষেত্রে ক্রয় হিসাব ৫০০ টাকা ডেবিট করা হলেও কামাল হিসাবে ভুলে ৫০ টাকা ক্রেডিট করা হলো অথবা বিক্রয় বহির গণনার ৫০ টাকা কম দেখানো হয়েছে।

বেসব ভুলের জন্য রেওয়ামিল গরমিল হয় বা ধরা পড়ে আসেওকে নিম্নলিখিত তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়—

১. হিসাবের প্রাথমিক বই হতে বখতিয়ান হিসাবে লেখার ভুল: এধরনের ভুল বের করা কষ্টসাধ্য। এ ভুলগুলো নিম্নে প্রদত্ত হলো:
 - i. যোগফলে ভুল: হিসাবের প্রাথমিক বইয়ের যোগফলে ভুল থাকলে বখতিয়ানের সংশ্লিষ্ট হিসাবে সেই ভুলের প্রভাব দেখা দেয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, বিক্রয় বইয়ের যোগফলে ভুল হলে বখতিয়ানে বিক্রয়ের হিসাবে সেই ভুল টাকার অঙ্কে লেখা হবে।
 - ii. টাকার অঙ্ক লেখার ভুল: হিসাবের প্রাথমিক বই হতে বখতিয়ানে স্থানান্তরের সময় ভুল অঙ্ক লেখা হতে পারে। যেমন—আরিকের নিকট হতে ৫০০ টাকা পেয়ে নগদান বইতে ৫০০ টাকা লেখা হলেও বখতিয়ানে আরিক হিসাবে ৫০ টাকা লেখা হলে।
 - iii. বখতিয়ানে স্থানান্তরের ভুল: হিসাবের প্রাথমিক বই হতে বখতিয়ানে স্থানান্তরের সময় কোনদেয়ের দুটি পক্ষের মধ্যে একটি পক্ষকে হরতো ঠিকই লিখা হলো কিন্তু অন্য পক্ষকে মোটেও লিখা হলো না। কিংবা হিসাবের প্রাথমিক বই হতে বখতিয়ানে হিসাব লেখার সময় ভুল দিকে টাকার অঙ্ক লেখা হতে পারে।
২. যোগ-বিয়োগের ভুল: বখতিয়ানের প্রতিটি হিসাবের জের নির্ণয়ের সময় অথবা রেওয়ামিল যোগ করার সময় এরূপ ভুল হতে পারে।
৩. বখতিয়ান হতে জেরগুলো রেওয়ামিলে স্থানান্তরের ভুল: রেওয়ামিল তৈরি করার উদ্দেশ্যে বর্ধন বখতিয়ানের বিভিন্ন হিসাব হতে জেরগুলো স্থানান্তর হয় তখন এরূপ ভুল হতে পারে। প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের হিসাবরক্ষণের উদ্দেশ্য হলো সঠিক ও নির্ভুল তথ্য উপস্থাপন করা। আর এ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য হিসাবরক্ষণের কাজটি শুক হয় লেনদেন লিপিবদ্ধকরণ থেকে। এরপর বিভিন্ন ধাপে কাজটি সম্পাদন হয়ে থাকে। সঠিক ও নির্ভুল তথ্য উপস্থাপনের জন্য যে বিষয়টি অত্যন্ত জরুরি তাহলো নির্ভুলভাবে হিসাবরক্ষণ করা। সাধারণত হিসাবরক্ষণ সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা চালান যাতে হিসাবরক্ষণে কোনো ভুল-ত্রুটি না হয়। তথাপিও অজ্ঞতার কারণে কিংবা বেবেয়ালের কারণে হিসাবে কিছু কিছু ভুল হয়ে থাকে। এ ভুলগুলো সংশোধন করা জরুরি। সাধারণত নিম্নোক্ত পর্বারে ভুলসমূহ উদ্ঘাটন ও সংশোধন করা হয়ে থাকে:

কাজ—৫: নিম্নের ভুলগুলো কোন ধরনের ভুল তা সনাক্ত করা।

ক্রমিক নং	ঘটনা	ভুলের ধরন
১.	ধারে আসবাবপত্র ক্রয় হিসাবভুক্তকরণ থেকে বাদ পড়েছে।	বাদ পাড়ার ভুল
২.	৫,০০০ টাকার পণ্য ক্রয় ভুলে ৫০০ টাকা লেখা হয়েছে।	
৩.	কমান্সের নিকট ১,০০০ টাকা পেয়ে কাসেমের হিসাবে ক্রেডিট করা হয়েছে।	
৪.	আরিককে ২,০০০ টাকা পরিশোধ করে ২০০ টাকা লেখা হয়েছে। অন্যদিকে মালিককে ২০০ টাকা পরিশোধ যা ২,০০০ টাকা লেখা হয়েছে।	
৫.	ক্রয় বহির যোগফল ৫০০ টাকা কম লেখা হয়েছে।	
৬.	আসবাবপত্র ক্রয় ৪,০০০ টাকা ক্রয় হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।	
৭.	মেশিন সংস্থাপন ব্যয় ২,০০০ টাকা মজুরির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে।	
৮.	নতুন মাল্যের ইনকম খরচ ১,৫০০ টাকা মোমাত হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।	
৯.	মালিক কর্তৃক ২,৫০০ টাকার পণ্য উত্তোলন যা হিসাবভুক্তি থেকে বাদ পড়েছে।	
১০.	করিনকে বেতন প্রদান ভুলে তা হিসাবে ডেবিট করা হয়েছে।	

৪.০৪ অনিশ্চিত হিসাব ও অতুচ্ছ সংশোধন দাখিল

Suspense Account and Rectification Entries

হিসাব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পরও যদি কোনো ভুল উদ্ধৃতি করা না যায়, তবে অনিশ্চিত হিসাবের মাধ্যমে রেওয়ামিলে সাময়িকভাবে সমতা আনতে হয়। কারণ, হিসাবে ভুল থাকার কারণে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করার জন্য অনিশ্চিতকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা যায় না। এরূপ অবস্থায় রেওয়ামিলের দু'পাশ সমান করার জন্য যে পাশে কম থাকে সেই পাশে অনিশ্চিত হিসাব নামে খাটতি টাকা বসিয়ে দুই পাশ সমান করা হয়। পরবর্তীতে যখন ভুল উদ্ধৃতিত হবে তখন সংশোধনী জাবেদার মাধ্যমে ভুল সংশোধন করে অনিশ্চিত হিসাব বন্ধ করে দেওয়া হবে।

উদাহরণ:

রেওয়ামিল

হিসাবের নাম	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
মূলধন		৫০,০০০
ক্রয় হিসাব	৪০,০০০	
প্রাপ্য হিসাব	১০,০০০	
প্রদেয় হিসাব		১৫,০০০
বেতন	১২,০০০	
অনিশ্চিত হিসাব	৩,০০০	
	৬৫,০০০	৬৫,০০০

পরবর্তীতে দেখা যায় যে, বেতন প্রদান ৩,০০০ টাকা বেতন হিসাবে কম দেখানো হয়েছে।

এক্ষেত্রে বেতন হিসাব ডেবিট ৩,০০০ টাকা এবং অনিশ্চিত হিসাব ক্রেডিট ৩,০০০ টাকা করলে বেতন হিসাবের সাথে ৩,০০০ টাকা ঋণ হবে এবং অনিশ্চিত হিসাবের জের শূন্য হবে। যদি আনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পরও এ ভুল বের করা না যায় তবে সেরেতে হবে, অনিশ্চিত হিসাবের জের কম না বেশি। যদি কম হয় যা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয় তাহলে আর বিবরণীর সাথে সমন্বয় করা হয়। আর যদি বেশি হয় তবে তা আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে উপস্থাপন করতে হয়।

অতুচ্ছ সংশোধন দাখিল:

সাধারণত তিনটি পর্যায় বা ক্ষেত্রে একটি প্রতিষ্ঠানের হিসাবের মধ্যে সংঘটিত ভুল সংশোধন করা হয়ে থাকে। যথা:

১. রেওয়ামিল প্রস্তুতের পূর্বে;
২. রেওয়ামিল প্রস্তুতের পরে এবং চূড়ান্ত হিসাব বা আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের পূর্বে এবং
৩. চূড়ান্ত হিসাব বা আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের পরে।

নিম্নে তিন পর্যায়ের ভুল সংশোধনের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হলো—

রেওয়ামিল প্রস্তুতের পূর্বে ভুল সংশোধন:

রেওয়ামিল প্রস্তুত করার পূর্বে যদি কোনো ভুল ধরা পড়ে সেক্ষেত্রে প্রথমেই নির্ধারণ করতে হবে এ ভুলটি একদিকের ভুল না দু'দিকের ভুল। ভুলের প্রকৃতি অনুযায়ী তা সংশোধনের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়।

একদিকের ভুল

হিসাবের ডেবিট কিংবা ক্রেডিট যেখানে একদিকে টাকার অঙ্ক কম বা বেশি লিখলে তাকে একদিকের ভুল বলে। যেমন ক্রয় বহির যোগফল গণনা ১,০০০ টাকা কম দেখানো হয়েছে অথবা বিক্রয় ফেরত বহির যোগফল ২০০ টাকা গণনা বেশি দেখানো হয়েছে। এধরনের ভুলের জন্য কোনো জাবেদা প্রদান করতে হয় না। যেখানে ভুল হবে সেখানে সঠিক টাকার অঙ্ক সেরেতে হবে।

একতরফা ভুলগুলো সাধারণত নিম্নরূপ:

১. ক্রয় বা বিক্রয় হিসাবের গ্লের কম বা বেশি দেখা হয়েছে।
যেমন-ক্রয় হিসাবের যোগফল পঁচান্ন ২০০ টাকা কম দেখানো হয়েছে।
২. অন্য কোনো হিসাবের ডেবিট পাশে কম বা বেশি আছে কিংবা ক্রেডিট পাশে কম বা বেশি আছে।
যেমন-বেতন প্রদান ৫০০ টাকার নগদান হিসাবে সঠিক লেখা হলেও বেতন হিসাবে ভুলে ৫০ টাকার ডেবিট করা হয়েছে।
৩. একটি লেনদেনে কোনো একটি হিসাবে হয় দুবার ডেবিট কিংবা দুবার ক্রেডিট করা হয়েছে।
যেমন-পণ্য ক্রয় ৫০০ টাকা ক্রয় হিসাবে দুবার ডেবিট করা হয়েছে।

দুদিকের ভুল

যখন কোনো লেনদেন লিপিবদ্ধ করতে ডেবিট ও ক্রেডিট উভয় পাশে টাকার অক্ষ ভুল করেছে কিংবা এক হিসাবের পরিবর্তে অন্য হিসাব ডেবিট কিংবা ক্রেডিট করলে এধরনের ভুল হয়ে থাকে। আর এজন্য ভুল সংশোধনী জাবেদা দিতে হবে। যেমন-৫,০০০ টাকার পণ্য ক্রয় ভুলে ৫০০ টাকা হিসাবভুক্ত করা হয়েছে।

এ ক্ষেত্রে সঠিক জাবেদা হওয়ার কথা ছিল—

ক্রয় হিসাব	ডেবিট	৫,০০০
প্রদেয় হিসাব	ক্রেডিট	৫,০০০

কিন্তু ভুলে জাবেদা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে—

ক্রয় হিসাব	ডেবিট	৫০০
প্রদেয় হিসাব	ক্রেডিট	৫০০

এক্ষেত্রে দেখা যায়, ক্রয় হিসাবের ডেবিট ৪,৫০০ টাকা কম লেখা হয়েছে। একই সাথে প্রদেয় হিসাবে ক্রেডিট ৪,৫০০ টাকা কম লেখা হয়েছে। এটি দুদিকের ভুল। আবার বেতন প্রদান ২০০ টাকা ভুলে ভাড়া হিসাবকে ডেবিট করা হয়েছে। এখানে বেতন হিসাব ডেবিট ২০০ টাকা কম আছে। অন্যদিকে ভাড়া হিসাব ডেবিট ২০০ টাকা বেশি আছে। এ ধরনের ভুলও দুদিকের ভুল।

দুদিকের ভুল সংশোধনের জন্য কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান থাকতে হবে।

১. যে লেনদেনটি ভুল করা হয়েছে তার সঠিক জাবেদা কী ছিল?
২. হিসাবের বইতে ভুল করে কি জাবেদা দেওয়া হয়েছে?
৩. ভুল সংশোধনের জন্য কি জাবেদা দিতে হবে?

সমস্যা-১: বিক্রয় বইতে ৫০০ টাকা বেশি দেখানো হয়েছে।

সমাধান: ধরে বিক্রয় সংক্রান্ত লেনদেন বিক্রয় বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়ে থাকে। ফলে বিক্রয় হিসাব এবং প্রাপ্য হিসাব উভয় হিসাবে ৫০০ টাকা বেশি দেখানো হয়েছে। সাধারণত বিক্রয় হিসাব বেশি দেখানো হলে বুঝতে হবে বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট ৫০০ টাকা বেশি আছে। সুতরাং ৫০০ টাকা কমাতে হলে বিক্রয় হিসাব ৫০০ টাকা ডেবিট করতে হবে। অন্যদিকে প্রাপ্য হিসাবে ৫০০ টাকা বেশি আছে বললে বুঝতে হবে প্রাপ্য হিসাবের ডেবিট পাশে ৫০০ টাকা বেশি আছে। সুতরাং প্রাপ্য হিসাব কমাতে হলে প্রাপ্য হিসাবকে ক্রেডিট করতে হবে।

এ ভুল সংশোধনের জন্য জাবেদা হবে:

বিক্রয় হিসাব	ডেবিট	৫০০
প্রাপ্য হিসাব	ক্রেডিট	৫০০

সমস্যা—২: ক্রয় বহিতে ৫০০ টাকা কম দেখানো হয়েছে।

সমাধান: ধরে ক্রয় সাধারণত ক্রয় বহিতে লিপিবদ্ধ করা হয়ে থাকে। ক্রয় বহিতে কম দেখানো হয়েছে—এ দ্বারা বুঝা যায়, ক্রয় হিসাব ও প্রদেয় হিসাব—এ উভয় হিসাবে ৫০০ টাকা কম দেখানো হয়েছে। ক্রয় হিসাবে কম দেখানো বলতে ক্রয় হিসাব ডেবিট ৫০০ টাকা কম দেখানো হয়েছে। সুতরাং ক্রয় হিসাব বাড়ানোর জন্য ক্রয় হিসাবকে ডেবিট করতে হবে ৫০০ টাকা দ্বারা। অন্যদিকে প্রদেয় হিসাবে ৫০০ টাকা কম দেখানো হয়েছে। এ দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রদেয় হিসাবে ক্রেডিট পাশে ৫০০ টাকা কম আছে। সুতরাং প্রদেয় হিসাব সংশোধন করতে হলে প্রদেয় হিসাবকে ৫০০ টাকা দ্বারা ক্রেডিট করতে হবে। সুতরাং সংশোধনী জাবেদা হবে:

ক্রয় হিসাব	ডেবিট	৫০০
প্রদেয় হিসাব	ক্রেডিট	৫০০

সমস্যা—৩: অফিসের জন্য আসবাবপত্র ক্রয় ২,০০০ টাকা যা ভুলক্রমে ক্রয় হিসাবে ডেবিট করা হয়েছে।

সমাধান: এক্ষেত্রে আসবাবপত্র হিসাবকে ডেবিট করার পরিবর্তে ক্রয় হিসাবকে ডেবিট করা হয়েছে। ফলে ক্রয় হিসাবকে বাদ দেওয়ার জন্য ক্রয় হিসাবকে ক্রেডিট করতে হবে এবং আসবাবপত্র হিসাবকে ডেবিট করতে হবে।

সঠিক জাবেদা ছিল	লিপিবদ্ধকৃত ভুল জাবেদা	সংশোধনী জাবেদা
আসবাবপত্র হিসাব ডেবিট ২,০০০	ক্রয় হিসাব ডেবিট ২,০০০	আসবাবপত্র হিসাব ডেবিট ২,০০০
নগদান হিসাব ক্রেডিট ২,০০০	নগদান হিসাব ক্রেডিট ২,০০০	ক্রয় হিসাব ক্রেডিট ২,০০০

সমস্যা—৪: মেশিন সংস্থাপন ব্যয় ৫,০০০ টাকা মজুরির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে।

এক্ষেত্রে মেশিন সংস্থাপন ব্যয়ের জন্য মেশিন হিসাব ডেবিট করার কথা কিন্তু মজুরি হিসাব ডেবিট করার ফলে সংশোধনের জন্য মজুরি হিসাবকে ক্রেডিট করতে হবে। অন্যদিকে তার স্থলে মেশিন হিসাবকে ডেবিট করতে হবে।

সঠিক জাবেদা ছিল	লিপিবদ্ধকৃত ভুল জাবেদা	সংশোধনী জাবেদা
মেশিন হিসাব ডেবিট ৫,০০০	মজুরি হিসাব ডেবিট ৫,০০০	মেশিন হিসাব ডেবিট ৫,০০০
নগদান হিসাব ক্রেডিট ৫,০০০	নগদান হিসাব ক্রেডিট ৫,০০০	মজুরি হিসাব ক্রেডিট ৫,০০০

সমস্যা—৫: যন্ত্রপাতি সম্প্রসারণ ব্যয় ১,০০০ টাকা যন্ত্রপাতি মেরামত হিসাবে ডেবিট করা হয়েছে।

এক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি হিসাব ডেবিট করার পরিবর্তে মেরামত হিসাব ডেবিট করা হয়েছে। ফলে মেরামত হিসাবকে ক্রেডিট করতে হবে অন্যদিকে তার স্থলে যন্ত্রপাতি হিসাবকে ডেবিট করতে হবে হবে।

সঠিক জাবেদা ছিল	লিপিবদ্ধকৃত ভুল জাবেদা	সংশোধনী জাবেদা
যন্ত্রপাতি হিসাব ডেবিট ১,০০০	মেরামত হিসাব ডেবিট ১,০০০	যন্ত্রপাতি হিসাব ডেবিট ১,০০০
নগদান হিসাব ক্রেডিট ১,০০০	নগদান হিসাব ক্রেডিট ১,০০০	মেরামত হিসাব ক্রেডিট ১,০০০

সমন্বয়-৬: সরবরাহ জন্য ৫০০ টাকা ক্রয় হিসাবে ডেবিট করা হয়েছে।

এক্ষেত্রে সরবরাহ হিসাবকে ডেবিট না করে ক্রয় হিসাবকে ডেবিট করা হয়েছে। ফলে সংশোধনের জন্য সরবরাহ হিসাবকে ডেবিট করতে হবে। অন্যদিকে ক্রয় হিসাবকে ক্রেডিট করতে হবে।

সঠিক জাবেদা ছিল		গিপিবদ্ধকৃত ভুল জাবেদা		সংশোধনী জাবেদা	
সরবরাহ হিসাব	ডেবিট ৫০০	ক্রয় হিসাব	ডেবিট ৫০০	সরবরাহ হিসাব	ডেবিট ৫০০
নগদান হিসাব	ক্রেডিট ৫০০	নগদান হিসাব	ক্রেডিট ৫০০	ক্রয় হিসাব	ক্রেডিট ৫০০

সমন্বয়-৭: কামালের নিকট ২,০০০ টাকার পণ্য বিক্রয় ভুল কাসেমের হিসাবে ডেবিট করা হয়েছে।

এক্ষেত্রে কামাল হিসাব ডেবিট করার কথা থাকলেও ভুলে কাসেমের হিসাব ডেবিট করার ফলে কাসেমের হিসাবকে বাদ দেয়ার জন্য কাসেম হিসাব ক্রেডিট করতে হবে। অন্যদিকে কামাল হিসাবকে ডেবিট করতে হবে।

সঠিক জাবেদা ছিল		গিপিবদ্ধকৃত ভুল জাবেদা		সংশোধনী জাবেদা	
কামাল হিসাব	ডেবিট ২,০০০	কাসেম হিসাব	ডেবিট ২,০০০	কামাল হিসাব	ডেবিট ২,০০০
বিক্রয় হিসাব	ক্রেডিট ২,০০০	বিক্রয় হিসাব	ক্রেডিট ২,০০০	কাসেম হিসাব	ক্রেডিট ২,০০০

সমন্বয়-৮: মলিকের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য পণ্য ক্রয় ৫০০ টাকা ক্রয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত আছে।

এক্ষেত্রে উত্তোলন হিসাব ডেবিট করার কথা কিন্তু সেখানে ক্রয় হিসাবকে ডেবিট করা হয়েছে। সুতরাং ক্রয় হিসাবকে বাদ দেয়ার জন্য ক্রয় হিসাবকে ক্রেডিট করতে হবে। অন্যদিকে উত্তোলন হিসাবকে ডেবিট করতে হবে।

সঠিক জাবেদা ছিল		গিপিবদ্ধকৃত ভুল জাবেদা		সংশোধনী জাবেদা	
উত্তোলন হিসাব	ডেবিট ৫০০	ক্রয় হিসাব	ডেবিট ৫০০	উত্তোলন হিসাব	ডেবিট ৫০০
নগদান হিসাব	ক্রেডিট ৫০০	নগদান হিসাব	ক্রেডিট ৫০০	ক্রয় হিসাব	ক্রেডিট ৫০০

কাজ-৬: আমিনের হিসাব বহিতে নিম্নলিখিত ভুলসমূহ রেওয়ামিল তৈরির পূর্বে ধরা পড়ে।

লেনদেন	একদিকে/দুইদিকের ভুল	সংশোধনী জাবেদা
ক. বেতন প্রদান ১,০০০ টাকা মজুরি হিসাবে লেখা হয়েছে।		
খ. আসবাবপত্র মোরামত আসবাবপত্র হিসাবে ডেবিট করা হয়েছে ২,২০০ টাকা।		
গ. বিক্রয় বাহির যোগফল ২,৩০০ টাকা বেশি দেখানো হয়েছে।		
ঘ. ক্রয় বাহির যোগফল ২,৫০০ টাকা বেশি দেখানো হয়েছে।		
ঙ. ক্রয় ফেরত হিসাবের যোগফল ১,৪০০ টাকা কম লেখা হয়েছে।		
চ. বিক্রয় ফেরত হিসাবের যোগফল ৮০০ টাকা বেশি দেখানো হয়েছে।		
ছ. আকাশের নিকট ১,৮০০ টাকার পণ্য ফেরত পেয়ে ক্রয় হিসাবকে ডেবিট করা হয়েছে।		

রেওয়ামিল তৈরির পর কিন্তু আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের পূর্বে উদ্ঘাটিত জুল

রেওয়ামিল প্রস্তুতের পর কিন্তু আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের পূর্বে উদ্ঘাটিত জুলকেও দুভাগে ভাগ করা যায়।

যথা: ১. একদিকের জুল;

২. দুদিকের জুল।

১. একদিকের জুল: জাবেদার একদিকের জুল হলো এ জুলের জন্য খতিয়ানের জের-এ জুল থাকে। ফলে এধরনের জুলের জন্য রেওয়ামিলে গভুমিল দেখা দেয়। তখন রেওয়ামিলকে মিলাতের জন্য সাময়িক একটি হিসাব খোলা হয়, যাকে অনিশ্চিত হিসাব বলে। পরবর্তীতে যখন এ জুলগুলো ধরা পড়ে তখন এ জুলগুলো অনিশ্চিত হিসাবের মাধ্যমে সমন্বয় করা হয়। অর্থাৎ হিসাবের যে পাশে জুল হয় সে পাশ সংশোধন করে অপর পাশকে অনিশ্চিত হিসাব লিখতে হয়।

যেমন-বেতন হিসাবে ৩০০ টাকা বেশি দেখানো হয়েছে। এটি একদিকের জুল। এক্ষেত্রে বেতন হিসাবে ৩০০ টাকা বেশি দেখানো হয়েছে-এ কথার অর্থ হলো বেতন হিসাব ডেবিট পাশে ৩০০ টাকা বেশি দেখানো হয়েছে। সুতরাং সংশোধনের জন্য বেতন হিসাবকে ক্রেডিট করতে হবে ৩০০ টাকা দ্বারা। অন্যদিকে অনিশ্চিত হিসাবকে ডেবিট করতে হবে ৩০০ টাকা দ্বারা।

খরচ ও সম্পত্তিচাক হিসাবে বেশি থাকলে বুঝতে হবে খরচ ও সম্পত্তি হিসাব ডেবিট বেশি আছে। অন্যদিকে খরচ ও সম্পত্তি হিসাবে কম থাকলে বুঝতে হবে, খরচ ও সম্পত্তি হিসাব ডেবিট কম আছে। এ হিসাবের ডেবিট বেশি থাকলে তা সংশোধনের জন্য উক্ত হিসাবকে ক্রেডিট করতে হয়। অন্যদিকে অনিশ্চিত হিসাবকে ডেবিট করতে হবে। আর যদি ডেবিট কম থাকে তাহলে খরচ ও সম্পত্তি হিসাবকে ডেবিট করতে হবে, অন্যদিকে অনিশ্চিত হিসাব ক্রেডিট করতে হবে।

আয় ও দায়বাচক হিসাবে বেশি থাকলে বুঝতে হবে, আয় ও দায় হিসাব ক্রেডিট বেশি আছে অন্যদিকে আয় ও দায় হিসাবে কম থাকলে বুঝতে হবে আয় ও দায় হিসাব ক্রেডিট দিকে কম আছে। এ হিসাবের ক্রেডিট বেশি থাকলে তা সংশোধনের জন্য উক্ত হিসাবকে ডেবিট করতে হবে। অন্যদিকে অনিশ্চিত হিসাবকে ক্রেডিট করতে হবে। অন্যদিকে এ হিসাবে কম থাকলে সে হিসাবকে ক্রেডিট করতে হবে। অন্যদিকে অনিশ্চিত হিসাবকে ডেবিট করতে হবে।

সমস্যা-১: ভাড়া হিসাবে ১,০০০ টাকা কম দেখানো হয়েছে।

ভাড়া হিসাব	ডেবিট	১,০০০
অনিশ্চিত হিসাব	ক্রেডিট	১,০০০

সমস্যা-২: ক্রয় হিসাবে ৫০০ টাকা বেশি দেখানো হয়েছে।

অনিশ্চিত হিসাব	ডেবিট	৫০০
ক্রয় হিসাব	ক্রেডিট	৫০০

দুদিকের জুল: দুদিকের জুলের সংশোধনী রেওয়ামিল প্রস্তুতের পূর্বের দুদিকের জুল সংশোধনের মতো।

কাজ—৭: আমাদের হিসাব বহিতে নিম্নলিখিত ভুলসমূহ রেঞ্জারমিল তৈরির পর ধরা পড়ে।

লেনদেন	একদিকে/ দু'দিকের ভুল	সংশোধনী আবেদা
ক. ঘরভাড়া প্রদান ৩৩০ টাকা হিসাবে লেখা হয়নি।		
খ. আসবাবপত্র ক্রয় ৬,০০০ টাকা ক্রয় বহিতে লেখা হয়েছে;		
গ. মেশিন মেজামত খরচ ৩০০ টাকা মেশিনারি হিসাবে ডেবিট করা হয়েছে;		
ঘ. বিক্রয় ফেরত ২০ টাকা ভুলবশতঃ কম লেখা হয়েছে।		
ঙ. কর্মচারী আজমকে বেতন প্রদান করে তার ব্যক্তিগত হিসাবখাত ডেবিট করা হয়েছে ৫০০ টাকা;		
চ. বিক্রয় বহির যোগফল কম লেখা হয়েছে ৪০০ টাকা;		
ছ. শালিমের কাছ থেকে ১,৫০০ টাকা পেয়ে ভুলবশতঃ শামীমের হিসাবে ক্রেডিট করা হয়েছে।		

কতগুলো ব্যক্তিক্রমধর্মী ভুল সংশোধন—

১. আসাদের নিকট ৫,০০০ টাকার পণ্য ধারে বিক্রয়-মা ভুলে ক্রয় বহিতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

সমাধান: ধারে পণ্য বিক্রয়ের জন্য আবেদা হবে—

আসাদ হিসাব	ডেবিট	৫,০০০
বিক্রয় হিসাব	ক্রেডিট	১,০০০

সেখানে ভুলে ক্রয় বহিতে লিপিবদ্ধ করা হলে আবেদা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে—

ক্রয় হিসাব	ডেবিট	৫,০০০
আসাদ হিসাব	ক্রেডিট	৫,০০০

এক্ষেত্রে দেখা যায়, লিপিবদ্ধ আবেদা পুরোটেই ভুল। একপ ক্ষেত্রে ভুল আবেদাকে সম্পূর্ণভাবে বাতিল করে সঠিক আবেদাটিকে আবার লিপিবদ্ধ করতে হবে। ফলে দুটি আবেদা লিখতে হবে।

ক. লিপিবদ্ধ ভুল আবেদাটি বাতিল করার জন্যঃ	খ. সঠিক আবেদাটি লিপিবদ্ধ করার জন্যঃ	ক ও খ আবেদা দুটি মিলিয়ে একটি আবেদাও দেখা যায়ঃ
আসাদ হিসাব ডেবিট ৫,০০০	আসাদ হিসাব ডেবিট ৫,০০০	আসাদ হিসাব ডেবিট ১০,০০০
ক্রয় হিসাব ক্রেডিট ৫,০০০	বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট ৫,০০০	ক্রয় হিসাব ক্রেডিট ৫,০০০
		বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট ৫,০০০

২. রবিন এন্ড কোং কে নগদ প্রদত্ত ২,৫০০ টাকা তাদের হিসাবে ভুলক্রমে ক্রেডিট করা হয়েছে।

সমাধান: রবিনের লিকট বিক্রয় করলে সেফেদ্রে রবিন হিসাব ডেবিট ও বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট হবে। এক্ষেত্রে রবিন হিসাব ডেবিট না করে উল্টো তার হিসাব ক্রেডিট করা হয়েছে। কিন্তু বিক্রয় হিসাব সঠিকভাবে ক্রেডিট করা হয়েছে। সুতরাং বিক্রয় হিসাবে কোনো সমস্যা নাই। রবিন হিসাব ডেবিট করার পরিবর্তে ক্রেডিট করা হলে সেফেদ্রে সংশোধনের জন্য $২,৫০০ \times ২ = ৫,০০০$ টাকা ডেবিট করতে হবে। আর যেহেতু বিক্রয় হিসাব সঠিক আছে এটি একপক্ষের ভুল বিধায় অনিশ্চিত হিসাব দ্বারা সমন্বয় করতে হবে। সুতরাং জাবোনা হবে:

রবিন হিসাব	ডেবিট	৫,০০০
অনিশ্চিত হিসাব	ক্রেডিট	৫,০০০

৩. শাহীন এন্ড কোং কে নগদ প্রদত্ত ১,০০০ টাকা তাদের হিসাবে ভুলক্রমে ক্রেডিট করা হয়েছে।

সমাধান: এক্ষেত্রে শাহীন এন্ড কোং-কে নগদ প্রদত্ত টাকার জন্য শাহীন এন্ড কোং হিসাবকে ডেবিট করার কথা এবং নগদান হিসাবকে ক্রেডিট করার কথা। এক্ষেত্রে শাহীন এন্ড কোং হিসাব ডেবিট করার পরিবর্তে ক্রেডিট করা হয়েছে। তবে নগদান হিসাব সম্পর্কে কিছু বলা না থাকায় বুঝতে হবে, নগদান হিসাব যথাযথ ক্রেডিট করা হয়েছে। শাহীন হিসাব ডেবিট করার পরিবর্তে ক্রেডিট করা হলে সেফেদ্রে শাহীন হিসাবকে বিপণ অর্ধ অর্থাৎ $১,০০০ \times ২ = ২,০০০$ টাকা দ্বারা ডেবিট করতে হবে এবং অনিশ্চিত হিসাব ক্রেডিট করতে হবে। এটি একদিকের ভুল।

৪. আন্তঃক্ষেত্র ৭০০ টাকা ভুলক্রমে দৈনিক ক্রয় বহিতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

সমাধান: এ লেনদেনের জন্য সঠিক জাবোনা হবে আন্তঃক্ষেত্র হিসাব ডেবিট এবং প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট। কিন্তু ভুলে জাবোনা দেয়া হয়েছে ক্রয় হিসাব ডেবিট ও প্রদেয় হিসাব ক্রেডিট। এখানে দেখা যায় যে, লিপিবদ্ধ জাবোনাটি পরিপূর্ণভাবে ভুল। সুতরাং লিপিবদ্ধ ভুল জাবোনাটি পরিপূর্ণভাবে বাতিল করতে হবে। তারপর সঠিক জাবোনাটি লিখে দিতে হবে। সুতরাং দুটি জাবোনা লিখতে হবে।

ক. লিপিবদ্ধ ভুল জাবোনাটি বাতিল করার জন্য:			খ. সঠিক জাবোনাটি লিপিবদ্ধ করার জন্য:		
প্রদেয় হিসাব	ডেবিট	৭০০	আন্তঃক্ষেত্র হিসাব	ডেবিট	৭০০
ক্রয় হিসাব	ক্রেডিট	৭০০	প্রাপ্য হিসাব	ক্রেডিট	৭০০

আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের পরে উদ্ঘাটিত ভুল

আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের পরে যদি ভুল সনাক্ত হয় সেফেদ্রে ভুল সংশোধনের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

ক. ভুলটির জন্য নিট মুনাফা বা নিট ক্ষতিতে কোনো প্রভাব পড়ছে কিনা?

খ. ভুলটি একতরফা ভুল কিনা?

গ. ভুলটি দ্বুতরফা কিনা?

ক. নিট লাভ বা নিট ক্ষতিতে প্রভাব—

যেমন—ক্রয় হিসাবে ১,০০০ টাকা কম দেবানো হয়েছে। ক্রয় হিসাবে ১,০০০ টাকা কম দেবানোর ফলে মোট লাভ ও নিট লাভ ১,০০০ টাকা বেড়ে যায়।

খ. ভুলটি একতরফা কিনা?

উপরের উদাহরণটি অর্থাৎ ক্রয় হিসাবে কম দেখানো হয়েছে এটি একটি একতরফা ভুল। কারণ ক্রয়ের সাথে সাধারণত প্রদেয় হিসাবের একটি সম্পর্ক থাকে। এখানে প্রদেয় হিসাবে কোনো ভুল নাই। সুতরাং এটি একটি একতরফা ভুল। একতরফা ভুলের জন্য অনিশ্চিত হিসাবের সাহায্য নিতে হয়।

সুতরাং ক্রয় হিসাবে ১,০০০ টাকা কম থাকলে এ ভুল একদিকে নিউ লাভকে প্রভাবিত করেছে অন্যদিকে দেখা যাবে, এ ভুলের জন্য উদ্বর্তপন্থে অনিশ্চিত হিসাবের অস্তিত্ব থাকবে। এ ভুলের জন্য নিউ মুনাফা বেশি থাকায় আর বিবরণী সমন্বয় হিসাব ডেবিট ও অনিশ্চিত হিসাবকে ক্রেডিট করতে হবে। সুতরাং সংশোধনী জাবেদা হবে—

অনিশ্চিত হিসাব	ডেবিট	১,০০০
আর বিবরণী সমন্বয় হিসাব	ক্রেডিট	১,০০০

গ. দূতরফার ভুল কিনা?

যন্ত্রপাতি মেরামত ব্যয় যন্ত্রপাতি হিসাবে ডেবিট করা হয়েছে ১,০০০ টাকা। এখানে, যন্ত্রপাতি মেরামত একটি মুনাফা জাতীয় বরুদ। এ বরুদ আর বিবরণীতে দেখানোর ফলে নিউ মুনাফা কমে যায়। অন্যদিকে যন্ত্রপাতির পরিমাণ বেশি আছে। ফলে একদিকে নিউ মুনাফা কমাতে হবে ও অন্যদিকে কলকজা কমাতে হবে। নিউ মুনাফা কমানোর জন্য আর বিবরণী সমন্বয় হিসাবকে ডেবিট করতে হবে। অন্যদিকে কলকজাকে কমানোর জন্য কলকজা হিসাবকে ক্রেডিট করতে হবে। সুতরাং ভুল সংশোধনী জাবেদা হবে—

আর বিবরণী সমন্বয় হিসাব	ডেবিট	১,০০০
কলকজা হিসাব	ক্রেডিট	১,০০০

রেওয়ামিল তৈরির পূর্বের ভুল

উদাহরণ—২: শিহের ভুলগুলো মি. অসীম আহসানের বই হতে রেওয়ামিল তৈরির পূর্বে উদ্ধৃতিত হয়েছে। ভুলগুলো

চিহ্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় জাবেদা দখিলা লাও।

- বেতন হিসাবের যোগফল ১,০০০ টাকা বেশি দেখানো হয়েছে।
- যন্ত্রপাতি সংস্থাপন ব্যয় ১,২০০ টাকা মজুরি হিসাবে ডেবিট করা হয়েছে।
- জাহিদের নিকট ধারে বিক্রয় ২,৫০০ টাকা ভুলে ক্রয় বইতে লেখা হয়েছে।
- ক্রয় বইয়ের যোগফল ৪,০০০ টাকার পরিবর্তে ৩,৪০০ টাকা লেখা হয়েছে।
- বিক্রয় বইয়ের যোগফল ৪০০ টাকা কম দেখানো হয়েছে।
- কামালের নিকট হতে গৃহীত ১,৩০০ টাকা চেকের জন্য আসিফ হিসাবকে ক্রেডিট করা হয়েছে।
- কম্পিউটার ক্রয় ২,০০০ টাকা অফিস খরচ হিসাবে ডেবিট করা হয়েছে।
- আফসারকে বেতন হিসাবে প্রদত্ত ৭০০ টাকা তার ব্যক্তিগত হিসাবে ডেবিট করা হয়েছে।

সমাধান: ২

প্রকৃত জাবেদা
(সংশোধনী মাথিলা)

ক্রমিক নং	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
ক.	বেতন হিসাবের ডেবিট পাশে ১,০০০ টাকা কমাতে হবে।			
খ.	হস্তপাতি হিসাব ডেবিট মজুরি হিসাব ক্রেডিট (মজুরির মধ্যে সংস্থাপন ব্যয় থাকায় তুল সংশোধন করা হলো।)		১,২০০	১,২০০
গ.	জাহিদ হিসাব ডেবিট ক্রয় হিসাব ক্রেডিট (জাহিদের নিকট বিপ্লবের তুল সংশোধন করা হলো।)		২,৫০০	২,৫০০
	জাহিদ হিসাব ডেবিট বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট (ধারে বিক্রয় ক্রয় হিসাবে লিপিবদ্ধকরণ তুল সংশোধন করা হলো।)		২,৫০০	২,৫০০
ঘ.	ক্রয় হিসাব ডেবিট প্রদেয় হিসাব ক্রেডিট (ক্রয়-বিক্রয়ের হিসাব সংশোধন করা হলো।)		৬০০	৬০০
ঙ.	প্রাপ্য হিসাব ডেবিট বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট (বিক্রয় বহির হিসাব সংশোধন করা হলো।)		৪০০	৪০০
চ.	আসিক হিসাব ডেবিট কামালা হিসাব ক্রেডিট (কামালার পরিবর্তে আসিককে ক্রেডিট করা জনিত তুল সংশোধন করা হলো।)		১,৩০০	১,৩০০
ছ.	কম্পিউটার হিসাব ডেবিট অফিস খরচ হিসাব ক্রেডিট (কম্পিউটার ক্রয় অফিস খরচ হিসাবে লিপিবদ্ধজনিত তুল সংশোধন করা হলো।)		২,০০০	২,০০০
জ.	বেতন হিসাব ডেবিট আফসার হিসাব ক্রেডিট বেতন প্রদান আফসার হিসাবে ডেবিট করা জনিত তুল সংশোধন করা হলো।		৭০০	৭০০

রেওয়ামিল তৈরির পর ও আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের পূর্বের ভুল

উদাহরণ—৩: নজরুলের হিসাব বহিতে নিম্নলিখিত ভুলসমূহ রেওয়ামিল তৈরির পর কিন্তু আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের

পূর্বে ঘরা পড়ে। ভুলগুলো সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় জাবেদা দাখিল দাও।

ক. আজিমের নিকট হতে বাকিতে ৪,০০০ টাকার পণ্য ক্রয় করে আসাদের হিসাবে লেখা হয়েছে।

খ. দালানের চুনকাম খরচ ৭০০ টাকা দালান হিসাবে ডেবিট করা হয়েছে।

গ. কারবারের জন্য জমি ক্রয় ২০,০০০ টাকা ক্রয় হিসাবে ডেবিট করা হয়েছে।

ঘ. আসবাবপত্রের অবচয় ২,০০০ টাকা মোরামত হিসাবে ডেবিট করা হয়েছে।

ঙ. বিক্রয়পনের জন্য বিনামূল্যে পণ্য বিতরণ ৫০০ টাকা বিক্রয় হিসাবে ক্রেডিট করা হয়েছে।

চ. ক্রয় হিসাবের যোগফল ৫০০ টাকা বেশি দেখানো হয়েছে।

ছ. ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরকৃত সুদ ৩০০ টাকা হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি।

সমাধান:৩

নজরুল

প্রকৃত জাবেদা (সংশোধনী দাখিল)

ক্রমিক নং	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
ক.	আসাদ হিসাব	ডেবিট	৪,০০০	
	আজিম হিসাব	ক্রেডিট		৪,০০০
	(আজিমের পরিবর্তে আসাদ হিসাব ক্রেডিট করা সংশোধন ভুল সংশোধন করা হলো।)			
খ.	মোরামত খরচ হিসাব	ডেবিট	৭০০	
	দালান হিসাব	ক্রেডিট		৭০০
	(চুনকাম খরচ দালান হিসাবে লিপিবদ্ধকরা অনিত ভুল সংশোধন করা হলো।)			
গ.	জমি হিসাব	ডেবিট	২০,০০০	
	ক্রয় হিসাব	ক্রেডিট		২০,০০০
	(জমি ক্রয়কে ক্রয় হিসাবে লিপিবদ্ধকরণ অনিত ভুল সংশোধন করা হলো।)			
ঘ.	অবচয় হিসাব	ডেবিট	২,০০০	
	মোরামত হিসাব	ক্রেডিট		২,০০০
	(অবচয়কে মোরামত হিসাবে লেখার ভুল সংশোধন করা হলো।)			
ঙ.	বিক্রয় হিসাব	ডেবিট	৫০০	
	ক্রয় হিসাব	ক্রেডিট		৫০০
	(বিনামূল্যে পণ্য বিতরণের জন্য বিক্রয় হিসাবকে ক্রেডিট করাঅনিত ভুল সংশোধন করা হলো।)			

চ.	অনিশ্চিত হিসাব	ডেবিট	৫০০	৫০০
	ক্রয় হিসাব	ক্রেডিট		
	(ক্রয় হিসাবের যোগফল বেশি সেখানে জানিত ভুল সংশোধন করা হলো।)			
ছ.	ব্যাংক হিসাব	ডেবিট	৩০০	৩০০
	ব্যাংক সুদ হিসাব	ক্রেডিট		
	(যেহেতু ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরকৃত সুদ হিসাবভুক্ত করা হলো।)			

আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের পরে উদ্ঘাটিত ভুল

উদাহরণ-৪: আকাশের হিসাব বহিতে নিম্নলিখিত ভুলসমূহ আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের পরে ধরা পড়ে। ভুলগুলো

সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় জাবেদা দাখিল নাও:

- ক্রয় বহির যোগফল ১৫০ টাকা কম গণনা করা হয়েছে।
- ৫,০০০ টাকার আসবাবপত্র ক্রয়, ক্রয় হিসাবে ডেবিট করা হয়েছে।
- ধারে পণ্য বিক্রয় ২,৫০০ টাকা ভুলে বিক্রয় হিসাবে ২৫০ টাকা লেখা হয়েছে।
- সমাপনী মজুদপত্র ৯,০০০ টাকা বেশি গণনা করা হয়েছে।
- পণ্য ক্রয় ২,০০০ টাকা ভুলে দৈনিক ক্রয় বহিতে ১,২০০ টাকা হিসাবভুক্ত হয়েছে।
- বিক্রয় বহির যোগফল ৩,৫০০ টাকা বেশি দেবানো হয়েছে।

সমাধানঃ

ক্রমিক নং	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
ক.	আয় বিবরণী সমন্বয় হিসাব	ডেবিট	১৫০	১৫০
	প্রদের হিসাব	ক্রেডিট		
(ক্রয়-বহির যোগফল কম লেখার ভুল সংশোধন করা হলো।)				
খ.	আসবাবপত্র হিসাব	ডেবিট	৫,০০০	৫,০০০
	আয় বিবরণী সমন্বয় হিসাব	ক্রেডিট		
(আসবাবপত্র ক্রয়-বিক্রয় হিসাবে সমন্বয়জনিত ভুল সংশোধন করা হলো।)				
গ.	অনিশ্চিত হিসাব	ডেবিট	২,২৫০	২,২৫০
	আয় বিবরণী সমন্বয় হিসাব	ক্রেডিট		
(বিক্রয় হিসাবে কম লেখাজানিত ভুল সংশোধন করা হলো।)				
ঘ.	আয় বিবরণী সমন্বয় হিসাব	ডেবিট	৯,০০০	৯,০০০
	সমাপনী মজুদপত্র	ক্রেডিট		
(যেহেতু সমাপনী মজুদপত্র বেশি গণনাজানিত ভুল সংশোধন করা হলো।)				

ঙ.	আয় বিবরণী সমন্ধর হিসাব	ডেবিট	৮০০	৮০০
	প্রদেয় হিসাব	ক্রেডিট		
	(পণ্য জন্ম কম লেখাজনিত তুল সংশোধন করা হলো)			
চ.	আয় বিবরণী সমন্ধর হিসাব	ডেবিট	৩,৫০০	৩,৫০০
	প্রাপ্য হিসাব	ক্রেডিট		
	(যেহেতু বিক্রয়-বহির যোগফল বেশি দেখানো জনিত তুল সংশোধন করা হলো।)			

৪.০৫ অভুক্ত সংশোধন পরবর্তী রেওয়ামিল

Corrected Trial Balance

রেওয়ামিল প্রত্যুতের পর এবং চূড়ান্ত হিসাব প্রস্তুতের পূর্বে তুল উদ্ঘাটিত হওয়ার পর এ তুলগুলো সংশোধনের জাবেদা প্রদান পূর্বক নতুন সংশোধিত রেওয়ামিল প্রত্যুত করা হয়। নিম্নে একটি তুল রেওয়ামিল থেকে সংশোধিত রেওয়ামিল তৈরি করা হলো।

উদাহরণ-৫: হাসান ঐন্টার্ণের নিম্নের রেওয়ামিলটিতে গড়মিল দেখা যায়।

হাসান ঐন্টার্ণ

রেওয়ামিল

৩১-১২-২০১২

হিসাব শিরোনাম	ডেবিট	ক্রেডিট
নগদ	১,১০৪	
প্রাপ্য হিসাব	২,৮৪৬	
অফিস সাপ্লাইজ	৬৬৪	
অগ্রিম বিক্রা	৪০০	
অফিস ইকুইপমেন্ট	৫,২৬৮	
প্রদেয় নোটি		১,৩০০
প্রদেয় হিসাব		১,৯৫৪
মূলধন		২,৯৭২
উত্তোলন		১,০০০
মেরামত সেবা আয়		৮,২১৪
বেতন ব্যয়	৩,৪৮৭	
বিজ্ঞপন	১২২	
	১৩,৮৯১	১৫,৪৪০

হিসাব বই পর্যালোচনা করে নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ উদ্ঘাটন করা হয়েছে—

১. প্রাপ্য হিসাবের জের নির্ণয়ে ১৯৬ টাকা যোগ করার পরিবর্তে ১৬৯ টাকা যোগ করা হয়েছে।
২. সাধারণ জাবেদা থেকে খতিয়ানে স্থানান্তরের সময় বিজ্ঞাপন খরচ ৫২ টাকা বাদ পড়ে গেছে।
৩. প্রদেয় নোট ১৫০ টাকা ক্রেডিট করা হয়েছে বা প্রকৃতপক্ষে প্রদেয় হিসাবে ক্রেডিট করার কথা ছিল।
৪. সাপ্রাইজ ৩৪০ টাকা ডেবিট করার পরিবর্তে ৩৪ টাকা ডেবিট করা হয়েছে।
৫. প্রদেয় হিসাবে ৬০০ টাকা ক্রেডিট পাশে কম দেখানো হয়েছে।
৬. সেবা আয় হিসাবে ৪০০ টাকা বেশি দেখানো হয়েছে।
৭. সেবা আয় হিসাবের ক্রেডিট পাশে ৬০০ টাকা স্থানান্তর বাদ পড়েছে।
৮. অফিস সাপ্রাইজ করা হয় ১৭৪ টাকা যা ভুলক্রমে অফিস ইকুইপমেন্ট হিসাবে চিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

কর্মপত্র:

- ক. জাবেদা
- খ. সংশোধিত বেণ্ডগ্যামিল।

সমাধান:৫

তারিখ	বিবরণ	সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
১.	প্রাপ্য হিসাব অনিশ্চিত হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	৭৩	৭৩
২.	বিজ্ঞাপন হিসাব অনিশ্চিত হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	৫২	৫২
৩.	প্রদেয় নোট হিসাব প্রদেয় হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	১৫০	১৫০
৪.	সাপ্রাইজ হিসাব অনিশ্চিত হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	৩০৬	৩০৬
৫.	অনিশ্চিত হিসাব প্রদেয় হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	৬০০	৬০০
৬.	মেরামত সেবা আয় হিসাব অনিশ্চিত হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	৪০০	৪০০
৭.	অনিশ্চিত হিসাব মেরামত সেবা আয় হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	৬০০	৬০০
৮.	অফিস সাপ্রাইজ হিসাব অফিস ইকুইপমেন্ট হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	১৭৪	১৭৪

হিসাব শিরোনাম	ভুল রেওয়ামিল		সংশোধন		সংশোধিত রেওয়ামিল	
	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট
নগদ	১,১০৪				১,১০৪	
প্রাপ্য হিসাব	২,৮৪৬		৭৩		২,৯১৯	
অফিস সাপ্লাইজ	৬৬৪		৩০৬ + ১৭৪		১,১৪৪	
অগ্রিম বিক্রা	৪০০				৪০০	
অফিস ইকুইপমেন্ট	৫,২৬৮			১৭৪	৫,০৯৪	
প্রদেয় নোট		১,৩০০	১৫০			১,১৫০
প্রদেয় হিসাব		১,৯৫৪		১৫০ + ৬০০		২,৭০৪
মূলধন		২,৯৭২				২,৯৭২
উত্তোলন	১,০০০				১,০০০	
মেরামত সেবা আয়		৮,২৯৬	৪০০	৬০০		৮,৪৯৬
বেতন খরচ	৩,৪৮৭				৩,৪৮৭	
বিজ্ঞাপন	১২২		৫২		১৭৪	
অনিশ্চিত হিসাব		৩৬৯	৬০০ + ৬০০	৭৩ + ৫২ + ৩০৬ + ৪০০	-	-
	১৪,৮৯১	১৪,৮৯১	২,৩৫৫	২,৩৫৫	১৫,৩২২	১৫,৩২২

কাজ-৮: অসীম ক্রান্তি ৩১-১২-২০১২ তারিখের রেওয়ামিলটি নিম্নরূপে প্রস্তুত করেছেন:

হিসাব শিরোনাম	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
নগদ	৪,৪৮০	
প্রাপ্য হিসাব	১৮,৯৬০	
অফিস সরঞ্জাম	৭,০৮০	
ইকুইপমেন্ট	২১,০০০	
ডেলিভারি ট্রাক	৩৫,০০০	
প্রদেয় হিসাব		৭,২৬০
মূলধন		৫১,৩০০
উত্তোলন		৫,০০০
সেবা আয়		৩২,৫৬০
বেতন খরচ	৩,৫০০	
ভাড়া খরচ		১,০০০
টেলিফোন খরচ	৬৪০	
	৯০,৬৬০	৯৭,১২০

রেওয়ামিলটি পর্যালোচনা করে নিম্নের তথ্যসমূহ পাওয়া যায়:

- কিছু হিসাবের জের সঠিকভাবে রেওয়ামিলে স্থানান্তর করা হয়নি।
- প্রদেয় হিসাবের জের ৬,২৭০ টাকা হলে তুলে ৭,২৬০ টাকা স্থানান্তর করা হয়েছে।
- বতিয়ানগুলো পূর্ণ গণনা করার দুটি তুল উদ্ঘাটিত হয়েছে—
ক. টেলিফোন খরচের জের ১৮০ টাকা বেশি দেখানো হয়েছে।
খ. নগদান হিসাবের মোট ডেবিট ছিল ১৮,৪৬০ টাকা এবং ক্রেডিট ছিল মোট ১৪,৯৮০ টাকা।
- সাধারণ জাবেদা থেকে সাধারণ বতিয়ানে স্থানান্তরের সময় নিম্নের ৪টি তুল উদ্ঘাটিত হয়।
ক. প্রাপ্য হিসাবের একটি ডেবিট ৫,২০০ টাকা করা হয়েছে যা প্রকৃতপক্ষে ৫২০ টাকা হবে।
খ. প্রদেয় হিসাবের ডেবিট ৪,৬০০ টাকা তুলে বাদ পড়েছে।
গ. সেবা আয় হিসাবের ক্রেডিট ৭৬০ টাকা স্থানান্তরে বাদ পড়েছে।
ঘ. প্রদেয় হিসাবের ক্রেডিট ৩,০১০ টাকার পরিবর্তে তুলে ৩,১০০ টাকা স্থানান্তর করা হয়েছে।

করণীয়: সংশোধিত জাবেদা ও সংশোধিত রেওয়ামিল।

সৃজনশীল প্রশ্ন:

- সুমন ট্রেডার্সের নিম্নের রেওয়ামিলটিতে গড়মিল দেখা যায়:

হিসাব শিরোনাম	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
নগদ	৩,৮৫০	
প্রাপ্য হিসাব		২,৭৫০
অগ্রিম বিমা	৭০০	
ইকুইপমেন্ট	১২,০০০	
প্রদেয় হিসাব		৪,৫০০
প্রদেয় সম্পত্তি কর	৫৬০	
মূলধন		১১,৭০০
সেবা আয় হিসাব	৮,৬৯০	
বেতন খরচ	৪,২০০	
বিজ্ঞাপন খরচ		১,১০০
সম্পত্তি কর খরচ	৮০০	

পর্যালোচনা করে নিম্নের তুলগুলো উদ্ঘাটিত হয়েছে:

- অগ্রিম বিমা, প্রদেয় হিসাব ও সম্পত্তি কর খরচ প্রত্যেক হিসাবের ডেবিট পাশে ১০০ টাকা কম দেখানো হয়েছে।
- বতিয়ান থেকে রেওয়ামিলে স্থানান্তরের সময় প্রাপ্য হিসাব ও সেবা আয় হিসাবের জের তুল স্থানান্তর করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সঠিক জের হবে যথাক্রমে ২,৫৭০ টাকা ও ৮,৯৬০ টাকা।
- বেতন হিসাবের ডেবিট পাশে ২০০ টাকা বাদ পড়েছে।
- ৭০০ টাকা মালিক কর্তৃক উল্লোলন যা মূলধন হিসাবকে ডেবিট ও নগদান হিসাবকে ক্রেডিট করা হয়েছে।

করণীয়:

- প্রকৃত অনিশ্চিত হিসাবের পরিমাণ নির্ণয় কর।
- সংশোধনী জাবেদা দাখিলা দাও।
- সংশোধিত রেওয়ামিল প্রস্তুত কর।

২।

হিসাব শিরোনাম	তুল রেওয়ামিল		সংশোধন		সংশোধিত রেওয়ামিল	
	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট
মগদ	১,১০৪					
প্রাপ্য হিসাব	২,৮৪৬			৭৩		
অফিস সাগ্রাইজ	৬৬৪			৩০৬		
অগ্রিম বিমা	৪০০					
অফিস ইকুইপমেন্ট	৫,২৬৮					
প্রদেয় নোট		১,৩০০				
প্রদেয় হিসাব		১,৯৫৪				
মূলধন		২,৯৭২				
উত্তোলন	১,০০০					
মেরামত সেবা আর		৮,২৯৬	৪০০			
বেতন খরচ	৩,৪৮৭					
বিজ্ঞাপন	১২২		৫২			

করণীয়:

- ক. অনিশ্চিত হিসাবের পরিমাণ নির্ণয় কর।
 খ. তুল সংশোধনী আবেদা মাঝিলা দাও।
 গ. সংশোধিত রেওয়ামিল প্রস্তুত কর।

এ অধ্যায়ে আমরা নতুন যা শিখলাম:

রেওয়ামিল, ডেবিট, ক্রেডিট, সম্পত্তি, খরচ, রাজস্ব, দায়, ধানিতিক শুদ্ধতা, করণিক তুল, নীতিগত তুল, বাদ পড়ার তুল, লিবলের তুল, বেদাখিলার তুল, পরিপূরক তুল, অনিশ্চিত হিসাব ইত্যাদি।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

- ১। নিচের কোনটি রেওয়ামিল প্রস্তুতের ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক?
 ক. প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য খ. প্রারম্ভিক ব্যাংক জমা
 গ. সমাপনী প্রদেয় হিসাব ঘ. সমাপনী প্রাপ্য হিসাব
- ২। ৫০,০০০ টাকার আসবাবপত্র ক্রয় করে, ক্রয় হিসাবে ডেবিট করলে এটি কোন খরচের তুল?
 ক. নীতিগত তুল খ. পরিপূরক তুল
 গ. বেদাখিলার তুল ঘ. লেখার তুল

নিচের উল্লিখকটি পদ্ধতি এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

মি. কামালের রেওয়ামিলে ৫,০০০ টাকা অনিশ্চিত হিসাবে ডেবিট জের দেখা যায়। পরবর্তীতে অধুস্বাসনে জানা যায়, খায়ে বিক্রয় ৫,০০০ টাকা বিক্রয় হিসাবকে ক্রেডিট দিখলেও দেনাদার হিসাবে লিপিবদ্ধ করেননি।

৩। মি. কামালের—

- i. এটি একটি লেখার তুল
 ii. এটি একটি এক ভরফা তুল
 iii. তুলটি সংশোধনের জন্য দেনাদার হিসাব জেরিট হবে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i, ii ও iii.
- ৪। তুলটি আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের পর উদ্ঘাটিত হলে নিচের কোনটি সঠিক?
 ক. আর বিবরণীতে মুনাকা ৫,০০০ টাকা বেশি দেখানো হবে
 খ. উদ্বর্তপক্ষে সম্পত্তি পাশে ৫,০০০ টাকা কম থাকবে
 গ. সংশোধনের জন্য আর বিবরণী সমগ্র হিসাবকে ক্রেডিট করতে হবে
 ঘ. বিক্রয় হিসাবকে ৫,০০০ টাকার জেরিট করতে হবে

পঞ্চম অধ্যায়

হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালা

PRINCIPLES OF ACCOUNTING



চিত্র: হিসাববিজ্ঞানের আইন-কানুন

পৃথিবতে সবকিছু নিয়ম-কানুন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে। হিসাববিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নয়। হিসাববিজ্ঞান কতিপয় নিয়ম-কানুন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে। হিসাববিজ্ঞান যেসব নিয়মকানুন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে হিসাববিজ্ঞান নীতিমালা বলা হয়। এ অধ্যায়ে হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালা নিয়ে আলোচনা করা হবে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা—

- হিসাববিজ্ঞানের কাঠামোবদ্ধ ধারণার মূল উপাদানসমূহের উৎপত্তির কারণ চিহ্নিত করতে পারবে।
- আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণে হিসাববিজ্ঞান নীতিমালার প্রয়োগ করতে পারবে।

৫.০১ হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালা

Principles of Accounting

হিসাববিজ্ঞান নীতিমালা যা সর্বজন স্বীকৃত হিসাববিজ্ঞান নীতিমালা (Generally Accepted Accounting Principle-GAAP) নামেও পরিচিত। হিসাববিজ্ঞান নীতিমালা হলো প্রকৃতপক্ষে কতকগুলো গাইড-বা হিসাববিজ্ঞানকে স্বার্থ ও গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে। হিসাববিজ্ঞান নীতিমালার মধ্যে রয়েছে কতকগুলো নীতি (Concept), রীতি (Convention) বা মান (Standard) যা অনুসরণ করে সেন্সেন লিপিবদ্ধকরণ থেকে শুরু করে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা হয়। ১৯৭৩ সাল থেকে আন্তর্জাতিক হিসাবমান কমিটি (International Accounting Standard Committee-IASC) বা পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক হিসাবমান বোর্ড (International Accounting Standard Board-FASB) এবং (Financial Accounting Standard Board-FASB) প্রতিষ্ঠার পর থেকে হিসাববিজ্ঞানের তাত্ত্বিক দর্শন ও প্রয়োগ রীতি নির্দেশকারী ধারণা ও গ্রন্থাসমূহকে পৃথকভাবে বিবেচনা না করে এগুলোকে একত্রে হিসাববিজ্ঞান নীতিমালা বলে গণ্য করা হয়-যেগুলো GAAP হিসেবে পরিচিতি। এগুলো বিশ্বের সকল হিসাববিজ্ঞানী মেনে চলে।

হিসাববিজ্ঞান নীতিমালাকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে—

১. হিসাববিজ্ঞান ধারণা (Accounting Concepts)
২. হিসাববিজ্ঞান প্রথা (Accounting Conventions)

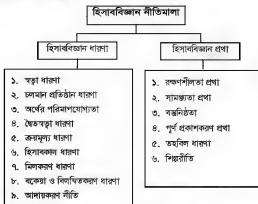
১. হিসাববিজ্ঞান ধারণা (Accounting Concept)

হিসাববিজ্ঞান নীতি বলতে এমন কতকগুলো সর্বজনসম্মত ও স্বতন্ত্রস্বিকৃত নিয়ম-কানুন ও ব্যবহার প্রণালিকে বুঝায় যা দ্বারা হিসাববিজ্ঞান পেশা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

২. হিসাববিজ্ঞান প্রথা (Accounting Convention)

একটি দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে, যেসব নিয়মকানুন অবলম্বন ও অনুসরণ করে দেশের হিসাববিজ্ঞান পেশা পরিচালিত হয়ে থাকে, তাকে হিসাববিজ্ঞান নীতি বা প্রচলিত প্রথা বলে। এটি সম্পূর্ণভাবে দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল।

নিচে বর্ণিত ছকে হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত ধারণা ও প্রথাগুলো দেখানো হলো:



নীতিসমূহ	সংজ্ঞা ও অর্থিক বিবরণী প্রস্তুতে এর ব্যবহার
১. স্বত্বা নীতি	হিসাববিজ্ঞানের এ নীতি অনুসারে ব্যবসার প্রতিষ্ঠানকে পৃথক স্বত্বা বিবেচনা করা হয়। আর এ জন্যই ব্যবসার প্রতিষ্ঠানকে মালিক থেকে পৃথক মনে করা হয়। স্বত্বা নীতির কারণেই মালিকের কোনো ব্যক্তিগত খরচ বা আয়কে কিংবা সম্পত্তি বা দায় কারবারের স্বত্ব বা আয় কিংবা সম্পত্তি বা দায় হিসেবে দেখানোর সুযোগ নেই। এ নীতির কারণেই হিসাব সমীকরণটির (সম্পত্তি = দায় + মালিকানা স্বত্ব) উৎপত্তি হয়।

২. চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা	চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণায় অনুমান করা হয় যে, একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অনিদিষ্টকাল পর্যন্ত চলতে থাকবে। এ ধারণার উপর ভিত্তি করে আরও ব্যয়কে মূলধন ও মুনাফা এ দুশ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে। স্থায়ী সম্পত্তির বাজার মূল্য না দেখিয়ে ক্রয়মূল্য থেকে অবচয় সঞ্চিতি বাদ দিয়ে দেখানো হয়। অন্যদিকে অগ্রিম খরচের আদায়মূল্য না থাকলেও তাকে বরচ হিসাবে দেখানো হয় না।
৩. অর্থের পরিমাপ যোগ্যতা	বেসব ঘটনা অর্থের মূল্যে পরিমাপ করা যাবে শুধু সে ঘটনা হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধ করতে হবে। যত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই হোক না কেন তা যদি অর্থের মূল্যে পরিমাপ করা না যায় তা হিসাবভুক্ত করা যাবে না। এ বিষয় এ নীতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, একজন বিখ্যাত ব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠানে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন। যার ফলে প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সকলের ভালো ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের সুনাম বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এ ব্যবস্থাপকের নিয়োগের বিষয়টি আর্থিক মূল্যে পরিমাপ করা যাবে না বিধায় তা হিসাবভুক্ত করা যাবে না।
৪. ঐক্যবদ্ধতা সত্তা ধারণা	এ ধারণা অনুযায়ী, প্রত্যেকটি লেনদেনের দুটি পক্ষ থাকবে। যার একটিকে বলা হয়, ডেবিট এবং অন্যটিকে বলা হয় ক্রেডিট। দুটি পক্ষের ক্ষেত্রে যে পরিমাপ অর্থ ডেবিট করা হয় ঠিক সমপরিমাপ অর্থ দ্বারা ক্রেডিট করা হয়। এ ধারণার উপর ভিত্তি করে হিসাব সমীকরণ ($A = L + OE$) এর উদ্ভব ঘটে।
৫. ক্রয়মূল্য ধারণা	এ ধারণা অনুসারে, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বেসব পণ্য, সেবা ও মূল্য ক্রয় করে সেগুলো ক্রয়মূল্যে হিসাব বইতে দেখানো হয় এবং এ পণ্য ও সেবার উপযোগ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তা ক্রয়মূল্য অনুসারে আর্থিক বিবরণীতে দেখাতে হবে। যদি বাজারমূল্য পরিবর্তন হয় তা হলে হিসাবের বইতে দেখানো যাবে না।
৬. হিসাবকাল ধারণা	চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা অনুযায়ী ধরে নেয়া হয় যে, একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অনিদিষ্টকাল পর্যন্ত চলতে থাকবে। কিন্তু এ প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ফাফফা জানার জন্য আমরা অনিদিষ্টকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারি না। এজন্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের এ অনিদিষ্ট জীবনকালকে কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও সমান সময়খণ্ডে ভাগ করা হয়। এ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সময় খণ্ডকে হিসাবকাল বলে। হিসাবকাল ১ মাসের বা ৩ মাসের বা ৬ মাসের বা ১ বছরের হতে পারে। প্রতিষ্ঠান যে সময়কালকে উপযুক্ত মনে করে সেই সময়কালকে হিসাবকাল ধরে থাকে। তবে পৃথিবীর অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে ১ বছরকে হিসাবকাল বিবেচনা করে। এ হিসাবকালের ভিত্তিতে আর্থিক নিবরণীসমূহ প্রস্তুত করা হয়ে থাকে।

৭. মিলকরণ ধারণা	একটি নির্দিষ্ট হিসাবকাল শেষে সঠিক নিট লাভ বা ক্ষতি নির্ণয় করতে হলে ঐ নির্দিষ্ট হিসাবকালের আগের সাথে শুধু ঐ নির্দিষ্ট হিসাবকালের ব্যয়কে মিলকরণ করতে হবে। আগের বা পরের কোনো আয় বা ব্যয় এ হিসাবকালে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। আর এ জন্যই আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের সময় অগ্রিম আয় ও অগ্রিম ব্যয় ভবিষ্যৎ হিসাবকালের বিধায় এগুলো বাদ দিতে হয় এবং চলতি হিসাবকালের বকেয়া আয় ও ব্যয় যোগ করতে হয়। চলতি বছরের বিক্রিত পুঁজির ব্যয় সঠিকভাবে নির্ণয় করার জন্য ত্রুটি থেকে সমাপনী মজুদ বাদ ও প্রারম্ভিক মজুদ যোগ করা হয়।
৮. বকেয়া ও বিলম্বিতকরণ ধারণা	এ ধারণা অনুসারে, আয় অর্জিত হলেই তাকে আয় হিসেবে ধরতে হবে। এ আয়ের জন্য নগদ টাকা পাওয়া গেছে কিনা তা বিবেচ্য বিষয় নয়। অন্যদিকে ব্যয় হলে থাকলে তাকে ব্যয় বিবেচনা করতে হবে। এখানে উক্ত ব্যয়ের জন্য অর্থ প্রদান করা হয়েছে কিনা তা বিবেচ্য বিষয় নয়। অন্তরপক্ষে ভবিষ্যতে সুবিধা পাওয়া যাবে যার জন্য এখন অর্থ প্রদান করলে তাকে ব্যয় বলা যাবে না। কিংবা ভবিষ্যতে সুবিধা প্রদান করার শর্তে এখন নগদ টাকা পাওয়া গেলে তাকেও আয় বলা যাবে না। আর এজন্য বকেয়া আয় ও ব্যয়কে চলতি হিসাবকালে আয় ও ব্যয় ধরতে হবে। অন্যদিকে অগ্রিম আয় ও ব্যয়কে চলতি হিসাবকালের আয় বা ব্যয় না ধরে ভবিষ্যৎ হিসাবকালের আয় বা ব্যয় হিসেবে ধরতে হবে।
৯. আদায়করণ নীতি	আদায়করণ নীতির মূল বক্তব্য হলো আয় যদি আদায় হয় বা পাওয়ার অধিকার জন্মে তবে তাকে আয় হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। এখানে আদায়করণ বলতে বুঝায় নগদে প্রাপ্ত হয়েছে কিংবা পাওয়ার অধিকার জন্মেছে। পণ্য বা সেবা বিক্রয় করে আয় আদায় হলেই কেবল একে আয় হিসেবে ধরা যাবে। এখানে আদায় বলতে নগদে প্রাপ্ত বা পাওয়ার অধিকারকে বুঝায়। পণ্য বা সেবা কেনার নিকট আইনগতভাবে হস্তান্তরিত হলেই তাকে পাওয়ার অধিকার হিসেবে গণ্য করা হয়। তাই ধারে পণ্য বিক্রয় বা সেবা প্রদান ও পাওয়ার অধিকার হিসেবে বিবেচিত হয়। আয় যে আর্থিক বছরে অর্জিত হয় তা ঐ আর্থিক বছরে হিসাবভুক্ত করাই হচ্ছে এ নীতির মূল কথা।

নীতিসমূহ	অর্থ ও প্রয়োগ
১. স্বকণশীলতা প্রথা	হিসাববিজ্ঞানের এ প্রথা অনুযায়ী, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সন্ধ্যা মূল্যকে হিসাবভুক্ত করা যাবে না। কিন্তু সন্ধ্যা ক্ষতি হলে তা হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। এ প্রথা অনুসারে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের সময় সমাপনী মজুদ পণ্যের মূল্য হবে বাজার মূল্য ও ত্রুটিমূল্যের মধ্যে যেটি ছোট। এ প্রথা অনুসরণের জন্য হিসাবে অনাদায়ী পণ্য সঞ্চিত ব্যবস্থা রাখতে হয়।
২. সামগ্র্যতা প্রথা	সামগ্র্যতায় প্রথা অনুসারে বিভিন্ন বছরে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের ক্ষেত্রে একই নীতি ও নিয়ম অনুসরণ করতে হবে। যেমন-এক হিসাবকালে আসবাবপত্রের অবচর সরলরৈখিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হলে সবসময় সরলরৈখিক পদ্ধতিতেই অনুসরণ করতে হবে। এক বছর সরলরৈখিক অন্য বছর ক্রমগ্রাসমান পদ্ধতি ব্যবহার করা যাবে না। তবে কোনো কারণে যদি পরিবর্তন করতেই হয় তাহলে উক্ত পরিবর্তনের কারণ ও সুবিধা অবশ্যই বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করতে হবে।

৩. বত্তুনিষ্ঠতা	হিসাববিজ্ঞানের এ ধারণা অনুসারে হিসাবের বইতে যেসব লেনদেন লিপিবদ্ধ করা হবে তার পদ্ধতিতে যথোপযুক্ত প্রমাণ্য দলিল থাকতে হয়। এ প্রমাণ্য দলিলের লেনদেন লিপিবদ্ধকরণকে বত্তুনিষ্ঠতা বলা হয়। এতে প্রকৃত লেনদেনগুলো হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধ হয়। কোনো ভুল লেনদেন লিপিবদ্ধকরণের সুযোগ থাকে না। অন্যদিকে হিসাব নিরীক্ষার সময় প্রত্যেকটি লেনদেনের উৎস জানা যায়।
৪. পূর্ণ প্রকাশকরণ রীতি	হিসাববিজ্ঞানে শুধু আর্থিক লেনদেনগুলো হিসাবভুক্ত করা হয়। যেসব বিষয়ের সাথে আর্থিক সম্পর্ক নেই কিন্তু বিষয়টি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের এক বা একাধিক পক্ষের নিকট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এমন বিষয়গুলোকে আর্থিক বিবরণীর নিচে পাদটিক্স উল্লেখ করতে হবে। আর এজন্যই আর্থিক বিবরণীর শেষে ব্যাক্তকৃত প্রাপ্য নোট, বিচার্যাদীন কতিপূর্ণ প্রভৃতিকে সন্ধ্যা দায়সমূহ উল্লেখ করা হয়। এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো প্রকাশ করাই হলো এ রীতির মূল বক্তব্য।
৫. তহবিল ধারণা	কোনো সুনির্দিষ্ট কাজের উদ্দেশ্যে রক্ষিত সম্পদকে তহবিল বলে। এ রীতি অনুসারে কোনো নির্দিষ্ট কাজের জন্য একটি তহবিল সৃষ্টি করলে তা অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করা যাবে না। শুধু সেবা কাজেই ব্যবহার করতে হবে। যেমন-পেনশন তহবিলের টাকা যন্ত্রপাতি ক্রয়ে ব্যবহার করা যাবে না।
৬. শিল্পরীতি	ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ভিত্তার করণে অনেক প্রতিষ্ঠানে স্বীকৃত হিসাব মীতির কিছুটা বাইরে গিয়ে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা হয়। এসব ক্ষেত্রে বিশেষ অনুমোদন নিতে হয়। এ অনুমোদন নিয়ে আর্থিক বিবরণী তৈরি করাই হচ্ছে শিল্পরীতির মূল বক্তব্য।

৫.০২ নীতিমালা প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচিতি

Introduction to Principle Making Organization

হিসাববিজ্ঞান একটি চলমান প্রক্রিয়া। দিন দিন ব্যবসায়-বাণিজ্যের যেমন প্রসার হচ্ছে তেমনি হিসাববিজ্ঞানের ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। হিসাববিজ্ঞানের এ কার্যক্রম সর্বজনগ্রাহ্য হওয়ার লক্ষ্যে শুরু থেকেই এর উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য অনেক প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। প্রণয়ন করেছে নানাবিধ নীতিমালা। হিসাববিজ্ঞানের ধারণা, প্রক্রিয়া ও মান উন্নয়নে যেসব প্রতিষ্ঠান কাজ করছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কতিপয় প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি নিম্নে দেয়া হলো—

১. American Accounting Association (AAA):

হিসাববিজ্ঞান উন্নয়ন, উৎকর্ষসাধন ও বিশ্বব্যাপী সার্বজনীন করার ক্ষেত্রে ১৯১৬ সালে Association of University Instructors in Accounting নামে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ১৯৩৬ সালে নাম পরিবর্তন করে এ নামে পরিচিত হয়। এটি একটি সেচ্ছাসেবামূলক সংস্থা যা হিসাববিজ্ঞান শিক্ষা উন্নয়ন ও গবেষণার কাজে নিয়োজিত। এ প্রতিষ্ঠানে ১১ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি থাকে।

২. Accounting Principal board (APB):

বর্তমান APB হলো সাবেক American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) এর বর্তমান সংগঠন। এটি ১৯৫৯ সালে American Institute of Certified Public Accountants দ্বারা গঠিত হয়ে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত হিসাববিজ্ঞান সংক্রান্ত বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন করে। APB আমেরিকান সরকারের একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানটি এ পর্যন্ত হিসাববিজ্ঞানের উপর ৩১টি মতামত ও ৪টি বিবরণী প্রদান করে। এর মধ্যে ১৯ মতামত বর্তমানে সর্বজনগ্রাহ্য হিসাববিজ্ঞান নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত আছে।

৩. Financial Accounting Standard Board (FASB)

FASB হলো একটি প্রাইভেট অনুদানাত্মক সংগঠন যার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো জনস্বার্থে সর্বজন স্বীকৃত হিসাববিজ্ঞান নীতিমালার উন্নয়ন। এটি ১৯৭৩ সালে The Committee on Accounting Procedure (CAP) and the Accounting Principles Board (APB) of the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) এর স্থলাভিষিক্ত হয়। এ সংগঠনটির প্রধান মিশন হলো আর্থিক হিসাববিজ্ঞানের নীতি প্রণয়ন ও উন্নয়ন এবং সাধারণ জনগণ, নির্দীক্ষক, হিসাববিজ্ঞান তথ্য ব্যবহারকারীদের আর্থিক রিপোর্টিং সংক্রান্ত দিক-নির্দেশনা প্রদান করা।



৪. Securities Exchange Commission (SEC)

SEC হলো একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান। যাদের হিসাববিজ্ঞান নীতিমালা বাস্তবায়ন ও পাবলিক মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক রিপোর্টিং সঠিকভাবে উপস্থাপন তদারকি করার আইনগত অধিকার প্রদান করা একটি প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠান কোনো হিসাববিজ্ঞান নীতিমালা প্রণয়ন করে না বরং FASB কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা বাস্তবায়ন করার জন্য পাবলিক মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানকে বাধ্য করে। নতুন নতুন হিসাববিজ্ঞান নীতিমালার বিস্তৃতির কারণে এ প্রতিষ্ঠানের সাহায্যের প্রয়োজন হয় FASB এর। ফলে এ দুপ্রতিষ্ঠান একত্র হয়ে হিসাববিজ্ঞান নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। এ প্রতিষ্ঠানটি জনগণের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক রিপোর্টিংগুলো সর্বজনীন হিসাববান অনুসৃত হচ্ছে কিনা তা তদারকি করে থাকে।

৫. আন্তর্জাতিক হিসাববান কমিটি International Accounting Standard Committee (IASC)

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে ব্যবসায়-বাণিজ্য দ্রুতগতিতে প্রসারিত হয়েছে। বিশ্বীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এ দ্বারা অদ্ব্যাবধি চলেছে। ব্যবসায়-বাণিজ্য দেশ-বিশেষে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ায় এবং বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা গঠিত হওয়ার আন্তর্জাতিক হিসাববান প্রণয়নের প্রয়োজন দেখা দেয়। এ লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে ৯টি দেশের ১৬টি হিসাব সংস্থার সদস্য নিয়ে গঠিত হয় আন্তর্জাতিক হিসাববান কমিটি। এর প্রধান কার্যালয় লন্ডনে। পরবর্তীতে বিভিন্ন দেশের আরো অনেক পেশাদারী হিসাব সংস্থা এ সংগঠনের সদস্য হয়। আন্তর্জাতিক হিসাববান কমিটির প্রধান কাজ হলো আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে প্রামাণ্য নীতি রচনা করে বিবৃতি প্রদান করা। সদস্য প্রতিষ্ঠানসমূহ এ বিবৃতির উপর মতামত প্রদান করে। পরবর্তীতে সকল মতামতের তির্যক একটি নীতির অনুমোদন দেয়া হয় এবং তা সকলের নিকট প্রকাশ করা হয়। মজুদ পণ্যের মূল্যায়ন, অবচয়ের পরিমাণ নিরূপণ, মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব মেখিয়ে হিসাবকরণ, আরকরের নীতি নির্ধারণ, কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতি বিষয়ে এ কমিটি অনেক নীতি নির্ধারণ করেছেন। আর্থিক বিবরণীর মাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যসমূহের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন দেশে যাতে বেশি পার্থক্য না থাকে সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আন্তর্জাতিক হিসাববান কমিটি আন্তর্জাতিক হিসাববানগুলো প্রণয়ন করে থাকে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপরিউক্ত সংগঠন ছাড়াও যুক্তরাজ্য, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার কিছু সংস্থা হিসাব নীতিমালা প্রণয়নে গবেষণা চালান। তাদের মধ্যে যুক্তরাজ্যের Accounting Standard Board, কানাডার ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট (CICA) ও একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি এবং অস্ট্রেলিয়ার একাউন্টিং রিসার্চ কাউন্সেল এর নাম উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশেও হিসাববিজ্ঞানের মান উন্নয়ন ও এ পেশার গুণগত মান বৃদ্ধিতে ICAB ও ICMAB দুটি প্রতিষ্ঠান কাজ করছে।

৫.০৩ হিসাববিজ্ঞানের ধারণা ও প্রকার পার্থক্য

Differences between Concept and Convention

হিসাববিজ্ঞান ধারণা এবং প্রকার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য। এদের একটি অপরটির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এছাড়া হিসাববিজ্ঞানীদের মধ্যেও এ বিষয়ে যথেষ্ট মতান্তর রয়েছে। একজন হিসাববিজ্ঞানী যাকে ধারণা হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন, অন্য আরেকজন তাকে প্রথা আখ্যা দিয়েছেন। তবে সাধারণভাবে ধারণা ও প্রকার মধ্যে নিম্নবর্ণিত পার্থক্যগুলো লক্ষ্য করা যায়—

হিসাববিজ্ঞান ধারণা বলতে মৌলিক কোনো নীতি বা অবস্থানকে নির্দেশ করে যার উপর ভিত্তি করে হিসাবরক্ষণ কার্য সম্পন্ন হয়। অন্যদিকে হিসাবসংক্রান্ত কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যেসব নীতি ও আচরণবিধি মেনে চলা হয় তাকে হিসাববিজ্ঞান প্রথা বলে।

ধারণাগুলোর ব্যাখ্যা পৃথিবীর সর্বত্র একই ধরনের হয়ে থাকে। প্রতিষ্ঠান ভেদে প্রথা একই ধরনের নাও হতে পারে। সকল দেশে একই নীতি ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের কারণে প্রথা পরিবর্তন হয়ে থাকে। পৃথিবীর সর্বত্র ধারণার স্বীকৃতি আছে। প্রকার বিভিন্নতার কারণে এর স্বীকৃতি সর্বত্র নেই। ধারণা যুক্তিনির্ভর; এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। প্রথা যুক্তির পরিবর্তে চর্চার ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়। ধারণার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক হিসাবমান প্রবর্তন করা হয়। প্রথা হিসাবমান প্রবর্তনে এর কোনো ভূমিকা নেই। ধারণা সহজে পরিবর্তনযোগ্য নয়। চাহিদা মোতাবেক প্রথা পরিবর্তন করা যায়। ধারণা পৃথিবীর সকল দেশেই ব্যবহৃত হয় বলে এর ব্যাপকতা বিস্তৃত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম প্রথা ব্যবহার করা হয় বলে এর পরিধি ছোট। ধারণার ভিত্তিতে হিসাবসংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করা হয়; প্রকার ভিত্তিতে হিসাবসংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করা হয় না।

৫.০৪ আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণে হিসাববিজ্ঞান নীতিমালার প্রভাব

Effect of Accounting Principal in Preparation of Financial Statement

আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে হিসাববিজ্ঞান নীতিমালা বিভিন্নভাবে নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাব বিস্তার করে থাকে। কীভাবে হিসাববিজ্ঞান নীতিমালা—

ক. আর্থিক অবস্থার বিবরণী;

খ. আয় বিবরণীকে প্রভাবিত করে তা নিম্নে আলোচনা করা হলো।

ক. আর্থিক অবস্থার বিবরণী

নিম্নে একটি আর্থিক অবস্থার বিবরণী উপস্থাপন করা হলো—

ফেরদৌস ট্রেডার্স

উদ্বর্তপত্র

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের জাল

সম্পত্তি	টাকা	দায়সমূহ	টাকা
মগদ	৩০০	প্রাপ্য মোট	১,০০০
প্রাপ্য হিসাব	১,০০০	প্রাপ্য হিসাব	৩২৫
সরবরাহ	১৬০	প্রদেয় মজুরি	৭৫
অগ্রিম বিমা	৯০	প্রদেয় হিসাব	১০০
জমি	৭৮,৪৫০	মোট দায়	১,৫০০
		মালিকানা স্বত্ব	১০,০৫০
মোট সম্পত্তি -	৮০,০০০	মোট দায় ও মালিকানা স্বত্ব-	৮০,০০০

পাদটিকা:

সম্ভাব্য দায়: ১০,০০০ টাকা।

উদ্বর্তপত্রে হিসাববিজ্ঞান নীতির প্রয়োগ

উদ্বর্তপত্র হলো একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি, দায় ও মালিকানা স্বত্বের বিবরণী। স্বত্বানীতির কারণে সম্পত্তি, দায় ও মালিকানা স্বত্ব পৃথকভাবে দেখানো হয়েছে এবং এখানে মালিকের কোনো ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা দায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। উদ্বর্তপত্রে সম্পত্তিসমূহ জরমূল্যে উপস্থাপন করা হয়েছে যা জরমূল্য নীতির প্রতিফলন। উদ্বর্তপত্রে এমন কোনো বিষয় নেই যার মাঝে আর্থিক মূল্যের কোনো সম্পর্ক নেই। কলে এখানে অর্পমূল্য নীতি পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। উদ্বর্তপত্রে সরবরাহ সম্পত্তি হিসাবে দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ এখানে এ হিসাবকালে সরবরাহ ব্যবহার করা হয়নি বিধায় তা ব্যয় দেখানো হয়নি। কলে এখানে মিলকরণ নীতি অনুসরণ করা হয়েছে। উদ্বর্তপত্রে অগ্রিম বিমা সম্পত্তি হিসাবে দেখানো হয়েছে হিসাববিজ্ঞানের চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা অনুযায়ী। উদ্বর্তপত্রের শেষে পাদটিকায় সম্ভাব্য দায় দেখানো হয়েছে হিসাববিজ্ঞানের পূর্ণপ্রকাশকরণ নীতি অনুসারে। উদ্বর্তপত্রের সম্পত্তি ও দায় উভয় দিক সমান হয়েছে—এটি মূলত দ্বৈতস্বত্ব নীতির প্রভাবে হয়েছে।

খ. আয় বিবরণীতে হিসাববিজ্ঞান নীতির প্রয়োগ:

ফেরদৌস ট্রেডার্স

উদ্বর্তপত্র

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য

বিক্রয়		৮০,০০০
প্রারম্ভিক মজুদ	১০,০০০	
ক্রয়	৩০,০০০	
বাদ: সমাপনী মজুদ পণ্য	(১৫,০০০)	২৫,০০০
মোট লাভ:		৫৫,০০০
পরিচালন ব্যয়:		
বিক্রয় ও বিপণন খরচ	৫,০০০	
অনাদায়ী পাওনা	১,৫০০	
অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	১,০০০	
পুরাতন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	(৮০০)	
বিভ্রাণ	১,৭০০	৮,৮০০
প্রশাসনিক খরচ:		
বেতন	২,০০০	
আসবাবপত্রের অবচয়	১,১০০	
বিমা খরচ	১,৩০০	৪,০০০
পরিচালন মূল্য		৪২,৬০০
যোগ: অপরিচালন আয়		
বিনিয়োগের সুদ	২,০০০	
বাদ: অপরিচালন ব্যয়		১,০০০
স্বপ্নের সুদ	(১,০০০)	১,০০০
নিট মুনাফা		৪৩,৬০০

ফেরদৌস ট্রেডার্স ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে এক বছরের জন্য আয় বিবরণী প্রস্তুত করেছেন। এখানে এক বছর হলো হিসাববছর। এটি মূলত হিসাববছর নীতির প্রয়োগ। আর্থিক বিবরণীতে প্রাপ্য হিসাবের উপর অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাবভুক্ত করা হয়েছে। এটি মূলত রক্ষণশীলতা নীতির প্রয়োগ। আয় বিবরণীতে বকেয়া ও অগ্রিম দফাসমূহ সমন্বয় করা হয়েছে। এটা মূলত বকেয়াভিত্তিক ও বিলম্বিতকরণ ধারণার সুস্পষ্ট প্রয়োগ। এভাবে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতে হিসাববিজ্ঞান নীতি সার্বিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

কাজ-১: নিম্নে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের রেওয়ামিল, সমন্বয় ও আর্থিক বিবরণী দেয়া আছে। এখানে হিসাববিজ্ঞানের কোন কোন নীতির প্রয়োগ হয়েছে তা বিজ্ঞারিতভাবে ব্যাখ্যা কর।

আসিক ট্রেডার্সের রেওয়ামিল ও অন্যান্য তথ্যাবলি নিম্নরূপ:

আসিক ট্রেডার্স

রেওয়ামিল

৩১-১২-২০১৩

বিবরণ	টাকা	টাকা
মগম ও ব্যাংক	৭০,০০০	
প্রাপ্য হিসাব	৮০,০০০	
অনাদায়ী পাওনা সম্মতি		৩,০০০
প্রাপ্য নোট	৫০,০০০	
১০% বিনিয়োগ		৭০,০০০
প্রদেয় নোট		৫০,০০০
১৫% বিনিয়োগ	১,২০,০০০	
মজদু পণ্য	৮০,০০০	
সাপ্লাইজ	১০,০০০	
স্টোর ইকুইপমেন্ট	১০০,০০০	
অবচয় সম্মতি-স্টোর ইকুইপমেন্ট		২০,০০০
প্রদেয় হিসাব		৩০,০০০
মূলধন		২২০,০০০
বিক্রয়		৪০০,০০০
বিক্রয় ফেরত	৫,০০০	
সুদ অবচয়	৩,০০০	
সুদ আয়		১২,০০০
ক্রয়	১,৫০,০০০	
ক্রয় ফেরত		১০,০০০
ক্রয় পরিবহন	১২,০০০	
বেতন	২০,০০০	
বিজ্ঞাপন	২৫,০০০	
অন্যান্য অফিস খরচ	১৫,০০০	
অগ্নি বিমা	২০,০০০	
আইন ও নিরীক্ষা খরচ	১২,০০০	
টেলিফোন বিল	১০,০০০	
ভাড়া	১৮,০০০	
বিবিধ খাত	১৫,০০০	
	৮,১৫,০০০	৮,১৫,০০০

সম্পদসমূহ:

১. অগ্নি বিমা বকেয়া আছে ৫০০০ টাকা। অগ্নি বিমার ৪০% বিক্রয় খরচ।
২. অব্যবহৃত সাপ্লাইয়ের পরিমাণ ৩০০০ টাকা। সাপ্লাইয়ের ৩০% অফিস খরচ।
৩. ভাড়া অগ্রিম ১০,০০০ টাকা। ভাড়ার ৫০% অফিস সংক্রান্ত।
৪. স্টোর ইকুইপমেন্ট এর উপর ১০% অবচয় ধার্য করতে হবে।
৫. অনাদারী পাওনা ২,০০০ টাকা। অনাদারী পাওনা সঞ্চয়িত ৫,০০০ টাকা রাখতে হবে।
৬. বেতন ৫,০০০ টাকা বকেয়া আছে। বেতনের ৫০% অফিস খরচ।
৭. সমাপনী মজুদের ক্রমমূল্য ১,২০,০০০ টাকা এবং বাজারমূল্য ১,৫০,০০০ টাকা।

আসিক ট্রেডার্স

আয় বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
বিক্রয়	৪,০০,০০০	৩,৯৭,০০০
বাদ: বিক্রয় ফেরত	৩,০০০	
নিট বিক্রয়		
বাদ: বিক্রিত স্রবের ব্যয়:		
প্রারম্ভিক মজুদ	৮০,০০০	(১,১২,০০০)
ক্রয়	১,৫০,০০০	
বাদ: ক্রয় ফেরত	১০,০০০	
নিট ক্রয়	১,৪০,০০০	
ক্রয় পরিবহন	১২,০০০	২,৮৫,০০০
বাদ: সমাপনী মজুদ পণ্য	(১,২০,০০০)	
বিক্রিত স্রবের ব্যয়		
মোট লাভ		
বাদ: পরিচালন ব্যয়:		১২,৫০০
বিক্রয় খরচ:		
ভাড়া	১৮,০০০	
বাদ: অগ্রিম	(১০,০০০)	
বাদ: অফিস খরচ	(৪,০০০)	
বিজ্ঞাপন খরচ	২৫,০০০	
বেতন	২০,০০০	
মোলা: বকেয়া	৫,০০০	
বাদ: অফিস খরচ	(১২,৫০০)	
সাপ্লাইজ	১০,০০০	
বাদ: অব্যবহৃত	(৩,০০০)	

বাস: অফিস খরচ	(২,১০০)	৪,৯০০	
অগ্নি বিমা	২০,০০০		
যোগ: বকেয়া	৫,০০০		
বাস: অফিস খরচ	(১৫,০০০)	১০,০০০	
অন্যদারী পাওনা		২০০০	
অন্যদারী পাওনা সঞ্চিতি		৫,০০০	
স্টোর ইন্সট্রুমেন্ট অবচর		১০,০০০	
অন্যদারী পাওনা সঞ্চিতি		(৩,০০০)	
মোট বিক্রয় খরচ			(৭০,৪০০)
অফিস ও প্রশাসনিক ব্যয়:			
ভাড়া		৪,০০০	
বেতন		১২,৫০০	
সাপ্লাইজ		২,১০০	
অগ্নি বিমা		১৫,০০০	
অন্যান্য অফিস খরচ		১৫,০০০	
আইন ও নিরীক্ষা খরচ		১২,০০০	
টেলিফোন খরচ		১০,০০০	
মোট অফিস ও প্রশাসনিক ব্যয়			(৭০,৬০০)
পরিচালন মূল্য			১,৪৪,০০০
অপরিচালন মূল্য বা (ক্ষতি):			
খণ্ডের সুদ	৩০০০		
বকেয়া	২০০০	(৫,০০০)	
বিনিয়োগের সুদ	১২,০০০		
যোগ: বকেয়া	৬,০০০	১৮,০০০	
বিবিধ ক্ষতি		(১৫,০০০)	
মোট অপরিচালন ক্ষতি			(২,০০০)
নিট মূল্য			১,৪২,০০০

আসিক ট্রেডার্স

মালিকানা স্বত্ব বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা
মূলধন	২২০,০০০
যোগ: নিট লাভ	১,৪২,০০০
মালিকানা স্বত্ব	৩,৬২,০০০

আসিফ ট্রেডার্স
উদ্বর্তপত্র

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
<u>সম্পত্তিসমূহ</u>		
চলতি সম্পত্তি:		
নগদ ও ব্যাংক	৭০,০০০	
প্রাপ্য নোট	৫০,০০০	
মজুদ পণ্য	১,২০,০০০	
সাপ্লাইজ	৩,০০০	
প্রাপ্য সুদ	৬,০০০	
ভাড়া অগ্নিম	১০,০০০	
প্রাপ্য হিসাব	৮০,০০০	
বাদ: অন্মারী পাওনা	২,০০০	
বাদ: অন্মারী পাওনা সম্বন্ধিত	(৫,০০০)	
মোট চলতি সম্পত্তি	৭৩,০০০	৩,৩২,০০০
বিনিয়োগ:		
১৫% বিনিয়োগ		১২০,০০০
স্থায়ী সম্পত্তিসমূহ:		
স্টোর ইকুইপমেন্ট	১,০০,০০০	
বাদ: অবচয় সম্বন্ধিত	৩০,০০০	
মোট স্থায়ী সম্পত্তি		৭০,০০০
মোট সম্পত্তি		৫,২২,০০০
দায়সমূহ:		
চলতি দায়:		
প্রদেয় নোট	৫০,০০০	
প্রদেয় হিসাব	৩০,০০০	
বকেয়া বিমা	৫০০০	
বকেয়া বেতন	৫,০০০	
মোট চলতি দায়		৯০,০০০
দীর্ঘ মেয়াদি দায়:		
১০% বদ্ধকি ঋণ		৭০,০০০
মোট দায়		১,৬০,০০০
মালিকানা স্বত্ব		৩,৬২,০০০
মোট দায় ও মালিকানা স্বত্ব		৫,২২,০০০

এ অধ্যায়ে আমরা নতুন যা শিখলাম:

GAAP, হিসাববিজ্ঞানের রীতি ও নীতি, FASB, IASC, IAS, IFRS, AAA, APB, FASB, SEC, IASC, হিসাববিজ্ঞান নীতি ইত্যাদি।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

- ১। হিসাববিজ্ঞানের কোন নীতি অনুসারে ইজারা সম্পত্তির অবলোপন দেখানো হয়?
 - ক. মিলকরণ নীতি
 - খ. সত্তা নীতি
 - গ. হিসাবকাল নীতি
 - ঘ. আদায়করণ নীতি
- ২। মি. আকাশের ব্যক্তিগত আসবাবপত্রের মূল্য ৫০,০০০ টাকা যা কারবারের অর্থিক বিবরণীতে দেখানো হয়নি। এখানে হিসাববিজ্ঞানের কোন নীতি অনুসরণ করা হয়েছে?
 - ক. মিলকরণ নীতি
 - খ. পূর্ণপ্রকাশকরণ নীতি
 - গ. সত্তা নীতি
 - ঘ. সামঞ্জস্যতার নীতি
- ৩। হিসাববিজ্ঞানের কোন নীতি অনুসারে ২০০৮ সালে অর্থিক বিবরণীতে কত সুদ দেখাতে হবে?
 - ক. ৩,৩৩৩
 - খ. ৫,০০০
 - গ. ১০,০০০
 - ঘ. ১৫,০০০
- ৪। ঋণের সুদ আয় বিবরণীতে প্রদর্শন করার ক্ষেত্রে হিসাববিজ্ঞানের—
 - iii হিসাবকাল নীতি অনুসরণ করতে হয়
 - ii রক্ষণশীলতার নীতি অনুসরণ করতে হয়
 - iii. মিলকরণ নীতি অনুসরণ করতে হয়
 নিচের কোনটি সঠিক?
 - ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i ও iii

ষষ্ঠ অধ্যায়
প্রাপ্য হিসাবসমূহের হিসাবরক্ষণ
ACCOUNTING FOR RECEIVABLES



চিত্র: প্রাপ্য টাকার হিসাব

বর্তমান বিধে অধিকাংশ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ধারে লেনদেন করে থাকে। আর এ লেনদেনের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় প্রাপ্যসমূহের। প্রাপ্যসমূহ প্রতিষ্ঠানের একটি গুরুত্বপূর্ণ চলতি সম্পত্তি। এটি নির্ধারণ, মূল্যায়ন ও নিয়ন্ত্রণের উপর প্রতিষ্ঠানের প্রাচল্যবাহিতা ও ব্যবস্থাপকদের দক্ষতা নির্ভর করে। এ অধ্যায়ে প্রাপ্যসমূহ হিসাব লিপিবদ্ধকরণ থেকে শুরু করে নিয়ন্ত্রণ এবং এ সংক্রান্ত যাবতীয় হিসাব তথ্য সরবরাহ করার বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা—

- বিভিন্ন ধরনের প্রাপ্যসমূহ চিহ্নিত করতে পারবে।
- সন্দেহজনক পাওনা সন্ধিরতিকে অনাদায়ী পাওনা হিসাবে সমন্বয় করতে পারবে।
- সন্দেহজনক পাওনা সন্ধিরতিকে সমন্বয়পূর্বক প্রাপ্য হিসাব তৈরি করতে পারবে।
- অবলোপনকৃত অনাদায়ী পাওনা আদায় হিসাবভুক্ত করতে পারবে।
- প্রাপ্য নোট প্রদত্ত ও বিক্রয়ের দাবিগা হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধ করতে পারবে।

৬.০১ প্রাপ্য হিসাব ও এর প্রকারভেদ

Receivables and its Classification

প্রাপ্যসমূহ বলতে গ্রাহকের নিকট হতে লেনদেনের আর্থিক মূল্য বাবদ ভবিষ্যতে নগদে আদায়যোগ্য প্রতিষ্ঠানের দাবিকে বুঝায়। যখন কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ধারে অপর ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট পণ্য বা সেবা বিক্রয় করে তখন প্রাপ্যসমূহ সৃষ্টি হয়। আর্থিক অবস্থা প্রদর্শনে প্রাপ্যসমূহকে সম্পত্তি হিসাবে দেখানো হয়।

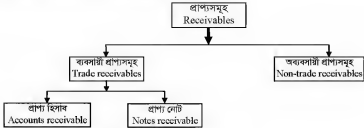
প্রাপ্যসমূহ প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগিত মূলধনের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। যদি প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্য আদায় ধীরগতিসম্পন্ন হয় তাহলে মূলধন ব্যয় বেড়ে যায়। এর ফলে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সম্ভলতার উপরে ব্যাপক প্রভাব পড়ে যা প্রতিষ্ঠানের মুনাফাকে প্রভাবিত করে।

C.P.A Australia-জরিপ অনুসারে একটি প্রতিষ্ঠানের সফলতার মূল্যে রয়েছে প্রাপ্য হিসাবসমূহের সঠিক ব্যবস্থাপনা। যখন প্রতিষ্ঠানের আকার দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন আর এবং প্রাপ্যসমূহ বেড়ে যায়, অবিকাংশ কেহেই দেখা যায় যে, প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তিসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে প্রাপ্যসমূহ। একটি দাভজনক প্রতিষ্ঠানও ব্যবসা সম্প্রসারণকালে তারনা সংকটে পড়তে পারে, যদি পাওনা আদারে সমস্যার সম্মুখীন হয় অথবা পূর্ণাঙ্গ পাওনা আদারে অসমর্থ হয়। তাছাড়া আর্থিক মন্দার সময় অনাদারী পাওনা প্রতিষ্ঠানে ভরানক তারনা সংকটে সৃষ্টি করতে পারে, কারণ একনিকে প্রতিষ্ঠান নগদ আদায় করতে অসমর্থ হয় অন্যনিকে সহজ শর্তে খণ্ড গ্রহণ করে নগদ অর্থের চাহিদা মেটাতে পারে না। প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই প্রাপ্যসমূহের কত অংশ নগদে আদায় হবে তা সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা থাকতে হবে।

সময়ের ভিত্তিতে প্রাপ্যসমূহকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে—

১. স্বল্পমেয়াদি প্রাপ্যসমূহ (Short-term Receivables): এক বছর অথবা একটি পরিচালন চক্র এর মধ্যে যেটি বড় তার মধ্যে যে প্রাপ্যসমূহ আদায়ের প্রত্যাশা করা হয়, তাকে স্বল্পমেয়াদি প্রাপ্যসমূহ বলা হয়।
২. দীর্ঘমেয়াদি প্রাপ্যসমূহ (Long-term Receivables): স্বল্পমেয়াদি প্রাপ্যসমূহের বৈশিষ্ট্য পূর্ণ করে না এরূপ প্রাপ্যসমূহকে দীর্ঘমেয়াদি প্রাপ্যসমূহ বলা হয়। অর্থাৎ দীর্ঘমেয়াদি প্রাপ্যসমূহ এক বছর অথবা একটি পরিচালন চক্রের মধ্যে যেটি বড় সে সময়ের মধ্যে আদায়ের প্রত্যাশা করা হয় না।

উৎস অনুসারে প্রাপ্যসমূহকে আবার নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা হয়েছে:



ক. ব্যবসায়ী প্রাপ্যসমূহ (Trade Receivable)

গ্রাহকের নিকট হতে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পাওনাসমূহকে ব্যবসায়ী প্রাপ্যসমূহ বলে। ধারে পণ্য বা সেবা বিক্রয় হচ্ছে ব্যবসায়ের স্বাভাবিক কাজ। ধারে এ পণ্য বা সেবা বিক্রয়ের ফলে ব্যবসায়ী প্রাপ্যসমূহ সৃষ্টি হয়। হিসাবরক্ষণের সুবিধার জন্য ব্যবসায়ী প্রাপ্যসমূহকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে।

১. প্রাপ্য হিসাব (Accounts Receivable): দায় পরিণোদের শুধুমাত্র মৌখিক প্রতিশ্রুতির বিপরীতে, বিক্রোতা পণ্য বা সেবা ধারে সরবরাহ করলে, ক্রেতার নিকট বিক্রোতার যে দাবি সৃষ্টি হয় তাকে প্রাপ্য হিসাব বলে। সাধারণত ৩০ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে প্রাপ্য হিসাবের পাওনা আদায় করা হয়। এ কারণে প্রতিষ্ঠানের নগদ অর্থের অন্যতম উৎস হচ্ছে প্রাপ্য হিসাব। প্রাপ্য হিসাবকে Accounts receivable, Trade Credit, Open Account, Sundry Debtors, Trade Debtors, Receivable from Customer ইত্যাদি নামেও অভিহিত করা হয়।

২. **প্রাপ্য নোটসমূহ (Notes Receivable):** দায় পরিশোধের লিখিত প্রতিশ্রুতির বিপরীতে ক্রেতার নিকট ধারে পণ্য বা সেবা বিক্রয় হলে, বিক্রেতার যে দাবি সৃষ্টি হয় তাকে প্রাপ্য নোট বলে। প্রাপ্যনোট একটি হস্তান্তরযোগ্য দলিল। এ দলিল মেয়াদপূর্তির পূর্বে বাটাকরণের মাধ্যমে নগদে রূপান্তর করা যায়। এর মেয়াদকাল ৬০ থেকে ৯০ দিন বা তার চেয়ে বেশি হতে পারে। প্রাপ্য নোট মেয়াদ শেষে সুদসহ আদায় হয়।

ব. অব্যবসায়ী প্রাপ্যসমূহ (Non-trade Receivable)

ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক ব্যবসায় পরিচালনা বহির্ভূত অকারবারি লেনদেন থেকে যে প্রাপ্যসমূহ সৃষ্টি হয় তাকে অব্যবসায়ী প্রাপ্যসমূহ বলে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রদত্ত অগ্রিম ও ধার, প্রাপ্য সুদ ও সভাংশ, আয়কর ফেরত, সজ্জা ব্যতির বিপরীতে জমা, সহযোগী প্রতিষ্ঠানকে প্রদত্ত ঋণ, মামলার বিবাদীর নিকট প্রাপ্য অর্থ ইত্যাদি হচ্ছে অব্যবসায়ী প্রাপ্যসমূহের উদাহরণ। এধরনের প্রাপ্যসমূহ সচরাচর সৃষ্টি হয় না বলে এগুলোকে পৃথক শিরোনামে শ্রেণিভুক্ত করে আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে দেখানো হয়। এধরনের লেনদেনের জন্য দলিল বা প্রমাণাদি থাকে।

৬.০২ প্রাপ্য হিসাবের মূল্যায়ন

Valuation of Receivables

প্রাপ্য হিসাবসমূহকে আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে চলতি সম্পত্তি হিসাবে দেখানো হয়। অনাদারী পাওনার পরিমাণ নির্ণয় সঠিক না হলে আর্থিক বিবরণী প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা প্রকাশ করে না। ব্যবসায়ের প্রকৃতিভেদে অনাদারী পাওনার পরিমাণে পার্থক্য দেখা যায়। প্রাপ্যসমূহ যত পুরাতন হয় প্রাপ্য হিসাবসমূহের মূল্য তত হ্রাস পায়, কারণ এক্ষেত্রে প্রাপ্য হিসাবের পাওনা আদায়ের সুঁকি বেড়ে যায়। ধারে পণ্য বা সেবা বিক্রয়ের পর বিভিন্ন কারণে প্রাপ্য হিসাব হতে সম্পূর্ণ পাওনা আদায় করা যায় না। যেমন—ক্রেতা সেউলিয়া ঘোষিত হলে, আর্থিক অসচ্ছলতা বা মৃত্যুর কারণে এবং ব্যবসা বন্ধ বা পরিবর্তন করলে ইত্যাদি। এরূপ অনাদারী পাওনাকে ব্যবসায় স্বাভাবিক ক্ষতি হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং ব্যবসায় অলান্য পরিচালন ব্যয় যেমন—বেতন, ভাড়া ইত্যাদির মতো আর বিবরণীতে খরচ হিসেবে দেখানো হয়।

প্রাপ্য হিসাব মূল্যায়নের পদ্ধতি হলো দুটি যথা—

১. ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা পদ্ধতি (Allowance or Provision Method)

২. প্রত্যক্ষ অবলোপন পদ্ধতি (Direct Write off Method)

১. ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা পদ্ধতি (Allowance or Provision Method)

যেসব প্রতিষ্ঠান অধিক পরিমাণে ধারে বিক্রয় করে এসব প্রতিষ্ঠানে হিসাবরক্ষকগণ অনাদারী পাওনা মূল্যায়নের জন্য ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা পদ্ধতি অনুসরণ করে। এক্ষেত্রে কোনো ক্রেতার নিকট হতে পাওনা আদায় হবে না, তা যাচাইয়ের জন্য প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা না করে অনুমানের ভিত্তিতে অনাদারী পাওনা খরচ হিসেবে হিসাবভুক্ত করে। প্রতিষ্ঠানের পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মোট অনাদারী পাওনা অনুমান করা হয়। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অনাদারী পাওনা খরচকে আর বিবরণীতে ব্যয় হিসেবে দেখায় এবং অনাদারী পাওনা সঞ্চিতি নামে একটি হিসাব তৈরি করে যা আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে প্রাপ্য হিসাব থেকে বাদ দিয়ে নিট প্রাপ্য হিসাব দেখানো হয়।

এ পদ্ধতির তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যথা—

- ক. আদায়ী পাওনার পরিমাণ অনুমান করা হয়। এ অনুমিত আদায়ী পাওনাকে খরচ হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং একে সংশ্লিষ্ট হিসাবকালের রাজস্ব আয়ের সাথে সমন্বয় করা হয়।
- খ. অনুমিত আদায়ী পাওনার ক্ষেত্রে হিসাবকাল শেষে সমন্বয় এন্ট্রির মাধ্যমে আদায়ী পাওনা খরচকে ডেবিট এবং আদায়ী পাওনা সঞ্চিরতিকে ক্রেডিট করা হয়। আদায়ী পাওনা সঞ্চিরতির হিসাব তৈরি করার সুবিধা হওয়া প্রাপ্য হিসাব অবদ প্রকৃত পাওনা নির্ধারণ করে আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে উপস্থাপন করা। এর ফলে আর বিবরণী হতে প্রকৃত নিট মুনাফা ও আর্থিক অবস্থার বিবরণী হতে নিট প্রাপ্যসমূহ জানা সম্ভব হয়।
- গ. যখন কোনো একটি নির্দিষ্ট হিসাবকে অবলোপন করা হয় তখন প্রকৃত আদায়ী পাওনার জন্য সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিরতি হিসাবকে ডেবিট এবং প্রাপ্য হিসাবকে ক্রেডিট করা হয়।

২. প্রত্যক্ষ অবলোপন পদ্ধতি (Direct Write off Method)

আদায়ী পাওনা হিসাবরক্ষকের বিকল্প পদ্ধতি হচ্ছে প্রত্যক্ষ অবলোপন পদ্ধতি। এ পদ্ধতি অনুসারে প্রাপ্য হিসাব হতে পাওনা আদায় করা যাবে না, একদম সিদ্ধান্ত স্থির না করা পর্যন্ত আদায়ী পাওনা হিসাববুদ্ধ করা হয় না। আদায়ী পাওনা নিশ্চিতভাবে নির্ধারিত হলে আদায়ী পাওনা খরচকে আর বিবরণীতে ডেবিট ও প্রাপ্য হিসাবকে ক্রেডিট করে অবলোপন করা হয়। আদায়ী পাওনা খরচ হিসাববুদ্ধ করার জাবোদা—

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	আদায়ী পাওনা খরচ হিসাব প্রাপ্য হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট		

এ পদ্ধতি দুটি কারণে ত্রুটিপূর্ণ।

১. আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে: প্রাপ্য হিসাবসমূহ মোট মূল্যে (Gross Amount) প্রদর্শন করা হয়। অর্থাৎ প্রাপ্য হিসাবসমূহকে তাদের নিট নগদ আদায়যোগ্য মূল্যে (Net cash Realisable value) প্রদর্শন করা হয় না। এর মূল কারণ হচ্ছে কতি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত ক্ষতিকে এ পদ্ধতিতে স্বীকার করা হয় না। যখন ক্ষতি নিশ্চিত হওয়া যায় তখনই প্রাপ্য হিসাবের সাথে তা সমন্বয় করা হয়।
২. চলতি হিসাবকালের রাজস্ব: ধারে বিক্রয়ের বিপরীতে আদায়ী পাওনাকে খরচ বা ক্ষতি হিসাবে ধার্য করা না হলে আয়-ব্যয়ের মিলকরণ সঠিক হবে না। কালে আর বিবরণী প্রকৃত লাভ-ক্ষতি প্রকাশ করবে না।

৬.০৩ অনাদায়ী পাওনা এবং সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিরতি

Bad Debts Expenses & Allowance for Doubtful Debts

অনাদায়ী পাওনা (Bad Debts Expenses): সার্বিক প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও ধারে বিক্রয়ের যে অর্থ ক্রেতার নিকট হতে আদায় করা সম্ভব হয় না তাকে অনাদায়ী পাওনা বলে। অনাদায়ী পাওনা প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক ক্ষতি যা পরিচালন ব্যয় হিসেবে আর বিবরণীতে দেখানো হয়। নির্দিষ্ট হিসাবকাল শেষে এ খরচকে বন্ধ করে দিতে হয়। যার জন্য আর বিবরণী ডেবিট এবং অনাদায়ী পাওনা খরচকে ক্রেডিট করা হয়।

অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি (Allowance for Doubtful Debts): প্রাপ্য হিসাবের কত টাকা নগদে আদায় করা যাবে তার সঠিক পরিমাণ পূর্বে নির্ধারণ করা কঠিন। তাই ভবিষ্যতে অনাদায়ী পাওনার ক্ষতি মোকাবিলা করার জন্য পূর্ব থেকে যে সঞ্চিতির ব্যবস্থা করা হয় তাকে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি বলে। আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতিতে প্রাপ্য হিসাব থেকে বাদ দিয়ে দেখানো হয়।

অনাদায়ী পাওনা ও অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতির মধ্যে নিম্নের পার্থক্য উল্লেখযোগ্য:

অনাদায়ী পাওনা আদায়ের চূড়ান্ত চেষ্টার পরও প্রাপ্য হিসাব হতে যে পরিমাণ অর্থ আদায় করা যায় না তাকে অনাদায়ী পাওনা বলে। ভবিষ্যতে অনাদায়ী পাওনার ক্ষতি মোকাবিলা করার জন্য পূর্ব থেকে যে সঞ্চিতির ব্যবস্থা করা হয় তাকে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি বলে।

অনাদায়ী পাওনা কারবারের একটি নির্দিষ্ট ক্ষতি। অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি কারবারের সম্ভাব্য ক্ষতির বিপক্ষে একটি আগাম ব্যবস্থা। এটি ভবিষ্যতে আদায় হতেও পারে নাও হতে পারে লোকসান হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হলেও বাস্তবে সম্পূর্ণ ক্ষতি নাও হতে পারে।

অনাদায়ী পাওনা রেওয়ামিলে ডেবিট জের কলামে দেখানো হয়। অনাদায়ী পাওনা হিসাবের জের চ্যাপি বহরেই বদ্ধ করা হয়। অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি পরবর্তী হিসাবকালে রেওয়ামিলের ক্রেডিট জের কলামে দেখানো হয়। সঞ্চিতির জের পরবর্তী বছরে স্থানান্তর করা হয়। অনাদায়ী পাওনা ক্ষতি বিধায় উদ্ভূতপত্র প্রদর্শিত হয় না। অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি উদ্ভূতপত্রে দেনাদার হতে বাদ দিয়ে দেখানো হয়।

অনাদায়ী পাওনার মাধ্যমে কোনো গোপন সঞ্চিতি সৃষ্টি করা যায় না। অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতির মাধ্যমে অনেক সময় গোপন সঞ্চিতি সৃষ্টি করা যায়। অনাদায়ী পাওনা হিসাবভুক্ত করার সময় অনাদায়ী পাওনাকে ক্রেডিট এবং প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট করা হয়। এর ফলে প্রাপ্য হিসাবের পরিমাণ সরাসরি হ্রাস পায়। সঞ্চিতি হিসাবভুক্ত করার সময় অনাদায়ী পাওনা হিসাবকে ডেবিট এবং অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতিতে ক্রেডিট করা হয়। এর ফলে দেনাদারের পরিমাণ সরাসরি হ্রাস পায় না। অনাদায়ী পাওনার স্বাভাবিক জের ডেবিট এবং অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতির স্বাভাবিক জের ক্রেডিট হয়।

৬.০৪ অনাদায়ী পাওনা এবং সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতির হিসাবরক্ষণ

Accounting Procedure of Bad Debts and Allowance for Doubtful Debts

অনাদায়ী পাওনা ও সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতির হিসাবরক্ষণের পদ্ধতি হলো দুটি—

ক. প্রত্যক্ষ পদ্ধতি (Direct Method): সেসব প্রতিষ্ঠানের ধারে বিক্রয় ও অনাদায়ী পাওনার পরিমাণ নগদ্য সেসব প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষ পদ্ধতি ব্যবহার করে। যেমন—মোবাইল কোম্পানি, জুয়েলারি ব্যবসা ইত্যাদি। এ পদ্ধতিতে অনাদায়ী পাওনা সরাসরি প্রাপ্য হিসাবের সাথে সমন্বয় করা হয়। প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে অনাদায়ী পাওনা হিসাবভুক্তকরণের জাবেদা:

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	অনাদায়ী পাওনা বহুত	ডেবিট		
	প্রাপ্য হিসাব	ক্রেডিট		

উদাহরণ: ১ অকন লিমিটেড-এর ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে প্রাপ্য হিসাবের পরিমাণ ৯২,০০০ টাকা। একই তারিখে অনাদারী টাকার পরিমাণ ২,০০০ টাকা।

করণীয়: ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে অনাদারী পাওনা হিসাবভুক্ত কর।

সমাধান-১:

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
২০১২ ডিসে. ৩১	অনাদারী পাওনা খরচ প্রাপ্য হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	২,০০০	২,০০০

কাজ-১: মাসুদ আত কোং লি. এর ৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ সমাপ্ত বছরে ধারে বিক্রয়ের পরিমাণ ২০,০০,০০০ টাকা এবং প্রাপ্য হিসাবের পরিমাণ ৫,০০,০০০ টাকা। মাসুদ এত কোং এ মর্মে নিশ্চিত হয় যে, একজন গ্রাহক মি. মাহমুদ দেউলিয়া ঘোষিত হওয়ার কারণে তার নিকট প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্য ২,৫০০ টাকা আদায় করা যাবে না।
করণীয়: ৩১ ডিসেম্বর তারিখে অনাদারী পাওনা হিসাবভুক্ত কর।

খ. সঞ্চিত পদ্ধতি বা ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা পদ্ধতি (Allowance of Provision Method)

এ পদ্ধতিতে অনাদারী পাওনা সঞ্চিত নির্ণয়ের দুটি ভিত্তি রয়েছে। যথা:

- ১. বিক্রয়ের উপর শতকরা হার:** এ পদ্ধতিতে অনাদারী পাওনাকে বিক্রয়ের শতকরা হার হিসাবে গণনা করা হয়। অনাদারী পাওনা বরচকে আর বিবরণীতে দেখানো হয় বলে এ পদ্ধতিকে Statement of Financial Performance Approach বলা হয়। অনাদারী পাওনা বরচকে সমন্বয় জাবেদার মাধ্যমে হিসাব বছর শেষে লিপিবদ্ধ করা হয়। একটি প্রতিষ্ঠান পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা এবং ধার নীতি (Credit Policy) ইত্যাদির ভিত্তিতে অনাদারী পাওনা অনুমান করে। চলতি হিসাবকালে মোট ধারে বিক্রয় অথবা নিট ধারে বিক্রয়কে ভিত্তি হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। যদি কোনো হিসাব বছর শেষে দেখা যায় যে, অনাদারী পাওনা সঞ্চিত পর্যাপ্ত ছিল না। তাহলে পরবর্তী বছর পূর্ববর্তী বছর অপেক্ষা অধিক হারে সঞ্চিত নির্ধারণ করা হয়।
 - ২. প্রাপ্য হিসাবসমূহের শতকরা হার (Percentage of Receivables):** এ পদ্ধতিতে মোট প্রাপ্য হিসাবের উপর শতকরা হারে অনাদারী পাওনা সঞ্চিত (Allowance for Bad debts) ধার্য করা হয়। নতুন অনাদারী পাওনা সঞ্চিত এবং পূর্ববর্তী বছরের পুরানো অনাদারী পাওনা সঞ্চিত উভয়ের মাঝে যে পার্থক্য থাকে কেবল তাফেই চলতি বছরের অনাদারী পাওনা খরচ হিসেবে আর বিবরণীতে দেখানো হয়।
- এ পদ্ধতিতে প্রাপ্য হিসাবসমূহ এবং অনাদারী পাওনা সঞ্চিতের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। যার ফলে এ পদ্ধতিকে আর্থিক অবস্থার বিবরণী (Balance Sheet Approach) পদ্ধতিও বলা হয়।

নিট নগদ আদায় মূল্য Net Cash Realisable Value	=	প্রাপ্য হিসাবসমূহ Accounts Receivable	-	অনাদারী পাওনা সঞ্চিত Allowance for Bad debts
--	---	--	---	---

এ পদ্ধতির প্রয়োগ দুভাবে করা সম্ভব যথা:

ক. প্রাপ্য হিসাবসমূহের আয়ুষ্কাল পদ্ধতি (Aging of Accounts Receivable Method)

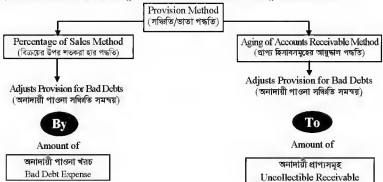
খ. যৌগ হার প্রণালি (Composite Rate Method)

ক. প্রাপ্য হিসাবসমূহের আয়ুষ্কাল পদ্ধতি (Aging of Accounts Receivable Method): এক্ষেত্রে একটি আয়ুষ্কাল তালিকা প্রস্তুত করা হয় যেখানে মেয়াদ অনুসারে প্রতিটি খরিদারের নিকট প্রাপ্য টাকার পরিমাণ নিশ্চিত করা হয়। প্রাপ্য টাকার মেয়াদকাল অনুসারে অলাদা অলাদা শতকরা হার প্রয়োগ করে (যে হিসাবের অনাদারকাল যত দীর্ঘ তার শতকরা হার তত বেশি) মোট সমাপনী অনাদারী পাওনা সঞ্চিতি নির্ধারণ করা হয়। অতঃপর সমাপনী এবং প্রারম্ভিক (বিগত বছরের অনাদারী পাওনা সঞ্চিতি) জেরদ্বয়ের মাঝে যে পার্থক্য সৃষ্টি হয় তাকে চলতি বছরের অনাদারী পাওনা সঞ্চিতি হিসাবে আর বিবরণীতে বরচ হিসাবে দেখাতে হবে। অন্যদিকে গণনাকৃত সমাপনী জের আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে প্রাপ্য হিসাব থেকে বাদ দিয়ে দেখাতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, সমন্বয়ের পূর্বে অনাদারী পাওনা সঞ্চিতি হিসাবের প্রারম্ভিক জের (Opening balance) কখনও কখনও ডেবিট জের (Debit Balance) নির্দেশ করতে পারে। এটা তখনই সম্ভব যখন বিগত বছরের অনাদারী পাওনা অবলোপনের পরিমাণ অনাদারী পাওনা সঞ্চিতির পরিমাণ থেকে বেশি হয়। এক্ষেত্রে প্রারম্ভিক জের (ডেবিট)-এর সাথে সমাপনী জের যোগ করে যে যোগফল দাঁড়াবে তাই হবে চলতি হিসাবকালের জন্য অনাদারী পাওনা সঞ্চিতি।

খ. যৌগ হার প্রণালি (Composite Rate Method): বাস্তবে অবিকাশে প্রতিষ্ঠান বিক্রয়ের উপর শতকরা হার এবং প্রাপ্য হিসাবসমূহের আয়ুষ্কাল পদ্ধতি একত্রে প্রয়োগ করে। এক্ষেত্রে—

১. অন্তরবর্তীকালীন আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে বিক্রয়ের উপর শতকরা হারে অনাদারী পাওনা ধার্য করা হয়। কারণ এটি হিসাব করা সহজ। এক্ষেত্রে অনাদারী পাওনা বরচের উপর গুরুত্বারোপ হয়।
২. বছর শেষে প্রতিষ্ঠান আয়ুষ্কাল পদ্ধতি প্রয়োগ করে, অনাদারী পাওনা নির্ধারণ করে। এক্ষেত্রে প্রাপ্যসমূহের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়।
৩. উভয় পদ্ধতি একত্রে অনুসরণ করার ফলে আর্থিক বিবরণীতে অনাদারী পাওনা বরচ এবং প্রাপ্যসমূহ সঠিকভাবে উপস্থাপিত হয়।

নিম্নে হকের মাধ্যমে যৌগহার পদ্ধতি অনুসারে অনাদারী পাওনা নির্ধারণ ও হিসাবভুক্তকরণ দেখানো হলো—



উদাহরণ-২: প্রাক্তন কোম্পানি একটি প্রসিদ্ধ খাদ্য সামগ্রী বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান। ৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ সালের আর্থিক অবস্থার বিবরণী অনুসারে নিম্নের হিসাবগুলো ও জের ছিল নিম্নরূপ—

হিসাবের নাম	টাকার পরিমাণ
মোট ও প্রাপ্য হিসাব	৫,৫০,০০০
অনাদায়ী পাওনা সম্বন্ধিত	(১৫,০০০)

করণীয়:

- ২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে মোট ও প্রাপ্য হিসাব হতে কত টাকা আদায়ের প্রত্যাশা করা হয়েছে।
- প্রাক্তন কোম্পানির ২০১৪ সালের হিসাব বহিতে নিম্নের সেনসেন্ডোর জাবেদা দাখিল দেয়া গেল।
ক. বিক্রয়ের উপর শতকরা হার প্রয়োগ করে প্রথম ৬ মাসে অনাদায়ী পাওনার পরিমাণ ২০,০০০ টাকা।
খ. প্রাপ্য হিসাবের ২৫,০০০ টাকা অনাদায়ী পাওনা বাবদ অবলোপন করা হলো।
গ. ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ সালে প্রণতকৃত আয়ুষ্কাল তালিকা অনুযায়ী মোট দেনাদার ৫,৬০,০০০ টাকা এবং অনাদায়ী পাওনার পরিমাণ ১৫,০০০ টাকা।
- ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে প্রাপ্য হিসাব ও অনাদায়ী পাওনা সম্বন্ধিত কীভাবে প্রদর্শন করবে?
- ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে প্রাপ্য হিসাব হতে কত টাকা আদায়ের প্রত্যাশা করা হচ্ছে? এবং ২০১৪ সালের সমাপ্ত বছরে অনাদায়ী পাওনার খরচ বাবদ কত টাকা আয়-ব্যয় বিবরণীতে দেখানো হবে?

সমাধান-২:

করণীয়-১: প্রাপ্য হিসাব হতে প্রত্যাশিত আদায়মূল্য = মোট মোট ও প্রাপ্য হিসাব – অনাদায়ী পাওনা সম্বন্ধিত
= (৫,৫০,০০০ – ১৫,০০০) টাকা
= ৫,৩৫,০০০ টাকা

করণীয়-২:

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
ক.	অনাদায়ী পাওনা খরচ হিসাব অনাদায়ী পাওনা সম্বন্ধিত হিসাব (অনাদায়ী পাওনা সম্বন্ধিত তৈরি করা হলো)	ডেবিট ক্রেডিট	২০,০০০	২০,০০০
খ.	অনাদায়ী পাওনা সম্বন্ধিত হিসাব মোট ও প্রাপ্য হিসাব (অনাদায়ী পাওনা অবলোপন করা হলো)	ডেবিট ক্রেডিট	২৫,০০০	২৫,০০০
গ.	অনাদায়ী পাওনা খরচ হিসাব অনাদায়ী পাওনা সম্বন্ধিত হিসাব (অনাদায়ী পাওনা অবলোপন করা হলো) গণনাকর্ম: ১৫,০০০ – (১৫,০০০ + ২০,০০০ – ২৫,০০০)	ডেবিট ক্রেডিট	৫,০০০	৫,০০০

করণীয়-৩:

আর্থিক অবস্থার বিবরণী

বিবরণ	টাকার পরিমাণ
নোট ও প্রাপ্য হিসাব	৫,৬০,০০০
বাস: অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	১৫,০০০
নিট প্রাপ্য হিসাব	৫,৪৫,০০০

করণীয়-৪: ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ সালের নোট ও প্রাপ্য হিসাব হতে প্রত্যাশিত আদায় মূল্য = মোট নোট ও প্রাপ্য

হিসাব – অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি = ৫,৬০,০০০ – ১৫,০০০ = ৫,৪৫,০০০ টাকা

অনাদায়ী পাওনা বরচ বাবদ আর বিবরণীতে দেখানো হবে = ২০,০০০ + ৫,০০০
= ২৫,০০০ টাকা

কাজ-২: মনিরা কোং লি. এর হিসাব বহিতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ সমাপ্ত হিসাব বছরে নিম্নোক্ত তথ্যগুলো পাওয়া যায়।

হিসাবের নাম	ডেবিট	ক্রেডিট
প্রাপ্য হিসাব	১,০০,০০০	
বিক্রয়		১০,০০,০০০
অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি		১০,০০০

১. ৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ সালে প্রাপ্য হিসাব হতে কত টাকা আদায়ের প্রত্যাশা করা হয়।

২. মনিরা কোম্পানি ২০১৪ সালে বিক্রয়ের পরিমাণ ১৫,০০,০০০ টাকা। ২% হারে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ধরা হলো।

৩. হিসাব বছরে অনাদায়ী পাওনা বাবদ অবলোপন করা হয় ২৫,০০০ টাকা।

৪. ২০১৪ সালে সমাপ্তি প্রাপ্য হিসাব ২০০,০০০ টাকা। যার উপর ১০% হারে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি রাখতে হবে।

করণীয়: উপরিউক্ত লেনদেনসমূহের জাবেদা দাখিলা দাও।

৬.০৫ অনাদায়ী পাওনা আদায়ের হিসাবরক্ষণ

Accounting for Bad debts Received

অবলোপনকৃত অনাদায়ী পাওনা আদায় হলে অথবা আদায় হবে এ মর্মে প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেলে নিম্নের দুটি জাবেদা দাখিলা দিয়ে, অনাদায়ী পাওনা আদায় হিসাবভুক্ত করা হয়।

লেনদেনের বিবরণ	প্রত্যক্ষ পদ্ধতি		ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা পদ্ধতি	
১. পাওনা আদায়ের নিশ্চয়তা পাওয়া গেলে	প্রাপ্য হিসাব	ডেবিট	প্রাপ্য হিসাব	ডেবিট
	আর্থিক বিবরণী	ক্রেডিট	অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	ক্রেডিট
২. নগদ আদায় হলে	নগদান হিসাব	ডেবিট	নগদান হিসাব	ডেবিট
	প্রাপ্য হিসাব	ক্রেডিট	প্রাপ্য হিসাব	ক্রেডিট

উদাহরণঃ ২০১৩ সালের সমাপ্ত বছরের বিক্রয় ছিল ১১,২৫,০০০ টাকা। আসাদ ট্রেডার্স সিদ্ধান্ত নেয় যে, অন্যদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হবে বিক্রয়ের ১%।

করণীয়ঃ

নিম্নের লেনদেনগুলোর জাবেদা দাবিমা দেখাও—

ক. অন্যদায়ী পাওনা সঞ্চিতির পরিমাণ নির্ণয় কর।

খ. ২০১৪ সালের ১৫ জানুয়ারি তারিখে আসাদ ট্রেডার্স সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, প্রাপ্য হিসাব জনাব জাহাঙ্গীরের নিকট পাওনা ৭৫০ টাকা আদায় হবে না।

গ. ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১২ তারিখে জনাব জাহাঙ্গীরের নিকট থেকে ৭৫০ টাকার একটি চেক পাওয়া গেল।

সমাধান-৩ঃ

$$\begin{aligned}\text{ক. অন্যদায়ী পাওনা সঞ্চিতি} &= \text{বিক্রয়} \times \text{অন্যদায়ী পাওনা সঞ্চিতির হার} \\ &= ১১,২৫,০০০ \times ১\% \\ &= ১১,২৫০ \text{ টাকা।}\end{aligned}$$

খ.

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	অন্যদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ডেবিট প্রাপ্য হিসাব-জনাব জাহাঙ্গীর ক্রেডিট		৭,৫০	৭,৫০

গ.—১ঃ

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	প্রাপ্য হিসাব-জনাব জাহাঙ্গীর ডেবিট অন্যদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ক্রেডিট		৭,৫০	৭,৫০

গ.—২ঃ

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	নগদান হিসাব ডেবিট প্রাপ্য হিসাব-জনাব জাহাঙ্গীর ক্রেডিট		৭,৫০	৭,৫০

কাজ—৩: কামাল আন্ড সন্স-এর ২০১৩ সমাপ্ত বছরের বিক্রয় ছিল ১৫,০০,০০০ টাকা এবং প্রাপ্য হিসাবের জের ৪,০০,০০০ টাকা। কামাল আন্ড সন্স এর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, অনাদায়ী পাওনা স্বিগ্গিতি হবে সেনাদারের ১০%।

কর্মণীয়: নিম্নের সেনাদেনগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় জাবেদা দাও।

১. অনাদায়ী পাওনা স্বিগ্গিতির।
২. ২০১৪ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে কামাল আন্ড সন্সের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, প্রাপ্য হিসাবের ১,৫০০ টাকা আদায় হবে না।
৩. ২০১৪ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে পূর্বে অবদোপনকৃত ১,৫০০ টাকা পাওয়া যায়।

৬.০৬ প্রাপ্য নোট ও এর প্রস্তুতকরণ

Notes Receivable and its Preparation

দায় পরিশোধের লিখিত প্রতিশ্রুতির বিপরীতে ক্রেতার নিকট ধারে পণ্য বা সেবা বিক্রয় হলে, বিক্রেতার যে দাবি সৃষ্টি হয় তাকে প্রাপ্য নোট বলে। প্রাপ্য নোট একটি হস্তান্তরযোগ্য দলিল। সাধারণত বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কবসা প্রতিষ্ঠান প্রাপ্য নোটের বিপরীতে পণ্য বা সেবা বিক্রয় করে থাকে। বৈদেশিক বাণিজ্যে সমুদ্র পথে পণ্য পরিবহনে অধিক সময় লাগে। অছাড়া বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রাপ্য নোট পণ্ডা আদারে অধিক নিরাপত্তা প্রদান করে। এর মেয়াদকাল ৬০ থেকে ৯০ দিন বা তার চেয়ে বেশি হতে পারে। প্রাপ্য নোট মেয়াদশেষে সুদসহ আদায় হয়।

প্রাপ্য নোটের হিসাবরক্ষণ—

১. প্রাপ্য নোটের বিপরীতে পণ্য বা সেবা বিক্রয় হলে:

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	প্রাপ্য নোট বিক্রয় হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট		

২. মেয়াদ শেষের সুদসহ প্রাপ্য নোট আদায় হলে:

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	নগদান হিসাব প্রাপ্য নোট সুদ আয়	ডেবিট ক্রেডিট ক্রেডিট		

৩. সাধারণত ৬০ থেকে ৯০ দিন ধারে প্রাপ্য হিসাবের বিপরীতে পণ্য বা সেবা বিক্রয় হয়। যদি পণ্যের ক্রেতা ধার সময় কালের মধ্যে মূল্য পরিশোধ না করে তাহলে পণ্যের বিক্রেতা প্রাপ্য হিসাবের পরিবর্তে প্রাপ্য নোট গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে জাবেদা মাখিলা হবে নিম্নরূপ:

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	প্রাপ্য নোট হিসাব প্রাপ্য হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট		

৪. প্রাপ্য নোটের টাকা যদি মেয়াদপূর্তিতে আদায় করা না যায় (অমর্যাদাকৃত হবে):

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	প্রাপ্য হিসাব	ডেবিট		
	প্রাপ্য নোট	ক্রেডিট		
	সুদ আয়	ক্রেডিট		

৬.০৭ প্রাপ্য নোটের প্রস্তুতকরণ

Preparation of Notes Receivable

কোম্পানি আইন অনুসারে প্রাপ্য নোট প্রস্তুত করা হয়। আইন অনুসারে প্রাপ্য নোট নিম্নের বিষয়গুলো দেখানো হয়—

১. প্রস্তুতকারী;
২. স্বীকৃতিকারী বা প্রাপক;
৩. লিখিত মূল্য;
৪. সুদের হার;
৫. সুদ গণনা আরম্ভের সময়;
৬. সুদ গণনা সময়ের শেষ।

Interest period starts

Payable at: State Bank Sydney NSW 2000	No. 007442 Date: 20 October 20x3	Due date: 15 January 20x4 Amount: \$ 15000
Interest period ends on the maturity date Principal		
Drawn Pay to The Sum of	On 15 January 20x4, FIXED General Electric Fifteen thousand dollars Plus interest at 10% p.a.	or Order
Principal To: Dorman Builders High Street Randwick NSW	For and on behalf of Dorman Builders <i>J. Dorman</i>	For and on behalf of General Electric <i>J. Miller</i>
	Acceptor	Drawer
Interest rate		

৬.০৭ প্রাপ্য নোটের বিক্রয়

Sale of Notes Receivable

প্রাপ্য নোট একটি হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল। তাই এর ধারক মেয়াদপূর্তির তারিখের পূর্বে নগদ অর্থের প্রয়োজনে প্রাপ্য নোট বিক্রয় করতে পারে। প্রাপ্য নোটের একপ বিক্রয় বা হস্তান্তরকে বলা হয় প্রাপ্য নোটের বাটাকরণ। দীর্ঘমেয়াদি প্রাপ্য নোটের বিপরীতে সম্পত্তি জামানত থাকে। যার বিপরীতে ব্যাংক প্রতিষ্ঠানকে ধার প্রদান করে। মেয়াদপূর্তির পূর্বে বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রাপ্য নোট বিক্রয়ের মাধ্যমে ব্যাংক মূল্য অর্থের যোগান বাড়তে পারে। স্বল্পমেয়াদি প্রাপ্য নোটের ক্ষেত্রে পণ্যের ক্রেতা-বিক্রেতা পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে প্রাপ্য নোটের শর্তাবলি স্থির করেন। প্রাপ্য নোটের ধারক নগদ প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে মেয়াদ পূর্তির পূর্বে লিখিত মূল্য অপেক্ষা কম দামে প্রাপ্য নোট বাটাকরণ করতে পারেন। প্রাপ্য নোটের ধারক সুদ আরম্ভের সময় কাগজের শুরু হতে কিছু সময় প্রাপ্য নোট ধারণ করে, প্রাপ্য নোট বাটাকরণ করলে যে সময় অতিবাহিত হয়েছে তার জন্য প্রাপ্য সুদ আয় হিসাবে অয় বিবরণীতে দেখাতে হবে। প্রাপ্য নোটের ক্রেতা প্রাপ্য নোট ক্রয়ের মাধ্যমে অর্থ বিনিয়োগ করে। এক্ষেত্রে বাটার হার কত হবে তা নির্ভর করে নোট ক্রেতার প্রত্যাশিত বিনিয়োগের উপর ল্যাবের হার অনুসারে।

প্রাপ্য নোটের ব্যাটাকরণ হিসাবরক্ষণের জাবেদা—

১. প্রাপ্য নোটের বিক্রয়মূল্য লিখিত মূল্য অপেক্ষা বেশি হলে প্রাপ্য নোটের বিক্রয়ের জাবেদা হবে:

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
	নগদান হিসাব	ডেবিট		
	প্রাপ্য নোট	ক্রেডিট		
	সুদ আয়	ক্রেডিট		

২. প্রাপ্য নোটের বিক্রয়মূল্য লিখিত মূল্য অপেক্ষা কম হলে প্রাপ্য নোটের বিক্রয়ের জাবেদা হবে:

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	নগদান হিসাব	ডেবিট		
	সুদ খরচ	ডেবিট		
	প্রাপ্য নোট	ক্রেডিট		

উদাহরণ: ৪

প্রাঞ্জল, হেলালের নিকট ৫০,০০০ টাকার পণ্য ১ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে ধারে বিক্রয় করে। অতঃপর হেলালের বরাবর ৩ মাস মেয়াদি একটি বিল প্রাঞ্জল প্রস্তুত করলে হেলাল এতে ১ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে সম্মতি প্রদান করে। প্রাঞ্জল বিলটি ফরেকের স্বপক্ষে অনুমোদন করল। ফরেক বিলটি ১৫ জানুয়ারি এগ্রিম বরাবরকে ৪৮,০০০ টাকায় বাতী করল। কিন্তু মেয়াদ শেষে বিলটি প্রত্যখ্যাত হলো।

ক. বিলের মেয়াদপূর্তি তারিখ ও বাতী নির্ণয় কর।

খ. প্রাঞ্জল এর বইতে জাবেদা দেখাও।

গ. হেলালের বইতে জাবেদা দেখাও।

সমাধান: ৪

ক. মেয়াদপূর্তির তারিখ নির্ণয়:

	দিন	মাস	বছর
প্রস্তুতকাল	০১	০১	২০১৩
মেয়াদ	-	০৩	-
অনুগ্রহ দিবস	০৩	-	-
	০৪	০৪	২০১৩

সুতরাং, মেয়াদপূর্তি দিক ৪ এপ্রিল ২০১৩ সাল।

ব্যাটী নির্ণয়:

বিলের মূল্য

বাদ-বিলের ব্যাটাকৃত মূল্য

টাকা

৫০,০০০

৪৮,০০০

২,০০০

খ. প্রাক্কলের হিসাব বহি

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
২০১২ ডিসে.-১	প্রাপ্য হিসাব – হেলাল বিক্রয় হিসাব (ধারে পণ্য বিক্রয় হিসাবভুক্ত করা হলো)	ডেবিট ক্রেডিট	৫০,০০০	৫০,০০০
২০১৩ জানুয়ারি-১	প্রাপ্য নোট হিসাব প্রাপ্য হিসাব – হেলাল (প্রাপ্য নোট পাওয়া গেল)	ডেবিট ক্রেডিট	৫০,০০০	৫০,০০০
২০১৩ জানুয়ারি-১	প্রদেয় হিসাব – ফারুক প্রাপ্য নোট হিসাব (প্রাপ্য নোট ফারুককে অনুমোদন করা হলো)	ডেবিট ক্রেডিট	৫০,০০০	৫০,০০০
২০১৩ এপ্রিল-৪	প্রাপ্য হিসাব – হেলাল প্রদেয় হিসাব – ফারুক (মেয়াদ শেষে অনুমোদিত নোট প্রত্যাহৃত হলো)	ডেবিট ক্রেডিট	৫০,০০০	৫০,০০০

গ.

হেলালের হিসাব বহি

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
২০১২ ডিসে.-১	ক্রয় হিসাব প্রদেয় হিসাব – প্রাক্কল (ধারে পণ্য ক্রয় হিসাবভুক্ত করা হলো)	ডেবিট ক্রেডিট	৫০,০০০	৫০,০০০
২০১৩ জানুয়ারি-১	প্রদেয় হিসাব – প্রাক্কল প্রদেয় নোট হিসাব (প্রদেয় নোটে স্বীকৃতি প্রদান করা হলো)	ডেবিট ক্রেডিট	৫০,০০০	৫০,০০০
২০১৩ এপ্রিল-৪	প্রদেয় নোট হিসাব প্রদেয় হিসাব – প্রাক্কল (মেয়াদ শেষে প্রদেয় নোট প্রত্যাহৃত হলো)	ডেবিট ক্রেডিট	৫০,০০০	৫০,০০০

কাজ—৪: সম্পদ, সচ্ছলের নিকট ৫০,০০০ টাকার পণ্য ১ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে ধারে বিক্রয় করে। অতঃপর সচ্ছলের বরাবর ৩ মাস মেয়াদি একটি বিগ সম্পদ প্রদত্ত করলে সচ্ছল এতে ১ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে সম্মতি প্রদান করে। সম্পদ বিগটি সম্ময়ের স্বপক্ষে অনুমোদন করল। সম্ময় বিগটি ১৫ জানুয়ারি এজিম ব্যাংকে ৪৮,০০০ টাকায় বাত্মা করল। কিন্তু মেয়াদ শেষে বিগটি প্রত্যাখ্যাত হলো।

- ক. বিলের মেয়াদপূর্তির তারিখ ও বাত্মা নির্ণয় কর।
খ. সম্পদের বইতে জাবেদা দেখাও।
গ. সচ্ছলের বইতে জাবেদা দেখাও।

সমস্যা ও সমাধান

সমস্যা: ১ ২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে প্রস্তুতকৃত আহসান কোং রেওয়ামিলের একটি অংশ ছিল নিম্নরূপ:

হিসাবের নাম	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
অনাদারী পাওনা খরচ	৫,০০০	
প্রাপ্য হিসাব	২,০০,০০০	
অনাদারী পাওনা সম্মতি		৭,০০০

প্রতিষ্ঠানটি প্রাপ্য হিসাবের উপর ৫% হারে অনাদারী পাওনা সম্মতি ধার্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

করণীয়:

- ক. অনাদারী পাওনা সম্মতির পরিমাণ নির্ণয় কর।
খ. অনাদারী পাওনা সম্মতির জন্য জাবেদা দাখিল্য মাও।
গ. আয় বিবরণী ও আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে প্রাপ্য হিসাবে কীভাবে প্রদর্শন করা হবে তা দেখাও।

সমাধান: ১

ক. অনাদারী পাওনা সম্মতির পরিমাণ নির্ণয়:

মোট সমাপনী প্রয়োজনীয় সম্মতি (২০০,০০০ × ৫%)	১০,০০০
বাদ: পুরাতন সম্মতি	৭,০০০
অনাদারী পাওনা সম্মতির পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে।	৩,০০০

খ. অনাদারী পাওনা সম্মতির জন্য জাবেদা দাখিল্য:

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
২০১৩ ডিসেম্বর- ৩১	অনাদারী পাওনা খরচ অনাদারী পাওনা সম্মতি (অনাদারী পাওনা সম্মতি তৈরি করা হলো)	ডেবিট ক্রেডিট	৩,০০০	৩,০০০

গ. আয় বিবরণী এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে প্রাপ্য হিসাবের প্রদর্শন:

আয় বিবরণী

বিবরণ	টাকা
বিক্রয় ও বিপণন খরচ:	
অনাদারী পাওনা খরচ: (৫,০০০ + ৩,০০০)	৮,০০০

অর্থিক অবস্থার বিবরণী

বিবরণ	টাকা
চলতি সম্পত্তি:	
প্রাপ্য হিসাব	২,০০,০০০
বাদ : অনাদারী পাওনা সঞ্চিতি	১০,০০০
	১,৯০,০০০

সমস্যা: ২ সারমিন ট্রেডার্সের ২০১২ সালের সমাপ্ত বছরের বিক্রয় ছিল ১০, ০০,০০০ টাকা। সারমিন ট্রেডার্স সিদ্ধান্ত নেয় যে, অনাদারী পাওনা সঞ্চিতি হবে বিক্রয়ের ১.৫%।

করণীয়: নিম্নের সেনসেনগুলোর জাবেদা দাখিল নাও:

ক. অনাদারী পাওনা সঞ্চিতির পরিমাণ নির্ণয় কর।

খ. ২০১৩ সালের ২৫ জানুয়ারি তারিখে সারমিন ট্রেডার্স সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, জনাব মহসিনের নিকট পাওনা ২,০০০ টাকার আদায় হবে না।

গ. ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১৫ তারিখে জনাব মহসিনের নিকট থেকে ২,০০০ টাকার একটি চেক পাওয়া গেল।

সমাধান: ২

ক. অনাদারী পাওনা সঞ্চিতি = বিক্রয় × অনাদারী পাওনা সঞ্চিতির হার

$$= ১০, ০০,০০০ \times ১.৫\%$$

$$= ১৫,০০০ টাকা।$$

খ. জাবেদা দাখিল

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
২০১৩ জানু-২৫	অনাদারী পাওনা সঞ্চিতি প্রাপ্য হিসাব (অনাদারী পাওনা সঞ্চিতি অবলোপন করা হলো)	ডেবিট ক্রেডিট	২,০০০	২,০০০

গ. জাবেদা দাখিল

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
২০১৩ ফেব্রু-১৫	প্রাপ্য হিসাব অনাদারী পাওনা সঞ্চিতি (অনাদারী পাওনা সঞ্চিতি হিসাবভুক্ত করা হলো)	ডেবিট ক্রেডিট	২,০০০	২,০০০
" - ১৫	নগদান হিসাব প্রাপ্য হিসাব (অনাদারী পাওনা আদায় হিসাবভুক্ত করা হলো)	ডেবিট ক্রেডিট	২,০০০	২,০০০

সমস্যা-৩: ইউছুক ট্রেডার্সের হিসাব বই হতে নিম্নের তথ্য পাওয়া যায়: আকাশ কোম্পানির নিকট হতে ১৫ জুন ২০১২ তারিখে ১২% হারে ২২,৫০০ টাকার ৯০ দিন মেয়াদি প্রাপ্য নোট পাওয়া গেল। ১৫ জুলাই ২০১২ তারিখে ইউছুক ট্রেডার্স প্রাপ্য নোটটি ১০% হারে সিটি ব্যাংকের নিকট বাত্বাকরণ করল।

করণীয়:

- আকাশ কোম্পানিকে কত টাকা নোটের জন্য পরিশোধ করতে হবে।
- ইউছুক ট্রেডার্সের বহিতে প্রয়োজনীয় জাবেদা দাখিলা দাও।
- আকাশ ট্রেডার্সের বহিতে প্রয়োজনীয় জাবেদা দাখিলা দাও।

সমাধান: ৩

ক. মেয়াদপূর্তি মূল্য = লিখিত মূল্য + সুদ

$$= ২২,৫০০ + (২২,৫০০ \times ১২\% \times \frac{৯০}{৩৬০}) = ২৩,১৭৫$$

সুতরাং ২৩,১৭৫ টাকা মেয়াদপূর্তিতে নোটের জন্য পরিশোধ করতে হবে।

খ. গণনাকার্য: $২৩,১৭৫ - (২৩,১৭৫ \times ১০\% \times \frac{৬০}{৩৬০}) = ২২,৭৮৮.৭৫$

জাবেদা দাখিলা

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
২০১২ জুন-১৫	প্রাপ্য নোট প্রাপ্য হিসাব (প্রাপ্য নোট প্রাপ্তি হিসাব ভুক্ত করা হলো)	ডেবিট ক্রেডিট	২২,৫০০	২২,৫০০
জুলাই-১৫	নগদান হিসাব প্রাপ্য নোট সুদ আয় হিসাব (প্রাপ্যনোট বাত্বাকরণ ও নগদ প্রাপ্তি হিসাবভুক্ত করা হলো)	ডেবিট ক্রেডিট ক্রেডিট	২২,৭৮৮.৭৫	২২,৫০০ ২৮৮.৭৫

গ. জাবেদা দাখিলা

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
২০১২ জুন-১৫	প্রদেয় হিসাব প্রদেয় নোট (প্রদেয় নোট প্রদান হিসাবভুক্ত করা হলো)	ডেবিট ক্রেডিট	২২,৫০০	২২,৫০০
সেপ্টে-১৮	প্রদেয় নোট সুদ খরচ নগদান হিসাব (প্রদেয় নোট পরিশোধ হিসাব ভুক্ত করা হলো)	ডেবিট ডেবিট ক্রেডিট	২২,৫০০ ৬৭৫.০০	২৩,১৭৫

সমন্বয়-৪ কেয়ার গ্রুপ এর হিসাব বহি হতে নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ সংগ্রহ করা হলো।

২০১০

জানুয়ারি-১, অনাদারী ও সন্দেহজনক পাওনা সম্বন্ধিত ২,১০০ টাকা।

৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সমাপ্ত বছরে অনাদারী পাওনা হিসাবভুক্ত হয়েছে ১,১০০ টাকা। প্রাপ্য হিসাবের পরিমাণ ৩৫,০০০ টাকা।

প্রাপ্য হিসাবের উপর ৫% হারে অনাদারী ও সন্দেহজনক পাওনা সম্বন্ধিত ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৩১ ডিসেম্বর, ২০১১: অনাদারী পাওনা ১,৪০০ টাকা। প্রাপ্য হিসাবের পরিমাণ ৫৫,০০০ টাকা। প্রাপ্য হিসাবের উপর ৬% হারে অনাদারী ও সন্দেহজনক পাওনা সম্বন্ধিত ব্যবস্থা রাখতে হবে।

করণীয়:

ক. ২০১০ ও ২০১১ সালে লাভ-ক্ষতি হিসাবে অনাদারী পাওনা সম্বন্ধিত স্থানান্তর করতে হবে তা নির্ণয় কর।

খ. অনাদারী পাওনা হিসাব প্রস্তুত কর।

গ. অনাদারী পাওনা সম্বন্ধিত হিসাব প্রস্তুত কর।

সমাধান: ৪) গণনাকর্ম: সমাপনি অনাদারী পাওনা সম্বন্ধিত = প্রাপ্য হিসাব × অনাদারী পাওনার শতকরা হার

২০১০ সাল : $৩৫০০০ \times ৫\% = ১,৭৫০$ টাকা

২০১১ সাল : $৫৫,০০০ \times ৬\% = ৩,৩০০$ টাকা

সমাধান-ক: আয় বিবরণীতে অনাদারী পাওনা খরচ প্রদর্শন।

বিবরণ	২০১০ সাল	২০১১ সাল
সমাপনী অনাদারী পাওনা সম্বন্ধিত	১,৭৫০	৩,৩০০
যোগ : অনাদারী পাওনা খরচ	১,১০০	১,৪০০
বিয়োগ: প্রারম্ভিক অনাদারী পাওনা সম্বন্ধিত	(২,১০০)	(১,৭৫০)
আয় বিবরণীতে ডেবিত হবে	৭৫০	২,৯৫০

সমাধান-খ:

অনাদারী পাওনা খরচ হিসাব

তারিখ	বিবরণ	টাকার পরিমাণ	তারিখ	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
২০১০ ডিসেম্বর-৩১	অনাদারী পাওনা সম্বন্ধিত	৭৫০	২০১০ ডিসেম্বর-৩১	আয় বিবরণী	৭৫০
২০১১ ডিসেম্বর-৩১	অনাদারী পাওনা সম্বন্ধিত	২,৯৫০	২০১১ ডিসেম্বর-৩১	আয় বিবরণী	২,৯৫০

সমাধান-গ:

অনাদারী পাওনা সম্বন্ধিত হিসাব

তারিখ	বিবরণ	টাকার পরিমাণ	তারিখ	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
২০১০ ডিসেম্বর-৩১	প্রাপ্য হিসাব	১,১০০	২০১০ জানু-১	প্রারম্ভিক জের	২,১০০
ডিসেম্বর-৩১	সমাপনি জের	১,৭৫০	ডিসেম্বর-৩১	অনাদারী পাওনা সম্বন্ধিত	৭৫০
		২,৮৫০			২,৮৫০

২০১১ ডিসেম্বর-৩১	প্রাপ্য হিসাব	১,৪০০	২০১১ জানু-১	প্রারম্ভিক জের	১,৭৫০
ডিসেম্বর-৩১	সমাপনি জের	৩,৩০০	ডিসেম্বর-৩১	অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	২,৯৫০
		৪,৭০০			৪,৭০০

সমস্যা: ৫ ৩১ ডিসেম্বর ২০১২ সালের সমাপ্ত তারিখে বাণিজ্য আয়ত্নাদানের হিসাব বহি থেকে নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ নেয়া হলো।

বিবরণ	টাকা
অনাদায়ী ও সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতি (১-০১-২০১২)	৪,০০০
হিসাবভুক্ত অনাদায়ী পাওনা (৩১-১২-২০১২)	১,৬০০
অলিখিত অনাদায়ী পাওনা (৩১-১২-২০১২)	৫০০
প্রাপ্য হিসাব (৩১-১২-২০১২)	৩০,০০০

প্রাপ্য হিসাবের উপর ৫% হারে অনাদায়ী ও সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতির ব্যবস্থা করতে হবে।

করণীয়:

- অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতির পরিমাণ নির্ণয় কর।
- আয় বিবরণীতে অনাদায়ী পাওনা কীভাবে প্রদর্শন করতে হবে।
- আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে কীভাবে প্রাপ্য হিসাব প্রদর্শন করতে হবে তা দেখাও।

সমাধান: ৫

ক. অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি নির্ণয়—

বিবিধ দেয়াদার	৩০,০০০ টাকা
বিয়োগ: অলিখিত অনাদায়ী পাওনা	৫০০ টাকা
নিট প্রাপ্য হিসাব	২৯,৫০০ টাকা
গুণ: অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতির হার	৫%
	<u>১,৪৭৫ টাকা</u>

খ. আয় বিবরণীতে অনাদায়ী পাওনা বরচ প্রদর্শন।

বিবরণ	টাকা
সমাপনী অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	১,৪৭৫
যোগ: অনাদায়ী পাওনা খরচ	২,১০০
বিয়োগ: প্রারম্ভিক অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	৪,০০০
আয় বিবরণীতে ক্রেডিট করতে হবে	(৪,২৫)

গ. আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে প্রাপ্য হিসাব নিম্নোক্তভাবে প্রদর্শন করতে হবে।

প্রাপ্য হিসাব	২৯,৫০০ টাকা
বাদ: অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	<u>১,৪৭৫ টাকা</u>
নিট প্রাপ্য হিসাব	<u>২৮,০২৫ টাকা</u>

সুজনশীল প্রশ্ন:

২০০৮ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে পশ্চিম এন্টারপ্রাইজ এর অনাদায়ী পাওনা সম্বন্ধিত ছিল ২,৮০০ টাকা। ঐ বছর মোট অনাদায়ী পাওনার পরিমাণ ২,০০০ টাকা হয়েছিল। ২০০৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে প্রাপ্য হিসাবের পরিমাণ ৫০,০০০ টাকা হয়। প্রাপ্য হিসাবের উপর ৫% হারে অনাদায়ী ও সন্দেহজনক পাওনা সম্বন্ধিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

২০০৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে অনাদায়ী পাওনার পরিমাণ ১,৮০০ টাকার উপনীত হয়। ঐ তারিখে অনাদায়ী পাওনা ডেবিট করার পর প্রাপ্য হিসাবের পরিমাণ ৩৫,০০০ টাকা হয়েছিল। প্রাপ্য হিসাবের উপর ৪% হারে অনাদায়ী ও সন্দেহজনক পাওনা সম্বন্ধিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

২০১০ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে প্রাপ্য হিসাবের পরিমাণ ৩০,০০০ টাকা হয়। অবশ্য ঐ বছর কোনো অনাদায়ী পাওনা ছিল না এবং পরবর্তী বছরের জন্য কোনোরূপ অনাদায়ী ও সন্দেহজনক পাওনা সম্বন্ধিত রাখার প্রয়োজন নেই।

ক. আর বিবরণীতে কত টাকা দেখাতে হবে তা নির্ণয় কর।

খ. জাবেদা মাথিলা দাও।

গ. অনাদায়ী পাওনা হিসাব ও অনাদায়ী পাওনা সম্বন্ধিত হিসাব প্রস্তুত কর।

এ অধ্যায়ে আমরা নতুন যা শিখলাম:

বিনিয়োগিত মূলধন, মূলধন ব্যয়, প্রাপ্য হিসাব, প্রাপ্য নোট, অনাদায়ী পাওনা ব্যয়, অনাদায়ী পাওনা সম্বন্ধিত ইত্যাদি।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

- নিচের উদ্দীপক হতে ১ ও ২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
রেওয়ামিল (৩১-১২-২০১১)

প্রাপ্য হিসাব	৫০,০০০	
অনাদায়ী পাওনা ব্যয়	৫,০০০	
অনাদায়ী পাওনা সম্বন্ধিত		৩,০০০

সমস্যা: অনাদায়ী পাওনা সম্বন্ধিত ১,০০০ টাকা ঘরা হ্রাস কর।

- ১। অনাদায়ী পাওনা সম্বন্ধিত কোন ধরনের হিসাব?

ক. সম্পত্তি খ. দায়
গ. রাজস্ব ঘ. ব্যয়

- ২। অনাদায়ী পাওনা সম্বন্ধিতের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি অসঙ্গতিপূর্ণ?

ক. অনাদায়ী পাওনা সম্বন্ধিতের সবসময় ড্রেডিট জের হয়
খ. অনাদায়ী পাওনা সম্বন্ধিত সৃষ্টি করা হয় মুনাফ থেকে
গ. অনাদায়ী পাওনা সম্বন্ধিত একটি মুনাফজাতীয় ব্যয়
ঘ. আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে প্রাপ্য হিসাব থেকে বাদ দিতে হয়

- নিচের উদ্দীপক হতে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মি. নাবিগের বছরের শুরুতে প্রাপ্য হিসাবের জের ছিল ৫০,০০০ টাকা। সার বছর তিনি ধারে ৮০,০০০ টাকার পণ্য বিক্রয় করেন এবং ক্রেতাদের নিকট ৯০,০০০ টাকা আদায় করেন। বছর শেষে তিনি প্রাপ্য হিসাবের উপর ৫% অনাদায়ী পাওনা সম্বন্ধিত রাখেন।

- ৩। আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে প্রাপ্য হিসাবে কত টাকা দেখাতে হবে?

ক. ৪০,০০০ টাকা খ. ৩৮,০০০ টাকা
গ. ১,৩০,০০০ টাকা ঘ. ১,৪০,০০০ টাকা

- ৪। উদ্দীপকের আলোকে দেশমেনটি গিপিবিজ্ঞকরনে হিসাববিজ্ঞানের যে নীতি অনুসরণ করতে হয়—

i. স্বত্বানীতির
ii. মিলকরণ নীতির
iii. রক্ষণশীলতা নীতির

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. iii ঘ. ii ও iii

সপ্তম অধ্যায়
কার্যপত্র
WORKSHEET

আকাশ সান্তিসিং কার্যপত্র ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য										
হিসাব শিরোনাম	রেওয়ামিল		সমস্বয়		সমস্বিত রেওয়ামিল		আয় বিবরণী		উদ্বর্তপত্র	
	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট

চিত্র: কার্যপত্রের নমুনা

হিসাববিজ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্য হলো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ফলাফল নির্ণয় ও আর্থিক অবস্থা প্রদর্শনের জন্য আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা। এ আর্থিক বিবরণী সহজ, নির্ভুল এবং কম সময়ে প্রস্তুতের জন্য কার্যপত্র প্রস্তুত করা হয়। এটি হিসাববিজ্ঞানের একটি ঐচ্ছিক কাজ। এ অধ্যায়ে কার্যপত্র তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলো আলোচনা করা হবে। একই সাথে মূলধন ও মুনাফাজাতীর আয়-ব্যয়গুলো শিক্ষার্থীরা যাতে চিহ্নিত করতে পারে তাও আলোচনা থাকবে। অন্যদিকে কার্যপত্র প্রস্তুতে সমস্বয়গুলো কীভাবে হিসাবভুক্ত হবে, সমাপনী জাবেদা এবং অস্থায়ী হিসাবগুলোর জের কীভাবে নিঃশেষ হবে তার সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা থাকবে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা—

- মূলধন ও মুনাফা জাতীর আয় ও ব্যয় সনাক্ত করে কার্যপত্র প্রস্তুত করতে পারবে।
- নথ্যভিত্তিক ও বকেয়াভিত্তিক হিসাবরক্ষণের পার্থক্য নিরূপণ করতে পারবে।
- হিসাবের বইতে ক্যাঁচকরাভাবে সমস্বয় দাখিল, সমাপনী দাখিল ও বিপরীত দাখিল গিপিবদ্ধ করতে পারবে।

৭.০১ কার্যপত্র ও কার্যপত্রের বৈশিষ্ট্য

Worksheet and its Characteristics

আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতে ব্যবহৃত ব্যবসায়ী হিসাবসমূহের জের বহুধরবিশিষ্ট একটি কাগজে লিপিবদ্ধ করা হলো কার্যপত্র। অন্যভাবে বলা যায়, কার্যপত্র হলো একটি ছক-কাটা কাগজ বা পৃষ্ঠা যেখানে বতরানের জেরসমূহ একত্র করা হয়, যা আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতে সহায়তা প্রদান করে এবং যেকোনো ধরনের সমস্বয় বাদ পড়ার সম্ভাবনা কমায়। হিসাবভুক্ত কার্যপত্র একটি ঐচ্ছিক ধাপ। এটি কারবারের জন্য একটি অসিয়মিত বিবরণী যা শুধুমাত্র ব্যবস্থাপনাকে প্রয়োজন অনুযায়ী সমন্বয়িত তথ্য প্রদান করে থাকে। এটি হিসাববিজ্ঞানের কোনো স্থায়ী দাখিল নয়। কার্যপত্র হলো একটি পরীক্ষার ক্ষেত্রে যেখানে বতরানসহ সকল হিসাবসমূহ স্থানান্তরকরণ, সমস্বয়করণ, জের নির্ণয় এবং আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করার সাধারণ কার্যাবলি সম্পন্ন হয়ে থাকে। কার্যপত্র সাফল্যজনকভাবে প্রস্তুত করা হলে হিসাবরক্ষক চূড়ান্তভাবে ও নিঃশেষে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করে থাকেন এবং হিসাবের বইতে নির্ভুল ও সঠিকভাবে সমস্বয় জাবেদা ও সমাপনী জাবেদা দাখিল প্রদান করেন।

মূলত কার্যপত্র সহজভাবে একটি মাত্র পৃষ্ঠায় প্রদর্শন করা হয় বলে যেকোনো ধরনের পাণ্ডিতিক ভুল খুব সহজে উদ্ঘাটন করা যায়। একটি হিসাবকালের যেকোনো দিন কম সময়ে নির্ভুল আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করার জন্য কার্যপত্র হলো অন্যতম একটি মাধ্যম। এটি এমন একটি বিবরণী যেখানে হিসাবচক্রের গুরুত্বপূর্ণ ধাপসমূহ একসাথে প্রস্তুত ও প্রদর্শন করা হয়। এ কারণে কার্যপত্রকে পরিপূর্ণ বিবরণী বলা হয় যা রেওয়ামিল, সমন্বয়, সমন্বিত রেওয়ামিল, আয় বিবরণী এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণী অন্তর্ভুক্ত করে।

কার্যপত্র-এর বৈশিষ্ট্য—

১. কার্যপত্র একটি বহু-কলাম বিশিষ্ট ফর্ম যা আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে লেনদেন ও হিসাবের সমন্বয় করার জন্য ব্যবহার করা হয়।
২. খতিয়ানস্থ হিসাবের জেরসমূহ সংক্ষিপ্তরূপের মাধ্যমে ড্রেসিট ও ক্রেডিট উদ্ভূতের সমতা যাচাই করা হয়।
৩. সহজে ও দ্রুত গতিতে সমন্বিত রেওয়ামিল প্রস্তুত করা যায় এবং নিট লাভ বা নিট ক্ষতি জানা যায়।
৪. কার্যপত্র অবিযাৎ পরিকল্পনা প্রণয়নে তাৎক্ষণিক তথ্য প্রদান করে।
৫. এটি কোনো স্থায়ী হিসাব নয়।
৬. হিসাবকালের কোনো এন্ট্রি যাতে বাদ না পড়ে কার্যপত্র তা নিশ্চিত করে।
৭. কার্যপত্র হিসাবচক্রের একটি ঐচ্ছিক করণীয় ধাপ।

৭.০২ মূলধন ও মুনাফা জাতীয় আয়-ব্যয়ের ধারণা

Concept of Capital and Revenue Expenditure



চিত্র: মূলধন ও মুনাফাজাতীয় ব্যয়

হিসাববিজ্ঞানের মৌলিক উদ্দেশ্য হলো একটি নির্দিষ্ট হিসাবকাল শেষে ব্যবসায়ের আর্থিক কল্যাণ নির্ণয় করা ও হিসাবকালের শেষ তারিখে আর্থিক অবস্থা উপস্থাপন করা। এ উদ্দেশ্য অর্জন করতে হলো অবশ্যই মূলধন ও মুনাফাজাতীয় আয় ও ব্যয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। যদি কারও এ সম্পর্কে ধারণা না থাকে তবে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত সঠিক হবে না এবং একই সাথে নানাবিধ জটিলতা দেখা দিবে। কারণ মুনাফাজাতীয় আয়-ব্যয়গুলো আয় বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত হয় আর দ্বারা নিট লাভ বা নিট ক্ষতি নির্ণয় করা হয়। অন্যদিকে মূলধনজাতীয় আয়-ব্যয়গুলো আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত হয়। মুনাফাজাতীয় আয় ও ব্যয়ের কার্যকারিতা একটি হিসাবকালের মধ্যে শেষ হয়ে যায়। অন্যদিকে মূলধনজাতীয় আয় ও ব্যয়গুলোর কার্যকারিতা একাধিক হিসাবকাল থাকে।

নিম্নের ছকে মূলধন ও মুনাফাজাতীয় আয় ও ব্যয়ের শ্রেণিবিভাগ দেয়া হলো—

মূলধনজাতীয়	মূলধনজাতীয় ব্যয়	মুনাফাজাতীয়	মুনাফাজাতীয় ব্যয়
			মুনাফাজাতীয় আয়
	মূলধনজাতীয় আয়		বিলম্বিত মুনাফাজাতীয় ব্যয়

মূলধনজাতীয় ব্যয়

স্থায়ী সম্পত্তি অর্জনের জন্য কিংবা বর্তমানের স্থায়ী সম্পত্তির কার্যকরতা বৃদ্ধির জন্য যে ব্যয় হয় তাকে মূলধনজাতীয় ব্যয় বলে। এখানে স্থায়ী সম্পত্তি অর্জন বলতে শুধু স্থায়ী সম্পত্তির ক্রয়মূল্যকে বুঝানো হয় না বরং স্থায়ী সম্পত্তি অনয়ন ও ব্যবহার উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য ব্যয়িত অর্ধেকও মূলধন জাতীয় ব্যয় বলে। মূলধনজাতীয় ব্যয়ের মধ্যে সম্পত্তির ক্রয় মূল্য, অনায়ন খরচ, স্থাপন খরচ, আইন খরচ, আমদানি শুল্ক, আধুনিকরণ ব্যয়, পুনঃস্থাপন ব্যয় অন্তর্ভুক্ত থাকে। সকল মূলধন জাতীয় ব্যয় স্থায়ী সম্পত্তি বৃদ্ধি ঘটায়। মূলধন জাতীয় ব্যয়ের জন্য জাবেদা দাখিল্য হয়:

তারিখ	বিবরণ	ব.প.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	সম্পত্তি হিসাব	ডেবিট		
	নগদান বা ব্যাংক হিসাব	ক্রেডিট		

এধরনের ব্যয় হলো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জন্য অপৌনঃপুনিক অর্থাৎ বার বার এ ব্যয় করতে হয় না। মূলধনজাতীয় ব্যয়ের ফলে যে সম্পত্তি সংগৃহীত হয় তা বিক্রয়ের উদ্দেশ্য থাকে না।

মুনাফাজাতীয় ব্যয় (Revenue Expenditure)

কারবার সংক্রান্ত কার্যাবলি পরিচালনা করতে বা কারবার প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সচল রাখার নিমিত্তে দৈনন্দিন যেসব স্বাভাবিক ব্যয় নির্বাহ করা হয় এবং যেসব ব্যয়ের দ্বারা কারবার প্রতিষ্ঠান স্বল্পকালীন (সর্বোচ্চ এক বছর পর্যন্ত) উপযোগিতা পায় তাকে মুনাফাজাতীয় ব্যয় বলে। এ ব্যয় প্রতিষ্ঠানে পৌনঃপুনিক ধরনের অর্থাৎ বার বার হয়ে থাকে। যেমন—বেতন, ভাড়া, পণ্য ক্রয় ইত্যাদি। এ ব্যয়ের দ্বারা কোনো নতুন সম্পত্তি সংগৃহীত হয় না, সম্পত্তির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় না, শুধু সম্পত্তিগুলো সচল রাখা যায়। এধরনের ব্যয়ের বিনিময়ে যে সুযোগ বা সুবিধা পাওয়া যায় তা একটি হিসাবকালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। মুনাফাজাতীয় ব্যয়ের জন্য জাবেদা দাখিল্য হয়:

তারিখ	বিবরণ	ব.প.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	খরচ হিসাব	ডেবিট		
	নগদান বা ব্যাংক হিসাব	ক্রেডিট		

মুনাফাজাতীয় আয় (Revenue Income)

যেসব আয় ব্যবসায়ের স্বাভাবিক কার্যাবলি দ্বারা অর্জিত হয় এবং বারংবার অর্জিত হয় সেসব আয়কে মুনাফাজাতীয় আয় বলে। দৈনন্দিন কারবারি আয় বা ব্যবসায়ের স্বাভাবিক কার্যাবলি দ্বারা অর্জিত আয়কে মুনাফাজাতীয় আয় বলে। মুনাফাজাতীয় আয়, আয় বিবরণীতে ক্রেডিট করা হয় এবং আয় বকেমা থাকলে সংশ্লিষ্ট হিসাবকালে উদ্বর্তপত্র সম্পত্তি পাশে দেখানো হয়। মুনাফাজাতীয় আয়ের জন্য জাবেদা হবে:

তারিখ	বিবরণ	ব.প.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	নগদান বা ব্যাংক বা প্রাপ্য হিসাব	ডেবিট		
	বিক্রয় বা সেবা আয় হিসাব	ক্রেডিট		

মূলধনজাতীয় আয় বা প্রাপ্তি

Capital Income Or Gain

কারবারের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড দ্বারা পরিচালিত দেশদ্বিদেশি মূল্যজাতীয় আয় ব্যতীত অন্যান্য আয় বা ব্যয়বাহার অর্জিত হয় না এবং একবার অর্জিত হলে দীর্ঘদিন ব্যবসায় ব্যবহার করা হয়, তাকে মূলধনজাতীয় আয় বলে। এ জাতীয় আয় আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে দায় পার্শ্বে প্রদর্শন করা হয়। যেমন: ব্যবসায়ের মালিকের নিকট হতে প্রাপ্ত অর্থ; শেয়ার ও ঋণপত্র বিক্রয়লাভ অর্থ; শেয়ার ও ঋণপত্র অধিহারা ইস্যু; পুঁজিত ঋণ; শেয়ার বাজেরাওক্রয়ের ফলে লাভ। এধরনের প্রাপ্তি মূল্যত কারবার প্রতিষ্ঠানের দায়। তাই আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে দায় পার্শ্বে বসে। এর জন্য জাবেদা দাখিল হবে:

তারিখ	বিবরণ	ব.প.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	নগদান বা ব্যাংক হিসাব	ডেবিট		
	মূলধন বা ঋণ হিসাব	ক্রেডিট		

বিলম্বিত মুনাফাজাতীয় খরচ

Deferred Revenue Expenditure

কারবার প্রতিষ্ঠানে এমন কিছু ব্যয় হয়ে থাকে যা বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে মুনাফা জাতীয় কিন্তু এর থেকে সুবিধা একাধিক হিসাবকালে পাওয়া যায় এবং বড় অঙ্কের হতে থাকে এমন ব্যয়কে বিলম্বিত মুনাফাজাতীয় ব্যয় বলে। যেমন-অবলোপনের দস্তুরি, বিলম্বিত বিজ্ঞাপন ব্যয়, প্রাথমিক খরচ প্রভৃতি। বিলম্বিত মুনাফাজাতীয় খরচগুলো অধীক সম্পত্তি হিসেবে উত্তরপত্র দেখানো হয় এবং পরবর্তী এক বা একাধিক হিসাবকালে আয়ের বিপরীতে অবলোপন করা হয়।

উদাহরণ: ১ নিচের দক্ষাগুলো হতে মূলধন ও মুনাফাজাতীয় ব্যয় নির্ণয় কর ও ব্যাখ্যা প্রদর্শন কর:

১. দালানকোঠা সম্প্রসারণ ব্যয়;	১১. বিদ্যুৎ সংস্থাপন ব্যয়
২. দালানকোঠা চুনকাম ব্যয়;	১২. কলকজা আনয়নের জন্য জাহাজ ভাড়া;
৩. দালানকোঠা মেরামত ব্যয়;	১৩. কর্মচারীগণের বেতন প্রদান;
৪. পুরাতন ট্রাকের জন্য নতুন টায়ার ক্রয়;	১৪. ইজারা সম্পত্তির জন্য ব্যয়;
৫. অফিসের জন্য টেলিফোন ক্রয়;	১৫. সুনাম অর্জন ব্যয়;
৬. কপি-রাইট অর্জনের ব্যয়;	১৬. বিদ্যুৎ খরচ;
৭. সদ্য ক্রয়কৃত পুরাতন যন্ত্রপাতির মেরামত ;	১৭. মনিহারি ক্রয়ের ব্যয়
৮. কঁচামাল ক্রয়ের ব্যয়;	১৮. যন্ত্রপাতি সংস্থাপন ব্যয়;
৯. মামলা খরচ;	১৯. কর্তার উপর সুদ;
১০. ক্রয়কৃত পণ্যের জন্য জাহাজ ভাড়া;	২০. আসবাবপত্রের অবচয়;

সমাধান: ১

ক্রমিক নং	ব্যয়ের নাম	ব্যয়ের শ্রেণি	কারণসহ ব্যাখ্যা
১.	দালান-কোঠা সম্প্রসারণ ব্যয়	মূলধনজাতীয়	এটি প্রতিষ্ঠানের মূল্য অর্জনের ক্ষমতা ও স্থায়ী সম্পত্তি বৃদ্ধি করে। এর ফলাফল দীর্ঘস্থায়ী। সুতরাং এটি মূলধন জাতীয় ব্যয়।
২.	দালান-কোঠা চুনকাম ব্যয়	মুনাফাজাতীয়	দালানকোঠা সংলগ্নের জন্য কিছুদিন পর পর এ ব্যয় করা হয় বলে এটি মুনাফাজাতীয় ব্যয়।

৩.	দালাল-কেঠা মেরামত ব্যয়	মুনাফাজাতীয়	দালালকেঠা সংরক্ষণ করার জন্য এ ব্যয় করা হয় বলে এটি মুনাফাজাতীয় ব্যয়।
৪.	পুঁজুতন ট্রাকের জন্য নতুন টায়ার ক্রয়	মূলধনজাতীয়	ট্রাক কার্যকর করার জন্য এ ব্যয় করা হয় এবং এর ফলাফল দীর্ঘস্থায়ী বলে এটি মূলধনজাতীয় ব্যয়।
৫.	অফিসের জন্য টেবিল ফ্যান ক্রয়	মূলধনজাতীয়	এর দ্বারা কারখানার স্থায়ী সম্পত্তি বৃদ্ধি পায় বলে এটি মূলধনজাতীয় ব্যয়।
৬.	কর্প-সাইট অর্জনের ব্যয়	মূলধনজাতীয়	এ ব্যয়ের ফলে মুনাফা অর্জনের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং এর ফলাফল দীর্ঘস্থায়ী বলে এটি মূলধনজাতীয় ব্যয়।
৭.	সদ্য ক্রয়কৃত পুঁজুতন যন্ত্রপাতির মেরামত	মূলধনজাতীয় ব্যয়	এ ব্যয়ের ফলে কারখানার মুনাফা অর্জনের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে, আবার দীর্ঘস্থায়ীভাবে এর সুবিধা জোগ করা যাবে বলে এটি মূলধন জাতীয়।
৮.	কঁচামালা ক্রয়ের ব্যয়	মুনাফাজাতীয়	পণ্যের ক্রয় করা হয় মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে। সুতরাং পণ্য প্রবাহের জন্য সন্তোষ যাবতীয় খরচ করা হয় মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে। তাই এটি মুনাফাজাতীয় ব্যয়।
৯.	মালিকানা খরচ	মুনাফাজাতীয়	প্রতিষ্ঠানের সেনা আদায়ের জন্য সাময়িকভাবে এ ব্যয় করা হয় বলে এটি মুনাফাজাতীয় ব্যয়।
১০.	ক্রয়কৃত পণ্যের জন্য আহাজ ভাড়া	মুনাফাজাতীয়	পণ্যের ক্রয় করা হয় মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে। সুতরাং পণ্য প্রবাহের জন্য সন্তোষ যাবতীয় খরচ করা হয় মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে। তাই এটি মুনাফাজাতীয় ব্যয়।
১১.	বিদ্যুৎ সংস্থাপন ব্যয়	মূলধনজাতীয়	বিদ্যুৎ সংস্থাপন ব্যয় একটি হিসাবকালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর উপযোগ একাধিক হিসাবকাল পর্যন্ত থাকে। এ ব্যয়ের ফলে কারখানার স্থায়ী সম্পত্তি বৃদ্ধি পায় বলে এটি মূলধনজাতীয়।
১২.	ক্রয়কৃত কলকর্জা আবার অন্য আহাজ ভাড়া	মূলধনজাতীয়	এ ব্যয়ের ফলে স্থায়ী সম্পদের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে বলে এটি মূলধনজাতীয় ব্যয়।
১৩.	কর্মচারীদের বেতন প্রদান	মুনাফাজাতীয়	ব্যবসায়ের বাস্তবিক কার্যক্রম ঠিক রাখার জন্য প্রতি মাসে কর্মচারীদের বেতন প্রদান করতে হয়। সুতরাং এটি মুনাফাজাতীয় ব্যয়।
১৪.	ইজারা সম্পত্তি	মূলধনজাতীয়	কারখানার ইজারা সম্পত্তি মুনাফা অর্জনে সহায়ক এবং এর ফলাফল দীর্ঘস্থায়ী বলে এটি মূলধনজাতীয় ব্যয়।
১৫.	সুনাফা অর্জন ব্যয়	মূলধনজাতীয়	কারখানার সুনাফা মুনাফা অর্জনে সহায়ক এবং এর ফলাফল দীর্ঘস্থায়ী বলে এটি মূলধনজাতীয় ব্যয়।
১৬.	বিদ্যুৎ খরচ	মুনাফাজাতীয়	কারখানার বাস্তবিক কার্যক্রম ঠিক রাখার জন্য এ ব্যয় প্রতিমাসে করতে হয় বলে এটি মুনাফাজাতীয় ব্যয়।
১৭.	মনিহারী ক্রয়ের ব্যয়	মুনাফাজাতীয়	মুনাফা অর্জনের জন্য এই ব্যয় করা হয় বলে একে মুনাফা জাতীয় ব্যয় বলে গণ্য করা হয়। এটি কারখানার বার্ষিক ব্যয় বরূপ বিবেচিত হয়।
১৮.	যন্ত্রপাতি সংস্থাপন ব্যয়	মূলধনজাতীয়	এর ফলে কারখানার স্থায়ী সম্পত্তি বৃদ্ধি পায় বলে এটি মূলধনজাতীয় ব্যয়।
১৯.	কর্জের উপর সুদ	মুনাফাজাতীয়	কর্জের উপর সুদ প্রতি বছর দিতে হয়। এর ফলাফল দীর্ঘস্থায়ী নয়। সুতরাং এটি মুনাফাজাতীয় ব্যয়।
২০.	আসবাবপত্রের অধচয়	মুনাফাজাতীয়	মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে এক বছর ব্যবহারের ফলে আসবাবপত্রের যে মূল্য হ্রাস পায় তাই অধচয়। যেহেতু, এটি এক বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ সেহেতু এটি মুনাফাজাতীয় ব্যয়।

কাজ-১: নিচের ব্যয়গুলো হতে মূলধন ও মূলধনজাতীয় ব্যয় নির্ণয় কর ও ব্যাখ্যা প্রদান কর:

১. নতুন পণ্য আবিষ্কারের গবেষণা ব্যয়;	৮. বাড়িয়া শেয়ার ইস্যুকরণ ব্যয়;
২. বিক্রয় ব্যবস্থাপকের বিদেশ ভ্রমণ ব্যয়;	৯. মোটরগাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়;
৩. জমি ক্রয়ের জন্য আইন খরচ;	১০. ইজারা সম্পত্তির অবশোপন
৪. গ্যাস প্লাস্ট সংস্থাপন ব্যয়;	১১. নতুন দালানের চুনকাম খরচ
৫. আমদানিকৃত কাঁচামালের শুল্ক;	১২. পুরাতন দালানের চুনকাম খরচ
৬. প্রাথমিক খরচাবলি;	১৩. যন্ত্রপাতি সংস্থাপন ব্যয়
৭. মজুরি;	১৪. বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে যন্ত্রপাতি ক্রয়

উদাহরণ-২: নিচের দফাগুলো হতে মূলধন ও মূলধনজাতীয় আয় নির্ণয় কর:

১. উপ-ভাড়াটির কাছ থেকে ভাড়া প্রাপ্তি;	৯. আসবাবপত্র বিক্রয় হতে লাভ;
২. প্রদত্ত ঋণের সুদ প্রাপ্তি;	১০. দালানকোঠা বিক্রয় হতে লাভ;
৩. কমিশন প্রাপ্তি;	১১. লভ্যাংশ প্রাপ্তি;
৪. প্রিমিয়ামে শেয়ার ইস্যু;	১২. ভাড়া প্রাপ্তি;
৫. পণ্য বিক্রয়;	১৩. ঋণ গ্রহণ;
৬. সদস্যদের কাছ থেকে চাঁদা প্রাপ্তি।	১৪. বায়া প্রাপ্তি;
৭. উইলকৃত সম্পত্তি প্রাপ্তি;	১৫. স্থায়ী আমানতের সুদ প্রাপ্তি;
৮. শিক্ষানবিশ সোলারি প্রাপ্তি;	

সমাধান-২:

ক্রমিক নং	আয়ের নাম	আয়ের শ্রেণিবিভাগ
১.	উপ-ভাড়াটির কাছ থেকে ভাড়া প্রাপ্তি	মূলধনজাতীয়
২.	প্রদত্ত ঋণের সুদ প্রাপ্তি	মূলধনজাতীয়
৩.	কমিশন প্রাপ্তি	মূলধনজাতীয়
৪.	প্রিমিয়ামে শেয়ার ইস্যু	মূলধনজাতীয়
৫.	পণ্য বিক্রয়	মূলধনজাতীয়
৬.	সদস্যদের কাছ থেকে চাঁদা প্রাপ্তি	মূলধনজাতীয়
৭.	উইলকৃত সম্পত্তি প্রাপ্তি	মূলধনজাতীয়
৮.	শিক্ষানবিশ সোলারি প্রাপ্তি	মূলধনজাতীয়
৯.	আসবাবপত্র বিক্রয় হতে লাভ	মূলধনজাতীয়
১০.	দালান-কোঠা বিক্রয় হতে লাভ	মূলধনজাতীয়
১১.	লভ্যাংশ প্রাপ্তি	মূলধনজাতীয়
১২.	ভাড়া প্রাপ্তি	মূলধনজাতীয়
১৩.	ঋণ গ্রহণ	মূলধনজাতীয়
১৪.	বায়া প্রাপ্তি	মূলধনজাতীয়
১৫.	স্থায়ী আমানতের সুদ প্রাপ্তি	মূলধনজাতীয়

কাজ-২: নিচের আয় ও ব্যয়গুলোর জন্য সঠিক ঘরে টিক চিহ্ন দাও।

ক্রমিক নং	আয় ও ব্যয়ের নাম	মূলধন জাতীয় আয়	মূলধন জাতীয় ব্যয়	মুনাফা জাতীয় আয়	মুনাফা জাতীয় ব্যয়
১	বেতন প্রদান				
২	প্রাপ্ত লাভাংশ				
৩	সদস্যদের আছ থেকে চাঁদা প্রাপ্তি				
৪	ভাড়া প্রদান				
৫	ভূমি বিক্রয় বাবদ অর্থ প্রাপ্তি				
৬	বিদ্যুৎ খরচ				
৭	ব্যাংক জমার সুদ				
৮	প্রাপ্ত কমিশন				
৯	আসবাবপত্র বিক্রয় হতে লাভ				
১০	বিজ্ঞাপন ব্যয়				
১১	উপ-ভাড়া				
১২	বিক্রয়				
১৩	ঋণ গ্রহণ				
১৪	প্রাপ্ত বায়া				
১৫	ইজারা সম্পত্তি বাবদ ব্যয়				
১৬	বৈদ্যুতিক সংস্থাপন ব্যয়				
১৭	দাণান-কোঠার সম্প্রসারণ খরচ				
১৮	আসবাবপত্রের অবচয়				
১৯	পণ্যের বহন খরচ				
২০	ঋণের সুদ				
২১	আমদানিকৃত কাঁচামালের জলখান ভাড়া				
২২	বিনিয়োগের সুদ				
২৩	শিক্ষানবিশ সেলামি				
২৪	স্থায়ী আমানতের সুদ				
২৫	প্রিমিয়ামে শেয়ার ইস্যু				

৭.০৩ বকেয়াভিত্তিক ও নগদানভিত্তিক হিসাববিজ্ঞান

Accrual Basis and Cash Basis Accounting

ব্যবহারিক হিসাববিজ্ঞানে বকেয়া ভিত্তিক হিসাববিজ্ঞান ও নগদ ভিত্তিক হিসাববিজ্ঞান পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। বকেয়া ভিত্তিক হিসাববিজ্ঞান পদ্ধতি হলো আধুনিক, বিজ্ঞানসম্মত ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি পদ্ধতি। কারণ এ পদ্ধতিতে ব্যবসায়ের সঠিক ও সত্য প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয় (GAAP requires the use of accrual accounting because it presents a true picture of a business' economic activity during a given time frame-IASB)। তবে নগদান ভিত্তিক হিসাববিজ্ঞান পদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত না হলেও ছোট ছোট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে এ পদ্ধতি অধিক প্রচলিত ও জনপ্রিয়।

বকেয়াভিত্তিক হিসাববিজ্ঞান

বকেয়াভিত্তিক হিসাবরক্ষণ পদ্ধতিতে আয় ও ব্যয় ঠিক তখনই হিসাবভুক্ত করা হয় যখন লেনদেনটি সংঘটিত হয়। অর্থাৎ আদান বা প্রদানকে এ পদ্ধতিতে গুরুত্ব দেয়া হয় না। এ পদ্ধতিতে পণ্য সরবরাহ অথবা সেবা প্রদানের সময়কালে পণ্যের বিনিময়ে প্রাপ্ত বা প্রাপ্য মূল্যকে আয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এক্ষেত্রে নগদ অর্থ না পেলেও তা অর্জিত আয় হিসাবে ধরা হয়। চলতি হিসাবকালে যে কোনো বাহ্যিক সূত্র হতে উৎপন্ন তথ্য প্রাপ্য আয়কে নগদ না পাওয়া সত্ত্বেও আয় হিসাবে হিসাবভুক্ত করা হয়। আবার একই হিসাবকালে রাজস্ব অর্জনের জন্য ব্যয়িত খরচগুলোকে চলতি সাালের খরচ হিসাবে গণ্য করা হয়। উক্ত খরচগুলো নগদে পরিশোধ করা হলো কিনা তা বিবেচনা করা হয় না। যদি উক্ত খরচ পরিশোধ করা নাও হয় তাহলে তা ব্যয় হিসাবে দেখাতে হবে এবং দায় হিসাবে সমন্বয় করতে হবে। কোনো নির্দিষ্ট হিসাবকালে রাজস্ব ও খরচ চিহ্নিত করা কঠিন। তাই হিসাবরক্ষণে এ সমস্যা সমাধানের জন্য হিসাববিজ্ঞানের স্বীকৃত আয় চিহ্নিতকরণ নীতি (Revenue Recording Principle) ও আয়-ব্যয় সংযোগ নীতি বা মিলকরণ নীতি (Matching Principle) অনুসরণ করা হয়। বকেয়াভিত্তিক হিসাব সংরক্ষণ করলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ফলাফলের সাথে অন্য একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ফলাফলের তুলনা করা যায় এবং এ তুলনামূলক বিশ্লেষণের কারণে বিনিয়োগকারী ও অন্যান্য তথ্য ব্যবহারকারী সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয়। সুতরাং আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের যে উদ্দেশ্য তা কেবল বকেয়া ভিত্তিতে হিসাবরক্ষণ করলেই সাধিত হয়।



নগদ

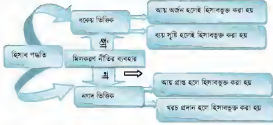


বকেয়া

নগদ ভিত্তিক হিসাববিজ্ঞান

এ পদ্ধতি অনুসারে আয় তখনই হিসাবভুক্ত করা হবে যখন তা নগদে পাওয়া যাবে এবং খরচ হিসাবভুক্ত করতে হবে যখন তা নগদে পরিশোধ করা হবে। সেবা গ্রহণ বা প্রদানের সময়কাল এখানে বিবেচ্য নয়। নগদভিত্তিক হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি হিসাববিজ্ঞান স্বীকৃত আদায়করণ নীতি এবং আয়-ব্যয় সংযোগ নীতির পরিপন্থী। তাই একে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। অর্জিত আয়ের টাকা যখন গ্রহণ করা হয় এবং ব্যয়ের টাকা পরিশোধ করা হয় তখনই তা হিসাবভুক্ত করা হয় এবং তার ভিত্তিতে মোট মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। নগদ ভিত্তিক হিসাবরক্ষণ

করে যে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা হয় তার কোনো আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি থাকে না। ফলে GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) এর স্বীকৃতি দেয় না।



নগদ ত্রিভিক ও বকেয়াভিত্তিক হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি আলোচনার সুবিধার্থে নিম্নোক্ত উদাহরণটি পর্যালোচনা করা হলো:

উদাহরণ: ৩ এস.এম. কন্স্ট্রাক্টর একটি দালান নির্মাণের চুক্তি করলো। চুক্তি অনুযায়ী কাজটি সমাপ্ত করতে ১ বছর সময় লাগবে এবং কাজ সমাপ্তির পর ১০০,০০০ টাকা এস. এম. কন্স্ট্রাক্টর পাবে। কাজটি সম্পন্ন করতে এস. এম. কন্স্ট্রাক্টরের মোট ৭৫,০০০ টাকা ব্যয় হবে।

২০১০ সালের জানুয়ারি মাসের ১ তারিখে দালান নির্মাণের কাজ শুরু হল এবং ২০১০ এর ৩১ ডিসেম্বর দালান নির্মাণ সম্পন্ন হলো এবং নির্মাণের কাজে ৭৫,০০০ টাকা ব্যয় করা হলো বা এখনও পরিশোধ করা হয়নি।

২০১১ সালের ডিসেম্বর মাসে এস.এম. কন্স্ট্রাক্টর সম্পূর্ণ ১০০,০০০ টাকা পেল।

২০১২ সালের ডিসেম্বর মাসে এস.এম. কন্স্ট্রাক্টর দালান নির্মাণের কাজে ব্যয়কৃত অর্থ ৭৫,০০০ টাকা পরিশোধ করলো।

উপর্যুক্ত লেনদেনসমূহের ফলে এস.এম. কন্স্ট্রাক্টরের প্রতি বছর মূল্যায়ন পরিমাণ নগদ ও বকেয়া উভয় ভিত্তিতেই দেখানো হলো:

সমাধান: ৩

এস. এম. কন্স্ট্রাক্টর আয় বিবরণী (নগদভিত্তিক) ২০..... সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য।				
বিবরণ	২০১০	২০১১	২০১২	মোট
নগদ গ্রহণ	—	১০০,০০০	—	১০০,০০০
নগদ প্রদান	—	—	৭৫,০০০	৭৫,০০০
নিট মুনাফা (ফতি)	—	১০০,০০০	(৭৫,০০০)	২৫,০০০

এস. এম. কন্স্ট্রাক্টর আয় বিবরণী (বকেয়া ভিত্তিক) ২০..... সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য।				
বিবরণ	২০১০	২০১১	২০১২	মোট
সেবা আয়	১০০,০০০	—	—	১০০,০০০
ব্যয়	৭৫,০০০	—	—	৭৫,০০০
নিট মুনাফা/(ফতি)	২৫,০০০	—	—	২৫,০০০

আয় বিবরণীতে দেখা যায়, তিন বছর পরে নিট মুনাফার পরিমাণ নগদ ও বকেয়া উভয় ভিত্তিতেই সমান অর্থাৎ ২৫,০০০ টাকা। পার্থক্য হলো সময়কালের।

আর্থিক অবস্থার বিবরণীও এ দুপদ্ধতিতে দূরকম হয়। উদাহরণস্বরূপ এস. এম. কন্স্ট্রাক্টরের আর্থিক অবস্থার বিবরণীটি নিম্নে উপস্থাপনা করা হলো:

এস. এম. কন্স্ট্রাক্টর আর্থিক অবস্থার বিবরণী (নগদভিত্তিক) ২০..... সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের জন্য			
বিবরণ	২০১০	২০১১	২০১২
সম্পত্তি:			
নগদ	--	১০০,০০০	২৫,০০০
মোট সম্পত্তি	--	১০০,০০০	২৫,০০০
দায় ও মালিকানা সত্ত্ব:			
মালিকানা সত্ত্ব	---	১০০,০০০	২৫,০০০
মোট দায় ও মালিকানা সত্ত্ব		১০০,০০০	২৫,০০০

এস. এম. কন্স্ট্রাক্টর আর্থিক অবস্থার বিবরণী (বকেয়াভিত্তিক) ২০..... সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের জন্য			
বিবরণ	২০১০	২০১১	২০১২
সম্পত্তি:			
নগদ	--	১০০,০০০	২৫,০০০
দেয়াদার	১০০,০০০	--	--
মোট সম্পত্তি	১০০,০০০	১০০,০০০	২৫,০০০
দায় ও মালিকানা সত্ত্ব:			
পাওনাদার	৭৫,০০০	৭৫,০০০	--
মালিকানা সত্ত্ব	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০
মোট দায় ও মালিকানা সত্ত্ব	১০০,০০০	১০০,০০০	২৫,০০০

কাজ-৩: কামাল নির্মাণ প্রতিষ্ঠান একটি ব্রিজ নির্মাণের চুক্তি করলো। চুক্তি অনুযায়ী কাজটি সমাপ্ত করতে ১ বছর সময় লাগবে এবং কাজ সমাপ্তির পর ২০,০০,০০০ টাকা কামাল নির্মাণ প্রতিষ্ঠান পাবে। কাজটি সম্পন্ন করতে কামাল নির্মাণ প্রতিষ্ঠান মোট ১৬,০০,০০০ টাকা খরচ হবে।

২০১১ সালের জানুয়ারি মাসের ১ তারিখে দালাল নির্মাণের কাজ শুরু হলো এবং ২০১১ এর ৩১ ডিসেম্বর নির্মাণ সম্পন্ন হয় কিন্তু নির্মাণ কাজের ১০,০০,০০০ টাকা এখনও পরিশোধ করা হয়নি।

২০১১ সালের ডিসেম্বর মাসে কামাল নির্মাণ প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ টাকা পেল।

২০১২ সালের ডিসেম্বর মাসে কামাল নির্মাণ প্রতিষ্ঠান নির্মাণের কাজের বকেয়া অর্থ পরিশোধ করলো।

উপর্যুক্ত তথ্যসমূহের ফলে কামাল নির্মাণ প্রতিষ্ঠান ১টি বছর মুনাফার পরিমাণ নগদ ও বকেয়া উভয় ভিত্তিতে দেখাও।

Preparation of Worksheet

খাপ-১: শিরোনাম লেখা:

ক. প্রথম লাইনে উত্তর দাও-কে (who): কোম্পানির নাম (যেমন-বাংলা নাটক মঞ্চ)

খ. দ্বিতীয় লাইনে উত্তর দাও-কী (what): রিপোর্ট-এর নাম (কার্যপত্র)

[illegible]

ধাপ-২: রেওয়ামিল গ্রহণতকরণ:

[illegible]

জমি	৮০,০০০							
দাখান	১,৪৮,০০০							
অবচয় সঞ্চিতি-দাখান		১০,৫০০						
প্রদর্শনী যন্ত্রপাতি	৩৫,০০০							
অবচয় সঞ্চিতি- প্রদর্শনী যন্ত্রপাতি		৫,০০০						
প্রদেয় নোট		১,৯০,০০০						
প্রদেয় হিসাব		৪,৪০০						
অগ্রিম টিকিট বিক্রয় (দক্ষিণা জুনিয়র স্কুল)		১,০০০						
মূলধন		১,০৪,০০০						
উত্তোলন	৫,৫০০							
টিকিট হতে আয়		৩৬,৯০০						
বেতন	৮,৭০০							
বিদ্যুৎ বরচ	১,৮০০							
মোট	৫,৪৮,৮০০	৫,৪৮,৮০০						

ধাপ-৩: সমন্বয় কলামে সমন্বয়সমূহ লিপিবদ্ধকরণ:

এ ধাপে সমন্বয় কলামে অর্থাৎ চতুর্থ ও পঞ্চম কলামে সমন্বয়সমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়। সঠিক আর্থিক অবস্থা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে হিসাবসমূহের প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করা হয় যা সমন্বিত রেওয়ামিল প্রকৃতিতে সহায়তা প্রদান করে থাকে। নমুনা হিসাবে নিচের সমন্বয়গুলো একটি কার্যপত্রে অন্তর্ভুক্ত করে দেখানো হল—

- পারফর্মাররা প্রতি মাসে ২০,০০০ টাকা প্রদানের শর্তে কাজ করছে।
- দাখানের উপর ২০ বছর (২৪০ মাস) অবচয় ধার্য করতে হবে।
- প্রদর্শনী যন্ত্রপাতির উপর ৫ বছর (৬০ মাস) অবচয় ধার্য করতে হবে।
- প্রদেয় নোটের উপর ১,৫০০ টাকা সুদ হয়েছে যার জন্য কোনো দাখিলা প্রদান করা হয়নি।
- দক্ষিণা জুনিয়র স্কুলের শিক্ষার্থীরা প্রদর্শনী দেখার জন্য জুন ও জুলাই মাসে মোট ১,০০০ টাকা প্রদান করেছে।
- কর্মচারীর জুন মাসে ১,৫০০ টাকা বেতন পাবে যা হিসাবভুক্ত করা হয়নি।

নিচের ছকে সমন্বয়সমূহ তৃতীয় ও চতুর্থ কলামে লিপিবদ্ধ করে লেখানো হলো—

বাংলা নাটক মঞ্চ কার্যপত্র ২০১২ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত মাসের জন্য										
হিসাবসমূহ	রেওয়ামিল		সমন্বয়		সমন্বিত রেওয়ামিল		আয় বিবরণী		উদ্বর্তপত্র	
	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট
নগদ	১৯,৬০০									
পর্যকর্মসের অর্জিত প্রদান	৫৯,২০০			২০,০০০						
ভবি	১০,০০০									
দানদান	১,৫৮,০০০									
অন্যস সমিতি-দানদান		১০,৫০০		৭০০						
প্রদর্শনী ব্যয়পত্র	৫৯,০০০									
অন্যস সমিতি-প্রদর্শনী ব্যয়পত্র		৫,০০০		৫০০						
প্রদেয় নেট		১,১০,০০০								
প্রদেয় হিসাব		৪,৪০০								
অর্জিত ভিত্তি নিয়ন্ত্রণ (দানদান নিয়ন্ত্রণ কুল)		১,০০০		৫০০						
কুলকন		১,০০,০০০								
হিসাবকন	৫,৫০০									
টিকিট হতে অর্থ		৫৯,১০০		৫০০						
বেতন	১,৭০০			১,৫০০						
বিদ্যুৎ ব্যয়	১,১০০									
মোট	৩,৪৮,১০০	৩,৪৮,১০০								
পর্যকর্মসের নগদ হিসাব				২০,০০০						
অন্যস হিসাব-দানদান				৭০০						
অন্যস হিসাব-প্রদর্শনী ব্যয়পত্র				৫০০						
প্রদেয় নেটের কুল				১,৫০০						
কুলের কুল						১,৫০০				
কুলের বেতন						১,৫০০				
মোট				২৪,১০০		২৪,১০০				

ধাপ-৪: সমন্বিত রেওয়ামিল প্রত্যুৎকরণ:

সকল সমন্বয়গুলো জাবেদাভুক্ত করার পর তা আবার খতিয়ানে স্থানান্তর করলে খতিয়ানের নতুন জের পাওয়া যাবে। এ নতুন জের নিয়ে আবার রেওয়ামিল প্রত্যুৎ করা হলে তাকে সমন্বিত রেওয়ামিল বলে। সকল সমন্বয়গুলো খতিয়ানে স্থানান্তরের পর খতিয়ানগুলোর জেরের ডেবিট ও ক্রেডিট এর সমতা যাচাই করার জন্য এ রেওয়ামিল প্রত্যুৎ করা হয়। আর্থিক বিবরণী প্রত্যুৎের জন্য সকল তথ্য সমন্বিত রেওয়ামিলে অন্তর্ভুক্ত থাকে। কার্যপত্র প্রত্যুৎের সময় রেওয়ামিল ও সমন্বয়ের প্রতিটি হিসাবের উত্তর সমন্বয়ে (যোগ-বিয়োগ) করে সমন্বিত রেওয়ামিলে প্রত্যুৎ করা হয়। ডেবিট উত্তরের সাথে ডেবিট টাকার সমন্বয় হলে যোগ করে সমন্বিত রেওয়ামিলের ডেবিট পাশে এবং ক্রেডিট উত্তরের সাথে ক্রেডিট টাকার সমন্বয় হলেও তা যোগ করে সমন্বিত রেওয়ামিলের ক্রেডিট ঘরে বসাতে হবে। অন্যদিকে ডেবিট এর সাথে

সমস্ত ক্রেডিট হলে তা বিয়োগ করার পর জের ডেবিট বড় হলে সমন্বিত রেওয়ামিলে ডেবিট ঘরে আর জের ক্রেডিট হলে ক্রেডিট ঘরে বসবে। আবার রেওয়ামিলের ক্রেডিট এর সাথে সমস্তের ডেবিট হলে তাও বিয়োগ করে জের ক্রেডিট হলে সমন্বিত রেওয়ামিলের ক্রেডিট ঘরে আর জের ডেবিট হলে ডেবিটে বসবে। মনে রাখতে হবে, আট ঘর বিশিষ্ট কার্যপত্রে সমন্বিত রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয় না। সমন্বিত উদ্ভূতসমূহ সরাসরি আর্থিক বিবরণীতে স্থানান্তর করা হয়। নিচের ছকে দশ ঘরা বিশিষ্ট কার্যপত্রের ক্ষেত্রে সমন্বিত রেওয়ামিল এর নমুনা দেখানো হলো—

বাংলা নটিক মঞ্চ									
কার্যপত্র									
২০১২ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত মাসের জন্য									
হিসাবসমূহ	রেওয়ামিল		সম্বন্ধ		সম্বিত রেওয়ামিল		আর বিবরণী		উচ্চপত্র
	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট
নগদ	১৯,১০০				১৯,১০০				
পায়ফরমদানের অগ্রিম প্রদান	৫১,২০০			২০,০০০	১১,২০০				
জমি	৮০,০০০				৮০,০০০				
মালদান	১,৬৮,০০০				১,৬৮,০০০				
অবচয় সম্বিত-মালদান		১০,৫০০		৭০০		১১,২০০			
প্রদর্শনী যজ্ঞপাতি	৩৬,০০০				৩৬,০০০				
অবচয় সম্বিত-প্রদর্শনী যজ্ঞপাতি		৫,০০০		৬০০		৫,৬০০			
প্রদেয় নোট	১,৯০,০০০				১,৯০,০০০				
প্রদেয় হিসাব		৪,৪০০				৪,৪০০			
অগ্রিম টিকিট বিক্রয় (মকিমা জুনিয়র স্কুল)		১,০০০	৫০০			৫০০			
মূলধন		১,০৫,০০০				১,০৫,০০০			
উপোলন	৫,৫০০				৫,৫০০				
টিকিট হতে আয়		৩৬,৯০০		৫০০		৩৭,৪০০			
বেতন	৮,৭০০		১,৫০০		১০,২০০				
বিস্তৃত খরচ	১৮০০				১,৮০০				
মোট	৫,৪৮,৮০০	৫,৪৮,৮০০							
পারফরম্যান্সের সম্বন্ধী হিসাব			২০,০০০		২০,০০০				
অবচয় হিসাব-মালদান			৭০০		৭০০				
অবচয় হিসাব-প্রদর্শনী যজ্ঞপাতি			৬০০		৬০০				
প্রদেয় নোটের মূল			১,৫০০		১,৫০০				
অকেজা মূল				১,৫০০		১,৫০০			
অকেজা বেতন				১,৫০০		১,৫০০			
মোট			২৪,৮০০	২৪,৮০০	৫,৫৫,১০০	৫,৫৫,১০০			

ধাপ-৫: আর বিবরণী প্রস্তুত ও নিট লাভ বা ক্ষতি নির্ণয়:

সম্বন্ধিত রেওয়ামিল থেকে আরসমূহ আর বিবরণীর ডেবিট পাশে এবং ব্যাসমূহ আর বিবরণীর ক্রেডিট পাশে লিখে নিট লাভ বা ক্ষতি নির্ণয় করা হয়। পরবর্তীতে নিট লাভ বা ক্ষতি উদ্বর্তপক্ষে স্থানান্তর করা হয়।

বাংলা মাটিক মছর কার্যপত্র ২০১২ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত মাসের জন্য									
হিসাবসমূহ	গেজলি		সহায়		ক্ষতি গেজলি		অনিশী		উর্ধ্ব
	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট
নগদ	১৯,৫০০				১৯,৫০০				
পারফরম্যান্সের অগ্রিম প্রদান	৫৯,২০০			২০,০০০	১১,২০০				
জমি	৮৫,০০০				৮৫,০০০				
দাগাদ	১,৫৫,০০০				১,৫৫,০০০				
অবচয় সঞ্চিতি-দাগাদ		১০,৫০০		৭০০		১১,২০০			
প্রদর্শনী যন্ত্রপাতি	৫৯,০০০				৫৯,০০০				
অবচয় সঞ্চিতি-প্রদর্শনী যন্ত্রপাতি		৫,০০০		৫০০		৫,৫০০			
ধনের নোট	১,৯০,০০০				১,৯০,০০০				
ধনের হিসাব	৪,৫০০				৪,৫০০				
অগ্রিম টিকিট বিক্রয় (নকশা জুনিয়র ক্লাব)	১,০০০		৫০০			৫০০			
মূলধন	১,০৫,০০০				১,০৫,০০০				
উত্তোলন	৫,৫০০				৫,৫০০				
টিকিট হতে আর		৫৫,৫০০		৫০০		৫৬,০০০		৫৬,০০০	
বেতন	৮,৭০০		১,৫০০		১০,২০০		১০,২০০		
বিদ্যুৎ খরচ	১,৮০০				১,৮০০		১,৮০০		
মোট	৫৪৮,৮০০	৫৪৮,৮০০							
পারফরম্যান্সের সম্পত্তি হিসাব			২০,০০০		২০,০০০		২০,০০০		
অবচয় হিসাব-দাগাদ			৭০০		৭০০		৭০০		
অবচয় হিসাব-প্রদর্শনী যন্ত্রপাতি			৫০০		৫০০		৫০০		
ধনের নোটের সুদ			১,৫০০		১,৫০০		১,৫০০		
অকেয়া সুদ				১,৫০০		১,৫০০			
অকেয়া বেতন				১,৫০০		১,৫০০			
মোট			২৪,৮০০	২৪,৮০০	২৪,৮০০	২৪,৮০০	২৪,৮০০	২৪,৮০০	
নিট লাভ/ক্ষতি							২,৮০০		
মোট							২,৮০০	২,৮০০	

ধাপ-৬: আর্থিক অবস্থা নিরূপণ ও কার্যপত্র সমাপ্তকরণ:

সমাপ্ত ব্লকগুলির সম্পত্তিসমূহের জের উত্তরপত্রের ডেবিট পাশে ও দায়সমূহ জেডিট পাশে দিবে ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থা নিরূপণ করা হয়। উল্লেখ্য ইতিপূর্বে প্রস্তুতকৃত আর বিবরণীর নিট লাভ হলে উত্তরপত্রের জেডিট পাশে বা নিট ক্ষতি হলে ডেবিট পাশে লিখতে হবে। উত্তরপত্রের ডেবিট ও জেডিট জেরের সমতাচরণের মাধ্যমে কার্যপত্রের কাজ শেষ হয়ে যায়। এর পর নিম্ন মোতাবেক হিসাবরক্ষক আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের কাজ শুরু করেন।

বাংলা মাটিক মঞ্চ কার্যপত্র ২০১২ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত মাসের জন্য									
হিসাবসমূহ	গেণারেল		সময়		সমপ্ত গেণারেল		আজ বিবরণী		উত্তরপত্র
	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট
মাল	১৯,৬০০				১৯,৬০০				১৯,৬০০
পায়ফর্মারের অগ্রিম প্রদান	৫১,২০০			২০,০০০	১১,২০০				১১,২০০
ভূমি	১০,০০০				৮০,০০০				৮০,০০০
দালান	১,৬৮,০০০				১,৬৮,০০০				১,৬৮,০০০
অন্যস্বত্ব সন্নিবিষ্ট দালান		১০,৫০০	৭০০			১১,২০০			১১,২০০
প্রদর্শনী যন্ত্রপাতি	৩৯,০০০				৩৯,০০০				৩৯,০০০
অন্যস্বত্ব সন্নিবিষ্ট প্রদর্শনী যন্ত্রপাতি		৫,০০০	৬০০			৫,৬০০			৫,৬০০
বাসের নোটি		১,২০,০০০			১,২০,০০০				১,২০,০০০
বাসের হিসাব		৪,৪০০				৪,৪০০			৪,৪০০
অগ্রিম টিকিট বিক্রয় (দামিমা যন্ত্রের স্থল)		১,০০০	৫০০			৫০০			৫০০
কুপন		১,০৫,০০০			১,০৫,০০০				১,০৫,০০০
উপকরণ	৫,৫০০				৫,৫০০				৫,৫০০
টিকিট হতে আর		৩৯,২০০		৫০০		৩৯,৭০০	৩৯,৭০০		
বেতন	১,৭০০		১,৫০০		১০,২০০		১০,২০০		
বিদ্যুৎ, স্বয়ং	১,১০০				১,১০০		১,১০০		
মোট	৫,৬৮,৮০০	৫,৬৮,৮০০							
পায়ফর্মারের সম্মতি হিসাব			২০,০০০		২০,০০০		২০,০০০		
অন্যস্বত্ব দালান			৭০০		৭০০		৭০০		
অন্যস্বত্ব প্রদর্শনী যন্ত্রপাতি			৬০০		৬০০		৬০০		
বাসের নোটির স্থল			১,৫০০		১,৫০০		১,৫০০		
বকেয়া সুদ				১,৫০০		১,৫০০			১,৫০০
বকেয়া বেতন				১,৫০০		১,৫০০			১,৫০০
			২৪,১০০	২৪,১০০	৫,৫৫,১০০	৫,৫৫,১০০	৫,৫৫,১০০	৫,৫৫,১০০	
নিট লাভ (ক্ষতি)							২,৬০০		২,৬০০
					৫৬,৮০০	৫৬,৮০০	৫,৬১,৭০০	৫,৬১,৭০০	

কাণ্ড-৪: জি এম জি এয়ারলাইন্স প্রত্যেক মাসের শেষ তারিখে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত কর। ২০১২ সালের আগস্ট মাসে তাদের রেওয়ামিল নিম্নরূপ:

জি এম জি এয়ারলাইন্স
৩১-০৮-২০১২
রেওয়ামিল

হিসাবের শিরোনাম ও বিবরণী	ডেবিট	ক্রেডিট
মঙ্গল	২৩,৬০০	
প্রাপ্য হিসাব	৭,২০০	
অগ্রিম যাত্রী ভাড়া	৯,৬০০	
অগ্রিম বিমা	২১,০০০	
বিমান	১২,০০,০০০	
অবচয় সঞ্চিতি-বিমান		৩,৮০,০০০
প্রদেয় নোট		৬,০০,০০০
অন্যপার্জিত যাত্রী সেবা আয়		৬০,০০০
মূলধন		২,৩০,৮৫০
উল্লেখন	৭,০০০	
যাত্রী ভাড়া আয়		১,৩০,৯৫০
জ্বালানি খরচ	৫৩,৮০০	
বেতন	৬৬,৭০০	
রক্ষণাবেক্ষণ খরচ	১২,৯০০	
	১৪,০১,৮০০	১৪,০১,৮০০

অন্যান্য তথ্য:

- বিমানের উপর ১০ বছর অবচয় ধার্য করতে হবে।
- অগ্রিম যাত্রী ভাড়া হিসেবে প্রাপ্ত ভাড়া যাত্রীপণ ভ্রমণ সম্পন্ন করেছে।
- কর্মচারীদের বেতন অর্জিত হয়েছে কিন্তু ৩১ আগস্ট তারিখের মধ্যে পরিশোধ করা হয়নি।
- প্রদেয় নোটের উপর ৩১ আগস্ট পর্যন্ত ৫,০০০ টাকা সুদ প্রদেয় হয়েছে।
- জনাব আসমান একজন নিয়মিত গ্রাহক যিনি আগস্ট মাসে বিমানে ৫,০০০ টাকার মাশ সিলেটে গেরণ করেন যা এখনও পাওয়া যায়নি।
- জুলাই মাসের ১ তারিখে ৩ মাসের ভাড়া অগ্রিম প্রদত্ত হয়েছে ১৪,৪০০ টাকা।
- জুন মাসের ১ তারিখে ১২ মাসের জন্য অগ্রিম বিমা সেলামি পরিশোধ করা হয়েছে ২৫,২০০ টাকা।

করনীয়: কার্যপত্র প্রস্তুত কর।

৭.০৫ সমন্বয় দাখিলা Adjusting Entry

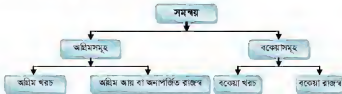


চিত্র: সমন্বয়সাধন

একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আয়ুষ্কালকে কতিপয় ক্ষুদ্র ও সমান সময়খণ্ডে ভাগ করে নেওয়া হয়। এ ক্ষুদ্র সময়খণ্ডকে হিসাবকাল বলে। একটি হিসাবকালের সঠিক নিট লাভ বা ক্ষতি নির্ণয় করতে হলে এবং হিসাবকাল শেষে সঠিক আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করতে হলে চলতি হিসাবকালের রাজস্বের সাথে শুধু চলতি হিসাবকালের খরচের মিলকরণ করতে হবে। অর্থাৎ শুধু চলতি হিসাবকালের রাজস্ব থেকে চলতি হিসাবকালের খরচ বাদ দিতে হবে। রাজস্ব বা খরচের মধ্যে যদি বিগত বা আগামী হিসাবকালের কোনো আয় বা ব্যয় থাকে তা সংশ্লিষ্ট রাজস্ব বা খরচের থেকে বাদ দিতে হবে। অন্যদিকে চলতি হিসাবকালের যদি কোনো রাজস্ব বা খরচ বকেয়া থাকে তা সংশ্লিষ্ট রাজস্ব বা খরচের সাথে যোগ করতে হবে। অর্থাৎ একটি হিসাবকালের সঠিক রাজস্ব বা খরচ নির্ণয় করার জন্য অগ্রিম ও বকেয়া রাজস্ব বা খরচগুলো সমন্বয় করার জন্য যে জাবেদা দাখিলা দেওয়া হয় তাকে সমন্বয় দাখিলা বলে। সাধারণত হিসাবকাল শেষে রেওয়ামিলের পর ও আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের পূর্বে সমন্বয় জাবেদা প্রদান করা হয়। সাধারণত হিসাবকাল নীতি ও মিলকরণ নীতি সমন্বয় জাবেদাকে প্রভাবিত করে থাকে।

সমন্বয় জাবেদার প্রকারভেদ (Classification of Adjusting Entry)

সমন্বয়কে নিম্নোক্ত ক্ষেপিতে বিভক্ত করা যায়:



ক. অগ্রিম খরচ (Prepaid Expenses):

অর্থ প্রদান করা হয়েছে কিন্তু এখন পর্যন্ত সেবা নেওয়া হয়নি এমন খরচকে অগ্রিম খরচ বলে। অথবা চলতি হিসাবকালে অর্থ প্রদান করা হয়েছে কিন্তু এর সুবিধা আগামী হিসাবকাল বা কালসমূহে পাওয়া যাবে এমন অর্থ প্রদানকে অগ্রিম খরচ বলে। যেমন: অগ্রিম বেতন, অগ্রিম ভাড়া, অগ্রিম বিমা সেলানি প্রভৃতি।

- খ. অর্জিত রাজস্ব বা অর্জিত রাজস্ব (Unearned Revenue): চলতি হিসাবকালে অর্থ পাওয়া গেছে কিন্তু এর সুবিধা আগামী হিসাবকাল বা অর্জিতমুহে প্রদান করা হবে এমন প্রান্তিকে অর্জিত রাজস্ব বলে। যেমন-অর্জিত শিক্ষাবিধি সেলামি, অর্জিত সেবা রাজস্ব, অর্জিত ভাড়া প্রাপ্তি প্রভৃতি।
- গ. বকেয়া রাজস্ব (Accrued Revenue): সেবা বা পণ্য তৈরীকরে হস্তান্তর করা হয়েছে কিন্তু প্রতিদান হিসাবে অর্থ বা অন্য কোনো সম্পদ পাওয়া না গেলে তাকে বকেয়া রাজস্ব বলে। যেমন-ধারে বিক্রয় ও বিনিয়োগের সুদ বকেয়া, ধারে সেবা প্রদান করা প্রভৃতি।
- ঘ. বকেয়া খরচ (Accrued Expenses): সেবা গ্রহণ বা পণ্য ক্রয় করা হয়েছে কিন্তু চলতি হিসাবকালে প্রতিদান দেওয়া হয়নি এমন সেবা গ্রহণকে বকেয়া ব্যয় বলে। যেমন-বকেয়া বেতন, বকেয়া ভাড়া, ধারে পণ্য ক্রয়, বকেয়া মজুরি প্রভৃতি।

অর্জিতমুহের সমন্বয় জাবেদা—

i. অর্জিত রাজস্ব (Unearned Revenue)

উপ-ভাড়া ২,০০০ টাকা অর্জিত পাওয়া গেছে। নগদে অর্জিত উপ-ভাড়া পাওয়া গেলে দুটি পদ্ধতিতে একজন হিসাবরক্ষক হিসাববুজ করতে পারেন। যথা—

ক. দায় পদ্ধতি (Liability method);

খ. আয় পদ্ধতি (Income method)।

ক. দায় পদ্ধতি (Liability method)

এ পদ্ধতিতে অর্জিত রাজস্ব নগদে পাওয়া গেলে নিম্নলিখিত জাবেদা দেওয়া হয়:

তারিখ	বিবরণ	খ.পৃ.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	নগদান হিসাব	ডেবিট	২০০০	
	অর্জিত উপ-ভাড়া হিসাব	ক্রেডিট		২০০০ (দায়)

উপরোক্ত জাবেদার মাধ্যমে অর্জিত উপ-ভাড়াকে দায় হিসাবে হিসাববুজ করা হলো রেওয়ামিলে উপ-ভাড়া নিম্নলিখিত ভাবে উপস্থাপিত হবে।

রেওয়ামিল

হিসাবের নাম	ডেবিট	ক্রেডিট
অর্জিত উপ-ভাড়া		২০০০

এরপর সমন্বয় বলা হয় যে, উপ-ভাড়া অর্জিত আছে ৮০০ টাকা। সেফেদ্রে রেওয়ামিলে অর্জিত উপ-ভাড়া ২,০০০ টাকা দায় থেকে ৮০০ টাকা দায় রাখতে হলে অর্জিত উপ-ভাড়া (২,০০০ - ৮০০) = ১,২০০ (দায়) টাকা কমাতে হবে। আর এ ১,২০০ টাকা কারবারের রাজস্ব হয়েছে। সুতরাং উপ-ভাড়া রেওয়ামিলে অর্জিত হিসাবে হিসাববুজ থাকলে সেফেদ্রে দায় কমাতে হবে ও রাজস্ব বাড়তে হবে। ফলে সমন্বয় জাবেদা হবে:

তারিখ	বিবরণ	খ.পৃ.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)	ফল
	অর্জিত উপ-ভাড়া হিসাব	ডেবিট	১২০০		[দায় ↓]
	উপ-ভাড়া হিসাব	ক্রেডিট		১২০০	[রাজস্ব ↑]

খ. আয় পদ্ধতি (Income method)

এ পদ্ধতিতে উপ-ভাড়া যখন পাওয়া গেছে তখন উপ-ভাড়াকে রাজস্ব হিসাবে হিসাবভুক্ত করা হতে পারে তখন জাবেদা হবে:

তারিখ	বিবরণ	খ.পূ.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	নগদান হিসাব	ডেবিট	২০০০	
	উপ ভাড়া হিসাব	ক্রেডিট		২০০০ (রাজস্ব)

এক্ষেত্রে রেওয়ামিলে উপ-ভাড়া আয় হিসাবে প্রদর্শিত হবে:

রেওয়ামিল

হিসাবের নাম	ডেবিট	ক্রেডিট
উপ-ভাড়া		২,০০০

এক্ষেত্রে সমন্বয়ে যদি কলা হয় উপ-ভাড়া ৮০০ টাকা অগ্রিম আছে। সেক্ষেত্রে উপ-ভাড়া (রাজস্ব) ৮০০ টাকা কমাতে হবে। আর অগ্রিম উপভাড়া দায় হিসাবে দেখাতে হবে। এক্ষেত্রে আয় অগ্রিম থাকলে আয় কমবে ও দায় বাড়বে।

সমন্বয় জাবেদা হবে

তারিখ	বিবরণ	খ.পূ.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)	ফল
	উপ-ভাড়া হিসাব	ডেবিট	৮০০		[দায় ↓]
	অগ্রিম উপ-ভাড়া হিসাব	ক্রেডিট		৮০০	[রাজস্ব ↑]

কাজ-৫: নিচের সমন্বয়গুণের জাবেদা দাখিলা দাও।

রেওয়ামিল ৩১-১২-২০১২			
ক্রমিক নং	হিসাব শিরোনাম	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	অগ্রিম শিক্ষানবিস সেলামি		২,০০০
	ভাড়া প্রাপ্তি		৩,০০০
	অগ্রিম সেব আয়		৫,০০০

সমন্বয়:

১. শিক্ষানবিস সেলামি ৫০০ টাকা অগ্রিম রয়েছে।
২. ভাড়া প্রাপ্তি ১,২০০ টাকা অগ্রিম রয়েছে।
৩. অগ্রিম সেবা আয়ের ২,০০০ টাকা আয় হয়েছে।

ii. অগ্রিম খরচ (Prepaid Expenses)

বেতন ৫,০০০ টাকা অগ্রিম প্রদান করা হয়েছে। এ লেনদেনটি একজন হিসাবরক্ষক দুটি পদ্ধতিতে হিসাবভুক্ত করতে পারেন। যথা: ক. সম্পত্তি পদ্ধতি (Assets method); খ. খরচ পদ্ধতি (Expenses method)

ক. সম্পত্তি পদ্ধতি (Assets method)

এ পদ্ধতিতে বেতন প্রদান করার সময় বেতনকে সম্পত্তি হিসাবে হিসাবভুক্ত করা হয়।

১. জাবেদা:

তারিখ	বিবরণ	খ.প.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)	কারণ
	অগ্রিম বেতন হিসাব নগদান হিসাব		৫,০০০	৫,০০০	[সম্পত্তি ↑] [সম্পত্তি ↓]

উপরিউক্ত জাবেদার মাধ্যমে অগ্রিম বেতনকে সম্পত্তি হিসাবে হিসাবভুক্ত করা হয়েছে। এ অগ্রিম বেতনকে রেওয়ামিলে সম্পত্তি হিসাবে দেখানো হবে।

রেওয়ামিল

হিসাবের নাম	ডেবিট	ক্রেডিট
অগ্রিম বেতন	৫,০০০	

এরপর সমন্বয়ে কলা হলো অগ্রিম বেতন ৩,০০০ টাকা। এখন অগ্রিম বেতন $৫,০০০ - ৩,০০০ = ২,০০০$ টাকা কমাতে হবে অর্থাৎ অগ্রিম বেতন ২,০০০ টাকা দ্বারা ক্রেডিট করতে হবে এবং বেতন হিসাব ২,০০০ টাকা ব্যয় হিসাবে ডেবিট করতে হবে।

সমন্বয় জট্টবদ:

২.

তারিখ	বিবরণ	খ.প.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)	কারণ
	বেতন হিসাব অগ্রিম বেতন হিসাব		২,০০০	২,০০০	[খরচ ↑] [সম্পত্তি ↓]

খ. ব্যয় পদ্ধতি (Expenses method)

আবার বেতনকে ব্যয় হিসেবে নিম্নলিখিত পদ্ধতি জাবেদাভুক্ত করা যায়:

তারিখ	বিবরণ	খ.প.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)	কারণ
	বেতন হিসাব নগদান হিসাব		৫,০০০	৫,০০০	[খরচ ↑] [সম্পত্তি ↓]

এখানে বেতনকে খরচ হিসেবে হিসাবভুক্ত করা হলো এবং রেওয়ামিলে তা নির্দিষ্ট পদ্ধতি উপস্থাপন করা হলো:

রেওয়ামিল

হিসাবের নাম	ডেবিট	ক্রেডিট
বেতন	৫,০০০	

এরপর সমন্বয়ে কলা হলো অগ্রিম বেতন ৩,০০০ টাকা। এখন বেতন খরচ ৩,০০০ টাকা কমাতে হবে অর্থাৎ অগ্রিম বেতন ৩,০০০ টাকা দ্বারা ডেবিট (সম্পত্তি) করতে হবে এবং বেতন হিসাব ৩,০০০ টাকা (খরচ) কমাতে হবে। অর্থাৎ বেতন $৫,০০০ - ৩,০০০ = ২,০০০$ টাকা খরচ হিসাবে থেকে যাবে।

সমস্বয় জাবেদা:

তারিখ	বিবরণ	খ.পূ.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)	কারণ
	অগ্রিম বেতন হিসাব		৩,০০০		[সম্পত্তি ↑]
	বেতন হিসাব			৩,০০০	[খরচ ↓]

কাজ—৬: নিচের সমস্বয়গুলোর জাবেদা দাখিল দাও।

রেওয়ামিল ৩১-১২-২০১২			
ক্রমিক নং	হিসাব শিরোনাম	ডেবিট টাকা।	ক্রেডিট টাকা
	বিমা সেলামি	৩,০০০	
	অগ্রিম আইন খরচ	১৫,০০০	
	কমিশন খরচ	২,৫০০	

সমস্বয়:

১. বিমা সেলামি ১,৫০০ টাকা অগ্রিম আছে।
২. অগ্রিম আইন খরচের ১২,০০০ টাকার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে।
৩. কমিশন ১,০০০ টাকা অগ্রিম আছে।



অবচয়: একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান আর অর্জনে সহায়তার জন্য আসবাবপত্র, কলকজা, দালানকোঠা প্রভৃতির জন্য অর্থ ব্যয় করে থাকে। এগুলো একাধিক হিসাবকাল ধরে প্রতিষ্ঠানে সেবা প্রদান করে থাকে বিষয় এ ব্যয়কে খরচ হিসেবে হিসাবভুক্ত না করে সম্পত্তি হিসাবে হিসাবভুক্ত করা হয়। এ সম্পত্তিগুলো ক্রয় মূল্য নীতি অনুযায়ী ক্রয় মূল্যে হিসাবভুক্ত করা হয়। যত দিন এ সম্পত্তিগুলো সেবা প্রদান করবে তাকে আয়ুষ্কাল বা জীবনকাল বলে। মিলকারণ নীতি অনুসারে দীর্ঘ জীবনকালের এ সম্পত্তির মূল্যের একটি অংশ জীবনকালের প্রত্যেক বছরে খরচ হিসাবে দেখাতে হয় এ খরচকে অবচয় বলে। মূলত অবচয় হলো সম্পত্তির মূল্যকে তার কার্যকর জীবনকালের মধ্যে একটি আনুপাতিক ও পদ্ধতিগত বন্টন প্রক্রিয়া।

হিসাববিভাগের দৃষ্টিতে আর অর্জনের সহায়তার জন্য দীর্ঘমেয়াদে সুবিধা পাওয়ার লক্ষ্যে কোনো ব্যয় করা হলে এটাকে দীর্ঘমেয়াদে অগ্রিম ব্যয় হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ফলে এ ব্যয়কে সম্পত্তি হিসাবে হিসাবভুক্ত করা হয়। কিন্তু উক্ত সম্পত্তি ব্যবহারের ফলে তার সুবিধা প্রদান ক্ষমতা কিছু কমে যায়। যা মূলত খরচ সৃষ্টি করে। তাই এ অগ্রিম ব্যয়কে অবচর নামে খরচে রূপান্তর করতে হয়। যেমন—একটি কলকজা অর্জনে ১০,০০০ টাকা ব্যয় করা হয়েছে এবং এ কলকজা থেকে অনুমান করা হয়েছে যে, ১০ বছর সুবিধা পাওয়া যাবে। সুতরাং এটি একটি অগ্রিম ব্যয়। এ কলকজা ব্যবহারের ফলে প্রতি বছর $10,000 \div 10 = 1,000$ টাকা খরচে রূপান্তর হবে। এ খরচই হলো অবচর। সম্পত্তির প্রকৃত জীবন কাল পরিমাপ করা কঠিন। তাই অবচর মূলত একটি আনুমানিক ব্যয়। অগ্রিম ব্যয় যখন খরচ হিসাবে স্বীকৃত হয় তখন সমস্বয় জাবোদা হবে:

তারিখ	বিবরণ	ঋ.পু.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	অবচর হিসাব	ডেবিট	১,০০০	
	অবচর সঞ্চিতি—কলকজা হিসাব	ক্রেডিট		১,০০০
	(কলকজার অবচর হিসাবভুক্ত করা হলো।)			

অবচরকে আর বিবরণীতে খরচ হিসাবে রাজস্ব থেকে বাদ দিতে হয়। অন্যদিকে আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে কলকজা থেকে আবচর সঞ্চিতি বাদ দিতে হয়।

গ. বকেয়া খরচ (Accrued Expense): হিসাবকাল শেষে বকেয়া খরচ থাকলে তা হিসাবভুক্ত করলে সংশ্লিষ্ট ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। অন্যদিকে ঐ বকেয়া ব্যয়ের জন্য দায় বৃদ্ধি পাবে। বকেয়া খরচ সংক্রান্ত সমস্বয়গুলোর কোনো হিসাবভুক্তি থাকে না। এজন্য রেওয়ামিলের সাথে এ সমস্বয়গুলোর কোনো সম্পর্ক থাকে না।

যেমন—বেতন বকেয়া আছে ২,০০০ টাকা। এখানে একদিকে বেতন (ব্যয়) বৃদ্ধি পাবে অন্যদিকে বকেয়া বেতন (দায়) বৃদ্ধি পাবে। ফলে সমস্বয় জাবোদা হবে:

তারিখ	বিবরণ	ঋ.পু.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	বেতন হিসাব	ডেবিট	২,০০০	
	বকেয়া বেতন হিসাব	ক্রেডিট		২,০০০



কাজ—৭: নিচের সমস্বয়গুলোর থেকে কোন কোন হিসাবখাত বৃদ্ধি পাবে তা চিহ্নিত করে জাবোদা দাখিল দাও।

১. ভাড়া খরচ বকেয়া আছে ২,৫০০ টাকা
২. বিমা সেলামি খরচ বকেয়া আছে ৩,০০০ টাকা
৩. মজুরি বকেয়া আছে ৪,০০০ টাকা
৪. কারবার খরচ বকেয়া আছে ২,০০০ টাকা
৫. ঋণের সুদ বকেয়া আছে ১,০০০ টাকা
৬. ভাড়া খরচ ১/৩ বকেয়া আছে। (রেওয়ামিলে ভাড়া ১০,০০০ টাকা)

ঘ. বকেয়া রাজস্ব (Accrued Revenue)

রাজস্ব বকেয়া থাকলে সমস্বয় করার সময় একদিকে রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে এবং অন্যদিকে সম্পত্তি বৃদ্ধি পাবে।

যেমন—সেবা আয় ৭,০০০ টাকা বকেয়া আছে।

এখানে সেবা প্রদান করার সেবা আয় (রাজস্ব বৃদ্ধি) পাবে ৭,০০০ টাকা এবং অন্যদিকে টাকা পাওয়া থাকার প্রাপ্য হিসাব (সম্পত্তি) ৭,০০০ টাকা বৃদ্ধি পাবে।



কাজ—চঃ নিচের সমস্বয়গুলোর থেকে কোন কোন হিসাবখাত বৃদ্ধি পাবে তা চিহ্নিত করে জাবেনা দাবিলা দাও।

১. ভাড়া প্রাপ্তি বকেয়া আছে ২,৫০০ টাকা
২. শিক্ষানবিস সেলামি ১,৩০০ টাকা বকেয়া আছে
৩. সেবা আয় ৫,০০০ টাকা বকেয়া আছে।
৪. বিনিয়োগের সুদ বকেয়া আছে ২,০০০ টাকা
৫. কমিশন আয় বকেয়া আছে ১,০০০ টাকা।
৬. ভাড়া প্রাপ্তি ১/৪ বকেয়া আছে। (রওয়ামিলে ভাড়া ১৫,০০০ টাকা)

চার প্রকার মৌলিক সমস্বয়গুলো যদি সারসংক্ষেপ নিম্নের ছকে উপস্থাপন করা হলো। একদিকে বুঝতে বিষয়টি সহজ হবে। মনে রাখতে হবে যে, এ সমস্বয়গুলোর জন্য একবার আত্ম বিবরণীতে ও একবার আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে প্রতিক্রিয়া হবে।

সমস্বয়ের ধরণ	সমস্বয়ের কারণ	সমস্বয়ের পূর্বের অবস্থা	সমস্বয় জাবেনা
১. অগ্রিম খরচ	অগ্রিম খরচ সম্পত্তি হিসাবে হিসাবভুক্ত করা হয়েছে	সম্পদ বেশী থাকে খরচ কম থাকে	খরচ জেবিট সম্পত্তি ক্রেডিট
২. অনাপর্জিত রাজস্ব	যখন টাকা পাওয়া যায় তখন দায় হিসাবে হিসাবভুক্ত করা হয়।	দায় বেশী থাকে রাজস্ব কম থাকে	দায় জেবিট রাজস্ব ক্রেডিট
৩. বকেয়া রাজস্ব	সেবা প্রদান বা বিক্রয় করা হয়েছে কিন্তু টাকা পাওয়া যায়নি এবং হিসাবভুক্ত হয়নি।	রাজস্ব কম থাকে সম্পত্তি কম থাকে	সম্পত্তি জেবিট রাজস্ব ক্রেডিট
৪. বকেয়া খরচ	সুবিধা গ্রহণ করা হয়েছে কিন্তু প্রতিদান দেওয়া হয়নি।	খরচ কম থাকে দায় কম থাকে	খরচ জেবিট দায় ক্রেডিট

কাজ—৯ঃ ২০১৩ সালের ৩১ মে তারিখে জন্মাব আবিরের হিসাব বহি হতে এক মাসের তথ্য নিম্নরূপ।

আবির ট্রেডার্স

রেওয়ামিল

৩১-৫-২০১৩

হিসাবের নাম	ডেবিট	ক্রেডিট
দাখান	১৬,০০০	
যন্ত্রপাতি	৭০,০০০	
আসবাবপত্র	১৫,৭০০	
নগদ	২,৫০০	
সরবরাহ	১,৯০০	
অগ্রিম বিমা	২,৪০০	
প্রদেয় হিসাব		৫,৩০০
অনাপত্তিত ভাড়া		৩,৫০০
বিজ্ঞাপন খরচ	৫০০	
বেতন খরচ	২,০০০	
ভাড়া আয়		৮,২০০
প্রদেয় নোট		৩৫,০০০
আবিরের মূলধন		৬০,০০০
উপযোগ খরচ	১,০০০	
	১,১২,০০০	১,১২,০০০

সমস্বয়: (১) বেতন ৫০০ টাকা বকেয়া আছে। (২) অনাপত্তিত ভাড়া আয় ১,২০০ টাকা অর্জিত হয়েছে। (৩) প্রদেয় নোটের উপর ১০% সুদ ধরতে হবে। (৪) বিমা খরচ প্রতি মাসে ১৫০ টাকা (৫) ৩১ মে তারিখে গণনা করে ৯০০ টাকার সরবরাহ পাওয়া গেল। (৬) যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্রের উপর বার্ষিক অবচয় ৩,৬০০ টাকা ও ১,৮০০ টাকা।

করণীয়: সমস্বয় জাবেদা।

সমাপনী মজুদপত্র: সমাপনী মজুদপত্র সমন্বয়করণের করেকটি পদ্ধতি আছে। নিম্নে এগুলো আলোচনা করা হলো—
প্রথম পদ্ধতি: সমাপনী মজুদপত্র রেওয়ামিলে দেওয়া থাকে। সমাপনী মজুদপত্র তখন জরের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে।
এক্ষেত্রে সমাপনী মজুদপত্র জরের সাথে সমন্বয় করা যেতে পারে।

সেক্ষেত্রে জাবেদা হবে:

তারিখ	বিবরণ	খ.প.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	সমাপনী মজুদপত্র জন্ম হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট		

উদাহরণ:

রেওয়ামিল		
প্রারম্ভিক মজুদপণ্য	৫,০০০	
ক্রয়	২২,০০০	

সমস্বয়: সমাপনী মজুদপণ্য ৩,৫০০ টাকা।

সমস্বয় জাবেদা

তারিখ	বিবরণ	খ.প.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	সমাপনী মজুদপণ্য ডেবিট		৩,৫০০	
	ক্রয় হিসাব ক্রেডিট			৩,৫০০

কার্যপত্র

হিসাবের নাম	রেওয়ামিল		সমস্বয়		সম্মিত রেওয়ামিল		আয় বিবরণী		উদ্বর্তপত্র	
	ডে.	ক্রে.	ডে.	ক্রে.	ডে.	ক্রে.	ডে.	ক্রে.	ডে.	ক্রে.
প্রারম্ভিক মজুদ	৫,০০০									
ক্রয়	২২,০০০			৩,৫০০						
সমাপনী মজুদপণ্য			৩,৫০০							

দ্বিতীয় পদ্ধতি:

এ পদ্ধতিতে প্রারম্ভিক ও সমাপনী মজুদপণ্যকে সমাপনী দাবিয়ার মাধ্যমে সমস্বয় করা যায়। এক্ষেত্রে প্রারম্ভিক মজুদপণ্যকে আয় বিবরণীর মাধ্যমে জের শূন্য করার জন্য জবেদা হবে—

তারিখ	বিবরণ	খ. প.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	আয় বিবরণী ডেবিট		৫,০০০	
	প্রারম্ভিক মজুদপণ্য ক্রেডিট			৫,০০০
	সমাপনী মজুদপণ্য ডেবিট		৩,৫০০	
	ক্রয়- হিসাব ক্রেডিট			৩,৫০০

হিসাবের নাম	রেওয়ামিল		সমস্বয়		সম্মিত রেওয়ামিল		আয় বিবরণী		উদ্বর্তপত্র	
	ডে.	ক্রে.	ডে.	ক্রে.	ডে.	ক্রে.	ডে.	ক্রে.	ডে.	ক্রে.
প্রারম্ভিক মজুদপত্র	৫,০০০			৫,০০০			৫,০০০			
ক্রয়	২২,০০০			৩,৫০০						
সমাপনী মজুদপত্র			৩,৫০০							

প্রারম্ভিক ও সমাপনী মজুদপত্র সমস্বয় করার জন্য আরো পদ্ধতি আছে। তবে এক্ষেত্রে উপর্যুক্ত যেকোনো একটি পদ্ধতি ব্যবহার করলেই হবে।

উদাহরণ: ৪ ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে জন্মাব রহমানের হিসাব বইতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রয়োজনীয় সমস্বয় জাবেদা দেখাও:

১. সমাপনী মজুদপত্র ৭৫,০০০ টাকা মূল্যায়ন হয়েছে।
২. মজুরি বকেয়া রয়েছে ৫,০০০ টাকা।
৩. বিমা-সেলামি অগ্রিম প্রদত্ত হয়েছে ২,০০০ টাকা।
৪. ৫০,০০০ টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতির উপর ১০% অবচয় ধার্য করতে হবে।
৫. বিনিয়োগের উপর ৪,০০০ টাকা সুদ পাওনা হয়েছে। কিন্তু তা এখনও আদায় হয়নি।
৬. আনাদারী পাওনা ধার্য করা হয়েছে ২,০০০ টাকা। (রেওয়ামিলে আনাদারী পাওনা সম্মিত ৩,০০০ টাকা)

সমাধান: ৪

জন্মাব রহমান

সমস্বয় জাবেদা

তারিখ	বিবরণ	ঋ. পু.	ডেবিট	ক্রেডিট
২০১৩ ডি. — ৩১	(১) সমাপনী মজুদপত্র হিসাব ক্রয় হিসাব (সমাপনী মজুদপত্র হিসাবভুক্ত করা হলো।)	ডেবিট ক্রেডিট	৭৫,০০০	৭৫,০০০
.. ৩১	(২) মজুরি হিসাব বকেয়া মজুরি হিসাব (বকেয়া মজুরি সমস্বয় করা হলো।)	ডেবিট ক্রেডিট	৫,০০০	৫,০০০
.. ৩১	(৩) অগ্রিম বিমা সেলামি হিসাব বিমা সেলামি হিসাব (অগ্রিম বিমা সেলামি সমস্বয় করা হলো।)	ডেবিট ক্রেডিট	২,০০০	২,০০০
.. ৩১	(৪) অবচয় হিসাব অবচয় সম্মতি—কলকজা (কলকজার উপর অবচয় ধার্য করা হয়েছে।)	ডেবিট ক্রেডিট	৫,০০০	৫,০০০
.. ৩১	(৫) আনাদারী সুদ হিসাব সুদ হিসাব (বিনিয়োগের আনাদারী সুদ সমস্বয় সাধন করা হলো।)	ডেবিট ক্রেডিট	৪,০০০	৪,০০০
.. ৩১	(৬) আনাদারী পাওনা সম্মতি হিসাব প্রাপ্ত হিসাব (আনাদারী পাওনা সমস্বয় করা হলো।)	ডেবিট ক্রেডিট	২,০০০	২,০০০

উদাহরণ: ৫ ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরে মাসুদ অ্যান্ড সন্-এর চূড়ান্ত হিসাব তৈরির জন্য

নিম্নোক্ত দফাগুলোর সমন্বয় জাবেদা দেখাও:

১. ভাড়া এক-চতুর্থাংশ এখনও বকেয়া রয়েছে। (রেওয়ামিলে ভাড়া ৫৪,০০০ টাকা প্রদর্শিত হয়েছে।)
২. বিমা সেলামি পরবর্তী বছরের ৩১ মার্চ পর্যন্ত অগ্রিম প্রদত্ত হয়েছে। (রেওয়ামিলে বার্ষিক বিমা-সেলামি ৪,০০০ টাকা প্রদর্শিত হয়েছে।)
৩. বিনিয়োগের সুদ অনাদায়ী রয়েছে। (রেওয়ামিলে ১০% বিনিয়োগ ১-৭-১২ ৫০,০০০ টাকা।)
৪. শিক্ষানবিস সেলামি ১৮,০০০ টাকা দুবছরের জন্য পাওয়া গিয়েছে।
৫. প্রাপ্য হিসাবের ৪,০০০ টাকা আদায়যোগ্য নয়; অবশিষ্ট প্রাপ্য হিসাবের ১০% অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ধরতে হবে। (রেওয়ামিলে প্রাপ্য হিসাব ৮০,০০০ টাকা ও অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ১০,০০০ টাকা)
৬. কলকজা ও যন্ত্রপাতির ৫% অবচয় ধার্য কর। (রেওয়ামিলে কলকজা ও যন্ত্রপাতি ৪,০০,০০০ টাকা)
৭. ১০% স্বণ ১-১-১২ তারিখ ১,০০,০০০ টাকা। (রেওয়ামিলে স্বণের সুদ ৫,০০০ টাকা)
৮. উত্তোলনের উপর বার্ষিক ১০% হারে সুদ ধার্য কর। (রেওয়ামিলে উত্তোলনের পরিমাণ ৭২,০০০ টাকা দেওয়া আছে।)
৯. সমাপনী মজুদপত্র ১,২০,০০০ টাকা মূল্যায়ন হয়েছে; কিন্তু এর মধ্যে ৪,০০০ টাকা মূল্যের অব্যবহৃত সাপ্লাইজ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। (রেওয়ামিলে সাপ্লাইজ ১০,০০০ টাকা)

সমাধান: ৫

মাসুদ অ্যান্ড সন্

সমন্বয় জাবেদা

তারিখ	বিবরণ	ব. প.	ডেবিট	ক্রেডিট
২০১২ ডিসে. ৩১	(১) ভাড়া হিসাব বকেয়া ভাড়া হিসাব (বকেয়া ভাড়া সমন্বয় করা হলো।)	ডেবিট ক্রেডিট	১৮,০০০	১৮,০০০
" ৩১	(২) অগ্রিম বিমা সেলামি হিসাব বিমা সেলামি হিসাব (অগ্রিম বিমা-সেলামি সমন্বয় করা হলো।)	ডেবিট ক্রেডিট	১,০০০	১,০০০
" ৩১	(৩) অনাদায়ী সুদ হিসাব সুদ হিসাব (বিনিয়োগের অনাদায়ী সুদ সমন্বয় করা হলো।)	ডেবিট ক্রেডিট	২,৫০০	২,৫০০
" ৩১	(৪) শিক্ষানবীস সেলামি হিসাব অগ্রিম শিক্ষানবীস সেলামি হিসাব (অগ্রিম শিক্ষানবীস সেলামি সমন্বয় করা হলো।)	ডেবিট ক্রেডিট	৯,০০০	৯,০০০

" ৩১	৫ (ক) অনাদারী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব প্রাপ্য হিসাব (অনাদারী পাওনা হিসাব সমন্বয় করা হলো।)	ডেবিট ক্রেডিট	৪,০০০	৪,০০০
" ৩১	৫ (খ) অনাদারী পাওনা হিসাব অনাদারী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব (অনাদারী পাওনা সঞ্চিতি সমন্বয় করা হলো।)	ডেবিট ক্রেডিট	১,৬০০	১,৬০০
" ৩১	(৬) অবচয় হিসাব অবচয় সঞ্চিতি—কলকজা ও যন্ত্রপাতি (অবচয় কলকজা ও যন্ত্রপাতির সাথে সমন্বয় করা হলো।)	ডেবিট ক্রেডিট	২০,০০০	২০,০০০
" ৩১	(৭) স্বণের সুদ হিসাব স্বণের বকেয়া সুদ হিসাব (স্বণের বকেয়া সুদ সমন্বয় করা হলো।)	ডেবিট ক্রেডিট	৫,০০০	৫,০০০
" ৩১	(৮) উল্লোহন হিসাব উল্লোহনের সুদ হিসাব (উল্লোহনের অনাদারী সুদ সমন্বয় করা হলো।)	ডেবিট ক্রেডিট	৩,৬০০	৩,৬০০
" ৩১	৯ (ক) সমাপনী মজুদপণ্য হিসাব ক্রয় হিসাব (সমাপনী মজুদপণ্য হিসাববুক্ত করা হলো।)	ডেবিট ক্রেডিট	১,১৬,০০০	১,১৬,০০০
" ৩১	৯ (খ) সাগ্রাহজ ব্যয় হিসাব সাগ্রাহজ হিসাব (অব্যবহৃত সাগ্রাহজ হিসাবের সাথে সমন্বয় করা হলো।)	ডেবিট ক্রেডিট	৬,০০০	৬,০০০

উদাহরণ: ৬ কাসেম ব্রাদার্স এর ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে চূড়ান্ত হিসাব প্রস্তুতের পূর্বে নিম্নলিখিত বর্ণিত

আংশিক রেওয়ামিলে প্রদর্শিত সময়সীমার জাবেদা দাখিল দেবাণ্ড:

রেওয়ামিল

৩১ ডিসেম্বর, ২০১২

ক্র. নং	হিসাবের নাম	খ. পৃ.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
১.	ইজারা সম্পত্তি (১০ বছর)		১,০০,০০০	
২.	বেতন (১০ মাস)		২০,০০০	
৩.	জাভা (১৩ মাস)		২৬,০০০	
৪.	শিক্ষাবিন্স সেলামি (৫ বছর)			২০,০০০
৫.	বিমা সেলামি (বার্ষিক ২,০০০ টাকা হিসাবে ৩০-০৬-১৩ পর্যন্ত)		২,৫০০	

৬.	টেলিফোন বিল (৩/৪ অংশ)		৭৫০	
৭.	১০% বিনিয়োগ (০১-০৭-১৩)		২০,০০০	
৮.	বিনিয়োগের সুদ			৮০০
৯.	উপভাড়া (১১ মাস)			২২,০০০
১০.	বিজ্ঞাপন (৪ বছর)		১০,০০০	
১১.	৬% কর্ত্ত (১-৪-১২)			২৫,০০০
১২.	কর্ত্তের সুদ		৮২৫	
১৩.	প্রারম্ভিক মজুদপন্থা (সাপ্লাইজ ৭০০ টাকাসহ)		১৫,৭০০	

সমাধান: ৬

মাসুল অ্যান্ড সল

সমস্বয় জাবেন

তারিখ	বিবরণ	ধ: পৃ:	ডেবিট	ক্রেডিট
২০১২	অবলোপন হিসাব	ডেবিট	১০,০০০	
ডি.-৩১	ইজারা সম্পত্তি হিসাব	ক্রেডিট		১০,০০০
	(ইজারা সম্পত্তি অবলোপন হিসাববন্ধ করা হলো)			
..	বেতন হিসাব	ডেবিট	৪,০০০	
	বকেয়া বেতন হিসাব	ক্রেডিট		৪,০০০
	(বকেয়া ভাড়া হিসাববন্ধ করা হলো)			
..	অগ্রিম ভাড়া হিসাব	ডেবিট	২,০০০	
	ভাড়া হিসাব	ক্রেডিট		২,০০০
	(অগ্রিম ভাড়া হিসাববন্ধ করা হলো)			
..	শিক্ষানবীস সেলামি হিসাব	ডেবিট	১৬,০০০	
	অগ্রিম শিক্ষানবীস সেলামি হিসাব	ক্রেডিট		১৬,০০০
	(অগ্রিম প্রাপ্ত শিক্ষানবীস সেলামি হিসাববন্ধ করা হলো।)			
..	অগ্রিম বিমা সেলামি হিসাব	ডেবিট	১,০০০	
	বিমা সেলামী হিসাব	ক্রেডিট		১,০০০
	(অগ্রিম বিমা সেলামী সমস্বয় করা হলো।)			
..	টেলিফোন হিসাব	ডেবিট	২৫০	
	বকেয়া টেলিফোন হিসাব	ক্রেডিট		২৫০
	(বকেয়া টেলিফোন খরচ হিসাববন্ধ করা হলো)			

..	বকেয়া বিনিয়োগের সুদ হিসাব বিনিয়োগের সুদ হিসাব (বিনিয়োগের বকেয়া সুদ সমন্বয় করা হলো।)	ডেবিট ক্রেডিট	২০০	২০০
..	বকেয়া উপ-ভাড়া হিসাব উপ-ভাড়া হিসাব (বকেয়া উপ-ভাড়া সমন্বয় করা হলো।)	ডেবিট ক্রেডিট	২,০০০	২,০০০
..	বিলম্বিত বিজ্ঞাপন হিসাব বিজ্ঞাপন হিসাব (বিলম্বিত বিজ্ঞাপন সমন্বয় করা হলো।)	ডেবিট ক্রেডিট	৭,৫০০	৭,৫০০
..	কর্জের সুদ হিসাব বকেয়া সুদ হিসাব (কর্জের বকেয়া সুদ সমন্বয় করা হলো।)	ডেবিট ক্রেডিট	৩০০	৩০০
..	সাপ্লাইজ হিসাব প্রারম্ভিক মজুদ হিসাব (প্রারম্ভিক মনিহারী সমন্বয় করা হলো।)	ডেবিট ক্রেডিট	৭০০	৭০০

কাজ-১০: জনাব সালাউদ্দিন-এর হিসাব বহি হতে নিম্নের তথ্য পাওয়া যায়।

হিসাবের নাম	রেওয়ামিল		সমন্বিত রেওয়ামিল	
প্রাপ্য হিসাব	?	-০-	৩৪,০০০	-০-
অগ্রিম বিমা	২৬,০০০	-০-	১৮,০০০	-০-
সাপ্লাইজ	৯,০০০	-০-	?	-০-
অবচয় সঞ্চিতি	-০-	১২,০০০	-০-	?
বকেয়া বেতন	-০-	-০-	-০-	৬,০০০
সেবা আয়	-০-	৮৮,০০০	-০-	৯৫,০০০
বিমা খরচ	-০-	-০-	?	-০-
অবচয়	-০-	-০-	১০,০০০	-০-
সাপ্লাইজ খরচ	-০-	-০-	৪,০০০	-০-
বেতন	৪৩,০০০	-০-	৪৯,০০০	-০-
গ্রুপের নোট	-০-	৫,০০০	-০-	৫,০০০
	১,০৫,০০০	১,০৫,০০০	১,২৮,০০০	১,২৮,০০০

করণীয়:

ক. শূন্য স্থানগুলো পূরণ কর।

খ. সমন্বয়তালিকার প্রয়োজনীয় সমন্বয় আবেদন দাও।

গ. কার্যপত্রটি সম্পন্ন কর।

কাজ-১১: জমাব মুসফিক-এর রেওয়ামিল দিচ্ছে প্রদত্ত হলো:

মুসফিক

রেওয়ামিল

৩১-১২-২০১২

বিবরণ	ডেবিট	ক্রেডিট
স্থায়ী সম্পত্তি	১,৪০,০০০	
শাকিলের মূলধন		১,২১,০০০
প্রাপ্য হিসাব	৩৮,০০০	
ক্রয়	৭০,০০০	
বিক্রয়		১,৪০,০০০
অনাদায়ী পাওনা সম্বন্ধিত		২,০০০
পারদিক মজুদপত্র	২০,০০০	
অবচয় সম্বন্ধিত		৮,০০০
প্রদেয় হিসাব		১৫,০০০
স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রয়জনিত লাভ		৩,০০০
বেতন ও ভাড়া	১০,০০০	
সাপ্লাইজ খরচ	৩,০০০	
ক্রয় পরিবহন	৪,০০০	
ইউটিলিটি খরচ	৪,০০০	
	২,৮৯,০০০	২,৮৯,০০০

অন্যান্য তথ্য:

১. ভাড়া ও বেতন যথাক্রমে ১,০০০ ও ২,০০০ টাকা বকেয়া আছে।
২. সাপ্লাইজ খরচ ২,৫০০ টাকা।
৩. অনাদায়ী পাওনার পরিমাণ ১,০০০ টাকা।
৪. প্রাপ্য হিসাবের উপর ৫% অনাদায়ী পাওনা সম্বন্ধিত রাখতে হবে।
৫. স্থায়ী সম্পত্তির উপর ৫% অবচয় ধার্য করতে হবে।
৬. ইউটিলিটি খরচ ১,০০০ টাকা অগ্রিম আছে।
৭. সমাপনী মজুদপত্রের মূল্য ১০,০০০ টাকা।

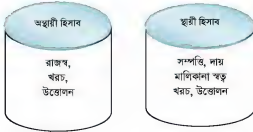
করণীয়:

ক. কার্যপত্র প্রস্তুত কর।

খ. সমন্বয় জাবেদা।

৭.০৬ সমাপনী দাখিলা Closing Entries

হিসাবকাল শেষে হিসাবগুলো পরবর্তী হিসাবকালের জন্য প্রস্তুত করাকে হিসাব বন্ধকরণ বলা হয়। হিসাবগুলো বন্ধ করার জন্য স্থায়ী হিসাব ও অস্থায়ী হিসাবগুলো চিহ্নিত করা জরুরি। সকল আয় বিবরণীর হিসাব (রাজস্ব ও খরচ) এবং উল্লেখন হিসাবগুলো হলো অস্থায়ী হিসাব। অন্যদিকে সকল আর্থিক অবস্থার বিবরণীর হিসাবকে (সম্পত্তি, দায় ও মালিকানাধৃত) স্থায়ী হিসাব বলা হয়। এ হিসাবগুলো মূলত একাধিক হিসাবকালের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে। স্থায়ী হিসাবগুলো বন্ধ করতে হয় না। এ হিসাবগুলোকে পরবর্তী হিসাবকালে স্থানান্তর করা হয়।

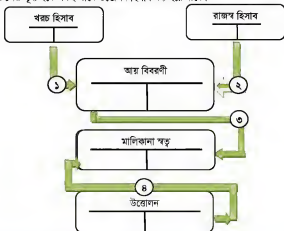


সমাপনী দাখিলা প্রস্তুতকরণ:

হিসাবকাল শেষে অস্থায়ী হিসাবের জেরগুলো আয় বিবরণীর মাধ্যমে মালিকের মূলধন হিসাবে সমাপনী দাখিলার মাধ্যমে স্থানান্তর করা হয়। অস্থায়ী হিসাবগুলো বন্ধ করার জন্য নিচের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়।

- সকল রাজস্ব হিসাবের স্বাভাবিক জের থাকে ক্রেডিট। রাজস্ব হিসাবের জেরগুলো ডেবিট ও আয় বিবরণী ক্রেডিট করণের মাধ্যমে সকল রাজস্ব হিসাবগুলোর জের শূন্য হয়। ফলে রাজস্ব হিসাবগুলো বন্ধ হয়ে যায়।
- সকল খরচের স্বাভাবিক জের থাকে ডেবিট। খরচ হিসাবের জেরগুলো ক্রেডিট ও আয় বিবরণীকে ডেবিট করা হলে খরচ খরচের জেরগুলো শূন্য হবে এবং খরচ হিসাবগুলো বন্ধ হয়ে যাবে।
- এরপর আয় বিবরণীর আয়, খরচের চেয়ে বেশি হলে নিট মুনাফা হয়। যার জন্য আয় বিবরণীর জের থাকে ক্রেডিট। অন্যদিকে আয়ের চেয়ে খরচ বেশি হলে তখন নিট ক্ষতি হয়। নিট ক্ষতির জন্য আয় বিবরণীর জের থাকে ডেবিট। যদি নিট লাভ হয় তা হলে আয় বিবরণীকে ডেবিট করে মূলধন হিসাবকে ক্রেডিট করার মাধ্যমে আয় বিবরণীর জেরও শূন্য হয়ে যায়। ফলে আয় বিবরণীও বন্ধ হয়ে যায়। আবার যদি নিট ক্ষতি হয় তবে আয় বিবরণীকে ক্রেডিট ও মূলধনকে ডেবিট করার মধ্যে আয় বিবরণীও বন্ধ হয়ে যায়।

ঘ. উল্লোমনের স্বাভাবিক জের থাকে ডেবিট। উল্লোমন হিসাবকে ক্রেডিট ও মূলধনকে ডেবিট করার মাধ্যমে উল্লোমন হিসাবের জের শূন্য হবে একই সাথে উল্লোমন হিসাব বন্ধ হয়ে যাবে।



নিম্নোক্ত প্রক্রিয়ায় সমাপনী জাবেদাগুলো প্রদান করতে হয়—

হিসাব	স্বাভাবিক জের	জের শূন্য করার জন্য		সমাপনী জাবেদা	
খরচ	ডেবিট	খরচকে ক্রেডিট করতে হয়	আয় বিবরণীকে ডেবিট করতে হয়	আয় বিবরণী সংশ্লিষ্ট খরচ হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট
রাজস্ব	ক্রেডিট	রাজস্বকে ডেবিট করতে হয়	আয় বিবরণীকে ক্রেডিট করতে হয়	সংশ্লিষ্ট রাজস্ব হিসাব আয় বিবরণী	ডেবিট ক্রেডিট
নিট লাভ	ক্রেডিট	আয় বিবরণীকে ডেবিট করতে হয়	মূলধন হিসাবকে ক্রেডিট করতে হয়	আয় বিবরণী মূলধন হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট
নিট ক্ষতি	ডেবিট	আয় বিবরণীকে ক্রেডিট করতে হয়	মূলধন হিসাবকে ডেবিট করতে হয়	মূলধন হিসাব আয় বিবরণী	ডেবিট ক্রেডিট
উল্লোমন	ডেবিট	উল্লোমন ক্রেডিট করতে হয়	মূলধন হিসাবকে ডেবিট করতে হয়।	মূলধন হিসাব উল্লোমন হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট

কার্যপত্র

১৮৭

উদাহরণ: ৭

মি. সেলিম
আয় বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
রাজস্ব:		
সেবা আয়	৩৫,০০০	
ঘোণ অনাদারী	১,৫০০	
মোট রাজস্ব		৩৬,৫০০
খরচ সমূহ:		
বেতন খরচ	৫,০০০	
অমণ খরচ	৩,০০০	
ভাড়া খরচ	২,৫০০	
বিবিধ খরচ	৫০০	
বিমা খরচ	৪০০	
সরবরাহ খরচ	৬০০	
প্রদেয় নোটের সুদ	২০০	
যন্ত্রপাতির অবচয়	৫০০	
মোট খরচ		১২,৭০০
নিট লাভ		২৩,৮০০

■ রেওয়ামিলে উল্লেখন ১,০০০ টাকা।

সমাপ্তি: ৭

মি. সেলিম

সাধারণ জাবেদা (সমাপনী দাখিল)

তারিখ	বিবরণ	সূত্র	টাকা	টাকা
৩১ ডিসে.	ক) সেবা আয়	ডেবিট	৩৬,৫০০	
	আয় বিবরণী	ক্রেডিট		৩৬,৫০০
	(সকল আয় বন্ধ করা হলো)			
৩১ ডিসে.	খ) আয় বিবরণী	ডেবিট	১২,৭০০	
	বেতন খরচ	ক্রেডিট		৫,০০০
	অমণ খরচ	ক্রেডিট		৩,০০০
	ভাড়া খরচ	ক্রেডিট		২,৫০০
	বিবিধ খরচ	ক্রেডিট		৫০০
	বিমা খরচ	ক্রেডিট		৪০০

৩১ ডিসে.	সরবরাহ খরচ	ক্রেডিট		৬০০
	প্রদেয় শোর্টের সুদ	ক্রেডিট		২০০
	যন্ত্রপাতির অবচয়	ক্রেডিট		৫০০
	(সকল ব্যয় বদ্ধ করা হলো)			
৩১ ডিসে.	গ) অয় বিবরণী	ডেবিট	২৫,৮০০	
	মূলধন হিসাব	ক্রেডিট		২৫,৮০০
	(নিট লাভ মূলধন হিসাবে স্থানান্তর করা হলো)			
৩১ ডিসে.	ঘ) মূলধন হিসাব	ডেবিট	১,০০০	
	উদ্বোধন হিসাব	ক্রেডিট		১,০০০
	(উদ্বোধন হিসাব বদ্ধ করা হলো)			

কাজ-১২: আরাফাতের রেওয়ামিল নিম্নরূপ: আরাফাত
রেওয়ামিল
৩১-১২-২০১২

বিবরণ	ডেবিট	ক্রেডিট
মর্গদ	৪০,০০০	
মূলধন		১,২০,০০০
বিক্রয়		১,২৫,০০০
১০% স্বণ		২৫,০০০
প্রাপ্য হিসাব	৫০,০০০	
১২% বিনিয়োগ	১০,০০০	
ক্রয় হিসাব	৭০,০০০	
প্রাপ্ত সুদ		৩,০০০
অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিত		২,০০০
মজুদপণ্য	৪৫,০০০	
প্রদেয় হিসাব		৮,০০০
আসবাবপত্র বিক্রয়জনিত ক্ষতি	১,০০০	
ভাড়া	১৫,০০০	
বেতন	২০,০০০	
স্টোর ইন্ভইপমেন্ট	২০,০০০	
অফিস ইন্ভইপমেন্ট	১০,৫০০	
সাপ্লাইজ	২,০০০	
অবচয় সঞ্চিত		২,০০০
ক্রয় পরিবহন	২,৫০০	
অভিকর	১,০০০	
	২,৮৫,০০০	২,৮৫,০০০

অন্যান্য তথ্য:

সমাপনী মজুদপত্র ৩৫,০০০ টাকা মূল্যায়ন করা হয়েছে। সমাপনী মজুদপত্রের মধ্যে ১,০০০ টাকার সাপ্লাইজ অব্যবহৃত আছে। ৫,০০০ টাকার অফিস ইকুইপমেন্ট ০১-০৬-২০১২ তারিখে জর্য করা হয়। ইকুইপমেন্ট এর উপর ৫% অবচয় ধার্য করতে হবে। প্রাপ্য হিসাবের ৫০০ আদায়যোগ্য নয়। অনাদারী পাওনা সম্মতি ৫০০ টাকা ঘরা বৃদ্ধি করতে হবে। অতিকর ১০০ টাকা অগ্রিম আছে। বেতন ও ভাতা ৭০০ টাকা ও ৩০০ টাকা বকেয়া আছে। সকল ইকুইপমেন্টের উপর ১০% অবচয় ধরতে হবে।

করণীয়:

ক. উপর্যুক্ত তথ্যের আলোকে সমন্বয় জাবেদা।

খ. কার্যপত্র।

গ. সমাপনী জাবেদা।

৭.০৭ বিপরীত দাখিলা

Reversing Entries

হিসাবকালের শেষে সমন্বয় জাবেদার মাধ্যমে বকেয়া ও অগ্রিম আয়-ব্যয় সন্নিবেশিত যে সকল সম্পত্তি ও দায় হিসাব তৈরি করা হয়, নতুন হিসাবকালের শুরুতে বিপরীত দাখিলার মাধ্যমে সে সকল সম্পত্তি ও দায় হিসাবকে চলাচল হিসাবকালের আয় ও ব্যয় হিসাবের সাথে সমন্বয় করা হয়। এতে করে চলাচল বছরের আয় ও ব্যয় সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

বকেয়া আয় ও বকেয়া ব্যয়ের সমন্বয় জাবেদাগুলো পরবর্তী হিসাবকালের শুরুতে উল্টিয়ে জাবেদা প্রদান করাকে বিপরীত দাখিলা বলে। আয় ও ব্যয়কে দুবার গণনা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য ও কার্যকরভাবে গেলমেন লিপিবদ্ধ করার জন্য এ জাবেদা দাখিলা প্রদান করা হয়। বিপরীত দাখিলা হিসাবচক্রের একটি ঐচ্ছিক ধাপ।

চার ধরনের লেন্সেরে অন্য বিপরীত দাখিলা প্রদান করা হয়। যথা—

১. বকেয়া আয়সমূহ (Accrued Revenues)
২. বকেয়া খরচসমূহ (Aquired Expenses)
৩. অগ্রিম প্রদত্ত খরচসমূহ (Prepaid Expenses)
৪. অগ্রিম প্রাপ্ত রাজস্বসমূহ (Unearned Revenues)

অগ্রিম প্রদত্ত খরচ এবং অলাপর্জিত আয় এর জন্য বিপরীত দাখিলা প্রদান করার সময় মনে রাখতে হবে-যেসময় অগ্রিম অয়সমূহকে প্রাপ্তির সময়ে বা প্রাথমিক পর্যায়ে সম্পূর্ণটাই আয় হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং যে সময় অগ্রিম খরচ প্রদান করার সময় সম্পূর্ণটাই ব্যয় হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়, সেগুলোর জন্য যে সমন্বয় দাখিলা দেয়া হয় শুধুমাত্র সেগুলোর জন্যই বিপরীত দাখিলা প্রদান করা হয়।

উল্লেখ্য, অগ্রিম প্রাপ্ত আয় এবং অগ্রিম প্রদত্ত খরচ যদি শুরুতেই স্বাভাবিক অগ্রিম আয় বা অগ্রিম খরচ হিসেবে (দায় বা সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়ে) লিপিবদ্ধ করা হয় তবে এরপর খরচ বা আয়ের উল্টো অংশের জন্য সমন্বয় দাখিলা প্রদান করা হলেও এর জন্য বিপরীত দাখিলা হয় না।

সমন্বয়	সমন্বয় জাবেদা (হিসাব কাল শেষে প্রদান করা হয়)	বিপরীত জাবেদা (পরবর্তী হিসাব কালের শুরুতে প্রদান করা হয়)
---------	---	--

বকেয়া ভাড়া ১,০০০ টাকা	ভাড়া হিসাব ভাড়া বকেয়া হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	১,০০০ ১,০০০	বকেয়া ভাড়া হিসাব ভাড়া হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	১,০০০ ১,০০০
মজুরি বকেয়া রয়েছে ৫,০০০ টাকা।	মজুরি হিসাব বকেয়া মজুরি হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	৫,০০০ ৫,০০০	বকেয়া মজুরি হিসাব মজুরি হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	৫,০০০ ৫,০০০
শিক্ষানবিস সেনামী ৯,০০০ বকেয়া আছে।	অন্যদায়ী শিক্ষানবিস সেনামী শিক্ষানবিস সেনামী হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	৯,০০০ ৯,০০০	শিক্ষানবিস সেনামী হিসাব অন্যদায়ী শিক্ষানবিস সেনামী	ডেবিট ক্রেডিট	৯,০০০ ৯,০০০
সেবা প্রদান করে এখনও ৫,০০০ টাকা পাওয়া যায়নি।	বকেয়া সেবা আয় হিসাব সেবা আয় হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	৫,০০০ ৫,০০০	সেবা আয় হিসাব বকেয়া সেবা আয়	ক্রেডিট ডেবিট	৫,০০০ ৫,০০০
শিক্ষানবিস সেনামী ১০০ টাকা দুবছরের জন্য পাওয়া গিয়েছে।	শিক্ষানবিস সেনামী হিসাব অগ্রিম শিক্ষানবিস সেনামী	ডেবিট ক্রেডিট	১০০ ১০০	অগ্রিম শিক্ষানবিস সেনামী শিক্ষানবিস সেনামী	ডেবিট ক্রেডিট	১০০ ১০০
ভাড়া অগ্রিম রয়েছে ১০,০০০ টাকা। (রেওয়ামিলে ভাড়া ৫০,০০০ টাকা।)	অগ্রিম ভাড়া হিসাব ভাড়া হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	১০,০০০ ১০,০০০	ভাড়া হিসাব অগ্রিম ভাড়া হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	১০,০০০ ১০,০০০

যদি কোন প্রতিষ্ঠান বিপরীত মাথিলা না দেয় তখন পরবর্তী হিসাব কালের বকেয়া ভাড়া পরিশোধের ক্ষেত্রে জাবোদা হবে—

তারিখ	বিবরণ	ব.প.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	বকেয়া ভাড়া হিসাব নগদান হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	১,০০০	১,০০০

কাজ—১৩: জনাব আমিনুলের রেওয়ামিল নিম্নে প্রদত্ত হলো—

জনাব আমিনুল

রেওয়ামিল

৩১-১২-২০১২

বিবরণ	ডেবিট	ক্রেডিট
উপক্লেণ ও মূলধন	৭,০০০	৫৪,০০০
কলকজা ও যন্ত্রপাতি	১৯,৬০০	
মজুদপণ্য (০১-০১-২০১২)	১৫,০০০	
ক্রয় ও বিক্রয়	১,০৩,০০০	১,১৯,০০০
বিক্রয় ফেরত ও ক্রয় ফেরত	২,১০০	২,৯০০
সাধারণ খরচ	৩,০০০	
উপ-ভাড়া		১,২০০
শিক্ষানবিস সেনামী		৮০০
মজুরি	২,৪০০	

শিক্ষানবীস ভাতা	২,০০০	
ভাড়া ও কর	৩,২০০	
সাপ্লাইজ খরচ	১,৫০০	
নগদ ও ব্যাংক	৫,০০০	
প্রাপ্য হিসাব ও প্রদেয় হিসাব	৩০,০০০	১০,০০০
অন্যদায়ী পাওনা সঞ্চিতি		৩০০
প্রদেয় নোট		৫,৬০০
	১,৯৩,৮০০	১,৯৩,৮০০

সমাপনী মজুদপত্র ১৭,৩০০ টাকা। অন্যদায়ী পাওনা ৭০০ টাকা হিসাবভুক্ত করতে হবে। অন্যদায়ী পাওনা সঞ্চিতি বাড়িয়ে ৫০০ টাকা করতে হবে। সাধারণ খরচ ৫০০ টাকা অগ্রিম আছে। মজুরি, ভাড়া ও কর ৮০০ টাকা বকেয়া আছে। উপ-ভাড় ৩০০ টাকা বকেয়া আছে। শিক্ষানবীস সেলারী ও শিক্ষানবীস ভাতা যথাক্রমে ২০০ টাকা ও ৫০০ টাকা বকেয়া আছে। অব্যবহৃত সাপ্লাইজের পরিমাণ ৫০০ টাকা।

করণীয়ঃ

ক. উপর্যুক্ত তথ্যের আলোকে সমন্বয় জাবেনা কর।

খ. কার্যপত্র প্রস্তুত কর।

গ. সমাপনী জাবেনা প্রস্তুত কর।

ঘ. বিপরীত দাবিলা দায়

সমস্যা ও সমাধান

সমস্যা: ১ সাকিব প্রত্যেক মাসের শেষে অর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করেন। ২০১২ সালের ৩১মার্চ তার কারবারের রেওয়ামিল ও সমন্বিত রেওয়ামিল নিম্নে দেওয়া হল:

	রেওয়ামিল	
	ডেবিট	ক্রেডিট
নগদ	৪,৯৮০	
প্রাপ্য কমিশন	৩,০০০	
অফিস সাপ্লাইজ	৬০০	
অফিস সরঞ্জাম	৬,৬০০	
অবচয় সঞ্চিতি-অফিস সরঞ্জাম		২,৪২০
প্রদেয় হিসাব		১,৬৬০
প্রদেয় বেতন		
অনুপূর্ণিত আয়		৪০০
সাকিবের মূলধন		১২,৩০০
সাকিবের উজ্জলন	১,০০০	
কমিশন আয়		৬,৯০০
বেতন	৬,০০০	
ভাড়া	১,৫০০	
অফিস সাপ্লাইজ খরচ		

সমন্বিত রেওয়ামিল	
ডেবিট	ক্রেডিট
৪,৯৮০	
৩,৮৫০	
২৪০	
৬,৬০০	
	২,৫২০
	১,৬৬০
	৫৫০
	১৯০
	১২,৩০০
১,০০০	
	৭,৯৬০
৬,৫৫০	
১,৫০০	
৩৬০	

অবচর-অফিস সরঞ্জাম		
	২৩,৬৮০	২৩,৬৮০

১১০	
২৫,১৯০	২৫,১৯০

করণীয়ঃ

ক. উপর্যুক্ত তথ্যের আলোকে সমন্বয় জারবন্দা দাখিলা প্রদান কর।

খ. কার্যপত্রটি প্রত্যুত কর।

সমাধান: ১

সকিব

সাধারণ জারবন্দা (সমন্বয়)

তারিখ	বিবরণী	ব. প.	ডেবিট	ক্রেডিট
৩১ ডি.	প্রাপ্য কমিশন হিসাব কমিশন আয় হিসাব (প্রাপ্য কমিশন সমন্বয় করা হল)	ডেবিট ক্রেডিট	৮৫০	৮৫০
৩১ ডি.	অফিস সাপ্লাইস খরচ অফিস সাপ্লাইস (অফিস সাপ্লাইস খরচ সমন্বয় করা হল)	ডেবিট ক্রেডিট	৩৬০	৩৬০
৩১ ডি.	অবচর হিসাব অবচর সঞ্চিতি হিসাব (অফিস সরঞ্জামের অবচর হিসাব সমন্বয় করা হল)	ডেবিট ক্রেডিট	১১০	১১০
৩১ ডি.	বেতন হিসাব প্রদেয় বেতন হিসাব (বেতন হিসাব সমন্বয় করা হল)	ডেবিট ক্রেডিট	৫৫০	৫৫০
৩১ ডি.	অনুপার্জিত আয় হিসাব কমিশন আয় হিসাব (অনুপার্জিত আয় কমিশন আয় হিসাবে সমন্বয় করা হল)	ডেবিট ক্রেডিট	২১০	২১০

খ.

সকিব

কার্যপত্র

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জাল

হিসাবসমূহ	রেওয়ালি		সমন্বয়		সম্মতিত রেওয়ালি		আয় বিবরণী		আর্থিক অবস্থার বিবরণী	
	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট
মদান	৪,৯৮০				৪,৯৮০				৪,৯৮০	
প্রাপ্য কমিশন	৩,০০০		৮৫০		৩,৮৫০				৩,৮৫০	
অফিস সাপ্লাইস	৩০০			৩৬০	২৪০				২৪০	
অফিস সরঞ্জাম	৬,৬০০				৬,৬০০				৬,৬০০	

অন্যতম সমিতি- অফিস সরঞ্জাম		২,৪২০		১১০		২,৫৩০				২,৫৩০
প্রসেস ফিলাব		১,৬৬০				১,৬৬০				১,৬৬০
প্রসেস বেতন				৫৫০		৫৫০				৫৫০
অন্যপার্জিত আয়		৪০০	২১০			১৯০				১৯০
সারিবহন মূল্য		১২,৩০০				১২,৩০০				১২,৩০০
সারিবহন উপকরণ	১,০০০				১,০০০				১,০০০	
কমিউন আয়		৬,৯০০		১,০৬০		৭,৯৬০		৭,৯৬০		
বেতন	৬,০০০		৫৫০		৬,৫৫০		৬,৫৫০			
ভাড়া	১,৫০০				১,৫০০		১,৫০০			
অফিস সাপ্লাইস খরচ			৩৬০		৩৬০		৩৬০			
অন্যতম- অফিস সরঞ্জাম			১১০		১১০		১১০			
	২৩,৬৬০	২৩,৬৬০	২,০৬০	২,০৬০	২৫,১৬০	২৫,১৬০	৮,৫২০	৭,৯৬০		
নিট লাভ							৫৬০	৫৬০		
							৮,৫২০	৮,৫২০	১৭,২৩০	১৭,২৩০

সমস্যা: ২ জমাখ অসিফ একজন পেশাদার হিসাববিজ্ঞানী তিনি অসিফ নিরীক্ষা কেন্দ্র নামে একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন। তিনি প্রতি মাসে তার প্রতিষ্ঠানের অর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করেন। ৩১ জুন ২০১২ তারিখে তার রেওয়ামিল নিম্নরূপ:

অসিফ নিরীক্ষা কেন্দ্র

রেওয়ামিল

৩১ জুন ২০১২

বিবরণ	জের্বেট	ক্রের্বেট
মণ্ডল	১৭,১৫০	
প্রাপ্য নিরীক্ষা আয়	৩৭,৮০০	
অগ্রিম বিমা	২,০০০	
অগ্রিম ভাড়া	৫,৪০০	

অফিস সাপ্লাইজ	১,০৫০	
অফিস যন্ত্রপাতি	১৭,১০০	
অবচর সঞ্চিতি-অফিস যন্ত্রপাতি		৫,৭০০
প্রদত্ত হিসাব		৩,৯০০
অগ্রিম নিরীক্ষা আয়		২৪,০০০
আসিফের মূলধন		৪৮,৬০০
আসিফের উত্তোলন	২,৪০০	
নিরীক্ষা আয়		২৪,৮০০
টেলিফোন খরচ	১,২০০	
অমল খরচ	৩,৪০০	
বেতন	১৯,৫০০	
মোট	১,০৭,০০০	১,০৭,০০০

অন্যান্য তথ্য:

- অফিস যন্ত্রপাতি এর আয়ুষ্কাল ৫ বছর।
- অমল ট্রেজারার হিসাব নিরীক্ষার জন্য অগ্রিম প্রাপ্ত নিরীক্ষা আয় ৬,৪০০ টাকার সেক ইন্ডেমিটি প্রদান করা হয়েছে।
- কর্মচারীদের ১,৭০০ টাকা বেতন অর্জিত হয়েছে যা এখনও পরিশোধ করা হয়নি।
- প্রতিষ্ঠানের একটি শাখা অফিস স্থাপনের জন্য ১ জুন তারিখে একটি অফিস ভাড়া নিয়ে ৩ মাসের ভাড়া অগ্রিম প্রদান করা হয়েছে।
- আলীম কোং-এর হিসাব নিরীক্ষা কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে কিন্তু ২,৯০০ টাকা ফি এখনও পাওয়া যায়নি।
- ৩০ জুন তারিখে অফিস সাপ্লাইস-এর মজুদ আছে ৬০০ টাকা।
- ১ মে তারিখে ২,৪০০ টাকা প্রিমিয়াম ৬ মাসের জন্য অগ্রিম প্রদত্ত হয়েছিল।

করণীয়:

- উপর্যুক্ত তথ্যের আলোকে সমন্বয় জাবেদা কর।
- কার্যপত্র প্রস্তুত কর।
- সমাপনী জাবেদা প্রস্তুত কর।

সমাধান: ২

ক.

আসিফ নিরীক্ষা কেন্দ্র

সাধারণ জাবেদা (সমন্বয়)

তারিখ	বিবরণী	সূত্র	ডেবিট	ক্রেডিট
ডিসে.- ৩১	ক) অবচর হিসাব-অফিস যন্ত্রপাতি অবচর সঞ্চিতি হিসাব-অফিস যন্ত্রপাতি (অফিস যন্ত্রপাতির অবচর হিসাব সমন্বয় করা হলো)।	ডেবিট ক্রেডিট	২৮৫	২৮৫

"	৩১	খ) অগ্রিম নিরীক্ষা আর হিসাব	ডেবিট	৬,৪০০	
		নিরীক্ষা আর হিসাব	ক্রেডিট		৬,৪০০
		(অগ্রিম নিরীক্ষা আর অর্জিত হলো এবং সমন্বয় করা হলো)।			
		গ) বেতন হিসাব	ডেবিট	১,৭০০	
		বকেয়া বেতন হিসাব	ক্রেডিট		১,৭০০
		(বকেয়া বেতন হিসাবভুক্ত করা হলো)			
"	৩১	ঘ) ভাড়া হিসাব	ডেবিট	১,৮০০	
		অগ্রিম ভাড়া হিসাব	ক্রেডিট		১,৮০০
		(অগ্রিম ভাড়া হিসাব সমন্বয় করা হলো)।			
		ঙ) প্রাপ্য নিরীক্ষা আর হিসাব	ডেবিট	২,৯০০	
		নিরীক্ষা আর হিসাব	ক্রেডিট		২,৯০০
		(ধারে সেবা প্রদান হিসাবভুক্ত করা হলো)।			
"	৩১	চ) অফিস সাপ্লাইস খরচ হিসাব	ডেবিট	৪৫০	
		অফিস সাপ্লাইস হিসাব	ক্রেডিট		৪৫০
		(অফিস সাপ্লাইস সমন্বয় করা হলো)।			
"	৩১	ছ) বিমা প্রিমিয়াম হিসাব	ডেবিট	৪০০	
		অগ্রিম বিমা হিসাব	ক্রেডিট		৪০০
		(অগ্রিম বিমা সমন্বয় করা হলো)			

খ. আশিফ নিরীক্ষা কেন্দ্র
কার্যপত্র

২০১২ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত মাসের জন্য

হিসাবসমূহ	রেওয়ামিল		সমন্বয়		সমান্বিত রেওয়ামিল		আয় বিবরণী		অর্থিক অবস্থার বিবরণী	
	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট
নগদ	১৭,১৫০				১৭,১৫০				১৭,১৫০	
প্রাপ্য নিরীক্ষা আর	৪৭,৩০০		২,৯০০		৪০,৭০০				৪০,৭০০	
অগ্রিম বিমা	২,০০০			৪০০	১,৬০০				১,৬০০	
অগ্রিম ভাড়া	৫,৪০০			১,৮০০	৩,৬০০				৩,৬০০	
অফিস সাপ্লাইস	১,০৫০			৪৫০	৬০০				৬০০	
অফিস যন্ত্রপাতি	১৭,১০০				১৭,১০০				১৭,১০০	
অব্যয় সঞ্চিতি-অফিস যন্ত্রপাতি		৫,৭০০		২৫		৫,৯৭৫				৫,৯৭৫
প্রদেয় হিসাব		৫,৯০০				৫,৯০০				৫,৯০০
অগ্রিম নিরীক্ষা আর	২৪,০০০		৬,৪০০		১৭,৬০০				১৭,৬০০	
আসিফের মূলধন		৪৮,৬০০				৪৮,৬০০				৪৮,৬০০
আসিফের উত্তোলন	২,৪০০				২,৪০০				২,৪০০	
নিরীক্ষা আর		২৪,১০০		৭,৯০০		১৬,২০০		১৬,২০০		
টেলিফোন খরচ	১,২০০				১,২০০		১,২০০			

ক্রমণ খরচ	৬,৪০০			৬,৪০০	৬,৪০০			
বেতন	১৯,৫০০		১,৭০০	২১,২০০	২১,২০০			
মোট	১০৭,০০০	১,০৭,০০০						
অবচলন হিসাব-অফিস সহযোগ			৬৫০	৬৫০	৬৫০			
বকেয়া বেতন			১,৭০০	১,৭০০				১,৭০০
অফিস সাপ্লাইস খরচ			৪৫০	৪৫০	৪৫০			
বিমা প্রিমিয়াম			৪০০	৪০০	৪০০			
ডাড়া			১,৮০০	১,৮০০	১,৮০০			
মোট			১০,৯৫০	১০,৯৫০	১১,৮৮৫	১১,৮৮৫	৩৪,১০০	
নিট লাভ					৫,৩৮৫			৫,৩৮৫
মোট					৩৪,১০০	৩৪,১০০	৮৩,১৫০	৮৩,১৫০

* নিরীক্ষা আয় ৬,৪০০ + ২,৩০০ = ৮,৭০০

গ.

আসিক নিরীক্ষা কেন্দ্র

সাধারণ জ্ঞাবোধ (সমাপনী দাবিলা)

তারিখ	বিবরণী	সূত্র	ডেবিট	ক্রেডিট
৩১ ডি.	ক) নিরীক্ষা আয় আয় বিবরণী (সকল আয় বন্ধ করা হলো)		৩৪,১০০	৩৪,১০০
৩১ ডি.	খ) আয় বিবরণী বেতন হিসাব টেলিফোন খরচ হিসাব অফিস সাপ্লাইস খরচ হিসাব অবচলন হিসাব-অফিস যন্ত্রপাতি বিমা প্রিমিয়াম ডাড়া হিসাব ক্রমণ খরচ (সকল ব্যয় বন্ধ করা হলো)		২৮,৭৩৫	২১,২০০ ১,২০০ ৪৫০ ২৮৫ ৪০০ ১,৮০০ ৩,৪০০
৩১ ডিসে.	গ) মূলধন হিসাব উল্গোলন হিসাব (উল্গোলন হিসাব বন্ধ করা হলো)		২,৪০০	২,৪০০

৩১ ডিসে.	ঘ) আর বিবরণী	ডেবিট	৫,৩৬৫	
	মূলধন হিসাব	ক্রেডিট		৫,৩৬৫
	(নিট লাভ মূলধন হিসাবে স্থানান্তর করা হলো)			

সমস্যা: ৩ জনাব সৈয়দ আমিম হিসাব বহি হতে নিম্নের রেওয়ামিল পাওয়া গেল।

জনাব সৈয়দ আমিম

রেওয়ামিল

৩১-১২-২০১২

বিবরণ	ডেবিট	ক্রেডিট
ভাড়া ও বৈতন	২১,০০০	
বিজ্ঞাপন	১০,০০০	
স্টোর ইকুইপমেন্ট	১৯,৬০০	
অফিস ইকুইপমেন্ট	১০,১০০	
সাপ্লাইজ খরচ	৩,০০০	
ক্রয় পরিবহন	২,৫০০	
নগদ	৩০,০০০	
মূলধন		১,০০,০০০
১০% বিনিয়োগ	২০,৮০০	
বিক্রয়		১,৬০,০০০
প্রাপ্য হিসাব	৮০,০০০	
ক্রয় হিসাব	৭০,০০০	
প্রাপ্ত সুদ		৬০০
অনাদারী পাওনা সঞ্চিতি		২,০০০
প্রারম্ভিক মজুদপত্র	৮৫,০০০	
প্রদেয় হিসাব		১০,০০০
আসবাবপত্র বিক্রয়জনিত ক্ষতি	১,০০০	
	২,৭২,৬০০	২,৭২,৬০০

সমাপনী মজুদপত্র ৮০,০০০ টাকা মূল্যায়ন করা হয়েছে। কারবারের মজুদ থেকে ১০০০ টাকা মূল্যের দ্রব্য অফিস ইকুইপমেন্ট হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সমাপনী অফিস ইকুইপমেন্ট এর উপর ৫% অবচর ধার্য করতে হবে। প্রাপ্য হিসাবের ১,০০০ টাকা আদায়যোগ্য নয়। অনাদারী পাওনা সঞ্চিতি ৫০০ টাকা দ্বারা ত্রাস করতে হবে। ৫,০০০ টাকার প্রাপ্য নোট পাওয়া গেছে কিন্তু হিসাবভুক্ত করা হয়নি। ২,০০০ টাকার পণ্য বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। বিজ্ঞাপনের ১/৩ অংশ অব্যয়পন করতে হবে।

করণীয়:

ক. উপর্যুক্ত তথ্যের আলোকে সমন্বয় জাবেদা।

খ. কার্যপত্র।

গ. সমাপনী জাবেদা।

সমাপন: ৩ ক.

জন্মাব সৈয়দ আমিন

সাধারণ জাবেদা (সমন্বয়)

তারিখ	বিবরণী	সূত্র	ডেবিট	ক্রেডিট
৩১ জি.	ক) সমাপনী মাখিলা পদ্ধতিতে প্রারম্ভিক ও সমাপনী মজুদ পণ্য নিশ্চিত করা হল। সুতরাং কোনো সমন্বয় মাখিলা হবে না।			
	খ) অফিস ইকুইপমেন্ট হিসাব ডেবিট ক্রয় হিসাব ক্রেডিট (অফিস ইকুইপমেন্টের জন্য পণ্য ব্যবহার করা হয়েছে।)		১,০০০	১,০০০
	গ) অবচয় হিসাব ডেবিট অফিস ইকুইপমেন্ট হিসাব ক্রেডিট (অফিস ইকুইপমেন্ট-এর অবচয় সমন্বয় করা হলো।)		৫৫৫	৫৫৫
	ঘ) অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব ডেবিট প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট (অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ও প্রাপ্য হিসাব সমন্বয় করা হলো।)		১,০০০	১,০০০
	ঙ) অনাদায়ী পাওনা হিসাব ডেবিট অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব ক্রেডিট (অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ও সেনাদার হিসাব সমন্বয় করা হলো।)		৫০০	৫০০
৩১ জি.	চ) নগদান হিসাব ডেবিট প্রাপ্য নোট হিসাব ক্রেডিট (প্রাপ্য নোটের টাকা পাওয়া গেল।)		৫,০০০	৫,০০০
	ছ) বিজ্ঞাপন হিসাব ডেবিট ক্রয় হিসাব ক্রেডিট (বিজ্ঞাপনের জন্য পণ্য দেওয়া হলো।)		২,০০০	২,০০০

৩১ ডি.	জ) বিলম্বিত বিজ্ঞাপন হিসাব	ডেবিট	৮,০০০	৮,০০০
	বিজ্ঞাপন হিসাব (বিলম্বিত বিজ্ঞাপন সমন্বয় করা হলো)	ক্রেডিট		
৩১ ডি.	ক) অনাদারী বিনিয়োগের সুদ হিসাব	ডেবিট	১,৪৪০	১,৪৪০
	বিনিয়োগের সুদ হিসাব (বকেয়া বিনিয়োগের সুদ হিসাবভুক্ত করা হলো)	ক্রেডিট		

খ.

জনার সৈয়দ অমিম

কার্যপত্র

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য

হিসাবসমূহ	রেওয়ামিল		সমন্বয়		সমবিত্ত রেওয়ামিল		আয় বিবরণী		আর্থিক অবস্থার বিবরণী	
	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট
জরি ও বেজ	২১,০০০				২১,০০০		২১,০০০			
বিজ্ঞাপন	১০,০০০		২,০০০	১,০০০	৪,০০০		৪,০০০			
স্টোর ইন্সপেক্ট	১৯,৪০০				১৯,৪০০				১৯,৪০০	
অফিস ইন্সপেক্ট	১০,১০০		১,০০০	৫২৫	১০,৫২৫				১০,৫২৫	
সফটওয়্যার খরচ	৫,০০০				৫,০০০		৫,০০০			
গ্রন্থ পরিবহন	২,৫০০				২,৫০০		২,৫০০			
নাক	৩০,০০০		৫,০০০		৩৫,০০০				৩৫,০০০	
মূলধন		১০০,০০০				১০০,০০০				১০০,০০০
১০% বিনিয়োগ	২০,৪০০				২০,৪০০				২০,৪০০	
বিক্রয়		১,৫০,০০০				১,৫০,০০০		১,৫০,০০০		
গ্রাফ হিসাব	৪০,০০০			৭,৫০০	৩২,৫০০				৩২,৫০০	
গ্রন্থ হিসাব	১০,০০০			৭,৫০০	২,৫০০		২,৫০০			
গ্রাফ সু		৫০০		১,৪৪০		২,০৪০		২,০৪০		
অনাদারী পত্রের সর্বমোট		২,০০০	২,০০০	৫০০		১,৫০০				১,৫০০
প্রাথমিক মূলধন	৪৫,০০০				৪৫,০০০		৪৫,০০০			
প্রাপ্ত ফিল		১০,০০০				১০,০০০				১০,০০০
অন্যব্যয় বিজ্ঞাপনের কৃতি	১,০০০				১,০০০		১,০০০			
মোট =	২,৭২,৩০০	২,৭২,৩০০								
সমাপ্তি মূলধন			৪০,০০০		৪০,০০০				৪০,০০০	
অবশিষ্ট অফিস ইন্সপেক্ট			৫৫৫		৫৫৫		৫৫৫			
অনাদারী পত্রের			৫০০		৫০০		৫০০			

বিবর্তিত বিজ্ঞপ্তি			১,০০০		১,০০০				১,০০০	
বাক্য বিবর্তিত সূচ			১,০০০		১,০০০				১,০০০	
টোট			৫৯,৯৮০	৫৯,৯৮০	২,৭০,৫৮০	২,৭০,৫৮০	১,০০,০০০	১,০০,০০০		
টোট							৫৭,৯৮০			৫৭,৯৮০
টোট							১,০০,০০০	১,০০,০০০	১,০০,০০০	১,০০,০০০

* ক্রম হিসাব = (৪০,০০০+১,০০০+২,০০০)=৪৩,০০০ * প্রাপ্য হিসাব = ৫,০০০+১,০০০

গ.

জনাব সৈয়দ অমিম

সাধারণ জ্ঞাবেন্দা (সাপাশনী দাবিলা)

তারিখ	বিবরণী	সূত্র	ডেবিট	ক্রেডিট
৩১ ডি.	আয় বিবরণী হিসাব প্রারম্ভিক মজুদপত্র হিসাব (প্রারম্ভিক মজুদপত্র হিসাবকে বন্ধ করা হলো।)	ডেবিট ক্রেডিট	৪৫,০০০	৪৫,০০০
৩১ ডি.	সমাপনী মজুদপত্র হিসাব ক্রম হিসাব (সমাপনী মজুদপত্রকে ক্রমের সাথে সমন্বয় করা হলো।)	ডেবিট ক্রেডিট	৪০,০০০	৪০,০০০
৩১ ডি.	ক) বিক্রয় হিসাব প্রাপ্ত সুদ হিসাব আয় বিবরণী (সকল আয় হিসাব বন্ধ করা হলো।)	ডেবিট ডেবিট ক্রেডিট	১,৬০,০০০ ২,০৮০	১,৬২,০৮০
৩১ ডি.	খ) আয় বিবরণী ভাড়া ও বেতন হিসাব সাপ্লাইস হিসাব ক্রম পরিবহন হিসাব বিজ্ঞাপন হিসাব ক্রম হিসাব আসবাবপত্র হিসাব বিক্রয়জনিত ক্ষতি অবচর হিসাব-অফিস ইন্সিউরেন্স অনাদার্টী পাওনা হিসাব (সকল ব্যয় হিসাব বন্ধ করা হলো।)	ডেবিট ক্রেডিট ক্রেডিট ক্রেডিট ক্রেডিট ক্রেডিট ক্রেডিট ক্রেডিট ক্রেডিট ক্রেডিট	৫৯,৫০০	২১,০০০ ৩,০০০ ২,৫০০ ৪,০০০ ২৭,০০০ ১,০০০ ৫৫৫ ৫০০
৩১ ডি.	গ) আয় বিবরণী মূলধন হিসাব (নিট ল্যাব মূলধন হিসাবে স্থানান্তর করা হলো।)	ডেবিট ক্রেডিট	৫৭,৫৮০	৫৭,৫৮০

হিসাব শিৰোনাম	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
নগদ হতবিল	১৭,০০০	
প্রাপ্য হিসাব	১০,০০০	
মজুদ পণ্য (০১-০১-২০১২)	৩০,০০০	
স্টোৰ সাপ্লাইজ	২,০০০	
অগ্নি বিমা	১,৬০০	
স্টোৰ ইকুইপমেন্ট	৩৮,০০০	
অবচয় সঞ্চিতি-স্টোৰ ইকুইপমেন্ট		১৪,০০০
প্রদেয় হিসাব		১৫,০০০
মূলধন		৮০,০০০
উত্তলন	১২,০০০	
বিক্রয়		১,০০,০০০
বিক্রয় ফেরত	১,০০০	
ক্রয়	৭০,০০০	
ক্রয় ফেরত		২,০০০
ক্রয় বাঢ়ি		১,৫০০
আবহুপরিবহন	৩,০০০	
বেতন খৰচ	২০,০০০	
ভাড়া খৰচ	৩,৬০০	
অন্যান্য বিক্রয় খৰচ	২,৫০০	
উপযোগ খৰচ	১,৫০০	
মোট	২,১২,৫০০	২,১২,৫০০

অন্যান্য তথ্যাবলি:

- সমাপনী মজুদ পণ্য মূল্যায়ন করা হয়েছে ৩৫,০০০ টাকা।
- সমাপনী স্টোৰ সাপ্লাইজ ৩০০ টাকা।
- অগ্নি বিমা ৪০০ টাকা।
- অনুমানিক নির্ধারিত স্টোৰ ইকুইপমেন্টের অবচয় ৪,০০০ টাকা।
- বকেয়া বেতন ২,০০০ টাকা।
- বকেয়া উপযোগ খৰচ ১০০ টাকা।
- মালিক কর্তৃক পণ্য উত্তোলন ৫০০ টাকা।
- বিক্রয় ১,০০০ টাকা হিসাবভুক্ত হয়নি।

কৰণীয়: ২০১২ সালে ৩১ ডিসেম্বৰ তাৰিখেৰে জন্ম মি. বনৰিৰ একটা কাৰ্যপত্ৰ প্ৰস্তুত কৰ।

সমাধান-৪:

হিসাবসমূহ	গেঞ্জমিল	সময়	সমবিত গেঞ্জমিল	অৰ্থ বিৱৰ্তী	অৰ্থিক অবস্থা বিৱৰ্তী
-----------	----------	------	----------------	--------------	-----------------------

	জেবিট	জেবিট	জেবিট	জেবিট	জেবিট	জেবিট	জেবিট	জেবিট	জেবিট	জেবিট
নামস্ব ইন্ডিক্স	১৭,০০০				১৭,০০০				১৭,০০০	
প্রাপ্য হিসাব	১০,০০০		১,০০০		১১,০০০				১১,০০০	
মজুর পণ্য	৩০,০০০		৩০,০০০		৩০,০০০		৩০,০০০		৩০,০০০	
স্টোর সাপ্লাইজ	২,০০০			১,৭০০	৩০০				৩০০	
অধিমে বিমা	১,৮০০			১,২০০	৬০০				৬০০	
স্টোর ইনুইগমেণ্ট	৩৮,০০০				৩৮,০০০				৩৮,০০০	
অবচয় সঞ্চিতি- স্টোর ইনুইগমেণ্ট		১৪,০০০		৪,০০০		১৮,০০০				১৮,০০০
প্রদেয় হিসাব		১০,০০০				১০,০০০				১০,০০০
মূলধন		৮০,০০০				৮০,০০০				৮০,০০০
উজ্জলন	১২,০০০		৪০০		১২,৪০০				১২,৪০০	
বিত্রয়		১,০০,০০০		১,০০০		১,০১,০০০		১,০১,০০০		
বিত্রয় ফেরত	১,০০০				১,০০০		১,০০০			
ক্রয়	৭০,০০০			৫০০	৫৬,০০০		৫৬,০০০			
ক্রয় ফেরত		২,০০০				২,০০০		২,০০০		
ক্রয় বাড়ি		১,৫০০				১,৫০০		১,৫০০		
আন্তঃপরিবহন	৩,০০০				৩,০০০		৩,০০০			
বেতন খরচ	২০,০০০		১,০০০		২,২০০		২,২০০			
ভাড়া খরচ	৩,৮০০				৩,৮০০		৩,৮০০			
অন্যান্য বিক্রয় খরচ	২,৫০০				২,৫০০		২,৫০০			
উপযোগ্য খরচ	১,৫০০		১০০		১,৬০০		১,৬০০			
মোট	২১৬,৪০০	২১৬,৪০০								
আজ বিবরণী			৩০,০০০	৩১,০০০		৫০,০০০		৫০,০০০		
স্টোর সাপ্লাইজ খরচ			১,৭০০		১,৭০০			১,৭০০		
বিমা খরচ			১,২০০		১,২০০		১,২০০			
অবচয় খরচ			৪,০০০		৪,০০০		৪,০০০			
বকেয়া বেতন				২,০০০		২,০০০			২,০০০	

কার্যপত্র

২০৩

বকেয়া				১০০		১০০			১০০
উপযোগ									
মেট			১৫০০	১৫০০	২৫৫০০	২৫৫০০			
নিট ক্ষতি							৪০০		৪০০
মেট						১৫৫০০	১৫৫০০	১,২৫,১০০	১,২৫,১০০

সূজনশীল প্রশ্ন:

সাকিব
কার্যপত্র

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য

হিসাবসমূহ	হেডওয়ামিল		সময়		সম্মিত হেডওয়ামিল		আয় বিবরণী		আর্থিক অবস্থার বিবরণী	
	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট
নগদ	৫০,০০০				৫০,০০০				৫০,০০০	
প্রাপ্য হিসাব	২০,০০০				২০,০০০				২০,০০০	
অগ্রিম বিক্রয়	১২,০০০			৫০০	১১,৫০০				১১,৫০০	
প্রাপ্য মেট	১০,০০০				১০,০০০				১০,০০০	
প্রদেয় বেট		৫,০০০				৫,০০০				৫,০০০
প্রদেয় হিসাব		১৪,০০০				১৪,০০০				১৪,০০০
মূলধন- সামিথবের		২০,০০০				২০,০০০				২০,০০০
ডিভিডেন্ড- সামিথবের	১৫,০০০				১৫,০০০				১৫,০০০	
সেবা আয়		১০০,০০০				১০০,০০০		১০০,০০০		
বেতন	১২,০০০		৪,০০০		১৬,০০০		১৬,০০০			
আড়া	১০,০০০				১০,০০০		১০,০০০			
অফিস সাপ্লাইস	১০,০০০			৭,০০০	৫,০০০				৫,০০০	
অফিস সাপ্লাইস খরচ			৭,০০০		৭,০০০		৭,০০০			
বিল খরচ			৫০০		৫০০		৫০০			
প্রদেয় বেতন				৪,০০০		৪,০০০				৪,০০০
অবচল খরচ			৫,০০০		৫,০০০		৫,০০০			
অবচলসম্মতি				৫,০০০		৫,০০০				৫,০০০
টেলিফোন বিল খরচ			৪০০		৪০০		৪০০			
বুজার টেলিফোন খরচ				৪০০		৪০০				৪০০
	১০৬,০০০	১০৬,০০০	১৪,১০০	১৪,১০০	১০৬,৪০০	১০৬,৪০০	৩৬,১০০	১০০,০০০		

মোট লাভ							৩৫,১০০			৩৫,১০০
							১০০,০০০	১০০,০০০	১০৬,৫০০	১০৬,৫০০

করণীয়:

- ক. স্থায়ী হিসাবগুণের যোগফল নির্ণয় কর।
 খ. সমন্বয় জাবেদা দাও।
 গ. সমাপনী জাবেদা দাও।

এ অধ্যায়ে আমরা নতুন যা শিখলাম:

মূলধনজাতীয় আয় ও ব্যয়, মুনাফাজাতীয় আয় ও ব্যয়, বিলম্বিত মুনাফাজাতীয় ব্যয়, নগদ ভিত্তিক হিসাব, বকেয়া ভিত্তিক হিসাব, সমন্বয় দাখিলা, সমাপনী দাখিলা, বিপরীত দাখিলা, কার্যপত্র, সমন্বিত রেওয়ামিল ইত্যাদি।

বহু-নির্বাচনী প্রশ্ন:

১। নিচের কোনটি মুনাফাজাতীয় ব্যয়?

- ক. নতুন অফিসের রঙ বরচ
 খ. মোটর ভ্যানের জ্বালানী বরচ
 গ. মেশিন পুনঃস্থাপন ব্যয়
 ঘ. ফটোকপি সংস্থাপন ব্যয়

২। সমন্বয় জাবেদা করা হয়—

- i. সঠিক লাভ নির্ণয় করার জন্য
 ii. সঠিক সম্পত্তি ও দায় উপস্থাপনের জন্য
 iii. হিসাববিজ্ঞানের রীতিনীতি অনুসরণের জন্য
 নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i, ii ও iii

৩। কার্যপত্রের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি অসংগতিপূর্ণ?

- ক. তাত্ক্ষণিক তথ্য প্রদান করে
 খ. হিসাববিজ্ঞানের আবশ্যিক একটি ধাপ
 গ. যেকোন সময় প্রস্তুত করা হয়
 ঘ. ভুল-ত্রুটি উদ্ঘাটন করা যায়

৪। নিচের কোন হিসাবটি স্থায়ী হিসাব?

- ক. উল্গোলন খ. আয়
 গ. মূলধন ঘ. নিট ক্ষতি

নিচের উদ্দিপক থেকে ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

রেওয়ামিল

বিবরণ	ডেবিট	ক্রেডিট
ভাড়া	৫,০০০	

সমন্বয়: ভাড়া ১,২০০টাকা একনও মেয়াদ উত্তীর্ণ হল।

৫। সমন্বয়টি কোন ধরনের সমন্বয়?

- ক. বকেয়া আয় খ. অগ্রিম আয়
 গ. বকেয়া ব্যয় ঘ. অগ্রিম ব্যয়

৬। সমন্বয়টির জন্য—

- i. ৩,৮০০ টাকা ব্যয় দেখাতে হবে
 ii. ভাড়া হিসাব ক্রেডিট করতে হবে
 iii. অগ্রিম ভাড়া ডেবিট করতে হবে
 নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

অষ্টম অধ্যায়

দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সম্পদের হিসাবরক্ষণ

ACCOUNTING FOR TANGIBLE AND INTANGIABLE ASSETS



চিত্র: সম্পত্তির মূল্যায়ন

প্রত্যেকটি ব্যাকসায় প্রতিষ্ঠানে সম্পত্তির অস্তিত্ব থাকে। এ সম্পত্তিসমূহকে চলতি সম্পত্তি ও স্থায়ী সম্পত্তি এ দুভাবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়। স্থায়ী সম্পত্তিকে পরিসম্পদ, প্রাপ্তি ও বহুপাতি নামে অবহিত করা হয়। এসব সম্পত্তি ক্রয়, বিক্রয় ব্যবহার, অবচয়, প্রভৃতি হিসাববিজ্ঞানে কিভাবে হিসাবভুক্ত করা হয় তার বিস্তারিত এ অধ্যায়ের আলোচনা থাকবে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা—

- স্থায়ী সম্পত্তির মূল্যায়ন করতে পারবে।
- অবচয় ধার্যের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- অবচয় ধার্যের পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে।
- সম্পত্তি হিসাব, অবচয় হিসাব, পুঞ্জীভূত অবচয় হিসাব যথাযথ পদ্ধতি মূল্যায়ন করতে পারবে।
- স্থায়ী সম্পত্তির বিক্রয়জনিত লাভ-ক্ষতি নিরূপণ করতে পারবে।
- প্রাকৃতিক সম্পত্তি ও অদৃশ্যমান সম্পত্তির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

এক নজরে সম্পূর্ণ অধ্যায়:



৮.০১ স্থায়ী সম্পত্তির ধারণা

Concept of Property, Plant & Equipment

স্থায়ী সম্পত্তি হলো কারবারের দৃশ্যমান সম্পত্তি (যার নির্দিষ্ট সাইজ বা আকার আছে) যা ব্যবসায়ের পরিচালন কাজে ব্যবহার করা হয় এবং জেতাঙ্গের নিকট বিক্রয়ের উদ্দেশ্য রাখা হয় না। এসব সম্পত্তিকে পরিসম্পদ, বস্তু ও সরঞ্জাম (Property, Plant & Equipment); পরিসম্পদ ও সরঞ্জাম (Plant Equipment) অথবা স্থায়ী সম্পদ নামে অভিহিত করা হয়। এ সম্পত্তি থেকে কোম্পানি অনেক বছর ধরে সেবা প্রত্যাশা করে। ভূমি ব্যতীত অন্যান্য স্থায়ী সম্পত্তির সেবা প্রদানের ক্ষমতা এবং কার্যকর আয়ুষ্কাল কমতে থাকে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পরিচালন অবস্থা ভালো রাখার জন্য বা তাদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অধিকাংশ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থায়ী সম্পত্তিতে উদ্যোগব্যাগ অর্থ বিনিয়োগ করে থাকে।

স্থায়ী সম্পত্তির শ্রেণিবিভাগ (Classification of Property, Plant & Equipment):

প্লান্ট সম্পত্তি বা স্থায়ী সম্পত্তিসমূহকে প্রধানত চার ভাগে ভাগ করা হয়:



চিত্র: স্থায়ী সম্পত্তি

- ১। **ভূমি (Land):** কারবার প্রতিষ্ঠান তাদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যে জায়গার উপর দালান, উৎপাদনকারী প্লান্ট বা অফিস সাইট তৈরি করে বা ব্যবহার করে তাকে ভূমি বলে।
- ২। **ভূমি উন্নয়ন (Land improvements):** ভূমির উপর Fencing, lighting system, Parking lot surfaces এবং Underground sprinkler system ইত্যাদি বসানোকে ভূমি উন্নয়ন বলে। ভূমির উপর কোনো প্রকার অবচয় ধার্য করা না হলেও ভূমি উন্নয়ন সম্পত্তির উপর অবচয় ধার্য করা হয়।
- ৩। **দালান (Building):** ব্যবসায়ের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত ভবনকে দালান বলে। যেমন-অফিস বিল্ডিং, কারখানা বিল্ডিং, স্টোর বিল্ডিং, ওয়ার হাউস ভবন ইত্যাদি।
- ৪। **সরঞ্জাম (Equipment):** সরঞ্জাম বা যন্ত্রপাতি বলতে কারখানায় ব্যবহৃত বা অফিসে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতিকে বুঝায়। যেমন-কম্পিউটার, ফটোকপি মেশিন, মেশিন, আসবাবপত্র, টাইম কিপিং মেশিন (Time keeping machine) ইত্যাদি।

৮.০২ স্থায়ী সম্পত্তির মূল্যায়ন

Valuation of Fixed Assets

ক্রয়মূল্য নীতি (Cost principal) অনুযায়ী স্থায়ী সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ করা হয়। এ নীতি অনুযায়ী সম্পত্তির ক্রয়মূল্য বা আদিমূল্যের ভিত্তিতে হিসাবভুক্ত করা হয়, বাজারমূল্য বা পুনঃস্থাপনমূল্যে হিসাবভুক্ত করা হয় না।

সম্পত্তির ক্রয় মূল্য বা আদি মূল্য বলতে উক্ত সম্পত্তির অর্জন এবং তা ব্যবহার উপযোগী করতে যেসব খরচ হয় তাদের সমষ্টিকে বুঝায়। যেমন—একটি মেশিনের মূল্য বলতে তার ক্রয়মূল্য, মেশিনটির বহন খরচ, সংস্থাপন ব্যয় ইত্যাদিকে বুঝায়। প্রধান প্রধান স্থায়ী সম্পত্তির ক্রয় মূল্যনির্ভী প্রয়োগের ক্ষেত্রে যেসব বিষয় বিবেচনা করা হয় তা নিম্নে আলোচনা করা হলো—

ভূমি (Land)

ভূমির ব্যয় বলতে নগদে ক্রয়মূল্য এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট খরচকে বুঝায়। সংশ্লিষ্ট খরচ হলো মালিকানা রেজিস্ট্রিকরণ খরচ, উকিলের ফিস, ভূমি দালালের কমিশন এবং অন্যান্য কর ও ব্যয় ইত্যাদি। অর্জিত ভূমি ব্যবহার উপযোগী করার জন্য প্রদত্ত যাবতীয় খরচকে ভূমির ব্যয় হিসেবে ধরা হয়। বাণি ভূমির ক্ষেত্রে পরিষ্কারণ (Cleaning), ভরাটকরণ (Filling), ড্রেইনিং (Draining) এবং গ্রেডিং (Grading) ইত্যাদি ব্যয়কে মূল্য হিসেবে ধরা হয়। অনেক ক্ষেত্রে ভূমিতে পুরাতন দালান থাকতে পারে, তখন নতুন দালান নির্মাণের পূর্বে পুরাতন দালান অপসারণ (Remove) করতে হয়। এরপক্ষেত্রে পুরাতন দালান উচ্ছেদের জন্য প্রদত্ত খরচ হতে পুরাতন তদ্ব্যবশেষ সামগ্রী বিক্রয় অথবা বিক্রয় করে অবশিষ্ট খরচের জন্য ভূমি হিসাবে হিসাবভুক্ত করা হয়। অর্থাৎ এধরনের খরচের ফলে ভূমির মূল্য বৃদ্ধি পায়।

উদাহরণ: ১ কোয়ার গ্রুপ তাদের শিল্প স্থাপনের জন্য সিটি গ্রুপের নিকট হতে নগদ ৫,০০,০০০ টাকায় ভূমি অধিগ্রহণ করে বার মধ্যে ২% নগদ বাট্টা অন্তর্ভুক্ত। ভূমি ক্রয়ের সময় নিম্নোক্ত খরচসমূহ সংঘটিত হয়:

রেজিস্ট্রি খরচ ৩০,০০০ টাকা, ভূমি দালালের কমিশন ৫,০০০ টাকা, উকিলের ফি ৪,০০০ টাকা, পুরাতন বিল্ডিং উচ্ছেদ খরচ ৮,০০০ টাকা, পুরাতন বিল্ডিং বিক্রয় হতে অর্থ ২,০০০ টাকা। উক্ত তথ্যের ভিত্তিতে ভূমির মূল্য নির্ধারণ কর:

সমাধান: ১ ভূমির মূল্য বা ব্যয় নির্ণয়।

বিবরণ	টাকা	টাকা
নগদ মূল্য	৫,০০,০০০	
বিয়োগ: নগদ বাট্টা	(১০,০০০)	
নিট চালান মূল্য		৪,৯০,০০০
যোগ: খরচসমূহ:		
রেজিস্ট্রি খরচ	৩০,০০০	
ভূমি দালালের কমিশন	৫,০০০	
উকিলের ফি	৪,০০০	
	৩৯,০০০	
যোগ: নিট বিল্ডিং উচ্ছেদ খরচ (৮০০০ – ২০০০)	৬০০০	৪৫,০০০
ভূমির মোট ব্যয়		৫,৩৫,০০০

উক্ত ভূমি ক্রয় হিসাবভুক্ত করার জন্য আবেদা হবে—

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	ভূমি হিসাব নগদান/ব্যাংক হিসাব (ভূমি ক্রয় হিসাবভুক্ত করা হলো)	ডেবিট ক্রেডিট	৫,৩৫,০০০	৫,৩৫,০০০

ভূমি উন্নয়ন (Land improvements)

ভূমি ব্যবহার উপযোগী করার জন্য যেসব খরচ করার প্রয়োজন হয় সেসব খরচকে ভূমি উন্নয়ন ব্যয় বলে। ভূমি উন্নয়ন বলতে নির্দিষ্ট ভূমির উপর (i) Fencing (ii) Lighting system (iii) Parking lot surface ইত্যাদি সংক্রান্ত খরচগুলোকে বুঝানো হয়।

ভূমি উন্নয়ন খরচসমূহের আয়ুষ্কাল সীমিত। তাই তাদের আয়ুষ্কালের ভিত্তিতে প্রতি বছর অবচয় ধার্য করা হয়। এ জাতীয় খরচের জন্য ভূমি উন্নয়নকে ডেবিট এবং নগদান/ব্যাংক হিসাবকে ক্রেডিট করা হয়।

ভূমি উন্নয়ন হিসাবভুক্ত করার জন্য আবেদা:

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	ভূমি উন্নয়ন হিসাব নগদান বা ব্যাংক হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	****	****

দালান (Building)

একটি দালান ক্রয় বা নির্মাণের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ধরনের খরচ দালান হিসাব এ ডেবিট করা হয়। দালান ক্রয়ের ক্ষেত্রে দালানের কমিশন, মালিকানা স্বত্ব খরচ, বিমা খরচ এবং ক্রয়কৃত দালানকে কাজের উপযোগী করার জন্য যেসব খরচের প্রয়োজন হয় সেসব—বৈদ্যুতিক লাইন স্থাপন বা মেরামত, মেঝের অধুনিকীকরণ বা মেরামত ইত্যাদি খরচ দালানের ক্রয়মূল্যের সাথে অন্তর্ভুক্ত হবে। কোনো প্রতিষ্ঠান নিজস্ব উদ্যোগে নির্মিত দালানের ক্ষেত্রে এসমত মুক্তিসমত ও প্রয়োজনীয় ব্যয় দালানের মূল্যের সাথে যুক্ত করা হয়। দালান নির্মাণের জন্য মাল, শ্রম এবং মুক্তিসমত উপরিব্যয়ের অংশ যোগ করে দালানের ব্যয় মূল্য নির্ধারণ করা হয়। এর সঙ্গে স্থপতির ফি, নকশা অনুমোদন খরচ, নির্মাণকারী সমন্বয়ের পৃষ্ঠীত খণ্ডের সুদ ও বিমা খরচকে দালান ব্যয় মূল্যের সাথে যোগ করতে হয়। অবশ্য দালান নির্মাণের জন্য পৃষ্ঠীত খণ্ডের উপর সুদ দালান নির্মাণ সম্পন্ন করার পর হতে যা পরিশোধ করা হবে তা মুনাফাজাতীয় খরচ হিসাবে হিসাবভুক্ত করতে হয়।

দালান হিসাবভুক্ত করার জন্য আবেদা:

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	দালান হিসাব নগদান বা ব্যাংক হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	****	****

যন্ত্রপাতি (Equipment)

যন্ত্রপাতি ক্রয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল খরচ এবং যন্ত্রপাটিকে কার্যোপযোগী করার যাবতীয় খরচ ক্রয়মূল্যের সাথে যোগ করে যন্ত্রপাতির মূল্য নির্ধারণ করা হয়। সাধারণত জাহাজ ভাড়া, পরিবহন খরচ, বিমা খরচ, অবগারি শুদ্ধ, সংস্থাপন খরচ, পরীক্ষামূলক চালনা খরচ ইত্যাদি নিট ক্রয় মূল্যের (ক্রয় মূল্য-নগদ বাট্টা) সাথে যোগ করে যন্ত্রপাতির মূল্য নির্ণয় করা হয়। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, মটর গাড়ির লাইসেন্স ফি, দুইটনজনিত বিমা খরচ এবং ব্যবহার করার পূর্বে দুইটনজনিত ক্ষতি মোরামত খরচ যন্ত্রপাতির মূল্যের সাথে যোগ হবে না। এসব খরচগুলো যখনই সংঘটিত হবে তখনই খরচ হিসাবে বিবেচিত হবে। কারণ খরচগুলোকে কাগজি খরচ হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

উদাহরণ-২: ফরসালা আন্ড কোম্পানি নগদ ৬,০০,০০০ টাকা দিয়ে একটি মেশিন ক্রয় করে। তার সাথে সম্পর্কিত খরচসমূহ হচ্ছে বিক্রয় কর ৩০,০০০, বিমা খরচ ৫,০০০, সংস্থাপন এবং পরীক্ষামূলক চালনা খরচ ৬,০০০ টাকা। মেশিন সংস্থাপনের সময় পড়ে গিয়ে ক্ষতি হয় তার মোরামত খরচ ২,০০০ টাকা। মেশিনের ব্যয় নির্ণয় করে হিসাবভুক্ত কর।

সমাধান: ২ মেশিনের ব্যয় নির্ণয়।

বিবরণ	টাকা
ক্রয়মূল্য	৬,০০,০০০
বিক্রয় কর	৩০,০০০
বিমা খরচ	৫,০০০
সংস্থাপন এবং পরীক্ষামূলক চালনা খরচ	৬০০০
মেশিনের মোট ব্যয়	৬,৪১,০০০

নোট: যেহেতু মোরামত খরচ কাগজি ব্যয় তাই মেশিনের ব্যয় নির্ণয়ে এটিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। যন্ত্রপাতি হিসাবভুক্ত করার জন্য জ্ঞাবেন্দা:

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	মেশিন হিসাব	ডেবিট	৬,৪১,০০০	
	নগদান বা ব্যাংক হিসাব	ক্রেডিট		৬,৪১,০০০
	(মেশিন ক্রয় হিসাবভুক্ত করা হলো)			

স্থায়ী সম্পত্তির ক্রয়োত্তর সংঘটিত বিভিন্ন প্রকার ব্যয়ের মূল্যায়ন:

স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয়ের পর ব্যবহারের মধ্যে এর কার্যক্ষমতা হ্রাস পেয়ে থাকে। স্থায়ী সম্পত্তির অনুমানিক আয়ুক্ষল পর্যন্ত এর কার্যক্ষমতা স্বাভাবিক রাখার জন্য বিভিন্ন ধরনের ব্যয়ের প্রয়োজন হয়। এসব ব্যয় সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো:

স্থায়ী সম্পত্তিকে পুনরুজ্জীবিত কার্যক্ষম ও সচল রাখার জন্য যেসব ব্যয় করার প্রয়োজন তাহলো:

১. অনিয়মিত খরচ (Non-recurring or Irregular cost)

যেসব খরচ সাধারণত গুরুত্বপূর্ণ হয় না তাকে অনিয়মিত খরচ বলে। এ জাতীয় খরচকে মূলধনজাতীয় ব্যয় হিসাবে বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিকে ডেবিট করা হয়। অনিয়মিত খরচকে দুভাগে ভাগ করা হয়। যথা:

ক. সম্পত্তির উন্নয়ন ও ব. সম্পত্তির সংযোজন।

সম্পত্তির উন্নয়ন: সম্পত্তির উন্নয়ন বলতে তার আয়ুষ্কাল ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি, পণ্য ও সেবার মান বৃদ্ধি এবং পরিচালন ব্যয়কে বুঝায়।

সম্পত্তির সংযোজন: সম্পত্তির সংযোজন বলতে কোনো স্থায়ী সম্পত্তির কোনো অংশ স্থায়ীভাবে বৃদ্ধি করাকে বুঝায়। যেমন—সোতাগা দালানকে তিন তালার রূপান্তর, গুদামের আকার বৃদ্ধি করা, যন্ত্রপাতির নতুন সংযোজন ইত্যাদি। এ জাতীয় খরচসমূহের জন্য সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিকে ডেবিট করা হয়।

২. নিয়মিত খরচ (Regular Cost)

নিয়মিত খরচ দ্বারা কোনো সম্পত্তির জীবনকাল বৃদ্ধি পায় না বা সম্পত্তির উন্নয়ন ঘটে না, শুধু যন্ত্রটিকে কার্যকর রাখতে সাহায্য করে তাকে নিয়মিত খরচ বলে। এধরনের খরচের উপযোগিতা একটি নির্দিষ্ট হিসাবকালের মধ্যে শেষ হয় তাই এসব হিসাবকে লাভের বিপরীতে চার্জ করা হয়। নিয়মিত খরচকে দুভাগে ভাগ করা হয়। যথা:

ক. সংরক্ষণ খরচ ও খ. মেরামত খরচ।

সংরক্ষণ খরচ: প্রাপ্ত সম্পত্তিকে কর্মক্ষম রাখার জন্য যে খরচ হয় তাকে সংরক্ষণ খরচ বলে। যেমন—ডেটিং, পেইন্টিং, লুব্রিকেট ইত্যাদি।

মেরামত খরচ: প্রাপ্ত সম্পত্তিকে পূর্বের মতো কর্মক্ষম অবস্থায় আনার জন্য কোনো ছোট পার্টস সংযোজন সংক্রান্ত খরচকে মেরামত খরচ বলে।

উল্লেখ্য যে, যদি বড় ধরনের কোনো মেরামত খরচ হয় যা সম্পত্তির আয়ুষ্কাল বৃদ্ধিতে সাহায্য করে তাকে মেরামত খরচ হিসাবে গণ্য করা যাবে না। যেমন—ওভারহোলিং ব্যয়, পুনঃস্থাপন ব্যয় ইত্যাদি। এ ধরনের খরচের জন্য সম্পত্তি হিসাবকে ডেবিট করা হয়।

৮.০৩ অবচয় ধার্যের বিবেচ্য বিষয়

Considerable Factor For Determine Depreciation

অবচয় হচ্ছে কোনো সম্পত্তির মূল্যকে তার আনুমানিক আয়ুষ্কালের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি অনুসারে বন্টন ব্যবস্থা।

অন্যভাবে বলা যায় যেকোনো নির্দিষ্ট হিসাবকালের মূল্যায়ন নির্ণয়ে অর্জিত রাজস্ব হতে খরচ হিসাবে সম্পত্তি ব্যবহার বাবদ ব্যয়ের যে অংশ বাদ দেওয়া হয় তাকে অবচয় বলে।

মিলকরণ ধারণা অনুযায়ী, সঠিকভাবে ব্যয়ের বন্টন আরের সাথে ব্যয়ের সঠিক মিলকরণ করে। অবচয় হলো ব্যয় বন্টনের একটি পদ্ধতি। অপরপক্ষে অবচয় হলো পরোক্ষ, অনগদ (Non cash) এবং অসুদূর নির্ভর ব্যয়। তাই বলা হয় “অবচয় হচ্ছে ব্যয় বন্টনের একটি পদ্ধতি, এটি কোনো মূল্যায়ন পদ্ধতি নয়।”

প্রাপ্ত সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য রাখা হয় না বলে তার বাজার মূল্যের পরিবর্তন নির্ণয় করা হয় না। তাই প্রাপ্ত সম্পত্তির বহিঃমূল্য বাজারমূল্য থেকে পৃথক হয়। অবচয় তিন ধরনের সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। সেগুলো হলো: ভূমি উন্নয়ন, দালান কোঠা, যন্ত্রপাতি।

সর্বজনগ্রাহ্য হিসাববিজ্ঞানের নীতি (GAAP) অনুসারে সম্পত্তির ব্যয়কে প্রত্যাশিত কার্যকর জীবনকালের মধ্যে এমন অর্বে বিন্যাস করতে হবে যেন উক্ত সম্পত্তি হতে প্রাপ্ত সুবিধা, সম্পত্তির আয়ুষ্কালের মধ্যে যুক্তিসঙ্গতভাবে বন্টিত হয়।

একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সঠিক আর্থিক অবস্থা প্রকাশ বা প্রতিষ্ঠানের সঠিক পরিমাণ শাক্ত-সৌকর্য্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অবচয়ের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

অবচয় নির্ধারণে বিবেচ্য বিষয়:

অবচয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে তিনটি উপাদান বা বিষয় বিবেচনা করতে হয়।

১. সম্পত্তির ক্রয়মূল্য: সম্পত্তির ক্রয়মূল্যের উপর ভিত্তি করে সম্পত্তির অবচয় নির্ধারণ করা হয়। সম্পত্তির ক্রয়মূল্য সম্পর্কে স্থায়ী সম্পত্তির ব্যয় নির্ধারণ অংশে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ক্রয়মূল্যকে আনুমানিক আয়ুষ্কাল দ্বারা ভাগ করে অবচয় নির্ধারণ করা হয়। তাই সম্পত্তির ক্রয়মূল্য অবচয় নির্ণয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

২. সম্পত্তির কার্যকরী জীবন:

অবচয় পরিমাপের জন্য সম্পত্তি থেকে কত বছর ধরে সুবিধা ভোগ করা যাবে অর্থাৎ সম্পত্তির কার্যকর আয়ুষ্কাল কত সে সম্পর্কে অনুমান প্রয়োজন। সম্পত্তির কার্যকর আয়ুষ্কাল বলতে অনেকে বস্তুগত আয়ুষ্কাল এবং অনেকে অর্থনৈতিক আয়ুষ্কালকে বিবেচনা করেন। যে সময় ধরে সম্পত্তি থেকে অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায় তাই হলো সম্পত্তির অর্থনৈতিক আয়ুষ্কাল। সাধারণত সম্পত্তির অর্থনৈতিক আয়ুষ্কাল বস্তুগত আয়ুষ্কাল থেকে কম হয়। সম্পত্তির কার্যকর আয়ুষ্কাল নির্ধারণের জন্য কতকগুলো বিষয় গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করতে হয়। যেমন—

ক. মেরামত ও নবায়নের সাহায্যে সম্পত্তির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছে কিনা;

খ. স্বাভাবিকের তুলনায় সম্পত্তিকে বেশি সময় ধরে কাজে লাগানো হচ্ছে কিনা;

গ. নতুন সম্পত্তি অধিকারের ফলে পুরানো সম্পত্তির একেজো হওয়ার সম্ভাবনা কতখানি।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সম্পত্তির কার্যকর আয়ুষ্কাল সঠিকভাবে নির্ধারণ করা খুবই কঠিনসাধ্য ব্যাপার। সম্পত্তি অতীতে ব্যবহারে হয়ে থাকলে সে সম্পর্কে অভিজ্ঞতা, কারিগরি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে সম্পত্তির কার্যকর আয়ুষ্কাল সম্পর্কে অনুমান করা হয়।

৩. সম্পত্তির ভগ্নাবশেষ মূল্য:

সম্পত্তির ভগ্নাবশেষ মূল্য নির্ধারণ করাও খুব সহজ নয়। অনুমিত কার্যকালের শেষে সম্পত্তি বিক্রি করে যে মূল্য পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়, তাকে ঐ সম্পত্তির ভগ্নাবশেষ মূল্য বলা হয়। এ মূল্যের পরিমাণ বস্তুমান্য হলে তাকে শূন্য ধরা হয়। আর যদি পর্যাও হয়, তাহলে সম্পত্তি ক্রয় বা হারানোর সময় ঐ ভগ্নাবশেষের আনুমানিক মূল্য নির্ণয় করতে হয়। এর থেকে সম্পত্তির কার্যকালের শেষে সেটি অপসারণের সময় সম্ভাব্য অপসারণ সংক্রান্ত খরচ বাদ দিয়ে নিট ভগ্নাবশেষ মূল্য নির্ধারণ করতে হয়। নিট ভগ্নাবশেষ মূল্যের উপর ভিত্তি করেই অবচয়ের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়।

৮.০৪ অবচয় ধার্যের ও হিসাবভুক্তকরণের পদ্ধতি

Depreciation Methods & Recording System

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিভিন্নতা থাকায় তাদের স্থায়ী সম্পত্তিগুলোও ভিন্ন প্রকৃতির হয়, আর তাই তাদের অবচয় ধার্যের পদ্ধতি ভিন্ন হয়ে থাকে।

নিম্নে অবচয় ধার্যের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো—

ক. সময় জ্ঞাপন পদ্ধতি (Time Factor Method):

১. সরলরৈখিক পদ্ধতি বা স্থির কিস্তি পদ্ধতি (Straight Line Method)
২. হ্রাসমান অবচয় পদ্ধতি (Decreasing Charge Method):
 - i. ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতি (Declining/Reducing/Diminishing balance method)
 - ii. দ্বিগুণ হ্রাসপ্রাপ্ত জের পদ্ধতি (Double declining balance method)
 - iii. বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি পদ্ধতি (Sum of the year digit method)
৩. তড়িৎ অবচয় পদ্ধতি (Accelerated Cost Recovery Method)

খ. ব্যবহার জ্ঞাপন পদ্ধতি (Use Factor Method)

১. যন্ত্রঘণ্টা হার পদ্ধতি (Machine Hour Rate Method)
২. উৎপাদন একক পদ্ধতি (Unit of Activity Method)

উল্লেখিত পদ্ধতিসমূহ ছাড়া অবচয় ধার্যের আরোও অনেকগুলো পদ্ধতি রয়েছে। যেমন—বার্ষিক সম-কিস্তি পদ্ধতি, প্রতিপূরক তহবিল পদ্ধতি, পুনঃমূল্যায়ন পদ্ধতি, বিমা পদ্ধতি, চক্রবৃদ্ধির সুদ পদ্ধতি, মাইল পদ্ধতি, মেরামত সঞ্চিত পদ্ধতি ইত্যাদি। এ পদ্ধতিগুলো বাস্তব প্রয়োগক্ষেত্রে তেমন অনুশীলন করা হয় না।

সরল রৈখিক পদ্ধতি, উৎপাদন একক পদ্ধতি, ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতি এ পদ্ধতিগুলো GAAP কর্তৃক স্বীকৃত।

নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ ব্যবহার করে বিভিন্ন পদ্ধতিতে অবচয় নির্ণয় ও তাদের মধ্যে তুলনা করা হলো:

চেরি কোং ১ জানুয়ারি ২০১৩ সালে তাদের পণ্য সরবরাহের জন্য একটি ডেলিভারি ভ্যান ক্রয় করে।

তার সাথে সম্পর্কিত তথ্যাদি নিম্নরূপ—

	টাকা
ক্রয়মূল্য	১৩,০০০
ভগ্নাবশেষ মূল্য	১,০০০
আনুমানিক আয়ুষ্কাল	৫ বছর
মোট প্রত্যাশিত উৎপাদন	১,০০,০০০ একক
এবং প্রত্যাশিত কার্যকাল	২০,০০০ ঘণ্টা

২০১৩ সালে ২০,০০০ একক ও ৪০০০ ঘণ্টা, ২০১৪ সালে ২৫,০০০ একক ও ৪,৫০০ ঘণ্টা, ২০১৫ সালে ৩০,০০০ একক ও ৫,০০০ ঘণ্টা, ২০১৬ সালে ১৫,০০০ একক ও ৩,৫০০ ঘণ্টা, এবং ২০১৭ সালে ১০,০০০ একক ও ৩,০০০ ঘণ্টা চলে।

■ সরল রৈখিক পদ্ধতি বা স্থির কিস্তি পদ্ধতি (Straight Line Method)

এ পদ্ধতিতে একটি নির্দিষ্ট সম্পত্তির প্রত্যেক বছরের অবচয়ের পরিমাণ সমান হয়। তাই এ পদ্ধতিকে সরল রৈখিক পদ্ধতি বা স্থির কিস্তি পদ্ধতি (Straight Line Method) বলে। যেহেতু, প্রত্যেক বছরের অবচয়ের পরিমাণ সমান থাকে সেহেতু এ পদ্ধতিতে নির্ধারিত অবচয় যদি গ্রাফে উপস্থাপন করা হয় এবং বিন্দুগুলোর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা হয় তাহলে একটি সরলরেখা পাওয়া যায় তাই একে সরল রৈখিক পদ্ধতি বলে।

এ পদ্ধতিতে অবচয় দুভাবে নির্ণয় করা যায়। যথা:

১. সূত্রের মাধ্যমে
২. অবচয়ের হার নির্ণয়ের মাধ্যমে।

সূত্রের মাধ্যমে:

এ পদ্ধতিতে স্থায়ী সম্পত্তির প্রাথমিক মূল্য থেকে ভগ্নাবশেষ মূল্য বাদ দিয়ে অবচিৎ মূল্য পাওয়া যায় এ মূল্যকে আনুমানিক আয়ুষ্কাল দ্বারা ভাগ করে অবচয় নির্ণয় করা হয়। অবচয় নির্ণয়ের সূত্র নিম্নরূপ—

$$\begin{aligned} \text{বার্ষিক অবচয়} &= \frac{\text{মোট ব্যয়} - \text{ভগ্নাবশেষ মূল্য}}{\text{আনুমানিক আয়ুষ্কাল}} \\ \text{বার্ষিক অবচয়} &= \frac{১৩,০০০ - ১,০০০}{৫ \text{ বছর}} \\ &= ২,৪০০ \text{ টাকা} \end{aligned}$$

অবচয়ের হার নির্ণয়ের মাধ্যমে:

এ পদ্ধতিতে ১০০% কে আনুমানিক আয়ুষ্কাল দ্বারা ভাগ করে বার্ষিক অবচয়ের হার নির্ণয় করা হয়। তার সাথে অবচিৎ মূল্য (মোট ব্যয় - ভগ্নাবশেষ মূল্য) গুণ করে অবচয় নির্ণয় করা হয়।

$$\begin{aligned} \text{অবচয়ের হার} &= \frac{১০০\%}{\text{আনুমানিক আয়ুষ্কাল}} \\ \text{অবচয়ের হার} &= \frac{১০০\%}{৫ \text{ বছর}} \\ &= ২০\% \end{aligned}$$

$$\text{অবচিৎ মূল্য} = \text{মোট ব্যয়} - \text{ভগ্নাবশেষ মূল্য} = ১৩,০০০ - ১০০০ = ১২,০০০$$

অবচয়ের পরিমাণ নির্ণয়

বছর	অবচিৎ মূল্য × অবচয়ের হার = বার্ষিক অবচয়			পুঞ্জীভূত অবচয়	বহিঃমূল্য
২০১৩	১২,০০০	২০%	২,৪০০	২,৪০০	১০,৬০০
২০১৪	১২,০০০	২০%	২,৪০০	৪,৮০০	৮,২০০
২০১৫	১২,০০০	২০%	২,৪০০	৭,২০০	৫,৮০০
২০১৬	১২,০০০	২০%	২,৪০০	৯,৬০০	৩,৪০০
২০১৭	১২,০০০	২০%	২,৪০০	১২,০০০	১,০০০

■ ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতি

Declining/Reducing/Deminishing balance method



চিত্র: অবচয়ের ফলে মূল্য হ্রাস

যে পদ্ধতিতে প্রত্যেক বছর অবচয়ের পরিমাণ হ্রাস পেয়ে থাকে তাকে ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতি বলে। এ পদ্ধতিতে অবচয় নির্ণয়ের জন্য প্রথমে অবচয়ের হার নির্ণয় করে নিতে হয়, যদি অবচয়ের হার উল্লেখ করা থাকে তাহলে অবচয়ের হার নির্ণয় করতে হবে না। এ পদ্ধতিতে অবচয়ের হার নির্ণয়ের সূত্র নিম্নরূপ:

$$\text{অবচয় হার} = \left(1 - \sqrt[n]{\frac{s}{c}}\right) \times 100$$

এখানে,

 n = আনুমানিক আয়ুষ্কাল c = ক্রয়মূল্য/মোট ব্যয় s = অবশেষের মূল্য

উদাহরণ:

$$\begin{aligned} \text{অবচয়ের হার} &= \left(1 - \sqrt[5]{\frac{2,000}{13,000}}\right) \times 100 \\ &= \left\{1 - \left(\frac{2,000}{13,000}\right)^{\frac{1}{5}}\right\} \times 100 \\ &= 31\% \end{aligned}$$

অবচয়ের পরিমাণ নির্ণয়:

বছর	প্রারম্ভিক মূল্য × অবচয়ের হার =	বর্ষিক অবচয়	পুঞ্জীভূত অবচয়	সমাপনী মূল্য
২০১৩	১৩,০০০ ৩১%	৪,০৩০	৪,০৩০	৮,৯৭০
২০১৪	৮,৯৭০ ৩১%	২,৭৮১	৬,৮১১	৬,১৮৯
২০১৫	৬,১৮৯ ৩১%	১,৯১৯	৮,৭৩০	৪,২৭০
২০১৬	৪,২৭০ ৩১%	১,৩২৪	১০,০৫৪	২,৯৪৬
২০১৭	২,৯৪৬	(২,৯৪৬ - ১০০০) = ১,৯৪৬	১২,০০০	১,০০০

নোট: ক্রমক্রাসমান জের পদ্ধতিতে অবচর ছকের মাধ্যমে নির্ণয় করা সুবিধাজনক এবং সম্পত্তির শেষ বছরের অবচর হবে প্রারম্ভিক মূল্য এবং তদ্বারবশেষ মূল্যের পার্থক্য। এক্ষেত্রে অবচরের হার দিয়ে গুণ করে অবচর নির্ণয় করা হয় না।

দ্বিগুণক্রাসপ্রাপ্ত জের পদ্ধতি (Double Declining Balance Method)

সরল রৈখিক পদ্ধতির অবচর হারকে ২ দ্বারা গুণ করে যে অবচরের হার পাওয়া যায় সে অবচরের হার দিয়ে ক্রমক্রাসমান পদ্ধতিতে অবচর নির্ণয় করা হলে তাকে দ্বিগুণ ক্রমক্রাসমান জের পদ্ধতি বলে। এ পদ্ধতিতে অবচর নির্ণয় অনেকটা ক্রমক্রাসমান জের পদ্ধতির মতো। দ্বিগুণ ক্রমক্রাসমান জের পদ্ধতিতে অবচর নির্ণয় নিম্নরূপ—

উদাহরণ:

$$\begin{aligned}\text{অবচরের হার} &= \frac{100\%}{\text{আনুমানিক আয়ুষ্কাল}} \times 2 \\ \text{অবচরের হার} &= \frac{100\%}{5 \text{ বছর}} \times 2 \\ &= 80\%\end{aligned}$$

অবচরের পরিমাণ নির্ণয়:

বছর	প্রারম্ভিক মূল্য × অবচরের হার = বার্ষিক অবচর	পুঞ্জীভূত অবচর	সমাপনী মূল্য
২০১৩	১৩,০০০ × ৮০% = ১০,৪০০	১০,৪০০	১,৬০০
২০১৪	১,৬০০ × ৮০% = ১,২৮০	১১,৬৮০	৮২০
২০১৫	৮২০ × ৮০% = ৬৫৬	১২,৩৩৬	১৬৪
২০১৬	১৬৪ × ৮০% = ১৩১	১২,৪৬৭	১৩৩
২০১৭	১৩৩ × ৮০% = ১০৬	১২,৫৭৩	১০০

নোট: দ্বিগুণক্রাসপ্রাপ্ত জের পদ্ধতিতে অবচর ছকের মাধ্যমে নির্ণয় করা সুবিধাজনক এবং সম্পত্তির শেষ বছরের অবচর হবে প্রারম্ভিক মূল্য এবং তদ্বারবশেষ মূল্যের পার্থক্য। এক্ষেত্রে অবচরের হার দিয়ে গুণ করে অবচর নির্ণয় করা হয় না।

বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি পদ্ধতি (Sum of the year digit method)

এ পদ্ধতিতে সম্পত্তির বয়স হতে তদ্বারবশেষ মূল্য বাদ দিয়ে অবশিষ্ট যে মূল্য পাওয়া যায় তাকে বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি দ্বারা ভাগ করে এবং অবশিষ্ট আয়ুষ্কাল দ্বারা গুণ করে অবচর নির্ণয় করা হয়, তাই এ পদ্ধতিকে বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি পদ্ধতি বলে। এ পদ্ধতিতে অবচর নির্ণয়ের সূত্রসমূহ নিম্নরূপ—

১. বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি নির্ণয়ের সূত্র:

$$\text{বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি} = \frac{n(n+1)}{2} \quad [\text{এখানে, } n = \text{মোট আনুমানিক আয়ুষ্কাল}]$$

২. অবচর নির্ণয়ের সূত্র:

$$\begin{aligned}\text{১ম বছরের অবচর} &= \frac{n-0}{\text{বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি}} \times (\text{মোট ক্রয়মূল্য} - \text{তদ্বারবশেষ মূল্য}) \\ \text{২য় বছরের অবচর} &= \frac{n-1}{\text{বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি}} \times (\text{মোট ক্রয়মূল্য} - \text{তদ্বারবশেষ মূল্য})\end{aligned}$$

নোট: n থেকে ১ম বছর ০, ২য় বছর ১, ৩য় বছর ২ এভাবে পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি করে বিয়োগ করতে হবে।

উদাহরণ:

$$\text{বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি} = \frac{n(n+1)}{2} = \frac{৫(৫+১)}{2} = ১৫$$

অথবা, বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি = $১ + ২ + ৩ + ৪ + ৫ = ১৫$

$$\begin{aligned} \text{১ম বছরের অবচয়} &= \frac{n-0}{\text{বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি}} \times (\text{মোট ক্রয়মূল্য} - \text{তল্লাবশেষ মূল্য}) \\ &= \frac{৫}{১৫} \times (১৩,০০০ - ১,০০০) = ৮,০০০ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{২য় বছরের অবচয়} &= \frac{n-১}{\text{বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি}} \times (\text{মোট ক্রয়মূল্য} - \text{তল্লাবশেষ মূল্য}) \\ &= \frac{৫-১}{১৫} \times (১৩,০০০ - ১,০০০) = ৩,২০০ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{৩য় বছরের অবচয়} &= \frac{n-২}{\text{বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি}} \times (\text{মোট ক্রয়মূল্য} - \text{তল্লাবশেষ মূল্য}) \\ &= \frac{৫-২}{১৫} \times (১৩,০০০ - ১,০০০) = ২,৮০০ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{৪র্থ বছরের অবচয়} &= \frac{n-৩}{\text{বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি}} \times (\text{মোট ক্রয়মূল্য} - \text{তল্লাবশেষ মূল্য}) \\ &= \frac{৫-৩}{১৫} \times (১৩,০০০ - ১,০০০) = ১,৬০০ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{৫ম বছরের অবচয়} &= \frac{n-৪}{\text{বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি}} \times (\text{মোট ক্রয়মূল্য} - \text{তল্লাবশেষ মূল্য}) \\ &= \frac{৫-৪}{১৫} \times (১৩,০০০ - ১,০০০) = ৮০০ \end{aligned}$$

অথবা, অবচয়ের পরিমাণ নির্ণয়

বছর	ব্যয়	অবচয়	পুঞ্জীভূত অবচয়	বহিঃমূল্য
২০১৩	১৩,০০০	$\frac{৫-০}{১৫} \times (১৩,০০০ - ১,০০০) = ৮,০০০$	৮,০০০	৯,০০০
২০১৪	১৩,০০০	$\frac{৫-১}{১৫} \times (১৩,০০০ - ১,০০০) = ৩,২০০$	১১,২০০	৫,৮০০
২০১৫	১৩,০০০	$\frac{৫-২}{১৫} \times (১৩,০০০ - ১,০০০) = ২,৮০০$	১৪,০০০	৩,৮০০
২০১৬	১৩,০০০	$\frac{৫-৩}{১৫} \times (১৩,০০০ - ১,০০০) = ১,৬০০$	১৫,৬০০	১,৮০০
২০১৭	১৩,০০০	$\frac{৫-৪}{১৫} \times (১৩,০০০ - ১,০০০) = ৮০০$	১৬,৪০০	১,০০০

তড়িৎ অবচয় পদ্ধতি

Accelerated Cost Recovery Method

কর শাস্ত্রের মাধ্যমে স্বল্প সময়ে কোনো সম্পত্তির মূল্য পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে ১৯৮১ সালে আমেরিকার ১ম এ পদ্ধতি চালু হয়। বাংলাদেশে আরকর অধ্যাদেশের ৩য় তফসিলের ৭ম অনুচ্ছেদে বলা হয় যে বাংলাদেশে পূর্বে ব্যবহৃত হয়নি এমন যন্ত্রপাতি ও কলকজা যা ১৯৭৭ সালের ১ জুলাই হতে ৩০ জুন ২০০৫ সালের মধ্যে স্থাপিত, সেসব ক্ষেত্রে তড়িৎ অবচয় অর্থাৎ প্রকৃত মূল্যের ১০০% বার্ষিক উৎপাদন জন্মের বছর অনুমোদিত হবে।

এ পদ্ধতিতে তিন, পাঁচ এবং দশ বছরের সম্পত্তির ক্ষেত্রে অবচয়ের হার নিম্নরূপ:

বছর	তিন বছর সম্পত্তি	পাঁচ বছর সম্পত্তি	দশ বছর সম্পত্তি
১	২৫%	১৫%	৮%
২	৩৮%	২২%	১৪%
৩	৩৭%	২১%	১২%
৪		২১%	১০%
৫		২১%	১০%
৬			১০%
৭			৮%
৮			৮%
৯			৮%
১০			৮%
	১০০%	১০০%	১০০%

পাঁচ বছরের শতকরা হারের ভিত্তিতে অবচয় দেখানো হলো:

বছর	ব্যয়	হার	অবচয়
২০১৩	১০০০০	১৫%	১৫০০
২০১৪	১০০০০	২২%	২২০০
২০১৫	১০০০০	২১%	২১০০
২০১৬	১০০০০	২১%	২১০০
২০১৭	১০০০০	২১%	২১০০
	১০০০০	১০০%	১০০০০

যন্ত্রঘণ্টা হার পদ্ধতি

Machine Hour Rate Method

যন্ত্রঘণ্টা হার পদ্ধতিতে কোনো সম্পত্তির অবচয় নির্ণয়ের জন্য তার আয়ুষ্কালকে মোট যন্ত্রঘণ্টা দ্বারা প্রকাশ করা হয়। সম্পত্তির মূল্য হতে তার ভগ্নাবশেষ মূল্য বাদ দিয়ে যে অবচিৎ মূল্য পাওয়া যায় তাকে মোট যন্ত্র ঘণ্টা দ্বারা ভাগ করে প্রতি ঘণ্টার অবচয় নির্ণয় করা হয়। এ প্রতি ঘণ্টার অবচয়ের সাথে যন্ত্র ঘণ্টা গুণ করে ঐ বছরের অবচয় নির্ণয় করা হয়। অবচয় নির্ণয়ের সূত্র নিম্নরূপ:

$$\text{বার্ষিক অবচয়} = \frac{\text{মোট ব্যয়} - \text{ভগ্নাবশেষ মূল্য}}{\text{মোট যন্ত্র ঘণ্টা}} \times \text{ব্যবহৃত যন্ত্র ঘণ্টা}$$

উদাহরণ:

অবচয়ের পরিমাণ নির্ণয়

বছর	ব্যয়	অবচয়	পুঞ্জীভূত অবচয়	বহিঃমূল্য
২০১৩	১৩,০০০	$\frac{১৩,০০০ - ১,০০০}{২০,০০০} \times ৪,০০০ = ২,৪০০$	২,৪০০	১০,৬০০
২০১৪	১৩,০০০	$\frac{১৩,০০০ - ১,০০০}{২০,০০০} \times ৪,৫০০ = ২,৭০০$	৫,১০০	৭,৯০০
২০১৫	১৩,০০০	$\frac{১৩,০০০ - ১,০০০}{২০,০০০} \times ৫,০০০ = ৩,০০০$	৮,১০০	৪,৯০০
২০১৬	১৩,০০০	$\frac{১৩,০০০ - ১,০০০}{২০,০০০} \times ৩,৫০০ = ২,১০০$	১০,২০০	২,৮০০
২০১৭	১৩,০০০	$\frac{১৩,০০০ - ১,০০০}{২০,০০০} \times ৩,০০০ = ১,৮০০$	১২,০০০	১,০০০

অথবা,

$$\begin{aligned}
 \text{ঘণ্টা প্রতি অবচয়} &= \frac{\text{মোট ব্যয়} - \text{ভগ্নাবশেষ মূল্য}}{\text{মোট যন্ত্র ঘণ্টা}} \\
 &= \frac{১৩,০০০ - ১,০০০}{২০,০০০} \\
 &= ০.৬
 \end{aligned}$$

অবচয়ের পরিমাণ নির্ণয়

বছর	ব্যয়	অবচয়	পুঞ্জীভূত অবচয়	বহিঃমূল্য
২০১৩	১৩,০০০	$৪,০০০ \times ০.৬ = ২,৪০০$	২,৪০০	১০,৬০০
২০১৪	১৩,০০০	$৪,৫০০ \times ০.৬ = ২,৭০০$	৫,১০০	৭,৯০০
২০১৫	১৩,০০০	$৫,০০০ \times ০.৬ = ৩,০০০$	৮,১০০	৪,৯০০
২০১৬	১৩,০০০	$৩,৫০০ \times ০.৬ = ২,১০০$	১০,২০০	২,৮০০
২০১৭	১৩,০০০	$৩,০০০ \times ০.৬ = ১,৮০০$	১২,০০০	১,০০০

উৎপাদন একক পদ্ধতি

Unit Of Activity Method

উৎপাদন একক পদ্ধতি অনেকটা যন্ত্র ঘণ্টা পদ্ধতির অনুরূপ। এ পদ্ধতিতে সম্পত্তির জীবনকালে উৎপাদিত ইউনিট বা উৎপাদনের পরিমাণ দ্বারা তার অবচিৎ মূল্যকে ভাগ করে একক প্রতি অবচয় পাওয়া যায়। এ একক প্রতি অবচয়ের সাথে প্রত্যেক বছরের উৎপাদনের পরিমাণ গুণ করে অবচয় নির্ণয় করা হয়। এ পদ্ধতিতে অবচয় নির্ণয়ের সূত্র নিম্নরূপ:

$$\text{বার্ষিক অবচয়} = \frac{\text{মোট ব্যয়} - \text{ভগ্নাবশেষ মূল্য}}{\text{মোট প্রত্যাশিত উৎপাদন একক}} \times \text{বার্ষিক উৎপাদন}$$

উদাহরণ: অবচয় নির্ণয়ের হক।

বছর	ব্যয়	অবচয়	পুঞ্জীভূত অবচয়	বহিঃমূল্য
২০১৩	১৩,০০০	$\frac{১৩,০০০ - ১,০০০}{১,০০,০০০} \times ২০,০০০ = ২,৪০০$	২,৪০০	১০,৬০০
২০১৪	১৩,০০০	$\frac{১৩,০০০ - ১,০০০}{১,০০,০০০} \times ২৫,০০০ = ৩,০০০$	৫,৪০০	৭,৬০০
২০১৫	১৩,০০০	$\frac{১৩,০০০ - ১,০০০}{১,০০,০০০} \times ৩০,০০০ = ৩,৬০০$	৯,০০০	৪,০০০
২০১৬	১৩,০০০	$\frac{১৩,০০০ - ১,০০০}{১,০০,০০০} \times ১৫,০০০ = ১,৮০০$	১০,৮০০	২,২০০
২০১৭	১৩,০০০	$\frac{১৩,০০০ - ১,০০০}{১,০০,০০০} \times ১০,০০০ = ১,২০০$	১২,০০০	১,০০০

অর্থাৎ,

$$\begin{aligned}
 \text{একক প্রতি অবচয়} &= \frac{\text{মোট ব্যয়} - \text{ভগ্নাবশেষ মূল্য}}{\text{মোট প্রত্যাশিত উৎপাদন একক}} \\
 &= \frac{১৩,০০০ - ১,০০০}{১,০০,০০০} \\
 &= ০.১২
 \end{aligned}$$

অবচয়ের পরিমাণ নির্ণয়:

বছর	ব্যয়	অবচয়	পুঞ্জীভূত অবচয়	বহিঃমূল্য
২০১৩	১৩,০০০	$২০,০০০ \times ০.১২ = ২,৪০০$	২,৪০০	১০,৬০০
২০১৪	১৩,০০০	$২৫,০০০ \times ০.১২ = ৩,০০০$	৫,৪০০	৭,৬০০
২০১৫	১৩,০০০	$৩০,০০০ \times ০.১২ = ৩,৬০০$	৯,০০০	৪,০০০
২০১৬	১৩,০০০	$১৫,০০০ \times ০.১২ = ১,৮০০$	১০,৮০০	২,২০০
২০১৭	১৩,০০০	$১০,০০০ \times ০.১২ = ১,২০০$	১২,০০০	১,০০০

কাজ-১: কানিজ জাত কোং ১ জানুয়ারি ২০১০ সালে ২,৯০,০০০ টাকায় একটি মিম্বার মেশিন ক্রয় করেন। মেশিনটির প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল ৫ বছর এবং ভগ্নাবশেষ মূল্য ২০,০০০ টাকা। কোম্পানির প্রকৌশলী নির্ধারণ করেন মিম্বার মেশিনের কার্যকরী জীবনকাল ৭,৫০০ ঘণ্টা এবং ২৭,০০০ একক পণ্য উৎপাদিত হবে। মেশিনটি ২০১০ সালে ১৫০০ ঘণ্টা ও ৫,০০০ একক, ২০১১ সালে ২,৬২৫ ঘণ্টা ও ৭,০০০ একক, ২০১২ সালে ২,২৫০ ঘণ্টা ও ৬,০০০ একক পণ্য উৎপাদন করে। কানিজ জাত কোং এর হিসাবকাল শেষ হয় ৩১ ডিসেম্বর তারিখে।

করণীয়: নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে ৫ বছরের অবচয় নির্ণয় কর:

- সরল রৈখিক পদ্ধতি বা স্থির কিস্তি পদ্ধতি।
- যন্ত্রকষ্ট হার পদ্ধতি।
- উৎপাদন একক পদ্ধতি।
- ক্রমক্রাসমান জের পদ্ধতি।
- দ্বিগুণক্রাসপাণ্ড জের পদ্ধতি।
- বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি পদ্ধতি।

বিত্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে অবচয় ধার্যের পদ্ধতি

অবচয় ধার্যের অনেকগুলো পদ্ধতি রয়েছে। প্রতিষ্ঠানের আকার, অবস্থিতি, উদ্দেশ্য ইত্যাদি ভেদে অবচয় ধার্যের পদ্ধতি ও ভিন্ন হয়ে থাকে। নিম্নোক্ত পদ্ধতিসমূহ প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান অনুসরণ করবে তা বাধ্যতামূলক নয়। প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ তাদের পছন্দ অনুযায়ী অবচয় ধার্য পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। নিম্নে সম্পত্তির ক্ষেত্রে অবচয় ধার্যের উপযোগী পদ্ধতি সমূহ তুলে ধরা হলো:

সম্পত্তির নাম	অবচয় ধার্যের উপযোগী পদ্ধতি
১. সুলাহ	১. পুনঃমূল্যায়ন পদ্ধতি বা স্থির কিস্তি পদ্ধতি।
২. ইজরা সম্পত্তি, প্যাটেন্ট, গ্রন্থসমূহ	২. স্থির কিস্তি পদ্ধতি বা বর্ষিক কিস্তি পদ্ধতি বা অবচয় তহবিল পদ্ধতি।
৩. কলকজা ও যন্ত্রপাতি, দালান, আসবাবপত্র	৩. স্থির কিস্তি পদ্ধতি বা ক্রমক্রাসমান জের পদ্ধতি।
৪. বিনিয়োগ বা গ্রান্ট, পণ্ড সম্পদ	৪. পুনঃমূল্যায়ন পদ্ধতি।
৫. খুচরা যন্ত্রপাতি	৫. পুনঃমূল্যায়ন পদ্ধতি বা নিঃশেষকরণ পদ্ধতি।
৬. বসি	৬. নিঃশেষকরণ (Depletion) পদ্ধতি।
৭. যানবাহন	৭. মাইল হার পদ্ধতি।

অবচয় হিসাবভুক্তকরণ পদ্ধতি (Recording System Of Depreciation)

অবচয় হিসাবভুক্ত করার পদ্ধতি ২টি যথা:

- প্রত্যক্ষ পদ্ধতি – (Direct method) → যখন অবচয়ের জন্য সঞ্চিত হিসাব রাখা হয় না।
- সঞ্চিত পদ্ধতি – (Allowance method) → যখন অবচয়ের জন্য সঞ্চিত হিসাব রাখা হয়।

উল্লেখ্য যে, বাস্তব প্রয়োগ ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ পদ্ধতি ব্যবহার তেমন লাফা করা যায় না এবং আধুনিক লেবকগণ অবচয় হিসাবভুক্ত করার ক্ষেত্রে সমিধিত পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেন। শিক্ষার্থীদের উভয় পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য এবং মৌলিক (Basic) জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে উভয় পদ্ধতি সম্পর্কে শিল্পে আলোচনা করা হলো।

প্রত্যক্ষ পদ্ধতি→ যখন অবচয়ের জন্য সমিধিত হিসাব রাখা হয় না: এ পদ্ধতিতে সরাসরি অবচয়কে সম্পত্তির উপর চার্জ করা হয়। অর্থাৎ অবচয় হিসাব ডেবিট এবং সঞ্চিষ্ট সম্পত্তি হিসাব ক্রেডিট করা হয়। হিসাবকাল শেষে অবচয় হিসাবকে বন্ধ করার জন্য বা অবচয়কে লাভ-লোকসান হিসাবে স্থানান্তরের জন্য লাভ-লোকসান হিসাবে ডেবিট এবং অবচয় হিসাবকে ক্রেডিট করা হয়। এ পদ্ধতিতে আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে সম্পত্তিকে তার প্রকৃত মূল্যে উপস্থাপন করা হয় না এবং তার সাথে সম্পর্কিত অবচয়ের পরিমাণ সম্পর্কে ধারণা নেওয়া সম্ভব হয় না।

জাবেদা দাখিলা

১. অবচয় হিসাবভুক্ত করার জন্য—

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট	ক্রেডিট
	অবচয় হিসাব		***	
	সম্পত্তি হিসাব			***

২. অবচয় হিসাব বন্ধ করার জন্য—

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট	ক্রেডিট
	লাভ-লোকসান হিসাব		***	
	অবচয় হিসাব			***

সমিধিত পদ্ধতি → যখন অবচয়ের জন্য সমিধিত হিসাব রাখা হয়: এ পদ্ধতিতে অবচয় সরাসরি সম্পত্তির উপর চার্জ করা হয় না। অবচয় হিসাবভুক্ত করার জন্য অবচয় হিসাব ডেবিট এবং পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব ক্রেডিট করা হয়। এখানে প্রত্যক্ষ পদ্ধতির মতো অবচয় হিসাব বন্ধ করার জন্য বা অবচয়কে লাভ-লোকসান হিসাবে স্থানান্তর করার জন্য লাভ-লোকসান হিসাব ডেবিট এবং অবচয় হিসাবকে ক্রেডিট করা হয়। এ পদ্ধতিতে আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে সম্পত্তিকে তার প্রকৃত মূল্যে উপস্থাপন করা হয় এবং তার সাথে সম্পর্কিত অবচয় পরিমাণ বা পুঞ্জিভূত অবচয়ের পরিমাণ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এ পদ্ধতিতে প্রত্যেক বছরের অবচয় পূর্ববর্তী বছরের পুঞ্জিভূত অবচয়ের সাথে যোগ হয়। সম্পত্তির মেয়াদকাল শেষে পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব এবং সম্পত্তি হিসাব দুটোকে বন্ধ করার জন্য পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব ডেবিট এবং সম্পত্তি হিসাব ক্রেডিট করা হয়। উভয় পক্ষ ডেবিট এবং ক্রেডিট করার পর অবশিষ্ট যদি কোনো ব্যালেন্স থাকে তাকে লাভ-লোকসান হিসাবে স্থানান্তর করা হয়।

জাবেদা দাখিলা

১. অবচয় হিসাবভুক্ত করার জন্য:

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট	ক্রেডিট
	অবচয় হিসাব		***	
	পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব			***

২. অবচয় হিসাব বন্ধ করার জন্য:

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট	ক্রেডিট
	লাভ লোকসান হিসাব		***	
	অবচয় হিসাব			***

৩. সম্পত্তির মেয়াদ কাল শেষে:

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট	ক্রেডিট
	পুঞ্জীভূত অবচর হিসাব সম্পত্তি হিসাব		৳৳৳৳	৳৳৳৳

নোট: শিফার্সের অঙ্ক করার সময় অবশ্যই দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুসরণ করবে।

উদাহরণ: ৩ XYZ কোম্পানি নগদ ৯০,০০০ টাকা দিয়ে ১ জানুয়ারি ২০১৩ একটি মেশিন ক্রয় করে। যার আনুমানিক আয়ুষ্কাল ১০ বছর এবং তগ্গাবশেষ মূল্য ১০,০০০ টাকা। অবচর ধার্যের জন্য সরল রৈখিক পদ্ধতিকে নির্বাচন করা হয়। কোম্পানির হিসাবকাল শেষ হয় ৩১ ডিসেম্বর তারিখে।

করণীয়: প্রথম দুবছরের জন্য প্রয়োজনীয় জাবোদা দাখিলা, খতিয়ান এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে উপস্থাপন দেখাও। নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে—

১. প্রত্যক্ষ পদ্ধতি;
২. সঞ্চিত পদ্ধতি।

সমাধান: ৩ গণনাকার্য (Workings)।

$$\begin{aligned}
 \text{বার্ষিক অবচর} &= \frac{\text{মোট ব্যয় - তগ্গাবশেষ মূল্য}}{\text{আনুমানিক আয়ুষ্কাল}} \\
 &= \frac{৯০,০০০ - ১০,০০০}{১০ \text{ বছর}} \\
 &= ৮,০০০
 \end{aligned}$$

১. প্রত্যক্ষ পদ্ধতি:

XYZ কোম্পানি
জাবোদা দাখিলা

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
২০১৩ জানুয়ারি-১	মেশিন হিসাব নগদান হিসাব (নগদে মেশিন ক্রয় হিসাবভুক্ত করা হলো)	ডেবিট ক্রেডিট	৯০,০০০	৯০,০০০
ডিসেম্বর-৩১	অবচর হিসাব মেশিন হিসাব (মেশিনের অবচর ধার্য করা হলো)	ডেবিট ক্রেডিট	৮,০০০	৮,০০০
ডিসেম্বর-৩১	লাভ-লোকসান হিসাব অবচর হিসাব (অবচর হিসাবকে লাভ-লোকসান হিসাবে স্থানান্তর করা হলো)	ডেবিট ক্রেডিট	৮,০০০	৮,০০০

২০১৪ ডিসেম্বর-৩১	অবচয় হিসাব মেশিন হিসাব (মেশিনের অবচয় ধার্য করা হলো)	ডেবিট ক্রেডিট	৮,০০০	৮,০০০
	লাভ-লোকসান হিসাব অবচয় হিসাব (অবচয় হিসাবকে লাভ-লোকসান হিসাবে স্থানান্তর করা হলো)	ডেবিট ক্রেডিট	৮,০০০	৮,০০০

খতিয়ান
মেশিন হিসাব

তারিখ	হিসাবের নাম	সূত্র	ডেবিট	ক্রেডিট	ব্যাঙ্গেল
২০১৩ জানুয়ারি-১	নগদমান হিসাব		৯০,০০০		৯০,০০০
ডিসেম্বর-৩১	অবচয় হিসাব			৮,০০০	৮২,০০০
২০১৪ ডিসেম্বর-৩১	অবচয় হিসাব			৮,০০০	৭৪,০০০

অবচয় হিসাব

তারিখ	হিসাবের নাম	সূত্র	ডেবিট	ক্রেডিট	ব্যাঙ্গেল
২০১৩ ডিসেম্বর-৩১	মেশিন হিসাব		৮,০০০		৮,০০০
ডিসেম্বর-৩১	লাভ-লোকসান হিসাব			৮,০০০	
২০১৪ ডিসেম্বর-৩১	মেশিন হিসাব		৮,০০০		৮,০০০
ডিসেম্বর-৩১	লাভ-লোকসান হিসাব			৮,০০০	

অর্থিক অবস্থার বিবরণী

২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের জন্য

বিবরণ	টাকা
স্থায়ী সম্পত্তি: মেশিন	৮২,০০০

অর্থিক অবস্থার বিবরণী

২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের জন্য

বিবরণ	টাকা
স্থায়ী সম্পত্তি:	
মেশিন	৭৪,০০০

২. সঞ্চিতি পদ্ধতি:

XYZ কোম্পানি

জাবেদা দাখিলা

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
২০১৩ জানুয়ারি-১	মেশিন হিসাব নগদান হিসাব (নগদে মেশিন ক্রয় হিসাবভুক্ত করা হলো)	ডেবিট ক্রেডিট	৯০,০০০	৯০,০০০
ডিসেম্বর-৩১	অবচয় হিসাব পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব (মেশিনের অবচয় ধার্য করা হলো)	ডেবিট ক্রেডিট	৮,০০০	৮,০০০
ডিসেম্বর-৩১	লাভ-লোকসান হিসাব অবচয় হিসাব (অবচয় হিসাবকে লাভ-লোকসান হিসাবে স্থানান্তর করা হলো)	ডেবিট ক্রেডিট	৮,০০০	৮,০০০
২০১৪ ডিসেম্বর-৩১	অবচয় হিসাব পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব (মেশিনের অবচয় ধার্য করা হলো)	ডেবিট ক্রেডিট	৮,০০০	৮,০০০
	লাভ-লোকসান হিসাব অবচয় হিসাব (অবচয় হিসাবকে লাভ-লোকসান হিসাবে স্থানান্তর করা হলো)	ডেবিট ক্রেডিট	৮,০০০	৮,০০০

খতিয়ান

মেশিন হিসাব

তারিখ	হিসাবের নাম	সূত্র	ডেবিট	ক্রেডিট	ব্যালেন্স
২০১৩ জানুয়ারি-১	নগদান হিসাব		৯০,০০০		৯০,০০০

অবচয় হিসাব

তারিখ	হিসাবের নাম	সূত্র	ডেবিট	ক্রেডিট	ব্যালেন্স
২০১৩ ডিসেম্বর-৩১	পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব		৮,০০০		৮,০০০
ডিসেম্বর-৩১	লাভ-লোকসান হিসাব			৮,০০০	
২০১৪ ডিসেম্বর-৩১	পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব		৮,০০০		৮,০০০
ডিসেম্বর-৩১	লাভ-লোকসান হিসাব			৮,০০০	

পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব

তারিখ	হিসাবের নাম	সূত্র	ডেবিট	ক্রেডিট	ব্যালেন্স
২০১৩ ডিসেম্বর-৩১	অবচয় হিসাব			৮,০০০	৮,০০০
২০১৪ ডিসেম্বর-৩১	অবচয় হিসাব			৮,০০০	১৬,০০০

অর্থিক অবস্থার বিবরণী

২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
স্থায়ী সম্পত্তি:		
মেশিন	৯০,০০০	
বাদ: পুঞ্জিভূত অবচয়	৮,০০০	
		৮২,০০০

অর্থিক অবস্থার বিবরণী

২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
স্থায়ী সম্পত্তি:		
মেশিন	৯০,০০০	
বাদ: পুঞ্জিভূত অবচয়	১৬,০০০	
		৭৪,০০০

কাজ—২: ম্যাক্সগুয়েল কোম্পানি ১লা অক্টোবর ২০০৭ সালে ২,১২,০০০ টাকা দিয়ে একটি যন্ত্রপাতি ক্রয় করে। এটা নির্ধারণ করা হয় যে, আনুমানিক জীবনকাল ৮ বছর এবং ডপ্লাবশেষ মূল্য ১২,০০০ টাকা। কোম্পানির হিসাব কাগ শেষ হয় ক্যালেন্ডার বছরে।

করণীয়: প্রথম দুবছরের জন্য প্রয়োজনীয় জাবেনা মাখিলা, ঝড়িয়ান এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে উপস্থাপন দেখাও। নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে: (১) প্রত্যক্ষ পদ্ধতি। (২) সঞ্চিতি পদ্ধতি।

৮.০৫ স্থায়ী সম্পদ বিক্রয় সংক্রান্ত হিসাবরক্ষণ

Accounting For Sales Of Fixed Assets

স্থায়ী সম্পত্তির হস্তান্তর তিনভাবে হতে পারে। যথা—

১. ব্যবহার হতে তুলে নেয়া বা অবসর (Retirement of Plant)
২. বিক্রয় (Sales of Plant Assets)
৩. বিনিময় (Exchange or Trade in Plant Assets)

যেকোনো পদ্ধতিতে স্থায়ী সম্পত্তি হস্তান্তর করা হোক না কেন সকল ক্ষেত্রেই হস্তান্তরের সময় সম্পত্তির বহি মূল্য (ক্রয়মূল্য—পুঞ্জীভূত অবচর) নির্ধারণ করতে হয়।

সম্পত্তি যে তারিখে হস্তান্তর করা হবে হিসাবকাল শুরু তারিখ হতে ঐ তারিখ পর্যন্ত অবচর হিসাবভুক্ত করতে হবে। তারপর সম্পত্তির হস্তান্তরে লাভ বা লোকসান নির্ণয় করতে হবে। নিম্নে বিক্রয়ের মাধ্যমে স্থায়ী সম্পত্তির হস্তান্তর সম্পর্কে হিসাববিজ্ঞানে লিপিবদ্ধকরণ বিস্তারিত তুলে ধরা হলো।

স্থায়ী সম্পত্তির বিক্রয় (Sales of Plant Assets): স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যে তারিখে বিক্রয় করা হবে সেই তারিখ পর্যন্ত বিক্রিত সম্পত্তির অবচর হিসাবভুক্ত করতে হবে। সম্পত্তির বিক্রয় মূল্য বহি মূল্য (ক্রয়মূল্য—পুঞ্জীভূত অবচর) অপেক্ষা বেশি হলে তাকে সম্পত্তি বিক্রয়জনিত লাভ অপরপক্ষে বিক্রয় মূল্য কম হলে বিক্রয়জনিত ক্ষতি হয়। কেবল ঘটনাচক্রে বিক্রিত সম্পত্তির বহিমূল্য এবং বিক্রয় মূল্য সমান হতে পারে। নিম্নে বিক্রিত সম্পত্তির লাভ বা ক্ষতি নির্ণয় এবং জাবেদা দেবানো হলো—

লাভ-ক্ষতি নির্ণয়ের Format:

সম্পত্তির মূল্য	৳৳৳৳
বাদঃ পুঞ্জীভূত অবচর (বিক্রয়ের তারিখ পর্যন্ত) ***	
বহি মূল্য	৳৳৳৳
বাদঃ বিক্রয় মূল্য	৳৳৳৳
সম্পত্তি বিক্রয়জনিত লাভ বা ক্ষতি	৳৳৳৳

নোট: যদি বিক্রয় মূল্য বড় হয় (ফায়াফল ধনাত্মক হয়) তাহলে লাভ। অন্যদিকে বহিঃমূল্য বড় হলে (ফায়াফল ধনাত্মক হলে) ক্ষতি।

সম্পত্তি বিক্রয় এর ফলে লাভ হলে জাবেদা হবে নিম্নরূপ:

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	নগদান হিসাব	ডেবিট		
	পুঞ্জীভূত অবচর হিসাব	ডেবিট		
	সম্পত্তি হিসাব	ক্রেডিট		
	সম্পত্তি বিক্রয় জনিত লাভ হিসাব	ক্রেডিট		

সম্পত্তি বিক্রয় এর ফলে ক্ষতি হলে জাবেদা হবে নিম্নরূপ:

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	নগদান হিসাব	ডেবিট		
	পঞ্জিতৃত অবচয় হিসাব	ডেবিট		
	সম্পত্তি বিক্রয়জনিত ক্ষতি হিসাব	ডেবিট		
	সম্পত্তি হিসাব	ক্রেডিট		

উদাহরণ: ৪ M/S জিয়া ট্রেডার্স ২০১৩ সালের জুলাই ১ তারিখে ২০,০০০ টাকায় একটি মেশিন বিক্রয় করে। বিক্রিত মেশিনের প্রকৃত ক্রয়মূল্য ৮০,০০০ টাকা। ১ জানুয়ারি ২০১৩ সালে পঞ্জিতৃত অবচয় ৬০,০০০ টাকা।

বর্ষিক অবচয়ের পরিমাণ ১০,০০০ টাকা (প্রথম ৬ মাসের অবচয় $10,000 \times \frac{6}{12} = ৫,০০০$)।

সমাধান: ৪ সম্পত্তি বিক্রয়জনিত লাভ:

প্রথম ৬ মাসের অবচয়ের জন্য জাবেদা দাখিল—

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
২০১৩ জুলাই -১	অবচয় হিসাব	ডেবিট	৫,০০০	
	পঞ্জিতৃত অবচয়	ক্রেডিট		৫,০০০
	(প্রথম ৬ মাসের অবচয় হিসাবভুক্ত করা হলো)			

বিক্রিত সম্পত্তির লাভ নির্ণয়:

সম্পত্তির ক্রয় মূল্য	৮০,০০০
বাদ্য পঞ্জিতৃত অবচয় (৬০,০০০ + ৫০০০)	(৬৫,০০০)
বহি মূল্য	১৫,০০০
বাদ্য বিক্রয় মূল্য	(২০,০০০)
সম্পত্তি বিক্রয়জনিত লাভ	(৫,০০০)

M/S জিয়া ট্রেডার্স
জাবেদা দাখিল

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
২০১৩ জুলাই-১	নগদান হিসাব	ডেবিট	২০,০০০	
	পঞ্জিতৃত অবচয় হিসাব	ডেবিট	৬৫,০০০	
	সম্পত্তি হিসাব	ক্রেডিট		৮০,০০০
	সম্পত্তি বিক্রয়জনিত লাভ	ক্রেডিট		৫,০০০
	(সম্পত্তি বিক্রয়জনিত লাভ হিসাবভুক্ত করা হলো)			

নোট: সম্পত্তি বিক্রয়জনিত লাভ, লাভ-লোকসান বিবরণীর অন্যান্য আয়ের মধ্যে আয় হিসাবে দেখাতে হবে।

সম্পত্তি বিক্রয়জনিত ক্ষতি:

প্রথম উদাহরণ অনুযায়ী বিক্রয় মূল্য ২০,০০০ টাকার পরিবর্তে ১০,০০০ টাকা ধরা হলো—

সম্পত্তি বিক্রয়জনিত ক্ষতি নির্ণয়:

সম্পত্তির জরমূল্য	৮০,০০০
বাসঃ পুঞ্জীভূত অবচয় (৬০,০০০ + ৫০০০)	(৬৫,০০০)
বহি মূল্য	১৫,০০০
বাসঃ বিক্রয় মূল্য	(১০,০০০)
সম্পত্তি বিক্রয়জনিত ক্ষতি	৫,০০০

M/S জিয়া ট্রেডার্স
জাবোনা দাখিলা

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
২০১৩ জুলাই-১	নগদান হিসাব	ডেবিট	১০,০০০	
	পুঞ্জীভূত অবচয় হিসাব	ডেবিট	৬৫,০০০	
	সম্পত্তি বিক্রয় জনিত ক্ষতি	ডেবিট	৫,০০০	
	সম্পত্তি হিসাব	ক্রেডিট		৮০,০০০
	(সম্পত্তি বিক্রয়জনিত হিসাবভুক্ত করা হলো)			

কাজ—৩: উল্লি কোম্পানি ১ জানুয়ারি ২০১১ সালে ১০,০০,০০০ টাকা দিয়ে একটি মেশিন ক্রয় করে। মেশিনটির আনুমানিক আয়ুষ্কাল পাঁচ বছর এবং ভগ্নাবশেষ মূল্য ২,০০,০০০ টাকা। মেশিনটির অর্ধেক অকেজো হয়ে পড়ায় ৩১ ডিসেম্বর ২০১২ সালে তা ১,০০,০০০ টাকায় বিক্রয় করে। কোম্পানি সরল রৈখিক পদ্ধতিতে অবচয় নির্ধারণ করে এবং তাদের হিসাবকাল শেষ হয় ৩১ ডিসেম্বর।

- প্রথম দুবছরের জন্য অবচয় নির্ণয় কর।
- উপর্যুক্ত লেনদেনগুলো হিসাবের বইতে গিপিবদ্ধ কর।
- প্রথম দুবছরের অবচয় হিসাব এবং মেশিন হিসাব দেখাও।

৮.০৬ প্রাকৃতিক সম্পদ Natural Resources



চিত্র: বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ

যেসব সম্পত্তি প্রকৃতি থেকে ব্যবহার উত্তোলন বা আহরণের সাথে সাথে হ্রাস পেতে থাকে তাকে প্রাকৃতিক সম্পদ বলে। যেমন—তেল, গ্যাস, কয়লা, লৌহ, কাঠ ইত্যাদি। যেহেতু ব্যবহার এর ফলে এসব সম্পত্তি ক্রমাগত কমেতে থাকে অর্থাৎ পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয় না তাই তাকে অকরণীয় সম্পত্তি হিসাবে গণ্য করা হয়।

প্রাকৃতিক সম্পত্তির অবচয় কিংবদন্তি জন্য 'হারী' সম্পত্তির অনুবাহ একবিধ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় না। শুধু উৎপাদন পদ্ধতি বা উৎপাদন সংখ্যা পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রাকৃতিক সম্পদের নিঃশেষ (Depletion) খরচের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। প্রাকৃতিক সম্পদ যদি ক্রমাগত করা হয় তাহলে প্রকৃতভাবে এ সম্পদের ব্যয় বা ক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব। ব্যয় কালে সম্পদের পরিমাণ বা মাত্রা জানা যায়। তাই সহজে এর নিঃশেষ (Depletion) খরচ নির্ণয় করা যায়। কিন্তু যদি অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদ অবিচ্ছিন্ন করা হয় তবে তার ক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা অনেকটা জটিল প্রকৃতির হয়। একেই অনুসন্ধান কাজের ব্যয় মূল্যবানগিত করে খনিজ সম্পদের ব্যয়মূল্য নির্ণয় করা হয়।

প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যয় নির্ণয় সম্পর্কে Weygandt, Kieso and Kimmel তাঁদের Accounting Principal গ্রন্থে ২টি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন—

- ১। প্রাকৃতিক সম্পদকে কার্যোপযোগী করার জন্য এ সম্পদ উত্তোলন করা হয়। যেমন—বনজ সম্পদ, খনিজ সম্পদ ইত্যাদি।
- ২। প্রাকৃতিক কাজের দ্বারা এটি পুনরুদ্ধারযোগ্য। প্রাকৃতিক সম্পদ সংগ্রহের জন্য যে মূল্য ব্যয় করা হয় তাকে এ সম্পদের ব্যয় বলে গণ্য করা হয়। অবিচ্ছিন্ন সম্পদের ক্ষেত্রে ব্যয় হবে সম্পত্তির জন্য প্রদত্ত মূল্য।

প্রাকৃতিক সম্পদের নিঃশেষ খরচ নির্ণয়

Determination of the Depletion Expenses of Natural Resources

প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ বা ব্যবহারের ফলে এটি নিঃশেষিত হয়। তাই কোনো নির্দিষ্ট হিসাব কালে প্রকৃত অর্থিক অবস্থা নির্ণয়ের জন্য এ সম্পত্তির নিঃশেষ খরচ নির্ধারণ করতে হয়।

প্রাকৃতিক সম্পদের নিঃশেষ খরচ নির্ধারণের প্রক্রিয়া নিম্নরূপ:

- ১। প্রাকৃতিক সম্পদের মূল্য থেকে ভগ্নাবশেষ মূল্য বাদ দিয়ে অবশিষ্ট মূল্যকে মোট আনুমানিক সম্পদের সঞ্চিত পরিমাণ দ্বারা ভাগ করে একক প্রতি নিঃশেষ খরচ নির্ণয় করা হয়।

$$\text{একক প্রতি নিঃশেষ খরচ} = \frac{\text{প্রাকৃতিক সম্পদের মোট ব্যয়} - \text{ভগ্নাবশেষ মূল্য}}{\text{আনুমানিক সঞ্চিত পরিমাণ}}$$

- ২। কোনো নির্দিষ্ট হিসাবকাল শেষে ঐ হিসাবকালের উত্তোলনের পরিমাণ বা বিক্রয়ের পরিমাণের সাথে একক প্রতি নিঃশেষ খরচ গুণ করে কাগাস্তিক নিঃশেষ খরচ নির্ণয় করা হয়।

$$\text{নিঃশেষ খরচ} = \text{একক প্রতি নিঃশেষ খরচ} \times \text{নির্দিষ্ট হিসাবকালে উত্তোলন}$$

অথবা,

$$\text{নিঃশেষ খরচ} = \frac{\text{প্রাকৃতিক সম্পদের মোট ব্যয়} - \text{ভগ্নাবশেষ মূল্য}}{\text{আনুমানিক সঞ্চিত পরিমাণ}} \times \text{নির্দিষ্ট হিসাবকালে উত্তোলন}$$

প্রাকৃতিক সম্পদের নিঃশেষ খরচ হিসাব রক্ষণ প্রক্রিয়া:

স্থায়ী সম্পত্তির উপর যেমন অবচর ধার্য করা হয় তিক তেমনি প্রাকৃতিক সম্পত্তির উপর নিঃশেষ খরচ (Depletion Expense) ধার্য করা হয়।

নিম্নে নিঃশেষ খরচ হিসাবভুক্ত করার জবানবন্দী দেখানো হলো:

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট	ক্রেডিট
	নিঃশেষ খরচ হিসাব		*****	
	পুঞ্জীভূত নিঃশেষ হিসাব			*****

হিসাবকাল শেষে আর্থিক বিবরণীসমূহ তৈরির ক্ষেত্রে লাভ-সোকসান নির্ণয়ের সময় পণ্যের ব্যয় হিসাবে নিঃশেষ খরচ বাদ দিতে হবে এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রাকৃতিক সম্পদ (কয়লা, গ্যাস, তৈল) থেকে পুঞ্জীভূত নিঃশেষ বাদ দিয়ে দেখাতে হবে। নিম্নে উদাহরণ উপস্থাপন দেখানো হলো—

বিবরণ	টাকা
প্রাকৃতিক সম্পদ	*****
বাদ: পুঞ্জীভূত নিঃশেষ	(*****)

অনেক সময় উত্তোলনকৃত প্রাকৃতিক সম্পদ একটি পরিচালনচক্রে বিক্রয় নাও হতে পারে। যা পরবর্তী হিসাবকালে বিক্রয় করা হয়। এক্ষেত্রে পণ্য বিক্রয় না হওয়া পর্যন্ত নিঃশেষ খরচ হিসাবে দেখানো যাবে না। অবিক্রিত উত্তোলনকৃত প্রাকৃতিক সম্পদ চলতি সম্পদ হিসাবে আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে দেখাতে হবে।

৮.০৭ অদৃশ্য বা অস্পর্শনীয় সম্পদ Intangible Assets



চিত্র: অদৃশ্য সম্পত্তি

যেসব সম্পত্তি দেখা যায় না, স্পর্শ করা যায় না বা যার কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই কিছু আর্থিক অবস্থার বিবরণী সম্পত্তি হিসেবে গণ্যকৃত হয় তাকে অদৃশ্য বা অস্পর্শনীয় সম্পত্তি বলে। যেমন—সুনাম (Good will), প্যাটেন্ট স্বত্ব (Patent right), ব্যবসায়িক ধর্তীক (Trade Mark), মূল্য স্বত্ব (Copy right), ব্রান্ড নাম (Brand name), লিজ হোল্ডার (Lease holder), ফ্রেন্চাইজ (Franchise) ইত্যাদি। অদৃশ্য সম্পত্তির মধ্যে অধিকাংশ সম্পত্তির আয়ুষ্কাল দীর্ঘ মেয়াদি হয় এবং ব্যবসায় ধর্তিষ্ঠান এসব সম্পত্তি থেকে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা লোণ করে থাকে। এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে, ধর্তিষ্ঠানে এমন কিছু চলতি সম্পত্তি থাকে যার কোনো বাস্তব অবস্থান বা অস্তিত্ব নেই কিছু তাকে অদৃশ্য সম্পত্তি বলা যায় না। যেমন—বিবিধ সেনাদার, অধিম খরচ।

অদৃশ্য সম্পত্তির উৎস

Weygandt, Kieso & Kimmel তাদের Accounting Principal গ্রন্থে অদৃশ্য সম্পত্তি সম্পর্কে বলেন, “দীর্ঘ মেয়াদী সম্পত্তির মালিকানা স্বত্ব হতে সৃষ্ট অধিকার সুযোগ এবং ধর্তিষ্ঠানগতমূলক সুবিধাফেই অদৃশ্য সম্পত্তি ধরা হয়। এসব সম্পত্তির কোনো বাস্তব অস্তিত্ব দেখা যায় না।”

নিম্নে অদৃশ্য সম্পত্তির উৎসমূহ তুলে ধরা হলো—

- ১। সরকারি মঞ্জুরি, যেমন—প্যাটেন্ট, মাইনস্বত্ব, ব্যবসায় ধর্তীক, ব্যবসায় নাম ইত্যাদি।
- ২। অন্য কোনো কারবার ধর্তিষ্ঠান ক্রয়ের সময় ক্রয় ধর্তিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতির অন্য অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ অন্তর্ভুক্ত থাকলে। যেমন—সুনাম।
- ৩। একতরফা বা একচেটিয়া সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের ব্যবস্থাসহ কোনো দলিলিক চুক্তি করা হলে।

অদৃশ্য সম্পত্তির বৈশিষ্ট্য

অদৃশ্য সম্পত্তির সংজ্ঞা এবং তাদের সৃষ্টির উৎস থেকে অদৃশ্য সম্পত্তির কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

নিম্নে অদৃশ্য সম্পত্তির এসব বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো—

১. অদৃশ্য সম্পত্তির নির্দিষ্ট কোনো আকার থাকে না।
২. অদৃশ্য সম্পত্তি হতে ভবিষ্যতে প্রাপ্ত নিশ্চিত সুবিধা নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না।
৩. অদৃশ্য সম্পত্তি দীর্ঘমেয়াদী হয়।
৪. পণ্যের উৎপাদন ও উন্নয়নে কিছু কিছু অদৃশ্য সম্পত্তি ব্যবহৃত হয় যেমন—Patent, Copyright ইত্যাদি। আবার পণ্যের চাহিদা সৃষ্টিতে কিছু কিছু সম্পত্তি সহায়তা করে। যেমন—Trade mark.
৫. চূড়ি ঘারা আয়ক্ষমতা নির্ধারণ হতে পারে।
৬. পৃথকভাবে সনাক্ত করা না গেলেও অন্যান্য বস্তুগত সম্পত্তির সাথে অস্তিত্ব বিমিশ্র করা যায়। যেমন—সুনাম।
৭. এদের কোনো আদায়যোগ্য ও অবসায়ন মূল্য থাকে না।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ অদৃশ্য সম্পত্তি

১. **সুনাম (Good will):** সুনাম প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার বিবরণী উপস্থাপিত অদৃশ্য সম্পত্তিগুলোর মধ্যে অন্যতম। সুনামের সর্বজনগ্রাহ্য তেমন কোনো সংজ্ঞা পাওয়া যায়নি। সাধারণভাবে সুনাম হলো একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সুখ্যাতির মূল্য যে সুখ্যাতির ফলে ভবিষ্যতে প্রত্যাশিত লাভ সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানের চেয়ে অধিক হয়। সুনাম একটি অস্পর্শীয় সম্পত্তি (Intangible asset) কারণ এর কোনো বাহ্যিক অস্তিত্ব নাই। গুণগত পণ্য, সুবিধাজনক স্থানে ব্যবসায়ের অবস্থান, মালিক-কর্মচারীর সুন্দর ব্যবহার, ব্যক্তিগত সুখ্যাতি, ক্রেতাদের সম্মতির জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি কারণে কারবার প্রতিষ্ঠান ক্রেতা সাধারণের নিকট আস্থাভাজন হয় এবং এর ফলে কারবারের বিক্রয় ও মুনাফা বৃদ্ধি পায়। এসব কারণে কারবার প্রতিষ্ঠান স্বাভাবিক মুনাফা অপেক্ষা বেশি মুনাফা অর্জনে সমর্থ হয়। অতি মুনাফা অর্জনের ক্ষমতাই একটি কারবার প্রতিষ্ঠানের সুনাম।

সুনামের হিসাব সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ক্রয়কৃত সম্পত্তিগুলোকে তাদের প্রকৃত বাজার মূল্যে ডেবিট এবং বিক্রয়কৃত প্রদত্ত ক্রয় প্রতিদানকে ক্রেডিট করা হয় এবং এ দুয়ের পার্থক্যকে সুনাম হিসাবে ডেবিট করা হয়। সুনামকে তার কার্যকরী জীবনকালের মধ্যে অবলোপন করতে হবে। তবে তা অবশ্যই ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে। অবলোপন হিসাবভুক্ত করার জন্য অবলোপন খরচ (Amortization expenses) কে ডেবিট এবং সুনাম (Good will) কে ক্রেডিট করতে হয়।

২. **ঐচ্ছকৃত্ব (Copyright):** পুস্তক বা অন্য কোনো লিখিত বিষয় মুদ্রণ ও পুনঃমুদ্রণের অধিকারকে ঐচ্ছকৃত্ব বলে। কপিরাইট আইন অনুযায়ী ঐচ্ছকৃত্ব হলো সরকার প্রদত্ত একটি আইনগত অধিকার। যিনি এ অধিকার অর্জন করেন এবং তার সৃষ্টি অন্যদেরকে ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে লেখকই ঐচ্ছকৃত্বের প্রাথমিক অধিকারী। কোনো প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান লেখকের কাছ থেকে ঐচ্ছকৃত্বের অধিকার ক্রয় করতে পারেন।

৩. **প্যাটেন্ট (Patent):** কোনো একটি নির্দিষ্ট পণ্য তৈরি, ব্যবহার এবং বাজারজাত করার জন্য সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত একচেটিয়া অধিকারকে প্যাটেন্ট বৃত্ত্ব বলে। সরকারকে একটি নির্দিষ্ট ফি দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এ ধরনের প্যাটেন্ট বৃত্ত্ব অর্জন করতে হয়। ১৯৯৩ সালের গ্যাট চুক্তি (GATT) অনুযায়ী বর্তমানে ২০ বছরের জন্য প্যাটেন্ট বৃত্ত্ব অনুমোদন করা হয় থাকে। প্যাটেন্ট অধিকার দুভাবে অর্জন করা যায়। যথা: কোনো আবিষ্কারকের নিকট থেকে প্যাটেন্ট বৃত্ত্ব ক্রয় করে অথবা নিজস্ব সংস্থার গবেষণার মাধ্যমে প্যাটেন্ট উদ্ভাবন করে। এটি এক ধরনের অস্পর্শীয় ও দীর্ঘস্থায়ী সম্পদ। প্যাটেন্টের জন্য যা খরচ করা হয় সে খরচই প্যাটেন্টের মূল্য হিসাবে বিবেচনা করা হয়। বাস্তবে শুধুমাত্র আইনগত স্বাধীনতা এড়ানোর জন্য প্যাটেন্ট বৃত্ত্ব অর্জন করা হয়।

৪. ব্যবসায়িক প্রতীক বা ব্যবসায়িক নাম (Trade mark or trade name): পণ্যের উৎপাদনকারী বা ব্যবসায়ী তার উৎপাদিত পণ্যকে চিহ্নিত করার বাজারে বিদ্যমান একই ধরনের পণ্য থেকে নিজের পণ্যটিকে পৃথকভাবে উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে যে বিশেষ নাম বা চিহ্ন ব্যবহার করে থাকেন তাকে ট্রেডমার্ক বা ব্যবসায়িক প্রতীক বলে। এ চিহ্ন অন্যের ব্যবহারের উপর বিবিশেষ আরোপের জন্য সরকারকে নির্ধারিত ফি দিয়ে অধিকার অর্জন করতে হয়। Trade and Merchandise Act. 1958 এর বিধান অনুযায়ী নির্দিষ্ট ট্রেডমার্ক অর্জনকারী মালিক বা প্রতিষ্ঠান ট্রেডমার্ক চিহ্নিত পণ্য উৎপাদন ও বণ্টনের একচেটিয়া অধিকার লাভ করে থাকেন। যেমন—সিদ্ধার বাংলাদেশ লিমিটেড ইউনিগিডার, টরোটা, স্কেকা-কোয়া, পেপসি, ফ্রার, এক্সি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের নাম ও পণ্যের চিহ্ন অন্য কেহ ব্যবহার করতে পারে না। পুরাতন কোম্পানি ক্রয়ের ক্ষেত্রে ট্রেডমার্ক বাবদ কোনো অর্থ পরিশোধ করলে উক্ত ক্রয়মূল্যই হবে ট্রেডমার্কের মূল্য। আর যদি নিজেরা ট্রেডমার্ক উন্নয়ন করে তবে, সেক্ষেত্রে সরকারি নিবন্ধন ফিস, ডিজাইন ব্যয়, এবং অন্যান্য প্রত্যক্ষ ব্যয়ের সমষ্টি হবে ট্রেডমার্কের মূল্য। অন্যান্য অস্পর্শীয় সম্পত্তির ন্যায় ট্রেডমার্ক ৪০ বছর পর্যন্ত অবলোপন করা গেলেও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা অবলোপন করা উচিত।

৫. ফ্রেন্চাইজ এবং লাইসেন্স (Franchises & Licence): নির্দিষ্ট কোনো ভৌগলিক সীমানার মধ্যে সরকার কিংবা কোনো কোম্পানি কর্তৃক একটি নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ের অপর কোনো প্রতিষ্ঠানকে ব্যবসা করার অধিকার প্রদানকে ফ্রেন্চাইজ বলে। এ সম্পর্কে Weygandt, Kieso & Kimmel বলেন, “ফ্রেন্চাইজ হচ্ছে একটি চুক্তিগত ব্যবস্থা, যার দ্বারা কোনো নির্দিষ্ট পণ্য, সেবা, নির্দিষ্ট ট্রেডমার্কস (Trade Marks) বা ট্রেড নামে (Trade Name) বিক্রয়ের অধিকার প্রদান করে। ফ্রেন্চাইজ সাধারণত নির্দিষ্ট, ভৌগলিক সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, যেমন—জাপানের বিখ্যাত গাড়ি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান টয়োটা (Toyota Inc.) ইনকর্পোরেশন তাদের গাড়ি বাংলাদেশে বাজারজাত করণের অধিকার অর্জন করে Navana Motors.

অদৃশ্য সম্পত্তির হিসাব রক্ষণ

অদৃশ্য সম্পত্তির অবলোপন (Amortization) স্থায়ী সম্পত্তির সমজাতীয়। Weygandt, Kieso & Kimmel এর মতে “অদৃশ্য সম্পত্তিকে ব্যয় মূল্যে হিসাবভুক্ত করা হয় এবং এ খরচকে অদৃশ্য সম্পত্তির আয়ুষ্কালের মধ্যে আনুপাতিক এবং পদ্ধতিগতভাবে খরচ হিসাবে বণ্টন করা হয়। স্থায়ী সম্পত্তি এবং অস্পর্শীয় সম্পত্তির হিসাবরক্ষণের ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। নিম্নে অদৃশ্য সম্পত্তির অবলোপন এর প্রক্রিয়াসমূহ তুলে ধরা হলো—

১. ব্যয় নির্ণয় (Cost determinaiton): প্রথমই অস্পর্শীয় সম্পত্তি ব্যয় নির্ণয় করতে হবে। এক্ষেত্রে অবশ্য স্থায়ী সম্পত্তির সাথে পার্থক্য আছে। স্থায়ী সম্পত্তির ব্যয়ের মধ্যে সম্পত্তির ক্রয়মূল্য, উপযোগী ব্যয় এবং বিমা ব্যয় অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। কিন্তু অস্পর্শীয় সম্পত্তির ক্ষেত্রে কেবলমাত্র এর ক্রয়মূল্যকেই ব্যয় ধরতে হবে।
২. জীবনকাল (Useful life): স্থায়ী সম্পত্তির ক্ষেত্রে সম্পত্তির জীবনকালের ওপর ভিত্তি করে অবচর নির্ণয় করা যায়। কিন্তু Intangible Assets এর ক্ষেত্রে নিরূপেক্ষক কোনো অবস্থাতেই ৪০ বছরের বেশি সময় হতে পারবে না। অর্থাৎ যদি কোনো সম্পত্তির ব্যবহার জীবনকাল ৫০ বছরও হয় তবে তা নিরূপেক্ষক সময় ৪০ বছর হবে। আর যদি জীবনকাল ৪০ বছরের নিচে থাকে তবে প্রকৃত সময়ের ভিত্তিতে সরল রৈখিক পদ্ধতিতে নিরূপেক্ষক খরচ দেওয়া হবে।

সরঞ্জামের পদ্ধতিতে নিঃশেষকরণ খরচ নির্ণয় করার সূত্র:

$$\text{অবশোধন} = \frac{\text{অদৃশ্য সম্পত্তির ব্যয়}}{\text{জীবনকাল (৪০ বছরের অধিক হবে না)}}$$

৩. জাবেদা দাখিলা (Entry):

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট	ক্রেডিট
	অবশোধন খরচ অদৃশ্য সম্পত্তি		৳৳৳	৳৳৳

সমস্যা ও সমাধান

সমস্যা: ১ মি. রহমান এক বগ জমি ক্রয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, একজন জমি বিক্রেতার সাথে আলোচনার মাধ্যমে জমির মূল্য ৫,০০,০০০ টাকা নির্ধারণ হয়। জমি রেজিস্ট্রেশন বাবদ ক্রয় মূল্যের ১০% ব্যয় হবে। এছাড়া তার জমির সীমানা নির্ধারণ ও আনুসঙ্গিক বাবদ ১০,০০০ টাকা ব্যয় করতে হবে। দালালকে ৫০,০০০ টাকা ও দলিল লেখককে ২,০০০ টাকা প্রদান করেন। দলিল রেজিস্ট্রেশনের সময় ২,০০০ টাকার স্ট্যাম্প নষ্ট হয়।

ক. জমির ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় কর।

খ. জমির জন্য মি. রহমানের বইতে জাবেদা দাখিলা দাও।

গ. জমি হিসাব প্রণয়ন কর এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে উপস্থাপন দেখাও।

সমাধান: ১

ক. জমির ব্যয় নির্ণয়

বিবরণ	টাকা
ক্রয়মূল্য	৫,০০,০০০
রেজিস্ট্রি খরচ (৫,০০,০০০×১০%)	৫০,০০০
আনুসঙ্গিক খরচ	১০,০০০
দালালের কমিশন	৫,০০০
দলিল লেখার খরচ	২,০০০
জমির মোট ব্যয়	৫,৬৭,০০০

খ. মি. রহমান
জাবেদা দাখিলা

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	জমি হিসাব নগদান হিসাব (নগদে জমি ক্রয় হিসাবভুক্ত করা হলো)		৫,৬৭,০০০	৫,৬৭,০০০
	বিবিধ খরচ হিসাব নগদান হিসাব (বিবিধ খরচ হিসাবভুক্ত করা হলো)		২,০০০	২,০০০

গ.

ভূমি হিসাব

তারিখ	হিসাবের নাম	সূত্র	ডেবিট	ক্রেডিট	ব্যাখ্যা
	মগদান হিসাব		৫,৬৭,০০০		৫,৬৭,০০০

অর্থিক অবস্থার বিবরণী

বিবরণ	টাকা
স্থায়ী সম্পত্তি :	
ভূমি	৫,৬৭,০০০

সমস্যা: ২ মি. হাসান ৫০,০০০ টাকা দামের একটি মেশিন ক্রয় করেন। মেশিন আমদানি শুল্ক ৫,০০০ টাকা, পরিবহন খরচ ২,০০০ টাকা, সংস্থাপন ব্যয় ১০,০০০ টাকা, টেস্টিং এর ব্যয় ১,০০০ টাকা। মেশিনটি সংস্থাপন করার সময় একটি পার্টস ডেস্কে যাওয়ায় ২,০০০ টাকা মেরামত ব্যয় করতে হয়।

ক. মেশিনের জন্য মোট ব্যয় নির্ণয় কর।

খ. উপর্যুক্ত ফেনমেদের জাবেনা দাখিলা দাও।

গ. ১০% হারে স্থির কিস্তি পদ্ধতিতে অবচয় ধার্য করে ১ম বছরের অবচয় হিসাব ও মেশিন হিসাব দেখাও।

সমাধান: ২

ক.

মেশিনের মোট ব্যয় নির্ণয়

বিবরণ	টাকা
ক্রয় মূল্য	৫০,০০০
আমদানি শুল্ক	৫,০০০
পরিবহন খরচ	২,০০০
সংস্থাপন ব্যয়	১০,০০০
টেস্টিং খরচ	২,০০০
মেশিনের মোট ব্যয়	৬৯,০০০

খ.

জাবেনা দাখিলা

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
	মেশিন হিসাব	ডেবিট		
	মগদান হিসাব	ক্রেডিট	৬৯,০০০	
	(নগদে মেশিন ক্রয় হিসাবভুক্ত করা হলো)			৬৯,০০০
	বিবিধ খরচ হিসাব	ডেবিট	২,০০০	
	মগদান হিসাব	ক্রেডিট		২,০০০
	(বিবিধ খরচ হিসাবভুক্ত করা হলো)			

গ. অবচয়ের পরিমাণ নির্ণয়:

$$১ম বছরের অবচয় = ৬৯,০০০ \times ১০\% = ৬,৯০০ \text{ টাকা।}$$

অবচয় হিসাব

তারিখ	হিসাবের নাম	সূত্র	ডেবিট	ক্রেডিট	ব্যাালেন্স
	পুঞ্জীভূত অবচয় হিসাব		৬,৯০০		৬,৯০০

মেশিন হিসাব

তারিখ	হিসাবের নাম	সূত্র	ডেবিট	ক্রেডিট	ব্যাালেন্স
	নগদান হিসাব		৬৯,০০০		৬৯,০০০

সমস্যা: ৩ মি. রায়হান দশ হাজার বর্গফুটের তিন তলাবিশিষ্ট একটি দালান নির্মাণ করেন। দালানের জন্য তিনি ইট, বালু ও লেবার খরচ ব্যবদ ২০,০০,০০০ টাকা, গ্র্যান পাথের জন্য ৫০,০০০ টাকা, ইলেকট্রিক লাইন সংস্থাপনের জন্য ৫০,০০০ টাকা এবং গ্যাস লাইনের জন্য ২০,০০০ টাকা ব্যয় করেন।

ক. দালানের মোট ব্যয় নির্ণয় কর।

খ. ১০% হারে ক্রমক্রাসমান জের পদ্ধতিতে চার বছরের অবচয় নির্ণয় কর।

গ. দুবছরের জন্য দালান ও অবচয় সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় জাবোদা দাখিলা দাও (প্রত্যেক পদ্ধতি)।

সমাধান: ৩

ক।

দালানের মোটমূল্য নির্ণয়

বিবরণ	টাকা
ইট, বালু ও লেবার খরচ	২০,০০,০০০
গ্র্যান পাথের খরচ	৫০,০০০
ইলেকট্রিক খরচ	৫০,০০০
গ্যাস লাইন খরচ	২০,০০০
দালানের মোটমূল্য	২১,২০,০০০

খ।

অবচয়ের পরিমাণ নির্ণয়

বছর	প্রারম্ভিক মূল্য	অবচয়	পুঞ্জীভূত অবচয়	বহিঃমূল্য
১ম	২১,২০,০০০	$২১,২০,০০০ \times ১০\% = ২,১২,০০০$	২,১২,০০০	১৯,০৮,০০০
২য়	১৯,০৮,০০০	$১৯,০৮,০০০ \times ১০\% = ১,৯০,৮০০$	৪,০২,৮০০	১৭,১৭,২০০
৩য়	১৭,১৭,২০০	$১৭,১৭,২০০ \times ১০\% = ১,৭১,৭২০$	৫,৭৪,৫২০	১৫,৪৫,৬৮০
৪র্থ	১৫,৪৫,৬৮০	$১৫,৪৫,৬৮০ \times ১০\% = ১,৫৪,৫৬৮$	৭,২৯,০৮৮	১৩,৯০,৬১২

গ।

মি. রায়হান
জাবেদা দাখিলা

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	মালান হিসাব মগদান হিসাব (নগদে মালান ক্রয় হিসাবভুক্ত করা হলো)	ডেবিট ক্রেডিট	২১,২০,০০০	২১,২০,০০০
	অবচয় হিসাব মালান হিসাব (অবচয় হিসাবভুক্ত করা হলো)	ডেবিট ক্রেডিট	২,১২,০০০	২,১২,০০০
	লাভ-লোকসান হিসাব অবচয় হিসাব (অবচয়কে লাভ-লোকসান হিসাবে স্থানান্তর করা হলো)	ডেবিট ক্রেডিট	২,১২,০০০	২,১২,০০০
	অবচয় হিসাব মালান হিসাব (অবচয় হিসাবভুক্ত করা হলো)	ডেবিট ক্রেডিট	১,৯০,৮০০	১,৯০,৮০০
	লাভ-লোকসান হিসাব অবচয় হিসাব (অবচয়কে লাভ-লোকসান হিসাবে স্থানান্তর করা হলো)	ডেবিট ক্রেডিট	১,৯০,৮০০	১,৯০,৮০০

সমস্যা: ৪ ২০০১ সালের ১ জানুয়ারি তারিখ মের্সার রাহুল আভ কোম্পানি ২,৯২,০০০ টাকা মূল্যের ১টি মেশিন ক্রয় করে এবং সংস্থাপন বাবদ ৮,০০০ টাকা ব্যয় নির্বাহ করে। ২০০৩ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে কোম্পানি আরও ৯২,০০০ টাকা মূল্যের মেশিন ক্রয় করে এবং এর সংস্থাপন বাবদ ৬,০০০ টাকা ব্যয় নির্বাহ করে যার মধ্যে ৬০,০০০ টাকা মালিক তার নিজ তহবিল থেকে প্রদান করে। কোম্পানি প্রত্যেক বছর ৩১ ডিসেম্বর তারিখে এর হিসাব-নিকাশ চূড়ান্ত করে থাকে। সরল রৈখিক পদ্ধতিতে কোম্পানি প্রত্যেক বছর ১০% হারে অবচয় ধার্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রথম তিন বছরের জন্য কোম্পানির হিসাব বইতে প্রয়োজনীয় জাবেদা, মেশিন হিসাব এবং অবচয় হিসাব দেখাও (প্রত্যেক পদ্ধতি)।

সমাধান: ৪ **গণনা কার্য।**

মেশিনের মোট ব্যয় নির্ণয়

ক. ১ জানুয়ারি ২০০১ সাল—

ক্রয়মূল্য	২, ৯২,০০০
যোগ্য সংস্থাপন ব্যয়	৮, ০০০
	<u>৩, ০০,০০০</u>

খ. ১ জানুয়ারি ২০০৩ সাল—

ক্রয়মূল্য	৯২,০০০
যোগ্য সংস্থাপন ব্যয়	৬, ০০০
	<u>৯৮,০০০</u>

যোগ্য: ১শা জানুয়ারি ২০০১ সালে ক্রয়কৃত মেশিনের মূল্য	৩, ০০,০০০
	<u>৩, ৯৮,০০০</u>

অবচয় নির্ণয়:

বছর	অবচি্ত মূল্য	x	অবচয়ের হার	=	বার্ষিক অবচয়
২০০১	৩,০০,০০০		১০%		৩০,০০০
২০০২	৩,০০,০০০		১০%		৩০,০০০
২০০৩	৩,৯৮,০০০		১০%		৩৯,৮০০

মেসার্স রাহুল অ্যান্ড কোম্পানি
জাবোদা দাখিলা

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	সূত্র	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
২০০১ জানুয়ারি-১	মেশিন হিসাব নগদান হিসাব (নগদে মেশিন ক্রয় হিসাবভুক্ত করা হলো)	ডেবিট ক্রেডিট	৩,০০,০০০	৩,০০,০০০
ডিসেম্বর-৩১	অবচয় হিসাব মেশিন হিসাব (মেশিনের অবচয় ধার্য করা হলো)	ডেবিট ক্রেডিট	৩০,০০০	৩০,০০০
ডিসেম্বর-৩১	লাভ-লোকসান হিসাব অবচয় হিসাব (অবচয় হিসাবকে লাভ লোকসান হিসাবে স্থানান্তর করা হলো)	ডেবিট ক্রেডিট	৩০,০০০	৩০,০০০
২০০২ ডিসেম্বর-৩১	অবচয় হিসাব মেশিন হিসাব (মেশিনের অবচয় ধার্য করা হলো)	ডেবিট ক্রেডিট	৩০,০০০	৩০,০০০
	লাভ-লোকসান হিসাব অবচয় হিসাব (অবচয় হিসাবকে লাভ-লোকসান হিসাবে স্থানান্তর করা হলো)	ডেবিট ক্রেডিট	৩০,০০০	৩০,০০০
২০০৩ জানুয়ারি-১	মেশিন হিসাব নগদান হিসাব মূলধন হিসাব (নগদে মেশিন ক্রয় হিসাবভুক্ত করা হলো)	ডেবিট ক্রেডিট ক্রেডিট	৯৮,০০০	৩৮,০০০ ৬০,০০০
ডিসেম্বর-৩১	অবচয় হিসাব মেশিন হিসাব (মেশিনের অবচয় ধার্য করা হলো)	ডেবিট ক্রেডিট	৩৯,৮০০	৩৯,৮০০

খতিয়ান
মেশিন হিসাব

তারিখ	হিসাবের নাম	সূত্র	ডেবিট	ক্রেডিট	ব্যালেন্স
২০০১					
জানুয়ারি-১	নগদান হিসাব		৩,০০,০০০		৩,০০,০০০
ডিসেম্বর-৩১	অবচয় হিসাব			৩০,০০০	২,৭০,০০০
২০০২				৩০,০০০	২,৪০,০০০
ডিসেম্বর-৩১	অবচয় হিসাব				
২০০৩					
জানুয়ারি-১	নগদান হিসাব		৩৮,০০০		২,৭৮,০০০
জানুয়ারি-১	মূলধন হিসাব		৬০,০০০		৩,৩৮,০০০
ডিসেম্বর-৩১	অবচয় হিসাব			৩৯,৮০০	২,৯৮,২০০

অবচয় হিসাব

তারিখ	হিসাবের নাম	সূত্র	ডেবিট	ক্রেডিট	ব্যালেন্স
২০০১					
ডিসেম্বর-৩১	মেশিন হিসাব		৩০,০০০		৩০,০০০
ডিসেম্বর-৩১	লাভ-লোকসান হিসাব			৩০,০০০	-----
২০০২					
ডিসেম্বর-৩১	মেশিন হিসাব		৩০,০০০		৩০,০০০
ডিসেম্বর-৩১	লাভ-লোকসান হিসাব			৩০,০০০	-----
২০০৩					
ডিসেম্বর-৩১	মেশিন হিসাব		৩৯,৮০০		৩৯,৮০০
ডিসেম্বর-৩১	লাভ-লোকসান হিসাব			৩৯,৮০০	-----

সমস্যা: ৫ ১৯৯৮ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে বমাল ব্রাদার্স ৮০,০০০.০০ টাকা মূল্যে একটি মেশিন ক্রয় করে। ১৯৯৮ সালের ১ এপ্রিল এক ১৯৯৯ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে যথাক্রমে ৬০,০০০.০০ টাকা ও ৪০,০০০.০০ টাকা মূল্যে আরও দুটি

মেশিন ক্রয় করা হয়। ১৯৯৮ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে ক্রীত মেশিনের $\frac{2}{3}$ অংশ অকেজো বলে বিবেচিত হওয়ায় ২০০০ সালের ১ জুলাই তারিখে এটি ৮,০০০.০০ টাকায় বিক্রয় করা হয় এবং এ তারিখে ৫০,০০০.০০ টাকায় একটি মেশিন ক্রয় করে যার ৫০% মালিকের নিজস্ব তহবিল থেকে প্রদান করেন। অবশ্যের হার ১০%। হিসাব বছর সমাপ্তির তারিখ ৩১ ডিসেম্বর। ছিন্ন বিত্তি পদ্ধতিতে ১৯৯৮ সাল হতে ২০০০ সাল পর্যন্ত সময়ের মেশিন হিসাব এবং অবচয় হিসাব প্রস্তুত কর।

সমাধান: ৫ **গণনাকার্য।**

ক.

অবচয় নির্ণয়ের হক

বছর	অবচয়	
১৯৯৮	$৮০,০০০ \times ১০\%$	$= ৮,০০০$
	$৬০,০০০ \times ১০\% \times \frac{৯}{১২}$	$= ৪,৫০০$
	<u>১,৪০,০০০</u>	<u>১২,৫০০</u>

১৯৯৯	$(১,৪০,০০০ + ৪০,০০০) \times ১০\%$	= ১৮,০০০
২০০০	$১,০০,০০০ \times ১০\%$	= ১০,০০০
	$(৮০,০০০ \times \frac{১}{৩}) \times ১০\%$	= ২,৬৬৭
	$(৮০,০০০ \times \frac{২}{৩}) \times ১০\% \times \frac{৬}{১২}$	= ২,৬৬৭
	$৫০,০০০ \times ১০\% \times \frac{৬}{১২}$	= ২,৫০০
		<u>১৭,৮৩৪</u>

খ. বিক্রয়ের লাভ বা ক্ষতি নির্ণয়:

সম্পত্তির ক্রয়মূল্য $(৮০,০০০ \times \frac{২}{৩})$	৫৩,৩৩৩
বানঃ পুঞ্জীভূত অবচয় $(৮,০০০ \times ২.৫ বছর)$	(২০,০০০)
বহিঃমূল্য	৩৩,৩৩৩
বানঃ বিক্রয়মূল্য	(৮,০০০)
সম্পত্তি বিক্রয়ের ক্ষতি	<u>২৫,৩৩৩</u>

খতিয়ান
মেশিন হিসাব

তারিখ	হিসাবের নাম	সূত্র	ডেবিট	ক্রেডিট	ব্যালেন্স
১৯৯৮					
জানুয়ারি-১	নগদান হিসাব		৮০,০০০		৮০,০০০
এপ্রিল -১	নগদান হিসাব		৬০,০০০		১,৪০,০০০
১৯৯৯					
জানুয়ারি-১	নগদান হিসাব		৪০,০০০		১,৮০,০০০
২০০০					
জুলাই- ১	নগদান হিসাব			৮,০০০	১,৭২,০০০
	পুঞ্জীভূত অবচয়			২০,০০০	১,৫২,০০০
	সম্পত্তি বিক্রয়জনিত ক্ষতি			২৫,৩৩৩	১,২৬,৬৬৭
	নগদান হিসাব		২৫,০০০		১,৫১,৬৬৭
	মূলধন হিসাব		২৫,০০০		১,৭৬,৬৬৭

অবচয় হিসাব

তারিখ	হিসাবের নাম	সূত্র	ডেবিট	ক্রেডিট	ব্যালেন্স
১৯৯৮					
ডিসেম্বর-৩১	পুঞ্জীভূত অবচয় হিসাব		১২,৫০০		১২,৫০০
ডিসেম্বর-৩১	শাক্ত-লোকসান হিসাব			১২,৫০০	-----
১৯৯৯					
ডিসেম্বর-৩১	পুঞ্জীভূত অবচয় হিসাব		১৮,০০০		১৮,০০০
ডিসেম্বর-৩১	শাক্ত-লোকসান হিসাব			১৮,০০০	-----
২০০০					
ডিসেম্বর-৩১	পুঞ্জীভূত অবচয় হিসাব		১৭,৮৩৪		১৭,৮৩৪
ডিসেম্বর-৩১	শাক্ত-লোকসান হিসাব			১৭,৮৩৪	-----

সৃজনশীল প্রশ্ন:

- ১। মি. মহালিন একটি জমি বিক্রেতার নিকট হতে ৮,০০,০০০ টাকায় একটি জমি ক্রয় করে। জমি ক্রয়ের সাথে সম্পর্কিত খরসামগ্রী হচ্ছে দালালের কমিশন ৫,০০০ টাকা, রেজিস্ট্রি খরচ ৮,০০০ টাকা, সীমাদান নির্ধারণ ও দলিল লেখকের খরচ ১২,০০০ টাকা এবং ৩,০০০ টাকা যথাক্রমে, বিবিধ খরচ ১,০০০ টাকা।
 - ক. জমির ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় করা।
 - খ. জমির অন্য মি. মহালানের বইতে জাবেদা দাখিলা দাও।
 - গ. জমি হিসাব প্রস্তুত করা এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণী উপস্থাপন দেখাও।
- ২। বিপালা লিমিটেড ১,০০,০০০ টাকা দামের একটি মেশিন ক্রয় করেন। মেশিন আমদানি তফ ১০,০০০ টাকা, পরিবহন খরচ ৪,০০০ টাকা, সংস্থাপন ব্যয় ১০,০০০ টাকা, টেন্ডিং এর ব্যয় ২,০০০ টাকা। মেশিনটি সংস্থাপন করার সময় একটি পার্টিস ছেপে যাওয়ার ২,০০০ টাকা মোহামত ব্যয় করতে হয়।
 - ক. মেশিনের অন্য মোট ব্যয় নির্ণয় করা।
 - খ. উপযুক্ত জেনারেলের জাবেদা দাখিলা দাও।
 - গ. ১০% হারে ছিন্নি পদ্ধতিতে অবচয় ধার্য করে ১ম বছরের অবচয় হিসাব ও মেশিন হিসাব দেখাও।
- ৩। মি. শান্ত বিশ্ব হাজার বর্গফুটের তিন তল্লাহিণি একটি দালান নির্মাণ করেন। দালানের জন্য তিনি ইট, বালু, রত ও লোহার খরচ বারদ ৩০,০০,০০০ টাকা, প্ল্যান পাওয়ার জন্য ৭০,০০০ টাকা, ইলেকট্রিক লাইন সংস্থাপনের জন্য ৬০,০০০ টাকা, গ্যাস লাইনের জন্য ২৫,০০০ টাকা ব্যয় করেন।
 - ক. দালানের মোট ব্যয় নির্ণয় করা।
 - খ. ১০% হারে কন্সট্রাকশন জের পদ্ধতিতে চার বছরের অবচয় নির্ণয় করা।
 - গ. দুবছরের অন্য দালান ও অবচয় সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় জাবেদা দাখিলা দাও (প্রত্যেক পদ্ধতি)।
- ৪। ২০০০ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে জগদীশ রায় ১,০০,০০০ টাকায় একটি যন্ত্র ক্রয় করেন। কন্সট্রাকশন জেরের উপর ২০% হারে অবচয় ধার্য করতে হবে। ৩১ ডিসেম্বর তারিখে হিসাব বছর শেষ হয়। প্রথম তিন বছরের প্রয়োজনীয় জাবেদা সহ যন্ত্রপাতি হিসাব, যন্ত্রপাতির অবচয় হিসাব প্রস্তুত করা (প্রত্যেক পদ্ধতিতে)।
- ৫। ২০০২ সালের ১ জানুয়ারি 'আরিক মাসুফ্যাকচারার' ১, ২৫,০০০ টাকা মূল্যে একটি যন্ত্র ক্রয় করল। যন্ত্রটির সংস্থাপন ব্যয় হলো ৫,০০০ টাকা। যন্ত্রটির আনুমানিক আয়ুষ্কাল ৬ বছর। মেয়াদ শেষে এর জল্লাবশেষ মূল্য হবে ১০,০০০ টাকা।
 - ক. ছিন্নি পদ্ধতিতে অবচয় নির্ণয় করা।
 - খ. প্রথম চার বছরের জন্য অবচয় হিসাব প্রস্তুত করা।
 - গ. প্রথম দুবছরের অন্য যন্ত্রপাতি হিসাব ও পুঞ্জীভূত অবচয় হিসাব প্রস্তুত করা।
- ৬। ১ জানুয়ারি ২০০১ সালে একটি ফার্ম ১,০০,০০০ টাকায় একটি মেশিন ক্রয় করল। ২০০৩ সালের ১ জুলাই তারিখে ফার্মটি ১০,০০০ টাকা ব্যয়ে আরও একটি মেশিন ক্রয় করল এবং মেশিন সংস্থাপনে ব্যয় হলো ১,০০০ টাকা। প্রতি বছর ৩১ ডিসেম্বর তারিখে ফার্মটি হিসাব বন্ধ করে। বার্ষিক ২০% হারে কন্সট্রাকশন জের পদ্ধতিতে অবচয় ধার্য করে।
 - ক. মেশিন ক্রয় সংক্রান্ত জাবেদা দাখিলা দাও।
 - খ. প্রথম চার বছরের অবচয় নির্ণয় করা।
 - গ. প্রথম চার বছরের অন্য মেশিন হিসাব প্রস্তুত করা।

- ৭। শাহীন লিমিটেড ৭,৫০,০০০ টাকা ২০১২ সালের ১ জানুয়ারি একটি মিনিবাল তৈরি করে। মিনি বাসটির আয়ুষ্কাল ১০ বছর এবং আয়ুষ্কাল শেষে স্ফটিকবিশেষ মূল্য হবে ১,৫০,০০০ টাকা। হিসাব বছর শেষ হয় ৩১ ডিসেম্বর। সরলরৈখিক পদ্ধতিতে অবচয় ধার্য করা হয়।
- ক. ২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে মিনিবালের বহিষ্ঠ মূল্য নির্ণয় কর।
- খ. প্রথম দুবছরের জন্য অবচয় হিসাব প্রস্তুত কর।
- গ. প্রথম দুবছরের অবচয় সঞ্চিত হিসাব প্রস্তুত কর।
- ৮। ২০১২ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে কামাল ব্রাদার্স ১,০০,০০০ টাকা মূল্যের একটি মেশিন ক্রয় করে। ২০১৩ সালের ১ জুলাই তারিখে ৫০,০০০ টাকা মূল্যের আরও একটি মেশিন ক্রয় করা হয়-যার ৩০,০০০ টাকা মালিকের ব্যক্তিগত তহবিল থেকে প্রদান করা হয়। হিসাব বছর সমাপ্তির তারিখ ৩১ ডিসেম্বর। কোম্পানি অবচয় ধার্যের জন্য দ্বিগুণ পদ্ধতি অনুসরণ করে।
- ক. কামাল ব্রাদার্সের মোট মূলধন আত্মীয় ব্যয় নির্ণয় কর।
- খ. প্রথম চার বছর শেষে অবচয় সঞ্চিত হিসাবের মাধ্যমে জের নির্ণয় কর।
- গ. মেশিন হিসাব প্রস্তুত কর এবং ২০১৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সম্পত্তির বহিষ্ঠমূল্য নির্ণয় কর।
- ৯। ২০১০ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে সোদালি লিমিটেড ৫০,০০০ টাকার একটি মেশিন ক্রয় করে। ২০১১ সালের ১ জুলাই এবং ২০১২ সালের ১ মার্চ তারিখে যথাক্রমে ১০,০০০ ও ২০,০০০ টাকা করে আরও দুটি অতিরিক্ত মেশিন ক্রয় করে এবং প্রতিটি মেশিন ক্রয়ের খরচ ২,০০০ টাকা নির্বাহী করে। প্রতি বছর ৩১ ডিসেম্বর কামিট হিসাব বন্ধ করে। প্রতি বছর ১০% হারে দ্বিগুণ পদ্ধতিতে অবচয় ধার্য করা হয়।
- ক. ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে মেশিনের মূল্য নির্ণয় কর।
- খ. প্রথম দুবছরের জন্য অবচয় হিসাব প্রস্তুত কর।
- গ. প্রথম তিন বছরের জন্য অবচয় সঞ্চিত হিসাব প্রস্তুত কর।

এ অধ্যায়ে আমরা নতুন যা শিখলাম:

সম্পত্তি, চলতি সম্পত্তি, স্থায়ী সম্পত্তি, অবচয়, পুঞ্জীভূত অবচয়, প্রাকৃতিক সম্পদ, নিয়ন্ত্রণ খরচ, আবশ্য সম্পদ, অবলোপন, সংস্থাপন খরচ, পরীক্ষামূলক চালনা, দুইটনাজনিত বিমা, নিয়মিত খরচ, কার্যকর জীবনকাল, সরলরৈখিক পদ্ধতি বা দ্বিগুণ পদ্ধতি, ব্রাদার্স জের পদ্ধতি, খিগুণ ব্রাদার্স জের পদ্ধতি, বর্ধনস্থায়ী সমষ্টি পদ্ধতি, তড়িৎ অবচয় পদ্ধতি, ব্রাদার্স হার পদ্ধতি, উৎপাদন একক পদ্ধতি, অবচিৎ মূল্য, সুনাম, প্যাটেন্ট এবং ফ্রেঞ্জাইজ ইত্যাদি।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১। প্রাথমিক খরচ কোনো ধরনের সম্পত্তি

- ক. স্থায়ী সম্পত্তি
- খ. অসম্পূর্ণ সম্পত্তি
- গ. অর্পণ সম্পত্তি
- ঘ. চলতি সম্পত্তি

২। অবচয় একটি—

- i. অদৃশ্য সেন্সেলে
- ii. অ-দৃশ্য সেন্সেলে
- iii. আত্মসেন্সেলে

নিচের কোনোটি সঠিক?

- ক. i ও ii
- খ. ii ও iii
- গ. i ও iii
- ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দেশ্য হতে ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

নি. রহমান ১ জুলাই ৫০,০০০ টাকার একটি যন্ত্রপাতি ক্রয় করেন। উক্ত যন্ত্রপাতি পরিবহন খরচ ও সংস্থাপন ব্যয় বাবদ ৫,০০০ ও ১০,০০০ টাকা ব্যয় করেন। ৩০ সেপ্টেম্বর উক্ত যন্ত্রপাতির মূল্য ৮,০০০ টাকা মেরামত ব্যয় করেন। যন্ত্রপাতি অবচয় ১০% ধরে নেওয়া হবে।

৩। উদ্দেশ্যের আধারে—

- i. মূলধনজাতীয় খরচ ৬৫,০০০ টাকা
- ii. যন্ত্রপাতি হিসাবে ডেবিট হবে ৫০,০০০ টাকা
- iii. মেরামত হিসাবে ডেবিট হবে ৮,০০০ টাকা

নিচের কোনোটি সঠিক?

- ক. i খ. ii গ. i ও iii ঘ. ii ও iii

৪। বছর শেষে মোট মুদ্রাধারজাতীয় ব্যয় কত?

- ক. ২,৫০০ টাকা
- খ. ৩,২৫০ টাকা
- গ. ৮,০০০ টাকা
- ঘ. ১১,২৫০ টাকা

নবম অধ্যায়
আর্থিক বিবরণী
FINANCIAL STATEMENTS



চিত্র: আর্থিক বিবরণীর ধারাজনীয়তা

হিসাববিজ্ঞান একটি তথ্য পদ্ধতি। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সাথে যারা সংশ্লিষ্ট এবং যারা সংশ্লিষ্ট নয় এমন যে কেউ হিসাববিজ্ঞানের সাহায্যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য জানতে পারেন। এই তথ্য প্রদানের জন্য প্রত্যেকটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান একটি নির্দিষ্ট হিসাবকল শেষে কতিপয় আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করে থাকে। এ অধ্যায়ে সেই সকল আর্থিক বিবরণী নিয়ে আলোচনা করা হবে। যারা হিসাববিজ্ঞানে পারদর্শী তারা এই সকল আর্থিক বিবরণী পর্যালোচনা করে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ফলাফল, আর্থিক অবস্থাসহ নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন, যা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মূলত এই আর্থিক বিবরণীসমূহ হলো হিসাববিজ্ঞানের End Product।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা—

- বিভিন্ন ধরনের আর্থিক বিবরণী ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- আর্থিক বিবরণীর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- বিশদ আয় বিবরণী প্রস্তুত করে মোট মুনাফা, পরিচালন মুনাফা ও নিট মুনাফা নির্ণয় করতে পারবে।
- মালিকানা স্বত্ব বিবরণী তৈরি করে ব্যবসায়ের সম্পদের উপর মালিকের মোট দাবি নিরূপণ করতে পারবে।
- শ্রেণি অনুযায়ী সম্পদ ও দায়ের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে আর্থিক বিবরণী তৈরি করতে পারবে।

৯.০১ আর্থিক বিবরণী ও এর বিভিন্ন অংশ

Financial Statement and its Variuos Part

আর্থিক বিবরণী হলো একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সকল অর্থনৈতিক কার্যাবলীর একটি সুনির্দিষ্ট উপস্থাপনা। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সকল প্রাসঙ্গিক আর্থিক তথ্য উপস্থাপনের একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি বা সহজে বোধগম্য হয় তাকে আর্থিক বিবরণী বলে। আর্থিক বিবরণী হিসাববিজ্ঞানের প্রথম ধাপ না হলেও Migs & Migs এর মতে, ‘এটি একটি যুক্তি সম্বত বিন্দু যেখান থেকে মূলত হিসাববিজ্ঞান শুরু হয়’। আর্থিক বিবরণী হলো অনেক লেনদেন এমনকি হাজার হাজার লেনদেনের সার-সংক্ষেপ। এজন্য অনেকে এটিকে হিসাববিজ্ঞান প্রক্রিয়ার সর্বশেষ ধাপ বলে থাকেন।

আর্থিক বিবরণী হলো হিসাববিজ্ঞান প্রক্রিয়ার একটি পূর্ণাঙ্গ প্রোডাক্ট (Product)। যারা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের তথ্য জানতে আগ্রহী কিংবা বিশ্লেষণ করতে চায় তাদেরকে প্রয়োজনীয় তথ্য, উপাত্ত সরবরাহ করে এই আর্থিক বিবরণী। এটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের একটি নির্দিষ্ট হিসাবকালের আর্থিক ফলাফল, হিসাবকাল শেষে আর্থিক অবস্থা এবং নির্দিষ্ট হিসাবকালের নগদ প্রবাহ সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করে থাকে। আন্তর্জাতিক হিসাবমান-১ (IAS-1) এর মতে, “সাধারণ মানের আর্থিক বিবরণীর উদ্দেশ্য হলো কারবারের আর্থিক অবস্থা, ফলাফল এবং নগদ প্রবাহ সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহ করা, যা বহুমুখী অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য উপকারী।”

আর্থিক বিবরণীর বিভিন্ন অংশ:

আর্থিক বিবরণী মূলত কতিপয় ধারাবাহিক বিবরণীর সমন্বয়। অর্থাৎ আর্থিক বিবরণীর মধ্যে অনেকগুলো পৃথক পৃথক বিবরণী রয়েছে। নিম্নে বিবরণীগুলো নিয়ে আলোচনা করা হলো—

১. বিশদ আয় বিবরণী (Comprehensive Income Statement)
২. মালিকানা যত্ন বিবরণী (Owners Equity Statement)
৩. আর্থিক অবস্থার বিবরণী (Balance Sheet)
৪. নগদ প্রবাহ বিবরণী (হিসাববিজ্ঞানের ২য় পত্রের সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত) (Cash Flow Statement)

৯.০২ বিশদ আয় বিবরণী ও এর প্রস্তুত প্রণালি

Comprehensive Income Statement and its Preparation System

বিশদ আয় বিবরণী হলো আর্থিক বিবরণীর প্রথম ধাপ। এ ধাপে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের রাজস্ব ও খরচ এবং মূলধনজাতীয় লাভ বা ক্ষতি অন্তর্ভুক্ত থাকে। এ বিবরণীর সাহায্যে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নিট লাভ বা নিট ক্ষতি নির্ণয় করা হয়। মূলত নির্দিষ্ট হিসাবকালের রাজস্ব থেকে খরচ বাদ দিয়ে নিট লাভ বা নিট ক্ষতি নির্ণয় করা হলো এ বিবরণীর প্রধান উদ্দেশ্য। এ বিবরণীকে লাভ-ক্ষতি বিবরণী, আর্থিক দক্ষতা বিবরণী, পরিচালন বিবরণী নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। আর বিবরণী দুই পদ্ধতিতে প্রস্তুত করা যায়। যথা: একধাপ আর বিবরণী ও বহুধাপ আর বিবরণী।

নিচে এই দুই আয় বিবরণী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো—

বহুধাপ আয় বিবরণী

Multi Step Income Statement

যে আয় বিবরণীতে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নিট লাভ বা নিট ক্ষতি নির্ণয়ে একাধিক ধাপ ব্যবহার করা হয় তাকে বহুধাপ আয় বিবরণী বলে। এ ধরনের আয় বিবরণীতে প্রথম ধাপে রাজস্ব (Revenue) থেকে বিক্রিত দ্রব্যের খরচ (Cost of goods sold) বাদ দিয়ে মোট লাভ বা মোট ক্ষতি নির্ণয় করা হয়। এর দ্বিতীয় ধাপে মোট লাভ থেকে পরিচালন খরচ (Operating expenses) বাদ দিয়ে পরিচালন মুনাফা (Operating Profit) নির্ণয় করা হয়। এর তৃতীয় ধাপে পরিচালন মুনাফা থেকে নিট অপরিচালন খরচ (Net Non Operating expenses) বাদ দিয়ে নিট মুনাফা বা ক্ষতি নির্ণয় করা হয়।

প্রকৃতপক্ষে বহুধাপ আয় বিবরণীতে মোট ৩টি ধাপ বা স্তর থাকে। যথা—

(ক) রাজস্ব (খ) বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয় (গ) পরিচালন ব্যয় (ঘ) অপরিচালন মুনাফা।

১। রাজস্ব (Revenue):

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তার স্বাভাবিক কর্মক্রম দ্বারা যে উপার্জন করে থাকে তাকে রাজস্ব বলা হয়। যেমন—যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ হলো চাল জর করে তা আবার বিক্রয় করা। এক্ষেত্রে বিক্রয় বাবদ আয়কে বলা হয় ঐ প্রতিষ্ঠানের রাজস্ব। অন্যদিকে ব্রিনিকের প্রধান কাজ হলো রোগীর চিকিৎসা করা। সেক্ষেত্রে রোগীর নিকট থেকে প্রাপ্ত ফি হবে ঐ ব্রিনিকের রাজস্ব। রাজস্বকে পরিচালন আয়ও বলা হয়ে থাকে। এ রাজস্ব বলতে নিট রাজস্ব বুঝানো হয়। নিট রাজস্ব হলো—

রাজস্ব:	
বিক্রয় বা সেবা থেকে আয়	*****
বাদ: ছেরত	(*****)
বাদ: বিক্রয় বাট্টা	(*****)
যোগ: অধিবিভ বিক্রয়/ সেবা	*****
নিট রাজস্ব	*****

২। বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয়

Cost of goods sold

একটি হিসাবকালে রাজস্ব অর্জনে যে প্রত্যক্ষ ব্যয় হয় তাকে বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয় বলে। বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয় পণ্য জর-বিক্রয় কিংবা পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে দেখা যায়। প্রত্যক্ষ ব্যয় বলতে পণ্য জরয়ের সাথে কিংবা উৎপাদনের সাথে সরাসরি জড়িত বা সংশ্লিষ্ট এমন ব্যয়কে বুঝায়। বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয় নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে নির্ণয় করা হয়ে থাকে।

বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয়:

প্রারম্ভিক মজুদপত্র		*****
যোগ: নিট ক্রয়:		
ক্রয়	*****	
বাদ: ক্রয় ক্ষেত্রে ও ক্রয় বাটী	*****	
যোগ: অগিবিভ ক্রয়	*****	
নিট ক্রয়		*****
যোগ: অন্যান্য প্রত্যক ব্যয়:		
ক্রয় পরিবহন/পরিবহন	*****	
আমদানি শুল্ক	*****	
মজুরি/ উৎপাদন মজুরি	*****	
কারখানা সংক্রান্ত যে কোনো খরচ	*****	
(গ্যাস, ফ্রাইলি, পানি, কারখানা ভাড়া, কারখানার বেতন)		
জাহাজ ভাড়া, ডক চার্জ	*****	
ড্রাইং অফিসের বেতন	*****	
জাহাজ ভাড়া, ডক চার্জ	*****	
যন্ত্রপাতির অবচয় (উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠান হলে)	*****	
বাদ: সমাপনী মজুদপত্র		*****
মোট বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয়		(*****)

৩। মোট লাভ বা মোট ক্ষতি (Gross profit or Gross loss): রাজস্ব থেকে বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয় বাদ দিলে মোট লাভ বা মোট ক্ষতি পাওয়া যাবে। যদি বিয়োগফল ধনাত্মক হয় তবে মোট লাভ হবে। আর যদি ঋণাত্মক হয় তবে মোট ক্ষতি হবে। মোট লাভকে রাজস্ব দ্বারা ভাগ করে ১০০ দিয়ে গুন করলে মোট লাভের শতকরা হার পাওয়া যায়।

৪। পরিচালন ব্যয় (Operating expenses): Migs & Migs এর মতে, 'রাজস্ব অর্জনের জন্য পরিচালন ব্যয় নির্বাহ করা হয়ে থাকে।' প্রত্যক ব্যয় ব্যতীত সৈমন্দিন 'রাজস্বিক কার্য পরিচালনার জন্য অন্য যে সকল ব্যয় নির্বাহ করা হয় তাকে পরিচালন ব্যয় বলে। পরিচালন ব্যয়কে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা—

(ক) বিক্রয় ও বিতরণ খরচ; (খ) প্রশাসনিক খরচ।

(ক) বিক্রয় ও বিতরণ খরচ (Selling & Distribution expenses): পণ্য দ্রব্য জেতা বা জেতাসের নিকট পৌঁছানোর জন্য যে ব্যয় হয় তাকে বিক্রয় ও বিতরণ খরচ বলে। বিক্রয় ও বিতরণ খরচের মধ্যে বিজ্ঞাপন খরচ, অনাদায়ী পাওনা, বিক্রয় কর্মীর বেতন ও কমিশন, ভ্রমণ খরচ, শো-রুম সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ, অনাদায়ী পাওনা সংক্রান্ত প্রকৃতি অন্তর্ভুক্ত থাকে।

(খ) প্রশাসনিক খরচ (Administrative expenses): প্রত্যেক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক কার্য পরিচালনার জন্য একটি অফিস থাকে। এ অফিসকে কেন্দ্র করে যত খরচ হয় তাকে প্রশাসনিক খরচ বলে। প্রশাসনিক খরচের মধ্যে রয়েছে, অফিস ভাড়া, বিদ্যুৎ, বেতন, সরবরাহ, আসবাবপত্রের অবচয়, দাখলের অবচয়, যন্ত্রপাতির অবচয় (উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠান না হলে) প্রভৃতি।

পরিচালন ব্যয়কে বিক্রয় ও বিতরণ খরচ এবং প্রশাসনিক খরচ এ দুভাগে ভাগ করে আর বিবরণীতে দেখানোর প্রচলন থাকলেও GAAP এ কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

- ৫। **পরিচালন মুনাফা (Operating profit):** মোট লাভ থেকে পরিচালন ব্যয় বাদ দিলে পরিচালন মুনাফা পাওয়া যায়।
- ৬। **অপরিচালন আয় (Non Operating Income):** ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের এমন কিছু আয় থাকে যা তার স্বাভাবিক কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয় না। এমন আয়কে অপরিচালন আয় বলে। যেমন-বিনিয়োগের সুদ, ব্যাংক জমার সুদ, স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রয়জনিত মুনাফা, লভ্যাংশ প্রাপ্তি, কমিশন প্রাপ্তি, উপ ভাড়া প্রাপ্তি, শিকদারীস সেলারি প্রভৃতি।
- ৭। **অপরিচালন ব্যয় (Non Operating Expenses):** ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের এমন কিছু ব্যয় থাকে যা তার স্বাভাবিক কার্য পরিচালনার জন্য হয় না এমন ব্যয়কে অপরিচালন ব্যয় বলে। যেমন-ঋণের সুদ, স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রয়জনিত ক্ষতি, প্রদেয় নোটের সুদ, ব্যাংক জমাতিরিক্তের সুদ প্রভৃতি।
- ৮। **নিট অপরিচালন মুনাফা বা ক্ষতি (Net Operation):** অপরিচালন আয় থেকে অপরিচালন ব্যয় বাদ দিলে নিট অপরিচালন মুনাফা বা ক্ষতি পাওয়া যায়। যদি অপরিচালন আয় থেকে অপরিচালন ব্যয় কম হয় তবে নিট অপরিচালন মুনাফা হবে। আর যদি কম হয় তবে নিট অপরিচালন ক্ষতি হবে।
- ৯। **নিট মুনাফা (Net profit):** পরিচালন মুনাফা থেকে নিট অপরিচালন মুনাফা যোগ করলে কিংবা নিট অপরিচালন ক্ষতি বিয়োগ করলে নিট মুনাফা পাওয়া যাবে।

নিচে বহুপাশ আর বিবরণীর একটি নমুনা ছক দেয়া হলো—

কামাল ট্রেডার্স
বিশদ আয় বিবরণী

-----সালের-----তারিখের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
বাজস:		
বিক্রয়	৳৳৳৳৳৳	
বাদ: বিক্রয় ফেরত ও বিক্রয় বাট্টা	৳৳৳৳৳৳	
যোগ: অধিভিত্তিক বিক্রয়	(৳৳৳৳৳৳)	
নিট বিক্রয়		৳৳৳৳৳৳
বাদ: বিক্রিত প্রদেয় ব্যয়	৳৳৳৳৳৳	
প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য	৳৳৳৳৳৳	
যোগ: ক্রয়	৳৳৳৳৳৳	
বাদ: ক্রয় ফেরত ও ক্রয় বাট্টা	(৳৳৳৳৳৳)	
বাদ: মালিক কর্তৃক পণ্য উত্তোলন	(৳৳৳৳৳৳)	
বাদ: বিজ্ঞাপনের জন্য পণ্য বিতরণ	(৳৳৳৳৳৳)	
যোগ: অধিভিত্তিক ক্রয়	৳৳৳৳৳৳	
নিট ক্রয়		৳৳৳৳৳৳
বাদ: সমাপনী মজুদ পণ্য		(৳৳৳৳৳৳)

মোট মুনাফা		৳ ৳ ৳ ৳ ৳
বাদ: পরিচালন ব্যয়:		
বিক্রয় ও বিতরণ খরচ:		
বিজ্ঞাপন খরচ	৳ ৳ ৳ ৳ ৳	
বিক্রয় কর্মীর বেতন ও কমিশন	৳ ৳ ৳ ৳ ৳	
অন্যদায়ী পাওনা	৳ ৳ ৳ ৳ ৳	
নতুন অন্যদায়ী পাওনা সৃষ্টি	৳ ৳ ৳ ৳ ৳	
শো-রুম সংরক্ষিত ব্যবসায়ী খরচ	৳ ৳ ৳ ৳ ৳	
স্টোর সরবরাহ খরচ	৳ ৳ ৳ ৳ ৳	
স্টোর ইকুইপমেন্টের অবচয়	৳ ৳ ৳ ৳ ৳	
ক্রমণ খরচ	৳ ৳ ৳ ৳ ৳	
বিক্রয় পরিবহন/ পণ্য সরবরাহ খরচ	৳ ৳ ৳ ৳ ৳	
প্যাকিং খরচ	৳ ৳ ৳ ৳ ৳	(৳ ৳ ৳ ৳ ৳)
প্রশাসনিক খরচ:		
অফিস বেতন খরচ	৳ ৳ ৳ ৳ ৳	
তাক্সা খরচ	৳ ৳ ৳ ৳ ৳	
অলো ও বিদ্যুৎ	৳ ৳ ৳ ৳ ৳	
বিমা খরচ	৳ ৳ ৳ ৳ ৳	
বিবিধ সাধারণ খরচ	৳ ৳ ৳ ৳ ৳	
আসবাবপত্রের অবচয়	৳ ৳ ৳ ৳ ৳	
বন্ত্রপাতির অবচয় (উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠান না হলে)	৳ ৳ ৳ ৳ ৳	
দাখলের অবচয়	৳ ৳ ৳ ৳ ৳	
সাপ্লাইজ খরচ	৳ ৳ ৳ ৳ ৳	
টেলিফোন খরচ	৳ ৳ ৳ ৳ ৳	(৳ ৳ ৳ ৳ ৳)
পরিচালন মুনাফা		৳ ৳ ৳ ৳ ৳
যোগ (বাদ): নিট অপরিচালন আয় (ক্ষতি)		
অপরিচালন আয়:		
বিনিয়োগের সুদ	৳ ৳ ৳ ৳ ৳	
প্রাপ্য নোটের সুদ	৳ ৳ ৳ ৳ ৳	
উপ-ভাড়া প্রাপ্তি	৳ ৳ ৳ ৳ ৳	
কমিশন প্রাপ্তি	৳ ৳ ৳ ৳ ৳	
সম্পত্তি বিক্রয়জনিত লাভ	৳ ৳ ৳ ৳ ৳	৳ ৳ ৳ ৳ ৳
অপরিচালন ব্যয়:		
ঋণের সুদ	৳ ৳ ৳ ৳ ৳	
প্রদেয় নোটের সুদ	৳ ৳ ৳ ৳ ৳	
স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রয়জনিত ক্ষতি	৳ ৳ ৳ ৳ ৳	
অস্বাভাবিক ক্ষতি	৳ ৳ ৳ ৳ ৳	(৳ ৳ ৳ ৳ ৳)
নিট মুনাফা		৳ ৳ ৳ ৳ ৳

একধাপ আয় বিবরণী (Single Step Income Statement): এক ধাপ আয় বিবরণী সাধারণত সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে বেশি ব্যবহার করা হয়। এ ধরনের বিবরণীতে সকল আয় থেকে সকল ব্যয়সমূহ একসাথে বাদ দিয়ে নিট লাভ নির্ণয় করা হয়ে থাকে। এখানে বহুধাপ আয় বিবরণীর মতো মোট লাভ, পরিচালন ব্যয়, নিট মুনাফা নির্ণয় না করে সরাসরি সকল আয়গুলো একবারে যোগ করে তা থেকে সকল ব্যয়গুলো একসাথে বাদ দিয়ে নিট লাভ নির্ণয় করা হয়।

নিচে একধাপ আয় বিবরণীর একটি নমুনা দেয়া হলো—

শফিক মোরামত স্টোর

বিশদ আয় বিবরণী

-----সালের-----তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
রাজস্ব		
সেবা থেকে আয়	৳৳৳৳৳৳	৳৳৳৳৳
যোগ: স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রয়জনিত লাভ	৳৳৳৳৳৳	
সুদ আয়	৳৳৳৳৳৳	
কমিশন আয়	৳৳৳৳৳৳	
অন্যান্য আয় (যদি থাকে)	৳৳৳৳৳৳	
মোট রাজস্ব		৳৳৳৳৳
বাদ: ব্যয়সমূহ:		
বিক্রয় খরচ	৳৳৳৳৳৳	
ভাড়া	৳৳৳৳৳৳	
সরবরাহ খরচ	৳৳৳৳৳৳	
প্রশাসনিক খরচ	৳৳৳৳৳৳	
সকল ধরনের অবচয়	৳৳৳৳৳৳	
বিবিধ ক্ষতি/ স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রয়জনিত ক্ষতি	৳৳৳৳৳৳	
সুদ খরচ	৳৳৳৳৳৳	
অন্যান্য খরচ (যদি থাকে)	৳৳৳৳৳৳	
নিট মুনাফা		(৳৳৳৳৳৳)
		৳৳৳৳৳৳৳৳

আয় বিবরণীর গুরুত্ব

কারবার প্রতিষ্ঠানের তথ্য প্রদানের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিলা হলো আয় বিবরণী। এ বিবরণীর বিভিন্ন তথ্য নিয়ে একজন গবেষক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মানবিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিশ্লেষণ করতে পারেন। এ বিবরণীর সাহায্যে একটি নির্দিষ্ট হিসাবকালে কোন কোন উৎস থেকে আয় অর্জন হয়েছে এবং কোন কোন উৎসে ব্যয় হয়েছে তা জানা যায়। আয় বিবরণী থেকে প্রতিষ্ঠানের বর্তমান গতিবিধি জানা যায়। এছাড়া এ বিবরণীর সাহায্যে পূর্ববর্তী হিসাব কালের সাথে কিংবা একই জাতীয় অন্য প্রতিষ্ঠানের সাথে বিবিধ বিষয়ের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা যায়। এ বিবরণী প্রতিষ্ঠানের আয় বৃদ্ধির যে সকল উপাদান কাজ করে সে সম্পর্কে ইঙ্গিত প্রদান করে। অন্যদিকে ব্যয় বৃদ্ধির সন্ধানবাক্যেও সতর্ক করতে সাহায্য করে। আয় বিবরণীর সাহায্যে প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধি বা অবনতির প্রবণতা জানা যায়। সর্বোপরি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পরিচালন দক্ষতা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এ আয় বিবরণী প্রদান করে থাকে।

৯.০৩ মালিকানা স্বত্ব বিবরণী ও এর প্রস্তুতপ্রণালি

Owners Equity Statement and its Preparation Procedure

মালিকানা স্বত্ব করতে আরম্ভ প্রতিষ্ঠানে মালিকের অধিকারের অর্থিক পরিমাণকে বুঝায়। হিসাবকাল শেষে মালিকানা স্বত্বের পরিমাণ কত তা মালিকানা স্বত্ব বিবরণীর সাহায্যে নির্ণয় করা যায়। এর দ্বারা হিসাবকালের শুরুতে কি পরিমাণ মালিকানা স্বত্ব ছিল এবং সারা হিসাবকালে এর কি পরিমাণ বৃদ্ধি বা হ্রাস পেয়েছে তা জানা যায়। মালিকানা স্বত্ব বিবরণীতে মালিকের প্রারম্ভিক মূলধনের সাথে নিট লাভ যোগ করতে হয়। ক্ষতি হলে তা বিয়োগ করতে হয়। উত্তোলন থাকলে তাও বিয়োগ দিতে হবে। অন্যদিকে অতিরিক্ত মূলধন থাকলে তা যোগ করতে হয়। নিচে মালিকানা স্বত্ব বিবরণীর একটি ছক দেয়া হলো—

শফিক মোরামত স্টোর

মালিকানা স্বত্ব বিবরণী

-----সালের-----তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা
প্রারম্ভিক মূলধন	*****
যোগ: নিট লাভ	*****
অতিরিক্ত মূলধন	*****
বাদ: উত্তোলন	(****)
মালিকানা স্বত্ব	*****

৯.০৪ স্থায়ী সম্পদ, বিনিয়োগ, চলতি সম্পত্তি, দীর্ঘমেয়াদি দায় ও চলতি দায়ের পরিচিতি

Introduction to Fixed Assets, Investment, Current Assets, Current Liabilities & Long Term Liabilities

১. সম্পদ (Assets)

যে উৎস থেকে ভবিষ্যতে সুবিধা পাওয়া যাবে এবং যার উপর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে তাকে সম্পত্তি বলে। Weygandt, Kieso & Kimmel এর মতে, 'Assets are the resources owned by business' তারা আরো বলেন, 'The common characteristic possessed by all assets is the capacity to provide future service or benefit' অন্যভাবে বলা যায়, 'In financial accounting, assets are economic resources. Anything tangible or intangible that is capable of being owned or controlled to produce value and that is held to have positive economic value is considered an asset.' সম্পত্তিকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা—দৃশ্যমান সম্পত্তি ও অদৃশ্যমান সম্পত্তি। দৃশ্যমান সম্পত্তি হলো সে সকল সম্পত্তি যা ধরা যায় এবং দেখা যায়। যেমন—দালান, জমি, আসবাবপত্র, মজুদপত্র প্রভৃতি। অন্যদিকে যে সম্পত্তি দেখা যায় না বা ধরা যায় না কিন্তু সম্পত্তি হিসেবে উত্তরপত্র দেওয়াতে হয় তাকে অদৃশ্যমান সম্পত্তি বলে। যেমন—সুনাম, প্যাটেন্ট, ট্রেডমার্ক, মরালিটি প্রভৃতি। দৃশ্যমান সম্পত্তিকে আবার চলতি সম্পত্তি, স্থায়ী সম্পত্তি, বিনিয়োগ-এ তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

২. স্থায়ী সম্পদ (Fixed Assets):

মূল্যায়ন অর্জনের উদ্দেশ্যে যে সম্পত্তি দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসায় ব্যবহার করা যাবে তাকে স্থায়ী সম্পত্তি বলে। এ সকল সম্পত্তি সহজে নগদে রূপান্তর করা হয় না কিংবা বিক্রয়ের জন্য সজ্জা করা হয় না। স্থায়ী সম্পদকে Plant, Property & Equipment বলা হয়ে থাকে। সেমল-দালান, আসবাবপত্র, জমি, কলকজা প্রভৃতি। জমি বাসে অন্য সম্পত্তিগুলো ব্যবহারের ফলে এর বর্ধকমতাস্থাপন পায়। তাই সেগুলোর জন্য প্রতি বছর হিসাবে অবচর দেখাতে হয়।

৩. বিনিয়োগ (Investment)

লাভ বা মূল্য বৃদ্ধির প্রত্যাশায় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অব্যবহৃত অর্থের দীর্ঘমেয়াদে জন্য বহিঃপ্রবাহ বিনিয়োগ বলে। হিসাববিজ্ঞানের দৃষ্টিতে লাভ বা মূল্য বৃদ্ধির আশায় দীর্ঘ মেয়াদে ঋণগ্রহণ, শেয়ার এবং প্রাকৃতিক সম্পদে অর্থ বাটিলোকে বিনিয়োগ বলে।

৪. চলতি সম্পদ (Current Assets)

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের যে সম্পত্তিসমূহ এক বছর বা গড় পরিচালন চক্র (Average Operating cycle) এর মধ্যে যেটি বড় সে সময়ের মধ্যে নগদে রূপান্তর হয় তাকে চলতি সম্পত্তি বলে। অন্যভাবে বলা যায়, যে সম্পত্তিসমূহ চলতি দায় পরিশোধ করতে ব্যবহার করা হয় তাকে চলতি সম্পত্তি বলে। চলতি সম্পত্তির মধ্যে নগদ, ব্যাংক জমা, স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগ, মজুদ পণ্য, প্রাপ্য বিল, অগ্রিম বরচ, বকেয়া আয়, প্রাপ্য হিসাব, প্রাপ্য নোট প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত।

৫. গড় পরিচালন চক্র (Average Operating cycle)

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের গড়ে নগদ টার্ম থেকে নগদে রূপান্তরের গড় সময়কালকে গড় পরিচালন চক্র বলে। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান নগদ টার্ম থেকে পণ্য ক্রয়ে মজুদপণ্য সৃষ্টি হয়। তা আবার ধারে বিক্রয় করে প্রাপ্য হিসাব থেকে প্রাপ্ত নোট হলে আবার নগদে রূপান্তর হয়। এই নগদ থেকে নগদে রূপান্তর হতে যে গড় সময় লাগে তাকে গড় পরিচালন চক্র বলে।



৬. দীর্ঘমেয়াদি দায় (Long term Liabilities)

যে দায় এক বছর বা এক পরিচালন চক্র এর মধ্যে যেটি বড় সে সময়ের পরে পরিশোধ করা হয় তাকে দীর্ঘমেয়াদি দায় বলে।

এ ধরনের দায়ের মাধ্যমে অর্থসংস্থান করে সাধারণত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী সম্পত্তি অর্জন করে থাকে। এ দায়ের জন্য সাধারণত একটি নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রদান করা হয়। ঋণ (দীর্ঘমেয়াদি), ঋণ পত্র, বন্ধকী ঋণ, দীর্ঘমেয়াদি দায়ের উদাহরণ।

৭. চলতি দায় (Current Liabilities)

হিসাবকলা বা পরিচালন চক্র এর মধ্যে যেটি বড় এ সময়ের মধ্যে যে দায় পরিশোধ করতে হয় তাকে চলতি দায় বলে। অন্যভাবে বলা যায়, যে দায় চলতি সম্পত্তি থেকে পরিশোধ করা হয় তাকে চলতি দায় বলে। চলতি দায়গুলো হলো ব্যাংক জমাতিরিক্ত, পাওনাদার, স্বল্পমেয়াদি ঋণ, প্রদেয় হিসাব, প্রদেয় নোট, বকেয়া বরচ, অগ্রিম আয় প্রভৃতি।

৯.০৫ আর্থিক অবস্থার বিবরণী ও এর প্রস্তুতপ্রণালি

Statement of Financial position & its Preparation Procedure

আর্থিক বিবরণীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো আর্থিক অবস্থার বিবরণী বা উদ্বর্তপত্র নামে পরিচিত। নির্দিষ্ট তারিখে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি ও দায়ের বিবরণীকে উদ্বর্তপত্র বলে। আর্থিক অবস্থার বিবরণীকে Snapshot বলা হয়। Payal & Larson এর মতে, 'Balance Sheet is a financial report showing the assets, liabilities and owners equity of an enterprise on a specific date' আর্থিক অবস্থার বিবরণীর তিনটি অংশ থাকে। সম্পত্তি, দায় ও মালিকানা স্বত্ব। প্রথমে সম্পত্তিগুলো তারতম্যের ভিত্তিতে পরে একই পদ্ধতিতে দায়গুলো এবং সর্বশেষ মালিকানা স্বত্ব দেখাতে হয়। আর্থিক অবস্থার বিবরণী সব সময় সম্পত্তি = দায় + মালিকানা স্বত্ব হতে হয়। দু'তরফা দাবি পদ্ধতির কারণে বা হিসাব সমীকরণের কারণে এ ধরনের সমতা হয়ে থাকে। সাধারণত সমন্বিত রেওয়ামিল থেকে সম্পত্তি ও দায়গুলো এবং মালিকানা স্বত্ব বিবরণীর সমাপনী জের নিয়ে আর্থিক অবস্থার বিবরণী তৈরি করা হয়। গুরুত্ব (Importance): একটি নির্দিষ্ট তারিখে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি ও দায়ের তালিকাকে আর্থিক অবস্থার বিবরণী বলে। এটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এর দ্বারা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কতটা আর্থিকভাবে ব্যয়লাভ আনা যায়। উদ্বর্তপত্রের সাহায্যে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি দায় পরিশোধ ক্ষমতা জানা যায়। স্থায়ী সম্পত্তি কয়েকটি উৎস থেকে অর্থসংগ্রহ করা সঠিক হবে সে ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে থাকে। এর সাহায্যে ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মক্ষমতা পরিমাপ করা যায়। কারবার প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ গতিবিধি অনুমান করা যায় এবং সর্বোপরি ভবিষ্যতে পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে থাকে।

প্রস্তুত প্রণালি (Preparation Procedure): অধিকাংশ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের শ্রেণিবদ্ধ (Classified Balance Sheet) আর্থিক অবস্থার বিবরণী তৈরি করে থাকে। শ্রেণিবদ্ধ আর্থিক অবস্থার বিবরণীর সম্পত্তি ও দায়কে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। এখানে সম্পত্তিসমূহকে চলতি সম্পত্তি, দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ, স্থায়ী সম্পত্তি ও অদৃশ্য সম্পত্তি অন্যদিকে দায়সমূহকে চলতি দায়, দীর্ঘমেয়াদি দায় ও মালিকানা স্বত্ব শ্রেণিতে বিভক্ত করে আর্থিক অবস্থার বিবরণীকে সাজানো হয়। নিচে আর্থিক অবস্থার বিবরণীর একটি নমুনা প্রদান করা হলো—

শফিক মোরামত স্টোর

আর্থিক অবস্থার বিবরণী

-----সালের-----তারিখের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
<u>সম্পত্তিসমূহ</u>		
চলতি সম্পত্তি:		
নগদ	৳৳৳৳৳	
ব্যাংক	৳৳৳৳৳	
প্রাপ্য নোট	৳৳৳৳৳	
প্রাপ্য হিসাব	৳৳৳৳৳	
মজুদপণ্য	৳৳৳৳৳	
সরবরাহ	৳৳৳৳৳	

স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগ	০০০০০০	
অগ্রিম খরচ	০০০০০০	
বকেয়া আয়	০০০০০০	
মোট চলতি সম্পদ		০০০০০০
দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ:		
বিনিয়োগ		০০০০০০
স্থায়ী সম্পত্তি :		
দালানকোঠা	০০০০০০	
বাদ: অবচয় সম্বন্ধিত	০০০০০০	০০০০০০
কলকজা	০০০০০০	
বাদ: অবচয় সম্বন্ধিত	০০০০০০	০০০০০০
আসবাবপত্র	০০০০০০	
বাদ: অবচয় সম্বন্ধিত	০০০০০০	০০০০০০
মোট স্থায়ী সম্পত্তি		০০০০০০
মোট সম্পত্তি		০০০০০০
দায় ও মূলধন:		
চলতি দায়:		
ব্যাংক জমাতিবন্ধ	০০০০০০	
প্রদেয় হিসাব	০০০০০০	
প্রদেয় শেট	০০০০০০	
বকেয়া খরচ	০০০০০০	
অগ্রিম আয়	০০০০০০	
স্বল্পমেয়াদি ঋণ	০০০০০০	
মোট চলতি দায়		০০০০০০
দীর্ঘমেয়াদি দায়:		
ঋণ		০০০০০০
মোট দায়		০০০০০০
মালিকানা স্বত্ব (সমাপনী জের)		০০০০০০
দায় ও মালিকানা স্বত্ব		০০০০০০

৯.০৬ প্রয়োজনীয় সমন্বয়সাধন করে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ

Financial Statement Preparation by making or solving necessary adjustment

সমস্যা ও সমাধান

সমস্যা: ১ মি. আহসান একটি সেবা প্রদানকারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিক। তিনি ২০১২ সালের ১ জানুয়ারি থেকে তার ব্যবসায় পরিকল্পনা করেন। ২০১২ সালের ৩১ জানুয়ারি তারিখে তার ব্যবসায়ের রেওয়ামিল নিম্নরূপ:

মি. আহসান

রেওয়ামিল

৩১-০১-২০১২

হিসাব শিরোনাম	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
মূলধন		৪০,০০০
উত্তোলন	১,২০০	
সেবা আয় হিসাব		৩৫,০০০
বেতন খরচ	৫,০০০	
শ্রমণ খরচ	৩,০০০	
ভাড়া	২,৫০০	
বিবিধ খরচ	৫০০	
প্রদেয় হিসাব		২৫,০০০
প্রদেয় নোট		২০,০০০
ঘন্থপাতি	৬০,০০০	
অগ্রিম বিমা	৪,৮০০	
সরবরাহ	২,১০০	
প্রাপ্য হিসাব	১১,২৫০	
নগদ	২৯,৬৫০	
	১২০,০০০	১২০,০০০

অন্যান্য তথ্যসমূহ:

১. ১,৫০০ টাকার সরবরাহ অব্যবহৃত আছে।
২. ঘন্থপাতির উপর ১০% অবচর ধার্য করতে হবে।
৩. ১২% হারে প্রদেয় নোটের উপর সুদ ধরতে হবে।
৪. বিমা প্রতিমাসে ৪০০ টাকা খরচ দেখাতে হবে।
৫. সেবা প্রদান করা হয়েছে ১,৫০০ টাকা কিন্তু এখনও বিল উপস্থাপন করা হয়নি।

কল্পনায়:

- ক. বিশদ আয় বিবরণী।
- খ. মালিকানা স্বত্ব বিবরণী প্রস্তুত কর।
- গ. আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত কর।

সমাধান: ১

ক.

মি. আহসান

বিশদ আয় বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ জানুয়ারি তারিখে সমাপ্ত মাসের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
<u>রাজস্ব</u>		
সেবা আয়	৩৫,০০০	
যোগ: অনাদারী	<u>১,৫০০</u>	৩৬,৫০০
খরচ সমূহ:		
বেতন খরচ	৫,০০০	
ভ্রমণ খরচ	৩,০০০	
ভাড়া খরচ	২,৫০০	
বিবিধ খরচ	৫০০	
বিমা খরচ	৪০০	
সরবরাহ খরচ	৬০০	
প্রদেয় নোটের সুদ	২০০	
যন্ত্রপাতির অবচয়	৫০০	
মোট খরচ		(১২,৭০০)
নিট লাভ		<u>২৩,৮০০</u>

খ.

মি. আহসান

মালিকানা স্বত্ব বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের জন্য

বিবরণ	টাকা
মূলধন	৪০,০০০
যোগ: নিট লাভ	২৩,৮০০
বাদ: উত্তোলন	(১,২০০)
মালিকানা স্বত্ব	<u>৬২,৬০০</u>

গ.

মি. আহসান

অর্থিক অবস্থার বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ জানুয়ারি তারিখের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
<u>সম্পত্তিসমূহ</u>		
মগন	২৯,৬৫০	
প্রাপ্য হিসাব	১১,২৫০	
সরবারহ	১,৫০০	
অগ্রিম বিমা	৪,৪০০	
অনাদারী সেবা আয়	<u>১,৫০০</u>	

বহুপাতি	৬০,০০০		
বাদ: অবচর সঞ্চিতি	৫০০	৫৯,৫০০	
মোট সম্পত্তি			১,০৭,৮০০
দায়সমূহ			
প্রদেয় হিসাব		২৫,০০০	
প্রদেয় নোট		২০,০০০	
সুদ বকেয়া		২০০	৪৫,২০০
মালিকানা স্বত্ব			৬২,৬০০
মোট দায় ও মালিকানা স্বত্ব			১,০৭,৮০০

সমন্বয়: ২ আমান ট্রেজারীর ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের ব্যবসার রেওয়ামিল নিম্নরূপ:

আমান ট্রেজারী
রেওয়ামিল
৩১-১২-২০১২

হিসাব শিরোনাম	টাকা	টাকা
নগদ	৩০,০০০	
অগ্রিম বিমা	৫,৬০০	
অফিস সরঞ্জাম	৫০,০০০	
অবচর সঞ্চিতি - অফিস সরঞ্জাম		৬,০০০
প্লান্ট	৬০,০০০	
অবচর সঞ্চিতি - প্লান্ট		৫,০০০
অনুপার্জিত সেবা আয়		৬,০০০
মূলধন - আমান		১,০০,০০০
উত্তোলন - আমান	১৫,০০০	
বেতন খরচ	৮,৫০০	
অতিরিক্ত মূলধন		১০,০০০
বিজ্ঞাপন খরচ	১৫,০০০	
ভাড়া খরচ	২,৫০০	
অফিস সরবরাহ খরচ	১,৮০০	
প্রাপ্য হিসাব	৪০,০০০	
প্রদেয় হিসাব		১৫,০০০
প্রদেয় নোট		৫,০০০
সেবা আয় হিসাব		৮১,৪০০
	২,২৮,৪০০	২,২৮,৪০০

অন্যান্য তথ্যসমূহ:

১. অনাদায়ী সেবা আয়ের পরিমাণ ৫,০০০ টাকা।
২. বছর শেষে সরবরাহ মজুদের পরিমাণ ৫০০ টাকা
৩. বেতন বকেয়া আছে ২,৫০০ টাকা।
৪. অনুপার্জিত সেবা আয়ের ৩,৫০০ টাকা অর্জিত হয়েছে।
৫. প্রাপ্য হিসাবের ২,০০০ টাকা আদায়যোগ্য নয়।
৬. স্থায়ী সম্পত্তির উপর ১০% অবচয় ধার্য করতে হবে।
৭. অগ্রিম বিমার ১৬০০ টাকা এখনও অগ্রিম আছে।

- করপীয়া: ক. বিশদ আয় বিবরণী।
খ. মালিকানা স্বত্ব বিবরণী।
গ. আর্থিক অবস্থার বিবরণী।

সমাধান: ২

ক.

আমান ট্রেডার্স
বিশদ আয় বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
রাজস্ব		
সেবা আয় হিসাব	৮১,৪০০	৮৯,৯০০
যোগ: অনাদায়ী সেবা আয়	৫,০০০	
যোগ: অনাদায়ী সেবা আয়	৩,৫০০	
নিট রাজস্ব		
বাদ: খরচসমূহ		
বেতন	৮,৫০০	
যোগ: বকেয়া	২,৫০০	
বিজ্ঞপন খরচ	১৫,০০০	
ভাড়া খরচ	২,৫০০	
অফিস সরবরাহ খরচ	১,৮০০	
বাদ: অব্যবহৃত অফিস সরবরাহ	(৫০০)	
অনাদায়ী প্রাপ্য হিসাব	২,০০০	৮৬,৮০০
বিমা খরচ	৪,০০০	
অবচয় হিসাব:		
প্লস্ট	৬,০০০	
অফিস সরঞ্জাম	৫,০০০	
মোট খরচ		(৪৬,৮০০)
নিট লাভ		৪৩,১০০

খ.

আমান ট্রেডার্স
মালিকানা স্বত্ব বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা
মূলধন	১,০০,০০০
যোগ: নিট ল্যাভ	৪৩,১০০
বাদ: উল্লেখন	(১৫,০০০)
যোগ: অতিরিক্ত মূলধন	১০,০০০
সমাপনী মূলধন:	১,৩৮,১০০

গ.

আমান ট্রেডার্স
অর্থিক অবস্থার বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
<u>সম্পত্তিসমূহ</u>		
নগদ	৩০,০০০	
অগ্রিম বিমা	১,৬০০	
অফিস সরবরাহ	৫০০	
প্রাপ্য হিসাব	৪০,০০০	
বাদ: অনাদায়ী	(২,০০০)	
যোগ: অনাদায়ী সেবা আয়	৫,০০০	৪৩,০০০
অফিস সরঞ্জাম	৫০,০০০	
বাদ: অবচয় সম্বন্ধিত - অফিস সরঞ্জাম	(১১,০০০)	৩৯,০০০
প্রান্ট	৬০,০০০	
বাদ: অবচয় সম্বন্ধিত প্রান্ট	(১১,০০০)	৪৯,০০০
মোট সম্পত্তি		১,৬৩,১০০
<u>দায়সমূহ</u>		
বেতন বকেয়া	২,৫০০	
অনুপার্জিত সেবা আয় (৬,০০০ - ৩,৫০০)	২,৫০০	
গ্রন্থের হিসাব	১৫,০০০	
গ্রন্থের মোট হিসাব	৫,০০০	
মোট দায়		২৫,০০০
মালিকানা স্বত্ব		১,৩৮,১০০
মোট দায় ও মালিকানা স্বত্ব		১,৬৩,১০০

সমস্যা: ৩ মি. আসলাম ২০১৩ সালের ৩১ মার্চ তারিখে বছর প্রথম তিন মাসের রেওয়ামিল নিম্নরূপ:

মি. আসলাম

রেওয়ামিল

৩১-০৩-২০১৩

হিসাব শিরোনাম	টাকা	টাকা
নগদ	১১,৪৬০	
প্রাপ্য হিসাব	৯,০০০	
অফিস সরবরাহ	১,৮০০	
অগ্রিম ভাড়া	১,৬০০	
অগ্রিম বিমা	১,৪৪০	
অফিস সরঞ্জাম	৭,০০০	
প্রদেয় হিসাব		১,৫০০
অনুপার্জিত কমিশন		৪,৮০০
মি. আসলামের মূলধন		১৫,০০০
মি. আসলামের উত্তোলন	৪,৫০০	
কমিশন আয়		২০,০০০
মজুরি	৩,৮০০	
অন্যান্য খরচ	৭০০	
	৪১,৫০০	৪১,৫০০

অন্যান্য তথ্য:

১. ৩০০ টাকার অফিস সরবরাহ অব্যবহৃত আছে।
২. অগ্রিম ভাড়া জানুয়ারি ১ তারিখে ৪ মাসের জন্য প্রদান করা হয়।
৩. অগ্রিম বিমা ১ বছরের ১ ফেব্রুয়ারি ১ বছরের জন্য প্রদত্ত হয়েছে।
৪. অনুপার্জিত কমিশন মার্চ ১ তারিখে ৬ মাসের জন্য প্রাপ্য।
৫. মজুরি ৩১ শে মার্চ পর্যন্ত ১৫০ টাকা বকেয়া আছে।

করণীয়: ক. বিশদ আয় বিবরণী।
 খ. মাগিকলা স্বত্ব বিবরণী।
 গ. আর্থিক অবস্থার বিবরণী।

সমাধান: ৩

ক.

মি. আসলাম

বিশদ আয় বিবরণী

২০১৩ সালের ৩১ মার্চ ৩ মাসের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
রাজস্ব: কমিশন আয়	২০,০০০	
যোগ: অনুপার্জিত কমিশন	৮০০	
নিট রাজস্ব		২০,৮০০

বাদ: খরচসমূহ			
অফিস সরবরাহ	১,৮০০		
বাদ: অব্যবহৃত	৩০০	১,৫০০	
ভাড়া	(১৬০০ × ৩/৪)	১,২০০	
বিমা	(১৪৪০ × ২/১২)	২৪০	
মজুরি	৩,৮০০		
যোগ: বকেয়া	১৫০	৩,৯৫০	
অন্যান্য খরচ		৭০০	
মোট ব্যয়			(৭,৫৯০)
নিট লাভ			১৩,২১০

খ.

মি. আসলাম

মালিকানা স্বত্ব বিবরণী

২০১৩ সালের ৩১ মার্চ তারিখে ও মাসের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
মি. আসলামের মূলধন	১৫,০০০	
নিট লাভ	১৩,২১০	
উত্তোলন	(৪,৫০০)	
মালিকানা স্বত্ব		২৩,৭১০

গ.

মি. আসলাম

অর্থিক অবস্থার বিবরণী

২০১৩ সালের ৩১ মার্চ তারিখের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
<u>সম্পত্তিসমূহ</u>		
নগদ	১১,৪৬০	
প্রাপ্য হিসাব	৯,০০০	
অফিস সরবরাহ	৩০০	
অগ্রিম ভাড়া	৪০০	
অফিস সরঞ্জাম	৭,০০০	
বিমা অগ্রিম	১,২০০	২৯,৩৬০
মোট সম্পত্তি		২৯,৩৬০
<u>দায়সমূহ:</u>		
প্রদেয় হিসাব	১,৫০০	
অনুপার্জিত কমিশন	৪,০০০	
মজুরি বকেয়া	১৫০	
মোট দায়		৫,৬৫০
মালিকানা স্বত্ব		২৩,৭১০
মোট দায় ও মালিকানা স্বত্ব		২৯,৩৬০

সমস্যা: ৪ মরশুমি গেস্ট হাউজ ১ জুন ২০১৩ সালে ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ৩০ জুন তারিখে তার রেওয়ামিল নিম্নরূপ:

মরশুমি গেস্ট হাউজ
রেওয়ামিল
৩০-৬-২০১৩

হিসাব শিরোনাম	টাকা	টাকা
নগদ	২৫,০০০	
সাপ্লাইজ	১৮,০০০	
অগ্রিম বিমা	২৪,০০০	
দালান	১,৫০,০০০	
আসবাবপত্র	১,৭০,০০০	
জমি	৫,৯০,০০০	
ধনের বিল		৫০,০০০
অনুপার্জিত ভাড়া		৩৫,০০০
বন্ধকী ঋণ		২,৫০,০০০
মূলধন		৬,০০,০০০
উত্তোলন	১০,০০০	
ভাড়া আয়		৯৫,০০০
বিজ্ঞাপন খরচ	৫,০০০	
বেতন খরচ	৩০,০০০	
ইউটিলিটি খরচ	৮,০০০	
	১০,৩০,০০০	১০,৩০,০০০

সমস্বয়সমূহ:

১. বিমা প্রতি মাসে ২০০০ টাকা মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে।
২. সাপ্লাইজ গণনা করে ৩১ জুন তারিখে অব্যবহৃত আছে ৯,০০০ টাকা।
৩. দালান ও আসবাবপত্রের উপর ১০% হারে অবচয় ধরতে হবে।
৪. বন্ধকী ঋণের উপর ১০% সুদ ধরতে হবে। ১ জুন তারিখে ঋণ গ্রহণ কাজ করেছে।
৫. অনুপার্জিত ভাড়ার ২০,০০০ টাকা অর্জিত হয়েছে। চলতি মাসের মোট বেতনের পরিমাণ ৪০,০০০ টাকা।

করনীতি: ক. বিশদ আয় বিবরণী।

খ. মালিকানা স্বত্ব বিবরণী।

গ. আর্থিক অবস্থার বিবরণী।

সমাধান: ৪

ক.

মরশুমি গেস্ট হাউজ

বিশদ আয় বিবরণী

২০১৩ সালের জুন মাসের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
<u>রাজস্ব:</u>		
ভাড়া আয়	৯৫,০০০	

মোঃ: অনুপার্জিত ভাড়া আয়	২০,০০০	১,১৫,০০০
নিট রাজস্ব		
ব্যয়সমূহ:		
সাপ্লাইজ খরচ (১৮,০০০ - ৯,০০০)	৯,০০০	
বিমা খরচ	২,০০০	
বিজ্ঞাপন খরচ	৫,০০০	
বেতন খরচ	৪০,০০০	
ইউটিলিটি খরচ	৮,০০০	
ঋণের সুদ (২৫০,৮০০ × ১০% × ১/১২)	২,০৮৩	
অবচয়:		
দাখান- (১৫০,০০০ × ১০% × ১/১২)	১,২৫০	
আসবাবপত্র- (১৭০,০০০ × ১০% × ১/১২)	১,৪১৭	
মোট ব্যয়		(৬৮,৭৫০)
নিট লাভ		৫৬,২৫০

খ.

মহানামতি পোস্ট হাউজ

মালিকানা স্বত্ব বিবরণী

২০১৩ সালের ৩০ জুন তারিখে সমাপ্ত মাসের জন্য

বিবরণ	টাকা
মূলধন	৬,০০,০০০
(+) নিট লাভ	৪৬,২৫০
(-) উত্তোলন	(১০,০০০)
মালিকানা স্বত্ব	৬,৩৬,২৫০

গ.

মহানামতি পোস্ট হাউজ

অর্থিক অবস্থার বিবরণী

২০১৩ সালের ৩০ জুন তারিখের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
<u>সম্পত্তিসমূহ</u>		
নগদ	২৫,০০০	১,৬৩,৩৩৩
সাপ্লাইজ	৯,০০০	
অগ্রিম বিমা	২২,০০০	
দাখান	১,৫০,০০০	
অবচয়	১,২৫০	
আসবাবপত্র	১,৭০,০০০	
বাদ: অবচয়	১,৪১৭	
জমি	৫,৯০,০০০	
মোট সম্পত্তি		

দায়সমূহ:		
বকেয়া বেতন	১০,০০০	
প্রদেয় হিসাব	৫০,০০০	
অনুপার্জিত ভাড়া	১৫,০০০	
ঋণের সুদ	২,০৮৩	
বন্ধকি ঋণ	২,৫০,০০০	৩,২৭,০৮৩
মালিকানা স্বত্ব		৬,৩৬,২৫০
মোট দায় ও মালিকানা স্বত্ব		৯,৬৩,৩৩৩

সমস্যা: ৫ জনাব আলমের ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের রেওয়ামিল নিম্নে ধনত্র হলো:

জনাব আলম

রেওয়ামিল

৩১-১২-২০১২

হিসাব শিরোনাম	টাকা	টাকা
বিক্রয়		১৮,১২,৪০০
বিক্রয় ফেরত	৫,১০০	
ক্রয়	১১,২৬,৫০০	
ক্রয় ফেরত		১৮,৩০০
ক্রয় পরিবহন	৬,৭০০	
বিমা সেলামি	১০,০০০	
বিক্রয়কর্মীর বেতন	১,৯৪,১০০	
ভাড়া খরচ (বিক্রয় খরচ)	৮১,০০০	
অফিস	১,৩০,৪০০	
অফিস সাপ্লাইজ খরচ	১,২০,৪০০	
প্রদেয় হিসাব		২,০০,০০০
অফিস সরঞ্জাম	৫২,১০০	
স্টোর সরঞ্জাম	২,২৪,১০০	
স্টোর সাপ্লাইজ খরচ	১,৮০০	
মজুদ পণ্য	২,০৭,৬০০	
জনাব আলমের মূলধন		২,০০,০০০
মর্গন	২০,৯০০	
প্রাপ্য হিসাব	৫০,০০০	
	২২,৩০,৭০০	২২,৩০,৭০০

সমস্যা সমূহ: ১. সমাপনী মজুদ পণ্য ২,১১,১৫০ টাকা।

২. স্টোর সাপ্লাইজ মজুদ ৩৫০ টাকা এবং অফিস সাপ্লাইজ মজুদ ৫০০০ টাকা।

৩. বিমা সেলামি ৭৮০০ টাকা মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে।

৪. অবচর: স্টোর ইকুইপমেন্ট ১৫,১৫০ টাকা ও অফিস সরঞ্জাম ৫,১০০ টাকা।

ক. বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয় নির্ণয় কর।

খ. বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয় ১১,১১,৩৫০ টাকা হলে নিট লাভের পরিমাণ নির্ণয় কর।

গ. মালিকানা স্বত্বের পরিমাণ ৩,৪৫,৫৫০ টাকা হলে আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত কর।

সমাধান: ৫

ক. বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয় নির্ণয়।

বিবরণ	টাকা	টাকা
প্রারম্ভিক মজুদপণ্য		২,০৭,৬০০
যোগ: জর	১১,২৬,৫০০	
বাদ: ফেরত	১৮,৩০০	১১,০৮,২০০
জর পরিবহন		৬,৭০০
		১৩,২২,৫০০
বাদ: সমাপনী মজুদপণ্য		(২,১১,১৫০)
বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয়		১১,১১,৩৫০

খ.

বিশদ আয় বিবরণী

২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
বিক্রয়	১৮,১২,৪০০	
বাদ: বিক্রয় ফেরত	৫,১০০	
নিট বিক্রয়		১৮,০৭,৩০০
বাদ: বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয়		১১,১১,৩৫০
মোট লাভ		৬,৯৫,৯৫০
বাদ: পরিচালন ব্যয়:		
বিক্রয় খরচ		
বিক্রয় কর্মীর বেতন	১,৯৪,১০০	
ভাড়া	৮১,০০০	
স্টোর সাপ্লাইজ খরচ	১,৮০০	
বাদ: অব্যবহৃত	৩৫০	
অবচয়: স্টোর ইন্সট্রুমেন্ট	১,৪৫০	
প্রশাসনিক ব্যয়:		
অফিস ভাড়া	১,৩০,৪০০	
অফিস সাপ্লাইজ খরচ	১,২০,৪০০	
বাদ: অব্যবহৃত	৫,০০০	
বিমা সেলামি	৭,৮০০	
অফিস সরঞ্জামের অবচয়	৫,১০০	
নিট লাভ		১,৪৫,৫৫০

গ.

জনাব আলম
অর্থিক অবস্থার বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের জাল

বিবরণ	টাকা	টাকা
<u>সম্পত্তিসমূহ</u>		
চলতি সম্পত্তি		
মজুদ পণ্য	২,১১,১৫০	
মগদ	২০,৯০০	
স্টোর সাপ্লাইজ	৩৫০	
অফিস সাপ্লাইজ	৫,০০০	
প্রাপ্য হিসাব	৫০,০০০	
অগ্রিম বিমা (১০,০০০ - ৭৮০০)	২,২০০	২,৮৯,৬০০
<u>স্থায়ী সম্পত্তি:</u>		
অফিস সরঞ্জাম	৫২,১০০	
বাদ: অবচয় সঞ্চিতি	৫,১০০	৪৭,০০০
স্টোর সরঞ্জাম	২,২৪,১০০	
বাদ: অবচয় সঞ্চিতি	১৫,১৫০	২,০৮,৯৫০
মোট স্থায়ী সম্পত্তি		২,৫৫,৯৫০
মোট সম্পত্তি		৫,৫৪,৫৫০
দায়সমূহ ও মালিকানা স্বত্ব:		
চলতি দায়:		
প্রদেয় হিসাব	২,০০,০০০	২,০০,০০০
মালিকানা স্বত্ব		৩,৪৫,৫৫০
মোট দায় ও মালিকানা স্বত্ব		৫,৪৫,৫৫০

সমস্যা: ৬ মি. সাহেদ, ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর আর্থিক বছর শেষে তার ব্যবসায়ের সম্পত্তি রেওয়ামিল ও অন্যান্য তথ্যাবলি নিম্নরূপ:

মি. সাহেদ
রেওয়ামিল
৩১-১২-২০১২

বিবরণ	টাকা	টাকা
মি. সাহেদের মূলধন		১,৭৭,৬০০
মি. সাহেদের উত্তোলন	২৮,০০০	
সম্পদ কর খরচ	৪,৮০০	
উপযোগ খরচ	১১,০০০	
প্রদেয় হিসাব		৮৯,৩০০
প্রাপ্য হিসাব	৫০,৩০০	

অবচয় সম্বন্ধিত দালাল		৫২,৫০০
অবচয় সম্বন্ধিত - বহুপাতি		৪২,৯০০
দালাল	১,৯০,০০০	
দলদ	৪৫,০০০	
অবচয় খরচ-দালাল	১০,৪০০	
অবচয় খরচ-বহুপাতি	১৬,৩০০	
বহুপাতি	১,১০,০০০	
পরিবহন	৩,৬০০	
বিমা খরচ	৭,২০০	
মজুদ পণ্য	৪০,৫০০	
প্রদেয় বন্ধকি		৮০,০০০
অফিস বেতন খরচ	৩২,০০০	
অগ্রিম বিমা	২,৪০০	
বিক্রয়		৬,৫৮,০০০
বিক্রয় ফেরত	৮,০০০	৪,৩০০
প্রদেয় সম্পদ কর		৪,৮২,০০০
ক্রয়		
ক্রয় বাট্টা		১২,০০০
ক্রয় ফেরত		৬,৪০০
বিক্রয় কমীর বেতন খরচ	৭৪,০০০	
বিক্রয় কমিশন খরচ	১৪,৫০০	
প্রদেয় বিক্রয় কমিশন		৪,০০০
	১১,২৭,০০০	১১,২৭,০০০

অন্যান্য তথ্য:

১. সমাপনী মজুদপণ্য মূল্যায়ন করা হয় ৭৫,০০০ টাকা।

২. বিমা খরচ এবং উপযোগ খরচের ৬০% বিক্রয় এবং ৪০% প্রশাসনিক খরচ হিসাবে হিসাবভুক্ত করতে হবে।

৩. দালালের অবচয় ও সম্পত্তি করকে প্রশাসনিক খরচ এবং বহুপাতির অবচয়কে বিক্রয় খরচ ধরতে হবে।

কর্মসূচী: ক. বিশদ আয় বিবরণীর মাধ্যমে নিট লাভ নির্ণয় কর।

খ. মালিকানা স্বত্ব বিবরণী প্রস্তুত কর।

গ. শ্রেণিবদ্ধ আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত কর।

সমাধান: ৬

ক.

মি. সাহেদ
বিশদ আয় বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
বিক্রয় রাজস্ব	৬,৫৮,০০০	
বাদ: বিক্রয় ফেরত	৮,০০০	

নিট বিক্রয়			৬,৫০,০০০
বাদ: বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয়:			
প্রারম্ভিক মজুদ		৪০,৫০০	
ক্রয়	৪,৮২,০০০		
বাদ: ক্রয় ফেরত	(৬,৪০০)		
ক্রয় বাট্টা	(১২,০০০)		
ক্রয় পরিবহন	৩,৬০০		
নিট ক্রয়		৪,৬৭,২০০	
বাদ: সমাপনী মজুদপথ্য		(৭৫,০০০)	
বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয়			(৪,৩২,৭০০)
মোট লাভ			২,১৭,৩০০
বাদ: বিক্রয়কর্মীর বেতন খরচ		৭৪,০০০	
বিমা খরচ	(৭২০০ × ৬০%)	৪,৩২০	
বিক্রয় কমিশন খরচ		১৪,৫০০	
স্বল্পপাতির অবচয়		১৩,৩০০	
উপযোগ খরচ	(৬০%)	৬,৬০০	(১,১২,৭২০)
প্রশাসনিক খরচ: দালালের অবচয়		১০,৪০০	
বিমা খরচ	(৭২০০ × ৪০%)	২,৮৮০	
অফিস বেতন খরচ		৩২,০০০	
সম্পদ কর খরচ		৪৮০০	
উপযোগ খরচ	(১১,০০০ × ৪০%)	৪,৪০০	(৫৪,৪৮০)
নিট লাভ			৫০,১০০

খ.

মি. সাহেদ

মালিকানা স্বত্ব বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা
সাহেদের মূলধন	১,৭৭,৬০০
নিট মুনাফা	৫০,১০০
উত্তোলন	(২৮,০০০)
সমমিত মূলধন	১,৯৯,৭০০

দ.

মি. সাহেদ
অর্থিক অবস্থার বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
<u>সম্পত্তিসমূহ</u>		
চলতি সম্পত্তি:		
প্রাপ্য হিসাব	৫০,৩০০	
নগদ	৪৫,০০০	
অগ্রিম বিমা	২,৪০০	
সমাপনী মজুদপণ্য	৭৫,০০০	
মোট চলতি সম্পত্তি		১,৭২,৭০০
স্থায়ী সম্পত্তি:		
মালাকান	১,৯০,০০০	
বাদ: অবচয় সঞ্চিত	৫২,৫০০	১,৩৭,৫০০
যন্ত্রপাতি	১১,০০০	
বাদ: অবচয় সঞ্চিত	৪২,৯০০	৬৭,১০০
মোট স্থায়ী সম্পত্তি		২,০৪,৬০০
মোট সম্পত্তি		৩,৭৭,৩০০
দায়সমূহ :		
চলতি দায়:		
প্রদেয় হিসাব	৮৯,৩০০	
প্রদেয় সম্পত্তি কর	৪,৩০০	
প্রদেয় বিক্রয় কমিশন	৪,০০০	
মোট চলতি দায়		৯৭,৬০০
দীর্ঘমেয়াদি দায়:		
বন্ধক ঋণ		৮০,০০০
মোট দায়		১,৭৭,৬০০
মালাকানা স্বত্ব		১, ৯৯, ৭০০
মোট দায় ও মালাকানা স্বত্ব		৩, ৭৭, ৩০০

সমস্যা: ৭

মি. আফজালের ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর আর্থিক বছর শেষে রেওয়ামিল নিম্নরূপ:

মি. আফজাল

রেওয়ামিল

৩১-১২-২০১২

বিবরণ	টাকা	টাকা
বিক্রয়		৯,০৪,১০০
বিক্রয় বাটা	৪,৬০০	
পণ্য ক্রয়	৭,০৯,৯০০	
বিক্রয় কর্মীর বেতন	৬৯,৮০০	
উপযোগ খরচ	১৯,৪০০	
মেরামত খরচ	৫,৯০০	
গ্যাস ও জ্বালানি	৭,২০০	
বিমা খরচ	৩,৫০০	
মূলধন		২,৬৭,৮০০
উল্লেখন	১০,০০০	
নগদ		
প্রাপ্য হিসাব	২৫,৪০০	
মজুদপণ্য	৩৭,৬০০	
জমি	৯০,০০০	
দালান	৯২,০০০	
অবচয় স্থিতি - দালান	১,৯৭,০০০	
বহুপাতি	৮৩,৫০০	৫৪,০০০
অবচয় স্থিতি - বহুপাতি		৪২,৪০০
প্রদেয় নোট		৫০,০০০
প্রদেয় বিল		৩৭,৫০০
	১৩,৫৫,৮০০	১৩,৫৫,৮০০

সমস্যা সমাধান:

১. দালান ও কমকজার অবচয় যথাক্রমে ১০,০০০ টাকা ও ৯০০০ টাকা। (উভয়ই প্রশাসনিক খরচ)
২. প্রদেয় নোটের উপর ৭,০০০ টাকা বকেয়া রয়েছে।
৩. সমাপনী মজুদ পণ্য ৮৯,২০০ টাকা।
৪. বেতনের ৮০% বিক্রয় ও ২০% প্রশাসনিক খরচ।
৫. উপযোগী খরচ, মেরামত খরচ এবং বিমা খরচ ১০০% প্রশাসনিক।
৬. ১৫,০০০ টাকার নোট আগামি বছর পরিশোধ করতে হবে।
৭. গ্যাস ও জ্বালানি বিক্রয় সংক্রান্ত খরচ।

করণীয়: ক. বিশদ আয় বিবরণী।

খ. মালিকানা স্বত্ব বিবরণী প্রস্তুত কর।

গ. শ্রেণিবদ্ধ আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত কর।

সমাধান: ৭ ক.

মি. আফজাল
বিশদ আয়্য বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
বিক্রয়	৯,০৪,১০০	
বাদ: বিক্রয় বাট্টা	৪,৬০০	
নিট বিক্রয়		৮,৯৯,৫০০
বাদ: বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয়:		
প্রারম্ভিক মজুদপণ্য	৯০,০০০	
বোগ ক্রয়	৭০৯,৯০০	
বাদ সমাপনী মজুদ	(৮৯,২০০)	(৭,১০,৭০০)
মোট লাভ		১,৮৮,৮০০
বাদ: পরিচালন ব্যয়:		
বিক্রয় খরচ:		
বেতন $(৬৯,৮০০ \times ৮০\%)$	৫৫,৮৪০	
গ্যাস ও জ্বালানি	৭,২০০	
		(৬৩,০৪০)
প্রশাসনিক খরচ:		
অবচয়: দালান	১০,০০০	
যন্ত্রপাতি	৯,০০০	
বেতন $(৬৯,৮০০ \times ২০\%)$	১৩,৯৬০	
উপযোগ খরচ	১৯,৪০০	
মেরামত খরচ	৫,৯০০	
বিমা খরচ	৩,৫০০	(৬১,৭৬০)
পরিচালন মূল্যফ		৬৪,০০০
বাদ: অপরিচালন ব্যয়:		
প্রদেয় নোটের সুদ		(৭,০০০)
নিট মুনাফা		৫৭,০০০

খ.

মি. আফজাল
মালিকানা স্বত্ব বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা
মূলধন	২,৬৭,৮০০
নিট মুনাফা	৫৭,০০০
বাদ: উত্তোলন	(১০,০০০)
মালিকানা স্বত্ব	৩,১৪,৮০০

গ.

মি. আফজাল
অর্থিক অবস্থার বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
<u>সম্পত্তিসমূহ</u>		
চলতি সম্পত্তি:		
নগদ	২৫,৪০০	
প্রাপ্ত হিসাব	৩৭,৬০০	
মজুদপন্য	৮৯,২০০	
মোট চলতি সম্পদ		১,৫২,২০০
স্থায়ী সম্পত্তি:		
জমি	৯২,০০০	
দালাল	১,৯৭,০০০	
বাদ: অবচয় সঞ্চিতি	(৬৪,০০০)	
বস্তুপাতি	৮৩,৫০০	
বাদ: অবচয় সঞ্চিতি	(৫১,৪০০)	
মোট স্থায়ী সম্পত্তি		২,৫৭,১০০
মোট সম্পত্তি		৪০৯,৩০০
দায়সমূহ:		
চলতি দায়:		
প্রদেয় নোট	১৫,০০০	
প্রাপ্য হিসাব	৩৭,৫০০	
প্রদেয় সুদ	৭,০০০	
মোট চলতি দায়		৫৯,৫০০
দীর্ঘমেয়াদি দায়:		
প্রদেয় নোট		৩৫,০০০
মোট দায়		৯৪,৫০০
মালিকানা স্বত্ব		৩,১৪,৮০০
মোট দায় ও মালিকানা স্বত্ব		৪,০৯,৩০০

সমস্যা: ৮ অসিফ ট্রেডার্সের রেওয়ামিল ও অন্যান্য তথ্যাবলি নিম্নরূপ:

অসিফ ট্রেডার্স

রেওয়ামিল

৩১-১২-২০১৩

বিবরণ	টাকা	টাকা
নগদ ও ব্যাংক	৭০,০০০	
গ্রাণ্ড হিসাব	৮০,০০০	
অনাদারী পাওনা সম্বন্ধিত		৩,০০০
গ্রাণ্ড নোট	৫০,০০০	
১০% বিনিয়োগ		৭০,০০০
প্রদেয় নোট		৫০,০০০
১৫% বিনিয়োগ	১,২০,০০০	
মজদুপন্য	৮০,০০০	
সাপ্লাইজ	১০,০০০	
স্টোর ইকুইপমেন্ট	১,০০,০০০	
অবচয় সম্বন্ধিত-স্টোর ইকুইপমেন্ট		২০,০০০
প্রদেয় হিসাব		৩০,০০০
মূলধন		২,২০,০০০
বিক্রয়		৪,০০,০০০
বিক্রয় ফেরত	৫,০০০	
সুদ অবচয়	৩,০০০	
সুদ আয়		১২,০০০
ক্রয়	১,৫০,০০০	
ক্রয় ফেরত		১০,০০০
ক্রয় পরিবহন	১২,০০০	
বেতন	২০,০০০	
বিজ্ঞাপন	২৫,০০০	
অন্যান্য অফিস খরচ	১৫,০০০	
অগ্নিবিমা	২০,০০০	
আইন ও নিরীক্ষা খরচ	১২,০০০	
টেলিফোন বিল	১০,০০০	
ডাঙা	১৮,০০০	
বিবিধ খাত	১৫,০০০	
	৮,১৫,০০০	৮,১৫,০০০

সমন্বয়সমূহ:

১. অগ্নিবিমা বকেয়া আছে ৫০০০ টাকা। অগ্নিবিমার ৪০% বিক্রয় খরচ।
২. অব্যবহৃত সাপ্লাইজের পরিমাণ ৩০০০ টাকা। সাপ্লাইজের ৩০% অফিস খরচ
৩. ভাড়া অগ্রিম ১০,০০০ টাকা। ভাড়ার ৫০% অফিস সংক্রান্ত।
৪. স্টোর ইকুইপমেন্ট এর উপর ১০% অবচয় ধার্য করতে হবে।
৫. অনাদারী পাওনা ২,০০০ টাকা। অনাদারী পাওনা সঞ্চিতি ৫,০০০ টাকা রাখতে হবে।
৬. বেতন ৫,০০০ টাকা বকেয়া আছে। বেতনের ৫০% অফিস খরচ।
৭. সমাপনী মজুদপত্রের মূল্য ১,২০,০০০ টাকা।

- করপীয়: ক. বিশদ আয় বিবরণী।
 খ. মালিকানা স্বত্ব বিবরণী।
 গ. আর্থিক অবস্থার বিবরণী।

সমাধান: ৮

ক.

আসিক ট্রেন্ডার্স
 বিশদ আয় বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
বিক্রয়	৪,০০,০০০	৩,৯৭,০০০
বাদ: বিক্রয় ফেরত	৩,০০০	
নিট বিক্রয়		
বাদ: বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয়:		
প্রারম্ভিক মজুদ	৮০,০০০	(১,১২,০০০)
ক্রয়	১,৫০,০০০	
বাদ: ক্রয় ফেরত	১০,০০০	
নিট ক্রয়	১,৪০,০০০	
ক্রয় পরিবহন	১২,০০০	২,৮৫,০০০
বাদ: সমাপনী মজুদপত্র	(১,২০,০০০)	
বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয়		
মোট লাভ		
বাদ: পরিচালন ব্যয়:		
বিক্রয় খরচ:		
ভাড়া	১৮,০০০	
বাদ: অগ্রিম	(১০,০০০)	
বাদ: অফিস খরচ	(৪,০০০)	৪,০০০
বিজ্ঞাপন খরচ		২৫,০০০

বেতন	২০,০০০		
যোগ: বকেয়া	৫,০০০		
বাদ: অফিস খরচ	(১২,৫০০)	১২,৫০০	
সাপ্লাইজ	১০,০০০		
বাদ: অব্যবহৃত	(৩,০০০)		
বাদ: অফিস খরচ	(২,১০০)	৪,৯০০	
অগ্নি বিমা	২০,০০০		
যোগ: বকেয়া	৫,০০০		
বাদ: অফিস খরচ	(১৫,০০০)	১০,০০০	
অন্যদারী পাওনা		২,০০০	
অন্যদারী পাওনা সঞ্চিতি		৫,০০০	
স্টোর ইকুইপমেন্ট অবচয়		১০,০০০	
অন্যদারী পাওনা সঞ্চিতি		(৩,০০০)	
মোট বিক্রয় খরচ			(৭০,৪০০)
অফিস ও প্রশাসনিক ব্যয়:			
ভাড়া		৪,০০০	
বেতন		১২,৫০০	
সাপ্লাইজ		২,১০০	
অগ্নি বিমা		১৫,০০০	
অন্যান্য অফিস খরচ		১৫,০০০	
আইন ও নিরীক্ষা খরচ		১২,০০০	
টেলিফোন খরচ		১০,০০০	
মোট অফিস ও প্রশাসনিক ব্যয়			(৭০,৬০০)
পরিচালন মূল্য			১,৪৪,০০০
অপরিচালন মূল্য বা (ক্ষতি):			
করের সুদ	৩,০০০		
বকেয়া	২,০০০	(৫,০০০)	
বিনিয়োগের সুদ	১২,০০০		
যোগ: বকেয়া	৬,০০০	১৮,০০০	
বিবিধ ক্ষতি		(১৫,০০০)	
মোট অপরিচালন ক্ষতি			(২,০০০)
নিট মুনাফা			১,৪২,০০০

খ.

আসিফ ট্রেডার্স
মাগিকানা স্বত্ব বিবরণী
২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা
মূলধন	২,২০,০০০
যোগ: নিট লাভ	১,৪২,০০০
মাগিকানা স্বত্ব	৩,৬২,০০০

গ.

আসিফ ট্রেডার্স
অর্থিক অবস্থার বিবরণী
২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
<u>সম্পত্তিসমূহ</u>		
চলতি সম্পত্তি:		
নগদ ও ব্যাংক	৭০,০০০	
প্রাপ্য নোট	৫০,০০০	
মজুদপণ্য	১,২০,০০০	
সাপ্লাইজ	৩,০০০	
প্রাপ্য সুদ	৬,০০০	
ভাড়া অগ্রিম	১০,০০০	
প্রাপ্য হিসাব	৮০,০০০	
বাদ: অনাদারী পাওনা	২,০০০	
বাদ: অনাদারী পাওনা সঞ্চিত	(৫,০০০)	
মোট চলতি সম্পত্তি	৭৩,০০০	৩,৩২,০০০
বিনিয়োগ:		
১৫% বিনিয়োগ		১২০,০০০
স্থায়ী সম্পত্তিসমূহ:		
টোর ইকুইপমেন্ট	১,০০,০০০	
বাদ: অবচয় সঞ্চিত	৩০,০০০	
মোট স্থায়ী সম্পত্তি		৭০,০০০
মোট সম্পত্তি		৫,২২,০০০
দায়সমূহ:		
চলতি দায়:		
প্রদেয় নোট	৫০,০০০	
প্রদেয় হিসাব	৩০,০০০	
বকেয়া বিমা	৫০০০	
বকেয়া বেতন	৫,০০০	
মোট চলতি দায়		৯০,০০০

দীর্ঘমেয়াদি দায়:	
১০% বৎসিক ঋণ	৭০,০০০
মোট দায়	১,৬০,০০০
মালিকানা স্বত্ব	৩,৬২,০০০
মোট দায় ও মালিকানা স্বত্ব	৫,২২,০০০

সমস্যা: ৯ জনাব কামাল ব্রাদার্সের রেওয়ামিল ও অন্যান্য তথ্যাবলি নিম্নে প্রদত্ত হলো:

জনাব কামাল

রেওয়ামিল

৩১-১২-২০১২

হিসাব শিরোনাম	টাকা	হিসাব শিরোনাম	টাকা
নগদ ও ব্যাংক	৩৫,০০০	কামালের মূলধন	৬০,০০০
প্রাপ্য নোট	১৮,০০০	প্রদেয় হিসাব	৪৫,০০০
প্রাপ্য হিসাব	৫০,০০০	ক্রয় হিসাব	৩,০০০
ক্রয়	৬০,০০০	বিক্রয়	১,০০,০০০
বিক্রয় ফেরত	৫,০০০	অবচয় সঞ্চিতি - আসবাবপত্র	৪,০০০
আসবাবপত্র	১৮,০০০	অবচয় সঞ্চিতি - প্লান্ট ও মেশিন	৬,০০০
প্লান্ট ও মেশিন	২০,০০০	অবচয় সঞ্চিতি - জমি ও দালান	৩,০০০
কর	২,০০০	ভাড়া রাজস্ব	৫,০০০
বেতন খরচ	১০,০০০	প্রদেয় নোট	২৩,৭০০
অমণ খরচ	৫০০	১০% বৎসিক ঋণ	১০,০০০
বিদ্যুৎ খরচ	১,৫০০		
বিমা খরচ	৩,০০০		
মজুদপণ্য	১৬,০০০		
জমি ও দালান	২০,০০০		
সুদ খরচ	৭০০		
	২,৫৯,৭০০		২,৫৯,৭০০

সমাখ্য: (১) সমাপনি মজুদপণ্য ১৭,০০০। (২) প্রাপ্য হিসাবের ২,০০০ টাকা আদায়যোগ্য নয়। অবশিষ্ট পাওনা হিসাবের উপর ১০% অবদারী পাওনা সঞ্চিতি ধরতে হবে। (৩) আসবাবপত্রের উপর ১,০০০ টাকা, প্লান্ট ও মেশিনের ১,৮০০ টাকা ও জমির দালানের ১,৫০০ টাকা অবচয় ধরতে হবে। (৪) বেতন ১,৬০০ টাকা ও সুদ ৩০০ টাকা বকেয়া আছে। (৫) বিমা ১,৫০০ অমিস আছে। (৬) আসবাবপত্র ১,০০০ টাকায় বিক্রয় করা হয়েছে হিসাবভুক্ত হয়নি যার ক্রয়মূল্য ১,৫০০ টাকা। উক্ত আসবাবপত্র উপর ৩০০ টাকা অবচয় সঞ্চিতি রয়েছে। (৭) অনুপার্জিত ভাড়া ১,২০০ টাকা।

করণীয়:

ক. বিশদ আয় বিবরণী।

ব. মালিকানা স্বত্ব বিবরণী।

গ. আর্থিক অবস্থার বিবরণী।

সমাধান: ৯

ক.

কামাল প্রদার্স
বিশদ আয় বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
প্রাপ্তি:		
বিক্রয়	১,০০,০০০	
বাস: ফেরত	(৫,০০০)	৯৫,০০০
বাস: বিক্রিত প্রদেয় ব্যয়:		
প্রারম্ভিক মজুদপণ্য	১৬,০০০	
যোগ: পণ্য রুচ	৬০,০০০	
বাস: ফেরত	(৩,০০০)	৫৭,০০০
	৭৩,০০০	
বাস: সমাপনী মজুদপণ্য	(১৭,০০০)	৫৬,০০০
মোট ব্যয়		৩৯,০০০
বাস: পরিচালন ব্যয়:		
বিক্রয় ও বিতরণ খরচ:		
অন্য খরচ	৫০০	
অনাদায়ী পাওনা	২,০০০	
অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিত	৪,৮০০	
মোট বিক্রয় ও বিতরণ খরচ		(৭,৩০০)
প্রশাসনিক খরচ:		
কর	২,০০০	
বেতন	১০,০০০	
যোগ: বকেয়া	১,৬০০	১১,৬০০
বিদ্যুৎ	১,৫০০	
বিমা খরচ	৩,০০০	
বাস: অগ্রিম	(১,৫০০)	১,৫০০
অবচয়:		
আসবাবপত্র	১,০০০	
প্লান্ট ও মেশিন	১,৮০০	
জমি ও দালান	১,৫০০	
মোট প্রশাসনিক খরচ		(২০,৩০০)
পরিচালন মুনাফা		১০,৮০০
অপরিচালন (ফতি) মুনাফা		
অপরিচালন আগসমূহ:		
ভাড়া	৫,০০০	
বাস: অনুপার্জিত	(১,২০০)	৩,৮০০
সূল খরচ	৭০০	
যোগ: বকেয়া	৩০০	(১০০০)
আসবাবপত্র বিক্রয়জনিত ফতি		(২০০)
নিট মুনাফা		২,৬০০
		১৩,৪০০

খ.

কামাল ট্রেডার্স
মালিকানা স্বত্ব বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা
মূলধন	৬০,০০০
যোগ: নিট লাভ	১৩,৪০০
মালিকানা স্বত্ব	৭৩,৪০০

গ.

কামাল ট্রেডার্স
অর্থিক অবস্থার বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
<u>সম্পত্তিসমূহ</u>		
চলতি সম্পত্তি:		
নগদ ও ব্যাংক	৩৫,০০০	
প্রাপ্য হিসাব	৫০,০০০	
বাদ: অনাদায়ী পাওনা	(২০০০)	
বাদ: অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	(৪,৮০০)	
প্রাপ্য নোট	১৮,০০০	
অগ্রিম বিমা	১,৫০০	
সমাপ্ত মজুদপত্র	১৭,০০০	
আসবাবপত্র ক্রেতা	১,০০০	
মোট চলতি সম্পদ		১,১৫,৭০০
স্থায়ী সম্পত্তিসমূহ:		
ভূমি ও দালান	২০০০০	
অবচর সঞ্চিতি	(৪,৫০০)	
প্লান্ট ও মেশিন	২০,০০০	
বাদ: অবচর সঞ্চিতি	(৭,৮০০)	
আসবাবপত্র	১৮,০০০	
বাদ: বিক্রয়	(১,৫০০)	
বাদ: অবচর সঞ্চিতি (৪,০০০+১,০০০-৫০০)	(৪,৭০০)	
মোট স্থায়ী সম্পত্তি		৩৯,৫০০
মোট সম্পত্তি		১,৫৫,২০০

দায় ও মালিকানা স্বত্ব:		
প্রদেয় হিসাব	৪৫,০০০	
প্রদেয় নোট	২৩,৭০০	
প্রদেয় সুদ	৩০০	
বকেয়া বেতন	১,৬০০	
অনুপার্জিত ভাড়া	১,২০০	
		৭১,৮০০
দীর্ঘ মেয়াদি দায়: ১০% বহুবিধ ঋণ		১০,০০০
মালিকানা স্বত্ব		৭৩,৮০০
মোট দায় ও মালিকানা স্বত্ব		১,৫৫,২০০

সমন্বয়: ১০ ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে হাসান ট্রেডার্সের রেওয়ামিল ও অন্যান্য তথ্য নিম্নরূপ:
 হাসান ট্রেডার্স
 রেওয়ামিল
 ৩১-১২-২০১২

হিসাব শিরোনাম	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
নগদ	৫০,০০০	
প্রাপ্য হিসাব	২০,০০০	
অনাদায়ী পাওনা স্বধ্বিত		১,০০০
প্রাপ্য নোট	৫,০০০	
প্রারম্ভিক মজুদপত্র	৪৫,০০০	
সরকারহ	২,০০০	
অফিস সরঞ্জাম	৮০,০০০	
অবচয় স্বধ্বিত—অফিস সরঞ্জাম		৮,০০০
প্রদেয় হিসাব		১৫,০০০
প্রদেয় নোট		৭,০০০
মূলধন-হাসান		৭৫,৫০০
বিক্রয়		২,০০,০০০
বিক্রয় ফেরত	১০,০০০	
পণ্য ক্রয়	১,০০,০০০	
ক্রয় ফেরত		৪,০০০
বিক্রয় বাড়ি	২,০০০	
ক্রয় বাড়ি		১,৫০০
ক্রয় পরিবহন	৩,০০০	
বিক্রয় কর্মীর বেতন	৫,০০০	

বিলবিত বিজ্ঞাপন	৫,০০০	
সাধারণ অফিস খরচ	২,০০০	
অগ্নিবিমা	১,০০০	
আইন খরচ	৫০০	
অনাদায়ি পাওনা	৫০০	
ভাড়া খরচ	১,০০০	
১০% ব্যাংক ঋণ		২০,০০০
	৩,৩২,০০০	৩,৩২,০০০

অন্যান্য তথ্যাবলি:

১. অগ্নিবিমা ৭০০ টাকার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে।
২. সমাপনী মজুদপত্র মূল্যায়ন করা হয় ৫০,০০০ টাকা। ৫,০০০ টাকার পণ্য আগুনে পণ্য বিনষ্ট হয়েছে। বিমা কোম্পানি ৩,৫০০ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদানে সম্মত হয়।
৩. প্রতি বছর ১,০০০ টাকা বিজ্ঞাপন খরচ দেখাতে হবে।
৪. অনাদায়ি পাওনা আরো ৫০০ টাকা বৃদ্ধি করতে হবে। অনাদায়ি পাওনা সম্বন্ধিত আরো ৩,৫০০ টাকা বৃদ্ধি করতে হবে।
৫. ৫,০০০ টাকার পণ্য ক্রয় এবং ৭,০০০ টাকার পণ্য বিক্রয় হিসাবভুক্ত করা হয়নি।
৬. ১১,০০০ টাকার পণ্য বিক্রয় অথবা ফেরত ভিত্তিতে বিক্রয় করা হয় যা বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত আছে কিন্তু উক্ত বিক্রয় সম্পর্কে এখনও নিশ্চিত হওয়া হয়নি। উক্ত পণ্য ক্রয় মূল্যের উপর ১০% মূল্যায়ন যোগ করে বিক্রয় করা হয়।
৭. ১ জুলাই তারিখে ১০,০০০ টাকার ঋণ সুদসহ পরিশোধ করা হয়।
৮. স্থায়ী সম্পত্তির উপর ১০% অবচয় ধরতে হবে।

করণীয়:

- ক. বহুধাপ আয় বিবরণী।
- খ. মালিকানা শত্ৰু বিবরণী।
- গ. আর্থিক অবস্থার বিবরণী।

সমাধান: ১০

ক.

হাসান ট্রেডার্স
বিশদ আদ্ব বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
রাজস্ব:		
বিক্রয়	২,০০,০০০	
বাদ: বিক্রয় বাট্টা	(২,০০০)	
বাদ: বিক্রয় ফেরত	(১০,০০০)	
যোগ: অবিবিত ক্রয়	৭,০০০	
বাদ : বিক্রয় অথবা ফেরত ভিত্তিতে বিক্রয়	(১১,০০০)	

নিট বিক্রয়			১,৮৪,০০০
বাদ: বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয়:			
প্রারম্ভিক মজুদপণ্য		৪৫,০০০	
যোগ: ক্রয়	১,০০,০০০		
বাদ: ফেরত	(৪,০০০)		
বাদ: ক্রয় বাটী	(১,৫০০)		
যোগ: অনিখিত ক্রয়	৫,০০০		
বাদ: আওতনে পণ্য বিনষ্ট	(৫,০০০)		
নিট ক্রয়		৯৪,৫০০	
ক্রয় পরিবহন		৩,০০০	
বাদ: সমাপনী মজুদপণ্য	৫০,০০০		
যোগ: ক্রেতার নিকট মজুদ	১০,০০০	(৬০,০০০)	
বিক্রীত দ্রব্যের ব্যয়			(৮২,৫০০)
নোট মুনাফা			১,০১,৫০০
বাদ: পরিচালন ব্যয় :			
বিক্রয় ও বিপণন খরচ:			
অনাদায়ী পাওনা	৫০০		
যোগ: নতুন অনাদায়ী পাওনা	৫০০		
যোগ: নতুন অনাদায়ী পাওনা সন্ধিতি	২,৫০০		
বাদ: পুরাতন অনাদায়ী পাওনা সধিতি	(১,০০০)	২,৫০০	
বিজ্ঞাপন খরচ		১,০০০	
বিক্রয় কর্মীর বেতন		৫,০০০	
নোট বিক্রয় ও বিপণন খরচ			(৮,৫০০)
প্রশাসনিক খরচ:			
সরবরাহ		২,০০০	
সাধারণ অফিস ভাড়া		২,০০০	
অগ্নি বিমা		৭০০	
আইন খরচ		৫০০	
ভাড়া খরচ		১,০০০	
অবচনা: অফিস সরঞ্জাম		৮,০০০	
নোট প্রশাসনিক খরচ			(১৪,২০০)
পরিচালন মুনাফা			৭৮,৮০০
নিট অপরিচালন হান্ড বা (ফতি):			
আওতনে পণ্য বিনষ্ট		৫,০০০	
বাদ: বিমা কোম্পানি		(৩,৫০০)	
		(১,৫০০)	
স্বপ্নের সুদ		(২,৫০০)	
নোট অপরিচালন ফতি			(৪,০০০)
নিট মুনাফা			৭৪,৮০০

খ.

হাসান ট্রেডার্স
মালিকানা স্বত্ব বিবরণী
২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা
মূলধন	৭৫,৫০০
যোগ: নিট লাভ	৭৪,৮০০
বাদ: উত্তোলন	(৫,০০০)
	১,৪৫,৩০০

গ.

হাসান ট্রেডার্স
অর্থিক অবস্থার বিবরণী
২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
<u>সম্পত্তিসমূহ</u>		
চলতি সম্পত্তি:		
নগদ	২০,০০০০	
প্রাপ্য হিসাব	৪৫,০০০	
বাদ: অনাদায়ী পাওনা	(৫০০)	
বাদ:নকুন অনাদায়ী পাওনা	(২,৫০০)	
যোগ: অলিখিত বিক্রয়	৭,০০০	
বাদ: বিক্রয় অর্থাৎ কেনার ভিত্তিতে বিক্রয়	(১১,০০০)	
বিমা কোম্পানি	৩৮,০০০	
প্রাপ্য নোট	৩,৫০০	
অগ্রিম অগ্রনিমা	৫,০০০	
সাম্পদনী মজুদপণ্য	৩০০	
(৫০,০০০ + ১০,০০০)	৩০,০০০	
মোট চলতি সম্পত্তি		১,২৬,৮০০
স্থায়ী সম্পত্তি:		
অফিস সরঞ্জাম	৮০,০০০	
বাদ: অবচয় সঞ্চিতি	(১৬,০০০)	
অসমঞ্চিত ব্যয়: বিগাদিত বিভাগপন	৬৪,০০০	
মোট সম্পত্তি		৮,০০০
<u>মায়সমূহ:</u>		<u>১,৯৪,৮০০</u>
চলতি দায়:		
প্রদেয় হিসাব	১৫,০০০	
যোগ: অলিখিত ক্রয়	৫,০০০	
প্রদেয় নোট	২০,০০০	
অকেজা সুদ	৭,০০০	
মোট চলতি দায়	২,৫০০	
দীর্ঘমেয়াদি দায়:		২৯,৫০০
১০% ব্যাংক ঋণ		২০,০০০
মোট দায়		৪৯,৫০০
মালিকানা স্বত্ব		১,৪৫,৩০০
মোট দায় ও মালিকানা স্বত্ব		১,৯৪,৮০০

সমস্যা: ১১ ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে আফসার ট্রেজার্স রেওয়ামিল ও অন্যান্য তথ্য নিম্নরূপ:

আফসার ট্রেজার্স

রেওয়ামিল

৩১-১২-২০১২

হিসাব শিরোনাম	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
মুদাফন-আফসার		৮৪,০০০
উদ্বোধন-আফসার	৫,০০০	
পণ্য ক্রয় ও পণ্য বিক্রয়	৫০,০০০	১,০০,০০০
ক্রেডট	৩,০০০	২,০০০
নিষ্কর সম্পত্তি	৩০,০০০	
ইজারা সম্পত্তি (৫ বছর)	১০,০০০	
প্লান্ট ও ইকুইপমেন্ট	৩০,০০০	
আসবাবপত্র	১০,০০০	
অফিস বেতন	২,০০০	
অফিস খরচ	২,০০০	
অবচয় সম্বন্ধিত - ইকুইপমেন্ট		৪,০০০
অবচয় সম্বন্ধিত- আসবাবপত্র		১,০০০
ক্রয় ও বিক্রয়ের বাটী	৩,০০০	২,০০০
১০% সুদে করিমের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ	১৫,০০০	
প্রাপ্য হিসাব ও প্রদেয় হিসাব	১৫,০০০	১০,০০০
বুচরা যন্ত্রাংশ	৫,০০০	
বিক্রয় কর্মীর বেতন	১,০০০	
মজুরি	৫,৫০০	
আনাদারী পাওনা সম্বন্ধিত		৭০০
ঋণের সুদ		৫০০
মগদ	৫,০০০	
প্রারম্ভিক মজুদপত্র	১০,০০০	
সাপ্লাইজ	২,০০০	
আলো ও বিদ্যুৎ খরচ	৭০০	
	২,০৪,২০০	২,০৪,২০০

সমস্যা:

- প্রাপ্য হিসাবের মধ্যে ৫,০০০ টাকার একজন দেউলিয়া হয়েছে যার নিকট থেকে টাকা প্রাপ্তি ৪০ পরসে পাওয়া যাবে। নিট মুদাফন পরবর্তী মুদাফার উপর ম্যানেজারকে ৫% কমিশন প্রদান করতে হবে। প্রাপ্য হিসাবের উপর ১০% অনাদারী পাওনা সম্বন্ধিত রাখতে হবে।
- বছর শেষে বুচরা যন্ত্রাংশের মূল্যায়ন করা হয়েছে ৩,৫০০ টাকা।
- একটি নতুন ইকুইপমেন্ট সংগ্রহণ ব্যয় ২,০০০ টাকা মজুরির অর্ধভুক্ত আছে। মেশিনটি ১-৭-২০১২ তারিখে ১০,০০০ টাকায় ক্রয় করা হয় যা হিসাবের বহিতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। মেশিনের উপর ১০% অবচয় করতে হবে।

৪. মটের কারণে ৪,৪০০ টাকার পণ্য ক্ষেত্র কতক ফেরত আসে যা হিসাবভুক্ত হয়নি। উক্ত পণ্য ক্রয়মূল্যে উপর ১০% মুনাফা ধরে বিক্রয় করা হয়।
৫. সমাপনী মজুদপত্রের মূল্য ৯৫,০০০ টাকা হার মধ্যে ১০,০০০ টাকার পণ্য আওতনে বিনষ্ট হয়। বিমা কোম্পানি ৭,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করে।
৬. সাপ্লাইজ ক্রয় ১,০০০ টাকা অফিস খরচের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে। ২/৫ ভাগ সাপ্লাইজ অব্যবহৃত আছে।
৭. মালিক ৫,০০০ টাকা ১ জুলাই তারিখে অতিরিক্ত মূলধন সরবরাহ করেন যা হিসাবভুক্ত হয়নি। মূলধনের উপর ৫% সুদ ধরতে হবে।

করণীয়:

- ক. বহুখাপ আয় বিবরণী
খ. মালিকানা স্বত্ব বিবরণী
গ. আর্থিক অবস্থার বিবরণী

সমাধান: ১১

ক.

আকসার ট্রেজার্স
বিশদ আয় বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
বিক্রয়	১,০০,০০০	
বাদ: বিক্রয় ফেরত (৩,০০০ + ৪,৪০০)	(৭,৪০০)	
বাদ: বিক্রয় বাট্টা	(৩,০০০)	
নিট বিক্রয়		৮৯,৬০০
বাদ: বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয়:		
প্রারম্ভিক মজুদপণ্য	১০,০০০	
পণ্য ক্রয়	৫০,০০০	
বাদ: ক্রয় ফেরত	(২,০০০)	
বাদ: ক্রয় বাট্টা	(২,০০০)	
বাদ: আওতনে পণ্য বিনষ্ট	(১০,০০০)	
নিট ক্রয়	৩৬,০০০	
বাদ: সমাপনী মজুদপণ্য	২৫,০০০	
বাদ: আওতনে পণ্য বিনষ্ট	(১০,০০০)	
মোপ: পণ্য ফেরত	৪,০০০	(১৯,০০০)
মজুরি	৫,৫০০	
বাদ: সংস্থাপন ব্যয়	২,০০০	৩,৫০০
বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয়		(৩০,৫০০)
মোট লাভ		৫৯,১০০
পরিচালন ব্যয়:		
বিক্রয় ও বিপণন খরচ:		
বিক্রয় কর্মীর বেতন	১,০০০	

অনাদারী পাওনা	৩,০০০		
যোগ: নতুন অনাদারী পাওনা সঞ্চিতি	৫৬০		
বাদ: পুরাতন অনাদারী পাওনা সঞ্চিতি	(৭০০)	২,৮৬০	
মোট বিত্তীয় ও বিপণন খরচ			(৩,৮৬০)
প্রশাসনিক খরচ:			
আলো ও বিদ্যুৎ		৭০০	
অফিস বেতন		২,০০০	
অফিস খরচ	২,০০০		
বাদ: সাগ্রাইজ	(২,০০০)	১,০০০	
সাগ্রাইজ	২,০০০		
যোগ: অফিস খরচে অন্তর্ভুক্ত	১,০০০		
বাদ: অব্যবহৃত	(১,২০০)	১,৮০০	
অবচনা:			
ইকুইপমেন্ট	৩,৬০০		
আসবাবপত্র	৫০০		
বুচরা যজ্ঞাংশ	১,৫০০	৫,৬০০	
মোট প্রশাসনিক খরচ			(১১,১০০)
যোগ (বাদ): নিট অপরিচালন আয় বা (ক্ষতি):			
ইজারা সম্পত্তি অবলোপন		(২,০০০)	
অপের সুদ	৫০০		
যোগ: ককোরা	১,০০০	১,৫০০	
মূলধনের সুদ		(৪,৩২৫)	
আজনে পণ্য বিনষ্ট	১০,০০০		
বাদ: বিমা কোম্পানি	(৭,০০০)	(৩,০০০)	
নিট অপরিচালন ক্ষতি			(৭,৮২৫)
নিট লাভ			৩৬,৩১৫

খ.

আফসার ট্রিভার্স

মালিকানা স্বত্ব বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা
মূলধন	৮৪,০০০
যোগ: নিট লাভ	৩৬,৩১৫
বাদ: উত্তোলন	(৫,০০০)
যোগ: অতিরিক্ত মূলধন	৫,০০০
যোগ: মূলধনের সুদ	৪,৩২৫
মালিকানা স্বত্ব	১,২৪,৬৪০

দ,

আফসার ট্রেজারী
অর্থিক অবস্থার বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
<u>সম্পত্তি</u>		
চলতি সম্পত্তি:		
নগদ	৫,০০০	
যোগ: অতিরিক্ত মূলধন	৫,০০০	১০,০০০
সমাপনী মজুদপত্র		১৯,০০০
প্রাপ্য হিসাব	১৫,০০০	
বাদ: পত্র ফেরত	(৪,৪০০)	
বাদ: অনাদারী পাওনা	(৩,০০০)	
বাদ: নতুন অনাদারী পাওনা সমিতি	(৫৬০)	৭,০৪০
বিমা কোম্পানি		৭,০০০
বিনিয়োগের সুদ		১,০০০
অব্যবহৃত সাগ্রহিজ		১,২০০
মোট চলতি সম্পত্তি		৪৫,২৪০
স্থায়ী সম্পত্তি:		
ইজারা সম্পত্তি		৮,০০০
গ্রান্ট ও ইকুইপমেন্ট	৩০,০০০	
বাদ: অবচয় সমিতি	(৭,৬০০)	
যোগ: নতুন ভর	১২,০০০	৩৪,৪০০
আসবাবপত্র	১০,০০০	
বাদ: অবচয় সমিতি	১,৫০০	৮,৫০০
নিষ্কর সম্পত্তি		৩০,০০০
বুচরা যন্ত্রাংশ	৫,০০০	
বাদ: অবচয় সমিতি	১,৫০০	৩,৫০০
মোট স্থায়ী সম্পত্তি		৮৪,৪০০
বিনিয়োগ:		
১০% বিনিয়োগ		১৫,০০০
মোট সম্পত্তি		১,৪৪,৬৪০
দায়সমূহ		
চলতি দায়:		
প্রদেয় হিসাব	১০,০০০	
ইকুইপমেন্ট	১০,০০০	
মোট দায়		২০,০০০
মালিকানা স্বত্ব		১,২৪,৬৪০
মোট দায় ও মালিকানা স্বত্ব		১,৪৪,৬৪০

সৃজনশীল প্রশ্ন:

১। মি. হাসানের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ৩০ এপ্রিল, ২০১২ তারিখে ৪ মাসের আর্থিক তথ্যাবলি নিয়ে নিম্নে রেওয়ামিল প্রস্তুত করেন।

মি. হাসান
রেওয়ামিল
৩০ এপ্রিল, ২০১২

বিবরণ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
নগদ	৯,০০০	
প্রাপ্য হিসাব	৫,২০০	
সরবরাহ	১,৯০০	
ভাড়া	৫০,০০০	
দাখান	২,৫০,০০০	
অবচয় সঞ্চয়িত-দাখান		৪৫,০০০
প্রদেয় হিসাব		৫৬,০০০
প্রদেয় বন্ধক		১,০০,০০০
মূলধন		১,০৮,১০০
উল্লেখন	৮,৫০০	
সেবা আয়		৩২,০০০
মজুরি ব্যয়	১৪,০০০	
সাপ্লাইজ খরচ	২,৫০০	
	৩,৪১,১০০	৩,৪১,১০০

সমস্বয়সমূহ:

১. সেবা আয় অর্জিত হয়েছে কিন্তু ৩০ এপ্রিলের মধ্যে হিসাবভুক্ত হয়নি ২৫০০ টাকা।
২. ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত মজুরি ব্যয় ৫,০০০ টাকা।
৩. ৩০ এপ্রিল তারিখে সরবরাহ হাতে আছে ১,০০০ টাকা।
৪. দাখানের অবচয় ৩০০০ টাকা হিসাবভুক্ত করতে হবে।

করণীয়:

- ক. ৩০ এপ্রিল তারিখে দাখানের বহির্মূল্য নির্ণয় কর।
- খ. সমস্বয়গুলোর জাবেদা দাখিলা দাও।
- গ. বিশদ আয় বিবরণী প্রস্তুত করে মি. হাসানের নিট লাভ নির্ণয় কর।

২। আল আমিন প্রাস্টিকের সমন্বিত রেওয়ামিলটি নিম্নরূপ:

আল আমিন
সমন্বিত রেওয়ামিল
৩১.১২.২০১২

বিবরণ	টাকা	টাকা
মূলধন		১,৪০,০০০
প্রদেয় হিসাব		২৮,০০০
প্রদেয় নোট		১৬,০০০
প্রাপ্য হিসাব	৫০,০০০	
আসবাবগত্র	৬০,০০০	
অফিস সরঞ্জাম	৮০,০০০	
মণদ	৩০,০০০	
অফিস সরবরাহ	৫০০	
উত্তোলন	২০,৫০০	
১০% বরকি ঋণ		৬০,০০০
অনি	৪১,০০০	
বেতন বকেয়া		১,৫০০
১০% বিনিয়োগ	২০,০০০	
অবচয় সমিতি আসবাবগত্র		৩,০০০
অবচয় সমিতি সরঞ্জাম		৮,০০০
সুদ প্রাপ্য	১,০০০	
প্রদেয় সুদ		৬,০০০
নিট লাভ		৪০,৫০০
	৩,০৩,০০০	৩,০৩,০০০

করণীক: ক. মাগিকানা স্বত্ব বিবরণী প্রস্তুত কর।

ব. আর্থিক অবস্থার বিবরণী।

গ. চলতি সম্পত্তি ও চলতি দায়ের পার্থক্য নির্ণয় কর।

৩। সোহাগ ট্রান্সপোর্ট এর ২০১৩ সালের ৩১ জানুয়ারি তারিখে এক মাসের রেওয়ামিল নিম্নরূপ:

বিবরণ	টাকা	টাকা
মণদ	২৪,০০০	
বাস	২,২০,০০০	
অগ্রিম টিকেট বিক্রয়		২৫,৪০০
প্রদেয় নোট		৩২,০০০
মূলধন		১,৮০,০০০
টিকেট রাজস্ব		১,২২,৬০০
বেতন খরচ	১২,৬০০	
গ্যাস ও তৈল খরচ	১,৮০০	
বিজ্ঞাপন খরচ	১,২০০	
অগ্রিম বিমা	৮,৪০০	
অফিস সরঞ্জাম	৯২,০০০	
	৩,৬০,০০০	৩,৬০,০০০

অতিরিক্ত তথ্যাবলি:

১. অফিস সরঞ্জাম ও বাসের মাসিক অবচয় যথাক্রমে ৪,০০০ ও ১০,০০০ টাকা।
২. একটি প্রতিষ্ঠান ও ২ ব্যক্তি মোট ১০টি অগ্রিম টিকেট নিয়োজিত এর মধ্যে ৭টি টিকেট এর মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে।
৩. বাস ড্রাইভারদের প্রতিদিন ৭০০ টাকা বেতন দেয়া হয়। ৫ জন ড্রাইভারের ৫ দিনের বেতন বাক্যো রয়েছে।
৪. একটি টিকিট কাউন্টার থেকে ১,৫০০ টাকা করে ৬টি টিকেট বিক্রয় করে যা হিসাবভুক্ত হয়নি।

করণীয়:

- ক. ২ নং সমন্বয়ের জাবেদা দাবিলা দাও।
- খ. উপর্যুক্ত ছকে বিশদ আয় বিবরণী প্রস্তুত করে নিট লাভ নির্ণয় কর।
- গ. আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত কর। (পার্শ্বক্যকে মালিকানা স্বত্ব ধরে)

৪। শিশাত হাউজিং এর রেওয়ামিল নিম্নরূপ:

শিশাত হাউজিং

রেওয়ামিল

৩১-১২-২০১২

বিবরণ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
মূলধন		৪,০০,০০০
উপাধান	২৫,০০০	
ভাড়া আয়		৩,৯০,০০০
মজুরি	৩০,০০০	
উপযোগ বিল	৫০,০০০	
সম্পদ কর	২৫,০০০	
সুদ	১৫,০০০	
১৫% বিনিয়োগ	১,০০,০০০	
নগদ	৩৯,৫২৫	
অগ্রিম বিমা	৪,১২৫	
যন্ত্রপাতি	৪৫,০০০	
অবচয় সম্বন্ধিত যন্ত্রপাতি		৯,০০০
দালান	৪,৩০,০০০	
অবচয় সম্বন্ধিত দালান		৩০,০০০
জমি	২,৫০,০০০	
অনুপার্জিত ভাড়া		৭,২৫০
বদ্ধকি ঋণ		১,৮০,০০০
গ্যাপাইজ	২৬০০	
	১০,১৬,২৫০	১০,১৬,২৫০

সমস্যা:

১. অগ্রিম বিমার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে।
২. যন্ত্রপাতির ওপর ১০% ও দালানের ওপর ১৫% অবচয় ধরতে হবে।
৩. অনুপার্জিত ভাড়ার পরিমাণ ২৫০ টাকা।
৪. সাপ্লাইজ হাতে আছে ১,৬০০ টাকার।
৫. বাকী ঋণের উপর ১২% সুদ ধরতে হবে। ঋণ ৮০,০০০ টাকা আগামী ১ বছরের মধ্যে প্রদান করতে হবে। অন্যদিকে বিনিয়োগ ৫০,০০০ টাকা আগামী ৬ মাসের মধ্যে আদায় হবে।

করণীয়:

- ক. ৫ নং সমস্যায় প্রয়োজনীয় জাবেনা দাখিলা দাও।
 - খ. উপর্যুক্ত ছকে বিশদ আয় বিবরণি প্রস্তুত করে নিট মূল্যকা নির্ণয় কর।
 - গ. চলাতি সম্পত্তি ও চলাতি দায়ের পার্থক্য নির্ণয় কর।
- ৫। মি. হাসানের ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের রেওয়ামিল ও সমন্বিত রেওয়ামিল নিম্নে প্রদত্ত হলো:

মি. হাসান
সমন্বিত রেওয়ামিল

বিবরণ	রেওয়ামিল		সমন্বিত রেওয়ামিল	
	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট
নগদ	২১,৭৪০		২১,৭৪০	
গ্রাণ্য হিসাব	১৬,৯৯০		১৬,৯৯০	
অগ্রিম বিমা	৬০০		৫৫০	
অফিস সরবরাহ	৭২০		৫০০	
অমি	১,৩০,০০০		১,৩০,০০০	
দালান	৩৬,০০০		৩৬,০০০	
অবচয় সঞ্চিতি দালান		১৫০		১৫০
অফিস সরঞ্জাম	৫,৪০০		৫,৪০০	
অবচয় সঞ্চিতি অফিস সরঞ্জাম		৪৫		৪৫
প্রদেয় নোট		৩,০০০		৩,০০০
প্রদেয় হিসাব		২৩,৫৯৫		২৩,৫৯৫
অনুপার্জিত ব্যবস্থাপনা ফিস		১,৮০০		১,৫০০
মূলধন		১,৯২,২৫৪		১,৯২,২৫৪
উত্তোলন	১,৫০০		১,৫০০	
বিক্রয় কমিশন		১৫,৪৮৪		১৫,৪৮৪
বিজ্ঞাপন খরচ	১২,৭৫৮		১২,৭৫৮	
বেতন খরচ	৯,৪২৫		৯,৪২৫	
টেলিফোন খরচ	১,১৯৫		১,১৯৫	
মোট টাকা	২,৩৬,৩২৮	২,৩৬,৩২৮		
বিমা খরচ			৫০	
অফিস সরবরাহ খরচ			২২০	
ব্যবস্থাপনা ফিস আয়				৩০০
সুদ			৩০	
বকেয়া সুদ				৩০
মোট টাকা			২,৩৬,৩৫৮	২,৩৬,৩৫৮

করণীয়:

- ক. স্থায়ী সম্পত্তির বহিমূল্য নির্ণয় কর।
- খ. সমন্বয়গোচর জাবেদা দাখিল দাও।
- গ. বিশদ আয় বিবরণী প্রস্তুত করে নিট মুনাফা নির্ণয় কর।

৬। জলাব আবু জাফরের ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে তার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বেওয়ারিশ নিম্নরূপ:

হিসাব শিরোনাম	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
নগদ	৪২,৫০০	
প্রাপ্য হিসাব	৩২,০০০	
অদায়েদী পাওনা সম্বন্ধিত		১,০০০
প্রাপ্য নোট	৫,০০০	
মজুদপণ্য	৪৫,০০০	
সাপ্লাইজ	২,০০০	
স্থায়ী সম্পত্তি	৮০,০০০	
অবচয় সম্বন্ধিত		৮,০০০
প্রদেয় হিসাব		১৫,০০০
প্রদেয় নোট		৭,০০০
মূলধন		৭৫,৫০০
ক্রয় ও বিক্রয়	১,০০,০০০	২,০০,০০০
ফেরত	২,০০০	৫,৫০০
ক্রয় পরিবহন	৩,০০০	
বিলম্বিত বিজ্ঞাপন	৮,০০০	
সাধারণ খরচ	৩,৫০০	
ভাড়া	১,৫০০	
উপগোলন	৭,৫০০	
১০% ঋণ		২০,০০০
	৩,৩২,০০০	৩,৩২,০০০

সমন্বয়সমূহ:

১. স্থায়ী সম্পত্তির ওপর ১০% অবচয় ধরতে হবে।
২. অদায়েদী পাওনা ২,০০০ টাকা, অদায়েদী পাওনা সম্বন্ধিত ৫% ঘরা বৃদ্ধি করতে হবে।
৩. সামগ্রী মজুদপণ্য ৫০,০০০ টাকা মূল্যায়ন করা হয়েছে যার মধ্যে ১,০০০ টাকার সাপ্লাইজ অন্তর্ভুক্ত আছে।
৪. মালিক কর্তৃক ১,০০০ টাকার পণ্য উপগোলন হা হিসাবভুক্ত করা হলি। প্রতি বছর বিজ্ঞাপন খরচ ২,০০০ টাকা।

করণীয়:

- ক. বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয় নির্ণয় কর।
- খ. বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয় ৯৪,৫০০ টাকা হলে বিশদ আয় বিবরণীর মাধ্যমে নিট লাভ নির্ণয় কর।
- গ. মালিকানা স্বত্ব ১,৫১,০০০ টাকা ধরে আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত কর।

৭। জনাব সালেহ ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে তার ব্যবসার প্রতিষ্ঠানের রেওয়ামিল নিম্নরূপ:

হিসাব শিরোনাম	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
মালদ	৩০,০০০	
মূলধন		১,০০,০০০
বিক্রয়		১,৫০,০০০
প্রাপ্য হিসাব	৬০,০০০	
ক্রয়	৭০,০০০	
সুদ আর		৩,০০০
অন্যদায়ী পাওনা সঞ্চিতি		২,০০০
মজুদপণ্য	৪৫,০০০	
প্রদেয় হিসাব		১০,০০০
স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রয়জনিত লাভ		৩,০০০
ভাড়া	১৪,০০০	
বেতন	২০,০০০	
অফিস সরঞ্জাম	১০,০০০	
স্টোর সরঞ্জাম	১৩,৫০০	
সরবরাহ	৩,০০০	
ক্রয় পরিবহন	২,৫০০	
	২,৬৮,০০০	২,৬৮,০০০

সম্মতসমূহ:

১. সমাপনী মজুদপণ্য ক্রয় মূল্য ৩০,০০০ টাকা এবং বাজার মূল্য ৩৫,০০০ টাকা।
২. ভাড়া ১,০০০ টাকা বকেয়া আছে এবং বেতন ১,৫০০ টাকা অধিম রয়েছে।
৩. অন্যদায়ী পাওনা ২,০০০ টাকা এবং অন্যদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ২,৫০০ টাকার উন্নীত করতে হবে।
৪. অফিস সরঞ্জাম ও স্টোর সরঞ্জামের সমাপনী মূল্য যথাক্রমে ৮,০০০ টাকা ও ১০,০০০ টাকা।

করণীয়:

- ক. মোট লাভ নির্ণয় কর।
- খ. মোট লাভ ৬২,৫০০ টাকা হলে বিশদ আর বিবরণীর সাহায্যে নিট মুনাফা নির্ণয় কর।
- গ. মাণিকানা স্বত্ব ১,২৪,০০০ টাকা নিয়ে আর্থিক অবস্থার বিবরণী তৈরি কর।

৮। মাগিহা ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে তার ব্যবসার প্রতিষ্ঠানের রেওয়ামিল নিম্নরূপ:

হিসাব শিরোনাম	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
উত্তোলন	১০,০০০	
ক্রয় ও বিক্রয়	৫০,০০০	১,০০,০০০
ফেরত	৩,০০০	২,০০০
নিকর সম্পত্তি	২৪,০০০	
স্টোর ইন্সট্রুমেন্ট	৪০,০০০	
বেতন	১০,০০০	
বিজ্ঞাপন	২,০০০	
অবচর সঞ্চিতি—স্টোর ইন্সট্রুমেন্ট		১১,০০০
আসবাবপত্র	১০,০০০	
অবচর সঞ্চিতি—আসবাবপত্র		২,০০০
অনাদায়ী পাওনা	১,০০০	
চালানি পণ্য	৪,২০০	
১০% বিনিয়োগ	১৫,০০০	
প্রাপ্য হিসাব ও প্রদেয় হিসাব	১৫,০০০	১৬,০০০
বিমা ভরত	২,০০০	
সাপ্লাইজ (বিক্রয় সংক্রান্ত)	২,০০০	
অনাদায়ী পণ্য সঞ্চিতি		১,৭০০
বিনিয়োগের সুদ		৫০০
মণ্ডল	৫,০০০	
মূলধন		৭০,০০০
প্রারম্ভিক মজুদপণ্য	১০,০০০	
	২,০৩,২০০	২,০৩,২০০

সম্পর্কিত মন্তব্য:

- ২,০০০ টাকার পণ্য বিমা মূল্যায়ন বিক্রয় করা হয়।
- চালানী পণ্য ৮,০০০ টাকায় বিক্রয় করা হয়, এজেন্ট ১০% কমিশন পাবে।
- স্থায়ী সম্পত্তির উপর ১০% অবচর ধরাতে হবে।
- প্রারম্ভিক ও সমাপনী মজুদপণ্যের মধ্যে যথাক্রমে ১,০০০ টাকার ও ২,০০০ টাকার অব্যবহৃত সাপ্লাইজ রয়েছে।
- সমাপনী মজুদপণ্য ৩০,০০০ টাকা। ২৫ ডিসেম্বর তারিখে ৫,০০০ টাকার পণ্য আওতায় বিনষ্ট হয়। বিমা কোম্পানি কোম্পানি ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে সম্মত হয়নি। প্রাপ্য হিসাবের ওপর ৫% হারে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি রাখতে হবে।

করণীয়:

ক. বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয় নির্ণয় কর।

খ. মোট লাভ ৭৩,০০০ টাকা হলে বিশদ আয় বিবরণীর মাধ্যমে নিট লাভ নির্ণয় কর।

গ. মালিকানা স্বত্ব ১,১২,৪৫০ টাকা হলে আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত কর।

৯। মেঘনা কোম্পানি লিমিটেড ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে তার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের রেওয়ামিল নিম্নরূপ:

হিসাব শিরোনাম	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
প্রারম্ভিক মজুদপত্র	২০,০০০	
মগন	৩০,০০০	
ব্যাংক	১৫,০০০	
অগ্রিম বিমা	১০,০০০	
জমি	৪২,০০০	
সম্পত্তি	৪০,০০০	
অবচয় সম্ভ্রিতি-সম্পত্তি		১০,০০০
প্রদেয় হিসাব		১৫,০০০
অনুপার্জিত আয়		৫,৯০০
১০% বন্ডকি ঋণ (১.৯.১২)		৩০,০০০
আয়কর	৩,৫০০	
মূলধন		১,২২,০০০
উল্লোলন	৭,০০০	
আন্তঃ পরিবহন	১,২০০	
ক্রয় ফেরত		১,০০০
বিক্রয় বাট্টা ও ক্রয় বাট্টা	১,২০০	১,৫০০
অগ্রিম খরচ	২,০০০	
বেতন	১০,০০০	
অগ্রিম খরচ	২,০০০	
বিভাজন	৩,০০০	
উপযোগ খরচ	২,০০০	
কর ও অভিকর	৪,০০০	
সুদ	৫০০	
সরবরাহ খরচ	২,০০০	
প্রাপ্য হিসাব	৪০,০০০	
ক্রয় ও বিক্রয়	১,০০,০০০	১,৫০,০০০
	৩,৩৫,৪০০	৩,৩৫,৪০০

সমন্বয়সমূহ:

১. সমাপনী মজুদপন্য মূল্যায়ন করা হয়েছে ২৫,০০০ টাকা এর মধ্যে ২,০০০ টাকার পনের চালান এখনও পাওয়া যায়নি।
২. সকল স্থায়ী সম্পত্তির ওপর ১০% অবচয় ধরতে হবে।
৩. প্রাপ্য হিসাবের ১,০০০ টাকা আদায়যোগ্য নয়। অবশিষ্ট কোদারের ওপর ৫% অনাদায়ী পাওয়া সম্ভবিত্ত রাখতে হবে।
৪. অগ্রিম খরচের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে এবং প্রকৃত সরবরাহ খরচ ১,৫০০ টাকা।
৫. ৫,০০০ টাকার বয়সপাতি ৪,৩০০ টাকায় বিক্রয় করা হয়। অবচয় সম্ভবিত্ত পরিমাণ ১,০০০ টাকা।
৬. বয়সপাতির ওপর ১০% হারে অবচয় ধরতে হবে।
৭. অগ্রিম বিমার অর্ধেকের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে।

করণীয়:

- ক. বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয় নির্ণয় কর।
- খ. মোট লাভ ৫৩,১০০ টাকা হলে বিশদ আয় বিবরণী প্রস্তুত করে নিট লাভ নির্ণয় কর।
- গ. মালিকানা স্বত্ব ১,২৭,৯৫০ টাকা ধরে আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত কর।
- ঘ. সমন্বয় বিবেচনায় এনে একটি আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত কর।

১০। নিম্নের শাওন এর কর্ষপত্র হতে রেওয়ামিল ও সমন্বিত রেওয়ামিল দেয়া হলো।

বিবরণ	রেওয়ামিল		সমন্বিত রেওয়ামিল	
	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট
নগদ	৪,৯৮০		৪,৯৮০	
প্রাপ্য কমিশন	৩,০০০		৩,৮৫০	
অফিস সাপ্লাইজ	৬০০		২৪০	
অফিস ইকুইপমেন্ট	৬,৬০০		৬,৬০০	
অবচয় সম্ভবিত্ত - অফিস ইকুইপমেন্ট		২,৪২০		২,৫৩০
প্রদেয় হিসাব		১,৬৬০		১,৬৬০
প্রদেয় বেতন				৫৫০
অনুপার্জিত কমিশন		৪০০		১৯০
মূলধন		১২,৩০০		১২,৩০০
উজ্জ্বল	১,০০০		১,০০০	
কমিশন আয়		৬,৯০০		৭,৯৬০
বেতন	৬,০০০		৬,৫৫০	
ভাড়া খরচ	১,৫০০		১,৫০০	
অফিস সাপ্লাইস খরচ			৩৬০	
অবচয় - অফিস ইকুইপমেন্ট			১১০	
	২৩,৬৮০	২৩,৬৮০	২৫,১৯০	২৫,১৯০

দশম অধ্যায়
একতরফা দাখিলা পদ্ধতি
SINGLE ENTRY SYSTEM



চিত্র: একতরফা দাখিলা পদ্ধতি

আর্থিক লেনদেনগুলো হিসাবের বহিতে লিপিবদ্ধ করার প্রধানতঃ দুটি পদ্ধতি রয়েছে। একতরফা দাখিলা পদ্ধতি ও দূতরফা দাখিলা পদ্ধতি। একতরফা দাখিলা পদ্ধতি প্রাচীন এবং একটি অবৈজ্ঞানিক কিন্তু বহুল ব্যবহৃত হিসাব পদ্ধতি। এ অধ্যায় আমরা বীভাবে একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে আর্থিক লেনদেনগুলো হিসাবের বহিতে লিপিবদ্ধ করে আর্থিক ফলাফল নির্ণয় ও আর্থিক অবস্থা উপস্থাপন করা হয় তা আলোচনা করা হবে। একইসাথে যদি কোনো প্রতিষ্ঠান তার হিসাবপদ্ধতি একতরফা দাখিলা পদ্ধতির পরিবর্তে দূতরফা হিসাব পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করতে চায় তাহলে কীভাবে একতরফা দাখিলা পদ্ধতি থেকে দূতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে পরিবর্তন করবে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা—

- একতরফা দাখিলায় বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে।
- একতরফা দাখিলা পদ্ধতির ভিত্তিতে ব্যবসায়ের লাভ-ক্ষতি এবং সম্পদ-দায়ের পরিমাণ নির্ণয় করতে পারবে।
- একতরফা দাখিলার আর্থিকভাবে রক্ষিত হিসাব হতে আয়-ব্যয় হিসাবগুলোর পূর্ণাঙ্গ তথ্য নিরূপণ করতে পারবে।

১০.০১ একতরফা দাখিলা পদ্ধতি Single Entry System

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় আর্থিক লেনদেনসমূহ হিসাববিজ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম “দূতরফা দাখিলা পদ্ধতি” অনুসারে হিসাবের বহিতে লিপিবদ্ধ করা হয়। প্রচলিত দূতরফা দাখিলায় লেনদেনের মধ্যস্থিত দুইটি পক্ষকে হিসাবের বহিতে লিপিবদ্ধ করা হয়। কিন্তু যে হিসাব পদ্ধতিতে লেনদেনের মধ্যস্থিত দুইটি পক্ষের মধ্যে কখনও একটি পক্ষকে হিসাবের বহিতে লিপিবদ্ধ করা হয়, কখনও দুটি পক্ষকে লিপিবদ্ধ করা হয়; অবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে লেনদেনের মধ্যস্থিত দুইটি পক্ষের কোনোটিই হিসাবের বহিতে লিপিবদ্ধ করা হয় না, সে পদ্ধতিতে একতরফা দাখিলা পদ্ধতি বলে। অন্যভাবে বলি দ্বারা, যে হিসাব পদ্ধতিতে দূতরফা দাখিলা পদ্ধতির নীতি সঠিক ও সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করা হয় না তাকে একতরফা দাখিলা পদ্ধতি বলে। এটি একটি অসম্পূর্ণ ও অবৈজ্ঞানিক হিসাব পদ্ধতি। সাধারণত ছোট ছোট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের হিসাব পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে। এ পদ্ধতিতে হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা যায় না, সঠিক আর্থিক ফলাফল নির্ণয় করা যায় না এবং সঠিক আর্থিক অবস্থা প্রদর্শনও করতে পারে না। সার্বজনীন হিসাববিজ্ঞান নীতিমালা অনুসরণ করে হিসাব প্রস্তুত করা হয় না বিধায় এটি সবসময় নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। এ পদ্ধতিতে হিসাব সংরক্ষণ করে যে তথ্য পাওয়া যায় তা সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণনে সাহায্য করতে পারে না। এ পদ্ধতির বড় সুবিধা হলো, হিসাবরক্ষণ সহজ, হিসাবরক্ষণ ব্যয় কম, কম সময়ে হিসাব রক্ষণ করা যায় এবং গোপনীয়তা রক্ষা করা সহজ হয়। এ পদ্ধতিতে সাধারণত ব্যক্তিগত ও লগান হিসাবসমূহ সংরক্ষণ করা হয়। সম্পত্তি ও নমিক হিসাবগুলো সাধারণত সংরক্ষণ করা হয় না। তবে ব্যবসায়ের মালিকের ইচ্ছানুযায়ী কোনো কোনো সম্পত্তি ও নমিক হিসাবসমূহ সংরক্ষণ করা হয়।

১০.২ লাভ-ক্ষতি বিবরণী ও বৈষয়িক বিবরণী প্রস্তুতকরণ

Preparation of Profit and Loss Statement & Statement of Affairs

একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে নামিক হিসাব সংরক্ষণ করা হয় না। ফলে দুতরফ দাখিলা পদ্ধতির মতো ক্রয়-বিক্রয় হিসাব এবং লাভ-লোকসান হিসাব তৈরি করে মোট লাভ বা মোট ক্ষতি এবং নিট লাভ বা নিট ক্ষতি নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। এ পদ্ধতিতে লাভ-লোকসান নির্ণয়ের জন্য হিসাবকাল শেষে একটি লাভ-লোকসান বিবরণী প্রস্তুত করতে হয়।

একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে লাভ-লোকসান বিবরণী প্রস্তুতকরণ

লাভ-লোকসান বিবরণীতে হিসাবকালে প্রারম্ভিক মূলধন এবং সমাপনী মূলধন তুলনা করে প্রতিষ্ঠানের লাভ-লোকসান নিরূপণ করা হয়। হিসাবকালের সমাপনী মূলধন যদি প্রারম্ভিক মূলধন অপেক্ষা বেশি হয় তবে তা নিট লাভ প্রকাশ করে। একইভাবে, হিসাবকালের সমাপনী মূলধন যদি প্রারম্ভিক মূলধন অপেক্ষা কম হয় তবে তা নিট ক্ষতি প্রকাশ করে। নিম্নে এ পদ্ধতিতে লাভ-লোকসান নিরূপণের বিভিন্ন ধাপসমূহ বর্ণিত হলো—

১. প্রারম্ভিক ও সমাপনী মূলধন নির্ণয়

Determination of Opening and Closing Capital Balance

প্রারম্ভিক মূলধন এবং সমাপনী মূলধন নির্ণয় করার জন্য যথাক্রমে হিসাবকালের প্রথমে এবং হিসাবকালের শেষে দুটি বিষয় বিবরণী প্রস্তুত করতে হয়। বছরের প্রারম্ভিক সম্পত্তি থেকে প্রারম্ভিক বহিঃদায় এবং সমাপনী সম্পত্তি থেকে সমাপনী বহিঃদায় বাদ দিলে যথাক্রমে প্রারম্ভিক মূলধন ও সমাপনী মূলধন পাওয়া যায়। অংকে অনেক সময় প্রারম্ভিক মূলধন দেয়া থাকে। সেক্ষেত্রে শুধু সমাপনী মূলধন নির্ণয় করতে হয়। নিম্নোক্ত ছকের মাধ্যমে প্রারম্ভিক ও সমাপনী মূলধন নির্ণয় করা হয়।

প্রারম্ভিক ও সমাপনী মূলধন নির্ণয়: নিচে বিষয় বিবরণী প্রস্তুত করে দেখানো হলো—

বিষয় বিবরণী

প্রারম্ভিক ও সমাপনী মূলধন নির্ণয়

মূলধন ও দায়	প্রারম্ভিক	সমাপনী	সম্পত্তি	প্রারম্ভিক	সমাপনী
প্রদেয় হিসাব	৳৳৳	৳৳৳	হাতে বণদ	৳৳৳	৳৳৳
প্রদেয় নোট	৳৳৳	৳৳৳	ব্যাংকে জমা	৳৳৳	৳৳৳
ব্যাংক জমাতিরিক্ত	৳৳৳	৳৳৳	প্রাপ্য হিসাব	৳৳৳	৳৳৳
স্বণ/কর্ত্ত	৳৳৳	৳৳৳	প্রাপ্য নোট	৳৳৳	৳৳৳
বকেয়া খরচ	৳৳৳	৳৳৳	অগ্রিম খরচ	৳৳৳	৳৳৳
মূলধন	৳৳৳	৳৳৳	সমাপনী মজুদ পণ্য	৳৳৳	৳৳৳
সঞ্চিতি ও দায়ের পার্থক্য	৳৳৳	৳৳৳	বিনিয়োগ	৳৳৳	৳৳৳
			আসবাবপত্র	৳৳৳	৳৳৳
			যন্ত্রপাতি	৳৳৳	৳৳৳
			দালান/কোঠা	৳৳৳	৳৳৳
	৳৳৳	৳৳৳		৳৳৳	৳৳৳

কোনো সম্পত্তি বা দায়ের প্রারম্ভিক বা সমাপনী জের দেওয়া না থাকলে সেক্ষেত্রে নিম্নের নিয়ম অনুসরণ করা যেতে পারে।			
হিসাবের শ্রেণি	হিসাবের নাম	নিয়ম	
স্থায়ী সম্পত্তি	আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, দালানকোঠা, বিনিয়োগ, মটর গাড়ী, কম্পিউটার	বছরের প্রারম্ভিক জের আছে কিন্তু সমাপনী জের নাই এমন ক্ষেত্রে প্রারম্ভিক জেরই সমাপনীতে বসবে	বছরের প্রারম্ভিক জের নাই কিন্তু সমাপনী জের থাকলে প্রারম্ভিক জের শূণ্য ধরতে হবে
দীর্ঘ মেয়াদী দায়	ঋণ, ঋণপত্র		

সমস্যা			সমাধান		
সম্পত্তি ও দায়	প্রারম্ভিক	সমাপনী	সম্পত্তি ও দায়	প্রারম্ভিক	সমাপনী
আসবাবপত্র (স্থায়ী সম্পত্তি)	১০,০০০	—	আসবাবপত্র (স্থায়ী সম্পত্তি)	১০,০০০	১০,০০০
দালান (স্থায়ী সম্পত্তি)	—	২০,০০০	দালান (স্থায়ী সম্পত্তি)	০	২০,০০০
ঋণ (দীর্ঘ মেয়াদী দায়)	১৫,০০০	—	ঋণ (দীর্ঘ মেয়াদী দায়)	১৫,০০০	১৫,০০০
ঋণপত্র (দীর্ঘ মেয়াদী দায়)	—	১২,০০০	ঋণপত্র (দীর্ঘ মেয়াদী দায়)	০	১২,০০০

প্রারম্ভিক এমন কোনো সম্পত্তি আছে বা নতুন আরো জন্ম করা হয় কিংবা বিক্রয় করা হয় সেক্ষেত্রে জন্ম করা হলে প্রারম্ভিক জেরের সাথে যোগ করে কিংবা বিক্রয় করা হলে তা বিয়োগ সমাপনী ঘরে বসাতে হবে। (জন্ম বা বিক্রয় সমন্বয়ে বলা থাকবে)

সমস্যা			সমাধান		
সম্পত্তি ও দায়	প্রারম্ভিক	সমাপনী	সম্পত্তি ও দায়	প্রারম্ভিক	সমাপনী
আসবাবপত্র (স্থায়ী সম্পত্তি)	১০,০০০	—	আসবাবপত্র (স্থায়ী সম্পত্তি)	১০,০০০	৮,০০০
দালান (স্থায়ী সম্পত্তি)	২০,০০০	—	দালান (স্থায়ী সম্পত্তি)	২০,০০০	৩০,০০০
			অফিস সরঞ্জাম	—	২৫,০০০

সমন্বয়:

২,০০০ টাকার আসবাবপত্র বিক্রয় করা হয়েছে এবং ১০,০০০ টাকার দালান জন্ম করা হয়েছে। অর্থাৎ এমন কোনো সম্পত্তি বা অর্থে ছিল না নতুনভাবে জন্ম করা হয়েছে সে ঐ সম্পত্তি শুধু সমাপনীতে বসবে। যেমন কম্পিউটার ক্রয় ২৫,০০০ টাকা।

হিসাবের শ্রেণি	হিসাবের নাম	নিয়ম
চলতি সম্পত্তি	নগদ, ব্যাংক জমা, প্রাপ্য হিসাব, প্রাপ্য নোট, মজুদ পণ্য, অগ্রিম খরচ, বকেয়া আয়	প্রারম্ভিক জের বা সমাপনী জের যেখানেই জের থাকবে না সেখানেই জের শূণ্য হবে।
চলতি দায়	ব্যাংক ঋণ, অগ্রিম নোট, প্রদেয় হিসাব, বকেয়া খরচ, অগ্রিম আয়	

সমস্যা			সমাধান		
সম্পত্তি ও দায়	প্রারম্ভিক	সমাপনী	সম্পত্তি ও দায়	প্রারম্ভিক	সমাপনী
প্রাপ্য নোট (চলতি সম্পত্তি)	১০,০০০	-	প্রাপ্য নোট (চলতি সম্পত্তি)	১০,০০০	০
মজুদপণ্য (চলতি সম্পত্তি)	-	২০,০০০	মজুদপণ্য (চলতি সম্পত্তি)	০	২০,০০০
প্রদেয় হিসাব (চলতি দায়)	১৫,০০০	-	প্রদেয় হিসাব (চলতি দায়)	১৫,০০০	০
বাক জমারিফ (স্ফুট দায়)	-	১২,০০০	বাক জমারিফ (স্ফুট দায়)	০	১২,০০০

অনেক সময় সম্পত্তি ও দায়ের ফেদ্রে প্রারম্ভিক জের দেওয়া থাকে কিন্তু সমাপনী জের দেওয়া না থাকলেও সমস্যা কিছু তথ্য থাকে। সেফেদ্রে সমস্যার নির্দেশন অনুসারে বজা করতে হয়। বিষয়টি নিম্নের উদাহরণ ঘর আরো স্পষ্ট করা হলো:

সমস্যা			সমাধান		
সম্পত্তি ও দায়	প্রারম্ভিক	সমাপনী	সম্পত্তি ও দায়	প্রারম্ভিক	সমাপনী
প্রাপ্য নোট (চলতি সম্পত্তি)	১০,০০০	-	প্রাপ্য নোট (চলতি সম্পত্তি)	১০,০০০	৮,০০০
প্রদেয় হিসাব (চলতি দায়)	১৫,০০০	-	প্রদেয় হিসাব (চলতি দায়)	১৫,০০০	৩,০০০
স্বল	৩০,০০০	-	স্বল	৩০,০০০	১৫,০০০

প্রাপ্য নোটের ৫,০০০ টাকা আদায় হয়েছে এবং নতুন ভাবে আরো ৩,০০০ টাকার নোটে স্বীকৃতি পাওয়া গেছে। অন্যদিকে প্রদেয় নোটের ১২,০০০ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। এ বছর নতুন কোনো নোটে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়নি। স্বল ১৫,০০০ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

২. লাভ-লোকসান বিবরণী

Profit & Loss Statement

লাভ-লোকসান বিবরণীর বামদিকে প্রারম্ভিক মূলধন, (যা পূর্বের বিষয় বিবরণীতে নির্ণয় করা হয়েছে) সমস্যা থেকে অতিরিক্ত মূলধন, মূলধনের সুদ, স্বপের সুদ, অনাদায়ী পাওনা, অনাদায়ী পাওনা সম্বন্ধিত, সম্পত্তির অবচয়, বকেয়া খরচ, অগ্রিম আর প্রভৃতি লিখতে হয়। লাভ-লোকসান বিবরণীর ডান পার্শ্বে সমাপনী মূলধন (যা পূর্বের বিষয় বিবরণীতে নির্ণয় করা হয়েছে), উত্তোলন (মগদ ও পক্ষ), উত্তোলনের ওপর সুদ, অববহুলত সরবরাহ, প্রদেয় হিসাবের বাট্টা সম্বন্ধিত, প্রদেয় নোটের বাট্টা সম্বন্ধিত, অগ্রিম ব্যয় ও বকেয়া আর ইত্যাদি লিখতে হয়। ডান দিকের যোগফল বামদিকের যোগফল অপেক্ষা বড় হলে তা নিট লাভ প্রকাশ করে। পক্ষান্তরে, ডানদিক বামদিক অপেক্ষা ছোট হলে তা নিট ক্ষতি প্রকাশ করে।

নিম্নে একটি লাভ-লোকসান বিবরণীর নমুনা দেয়া হলো—

প্রতিষ্ঠানের নাম -----

লাভ-লোকসান বিবরণী

----- সালের ----- তারিখে সমাপ্ত বৎসরের জন্য

বিবরণ	টাকা	বিবরণ	টাকা
প্রারম্ভিক মূলধন	৯৯৯	সমাপনী মূলধন	৯৯৯
অতিরিক্ত মূলধন	৯৯৯	উত্তোলন :	
মূলধনের সুদ	৯৯৯	মগদ	৯৯৯

বিবিধ বকেয়া খরচাবলী	৳৳৳	পণ্য	৳৳৳	
অদানারী পাওনা	৳৳৳		৳৳৳	
অদানারী পাওনা সঞ্চিতি	৳৳৳	(যোগ) সম্পত্তি জবজব জন্য নির্বাহকৃত ব্যয়	৳৳৳	৳৳৳
বাট্টা সঞ্চিতি	৳৳৳	উল্লেখ্যের সুদ		৳৳৳
অগ্রিম আয়	৳৳৳	অগ্রিম খরচাবলী		৳৳৳
সম্পত্তির অবচয়	৳৳৳	বকেয়া আয়		৳৳৳
বিবিধ ক্ষতি	৳৳৳	বিনিয়োগের সুদ		৳৳৳
নিট লাভ (যদি ডান পার্শ্ব বড় হয়)	৳৳৳	অব্যবহৃত মনিহারি		৳৳৳
		প্রদেয় নোটের বাট্টা সঞ্চিতি		৳৳৳
		প্রদেয় হিসাবের বাট্টা সঞ্চিতি		৳৳৳
		নিট ক্ষতি (যদি বাম পার্শ্ব বড় হয়)		৳৳৳
	৳৳৳			৳৳৳

লাভ-লোকসান বিবরণী কোন হিসাব নয় বলে তার বাম ও ডান পাশে ভেবিট ও ক্রেডিট লেখার প্রয়োজন হয়না।

বৈয়য়িক বিবরণী প্রস্তুতকরণ

Preparation of Statement of Affairs

এক তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে আর্থিক অবস্থার বিবরণীর পরিবর্তে বৈয়য়িক বিবরণী প্রস্তুত করা হয়। এটিও আর্থিক অবস্থার বিবরণীর মতো একটি সম্পত্তি ও দায়ের বিবরণী। সাধারণত সকল সমাপনী সম্পত্তি ও দায়গুলো এ বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত হয়। নিচে বৈয়য়িক বিবরণীর একটি নমুনা প্রদান করা হলো—

প্রতিষ্ঠানের নাম -----

বৈয়য়িক বিবরণী

----- সালের ----- তারিখের জন্য

দায়সমূহ	টাকা	সম্পত্তিসমূহ	টাকা
মূলধন (প্রারম্ভিক)	৳৳৳	নগদ তহবিল	৳৳৳
যোগ: অতিরিক্ত মূলধন	৳৳৳	ব্যাংক জমা	৳৳৳
যোগ: মূলধনের সুদ	৳৳৳	আসবাবপত্র	৳৳৳
যোগ: নিট লাভ	৳৳৳	বাদ: অবচয়	৳৳৳
	৳৳৳	প্রাপ্য হিসাব	৳৳৳
বাদ: উল্লেখ্য	৳৳৳	বাদ: অদানারী পাওনা	৳৳৳
	৳৳৳		৳৳৳
বাদ: উল্লেখ্যের সুদ	৳৳৳	বাদ: নতুন সঞ্চিতি	৳৳৳
সকল সমাপনী দায়ের জের:		মজুদপণ্য	৳৳৳
		প্রাপ্য নোট	৳৳৳
প্রদেয় হিসাব	৳৳৳	বাদ: বাট্টা সঞ্চিতি	৳৳৳
বাদ: বাট্টা সঞ্চিতি	৳৳৳	বকেয়া আয়/অগ্রিম ব্যয়	৳৳৳

ব্যাংক জমাতিরিক্ত	৳৳৳	অব্যবহৃত মনিহারি	৳৳৳
বকেয়া খরচ	৳৳৳	দালানকোঠা	৳৳৳
অগ্রিম আয়	৳৳৳	বাদ: অবচয়	৳৳৳
স্থল	৳৳৳	কলকত্কা	৳৳৳
প্রদেয় নোট	৳৳৳	বাদ: অবচয়	৳৳৳
বাদ: ব্যাটা সম্বন্ধিত	৳৳৳	কম্পিউটার	৳৳৳
		বাদ: অবচয়	৳৳৳
		মটরগাড়ি/মটরভ্যান	৳৳৳
		বাদ: অবচয়	৳৳৳
	৳৳৳		৳৳৳

প্রশ্নের ধরণ: একতরফা দাবীরা পছন্দিতে কোনো একটি নির্দিষ্ট বছরের কতিপয় সম্পত্তি, দায় সমূহের (চলতি ও স্থায়ী) প্রারম্ভিক ও সমাপনী জের দেওয়া থাকে এবং এর সাথে কতিপয় সমন্বয় দেওয়া থাকে।

নিম্নে একটি উদাহরণ দেওয়া হলো এবং পর্যায়ক্রমে এ অঙ্কের সমাধান বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো। এ অঙ্কটি একজন শিক্ষার্থী ভালোভাবে বুঝতে পারলে একতরফা সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা পাবে।

উদাহরণ: ১ জনাব সোলায়মান তার ব্যবসায়ের হিসাব দুতরফা দাবীরা পছন্দি মোতাবেক সংরক্ষণ করেননি। তার হিসাব হতে নিম্নোক্ত উদ্ভূতগুলো দেয়া হলো:

বিবরণ	১ জানুয়ারি ২০১২ (টাকা)	৩১ ডিসেম্বর ২০১২ (টাকা)
নগদ তহবিল	২,৫০০	১,৮০০
ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত	২২,৫০০	১৮,০০০
মজুদপণ্য	১৯,৫০০	২৮,০০০
প্রাপ্য হিসাব	১৮,০০০	৩৭,৫০০
আসবাবপত্র	১০,০০০	-
বিবিধ প্রদেয় হিসাব	১৫,০০০	১৬,০০০
প্রাপ্য নোট	১২,৫০০	১৫,০০০
প্রদেয় শেঁট	৫,০০০	৪,০০০

জনাব সোলায়মান নিজ প্রয়োজনে ব্যবসায় হতে নগদ ১৫,০০০ টাকা ও ৩,০০০ টাকা মূল্যের পণ্য উত্তোলন করেছেন। তিনি ব্যবসায়ের জন্য ৪৫,০০০ টাকা মূল্যের ডেলিভারি ভ্যান ক্রয় করে। এটি ক্রয়ের জন্য তিনি তার মোটর সাইকেল বিক্রয় করে ৩৫,০০০ টাকা এবং বাকি টাকা তার উল্লিখিত টাকার হতে সরবরাহ করে।

অন্যান্য তথ্যাবলি:

- বিবিধ খরচাবলি ২,০০০ টাকা এখনও বকেয়া রয়েছে। কিন্তু পরবর্তী বছরের বিবিধ খরচাবলি স্বাবদ ১,০০০ টাকা অগ্রিম প্রদত্ত হয়েছে।
- বিবিধ প্রাপ্য হিসাবের ১,৫০০ টাকা আদায়যোগ্য নয় এবং অবশিষ্ট প্রাপ্য হিসাবের ১০% ধরে অনাদায়ী পাওনা সম্বন্ধিত তৈরি করতে হবে।
- আসবাবপত্রের ১০% অবচয় ধার্য করতে হবে।

করণীয়: ক. ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য লান্ড-লোকসান বিবরণী;

খ. উক্ত তারিখের বৈষয়িক বিবরণী।

সমাধান: ১

প্রথম পদক্ষেপ: প্রথমে প্রারম্ভিক ও সমাপনী মূলধন নির্ণয় করতে হবে। প্রারম্ভিক ও সমাপনী মূলধন নির্ণয়ের মূল সূত্র হলো প্রারম্ভিক সম্পত্তিসমূহ থেকে প্রারম্ভিক দায়সমূহ বাদ দিলে প্রারম্ভিক মূলধন এবং সমাপনী সম্পত্তিসমূহ থেকে সমাপনী দায়সমূহ বাদ দিলে সমাপনী মূলধন পাওয়া যাবে। প্রারম্ভিক মূলধন ও সমাপনী মূলধন নিম্নোক্ত ছকের মাধ্যমে নির্ণয় করা যায়।

বৈষয়িক বিবরণী

প্রারম্ভিক ও সমাপনী মূলধন নির্ণয়

দায়সমূহ	প্রারম্ভিক	সমাপনী	সম্পত্তিসমূহ	প্রারম্ভিক	সমাপনী
প্রদেয় হিসাব	***	***	নগদ তহবিল		***
প্রদেয় নোট	***	***	ব্যাংক জমা	***	***
ব্যাংক জমাতিরিক্ত	***	***	আসবাবপত্র	***	***
বকেয়া খরচ	***	***	প্রাপ্য হিসাব	***	***
ঋণ	***	***	প্রাপ্য নোট	***	***
মূলধন (সম্পত্তি ও দায়ের পার্থক্য)	***	***	ভূমি ও দাখান	***	***
			কলকজা	***	***
			বিনিয়োগ	***	***
			অগ্রিম বরচ	***	***
	***	***		***	***

উল্লেখ্য যে, সমন্বয়ে যদি কোন নতুন স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয়ের কথা বলা থাকে তা সমাপনী সম্পত্তি পাশে বসবে। উপর্যুক্ত অংকের প্রারম্ভিক ও সমাপনী মূলধন নির্ণয় করা হলো—

বৈষয়িক বিবরণী

(প্রারম্ভিক ও সমাপনী মূলধন নির্ণয়)

দায়সমূহ	প্রারম্ভিক	সমাপনী	সম্পত্তিসমূহ	প্রারম্ভিক	সমাপনী
প্রদেয় হিসাব	১৫,০০০	১৬,০০০	নগদ তহবিল	২,৫০০	১,৮০০
প্রদেয় নোট	৫,০০০	৪,০০০	ব্যাংক জমা	২২,৫০০	১৮,০০০
মূলধন (সম্পত্তি ও দায়ের পার্থক্য)	৬৫,০০০	১,৩৫,৩০০	মজুদপত্র	১৯,৫০০	২৮,০০০
			প্রাপ্য হিসাব	১৮,০০০	৩৭,৫০০
			আসবাবপত্র	১০,০০০	১০,০০০
			প্রাপ্য নোট	১২,৫০০	১৫,০০০
			ডেলিভারি ড্যান	—	৪৫,০০০
	৮৫,০০০	১,৫৫,৩০০		৮৫,০০০	১,৫৫,৩০০

- আসবাবপত্র একটি স্থায়ী সম্পত্তি। স্থায়ী সম্পত্তির প্রারম্ভিক জের দেওয়া থাকলে এবং সমাপনী জের দেওয়া না থাকলে প্রারম্ভিক জেরই সমাপনী জের হয়। (যদি সমন্বয়ে নতুন আসবাবপত্র ক্রয় থাকত তাহলে ১০,০০০ টাকার সাথে যোগ আর যদি বিক্রয় থাকলে তা ১০,০০০ টাকা সমাপনীতে বসাতে হতো।)
- যদি সমন্বয়ে এমন কোনো স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় থাকে (যা প্রারম্ভিক ও সমাপনী সম্পত্তি ও দায়ের তালিকার মধ্যে নাই) যা ক্রয় করা হয়েছে তাহলে তা সমাপনী সম্পত্তি হিসাবে দেখাতে হবে। জেলিজরি ডায়েরি কেন্দ্রে একই ঘটনা ঘটেছে।

২য় পদক্ষেপ:

এ পদক্ষেপে লাভ-ক্ষতি বিবরণী প্রস্তুত করা হবে। লাভ-ক্ষতি বিবরণীর সাহায্যে নিট লাভ বা নিট ক্ষতি নির্ণয় করা হয়।

নিট লাভ বা নিট ক্ষতি নির্ণয়ের ছক নিম্নে প্রদান করা হলো:

জনাব সোলায়মান

লাভ-ক্ষতি বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা	বিবরণ	টাকা
প্রারম্ভিক মূলধন	***	সমাপনী মূলধন	***
অতিরিক্ত মূলধন	***	উপোলান:	
বকেয়া খরচ	***	নগদ	***
অগ্রিম আয়	***	পণ্য	***
অনাদায়ী পাওনা	***		***
যোগ: নতুন সঞ্চিতি	***	বাদ: কারবারে বিনিয়োগ	***
মূলধনের সুদ	***	উপোলানের সুদ	***
খণ্ডের সুদ	***	অগ্রিম খরচ	***
স্থায়ী সম্পত্তির অবচয়	***	বকেয়া খরচ	***
প্রাপ্য হিসাবের বাট্টা সঞ্চিতি	***	বিনিয়োগের সুদ	***
		অব্যবহৃত মনিহারি	***
নিট লাভ (মূলধন হিসাবে স্থানান্তর করা হলো।)	***	ধন্দের হিসাবের বাট্টা সঞ্চিতি	***
	***		***

এ পর্যায়ে উল্লিখিত অঙ্কের লাভ-ক্ষতি বিবরণী প্রস্তুত করা হলো:

জনাব সোণারমান
লাভ-ক্ষতি বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা	বিবরণ	টাকা
প্রারম্ভিক মূলধন	৬৫,০০০	সমাপনী মূলধন	১,৩৫,৩০০
অতিরিক্ত মূলধন	৩৫,০০০	উল্লেখন:	
বিবিধ খরচ বকেয়া	২,০০০	নগদ	১৫,০০০
অনাদায়ী পাওনা	১,৫০০	পণ্য	৩,০০০
যোগ: নতুন পাওনা সঞ্চিতি	৩,৬০০		১৮,০০০
অসবাবপত্রের অবচয়	১,০০০	বাদ: কারবারে বিনিয়োগ	১০,০০০
নিট লাভ (মূলধন হিসাবে নীত হবে)	৩৬,২০০	বিবিধ খরচ অগ্রিম	১,০০০
	১,৪৮,৩০০		১,৪৮,৩০০

সমস্বয়ে উল্লেখ আছে:

তিনি (মালিক) ব্যবসায়ের জন্য ৪৫,০০০ মূল্যের একটি ডেলিভারি ভ্যান ক্রয় করে। এ ভ্যান ক্রয় করতে তার ব্যক্তিগত মটর সাইকেল বিক্রয় করে ৩৫,০০০ টাকা দিয়েছেন এবং অবশিষ্ট ১০,০০০ টাকা উল্লেখিত টাকা হতে দিয়েছেন। মালিক তার নিজের তহবিল থেকে কিংবা ব্যক্তিগত কোনো সম্পত্তি বিক্রয় করে কারবারে অর্থ প্রদান করলে তা কারবারের জন্য অতিরিক্ত মূলধন। তাই মটরসাইকেল বিক্রয়জনিত অর্থ যা দিয়ে কারবারের ভ্যান ক্রয় করা হয়েছে তা লাভ-ক্ষতি বিবরণীতে অতিরিক্ত মূলধন হিসাবে দেখানো হয়েছে। অন্যদিকে ১০,০০০ টাকা যে উল্লেখিত অর্থ থেকে দেওয়া হয়েছে তা মূলত উল্লেখনকে হ্রাস করেছে। তাই লাভ-ক্ষতি বিবরণীর ডান পাশে উল্লেখন থেকে এ ১০,০০০ টাকা কারবারে বিনিয়োগ নামে বাদ দেওয়া হয়েছে।

* মনে রাখতে হবে, অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি (নতুন সঞ্চিতি) সবসময় সমাপনী সেন্সারের উপর নির্দিষ্ট করতে হয়। তবে সমস্বয়ে যদি অনাদায়ী পাওনা থাকে তবে তা উক্ত সেন্সার থেকে বাদ দিয়ে তারপর নতুন সঞ্চিতি নির্দিষ্ট করতে হয়।

$$\text{নতুন সঞ্চিতি} = (৩৭,৫০০ - ১,৫০০) \times ১০\% = ৩,৬০০ \text{ টাকা।}$$

তৃতীয় পদক্ষেপ:

এ পদক্ষেপে বৈষয়িক বিবরণী প্রস্তুত করা হবে। বৈষয়িক বিবরণী মূলতঃ উদ্বর্তপত্রের মতো, এ বিবরণীতে সম্পত্তি ও দায়ের তথ্য উপস্থাপন করা হয়।

জনাব সোলায়মান

বৈষয়িক বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য

দায়সমূহ	টাকা	সম্পত্তিসমূহ	টাকা
দায়সমূহ (সমাপনী)		* সম্পত্তিসমূহ (সমাপনী)	
সমস্বয়ে কোনো খরচ বকেয়া থাকলে তা আসবে		* অবচয় থাকলে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি থেকে বাদ দিতে হবে।	
সমস্বয়ে কোনো অগ্রিম আয় থাকলে তা আসবে		* প্রাপ্য হিসাব থেকে অনাদারী পাওনা ও নতুন সম্মিতি বাদ দিতে হবে।	
প্রারম্ভিক মূলধন ***		* সমস্বয়ে যদি কোনো অগ্রিম খরচ থাকে তা আসবে	
যোগ: অতিরিক্ত মূলধন ***		* সমস্বয়ে কোনো আয় বকেয়া থাকলে আসবে	
যোগ: মূলধনের সুদ ***			

বাদ: উত্তোলন ***			

বাদ: উত্তোলনের সুদ ***			

যোগ: নিট হাত ***			
	***		***

জনাব সোলায়মান

বৈষয়িক বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের জন্য

দায়সমূহ	টাকা	সম্পত্তিসমূহ	টাকা
প্রদেয় হিসাব	১৬,০০০	নগদ তহবিল	১,৮০০
প্রদেয় নোট	৪,০০০	ব্যাংক জমা	১৮,০০০
কারবার খরচ বকেয়া	২,০০০	মজুদপণ্য	২৮,০০০
প্রারম্ভিক মূলধন ৬৫,০০০		প্রাপ্য হিসাব ৩৭,৫০০	
যোগ: অতিরিক্ত মূলধন ৩৫,০০০		বাদ: অনাদারী পাওনা ১,৫০০	
১,০০,০০০		৩৬,০০০	
যোগ: নিট হাত ৩৬,২০০		বাদ: নতুন সম্মিতি ৩,৬০০	৩২,৪০০
১,৩৬,২০০		আসবাবপত্র ১০,০০০	
বাদ: উত্তোলন ৮,০০০	১,২৮,২০০	বাদ: অবচয় ১,০০০	৯,০০০
		প্রাপ্য নোট ১৫,০০০	
		কারবার খরচ অগ্রিম ১,০০০	
		ডেলিভারী ভান ৪৫,০০০	
	১,৫০,২০০		১,৫০,২০০

উদাহরণ: ২ মি. আবুল কাসেম একজন খুচরা ব্যবসায়ী। তিনি তার কারবারের হিসাব বই দূতরফা দাখিলা পদ্ধতি অনুযায়ী সংরক্ষণ করে না। তার হিসাব বই হতে নিম্নোক্ত খতিয়ান উদ্ধৃতসমূহ নেয়া হয়েছে:

বিবরণ	১ জানুয়ারি ২০১২ (টাকা)	৩১ ডিসেম্বর ২০১২ (টাকা)
নগদ তহবিল	৩৫,০০০	৫০,০০০
ব্যাংক জমা	২৫,০০০	২৫,০০০ (ক্রে.)
৬% ব্যাংক ঋণ	২৫,০০০	—
১০% বিনিয়োগ (১-৪-১২)		২০,০০০
মজুদপণ্য	৩৬,০০০	৫০,০০০
প্রাপ্য হিসাব	৮০,০০০	২,১০,০০০
প্রদেয় হিসাব	৩৬,০০০	৫৫,০০০
আসবাবপত্র	৪০,০০০	—
প্রাপ্য নোট	৬,০০০	১০,০০০
প্রদেয় নোট	৫,০০০	৪,০০০

মি. আবুল কাসেম ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবসায় হতে প্রত্যেক মাসে নগদ ১,৫০০ টাকা উত্তোলন করেছেন। এছাড়াও তিনি ৭,০০০ টাকা মূল্যের পণ্য উত্তোলন করেছেন। উত্তোলিত অর্থ হতে ৪,০০০ টাকা দিয়ে কারবারের জন্য একটি আলমারি ক্রয় করেছেন। তিনি তার ব্যক্তিগত তহবিল হতে ৫০,০০০ টাকা দিয়ে কারবারের জন্য একটি কম্পিউটার ক্রয় করেছিলেন।

অন্যান্য তথ্যাবলি:

- ক্যাসিয়ারের নিকট হতে ৩,০০০ টাকা চুরি হয়ে গিয়েছে যা হিসাবভুক্ত হয়নি।
- কারবার খরচাবলি ৪০০ টাকা বকেয়া রয়েছে পক্ষান্তরে ২৫০ টাকা ভাতা অগ্রিম প্রদান করা হয়েছে।
- মলিহারি খরচ ৪০০ টাকা অপরিশোধিত রয়েছে; এবং বছরান্তে ১০০ টাকার মলিহারি অব্যবহৃত রয়েছে।
- প্রাপ্য হিসাবের ৫,০০০ টাকা আদায়যোগ্য নয়; অবশিষ্ট প্রাপ্য হিসাবের উপর ৫% হারে অনাদায়ী পাওনা স্থগিত সৃষ্টি করতে হবে।
- প্রারম্ভিক মূলধনের উপর শতকরা ৫ টাকা হারে সুদ ধার্য করতে হবে।
- বিনিয়োগ ও ব্যাংক ঋণের উপর সুদ বকেয়া রয়েছে।

করণীয়: ১. ২০১২ সনের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে আবুল কাসেমের লাভ-ক্ষতি বিবরণী;

২. উক্ত তারিখের বৈষয়িক বিবৃতি।

সমাপন: ২

মি. আবুল কাসেম
বৈষয়িক বিবরণী

(প্রারম্ভিক ও সমাপনী মূলধন নির্ণয়)

দায়সমূহ	প্রারম্ভিক	সমাপনী	সম্পত্তিসমূহ	প্রারম্ভিক	সমাপনী
ব্যাংক জমাতিরিক্ত		২৫,০০০	নগদ তহবিল	৩৫,০০০	৫০,০০০
৬% ব্যাংক ঋণ	২৫,০০০	২৫,০০০	ব্যাংক জমা	২৫,০০০	
প্রদেয় হিসাব	৩৬,০০০	৫৫,০০০	১০% বিনিয়োগ		২০,০০০
প্রদেয় নোট	৫,০০০	৪,০০০	মজুদপণ্য	৩৬,০০০	৫০,০০০
			প্রাপ্য হিসাব	৮০,০০০	২,১০,০০০
			আসবাবপত্র	৪০,০০০	৪৪,০০০
			প্রাপ্য নোট	৬,০০০	১০,০০০
মূলধন (সম্পত্তি ও দায়ের পার্থক্য)	১,৫৬,০০০	৩,২৫,০০০	কম্পিউটার		৫০,০০০
	২,২২,০০০	৪,৩৪,০০০		২,২২,০০০	৪,৩৪,০০০

১. ব্যাংক জমা সাধারণত ডেবিট উদ্ধৃত প্রকাশ করে। তবে ব্যাংক জমা (ক্রেত) থাকলে তা ব্যাংক জমাতিরিক্ত বুঝায়।
২. বিনিয়োগ (একটি স্থায়ী সম্পত্তি) বছরের শুরুতে না থাকলে বুঝতে হবে বছরের প্রারম্ভে উক্ত বিনিয়োগ ছিল না।
৩. আসবাবপত্র বছরের শুরুতে ৪০,০০০ টাকা ছিল। যদি নতুন আসবাবপত্র ক্রয় করা না হলে আসবাবপত্র (স্থায়ী সম্পত্তি) বছরের শেষেও ৪০,০০০ টাকা থাকবে। তবে এখানে ৪,০০০ টাকার আগমারি (আসবাবপত্র) ক্রয় করার ফলে সমাপনী আসবাবপত্র ৪৪,০০০ টাকা দেখানো হয়েছে।
৪. প্রারম্ভিক ও সমাপনী সম্পত্তি ও দায়ের তালিকায় নেই এমন কোনো সম্পত্তি পরবর্তীতে ক্রয় করা হয়েছে (যা সমন্বয়ে বণ্য থাকে) উক্ত সম্পত্তি সমাপনী সম্পত্তি হিসাবে সম্পত্তি পাশে বসে। এখানে কম্পিউটারের ক্ষেত্রে এ নিয়ম অনুসরণ করা হয়েছে।
৫. ব্যাংক ঋণ (দীর্ঘমেয়াদি দায়) এর ক্ষেত্রে বছরের শুরুতে থাকলে বুঝতে হয় বছরের শেষেও থাকে। তবে যদি সমন্বয়ে বণ্য থাকে কিছু অংশ বা সব পরিশোধ করে, সেক্ষেত্রে প্রারম্ভিক দায় থেকে তা বাদ দিয়ে সমাপনী দায় হিসাবে বসাতে হবে।

মি. আবুল কাসেম
লাভ-ক্ষতি বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা	বিবরণ	টাকা
প্রারম্ভিক মূলধন	১,৫৬,০০০	সমাপনী মূলধন	৩,২৫,০০০
অতিরিক্ত মূলধন	৫০,০০০	উত্তোলন:	
বিবিধ ক্ষতি	৩,০০০	নগদ	১৮,০০০

কারবার বরচাবণী বকেয়া	৪০০	পণ্য	৭,০০০	
মনিহারি বকেয়া	৪০০		২৫,০০০	
অনাদায়ী পাওনা	৫,০০০	বাদ: কারবারে বিনিয়োগ	৪,০০০	২১,০০০
যোগ: নতুন সঞ্চিতি	১০,২৫০	ভাড়া অগ্রিম		২৫০
মূলধনের সুদ	৭,৮০০	অব্যবহৃত মনিহারি		১০০
খণের সুদ	১,৫০০	বিনিয়োগের সুদ		১,৫০০
মিট লাভ	১,১৩,৫০০			
(মূলধন হিসাবে স্থানান্তর করা হলো।)				
	৩,৪৭,৮৫০			৩,৪৭,৮৫০

- মালিক তার ব্যক্তিগত তহবিল দিয়ে কারবারের জন্য কোনো সম্পত্তি ক্রয় করলে তা একদিকে অতিরিক্ত মূলধন অন্যদিকে ৫০,০০০ টাকা দ্বারা কারবারের সম্পত্তি বাড়ে। এ অর্থে মালিক তার ব্যক্তিগত তহবিল থেকে কম্পিউটার ক্রয় করার জন্য এ ৫০,০০০ টাকা অতিরিক্ত মূলধন দেখানো হয়েছে।
- কারবারের উত্তোলিত অর্থ থেকে আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে: সুতরাং উত্তোলন থেকে আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য ৭,০০০ টাকা কারবারে বিনিয়োগ নামে বাদ দেওয়া হয়েছে।
- অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি সব সময় সমাপনী প্রাপ্য হিসাবের উপর ধার্য করতে হয়। তবে, সমন্বয়ে যদি কোনো অনাদায়ী পাওনা থাকে তবে সমাপনী প্রাপ্য হিসাব থেকে অনাদায়ী পাওনা বাদ দেওয়ার পর নতুন সঞ্চিতি (অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি) নির্ণয় করতে হবে। নতুন সঞ্চিতি হবে $(২,১০,০০০ - ৫,০০০) \times ৫\% = ১০,২৫০$ টাকা।
- মূলধনের সুদ: প্রারম্ভিক মূলধনের উপর ১ বছরের সুদ ধরতে হবে। সুতরাং —
সুদ = $(১,৫৬,০০০ \times ৫\%) = ৭,৮০০$ টাকা। (অতিরিক্ত মূলধনের তারিখ না থাকলে সুদ ধরতে হবে না)
- খণের সুদ ১ বছরের ধরতে হবে। সুতরাং সুদ হবে- $২৫,০০০ \times ৬\% = ১,৫০০$ টাকা।
- বিনিয়োগ যেহেতু ১-৪-২০১২ তারিখে করা হয়েছে, সেহেতু ৯ মাসের সুদ ধরতে হবে। সুতরাং বিনিয়োগের সুদ হবে: $২০,০০০ \times ১০\% \times \frac{৯}{১২} = ১,৫০০$ টাকা।
- ক্যাসিয়ারের নিকট থেকে চুরি একবার লাভ-ক্ষতি বিবরণীর বাম পাশে আর একবার বৈষয়িক বিবরণীতে সমাপনী নগদ থেকে বাদ দিতে হবে।

মি. আবুল কাশেম

বৈষয়িক বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের সমাপ্ত বছরের জন্য

দায়সমূহ	টাকা	সম্পত্তিসমূহ	টাকা
৬% ব্যাংক ঋণ	২৫,০০০	নগদ তহবিল	৫০,০০০
বিবিধ প্রদেয় হিসাব	৫৫,০০০	বাদ: বিবিধ ক্ষতি	৩,০০০
			৪৭,০০০

প্রদেয় নোট	৪,০০০	১০% বিনিয়োগ	২০,০০০
কারবার খরচাবলী বকেয়া	৪০০	মজুদপণ্য	৫০,০০০
মনিহারি বকেয়া	৪০০	প্রাপ্য হিসাব	২,১০,০০০
ঋণের সুদ বকেয়া	১,৫০০	বাদ: অনাদারী পাওনা	৫,০০০
ব্যাংক জমাতিরিক্ত	২৫,০০০		২,০৫,০০০
প্রারম্ভিক মূলধন	১,৫৬,০০০	বাদ: নতুন সঞ্চিতি	১০,২৫০
যোগ: অতিরিক্ত মূলধন	৫০,০০০	আসবাবপত্র	৪৪,০০০
	২,০৬,০০০	প্রাপ্য নোট	১০,০০০
যোগ: নিট লাভ	১,১৩,৫০০	অব্যবহৃত মনিহারি	১০০
		অগ্রিম আড়া	২৫০
বাদ: উত্তোলন	২১,০০০	কম্পিউটার	৫০,০০০
		বিনিয়োগের সুদ বকেয়া	১,৫০০
যোগ: মূলধনের সুদ	৭৮০০		
	৩,০৬,৩০০		
	৪,১৭,৬০০		৪,১৭,৬০০

কাজ-১: জনাব আরমান দুত্তরফা দাবিলা পদ্ধতি মোতাবেক হিসাব সংরক্ষণ করে না। ২০১২ সালে তাঁর কারবারের আর্থিক অবস্থা নিম্নরূপ ছিল:

হিসাবের নাম	০১-০১-২০১২	৩১-১২-২০১২
হাতে নগদ	১,০০০	২,০০০
ব্যাংকে জমা	৫,০০০	৩,০০০ ডে:
মজুদ পণ্য	১০,০০০	১৫,০০০
প্রাপ্য হিসাব	১৫,০০০	২১,০০০
প্রদেয় হিসাব	১২,০০০	১৮,০০০
যন্ত্রপাতি	২০,০০০	২৫,০০০
প্রাপ্য নোট	৩,০০০	?
প্রদেয় নোট	২,০০০	?
আসবাবপত্র	১২,০০০	?

জনাব আরমান তার নিজ প্রয়োজনে কারবার হতে সারা বছর ধরে প্রতি মাসের ১ম তারিখে ১০০ টাকা, ১৫ তারিখে ২০০ টাকা এবং শেষ তারিখে ৩০০ টাকা করে উত্তোলন করেন। ১ জুলাই তারিখে তিনি ব্যক্তিগত পুসাতন ফ্রিজ ২০,০০০ টাকায় বিক্রয় করে তার ১/৪ অংশ দ্বারা কারবারের অন্য যন্ত্রপাতি ক্রয় করেন।

অন্যান্য তথ্যাবলি:

(১) চলতি বছরের ১,০০০.০০ টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে এবং নতুন ২,০০০ টাকার বিলে স্বীকৃতি পাওয়া গেছে। (২) ১ জুলাই আসবাবপত্রের একটি অংশ ৫,০০০ টাকায় বিক্রয় করা হয়, যার পুত্রকের মূল্য ছিল ৪,০০০ টাকা। (৩) মাসিক ১০০ টাকা হারে দুমাসের বেতন বকেয়া ও মাসিক ২০০ টাকা করে তিন মাসের ভাড়া অগ্রিম প্রদান করেছে। (৪) মূলধন ও উল্গোলনের উপর ১০% সুদ ধার্য কর (৫) প্রদেয় হিসাবের উপর ৩% এবং প্রাপ্য নোটের উপর ২% হারে ব্যাংক সঞ্চিতির ব্যবস্থা করতে হবে। (৬) আসবাবপত্রের উপর ৫% হারে এবং যন্ত্রপাতির উপর ১০% হারে অবচয় ধরতে হবে।

করবীয়া:

ক. ২০১২ সনের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে জ্ঞানব আরমাদের লাভ-ক্ষতি বিবরণী;

খ. উক্ত তারিখের বৈজ্ঞানিক বিবৃতি।

কাজ-২: কাসেম একজন ব্যবসায়ী। তিনি তার কারবারের হিসাব একতরফা দাখিলা পদ্ধতি মোতাবেক সংরক্ষণ করেন। ২০১২ সালে তার হিসাব বইতে নিম্নলিখিত তথ্যগুলো পাওয়া গেল।

বিবরণ	০১-০১-২০১২	৩১-১২-২০১২
নগদ তহবিল	৪,০০০	৫,০০০
ব্যয়ক জমাতিরিক্ত	৭,৫০০	৮,৫০০
মজুদপণ্য	১০,৫০০	১২,০০০
প্রাপ্য হিসাব	৩২,০০০	৩৫,০০০
প্রদেয় হিসাব	১১,৮০০	১২,২০০
প্রাপ্য নোট	৮,০০০	---
প্রদেয় নোট	৭,০০০	---
দাখানকোঠা	---	২০,০০০
আসবাবপত্র	২০,০০০	---
১০% বিনিয়োগ	২০,০০০	---
১০% ঋণ	১০,০০০	---

তিনি নিজ প্রয়োজনে প্রতি সপ্তাহে নগদে ২০০ টাকা এবং ৫,০০০ টাকার পণ্য উল্গোলন করেছেন। তিনি কারবারের জন্য ৪৫,০০০ টাকা মূল্যের মোটরগাড়ি ক্রয় করেন। মোটরগাড়ি ক্রয়ের প্রয়োজনীয় অর্থের অংশ বিশেষ তার ব্যক্তিগত মোটর সাইকেলখানি ৩৫,০০০ টাকা বিক্রয় করে সমুদয় অর্থ এবং উল্গোলিত টাকা হতে ১০,০০০ টাকা সরবরাহ করে ব্যয় নির্বাহ করেছেন। তিনি কারবারের ৪,৫০০ টাকার পণ্য বিক্রয় করে বিক্রয়লব্ধ অর্থ ছাড়া ছেলের কলেজের বেতন প্রদান করেন।

অন্যান্য তথ্যাবলি:

১. ডিসেম্বর মাসের ভাড়া ১,২০০ টাকা বকেয়া রয়েছে পক্ষদ্বয়ের পরবর্তী সালের জানুয়ারি মাসের বেতন ১,৮০০ অগ্রিম প্রদান করেছেন।
২. ১ জুলাই ২০১২ তারিখে ৪,০০০ টাকার বিনিয়োগ সুদসহ আদায় হয়েছে এবং ৫,০০০ টাকার ঋণ পরিশোধ করা হয়েছে যার সুদ এখনও বকেয়া আছে।
৩. এবছর মজুদ বিলো স্বীকৃতি দেয়া হয়নি। অবশ্য কিন্তু পুরাতন বিলের ৩,০০০ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।
৪. প্রাপ্য নোটের অর্ধেক মর্যাদাকৃত হয়েছে।
৫. মূলধন ও উল্লেখনোর উপর ৫% সুদ ধার্য কর।
৬. স্থায়ী সম্পত্তির উপর ৫% অবচয় ধার্য কর।

করণীয়:

ক. ২০১২ সনের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে কাসেমের লাভ-ক্ষতি বিবরণী;

খ. উক্ত তারিখের বৈজ্ঞানিক বিবৃতি।

১০.০৩ বিভিন্ন অসমাপ্ত উপাদানকে (ক্রয়, বিক্রয়, প্রাপ্য হিসাব ও প্রদেয় হিসাব) পূর্ণাঙ্গ উপাদানে রূপান্তর Incomplete Items Converted to Completed Items

একতরফা দাবিলা পদ্ধতি থেকে দ্বিতরফা দাবিলা পদ্ধতিতে রূপান্তর করার সময় ক্রয়, বিক্রয়, প্রাপ্য হিসাব কিংবা প্রদেয় হিসাব সংক্রান্ত এক বা একাধিক তথ্য থাকে না। এসব তথ্য উদ্ঘাটন করতে বিভিন্ন হিসাব প্রস্তুত করতে হয়। এ হিসাব প্রস্তুতের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

ক্রয় সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য উদ্ঘাটনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিবরণী ব্যবহার করা যায়:

বিক্রয়	৳৳৳৳
বাদ: মোট লাভ	(৳৳৳৳)
বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয়	৳৳৳৳
যোগ: সমাপনী মজুদপণ্য	৳৳৳৳
বাদ: প্রারম্ভিক মজুদপণ্য	(৳৳৳৳)
ক্রয়	৳৳৳৳

উদাহরণ: ৩ মি. আহমেদ ২০১২ সালে ২, ০০,০০০ টাকার পণ্য বিক্রয় করেন। পণ্য বিক্রয়ের সময় ক্রয় মূল্যের উপর ১২% লাভ করেন। অবিক্রিত পণ্যের পরিমাণ ২০১১ সালের শেষে ১২,০০০ টাকা এবং ২০১২ সালের শেষে ১৫,০০০ টাকা। পণ্য ক্রয়ের পরিমাণ নির্ণয় কর।

সমাধান: শু

বিক্রয়	২,০০,০০০
বাদ: মোট লাভ $(২,০০,০০০ \times ১২/১১২)$	(২১,৪২৯)
বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয়	১,৭৮,৫৭১
যোগ: সমাপনী মজুদ পণ্য	১৫,০০০
বাদ: প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য	(১২,০০০)
ক্রয়	১,৮১,৫৭১

কাজ—৩: মি. কাজল ২০১৩ সালে ৩, ৫০,০০০ টাকার পণ্য বিক্রয় করে। তিনি ক্রয় মূল্যের উপর ৭.৫% লাভ করেন। ২০১২ সালের শেষে সমাপনী মজুদপণ্য ২০,০০০ টাকা এবং ২০১৩ সালের শেষে ২০,০০০ টাকা। পণ্য ক্রয়ের পরিমাণ নির্ণয় কর।

বিক্রয় সংক্রান্ত তথ্য উদ্ঘাটনের ক্ষেত্রে নিম্নের বিবরণী ব্যবহার করা যায়—

পণ্য ক্রয়	*****
যোগ: প্রারম্ভিক মজুদপণ্য	(*****)
বান্দ: সমাপনী মজুদপণ্য	*****
বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয়	*****
যোগ: লাভ (ফতি)	*****
বিক্রয়	*****

উদাহরণ: ৪ মি. রহমান ২০১২ সালে ১,২০,০০০ টাকার পণ্য ক্রয় করেন। তার প্রারম্ভিক মজুদের পরিমাণ ছিল ১৩,০০০ টাকা এবং সমাপনী মজুদের পরিমাণ ছিল ১৫,০০০ টাকা। তিনি বিক্রয় মূল্যের উপর ৭.৫% লাভে পণ্য বিক্রয় করেন। বিক্রয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো।

সমাধান: ৪

পণ্য ক্রয়	১,২০,০০০
যোগ: প্রারম্ভিক মজুদপণ্য	১৩,০০০
বান্দ: সমাপনী মজুদপণ্য	(১৫,০০০)
বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয়	১,১৮,০০০
যোগ: লাভ (ফতি) $\left(\frac{১,১৮,০০০}{৯২.৫} \times ৭.৫ \right)$	৯,৫৬৮
বিক্রয়	১,২৭,৫৬৮

কাজ—৪: মি. সামিউল ২০১৩ সালে ৪,২০,০০০ টাকার পণ্য ক্রয় করেন। তার প্রারম্ভিক মজুদের পরিমাণ ছিল ৩০,০০০ টাকা এবং সমাপনী মজুদের পরিমাণ ছিল ২৫,০০০ টাকা। তিনি বিক্রয় মূল্যের উপর ১২.৫% লাভে পণ্য বিক্রয় করেন। বিক্রয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো।

প্রাপ্য হিসাব সংক্রান্ত যেকোনো তথ্য উদ্ঘাটনের জন্য নিম্নের প্রাপ্য হিসাবটি প্রস্তুত করতে হবে:

ডেবিট

প্রাপ্য হিসাব

ক্রেডিট

বিবরণ	টাকা	বিবরণ	টাকা
ব্যাংক বি/ডি	*****	নগদ হিসাব (ক্রেতার নিকট হতে নগদ প্রাপ্তি)	*****
ধারে বিক্রয়	*****	অদানায়ী পাওনা	*****
		বাট্টা	*****
		প্রাপ্য নোট	*****
		বিক্রয় ফেরত	*****
		ব্যাংক বি/ডি	*****
	*****		*****

উদাহরণ: ৫ মি. হাসানের ২০১২ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে প্রাপ্য হিসাবের প্রারম্ভিক জের ১৫,০০০ টাকা। চলতি বছরে মোট বিক্রয় ২,৩৫,০০০ টাকা (৪৫,০০০ টাকা নগদ বিক্রয়সহ) ক্রেতার নিকট চলতি বছরে মোট ১,৮৫,০০০ টাকা নগদ ও ৫,০০০ টাকার প্রাপ্য নোট পাওয়া যায়। এ বছর মোট অনাদারী পাওনার পরিমাণ ৪,৩০০ টাকা। টাকা আদায়ের সময় ২,৫০০ টাকা নগদ বাট্টা প্রদান করা হয়। সমাপনী প্রাপ্য হিসাবের জের নির্ণয় কর।

সমাধান: ৫

জেবিট	প্রাপ্য হিসাব		জেবিট
বিবরণ	টাকা	বিবরণ	টাকা
ব্যালেন্স বি/ডি	১৫,০০০	নগদ হিসাব (ক্রেতার নিকট হস্তান্তর প্রাপ্য)	১,৮৫,০০০
ধারে বিক্রয় (২,৩৫,০০০—৪৫,০০০)	১,৯০,০০০	অনাদারী পাওনা	৪,৩০০
		বাট্টা	২,৫০০
		প্রাপ্য নোট	৫,০০০
		ব্যালেন্স সি/ডি	৮,২০০
	২,০৫,০০০		২,০৫,০০০

কাজ—৫: মি. আসাদের ২০১৩ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে প্রাপ্য হিসাবের প্রারম্ভিক জের ২৫,০০০ টাকা। চলতি বছরে মোট বিক্রয় ৪,৫০,০০০ টাকা (৫০,০০০ টাকা নগদ বিক্রয়সহ) ক্রেতার নিকট চলতি বছরে মোট ২,০০,০০০ টাকা নগদ ও ৭,০০০ টাকার প্রাপ্য নোট পাওয়া যায়। এ বছর মোট অনাদারী পাওনার পরিমাণ ৫,০০০ টাকা। টাকা আদায়ের সময় ৩,০০০ টাকা নগদ বাট্টা প্রদান করা হয়। সমাপনী প্রাপ্য হিসাবের জের নির্ণয় কর।

প্রদেয় হিসাবসংক্রান্ত যে কোন তথ্য উদ্ঘাটনের জন্য প্রদেয় হিসাব প্রস্তুত করতে হয়। নিম্নে প্রদেয় হিসাবের নমুনা প্রদান করা হলো:

জেবিট	প্রদেয় হিসাব		জেবিট
বিবরণ	টাকা	বিবরণ	টাকা
নগদান হিসাব (সরবরাহকারীকে প্রদান)	৳৳৳৳	ব্যালেন্স বি/ডি	৳৳৳৳
প্রদেয় নোট	৳৳৳৳	ধারে পণ্য ক্রয়	৳৳৳৳
বাট্টা	৳৳৳৳		
ব্যালেন্স সি/ডি	৳৳৳৳		

উদাহরণ: ৬ মি. আফসারের ২০১২ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে প্রদেয় হিসাবের প্রারম্ভিক জের ৫,০০০ টাকা। চলতি বছরে মোট ক্রয় ১,২০,০০০ টাকা (১০,০০০ টাকা নগদ ক্রয়সহ) সরবরাহকারীকে চলতি বছরে মোট ৮৫,০০০ টাকা নগদ ও ৫,০০০ টাকার নোটে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। টাকা পরিশোধের সময় ৫০০ টাকা নগদ বাট্টা পাওয়া যায়। সমাপনী প্রদেয় হিসাবের জের নির্ণয় কর।

সমাধান: ৬

ডেবিট

প্রদেয় হিসাব

ক্রেডিট

বিবরণ	টাকা	বিবরণ	টাকা
নগদান হিসাব (সরকারাফসরীকে প্রদান)	৮৫,০০০	ব্যালেন্স বি/ডি	৫,০০০
প্রদেয় নোট	৫,০০০	ধারে পণ্য ক্রয় (১,২০,০০০ – ১০,০০০)	১,১০,০০০
বাট্টা	৫০০		
ব্যালেন্স সি/ডি	২৪,৫০০		
	১,১৫,০০০		১,১৫,০০০

কাজ—৬: মি. জাহিরের ২০১৩ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে প্রদেয় হিসাবের প্রারম্ভিক জের ২৫,০০০ টাকা। চলতি বছরে মোট ক্রয় ৩,৬০,০০০ টাকা (৬০,০০০ টাকা নগদ ক্রয়সহ) বিক্রেতাকে নিকট চলতি বছরে মোট ১,১০,০০০ টাকা নগদ ও ১৫,০০০ টাকার প্রদেয় নোট দেওয়া হয়। টাকা পরিশোধের সময় ১,২০০ টাকা নগদ বাট্টা পাওয়া যায়। সমাপনী প্রদেয় হিসাবের জের নির্ণয় কর।

১০.০৪ একতরফা দাখিলায় সংরক্ষিত হিসাব দ্বুতরফা দাখিলায় রূপান্তর

Conversion from Single Entry system to Double Entry System



রূপান্তর



একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে সঠিক ও প্রয়োজনীয় সকল আর্থিক তথ্য পাওয়া যায় না। তাছাড়া সার্বজনীন স্বীকৃত হিসাববিজ্ঞান নীতিমালা অনুসরণ করে হিসাব প্রস্তুত করা হয় না। বিধায় সরকার, আয়কর কর্তৃপক্ষসহ সকলের নিকট ইহা গ্রহণযোগ্য হয় না। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য এবং প্রতিষ্ঠানকে সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য করে তুলতে এবং নানাবিধ সমস্যা সমাধানের জন্য অনেক সময় একজন ব্যবসায়ী একতরফা দাখিলা হিসাব পদ্ধতির পরিবর্তে দ্বুতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাব সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকেন।

এক তরফা দাখিলা পদ্ধতি থেকে দ্বুতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাব রূপান্তর করার ক্ষেত্রে নানাবিধ তথ্যের উদ্ঘাটন করতে হয়।

এসব তথ্য উদ্ঘাটনের ক্ষেত্রে সু-নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম না থাকলেও কতিপয় সাধারণ নিয়ম নিচে আলোচনা করা হলো—

ধাপ-১: সাধারণত প্রারম্ভিক সম্পত্তি থেকে প্রারম্ভিক দায়সমূহ বাদ দিয়ে প্রারম্ভিক মূলধন নির্ণয় করতে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রারম্ভিক মূলধন নির্ণয় করতে গিয়ে অনেক সময় কোনো কোনো সম্পত্তি বা দায়ের প্রারম্ভিক জের পাওয়া যায় না। উদাহরণস্বরূপ: প্রাপ্য হিসাবের প্রারম্ভিক জের, প্রদেয় হিসাবের প্রারম্ভিক জের, নগদের প্রারম্ভিক জের, এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের এসব তথ্য উদ্ঘাটনের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে হবে।

ধাপ-২: যদি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কোনো নগদান হিসাব কিংবা ব্যাংক হিসাব সংরক্ষণ না করে তাহলে প্রথমেই বুঝ সতর্কতার সাথে নগদ ও ব্যাংক সন্ধানের লেনদেনগুলো উদ্ঘাটন করতে হবে। এর পর নিম্নোক্তভাবে নগদান বই প্রস্তুত করতে হবে।

নগদান বই

বিবরণ	নগদ	ব্যাংক	বিবরণ	নগদ	ব্যাংক
প্রারম্ভিক জের	৳৳৳৳	৳৳৳৳	প্রদেয় হিসাব (প্রদান)	৳৳৳৳	৳৳৳৳
প্রাপ্য হিসাব (প্রাপ্তি)	৳৳৳৳	৳৳৳৳	উত্তোলন	৳৳৳৳	৳৳৳৳
নগদ বিক্রয়	৳৳৳৳	৳৳৳৳	নগদ চেকে জর	৳৳৳৳	৳৳৳৳
প্রাপ্য নোট (প্রাপ্তি)	৳৳৳৳	৳৳৳৳	প্রদেয় হিসাব (প্রদান)	৳৳৳৳	৳৳৳৳
অন্যান্য নগদ/ চেকে প্রাপ্তি	৳৳৳৳	৳৳৳৳	অন্যান্য নগদ/ চেকে প্রদান	৳৳৳৳	৳৳৳৳
	৳৳৳৳	৳৳৳৳		৳৳৳৳	৳৳৳৳

নগদ কিংবা ব্যাংকের প্রারম্ভিক বা সমাপনী জের দেওয়া না থাকলে নগদান বই প্রস্তুত করে তা নির্ণয় করা যাবে। অথবা যদি নগদান বা ব্যাংকের প্রারম্ভিক ও সমাপনী উভয় জেরও দেওয়া থাকে সেক্ষেত্রেও নগদান বই করা উচিত। কারণ অন্য যেসব হিসাবসমূহ রয়েছে সেগুলোও missing থাকতে পারে। নগদান বই দ্বারা এ missing হিসাবটির জের নির্ণয় করা যাবে। আর যদি প্রতিষ্ঠান নগদান বই সংরক্ষণ করে সেক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়ের নগদ ও ব্যাংক সন্ধানের লেনদেনগুলো সনাক্ত করে যথাযথভাবে হিসাবভুক্ত করতে হবে।

ধাপ-৩: এর পর প্রাপ্য নোট, প্রদেয় নোট, প্রাপ্য হিসাব, প্রদেয় হিসাব, জর হিসাব, বিক্রয় হিসাব তৈরি করতে হবে। কারণ প্রাপ্য হিসাব দ্বারা প্রাপ্য হিসাবের প্রারম্ভিক জের বা সমাপনী জের বা দ্বারে বিক্রয় বা ক্রেতার নিকট নগদ প্রাপ্তি প্রভৃতি missing জের নির্ণয় করা যায়। প্রদেয় হিসাব দ্বারা প্রদেয় হিসাবের প্রারম্ভিক বা সমাপনী জের, দ্বারে জর, বিক্রেতাকে নগদ প্রদান প্রভৃতি missing জের নির্ণয় করা যায়। প্রাপ্য নোট ও প্রদেয় নোট হিসাব দ্বারা এর প্রারম্ভিক কিংবা সমাপনী missing জের নির্ণয় করা যায়।

ধাপ-৪: এর পর প্রারম্ভিক মূলধন নির্ণয়ের প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যাবে। ফলে আর্থিক অবস্থার বিবরণী বা উত্তরপত্র প্রস্তুত করে (সকল প্রারম্ভিক সম্পত্তি ও দায়ের জের নিয়ে) প্রারম্ভিক মূলধন নির্ণয় করতে হবে।

ধাপ-৫: সকল লেনদেন সঠিকভাবে পরীক্ষণ করতে হবে। দূতরতা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাবভুক্ত হয়েছে কিনা তা যথাযথভাবে খেয়াল রাখতে হবে।

উদাহরণ: ৭। মি. আহমেদ ২০১২ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। তিনি প্রতিষ্ঠানটি ৪৫,০০০ টাকা মূলধন নিয়ে শুরু করেন এবং বছরের মাঝামাঝি সময়ে তার জারের নিকট থেকে ৮,০০০ টাকা ধার করে ব্যবসায় বিনিয়োগ করেন। তিনি প্রতি মাসে বাসার খরচের জন্য ব্যবসায় থেকে ৬০০ টাকা উত্তোলন করেন। আর কোনো ব্যাংক হিসাব নেই। তিনি সকল লেনদেন নগদে সম্পন্ন করে থাকেন। তিনি কোনো হিসাব বই সংরক্ষণ করেন না।

তবে তার বারবার থেকে নিম্নের তথ্যগুলো পাওয়া যায়—

বিক্রয় (মগদ বিক্রয় ৩০,০০০ টাকাসহ)	১,০০,০০০	বেতন	৬,২০০
ক্রয় (মগদ ক্রয় ১০,০০০ টাকাসহ)	৭৫,০০০	অনাদায়ী পাওনা	১,৫০০
ক্রয় পরিবহন	৭০০	কারবারি খরচ	১,২০০
মজুরি	৩০০	বিজ্ঞাপন	২,২০০
রেজিস্ট্রারি বাট্টা প্রদান	৮০০	আসবাবপত্র ক্রয়	২৪,০০০

মি. আহমেদ ১,৩০০ টাকার পণ্য ব্যক্তিগত প্রয়োজনে উত্তোলন করেন। ৫০০ টাকা কারবার থেকে নিয়ে হেলের কুলে বেতন প্রদান করেন। ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে প্রাপ্য হিসাবের জের ২১,০০০ টাকা, প্রদেয় হিসাবের জের ১৫,০০০ টাকা; সমাপনী মজুদপত্র ১০,০০০ টাকা। আসবাবপত্রের উপর ১০% অবচয় ধরতে হবে।

কর্মসূচী: উপরোক্ত তথ্য হতে আয় বিবরণী ও আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত কর।

সমাধান: ৭ গণনাকার্য।

ডেবিট

প্রাপ্য হিসাব

ক্রেডিট

তারিখ	হিসাব শিরোনাম	টাকা	তারিখ	হিসাব শিরোনাম	টাকা
	বিক্রয় (ধারে)	৭০,০০০		নানান হিসাব (সহকারক জের)	৪৬,৭০০
				বাট্টা প্রদান	৮০০
				অনাদায়ী পাওনা	১,৫০০
				ব্যালেন্স সি/ডি	২১,০০০
		৭০,০০০			৭০,০০০

ডেবিট

প্রদেয় হিসাব

ক্রেডিট

তারিখ	হিসাব শিরোনাম	টাকা	তারিখ	হিসাব শিরোনাম	টাকা
	নানান হিসাব (সহকারক জের)	৫০,০০০		ধারে ক্রয়	৬৫,০০০
	ব্যালেন্স সি/ডি	১৫,০০০			
		৬৫,০০০			৬৫,০০০

ডেবিট

মগদান হিসাব

ক্রেডিট

তারিখ	হিসাব শিরোনাম	টাকা	তারিখ	হিসাব শিরোনাম	টাকা
	মূলধন	৪৫,০০০		আসবাবপত্র	২৪,০০০
	স্বত্ব	৮,০০০		উত্তোলন (৩০০×১২+৫০০)	৭,৭০০
	বিক্রয়	৩০,০০০		ক্রয়	১০,০০০
	প্রাপ্য হিসাব	৪৬,৭০০		ক্রয় পরিবহন	৭০০
				মজুরি	৩০০

		বেতন	৬,২০০
		কারবারি খরচ	১,২০০
		বিজ্ঞাপন	২,২০০
		প্রদেয় হিসাব	৫০,০০০
		ব্যালেন্স সি/ডি	২৭,৪০০
	১,২৯,৭০০		১,২৯,৭০০

মি. আহমেদ

আয় বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

হিসাব শিরোনাম	টাকা	টাকা
বিক্রয়		১,০০,০০০
বান: বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয়		
ক্রয়	৭৫,০০০	
বান: পণ্য উত্তোলন	১,৩০০	৭৬,৭০০
ক্রয় পরিবহন		৭০০
মজুরি		৩০০
বান: সমাপনী মজুদপন্য	(১০,০০০)	(৬৪,৭০০)
মোট লাভ		৩৫,৩০০
বান: পরিচালন ব্যয়		
বেতন	৬,২০০	
বাড়ি	৮০০	
অনাদায়ী পাওনা	১,৫০০	
বিজ্ঞাপন	২,২০০	
কারবারি খরচ	১,২০০	
অবচর	২,৪০০	(১৪,৩০০)
নিট মুনাফা		২১,০০০

মি. আহমেদ

মালিকানা স্বত্ব বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

হিসাব শিরোনাম	টাকা	টাকা
মূলধন	৪৫,০০০	
যোগ: নিট লাভ	২১,০০০	
বান: উত্তোলন (৬০০×১২+৫০০+১,৩০০)	(৯,০০০)	
		৫৭,০০০

মি. আহমেদ
অর্থিক অবস্থার বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের জন্য

হিসাব শিরোনাম	টাকা	টাকা
সম্পত্তিসমূহ:		
অসবাবপত্র	২৪,০০০	
বাস: অবচয়	২,৪০০	২১,৬০০
সমাপনী মজুদপত্র		১০,০০০
প্রাপ্য হিসাব		২১,০০০
নগদ		২৭,৪০০
মোট সম্পত্তি		৮০,০০০
দায়সমূহ:		
ঋণের হিসাব		১৫,০০০
ঋণ		৮,০০০
মালিকানা স্বত্ব		৫৭,০০০
মোট দায় ও মালিকানা স্বত্ব		৮০,০০০

কাজ-৭: মি. ফারুক ২০১৩ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। তিনি ৮০,০০০ টাকা মূলধন নিয়ে ব্যবসা শুরু করেন এবং বছরের মাঝামাঝি সময়ে ১০,০০০ টাকা ধার করে ব্যবসায় বিনিয়োগ করেন। তিনি প্রতি মাসে ব্যক্তিগত খরচের জন্য ব্যবসায় থেকে ১,০০০ টাকা উত্তোলন করেন। তার কোনো ব্যাংক হিসাব নেই। তিনি সকল লেনদেন নগদে সম্পন্ন করে থাকেন। তিনি কোনো হিসাব বই সংরক্ষণ করেন না। তবে তার নিকট থেকে নিম্নের তথ্যগুলো পাওয়া যায়:

বিক্রয় (মগদ বিক্রয় ৪০,০০০ টাকাসহ)	১,৪০,০০০	বেতন	৯,০০০
ক্রয় (মগদ ক্রয় ১৫,০০০ টাকাসহ)	১,০০,০০০	অনাদারী পাওনা	১,২০০
ক্রয় পরিবহন	৯০০	কারবারি খরচ	২,০০০
মজুরি	১,০০০	বিজ্ঞাপন	৩,০০০
ক্রেতাকে বাট্টা প্রদান	৯৫০	অসবাবপত্র ক্রয়	৩৫,০০০

মি. ফারুক ১,৫০০ টাকার পণ্য পারিবারিক প্রয়োজনে উত্তোলন করেন। ৭০০ টাকা কারবার থেকে নিয়ে ছেলের স্কুলে বেতন প্রদান করেন। ২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে প্রাপ্য হিসাবের জের ৩০,০০০ টাকা, ঋণের হিসাবের জের ২০,০০০ টাকা; সমাপনী মজুদ পত্র ১২,০০০ টাকা। অসবাবপত্রের উপর ৭.৫% অবকা ধরতে হবে।

করনীয়া: উপর্যুক্ত তথ্য হতে আয় বিবরণী ও অর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত কর।

সমস্যা ও সমাধান

সমস্যা: ১ জনাব মাসুদ একজন মুদি ব্যবসায়ী। তিনি তাঁর কারবারের হিসাব বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করেন না। ২০১২ সালে তাঁর কারবারের অবস্থা নিরূপ ছিল।

বিবরণ	১ জানুয়ারি ২০১২	৩১ ডিসেম্বর ২০১২
দালান/কোঠা	৩,০০,০০০	৩,০০,০০০
কলকজা	৭৫,০০০	১,৫০,০০০
আসবাবপত্র	৪০,০০০	৪০,০০০
প্রাপ্য হিসাব	৯০,০০০	১,৫৫,০০০
প্রাপ্য নোট	২০,০০০	---
অগ্রিম প্রদত্ত ভাড়া	---	১০,০০০
ব্যাংক ব্যালেন্স	৩০,০০০ (ক্রেঃ)	৩০,০০০
নগদ তহবিল	৪০,০০০	৭৫,০০০
বকেয়া বেতন	৫,০০০	---
প্রদেয় নোট	২৫,০০০	---
প্রদেয় হিসাব	১,০০,০০০	১,২০,০০০

জনাব মাসুদ বছরের মাঝামাঝি সময়ে কারবারের জন্য ৭৫,০০০ টাকা মূল্যের একটি নতুন মেশিন ক্রয় করেছিলেন এবং এ মেশিন ক্রয়ের প্রয়োজনীয় অর্থের ৫০,০০০ টাকা তিনি ব্যক্তিগত তহবিল হতে সরবরাহ করেছিলেন। এছাড়া তিনি নিজ প্রয়োজনে কারবার থেকে সারা বছর ধরে প্রতি মাসে নগদ ২,৫০০ টাকা করে উত্তোলন করেন।

অন্যান্য তথ্যাবলী:

- প্রাপ্য হিসাবের মধ্যে ৫,০০০ টাকার একটি অমর্যাদাকৃত বিল অন্তর্ভুক্ত আছে যা আদায় হওয়ার আর কোন সম্ভাবনা নেই। অবশিষ্ট প্রাপ্য হিসাবের উপর ৪% হারে অনাদারী পাওনা সঞ্চিত সৃষ্টি করতে হবে।
- মূলধন ও উত্তোলনের উপর ৫% হারে সুদ ধার্য করতে হবে।
- ক্যাসিয়ারের নিকট থেকে ৫,০০০ টাকা হিনতাই হয়েছে যা হিসাবভুক্ত হয়নি।
- স্থায়ী সম্পত্তির উপর ৫% হারে অবচয় ধার্য করতে হবে।
- মালিক কর্তৃক পণ্য উত্তোলন ১৫,০০০ টাকা হিসাবভুক্ত হয়নি।

করণীয়:

ক. ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য লাভ-লোকসান বিবরণী।

খ. উক্ত তারিখের বিষয় বিবরণী

সমাপ্তি: ১

বিষয় বিবরণী
(প্রারম্ভিক ও সমাপ্তী মূলধন নির্ণয়)

দায়সমূহ	০১-১-১২ টাকা	৩১-১২-১২ টাকা	সম্পত্তিসমূহ	০১-১-১২ টাকা	৩১-১২-১২ টাকা
ব্যাংক জমাভিভিত্ত	৩০,০০০	---	নগদ তহবিল	৪০,০০০	৭৫,০০০
প্রদেয় হিসাব	১,০০,০০০	১,২০,০০০	ব্যাংক জমা	---	৩০,০০০
বকেয়া বেতন	৫,০০০	---	প্রাপ্য মোট	২০,০০০	---
প্রদেয় নোট	২৫,০০০	---	অগ্রিম প্রদত্ত ডাড়া	---	১০,০০০
মূলধন (সম্পত্তি ও দায়ের পার্থক্য)	৪,০৫,০০০	৬,৪০,০০০	প্রাপ্য হিসাব	৯০,০০০	১,৫৫,০০০
			আসবাবপত্র	৪০,০০০	৪০,০০০
			কলকজা	৭৫,০০০	১,৫০,০০০
			দালানকোঠা	৩,০০,০০০	৩,০০,০০০
	৫,৬৫,০০০	৭,৬০,০০০		৫,৬৫,০০০	৭,৬০,০০০

জনাব মাসুদ

ভান্ড-লোকসান বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা	বিবরণ	টাকা
প্রারম্ভিক মূলধন	৪,০৫,০০০	সমাপ্তী মূলধন	৬,৪০,০০০
অতিরিক্ত মূলধন	৫০,০০০	উন্নয়ন:	
অন্যদায়ী পাওনা	৫,০০০	নগদ (২,৫০০ × ১২)	৩০,০০০
যোগ: নতুন অ:পা: সঞ্চয়িত	৬,০০০	পণ্য	১৫,০০০
মূলধনের সুদ	২১,৫০০	উন্নয়নের সুদ	৭৫০
বিবিধ ক্ষতি (ছিনতাই)	৫,০০০		
অবচাসমূহ:			
দালানকোঠা	১৫,০০০		
কলকজা	৫,৬২৫		
আসবাবপত্র	২,০০০		
নিট লাভ (মূলধনে স্থানান্তরিত হলো)	১,৭০,৬২৫		
	৬,৮৫,৭৫০		৬,৮৫,৭৫০

জনাব মাসুদ

বৈষয়িক বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের

দায়সমূহ	টাকা	সম্পত্তিসমূহ	টাকা
প্রদেয় হিসাব	১,২০,০০০	নগদ তহবিল	৭৫,০০০
প্রারম্ভিক মূলধন	৪,০৫,০০০	বাদ: বিবিধ ক্ষতি	৫,০০০
যোগ: অতিরিক্ত মূলধন	৫০,০০০	ব্যাংক জমার উত্তর	৩০,০০০
	৪,৫৫,০০০	প্রাপ্য হিসাব	১,৫৫,০০০
যোগ: মূলধনের সুদ	২১,৫০০	বাদ: অনাদায়ী পাওনা	৫,০০০
	৪,৭৬,৫০০		১,৫০,০০০
বাদ: উল্বেলন	৪৫,০০০	বাদ: নতুন অনাদায়ী সম্ভ্রতি	৬,০০০
	৪,৩১,০০০	অগ্রিম ভাড়া	১০,০০০
বাদ: উল্বেলনের সুদ	৭৫০	অসবাবপত্র	৪০,০০০
	৪,৩০,৭৫০	বাদ: অবচয়	২,০০০
যোগ: নিট লাভ	১,৭০,৬২৫	কলকজা	১,৫০,০০০
	৬,০১,৩৭৫	বাদ: অবচয়	৫,৬২৫
		দালানকোঠা	৩,০০,০০০
		বাদ: অবচয়	১৫,০০০
	৭,২১,৩৭৫		২,৮৫,০০০
			৭,২১,৩৭৫

টাকা : সারা বছর ধরে উল্লেখিত টাকার উপর গড়ে অর্ধ বছরের সুদ ধার্য করা হলো।

গণনাকার্য :

$$১. \text{ মূলধনের সুদ: } (\text{প্রারম্ভিক মূলধনের সুদ } ৪,০৫,০০০ \times ৫\%) + (\text{অতিরিক্ত মূলধনের সুদ } ৫০,০০০ \times ৫\% \times \frac{৬}{১২}) \\ = ২০,২৫০ + ১,২৫০ = ২১,৫০০ \text{ টাকা}।$$

$$২. \text{ উল্বেলনের সুদ: } (২,৫০০ \times ১২) \times ৫\% \times \frac{৬}{১২} = ৭৫০ \text{ টাকা}।$$

$$৩. \text{ কলকজার অবচয়: } (৭৫,০০০ \times ৫\%) + (৭৫,০০০ \times ৫\% \times \frac{৬}{১২}) = ৩,৭৫০ + ১,৮৭৫ = ৫,৬২৫ \text{ টাকা}।$$

$$৪. \text{ অসবাবপত্রের অবচয়: } ৪০,০০০ \times ৫\% = ২,০০০ \text{ টাকা}।$$

$$৫. \text{ দালানকোঠার অবচয়: } ৩,০০,০০০ \times ৫\% = ১৫,০০০ \text{ টাকা}।$$

$$৬. \text{ অনাদায়ী পাওনা সম্ভ্রতি: } (১,৫৫,০০০ - ৫,০০০) \times ৪\% = ৬,০০০ \text{ টাকা}।$$

সমস্যা: ২ জনাব জনসন একজন পাইকারী ব্যবসায়ী। তিনি তাঁর হিসাব বই যথাযথ পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করেন না।

২০১২ সালের ডিসেম্বর ৩১ তারিখে তাঁর ব্যবসায়ের অবস্থা নিম্নরূপ ছিল:

দায়সমূহ	টাকা	সম্পদসমূহ	টাকা
৮% বন্ধকী ঋণ	১৭,৫০০	নগদ	৩,৫০০
প্রদেয় হিসাব	১৩,০০০	ব্যাংক	২,৫০০
বকেয়া বিদ্যুৎ খরচ	১,৬০০	মজুদপণ্য	১২,০০০
বকেয়া মজুরি	১,২০০	প্রাপ্য হিসাব	২২,৫০০
মূলধন	৬৩,৫০০	আসবাবপত্র	৮,০০০
		দালালকোঠা	৪৫,০০০
		অগ্রিম বেতন	১,৫০০
		অগ্রিম প্রদত্ত বাড়ি ভাড়া	১,৮০০
	৯৬,৮০০		৯৬,৮০০

২০১২ সালের ডিসেম্বর ৩১ তারিখে সেবা যার যে, বিভিন্ন বিজ্ঞতার নিকট মোট ১০,৫০০ টাকার প্রাপ্য আছেন। পক্ষান্তরে বিভিন্ন ঋক্তিদারের নিকট তাঁর প্রদেয় হিসাবের পরিমাণ ২৪,০০০ টাকা। নগদ ৩,০০০ টাকা, মজুদপণ্য ১৫,০০০ টাকা, অগ্রিম বেতন ১,৭০০ টাকা, অগ্রিম প্রদত্ত বাড়ি ভাড়া ১,১০০ টাকা। তাঁর ব্যাংক জমাতিরিক্তের পরিমাণ ৪,০০০ টাকা।

অন্যান্য তথ্যাবলি:

১. নিজ প্রয়োজনে ব্যবসায় থেকে এপ্রিল ১, ২০১২ তারিখে ৩,৪০০ টাকা নগদ উত্তোলন করেন।
২. উক্ত বছরে মালিক প্রতিটি ১০০ টাকা মূল্যের ৭৫ বানি ব্যক্তিগত প্রাইজবন্ড আদিয়ে ব্যবসার জন্য একটি ডেলিভারী ড্যান ক্রয় করেন।
৩. অলিভিত অনাদারী পাওনা ১,৫০০ টাকা এবং ৬% অনাদারী পাওনা সঞ্চিরতির ব্যবস্থা করতে হবে।
৪. মূলধন ও উত্তোলনের উপর যথাক্রমে ৫% ও ১০% সুদ ধরতে হবে।
৫. আসবাবপত্রের উপর ৫% ও দালালকোঠার উপর ২% অবচয় ধার্য করতে হবে।
৬. নগদ চুরি হয়েছে ৬০০ টাকা যা হিসাবভুক্ত করা হয়নি।

সমাধান: ২ ২০১২ সালের ডিসেম্বর ৩১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য লাভ-লোকসান বিবরণী এক উক্ত তারিখে বিষয় বিবরণী প্রস্তুত কর।

জনাব জনসন
বৈষয়িক বিবরণী
সমাপনী মূলধন নির্ণয়

মূলধন ও দায়	টাকা	সম্পত্তিসমূহ	টাকা
পাওনাদার	১০,৫০০	নগদ	৩,০০০
ব্যাংক জমাতিরিক্ত	৪,০০০	মজুদ পণ্য	১৫,০০০
৮% ঋণ	১৭,৫০০	বিবিধ সেনাদার	২৪,০০০
মূলধন (সম্পত্তি ও দায়ের পার্থক্য)	৭৩,৩০০	অগ্রিম বেতন	১,৭০০
		অগ্রিম বাড়ি ভাড়া	১,১০০
		দালালকোঠা	৪৫,০০০
		আসবাবপত্র	৮,০০০
		ড্যান	৭,৫০০
	১,০৫,৩০০		১,০৫,৩০০

জনাব জনসন

লাভ-ক্ষতি বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা	বিবরণ	টাকা
প্রারম্ভিক মূলধন	৬৩,৫০০	সমাপনী মূলধন	৭৩,৩০০
অতিরিক্ত মূলধন	৭,৫০০	উল্লেখ: নগদ	৩,৪০০
অন্যদারী পাওনা	১,৫০০	উল্লেখ: উল্লেখের সুদ $৩,৪০০ \times ১০\% \times \frac{৯}{১২}$	২৫৫
মোট: নতুন সঞ্চিতি	১,৩৫০	নিট ক্ষতি (মূলধন হিসাবে স্থানান্তর করা হল)	৩,৩৭০
মূলধনের সুদ	৩,১৭৫		
আসবাবপত্রের অবচয়	৪০০		
দালানকোঠার অবচয়	৯০০		
বিবিধ ক্ষতি	৬০০		
স্থানের সুদ	১,৪০০		
	৮০,৩২৫		৮০,৩২৫

জনাব জনসন

বৈষয়িক বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য

মূলধন ও দায়	টাকা	সম্পত্তিসমূহ	টাকা
ব্যাংক জমাতিরিক্ত	৪,০০০	নগদ তহবিল	৩,০০০
প্রদেয় হিসাব	১০,৫০০	বাদ: বিবিধ ক্ষতি	(৬০০)
মূলধন	৬৩,৫০০	মজুদ পণ্য	১৫,০০০
মোট: অতিরিক্ত মূলধন	৭,৫০০	অগ্রিম বেতন	১,৭০০
	৭১,০০০	অগ্রিম ভাড়া	১,১০০
বাদ: উল্লেখ	(৩,৪০০)	আসবাবপত্র	৮,০০০
	৬৭,৬০০	বাদ: অবচয়	(৪০০)
বাদ: উল্লেখের সুদ	(২৫৫)	দালানকোঠা	৪৫,০০০
	৬৭,৩৪৫	বাদ: অবচয়	(৯০০)
বাদ: নিট ক্ষতি	(৩,৩৭০)	প্রাপ্য হিসাব	২৪,০০০
	৬৩,৯৭৫	বাদ: অন্যদারী পাওনা	(১,৫০০)
মোট: মূলধনের সুদ	৩,১৭৫		২২,৫০০
স্থল	১৭,৫০০	বাদ: নতুন সঞ্চিতি	(১,৩৫০)
সুদ বকেয়া	১,৪০০	ভ্যান	৭,৫০০
	১,০০,৫৫০		১,০০,৫৫০

টিকা:

১. নতুন অন্মাদারী পাওনা সঞ্চিতি $২৪০০০-১৫০০ = ২১,৫০০ \times ৬\% = ১৩৫০$ টাকা।
২. মূলধনের সুদ $৬৩,৫০০ \times ৫\% = ৩১৭৫$ টাকা।
৩. উত্তোলনের সুদ $৩৪০০ \times ১০\% \times \frac{৯}{১২} = ২৫৫$ টাকা।
৪. আসবাবপত্রের অবচয় $৮,০০০ \times ৫\% = ৪০০$ টাকা।
৫. দালালকোর্টার অবচয় $৪৫,০০০ \times ২\% = ৯০০$ টাকা।

অতিরিক্ত মূলধন আনয়নের তারিখ না থাকায় উক্ত মূলধনের সুদ ধার্য করা হয়নি।

সূজনশীল প্রশ্ন:

- ১। কনাব রাজ্যক তার কারবারের হিসাব যথাযথ পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করেন না। নিম্নে তার বিভিন্ন উদ্ভুক্ত্যসো দেয়া হলো:

	০১-০১-২০১২ (টাকা)	৩১-১২-২০১২ (টাকা)
হাতে নগদ	২০,০০০	৩০,৫০০
প্রাপ্য হিসাব	৩৭,৫০০	৬২,৫০০
প্রাপ্য নোট	৫,০০০	?
প্রদেয় হিসাব	২৫,০০০	৪২,০০০
মজুদপত্র	১০,০০০	২২,৫০০
আসবাবপত্র	৪০,০০০	৪০,০০০
যন্ত্রপাতি	২৫,০০০	১,০০,০০০
ভূমি ও দালালকোর্টা	২,০০,০০০	?
৬% ঋণ	৬০,০০০	৬০,০০০
১২% বিনিয়োগ	৮০,০০০	?
ব্যাংক জমা	১৫,০০০	২৫,০০০ ক্রে:

জনাব রাজ্যক প্রতি ৩ মাস অন্তর অন্তর কারবার হতে ১০,০০০ টাকা করে উত্তোলন করেছেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময়ে ১৫,০০০ টাকার পত্র উত্তোলন করেন। তিনি তার ব্যক্তিগত ১,০০,০০০ টাকার ভূমি বিক্রয় করে $\frac{৩}{৪}$ অংশ দ্বারা কারবারের জন্য ৩০ সেক্টরের তারিখে একটি যন্ত্রপাতি ক্রয় করেন।

অন্যান্য তথ্য:

১. অগ্রিম প্রদত্ত ভাড়া ২,০০০ টাকা এবং অনুপার্জিত উপভাড়া ১,২০০ টাকা।
২. মূলধনের ও উত্তোলনের উপর ১০% সুদ ধার্য করতে হবে।
৩. প্রাপ্য হিসাবের ৩,৫০০ টাকা আদায়যোগ্য নয়। অবশিষ্ট প্রাপ্য হিসাবের ১০% নিয়ে অন্মাদারী পাওনা সঞ্চিতি সৃষ্টি করতে হবে।
৪. ২,০০০ টাকার মূল্যের মনিয়ারি ধারে ক্রয় করা হয়েছে, যা হিসাবভুক্ত হয়নি।
৫. স্থায়ী সম্পত্তির অবচয় ১০% ধরতে হবে।

করণীয়:

ক. উল্লেখনের পরিমাণ নির্ণয় কর।

খ. প্রাকৃতিক মূলধন ও সমাপনী মূলধন যথাক্রমে ৩, ৪৭,৫০০ টাকা ও ৪, ০৮,৫০০ টাকা ধরে লাভ-ক্ষতি বিবরণী প্রস্তুত কর।

গ. নিট ক্ষতি ২৯,৪০০ টাকা ধরে বিষয় বিবরণী প্রস্তুত কর।

২। জনাব তরুণ একজন খুচরা ব্যবসায়ী। তিনি তার হিসাবের বই দুত্তরফা দাখিলা পদ্ধতি মোতাবেক সংরক্ষণ করেন না। ২০১২ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে তার কারবারের অর্থিক অবস্থা ছিল নিম্নরূপ—

বিষয় বিবরণী

১ জানুয়ারি, ২০১২ তারিখে প্রস্তুতকৃত

দায়সমূহ	টাকা	সম্পত্তিসমূহ	টাকা
প্রদেয় নোট	১৫,০০০	নগদ তহবিল	২০,০০০
বিবিধ প্রদেয় হিসাব	৩৫,০০০	ব্যাংকে জের	২০,০০০
১০% ঋণ	২০,০০০	প্রাপ্য হিসাব	৫০,০০০
মূলধন	১,১৫,০০০	মজুদপণ্য	৩০,০০০
		প্রাপ্য নোট	৫,০০০
		আসবাবপত্র	২০,০০০
		যন্ত্রপাতি	৪০,০০০
	১,৮৫,০০০		১,৮৫,০০০

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে তার কারবারের পরিবর্তিত অবস্থা নিম্নে বর্ণিত হলো—

নগদ তহবিল ৫,০০০ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রাপ্য হিসাব ৪৫,০০০ টাকার উপনীত হলো, মজুদপণ্য ১৮,০০০ টাকার সোমে আসে, প্রদেয় হিসাবের পরিমাণ ৮,০০০ টাকা হ্রাস পেয়েছে।

অন্যান্য তথ্যাবলী:

১. স্বীকৃত নোটে চলতি বছরে পরিশোধ করা হয়েছে ৬,০০০ টাকা পক্ষান্তরে চলতি বছরে নতুন ২,০০০ টাকার নোটে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।
২. ২০১২ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখে ৫,০০০ টাকা মূল্যের আসবাবপত্র ৪,০০০ টাকায় বিক্রয় করা হয়েছে।
৩. মালিক মাসের শেষে ৪০০ টাকা করে উত্তোলন করেছেন। তিনি তার ব্যক্তিগত মোটর সাইকেল বিক্রয় করে বিক্রয়লাভ অর্পের ১০,০০০ টাকা দিয়ে তিনি কারবারের জন্য বছরের মাঝামাঝি সময়ে আসবাবপত্র ক্রয় করেন। এছাড়া মালিক তার নিজ প্রয়োজনে সারা বছর ধরে ব্যবসায় থেকে মাসের ১ম তারিখে ৩০০ টাকা, ১৫ তারিখে ২০০ টাকা এবং শেষ তারিখে ২০০ টাকা করে উত্তোলন করেন। স্থায়ী সম্পত্তির উপর ৫% অবচয় ধার্য করতে হবে এবং মূলধন ও উত্তোলনের উপর ১০% হারে সুদ ধার্য করতে হবে।

করণীয়:

- ক. সমাপনী মূলধন নির্ণয় কর।
- খ. সমাপনী মূলধন ২,৪২,০০০ টাকা ধরে লাভ-ক্ষতি বিবরণী প্রস্তুত কর।
- গ. বৈয়াক্তিক বিবরণী প্রস্তুত কর। (পার্থক্যকে মূলধন বিশ্লেষণ করতে হবে।)
- ৩। জনাব আমীর ২০১২ সালের মোট ১,৪২,০০০ টাকার পণ্য ক্রয় করেন। যার ৭০% ধারে ক্রয় করেন। বছরের শেষে প্রদেয় হিসাবের জের ছিল ২,৫০০ টাকা। ধারে ক্রয়ের ৬০% টাকা নগদে পরিশোধ করা হয়েছে। বছরের শুরুতে ও শেষে যথাক্রমে ১৫,০০০ টাকা ও ১৭,০০০ টাকার পণ্য অবিক্রিত থাকে। বিক্রিত দ্রব্যের উপর ১০% হারে লাভ বিক্রয় করা হয়। বিক্রয়ের ১৫% নগদে বিক্রয় করা হয়। ধারে বিক্রয়ের ৭৫% টাকা নগদে পাওয়া গেল। ১,০০০ টাকা আদায় করা যাবে না। বছরের শুরুতে প্রাপ্য হিসাবের জের ছিল ৭,৫০০ টাকা।
- ক. মোট লাভের পরিমাণ নির্ণয় কর।
- খ. প্রারম্ভিক প্রদেয় হিসাবের জের নির্ণয় কর।
- গ. সমাপনী প্রাপ্য হিসাবের জের নির্ণয় কর।
- ৪। জনাব আফসারের ২০১২ সালে মোট ৫,০০,০০০ পণ্য বিক্রয় করেন। তিনি ক্রয়মূল্যের উপর সাধারণত ১৫% হারে মুনাফা অর্জন করেন। বছরের শুরুতে তার প্রাপ্য হিসাবের জের ছিল ৫০,০০০ টাকা এবং বছরের শেষে জের ছিল ৬৫,০০০ টাকা। ক্রেতার নিকট অর্থ আদায় করার সময় মোট ৭,৬০০ টাকা বাট্টা প্রদান করা হয় এবং একজন ক্রেতা যার নিকট ৪০,০০০ টাকা পাওনা ছিল তার নিকট ১৫% টাকা আদায় করা সম্ভব হবে না। বছরের শুরুতে প্রারম্ভিক ও সমাপনী মজুদপত্র ছিল যথাক্রমে ৪৫,০০০ ও ৫৬,০০০ টাকা।

করণীয়:

- ক. বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয় নির্ণয় কর।
- খ. ক্রেতার নিকট প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ নির্ণয়।
- গ. চলাতি বছরে মোট ক্রয়ের পরিমাণ নির্ণয়।
- ৫। জনাব আলমিন ২০১২ সালে মোট ১,৩০,০০০ টাকার পণ্য ক্রয় করেন। উক্ত পণ্যের পরিবহন খরচ প্রদান করেন ৪,৫০০ টাকা। বছরের শুরুতে ও শেষে প্রদেয় হিসাবের জের ছিল যথাক্রমে ৮,০০০ টাকা ও ১৩,০০০ টাকা। চলাতি বছরে ৬,০০০ টাকার নোট ইস্যু করা হয়। জনাব আলমিনের প্রাপ্য হিসাবের প্রারম্ভিক ও সমাপনী জের ছিল যথাক্রমে ১৫,০০০ টাকা ও ১৭,০০০ টাকা। ক্রেতার নিকট মোট ১৭০,০০০ টাকা আদায় করা হয়।

করণীয়:

- ক. বিক্রিত পণ্যের ব্যয় নির্ণয় কর।
- খ. সরবরাহকারীকে কত টাকা পরিশোধ করা হয় তা নির্ণয় কর।
- গ. ক্রেতার নিকট নগদ কত টাকা পাওয়া যায় তা নির্ণয় কর।

এ অধ্যায়ে আমরা নতুন যা শিখলাম:

এক তরফা দাখিলা পদ্ধতি, লাভ-ক্ষতি বিবরণী এবং বৈষয়িক বিবরণী ইত্যাদি।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১। একতরফা দাখিলা পদ্ধতির কোনটি সুবিধা?

- ক. আর্থিক অবস্থা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে একটি উপযুক্ত পদ্ধতি
- খ. হিসাবকাল শেষে সঠিক আর্থিক ফলাফল জানা যায়
- গ. এখানে একতরফা ও দ্বুতরফা উভয় পদ্ধতির প্রয়োগ করা যায়
- ঘ. এ পদ্ধতিতে হিসাববরণে দক্ষ হিসাবরক্ষকের প্রয়োজন নেই

২। একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে—

- i. আয়-ব্যয় বাচক হিসাব সংরক্ষণ করার প্রয়োজন হয় না
- ii. স্থায়ী সম্পত্তির বিক্রয়জনিত লাভ-ক্ষতি হিসাবভুক্ত করা হয়
- iii. ভ্রম-বিক্রয় হিসাব করে মোট লাভ নির্ণয় করা হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i খ. ii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩। একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে নিম্নের মূলধনের সমাপনি জের নির্ণয়ের কোনটি সঠিক পদ্ধতি?

- ক. প্রারম্ভিক মূলধন + নিট লাভ - উত্তোলন - সম্পত্তি = সমাপনী মূলধন
- খ. সমাপনী মূলধন = প্রারম্ভিক মূলধন + নিট লাভ - উত্তোলন
- গ. সমাপনী মূলধন = প্রারম্ভিক মূলধন + সম্পত্তি + আয় - ব্যয়
- ঘ. সমাপনী মূলধন = প্রারম্ভিক মূলধন + নিট লাভ + উত্তোলন

■ নিচের উদ্দীপক থেকে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

মি. আমান একজন খুচরা ব্যবসায়ী। তিনি ক্ষুদ্র পরিসরে ব্যবসায় পরিচালনা করেন। বছরের শুরুতে তার মূলধন ছিল ১,০০,০০০ টাকা এবং বছরের শেষে ছিলো ১,১৫,০০০ টাকা (সম্পত্তি ও দায়ের পার্থক্য)। সারা বছরে তিনি আরবার থেকে ১০,০০০ টাকা উত্তোলন করেন। এ উত্তোলিত টাকা থেকে ৩,০০০ টাকা দিয়ে কারবারের জন্য একটি ক্যালকুলেটর ক্রয় করেন।

৪। মি. আমানের নিট লাভ কত?

- ক. ৭,০০০ টাকা
- খ. ১৩,০০০ টাকা
- গ. ২২,০০০ টাকা
- ঘ. ২৫,০০০ টাকা

৫। উদ্দীপকের আলোকে—

- i. উত্তোলনের পরিমাণ ১০,০০০ টাকা
- ii. হিসাবকাল শেষে মোট সম্পত্তির পরিমাণ হবে ১,১৫,০০০ টাকা
- iii. বৈষয়িক বিবরণীতে মূলধন হবে ১,২২,০০০ টাকা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i খ. ii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

■ নিচের উদ্দীপক হতে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

১-১-২০১২ ৩১-১২-২০১২

প্রাপ্য নোট ? ৭,০০০

প্রদেয় নোট ৮,০০০ ?

চলতি বছর ২,০০০ টাকার নোটে স্বীকৃতি পাওয়া গেছে এবং ৪,০০০ টাকার নোটে আদায় হয়েছে। অন্যদিকে ২,০০০ টাকার বিলের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে এবং ৩,০০০ টাকার বিলের টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

৬। প্রারম্ভিক প্রাপ্য নোটের জের কত?

- ক. ৩,০০০ টাকা
- খ. ৫,০০০ টাকা
- গ. ৬,০০০ টাকা
- ঘ. ১১,০০০ টাকা

৭। উদ্দীপকের আলোকে —

- i. প্রদেয় নোটের সমাপনী জের ৭,০০০ টাকা।
- ii. প্রদেয় নোট বাক দায় বৃদ্ধি পেয়েছে ২,০০০ টাকা
- iii. প্রাপ্য নোট ও প্রদেয় নোটের জন্য নগদ নিট ১,০০০ টাকা হ্রাস পায়।

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i খ. ii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

অনুশীলনী

EXERCISE

হিসাব সমীকরণ (অনুশীলনী)

১। মল্লিক ব্রাদার্স ২০১৩ সালের ১ জুলাই আইন ব্যবসায় শুরু করেন। উক্ত মাসে তার লেনদেনগুলো নিম্নরূপ:

- জুলাই -১ আইন ব্যবসায় ১০,০০০ টাকা নগদ বিনিয়োগ করেন।
৮ জুলাই মাসের অফিস ভাড়া বাবদ ৮০০ টাকা পরিশোধ করা হলো।
১২ অফিস যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হলো ৩,০০০ টাকা।
১৫ নগদে আইন সেবা প্রদান করা হলো ১,৫০০ টাকা।
১৮ প্রদেয় নোটের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে নেওয়া হলো ৭০০ টাকা।
২০ গ্রাহককে ধারে আইন সেবা প্রদান করা হলো ২,০০০ টাকা।
২৫ মাসিক খরচ বেতন ৫০০ টাকা, উপযোগ খরচ ৩০০ টাকা ও টেলিফোন খরচ পরিশোধ করা হলো ১০০ টাকা।
২৭ ২০ তারিখের টাকা পাওয়া গেল।

করণীয়:

- ক. যে সকল লেনদেনগুলোর হিসাবসমীকরণের উভয় পাশের মোট টাকার পরিবর্তন হবেনা তার পরিমাণ নির্ণয় কর।
খ. ১ থেকে ১৫ জুলাইয়ের লেনদেনগুলোর হিসাব সমীকরণে প্রভাব দেখাও।
গ. নগদ জের ৪,৭০০ টাকা; যন্ত্রপাতি ৩,০০০ টাকা ও মূলধনের জের ৭,৭০০ টাকা ধরে ১৮ তারিখ থেকে অবশিষ্ট লেনদেনগুলোর হিসাব সমীকরণে প্রভাব দেখাও।

২। মি. জামান একজন ব্যারিস্টার। ২০১৩ সালের ১ মার্চ তারিখে তিনি আইন ব্যবসায় শুরু করেন। ১ এপ্রিল তারিখে তার সম্পত্তি ও দায়ের জেরগুলো নিম্নরূপ: নগদ ৪,০০০ টাকা; প্রাপ্য হিসাব ১,৫০০ টাকা; সরবরাহ ৫০০ টাকা; অফিস ইকুইপমেন্ট ৫,০০০ টাকা; প্রদেয় হিসাব ৪,২০০ টাকা, মূলধন ৬,৮০০ টাকা।

এপ্রিল মাসে তার কতিপয় লেনদেন নিম্নরূপ:

- এপ্রিল- ১ প্রাপ্য হিসাবের ১,৪০০ টাকা পাওয়া গেল।
৮ প্রদেয় হিসাবের ২,৭০০ টাকা পরিশোধ করা হলো।
১২ সেবা আয় ৭,৫০০ টাকা যার ৩,০০০ টাকা নগদে পাওয়া গেল এবং অবশিষ্ট টাকা পরবর্তী মাসে পাওয়া যাবে।
১৫ সরবরাহ ক্রয় করা হলো ১,০০০ টাকা যার মধ্যে ৪০০ টাকা পরিশোধ করা হলো।

করণীয়:

- ক. প্রারম্ভিক জেরসমূহ হিসাব সমীকরণে উপস্থাপন কর।
খ. ১ থেকে ১৫ তারিখের লেনদেনগুলোর হিসাব সমীকরণে কোন কোন উপাদানকে পরিবর্তন করেছে তা লিখ।
গ. প্রারম্ভিক জের নিয়ে লেনদেনগুলোর হিসাব সমীকরণে প্রভাব দেখাও।

৩। জামান সার্ভিস সেন্টারের বর্তমান লেনদেনের হিসাব সমীকরণে প্রভাব দেখানো হলো।

তারিখ জুন	মাল +	প্রাপ্য হিসাব +	জমি +	দালাল +	অফিস ইকুইপমেন্ট	=	দায় প্রদেয় হিসাব	+ মালিকানা স্বত্ব
১ জুলাই	৩,২০০	৬,৭০০	৩১,০০০	৫৬,৫০০			৯,৪০০	৮৮,০০০
৫	- ১,৪০০				+ ১,৪০০			
৭	+ ১০,০০০							+ ১০,০০০
১০	- ৬০০				+ ২,৪০০		+ ১,৮০০	
১৫	- ৬০০				+ ২,৬০০		+ ২,০০০	

উক্ত মাসের আরো বর্তমান লেনদেন নিম্নরূপ:

- জুন ২০ প্রাপ্য হিসাবের ৫,০০০ টাকা পাওয়া গেল।
- ২২ দালালের ৫,০০০ টাকা অবচয় ধার্য করা হলো।
- ২৫ প্রদেয় হিসাবের ৫,০০০ টাকা পরিশোধ করা হলো।
- ৩০ মাসিক ব্যবসায় থেকে ১,০০০ টাকা উত্তোলন করলেন।

করণীয়:

- ক. উপর্যুক্ত হিসাব সমীকরণের আলোকে ১ জুন ও ১৫ জুনের সম্পত্তির পরিবর্তনের পরিমাণ নির্ণয় কর।
- খ. উপর্যুক্ত ছকের আলোকে লেনদেনগুলো কী হতে পারে তা লিখ।
- ঘ. জুন ১৫ তারিখের জের নিয়ে পরবর্তী লেনদেনগুলোর হিসাব সমীকরণে প্রভাব দেখাও।

৪। ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসে নিজাম একটি ট্রাডেল এজেন্সি প্রতিষ্ঠা করে। উক্ত মাসে তার ব্যবসায়ের লেনদেনগুলো নিম্নরূপ:

- জানুয়ারি-১ ৩০,০০০ টাকা নিয়ে এজেন্সি শুরু করেন।
- ২ জানুয়ারি মাসের ভাড়া প্রদান করা হলো ১,০০০ টাকা।
- ৫ অফিস ইকুইপমেন্ট ক্রয় করা হলো ২,৫০০ টাকা।
- ১০ ধারে বিজ্ঞাপন প্রদান করা হলো ১,০০০ টাকা।
- ১৪ অফিস সরঞ্জাম ক্রয় করা হলো ৫,০০০ টাকা।
- ১৮ সেবা প্রদান করে নগদ ৩,০০০ টাকা এবং ২,০০০ টাকার একটি প্রাপ্য নোট পাওয়া গেল।
- ২০ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে উত্তোলন করা হলো ৬০০ টাকা
- ২৩ বিজ্ঞাপনের টাকা পরিশোধ করা হলো।
- ২৫ অফিস ইকুইপমেন্ট ক্রয় করা হলো ৪০০ টাকা।
- ৩১ কর্মীকে বেতন প্রদান করা হলো ৫০০ টাকা।
- ৩১ গ্রাহকের নিকট থেকে ১৮ তারিখের প্রাপ্য নোটের টাকা পাওয়া গেল ১,০০০ টাকা।
- ৩১ ইউটিলিটি পরিশোধ করা হলো ৩০০ টাকা।

করণীয়:

- ক. যে সকল লেনদেন দ্বারা মালিকানা স্বত্ব প্রভাবিত হবে তার পরিমাণ নির্ণয় কর।
- খ. ১ থেকে ১৮ তারিখের লেনদেনগুলোর হিসাব সমীকরণে প্রভাব দেখাও।
- গ. ২০ থেকে ৩১ তারিখের লেনদেনগুলোর হিসাব সমীকরণে প্রভাব দেখাও।

সাধারণ জাবোদা (ব্যবহারিক উদাহরণ)

১। মূলধন সংক্রান্ত জাবোদা:

১. জনাব আসাদ নগদ ৫০,০০০ টাকা নিয়ে ব্যবসায় আরম্ভ করলেন।
২. জনাব আরাকাত ২০,০০০ টাকা নগদ, ২৫,০০০ টাকার আসবাবপত্র, ২,০০০ টাকার পণ্য স্টক ও ১,০০০ টাকার যন্ত্রপাতি নিয়ে ব্যবসায় শুরু করলেন।
৩. জনাব সাকিল নগদ ৫০,০০০ টাকা, ১০,০০০ টাকার আসবাবপত্র, ২০,০০০ টাকার ঋণ ও নিজ জমি হতে উৎপাদিত ৫,০০০ টাকার পণ্য নিয়ে ব্যবসায় শুরু করলেন।
৪. জনাব রাফিকুল তার ব্যক্তিগত মটর গাড়ি নগদ ১০,০০,০০০ টাকায় বিক্রয় করে ৮,০০,০০০ টাকা দিয়ে কারবার শুরু করলেন।
৫. জনাব হেলাল তার ব্যক্তিগত ব্যবহার্য গাড়ি: যার মূল্য ২,০০,০০০ টাকা কারবারের ব্যবহারের জন্য স্থায়ীভাবে প্রদান করলেন।
৬. কারবারের নগদ অর্থের শুল্কতার জন্য মালিক তার ব্যক্তিগত তহবিল থেকে কারবারের শ্রমিকদের ১০,০০০ টাকা বেতন প্রদান করলেন।
৭. ব্যক্তিগত তহবিল থেকে ৫,০০০ টাকা ও ব্যক্তিগত মটর সাইকেল বিক্রয়বদ্ধ সমুদয় অর্থ ৫,০০০ টাকা দিয়ে কারবারের জন্য আসবাবপত্র ক্রয় করা হল।
৮. মি. কামাল কারবারে ৫০,০০০ টাকা অতিরিক্ত মূলধন সরবরাহ করলেন।

ক্র. নং	প্রতিক্রিয়া	জাবোদা	খ. পৃ.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
১	সম্পদ বৃদ্ধি (নগদ) ↑	নগদান হিসাব মূলধন হিসাব ডেবিট ক্রেডিট		৫০,০০০	৫০,০০০
	মূলধন বৃদ্ধি (মূলধন) ↑	(জনাব আসাদ নগদ ৫০,০০০ টাকা নিয়ে ব্যবসায় আরম্ভ করলেন)			
২	সম্পদ বৃদ্ধি (নগদ) ↑	নগদান হিসাব ডেবিট		২০,০০০	৪৮,০০০
	সম্পদ বৃদ্ধি (আসবাবপত্র) ↑	আসবাবপত্র হিসাব ক্রয় হিসাব যন্ত্রপাতি হিসাব ডেবিট ক্রেডিট		২৫,০০০	
	ঋণ বৃদ্ধি (ঋণ) ↑	মূলধন হিসাব (জনাব আরাকাত ২০,০০০ টাকা নগদ, ২৫,০০০ টাকার আসবাবপত্র ২,০০০ টাকার পণ্য স্টক ও ১,০০০ টাকার যন্ত্রপাতি নিয়ে ব্যবসায় শুরু করলেন)		২,০০০	
	সম্পদ বৃদ্ধি (যন্ত্রপাতি) ↑			১,০০০	
	মূলধন বৃদ্ধি (মূলধন) ↑				
৩	সম্পদ বৃদ্ধি (নগদ) ↑	নগদান হিসাব আসবাবপত্র হিসাব ডেবিট ক্রেডিট		৭০,০০০	৬৫,০০০
	সম্পদ বৃদ্ধি (আসবাবপত্র) ↑	ক্রয় হিসাব মূলধন হিসাব ডেবিট ক্রেডিট		১০,০০০	
				৫,০০০	

	খরচ বৃদ্ধি (ক্রয়)	↑	ঋণ হিসাব	ডেবিট			২০,০০০
	মূলধন বৃদ্ধি (মূলধন)	↑	(জন্মাব শাবিল নগদ ৫০,০০০ টাকা, ১০,০০০ টাকার আসবাবপত্র, ২০,০০০ টাকার ঋণ ও ৫,০০০ টাকার নিজ জমি হ্রত উৎপাদিত পণ্য নিয়ে ব্যবসায় শুরু করলেন)				
	দায় বৃদ্ধি (ঋণ)	↑					
	সম্পদ বৃদ্ধি (নগদ)	↑	নগদান হিসাব	ডেবিট	৮,০০,০০০		
			মূলধন হিসাব	ক্রেডিট		৮,০০,০০০	
৪	মূলধন বৃদ্ধি (মূলধন)	↑	(জন্মাব সাকিবুল তার ব্যক্তিগত মটর গাড়ি নগদ ১০,০০,০০০ টাকায় বিক্রয় করে ৮,০০,০০০ টাকা দিয়ে কারবারে শুরু করলেন)				০
	সম্পদ বৃদ্ধি (মটরগাড়ি)	↑	মটরগাড়ি হিসাব	ডেবিট	২,০০ ০০০		
			মূলধন হিসাব	ক্রেডিট		২,০০,০০০	
৫	মূলধন বৃদ্ধি (মূলধন)	↑	(জন্মাব হেলাল তার ব্যক্তিগত ব্যবহার্য গাড়ি যার মূল্য ২,০০,০০০ টাকা তা তিনি কারবারের ব্যবহারের জন্য হ্যাটা ভাবে প্রদান করলেন)				
	খরচ বৃদ্ধি (বেতন)	↑	বেতন হিসাব	ডেবিট	১০,০০০		
			মূলধন হিসাব	ক্রেডিট		১০,০০০	
৬	মূলধন বৃদ্ধি (মূলধন)	↑	(কারবারের নগদ অর্থের বজ্রতার জন্য মালিক তার ব্যক্তিগত তহবিল থেকে কারবারের প্রমিষনের ১০,০০০ টাকা বেতন প্রদান করলেন)				
	সম্পদ বৃদ্ধি (আসবাবপত্র)	↑	আসবাবপত্র হিসাব	ডেবিট	১০,০০০		
			মূলধন হিসাব	ক্রেডিট		১০,০০০	
৭	মূলধন বৃদ্ধি (মূলধন)	↑	(ব্যক্তিগত তহবিল থেকে ৫০০০ টাকা ও ব্যক্তিগত মটর সাইকেল বিক্রয়লব্ধ সমুদয় অর্থ ৫,০০০ টাকা দিয়ে কারবারের জন্য আসবাবপত্র ক্রয় করা হল)				
	সম্পদ বৃদ্ধি (নগদ)	↑	নগদান হিসাব	ডেবিট	৫০,০০০		
৮			মূলধন হিসাব	ক্রেডিট		৫০,০০০	
			(মি. কামাল কারবারে ৫০,০০০ টাকা অতিরিক্ত মূলধন সরবরাহ করলেন)				

২। কল্প সজ্জোক্ত লেনদেন:

১. নগদে পণ্য ক্রয় ৫০,০০০ টাকা।
২. ধারে পণ্য ক্রয় ২০,০০০ টাকা।
৩. রুহিমের শিকট পণ্য ক্রয় ১০,০০০ টাকা।
৪. পণ্য উল্লেখন ২,০০০ টাকা।
৫. প্রদের নোটের মাধ্যমে পণ্য ক্রয় ১০,০০০ টাকা।
৬. চেকে পণ্য ক্রয় ১০,০০০ টাকা।
৭. পণ্য ক্রয় ১,০০,০০০ টাকা (নগদে ২০%, চেকে ৩০%, বিলে ১০%)

৮. মালিক তার বাড়ি থেকে ১০,০০০ টাকার পণ্য কারবারে সরবরাহ করেন।
৯. স্বীকৃত নোটের মাধ্যমে পণ্য ক্রয় ১০,০০০ টাকা।
১০. বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে অসবাবপত্র ক্রয় ১৫,০০০ টাকা।
১১. পণ্য ক্রয় ১০,০০০ টাকা যার মধ্যে মালিকের ব্যক্তিগত ক্রয় আছে ২,০০০ টাকা।
১২. সরবরাহ ক্রয় ২০,০০০ টাকা। (৭০% বিক্রয়ের জন্য, ৩০% ব্যবহারের জন্য।)
১৩. আলম ফার্নিশার্স হতে ধারে ১০,০০০ টাকা মূল্যের আলমারি ক্রয় করা হলো।
১৪. বাসল কম্পিউটার্স হতে ধারে ১,০০,০০০ টাকা মূল্যের কম্পিউটার ক্রয় করা হলো।

ক্র. নং	প্রতিক্রিয়া	জাবেদা	খ. পু.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
১	খরচ বৃদ্ধি (ক্রয়) ↑	ক্রয় হিসাব	ডেবিট	৫০,০০০	৫০,০০০
	সম্পদ হ্রাস (মদদান) ↓	মদদান হিসাব (মদদে পণ্য ক্রয় ৫০,০০০)	ক্রেডিট		
২	খরচ বৃদ্ধি (ক্রয়) ↑	ক্রয় হিসাব	ডেবিট	২০,০০০	২০,০০০
	দায় বৃদ্ধি (প্রদেয় হিসাব) ↑	প্রদেয় হিসাব (ধারে পণ্য ক্রয় ২০,০০০)	ক্রেডিট		
৩	খরচ বৃদ্ধি (ক্রয়) ↑	ক্রয় হিসাব	ডেবিট	১০,০০০	১০,০০০
	দায় বৃদ্ধি (প্রদেয় হিসাব) ↑	প্রদেয় নোট হিসাব-রহিম (রহিমের নিকট হতে ধারে পণ্য ক্রয় ১০,০০০)	ক্রেডিট		
৪	উত্তোলন বৃদ্ধি ↑	উত্তোলন হিসাব	ডেবিট	২,০০০	২,০০০
	খরচ হ্রাস (ক্রয়) ↓	ক্রয় হিসাব (মালিক কর্তৃক পণ্য উত্তোলন ২,০০০ টাকা)	ক্রেডিট		
৫	খরচ বৃদ্ধি (ক্রয়) ↑	ক্রয় হিসাব	ডেবিট	১০,০০০	১০,০০০
	দায় বৃদ্ধি (প্রদেয় নোট) ↑	প্রদেয় নোট হিসাব (প্রদেয় বিলের মাধ্যমে পণ্য ক্রয় ১০,০০০)	ক্রেডিট		
৬	খরচ বৃদ্ধি (ক্রয়) ↑	ক্রয় হিসাব	ডেবিট	১০,০০০	১০,০০০
	সম্পদ হ্রাস (ব্যয়ক) ↓	ব্যয়ক হিসাব (চেকে পণ্য ক্রয় ১০,০০০)	ক্রেডিট		
৭	খরচ বৃদ্ধি (ক্রয়) ↑	ক্রয় হিসাব	ডেবিট	১,০০,০০০	২০,০০০
	সম্পদ হ্রাস (মদদান) ↓	মদদান হিসাব	ক্রেডিট		
	সম্পদ হ্রাস (ব্যয়ক) ↓	ব্যয়ক হিসাব	ক্রেডিট		
	দায় বৃদ্ধি (প্রদেয় নোট এবং প্রদেয় হিসাব) ↑	প্রদেয় নোট হিসাব (পণ্য ক্রয় ১০,০০০ টাকা, মদদে ২০%, চেকে ৩০%, বিলে ১০% এবং ব্যক্তিগত ৪০%)	ক্রেডিট		

৮	খরচ বৃদ্ধি (ক্রয়)	↑	ক্রয় হিসাব	ডেবিট	১০,০০০	১০,০০০
	মুদ্রণন বৃদ্ধি (মুদ্রণন)	↑	মুদ্রণন হিসাব (মাসিক ভায়ে বাড়ি থেকে ১০,০০০ টাকার পণ্য কারবারে সরবরাহ করেন)	ক্রেডিট		
৯	খরচ বৃদ্ধি (ক্রয়)	↑	ক্রয় হিসাব	ডেবিট	১০,০০০	১০,০০০
	নয়া বৃদ্ধি (প্রদেয় নোট)	↑	প্রদেয় নোট হিসাব (বীকৃত বিলের মাধ্যমে পণ্য ক্রয় ১০,০০০ টাকা)	ক্রেডিট		
১০	খরচ বৃদ্ধি (ক্রয়)	↑	ক্রয় হিসাব	ডেবিট	১৫,০০০	১৫,০০০
	সম্পদ হ্রাস (নগদান)	↓	নগদান হিসাব (বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে আনবাবপত্র ক্রয় ১৫,০০০)	ক্রেডিট		
১১	খরচ বৃদ্ধি (ক্রয়)	↑	ক্রয় হিসাব	ডেবিট	৮,০০০	১০,০০০
	উত্তোলন বৃদ্ধি (ক্রয়)	↑	উত্তোলন হিসাব নগদান হিসাব (পণ্য ক্রয় ১০,০০০ টাকা যার মধ্যে মালিকের ব্যক্তিগত ক্রয় আছে ২,০০০ টাকা)	ডেবিট ক্রেডিট		
১২	খরচ বৃদ্ধি (ক্রয়)	↑	ক্রয় হিসাব	ডেবিট	১৪,০০০	২০,০০০
	সম্পত্তি বৃদ্ধি (সরবরাহ)	↑	সরবরাহ হিসাব নগদান হিসাব (সরবরাহ দ্রব্য ক্রয় ২০,০০০ টাকা যার মধ্যে ৭০% বিক্রয়ের জন্য এবং ৩০% ব্যবসায় ব্যবহারের জন্য)	ডেবিট ক্রেডিট		
১৩	সম্পদ বৃদ্ধি (আনবাবপত্র)	↑	আনবাবপত্র হিসাব	ডেবিট	১০,০০০	১০,০০০
	নয়া বৃদ্ধি (প্রদেয় হিসাব)	↑	প্রদেয় হিসাব-আলম ফার্নিসার্স হিসাব (আলম ফার্নিসার্স এর নিকট হতে ধারে ১০,০০০ টাকা মূল্যের আলমারী ক্রয়)	ক্রেডিট		
১৪	সম্পদ বৃদ্ধি (আনবাবপত্র)	↑	আফিস সরঞ্জাম হিসাব	ডেবিট	১,০০০০০	১,০০ ০০০
	নয়া বৃদ্ধি (প্রদেয় হিসাব)	↑	প্রদেয় হিসাব-বাঞ্চা কম্পিউটার্স হিসাব (বাঞ্চা কম্পিউটার্স এর নিকট হতে ধারে ১,০০ ০০০ টাকা মূল্যের কম্পিউটার ক্রয়।)	ক্রেডিট		

৩। ক্রয় ফেরত সংক্রান্ত লেনদেন:

১. ক্রয় ফেরত ২,০০০ টাকা।

২. বহিঃফেরত ২,৫০০ টাকা।

৩. নিম্নমানের জন্য ১,০০০ টাকার পণ্য ফেরত দেওয়া হল।

৪. ফরম্যাশন অনুযায়ী পণ্য সরবরাহ না করায় ২,০০০ টাকার পণ্য ফেরত দেওয়া হল।

৫. ব্যক্তিগতের নিকট নগদে পণ্য ক্রয় যার ১,০০০ টাকার পণ্য ফেরত দেওয়া হল।

৬. ধারে ক্রয়কৃত পণ্য ২,০০০ টাকা পরবর্তীতে ফেরত দেওয়া হয়।

ক্র. নং	প্রতিক্রিয়া	জাবেদা	ব. প.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
১	দায়.হ্রাস (গ্রহেয় হিসাব)	গ্রহেয় হিসাব ক্রয় ফেরত হিসাব (ক্রয়কৃত পণ্য ফেরত দেওয়া হল।)	ডেবিট ক্রেডিট	২,০০০	২,০০০
	খরচ হ্রাস (ক্রয় ফেরত)				
২	দায়.হ্রাস (গ্রহেয় হিসাব)	গ্রহেয় হিসাব ক্রয় ফেরত হিসাব (ক্রয়কৃত পণ্য ফেরত দেওয়া হল।)	ডেবিট ক্রেডিট	২,৫০০	২,৫০০
	খরচ হ্রাস (ক্রয় ফেরত)				
৩	দায়.হ্রাস (গ্রহেয় হিসাব)	গ্রহেয় হিসাব ক্রয় ফেরত হিসাব (নিম্নোক্তের জন্য ১,০০০ টাকার পণ্য ফেরত দেওয়া হল।)	ডেবিট ক্রেডিট	১,০০০	১,০০০
	খরচ হ্রাস (ক্রয় ফেরত)				
৪	দায়.হ্রাস (গ্রহেয় হিসাব)	গ্রহেয় হিসাব ক্রয় ফেরত হিসাব (ফরমায়েশ অনুযায়ী পণ্য সরবরাহ না করায় ২,০০০ টাকার পণ্য ফেরত দেওয়া হল।)	ডেবিট ক্রেডিট	২,০০০	২,০০০
	খরচ হ্রাস (ক্রয় ফেরত)				
৫	সম্পদ বৃদ্ধি (নগদ)	নগদ হিসাব ক্রয় ফেরত হিসাব (রাকিবুন্নের নিকট নগদে পণ্য ক্রয় যার ১,০০০ টাকার পণ্য ফেরত দেওয়া হল।)	ডেবিট ক্রেডিট	১,০০০	১,০০০
	খরচ হ্রাস (ক্রয় ফেরত)				
৬	দায়.হ্রাস (গ্রহেয় হিসাব)	গ্রহেয় হিসাব ক্রয় ফেরত হিসাব (ধারে ক্রয়কৃত পণ্য পরবর্তীতে ফেরত দেওয়া হয়।)	ডেবিট ক্রেডিট	২,০০০	২,০০০
	খরচ হ্রাস (ক্রয় ফেরত)				

৪। ক্রয় হিসাব ক্রেডিট হয় এমন লেনদেন:

১. বিলম্বিত পণ্য বিতরণ ৫,০০০ টাকা।
২. বিজ্ঞাপনের জন্য পণ্য বিতরণ ২,০০০ টাকা।
৩. মালিক কর্তৃক পণ্য উত্তোলন ২,০০০ টাকা।
৪. মজুদ থেকে ৫০০ টাকার পণ্য দ্রুতপাতি মেরামতে ব্যবহার করা হল।
৫. বুচরা যন্ত্রাংশ তৈরিতে ১,০০০ টাকার কারবারী পণ্য ব্যবহার করা হল।
৬. কারবারের ৫০০ টাকার পণ্য নষ্ট/চুরি হয়ে যায়।
৭. বিনা মূল্যের পণ্য বিক্রয় করা হয় ১,০০০ টাকা।
৮. সমাপনী মজুদপত্র ১০,০০০ টাকা।
৯. কারবারের ১,০০০ টাকার পণ্য মালিকের বাসায় ব্যবহার করা হয়।
১০. পরিবহনখরচ অবস্থায় ১,০০০ টাকার পণ্য নষ্ট হয়ে যায়।

ক্র. নং	প্রতিক্রিয়া	জাৰ্বেনা	ব. প.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
১	খরচ বৃদ্ধি (বিজ্ঞাপন) ↑	বিজ্ঞাপন হিসাব ক্রয় হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	৫,০০০	৫,০০০
	বারচ.হ্রাস (ক্রয়) ↓	(বিনামূল্যে পণ্য বিতরণ ৫,০০০ টাকা)			
২	খরচ বৃদ্ধি (বিজ্ঞাপন) ↑	বিজ্ঞাপন হিসাব ক্রয় হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	২,০০০	২,০০০
	বারচ.হ্রাস (ক্রয়) ↓	(বিজ্ঞাপনের জন্য পণ্য বিতরণ ২,০০০ টাকা)			
৩	উত্তোলন বৃদ্ধি ↑	উত্তোলন হিসাব	ডেবিট	২,০০০	২,০০০
	বারচ.হ্রাস (ক্রয়) ↓	ক্রয় হিসাব (মালিক কর্তৃক পণ্য উত্তোলন ২,০০০ টাকা।)	ক্রেডিট		
৪	খরচ বৃদ্ধি (মেরামত) ↑	মেরামত হিসাব ক্রয় হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	৫০০	৫০০
	বারচ.হ্রাস (ক্রয়) ↓	(মজুর থেকে ৫০০ টাকার পণ্য যন্ত্রপাতি মেরামতে ব্যবহার করা হল।)			
৫	সম্পদ বৃদ্ধি (খুচরা যন্ত্রাংশ) ↑	খুচরা যন্ত্রাংশ হিসাব ক্রয় হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	১,০০০	১,০০০
	বারচ.হ্রাস (ক্রয়) ↓	(খুচরা যন্ত্রাংশ তৈরীতে ১,০০০ টাকার কারবারী পণ্য ব্যবহার করা হল।)			
৬	ফতি বৃদ্ধি (বিবিধ ফতি) ↑	বিবিধ ফতি হিসাব ক্রয় হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	৫০০	৫০০
	বারচ.হ্রাস (ক্রয়) ↓	(কারবারের ৫০০ টাকার পণ্য নষ্ট/চুরি হয়ে যায়)			
৭	সম্পদ বৃদ্ধি (নগদ) ↑	নগদ হিসাব ক্রয় হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	১,০০০	১,০০০
	বারচ.হ্রাস (ক্রয়) ↓	(বিনামূল্যের পণ্য বিক্রয় করা হয় ১,০০০ টাকা।)			
৮	সম্পদ বৃদ্ধি (মজুদপণ্য) ↑	সমাপনী মজুদপণ্য হিসাব ক্রয় হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	১০,০০০	১০,০০০
	বারচ.হ্রাস (ক্রয়) ↓	(সমাপনী মজুদপণ্য মূল্যায়ন করা হয়)			
৯	উত্তোলন বৃদ্ধি ↑	উত্তোলন হিসাব	ডেবিট	১,০০০	১,০০০
	বারচ.হ্রাস (ক্রয়) ↓	ক্রয় হিসাব (কারবারের ১,০০০ টাকার পণ্য মালিকের বাসায় ব্যবহার করা হয়)	ক্রেডিট		
১০	ফতি বৃদ্ধি (বিবিধ ফতি) ↑	বিবিধ ফতি হিসাব ক্রয় হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	১,০০০	১,০০০
	বারচ.হ্রাস (ক্রয়) ↓	(প্রতিবছরগীর্ঘ অবস্থায় ১,০০০ টাকার পণ্য নষ্ট হয়ে যায়)			

৫। বিক্রয় সংক্রান্ত জাবেদা:

১. নগদে পণ্য বিক্রয় ১০,০০০ টাকা।
২. ধারে পণ্য বিক্রয় ২০,০০০ টাকা।
৩. কামালের নিকট পণ্য বিক্রয় ১৫,০০০ টাকা।
৪. জাকিরের নিকট নগদে পণ্য বিক্রয় ২৫,০০০ টাকা।
৫. পণ্য বিক্রয় ১,০০,০০০ টাকা (৫০% নগদে, ৪০% চেকে ও ১০% ধারে)।
৬. স্বীকৃত বিলের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় ২০,০০০ টাকা।
৭. পণ্য বিক্রয় করে ২৫,০০০ টাকার ক্রস চেক পাওয়া গেল।
৮. কামালের নিকট পণ্য বিক্রয় করে ১০,০০০ টাকার চেক পাওয়া গেল এবং চেকটি সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংকে জমা দেওয়া হল।
৯. বিনা মূল্যফার পণ্য বিক্রয় ২,০০০ টাকা।
১০. মালিক কর্তৃক বিক্রয় মূল্যে পণ্য উত্তোলন ২,০০০ টাকা।
১১. শ্রমিকের মজুরি বাবদ বিক্রয়মূল্যে ৫০০ টাকার পণ্য দেওয়া হল।
১২. মেসার্স আশরাফ স্মার্টশার্প ১০,০০০ টাকার একটি টেলিফোন বিক্রয় করে।
১৩. জাভেদ কম্পিউটার্স ৩০,০০০ টাকার একটি কম্পিউটার বিক্রয় করে।

ক্র. নং	প্রতিক্রিয়া	জাবেদা	ব. প.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
১	সম্পদ বৃদ্ধি (নগদ) ↑	নগদান হিসাব	ডেবিট	১০,০০০	১০,০০০
	রাজস্ব বৃদ্ধি (বিক্রয়) ↑	বিক্রয় হিসাব (নগদে পণ্য বিক্রয় ১০,০০০ টাকা)	ক্রেডিট		
২	সম্পদ বৃদ্ধি (প্রাপ্য হিসাব) ↑	প্রাপ্য হিসাব	ডেবিট	২০,০০০	২০,০০০
	রাজস্ব বৃদ্ধি (বিক্রয়) ↑	বিক্রয় হিসাব (ধারে পণ্য বিক্রয় ২০,০০০ টাকা)	ক্রেডিট		
৩	সম্পদ বৃদ্ধি (প্রাপ্য হিসাব) ↑	প্রাপ্য হিসাব-কামাল	ডেবিট	১৫,০০০	১৫,০০০
	রাজস্ব বৃদ্ধি (বিক্রয়) ↑	বিক্রয় হিসাব (কামালের নিকট পণ্য বিক্রয় ১৫,০০০ টাকা।)	ক্রেডিট		
৪	সম্পদ বৃদ্ধি (নগদ) ↑	নগদান হিসাব	ডেবিট	২৫,০০০	২৫,০০০
	রাজস্ব বৃদ্ধি (বিক্রয়) ↑	বিক্রয় হিসাব (জাকিরের নিকট নগদে পণ্য বিক্রয় ২৫,০০০ টাকা)	ক্রেডিট		
৫	সম্পদ বৃদ্ধি (নগদ) ↑	নগদান হিসাব	ডেবিট	৯০,০০০	১,০০,০০০
	সম্পদ বৃদ্ধি (প্রাপ্য হিসাব) ↑	প্রাপ্য হিসাব	ডেবিট		
	রাজস্ব বৃদ্ধি (বিক্রয়) ↑	বিক্রয় হিসাব (পণ্য বিক্রয় ১,০০,০০০ টাকা (৫০% নগদে, ৪০% চেকে ও ১০% ধারে))	ক্রেডিট		

৬	সম্পদ বৃদ্ধি (প্রাপ্য বিল)	↑	প্রাপ্য নোট হিসাব	ডেবিট	২০,০০০	২০,০০০
	রাজস্ব বৃদ্ধি (বিক্রয়)	↑	বিক্রয় হিসাব	ক্রেডিট		
৭	সম্পদ বৃদ্ধি (ব্যাংক)	↑	ব্যাংক হিসাব	ডেবিট	২৫,০০০	২৫,০০০
	রাজস্ব বৃদ্ধি (বিক্রয়)	↑	বিক্রয় হিসাব	ক্রেডিট		
৮	সম্পদ বৃদ্ধি (ব্যাংক)	↑	ব্যাংক হিসাব	ডেবিট	১০,০০০	১০,০০০
	রাজস্ব বৃদ্ধি (বিক্রয়)	↑	বিক্রয় হিসাব	ক্রেডিট		
৯	সম্পদ বৃদ্ধি (নগদ)	↑	নগদ হিসাব	ডেবিট	২,০০০	২,০০০
	খরচ হ্রাস (ক্রয়)	↓	ক্রয় হিসাব	ক্রেডিট		
১০	উল্লেখন বৃদ্ধি	↑	উল্লেখন হিসাব	ডেবিট	২,০০০	২,০০০
	রাজস্ব বৃদ্ধি (বিক্রয়)	↑	বিক্রয় হিসাব	ক্রেডিট		
১১	খরচ বৃদ্ধি (মজুরি)	↑	মজুরি হিসাব	ডেবিট	৫০০	৫০০
	রাজস্ব বৃদ্ধি (বিক্রয়)	↑	বিক্রয় হিসাব	ক্রেডিট		
১২	সম্পদ বৃদ্ধি (নগদ)	↑	নগদ হিসাব	ডেবিট	১০,০০০	১০,০০০
	রাজস্ব বৃদ্ধি (বিক্রয়)	↑	বিক্রয় হিসাব	ক্রেডিট		
১৩	সম্পদ বৃদ্ধি (নগদ)	↑	নগদ হিসাব	ডেবিট	৩০,০০০	৩০,০০০
	রাজস্ব বৃদ্ধি (বিক্রয়)	↑	বিক্রয় হিসাব	ক্রেডিট		

৬। বিক্রয় ফেরত সংক্রান্ত লেনদেন:

১. পণ্য ফেরত পাওয়া গেল ১,০০০ টাকা।
২. আন্তঃফেরত ২,০০০ টাকা।
৩. নিম্নমানের পণ্যের জন্য ক্রেতা কর্তৃক ১,০০০ টাকার পণ্য ফেরত পাঠায়।
৪. চাহিদা মাসিক/ স্বরমায়েশ মোতাবেক পণ্য সরবরাহ না হওয়ায় ক্রেতা ২,০০০ টাকার পণ্য ফেরত পাঠায়।
৫. আকাশের নিকট নগদে বিক্রয়কৃত পণ্যের ২০০ টাকার ফেরত এসেছে।
৬. ধারে বিক্রয়কৃত পণ্যের ১,০০০ টাকার পণ্য ফেরত এসেছে।

ক্র. নং	প্রতিক্রিয়া	জাবেদা	ব. পৃ.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
১	রাজস্ব ট্রাস্ট ↓ (বিক্রয় ফেরত)	বিক্রয় ফেরত হিসাব	ডেবিট	১,০০০	১,০০০
	সম্পদ ট্রাস্ট ↓ (প্রাপ্য হিসাব)	প্রাপ্য হিসাব (পণ্য ফেরত পাওয়া গেল ১,০০০ টাকা)	ক্রেডিট		
২	রাজস্ব ট্রাস্ট ↓ (বিক্রয় ফেরত)	বিক্রয় ফেরত হিসাব	ডেবিট	২,০০০	২,০০০
	সম্পদ ট্রাস্ট ↓ (প্রাপ্য হিসাব)	প্রাপ্য হিসাব (আইজফেরত ২,০০০ টাকা)	ক্রেডিট		
৩	রাজস্ব ট্রাস্ট ↓ (বিক্রয় ফেরত)	বিক্রয় ফেরত হিসাব	ডেবিট	১,০০০	১,০০০
	সম্পদ ট্রাস্ট ↓ (প্রাপ্য হিসাব)	প্রাপ্য হিসাব (নিম্নমানের পণ্যের জন্য ক্রেতা কর্তৃক ১,০০০ টাকার পণ্য ফেরত পাঠায়।)	ক্রেডিট		
৪	রাজস্ব ট্রাস্ট ↓ (বিক্রয় ফেরত)	বিক্রয় ফেরত হিসাব	ডেবিট	২,০০০	২,০০০
	সম্পদ ট্রাস্ট ↓ (প্রাপ্য হিসাব)	প্রাপ্য হিসাব (চাহিদা মারফিক/ ফরম্যাশ মোতাবেক পণ্য সরবরাহ না হওয়া ক্রেতা ২,০০০ টাকার পণ্য ফেরত)	ক্রেডিট		
৫	রাজস্ব ট্রাস্ট ↓ (বিক্রয় ফেরত)	বিক্রয় ফেরত হিসাব	ডেবিট	২০০	২০০
	সম্পদ ট্রাস্ট ↓ (নগদান)	নগদান হিসাব (আবকাশের নিকট নগদে বিক্রয়কৃত ২০০ টাকার পণ্য ফেরত এসেছে)	ক্রেডিট		
৬	রাজস্ব ট্রাস্ট ↓ (বিক্রয় ফেরত)	বিক্রয় ফেরত হিসাব	ডেবিট	১,০০০	১,০০০
	সম্পদ ট্রাস্ট ↓ (প্রাপ্য)	প্রাপ্য হিসাব (ধারী বিক্রয়কৃত পণ্য ১,০০০ টাকা ফেরত এসেছে)	ক্রেডিট		

৭। সুদ ও কমিশন সংক্রান্ত গেনসেন:

১. ঋণের সুদ প্রদান করা হল ১,০০০ টাকা।
২. বিনিয়োগের সুদ পাওয়া গেল ২,০০০ টাকা।
৩. ঋণের সুদ ২০০ টাকা বকেয়া আছে।
৪. বিনিয়োগের সুদ বকেয়া আছে ৫০০ টাকা।
৫. ব্যাংক বিনিয়োগের সুদ আদায় করেছে ২০০ টাকা।
৬. ব্যাংক ঋণের কিস্তি ৫,৩০০ (৩০০ টাকা সুদসহ) পরিশোধ করেছে।
৭. উত্তোলনের উপর ১০% হারে পূর্ণ বছরের সুদ ধরতে হবে (উত্তোলন ১০,০০০ টাকা)।
৮. মূলধনের উপর ৫% সুদ ধরতে হবে (মূলধন ২০,০০০ টাকা)।
৯. বিক্রয়ের ১০% বিক্রয় প্রতিনিধি কমিশন পাবে (বিক্রয় ১,০০,০০০ টাকা)।

১০. ম্যানেজারের নিট লাভের ১০% কমিশন পাবে (নিট লাভ ২০,০০০ টাকা) ।
 ১১. ম্যানেজারের কমিশন চার্জ করার পরবর্তী মুনাফার উপর ১০% কমিশন পাবে। নিট লাভ (৩০,০০০ টাকা)
 ১২. ম্যানেজারের কমিশন চার্জ করার পূর্ববর্তী মুনাফার উপর ১০% কমিশন পাবে (নিট লাভ ৭০,০০০ টাকা) ।
 ১৩. বিক্রয় প্রতিনিধিগণ মোট লাভের ১০% কমিশন পাবেন। (মোট লাভ ৭০,০০০ টাকা)

ক্র. নং	প্রতিক্রিয়া	জাবোদা	ধ. পূ.	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
১	ধরত বৃদ্ধি ↑ (ঋণের সুদ)	ঋণের সুদ হিসাব নগদান হিসাব (ঋণের সুদ প্রদান করা হল)	ডেবিট ক্রেডিট	১,০০০	১,০০০
	সম্পদ হ্রাস ↓ (নগদান)				
২	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (নগদান)	নগদান হিসাব বিনিয়োগের সুদ হিসাব (বিনিয়োগের সুদ পাওয়া গেল ২,০০০ টাকা)	ডেবিট ক্রেডিট	২,০০০	২,০০০
	রাজস্ব বৃদ্ধি ↑ (বিনিয়োগের সুদ)				
৩	ধরত বৃদ্ধি ↑ (ঋণের সুদ)	ঋণের সুদ হিসাব বকেয়া ঋণের সুদ হিসাব (ঋণের সুদ ২০০ টাকা বকেয়া আছে)	ডেবিট ক্রেডিট	২০০	২০০
	দায় বৃদ্ধি ↑ (বকেয়া ঋণের সুদ)				
৪	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (বকেয়া বিনিয়োগের সুদ)	বিনিয়োগের প্রাপ্য সুদ হিসাব বিনিয়োগের সুদ হিসাব (বিনিয়োগের সুদ বকেয়া আছে)	ডেবিট ক্রেডিট	৫০০	৫০০
	রাজস্ব বৃদ্ধি ↑ (বিনিয়োগের সুদ)				
৫	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (ব্যাংক)	ব্যাংক হিসাব বিনিয়োগের সুদ হিসাব (ব্যাংক বিনিয়োগের সুদ আদায় করেছে ২০০ টাকা)	ডেবিট ক্রেডিট	২০০	২০০
	রাজস্ব বৃদ্ধি ↑ (বিনিয়োগের সুদ)				
৬	দায় হ্রাস ↓ (ব্যাংক ঋণ)	ব্যাংক ঋণ হিসাব ঋণের সুদ হিসাব	ডেবিট ডেবিট	৫,০০০ ৩০০	৫,৩০০
	ধরত বৃদ্ধি ↑ (ঋণের সুদ)	নগদান হিসাব (ব্যাংক ঋণের ক্রিডিট ৫,৩০০ টাকা, ৩০০ টাকা সুদসহ পরিশোধ করেছে)	ক্রেডিট		
	সম্পদ হ্রাস ↓ (নগদ)				
৭	উজ্জ্বলন বৃদ্ধি ↑ (উজ্জ্বলন)	উজ্জ্বলন হিসাব উজ্জ্বলনের সুদ হিসাব (উজ্জ্বলনের উপর ১০% হারে সুদ ধার্য করা হল)	ডেবিট ক্রেডিট	১,০০০	১,০০০
	রাজস্ব বৃদ্ধি ↑ (উজ্জ্বলনের সুদ)				

৮	বরত বৃদ্ধি ↑ (মূলধনের সুদ)	মূলধনের সুদ হিসাব মূলধন হিসাব (মূলধনের উপর ৫% সুদ ধরা হল)	জেবিট ক্রেডিট	১,০০০	১,০০০
	মূলধন বৃদ্ধি ↑ (মূলধন)				
৯	বরত বৃদ্ধি ↑ (কমিশন)	কমিশন হিসাব ককোয়া কমিশন হিসাব	জেবিট ক্রেডিট	১,০০০	১,০০০
	দায় বৃদ্ধি ↑ (ককোয়া কমিশন)	(বিক্রয়ের ১০% বিক্রয় প্রতিদিশি কমিশন পাবে ককোয়া ১,০০,০০০ টাকা)			
১০	বরত বৃদ্ধি ↑ (কমিশন)	কমিশন হিসাব ককোয়া কমিশন হিসাব	জেবিট ক্রেডিট	২,০০০	২,০০০
	দায় বৃদ্ধি ↑ (ককোয়া কমিশন)	(ম্যানেজার নিট লাভের ১০% কমিশন কমিশন পাবে, নিট লাভ ২০,০০০ টাকা)			
১১	বরত বৃদ্ধি ↑ (কমিশন)	কমিশন হিসাব ককোয়া কমিশন হিসাব	জেবিট ক্রেডিট	২,৭২৭	২,৭২৭
	দায় বৃদ্ধি ↑ (ককোয়া কমিশন)	(ম্যানেজার নিট লাভের ১০% কমিশন কমিশন পাবে, নিট লাভ ৩০,০০০ টাকা) $\frac{৩০,০০০ \times ১০}{১১০}$			
১২	বরত বৃদ্ধি ↑ (কমিশন)	কমিশন হিসাব ককোয়া কমিশন হিসাব	জেবিট ক্রেডিট	৭,০০০	৭,০০০
	দায় বৃদ্ধি ↑ (ককোয়া কমিশন)	(ম্যানেজার নিট লাভের ১০% কমিশন কমিশন পাবে, নিট লাভ ৭০,০০০ টাকা)			
১৩	বরত বৃদ্ধি ↑ (কমিশন)	কমিশন হিসাব ককোয়া কমিশন হিসাব	জেবিট ক্রেডিট	৭,০০০	৭,০০০
	দায় বৃদ্ধি ↑ (ককোয়া কমিশন)	(বিক্রয় প্রতিদিশিগণ মোট লাভের ১০% কমিশন কমিশন পাবে, মোট লাভ ৭০,০০০ টাকা)			

৮। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লেনদেন:

১. ১০% সুদে বিনিয়োগ করা হল ৫০,০০০ টাকা।
২. শেয়ার ক্রয় ২০,০০০ টাকা।
৩. সঞ্চয়পত্র ক্রয় ৫০,০০০ টাকা।
৪. কামালকে ঋণ প্রদান করা হল ২০,০০০ টাকা।
৫. আই.সি.বি তে বিনিয়োগ ২০,০০০ টাকা।
৬. প্রতিটি ১০০ টাকা মূল্যের ৫০টি শেয়ার ক্রয় করা হল।
৭. সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে পণ্য ক্রয় ২০,০০০ টাকা।
৮. চেকের মাধ্যমে শেয়ার ক্রয় ২৫,০০০ টাকা।
৯. ৫০,০০০ টাকার সঞ্চয়পত্র ভাঙ্গানো হল।
১০. মালিক তার ব্যক্তিগত ১০,০০০ টাকার সঞ্চয়পত্র কারবারকে প্রদান করলেন।
১১. ৫,০০০ টাকার বিনিয়োগ বিক্রয় করে ১,০০০ টাকা মুনাফা অর্জিত হয়।
১২. ম্যানেজার আসাদকে ৫,০০০ টাকা ঋণ প্রদান করা হল।

ক্র.সং	প্রতিক্রিয়া	জাবেদা	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
১	সম্পদ বৃদ্ধি (বিনিয়োগ) ↑	বিনিয়োগ হিসাব মুদ্রাণ হিসাব (১০% সুদে বিনিয়োগ করা হল ৫০,০০০ টাকা)	ডেবিট ক্রেডিট	৫০,০০০
	সম্পদ হ্রাস (মুদ্রাণ) ↓			
২	সম্পদ বৃদ্ধি (বিনিয়োগ) ↑	বিনিয়োগ হিসাব মুদ্রাণ হিসাব (শেয়ার ক্রয় ২০,০০০ টাকা)	ডেবিট ক্রেডিট	২০,০০০
	সম্পদ হ্রাস (মুদ্রাণ) ↓			
৩	সম্পদ বৃদ্ধি (বিনিয়োগ) ↑	বিনিয়োগ হিসাব মুদ্রাণ হিসাব (সরঞ্জাম পত্র ক্রয় ৫০,০০০ টাকা)	ডেবিট ক্রেডিট	৫০,০০০
	সম্পদ হ্রাস (মুদ্রাণ) ↓			
৪	সম্পদ বৃদ্ধি (বিনিয়োগ) ↑	কামালালের ঋণ হিসাব মুদ্রাণ হিসাব (কামালালকে ঋণ প্রদান করা হল ২০,০০০ টাকা)	ডেবিট ক্রেডিট	২০,০০০
	সম্পদ হ্রাস (মুদ্রাণ) ↓			
৫	সম্পদ বৃদ্ধি (বিনিয়োগ) ↑	বিনিয়োগ হিসাব মুদ্রাণ হিসাব (আই.সি.বি তে বিনিয়োগ ২০,০০০ টাকা)	ডেবিট ক্রেডিট	২০,০০০
	সম্পদ হ্রাস (মুদ্রাণ) ↓			
৬	সম্পদ বৃদ্ধি (বিনিয়োগ) ↑	বিনিয়োগ হিসাব মুদ্রাণ হিসাব (প্রতিটি ১০০ টাকা মূল্যের ৫০টি শেয়ার ক্রয় করা হল।)	ডেবিট ক্রেডিট	৫,০০০
	সম্পদ হ্রাস (মুদ্রাণ) ↓			
৭	খরচ বৃদ্ধি (ক্রয়) ↑	ক্রয় হিসাব বিনিয়োগ হিসাব (সরঞ্জামপত্রের মাধ্যমে পণ্য ক্রয় ২০,০০০ টাকা)	ডেবিট ক্রেডিট	২০,০০০
	সম্পদ হ্রাস (বিনিয়োগ) ↓			
৮	সম্পদ বৃদ্ধি (বিনিয়োগ) ↑	বিনিয়োগ হিসাব ব্যাংক হিসাব (চেকের মাধ্যমে শেয়ার ক্রয় ২৫,০০০ টাকা)	ডেবিট ক্রেডিট	২৫,০০০
	সম্পদ হ্রাস (ব্যাংক) ↓			
৯	সম্পদ বৃদ্ধি (মুদ্রাণ) ↑	মুদ্রাণ হিসাব বিনিয়োগ হিসাব (৫০,০০০ টাকার সরঞ্জামপত্র আদানো হল)	ডেবিট ক্রেডিট	৫০,০০০
	সম্পদ হ্রাস (বিনিয়োগ) ↓			

১০	সম্পদ বৃদ্ধি (বিনিয়োগ)	↑	বিনিয়োগ হিসাব	জেবিট	১০,০০০	১০,০০০
	মূল্য বৃদ্ধি (মূলধন)	↑	মূলধন হিসাব (মালিক তার ব্যক্তিগত ১০,০০০ টাকার সঞ্চয়পত্র কারবারকে প্রদান করলে)	জেবিট		
১১	সম্পদ বৃদ্ধি (নগদান)	↑	নগদান হিসাব	জেবিট	৬,০০০	৫,০০০ ১,০০০
	সম্পদ হ্রাস (বিনিয়োগ)	↓	বিনিয়োগ বিক্রয় জনিত মুনাফা হিসাব জেবিট	জেবিট		
	রাজস্ব বৃদ্ধি (সম্পদ বিক্রয় জনিত মুনাফা)	↑	(৫,০০০ টাকার বিনিয়োগ বিক্রয় করে ১,০০০ টাকা মুনাফা অর্জিত হয়)	জেবিট		
	সম্পদ বৃদ্ধি (বিনিয়োগ)	↑	প্রদত্ত ঋণ হিসাব	জেবিট		
১২	সম্পদ হ্রাস (নগদান)	↓	নগদান হিসাব (ম্যানেজার আসামকে ৫,০০০ টাকা ঋণ প্রদান করা হল)	জেবিট	৫,০০০	৫,০০০
	সম্পদ বৃদ্ধি (বিনিয়োগ)	↑	বিনিয়োগ হিসাব	জেবিট		

৯. ঋণ সংক্রান্ত জাবেদা

- ১০% সুদে ঋণ নেওয়া হল ৫০,০০০ টাকা।
- কামালের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করা হল ১০,০০০ টাকা।
- স্থায়ী সম্পত্তি বন্ধক রেখে ১০% সুদে ঋণ নেওয়া হল ৫০,০০০ টাকা।
- ১,০০০ টাকা সুদসহ ১১,০০০ টাকা ঋণ পরিশোধ করা হল।
- মালিক কারবারের ১০০ টাকা সুদ সহ ৫,১০০ টাকা ঋণ তার ব্যক্তিগত তহবিল থেকে পরিশোধ করে দেয়।

ক্র.নং	প্রতিক্রিয়া		জাবেদা	ব.প.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
১	সম্পদ বৃদ্ধি (নগদান)	↑	নগদান হিসাব	জেবিট	৫০,০০০	৫০,০০০
	মূল্য বৃদ্ধি (ঋণ)	↑	ঋণ হিসাব (১০% সুদে ঋণ নেওয়া হল ৫০,০০০ টাকা)	জেবিট		
২	সম্পদ বৃদ্ধি (নগদান)	↑	নগদান হিসাব	জেবিট	১০,০০০	১০,০০০
	মূল্য বৃদ্ধি (ঋণ)	↑	ঋণ হিসাব (কামালের নিকট ঋণ গ্রহণ করা হল ১০,০০০ টাকা)	জেবিট		
৩	সম্পদ বৃদ্ধি (নগদান)	↑	নগদান হিসাব	জেবিট	৫০,০০০	৫০,০০০
	বন্ধকী ঋণ	↑	বন্ধকী ঋণ হিসাব	জেবিট		
৪	মূল্য বৃদ্ধি (বন্ধকী ঋণ)	↑	(স্থায়ী সম্পত্তি বন্ধক রেখে ১০% সুদে ঋণ নেওয়া হল ৫০,০০০ টাকা)	জেবিট	১০,০০০ ১,০০০	১১,০০০
	মূল্য হ্রাস (ঋণ)	↓	ঋণ হিসাব	জেবিট		
	বরাদ্দ বৃদ্ধি	↑	ঋণের সুদ হিসাব নগদান হিসাব	জেবিট ক্রেডিট		

৫	(ওপের সুদ)	(১,০০০ টাকা সুদ সহ ১১,০০০ টাকা ঋণ পরিশোধ করা হল)	৫,০০০ ১০০	৫,১০০	
	সম্পদ হ্রাস (নগদ)				
	দায় হ্রাস (ঋণ)	ঋণ হিসাব ওপের সুদ হিসাব			ডেবিট ডেবিট
	খরচ বৃদ্ধি (ওপের সুদ)	মূলধন হিসাব			ক্রেডিট
	মূলধন বৃদ্ধি (মূলধন)	(মাসিক কারবারের ১০০ টাকা সুদ সহ ৫,১০০ টাকা ঋণ তার ব্যক্তিগত তহবিল থেকে পরিশোধ করে দেয়)			

১০। সম্পত্তি সংক্রান্ত জাবেদা:

১. আসবাবপত্র ক্রয় ১০,০০০ টাকা।
২. যন্ত্রপাতি ক্রয় ২০,০০০ টাকা।
৩. মালিকের ব্যক্তিগত গাড়ী যা কারবারকে প্রদান ১,০০,০০০ টাকা।
৪. কলকজা ক্রয় ১০,০০০ টাকা, যার পরিবহন ব্যয় ১,০০০ টাকা, সংস্থাপন ব্যয় ৫০০ টাকা, আমদানী শুল্ক ২০০ টাকা।
৫. যন্ত্রপাতি সংস্থাপন ব্যয় ৫০০ টাকা প্রদান করা হল।
৬. ১০,০০০ টাকার যন্ত্রপাতি ক্রয় করে চেকে পরিশোধ করা হল।
৭. ধারে আসবাবপত্র ক্রয় ১০,০০০ টাকা যার ১০০০ টাকা পরিবহন খরচ প্রদান করা হয়।
৮. নতুন দাণ্যানের চুনকাম খরচ প্রদান ১,০০০ টাকা।
৯. আসবাবপত্র বিক্রয় ১০,০০০ টাকা।
১০. আসবাবপত্র বিক্রয় ১০,০০০ টাকা যার বহিঃমূল্য ৮,০০০ টাকা।
১১. কলকজা বিক্রয় ১০,০০০ টাকা, ক্রয়মূল্য ২০,০০০ টাকা, বহিঃমূল্য ১২,০০০ টাকা।
১২. মেশিন বিক্রয় ২০,০০০ টাকা, ক্রয়মূল্য ৩০,০০০ টাকা, অবচয় সঞ্চিতি ৫,০০০ টাকা।
১৩. আসবাবপত্র ক্রয় ১০,০০০ টাকা যার ৩,০০০ টাকা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে।
১৪. যন্ত্রপাতি ক্রয় ৫,০০০ টাকা মালিক তার ব্যক্তিগত তহবিল থেকে পরিশোধ করে।
১৫. ৫,০০০ টাকার আসবাবপত্র বিক্রয় করে মালিক তার ব্যক্তিগত কাজে ব্যয় করেন।

ক্র. নং	প্রতিক্রিয়া	জাবেদা	খ. পৃ.	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
১	সম্পদ বৃদ্ধি (আসবাবপত্র) ↑	আসবাবপত্র হিসাব	ডেবিট	১০,০০০	১০,০০০
	সম্পদ হ্রাস (নগদ) ↓	নগদান হিসাব (আসবাবপত্র ক্রয় ১০,০০০ টাকা)	ক্রেডিট		
২	সম্পদ বৃদ্ধি (যন্ত্রপাতি) ↑	যন্ত্রপাতি হিসাব	ডেবিট	২০,০০০	২০,০০০
	সম্পদ হ্রাস (নগদ) ↓	নগদান হিসাব (যন্ত্রপাতি ক্রয় ২০,০০০ টাকা)	ক্রেডিট		
৩	সম্পদ বৃদ্ধি (মোট গাড়ি) ↑	মোট গাড়ি হিসাব	ডেবিট	১,০০,০০০	১,০০,০০০
	মূলধন বৃদ্ধি (মূলধন) ↑	মূলধন হিসাব (মালিকের ব্যক্তিগত গাড়ী যা কারবারকে প্রদান ১,০০,০০০ টাকা)	ক্রেডিট		

৪	সম্পদ বৃদ্ধি (যজ্ঞপাতি)	↑	যজ্ঞপাতি হিসাব	ডেবিট	১১,৭০০	
	সম্পদ হ্রাস (নগদ)	↓	নগদান হিসাব	ক্রেডিট		১১,৭০০
			(কলকাতা ত্রয় ১০,০০০ টাকা, যার পরিবহন ব্যয় ১,০০০ টাকা, সংস্থাপন ব্যয় ৫০০ টাকা, আমদানী শুল্ক ২০০ টাকা)			
৫	সম্পদ বৃদ্ধি (যজ্ঞপাতি)	↑	যজ্ঞপাতি হিসাব	ডেবিট	৫০০	
	সম্পদ হ্রাস (নগদ)	↓	নগদান হিসাব	ক্রেডিট		৫০০
			(যজ্ঞপাতি সংস্থাপন ব্যয় ৫০০ টাকা প্রদান করা হল)			
৬	সম্পদ বৃদ্ধি (যজ্ঞপাতি)	↑	যজ্ঞপাতি হিসাব	ডেবিট	১০,০০০	
	সম্পদ হ্রাস (ব্যাংক)	↓	ব্যাংক হিসাব	ক্রেডিট		১০,০০০
			(১০,০০০ টাকার যজ্ঞপাতির ত্রয় করে চেক পরিশোধ করা হল)			
৭	সম্পদ বৃদ্ধি (আসবাবপত্র)	↑	আসবাবপত্র হিসাব	ডেবিট	১১,০০০	
	দায় বৃদ্ধি (আসবাবপত্র সরবরাহকারী)	↑	আসবাবপত্র সরবরাহকারী হিসাব	ক্রেডিট		১০,০০০
	সম্পদ হ্রাস (নগদ)	↓	নগদান হিসাব	ক্রেডিট		১,০০০
			(ধরে আসবাবপত্র ত্রয় ১০,০০০ টাকার যার ১০০০ টাকা পরিবহন খরচ প্রদান করা হয়)			
৮	খরচ বৃদ্ধি (দালানকোঠা)	↑	দালানকোঠা হিসাব	ডেবিট	১,০০০	
	সম্পদ হ্রাস (নগদ)	↓	নগদান হিসাব	ক্রেডিট		১,০০০
			(মহান দালানের চুনকাম খরচ প্রদান ১,০০০ টাকা)			
৯	সম্পদ বৃদ্ধি (নগদ)	↑	নগদান হিসাব	ডেবিট	১০,০০০	
	সম্পদ হ্রাস (আসবাবপত্র)	↓	আসবাবপত্র হিসাব	ক্রেডিট		১০,০০০
			(আসবাবপত্র বিক্রয় ১০,০০০ টাকা)			
১০	সম্পদ বৃদ্ধি (নগদান)	↑	নগদান হিসাব	ডেবিট	১০,০০০	
	বিক্রয় জনিত মুনাফা হিসাব	↑	বিক্রয় জনিত মুনাফা হিসাব	ক্রেডিট		২,০০০
	আসবাবপত্র হিসাব	↑	আসবাবপত্র হিসাব	ক্রেডিট		৮,০০০
			(আসবাবপত্র বিক্রয় ১০,০০০ টাকা যার অধি:মূল্য ৮,০০০ টাকা)			
১০	সম্পদ হ্রাস (আসবাবপত্র)	↓	আসবাবপত্র হিসাব	ক্রেডিট		
	সম্পদ হ্রাস (আসবাবপত্র)	↓	আসবাবপত্র হিসাব	ক্রেডিট		

১১	সম্পদ বৃদ্ধি (নগদান)	↑	নগদান হিসাব	ডেবিট	১০,০০০	১২,০০০
	অতি বৃদ্ধি (সম্পত্তি বিক্রয় জনিত অতি হিসাব)	↑	বিক্রয় জনিত অতি হিসাব কলাকজা হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	২,০০০	
	সম্পদ হ্রাস (আসবাবপত্র)	↓	(কলাকজা বিক্রয় ১০,০০০ টাকা, জরদখ্য ২০,০০০ টাকা, বহিমূল্য ১২,০০০ টাকা)			
১২	সম্পদ বৃদ্ধি (নগদান)	↑	নগদান হিসাব	ডেবিট	২০,০০০	২৫,০০০
	অতি বৃদ্ধি (সম্পত্তি বিক্রয় জনিত অতি হিসাব)	↑	বিক্রয় জনিত অতি হিসাব মেশিন হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	৫,০০০	
	সম্পদ হ্রাস (মেশিন)	↓	(মেশিন বিক্রয় ২০,০০০ টাকা, জরদখ্য ৩০,০০০ টাকা, অবচয় সম্মিতি ৫,০০০ টাকা)			
১৩	সম্পদ বৃদ্ধি (আসবাবপত্র)	↑	আসবাবপত্র হিসাব	ডেবিট	৭,০০০	১০,০০০
	খরচ বৃদ্ধি (ক্রয়)	↑	ক্রয় হিসাব নগদান হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	৩,০০০	
	সম্পদ হ্রাস (নগদান)	↓	(আসবাবপত্র ক্রয় ১০,০০০ টাকা যার ৩,০০০ টাকা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে)			
১৪	সম্পদ বৃদ্ধি (যন্ত্রপাতি)	↑	যন্ত্রপাতি হিসাব	ডেবিট	৫,০০০	৫,০০০
	মূলধন বৃদ্ধি (মূলধন)	↑	মূলধন হিসাব (যন্ত্রপাতি ক্রয় ৫,০০০ টাকা মালিক তার ব্যক্তিগত তহবিল থেকে পরিশোধ করে)	ক্রেডিট		
১৫	উত্তোলন বৃদ্ধি	↑	উত্তোলন হিসাব	ডেবিট	৫,০০০	৫,০০০
	সম্পদ হ্রাস (আসবাবপত্র)	↓	আসবাবপত্র হিসাব (৫,০০০ টাকার আসবাবপত্র বিক্রয় করে মালিক তার ব্যক্তিগত কাজে ব্যয় করেন)	ক্রেডিট		

১১। অবচয়, অবলোপন, আনাদায়ী পাওনা:

১. আসবাবপত্রের অবচয় ১০,০০০ টাকা।
২. যন্ত্রপাতির উপর ১০% হারে অবচয় ধার্যকরতে হবে (যন্ত্রপাতি ৪০,০০০ টাকা)।
৩. ইজারা সম্পত্তি ১০,০০০ টাকা অবলোপন করতে হবে।
৪. ইজারা সম্পত্তি $\frac{১}{১০}$ অংশ অবলোপন করতে হবে (ইজারা সম্পত্তি ৩০,০০০ টাকা)।
৫. প্রাপ্য হিসাবের ৫০০ টাকা আদায়যোগ্য নয়।
৬. আনাদায়ী পাওনা/কৃষ্ণ ৫০০ টাকা হিসাবভুক্ত করতে হবে।

ক্র.নং	প্রতিক্রিয়া	জাবোদা	ব. প.	ডেবিত টাকা	ক্রেডিট টাকা
১	বরুত বৃদ্ধি (অবচয়) ↑	অবচয় হিসাব আসবাবগণনা হিসাব (আসবাবগণনের অবচয় ১০,০০০ টাকা)	ডেবিত ক্রেডিট	১০,০০০	১০,০০০
	সম্পদ হ্রাস (আসবাবগণনা) ↓				
২	বরুত বৃদ্ধি (অবচয়) ↑	অবচয় হিসাব যজ্ঞপাতি হিসাব (যজ্ঞপাতির উপর ১০% হারে অবচয় ধার্যকরিত হলে যজ্ঞপাতি ৪০,০০০ টাকা)।	ডেবিত ক্রেডিট	৪,০০০	৪,০০০
	সম্পদ হ্রাস (যজ্ঞপাতি) ↓				
৩	বরুত বৃদ্ধি (অবলোপন) ↑	ইজারা সম্পত্তির অবলোপন হিসাব ইজারা সম্পত্তি হিসাব (ইজারা সম্পত্তি ১০,০০০ টাকা অবলোপন করতে হবে)	ডেবিত ক্রেডিট	১০,০০০	১০,০০০
	সম্পদ হ্রাস (ইজারা সম্পত্তি) ↓				
৪	বরুত বৃদ্ধি (অবলোপন) ↑	ইজারা সম্পত্তির অবলোপন হিসাব ইজারা সম্পত্তি হিসাব (ইজারা সম্পত্তি $\frac{১}{১০}$ অংশে অবলোপন করতে হবে, ইজারা সম্পত্তি ৩০,০০০ টাকা)	ডেবিত ক্রেডিট	৩,০০০	৩,০০০
	সম্পদ হ্রাস (ইজারা সম্পত্তি) ↓				
৫	বরুত বৃদ্ধি (অনাদায়ী সেনা) ↑	অনাদায়ী সেনা হিসাব প্রাপ্য হিসাব হিসাব (প্রাপ্য হিসাবের ৫০০ টাকা আদায়যোগ্য নয়।)	ডেবিত ক্রেডিট	৫০০	৫০০
	সম্পদ হ্রাস (প্রাপ্য হিসাব) ↓				
৬	বরুত বৃদ্ধি (অনাদায়ী পাওনা) ↑	অনাদায়ী সেনা হিসাব প্রাপ্য হিসাব হিসাব (অনাদায়ী পাওনা/কু-বন্ড ৫০০ টাকা হিসাবভুক্ত করতে হবে)	ডেবিত ক্রেডিট	৫০০	৫০০
	সম্পদ হ্রাস (প্রাপ্য হিসাব) ↓				

১২। ব্যাংক সংক্রান্ত লেনদেন :

১. জনতা ব্যাংকে চলতি হিসাব খোলা হল ২০,০০০ টাকা।
২. ব্যাংকে জমা দেওয়া হল ১০,০০০ টাকা।
৩. প্রাপ্য হিসাবের ১০,০০০ টাকা সরাসরি ব্যাংকে জমা প্রদান করেন।
৪. ব্যাংক থেকে কারবারের প্রয়োজনে উত্তোলন করা হল ১০,০০০ টাকা।
৫. ব্যাংক থেকে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে উত্তোলন করা হল ৫,০০০ টাকা।
৬. ব্যাংক সুদ ধার্য করেছে ১,০০০ টাকা।
৭. ব্যাংক সুদ মঞ্জুর করেছে ৫০০ টাকা।
৮. ব্যাংক জমাতিরিক্তের সুদ ১,০০০ টাকা।
৯. মি. কামালের নিকট পাওনা ১০,০০০ টাকার পূর্ণ নিষ্পত্তিতে ৯,৫০০ টাকার চেক পাওয়া গেল এবং চেকটি সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংকে জমা দেওয়া হল।
১০. মি. কামালের নিকট প্রাপ্ত চেকটি ব্যাংক থেকে প্রত্যাব্যত হয়ে ফেরত আসল।

১১. ব্যাংকে জমাকৃত ৫,০০০ টাকার চেক প্রত্যাখ্যাত হলে ফেরত আসল।
১২. ব্যাংকে জমা দেওয়ার সময় পথিমধ্যে ৫০০ টাকা হারিয়ে গেল।
১৩. ব্যাংক থেকে উত্তোলনের পর ১,০০০ টাকা হারিয়ে গেল।
১৪. কামালের নিকট প্রাপ্য ৫,০০০ টাকার একটি জন্স চেক পাওয়া গেল।
১৫. অসলামকে তার পাওনা ১০,০০০ টাকার পূর্ণ নিষ্পত্তিতে ৯,৮০০ টাকার চেক প্রদান করা হল।
১৬. চেকের মাধ্যমে ভাড়া প্রদান করা হল ১,০০০ টাকা।
১৭. রহিমের নিকট ১,০০০ টাকার চেক পেয়ে তা কামালকে প্রদান করা হল।
১৮. যন্ত্রপাতি জন্স করে চেকের মাধ্যমে পরিশোধ ২০,০০০ টাকা।
১৯. ব্যাংকের মাধ্যমে লভ্যাংশ আদায় ২,০০০ টাকা।
২০. ব্যাংক থেকে ৫,০০০ টাকা উত্তোলন যার ২০০ টাকা পথে হারিয়ে যায়।
২১. ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যাংক থেকে ২,০০০ টাকা উত্তোলন যার ৩০০ টাকা পথে হারিয়ে যায়।

ক্র. নং	প্রতিক্রিয়া	জাবেদা	খ. পূ.	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
১	সম্পদ বৃদ্ধি (অনভা ব্যাংক) ↑	অনভা ব্যাংক হিসাব নগদদান হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	২০,০০০	২০,০০০
	সম্পদ হ্রাস (নগদদান) ↓	(অনভা ব্যাংক জমাতি হিসাব খোলা হল ২০,০০০ টাকা)			
২	সম্পদ বৃদ্ধি (ব্যাংক) ↑	ব্যাংক হিসাব নগদদান হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	১০,০০০	১০,০০০
	সম্পদ হ্রাস (নগদদান) ↓	(ব্যাংকে জমা দেওয়া হল ১০,০০০ টাকা)			
৩	সম্পদ বৃদ্ধি (ব্যাংক) ↑	ব্যাংক হিসাব প্রাপ্য হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	১০,০০০	১০,০০০
	সম্পদ হ্রাস (প্রাপ্য হিসাব) ↓	(একজন সেনাদার যার নিকট ১০,০০০ টাকা পাওয়া তিনি সরাসরি উক্ত টাকা ব্যাংকে জমা প্রদান করেন)			
৪	সম্পদ বৃদ্ধি (নগদদান) ↑	নগদদান হিসাব ব্যাংক হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	১০,০০০	১০,০০০
	সম্পদ হ্রাস (ব্যাংক) ↓	(ব্যাংক থেকে কারবারের প্রয়োজনে উত্তোলন করা হল ১০,০০০ টাকা)			
৫	উত্তোলন বৃদ্ধি ↑	উত্তোলন হিসাব ব্যাংক হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	৫,০০০	৫,০০০
	সম্পদ হ্রাস (ব্যাংক) ↓	(ব্যাংক থেকে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে উত্তোলন করা হল ৫,০০০ টাকা)			
৬	খরচ বৃদ্ধি (ব্যাংক চার্জ) ↑	ব্যাংক চার্জ হিসাব ব্যাংক হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	১,০০০	১,০০০
	সম্পদ হ্রাস (ব্যাংক) ↓	(ব্যাংক সুদ ধার্য করেছে ১,০০০ টাকা)			

৭	সম্পদ বৃদ্ধি (ব্যাংক) ↑	ব্যাংক হিসাব	জেবিট	৫০০	৫০০
	রাজস্ব বৃদ্ধি (ব্যাংক সুদ) ↓	ব্যাংক সুদ হিসাব (ব্যাংক সুদ মঞ্জুর করেছে ৫০০ টাকা)	ক্রেডিট		
৮	খরচ বৃদ্ধি (ব্যাংক সুদ) ↑	ব্যাংক জমাতিরিক্তের সুদ হিসাব	জেবিট	১,০০০	১,০০০
	সম্পদ হ্রাস (ব্যাংক) ↓	ব্যাংক হিসাব (ব্যাংক জমাতিরিক্তের সুদ ১,০০০ টাকা)	ক্রেডিট		
৯	সম্পদ বৃদ্ধি (ব্যাংক) ↑	ব্যাংক হিসাব	জেবিট	৯,৫০০	১০,০০০
	খরচ বৃদ্ধি (বাঁটা) ↑	বাঁটা হিসাব	জেবিট		
		গ্রাণ্য হিসাব-কামাল	ক্রেডিট		
	সম্পদ হ্রাস (গ্রাণ্য হিসাব) ↓	(মি: কামালের নিকট পাওয়া ১০,০০০ টাকার পূর্ণ নিষ্পত্তিতে ৯,৫০০ টাকার চেক পাওয়া গেল এক চেকটি সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংকে জমা দেওয়া হল)			
১০	সম্পদ বৃদ্ধি (গ্রাণ্য হিসাব) ↑	গ্রাণ্য হিসাব-কামাল	জেবিট	৯,৫০০	৯,৫০০
	সম্পদ হ্রাস (ব্যাংক) ↓	ব্যাংক হিসাব (মি: কামালের নিকট গ্রাণ্য চেকটি ব্যাংক থেকে প্রত্যাহার করে ফেরত আসল)	ক্রেডিট		
১১	সম্পদ বৃদ্ধি (গ্রাণ্য হিসাব) ↑	গ্রাণ্য হিসাব	জেবিট	৫,০০০	৫,০০০
	সম্পদ হ্রাস (ব্যাংক) ↓	ব্যাংক হিসাব (ব্যাংকে জমাকৃত ৫,০০০ টাকার চেক প্রত্যাহার করে ফেরত আসল)	ক্রেডিট		
১২	ফরতি বৃদ্ধি (বিবিধ ফরতি) ↑	বিবিধ ফরতি হিসাব	জেবিট	৫০০	৫০০
	সম্পদ হ্রাস (ব্যাংক) ↓	ব্যাংক হিসাব (ব্যাংকে জমা দেওয়ার সময় পরিশোধ ৫০০ টাকা হারিয়ে গেল)	ক্রেডিট		
১৩	ফরতি বৃদ্ধি (বিবিধ ফরতি) ↑	বিবিধ ফরতি হিসাব	জেবিট	১,০০০	১,০০০
	সম্পদ হ্রাস (ব্যাংক) ↓	গণসাল হিসাব (ব্যাংক থেকে উত্তোলনের পর ১,০০০ টাকা হারিয়ে গেল)	ক্রেডিট		
১৪	সম্পদ বৃদ্ধি (ব্যাংক) ↑	ব্যাংক হিসাব	জেবিট	৫,০০০	৫,০০০
	সম্পদ হ্রাস (গ্রাণ্য হিসাব) ↓	গ্রাণ্য হিসাব-কামাল (কামালের নিকট গ্রাণ্য ৫,০০০ টাকার একটি চ্রল চেক পাওয়া গেল)	ক্রেডিট		
১৫	দায় হ্রাস (প্রদেয় হিসাব) ↓	প্রদেয় হিসাব-আসলাম	জেবিট	১০,০০০	২০০
	রাজস্ব বৃদ্ধি (বাঁটা) ↑	বাঁটা হিসাব	ক্রেডিট		
	সম্পদ হ্রাস (ব্যাংক) ↓	ব্যাংক হিসাব (পাওনার আসলামকে তার পাওয়া ১০,০০০ টাকার পূর্ণ নিষ্পত্তিতে ৯,৮০০ টাকার চেক প্রদান করা হল)	ক্রেডিট		

১৬	খরচ বৃদ্ধি (জাত্তা)	↑	জাত্তা হিসাব	জেবিট	১,০০০	১,০০০
	সম্পদ হ্রাস (ব্যাংক)	↓	ব্যাংক হিসাব (চেকের মাধ্যমে জাত্তা প্রদান করা হল ১,০০০ টাকা)	জেবিট		
১৭	সামগ্র্য হ্রাস (প্রদেয় হিসাব)	↓	কামাল হিসাব	জেবিট	১,০০০	১,০০০
	সম্পদ হ্রাস (প্রাপ্য হিসাব)	↓	রহিম হিসাব (রহিমের দিকট ১,০০০ টাকার চেক পেয়ে তা কামালকে প্রদান করা হল।)	জেবিট		
১৮	সম্পদ বৃদ্ধি (যন্ত্রপাতি)	↑	যন্ত্রপাতি হিসাব	জেবিট	২০,০০০	২০,০০০
	সম্পদ হ্রাস (ব্যাংক)	↓	ব্যাংক হিসাব (যন্ত্রপাতি ক্রয় করে চেকের মাধ্যমে পরিশোধ ২০,০০০ টাকা)	জেবিট		
১৯	সম্পদ বৃদ্ধি (ব্যাংক)	↑	ব্যাংক হিসাব	জেবিট	২,০০০	২,০০০
	সম্পদ বৃদ্ধি (লভ্যাইশ)	↑	লভ্যাইশ হিসাব (ব্যাংকের মাধ্যমে লভ্যাইশ আদায় ২,০০০ টাকা)	জেবিট		
২০	সম্পদ বৃদ্ধি (নগদ)	↑	নগদান হিসাব	জেবিট	৪,৮০০	২০০
	সম্পদ বৃদ্ধি (বিবিধ ক্ষতি)	↑	বিবিধ ক্ষতি হিসাব	জেবিট		
	সম্পদ বৃদ্ধি (বিবিধ ক্ষতি)	↑	ব্যাংক হিসাব	জেবিট	২০০	৫,০০০
	সম্পদ হ্রাস (ব্যাংক)	↓	(ব্যাংক থেকে ৫,০০০ টাকা উত্তোলন বার ২০০ টাকা পথে হারিয়ে যায়)	জেবিট		
২১	সম্পদ বৃদ্ধি (নগদ)	↑	উত্তোলন হিসাব	জেবিট	২,০০০	২,০০০
	সম্পদ হ্রাস (ব্যাংক)	↓	ব্যাংক হিসাব (ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যাংক থেকে ২,০০০ টাকা উত্তোলন বার ৩০০ টাকা পথে হারিয়ে যায়)	জেবিট		

১৩। মালিকের উত্তোলন :

১. মালিক তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ১০,০০০ টাকা উত্তোলন করেন।
২. মালিক তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যাংক হতে উত্তোলন করে ২,০০০ টাকা।
৩. কারবার থেকে উত্তোলন ৫,০০০ টাকা।
৪. জীবন বীমা প্রিমিয়াম প্রদান ১,০০০ টাকা।
৫. মালিকের জেলের সুপার বেতন কারবার হতে প্রদান ২০০ টাকা।
৬. ম্যানেজারের বিরুদ্ধে কারবার থেকে উপহার প্রদান করা হল ২,০০০ টাকা।
৭. আরাকর প্রদান ২,০০০ টাকা।
৮. মালিকের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে কারবার থেকে ১,০০০ টাকার পণ্য উত্তোলন।
৯. বিক্রয়মূল্যে মালিক কর্তৃক পণ্য উত্তোলন ২,০০০ টাকা।
১০. ১০,০০০ টাকার পণ্য বিক্রয় করে মালিক ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করেন।
১১. ৫,০০০ টাকার পণ্য বিক্রয় করে চেক পাওয়া গেল এবং চেকটি মালিকের ব্যক্তিগত কাজে হিসাবে জমা দেওয়া হল।
১২. বাড়ি ভাড়া প্রদান ২,০০০ টাকা (অর্ধেক মালিক বসবাস করেন)।
১৩. আসবাবপত্র ক্রয় ২০,০০০ টাকা (অর্ধেক মালিকের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করেন)।
১৪. ধার পত্র ক্রয়ের মধ্যে ২,০০০ টাকার পণ্য মালিকের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য।
১৫. নগদে পণ্য ক্রয়ের মধ্যে ১,০০০ টাকার পণ্য মালিকের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য।

ক্র. নং	প্রতিক্রিয়া	জাবেদা	খ. প.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
১	উত্তোলন বৃদ্ধি ↑ সম্পদ হ্রাস ↓ (নগদ)	উত্তোলন হিসাব নগদান হিসাব (মালিক তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ১০,০০০ টাকা উত্তোলন করেন)	ডেবিট ক্রেডিট	১০,০০০	১০,০০০
২	উত্তোলন বৃদ্ধি ↑ সম্পদ হ্রাস ↓ (ব্যাংক)	উত্তোলন হিসাব ব্যাংক হিসাব (মালিক তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যাংক হতে উত্তোলন করেন)	ডেবিট ক্রেডিট	২,০০০	২,০০০
৩	উত্তোলন বৃদ্ধি ↑ সম্পদ হ্রাস ↓ (নগদ)	উত্তোলন হিসাব নগদান হিসাব (কারবার থেকে উত্তোলন ৫,০০০ টাকা)	ডেবিট ক্রেডিট	৫,০০০	৫,০০০
৪	উত্তোলন বৃদ্ধি ↑ সম্পদ হ্রাস ↓ (নগদ)	উত্তোলন হিসাব নগদান হিসাব (জীবন বীমা প্রিমিয়াম প্রদান ১,০০০ টাকা)	ডেবিট ক্রেডিট	১,০০০	১,০০০
৫	উত্তোলন বৃদ্ধি ↑ সম্পদ হ্রাস ↓ (নগদ)	উত্তোলন হিসাব নগদান হিসাব (মালিকের ছেলের স্কুলের বেতন প্রদান ২০০ টাকা)	ডেবিট ক্রেডিট	২০০	২০০
৬	উত্তোলন বৃদ্ধি ↑ সম্পদ হ্রাস ↓ (নগদ)	উত্তোলন হিসাব নগদান হিসাব (ম্যানেজারের বিয়েতে উপহার কারবার থেকে পরিশোধ করা হয় ২,০০০ টাকা)	ডেবিট ক্রেডিট	২,০০০	২,০০০
৭	উত্তোলন বৃদ্ধি ↑ সম্পদ হ্রাস ↓ (নগদ)	উত্তোলন হিসাব নগদান হিসাব (আয়বর প্রদান ২,০০০ টাকা)	ডেবিট ক্রেডিট	২,০০০	২,০০০
৮	উত্তোলন বৃদ্ধি ↑ খরচ হ্রাস ↓ (ক্রয়)	উত্তোলন হিসাব ক্রয় হিসাব (মালিকের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে কারবার থেকে ১,০০০ টাকার পণ্য উত্তোলন)	ডেবিট ক্রেডিট	১,০০০	১,০০০
৯	উত্তোলন বৃদ্ধি ↑ রাজস্ব বৃদ্ধি ↑ (বিক্রয়)	উত্তোলন হিসাব বিক্রয় হিসাব (বিক্রয় মূল্য মালিক কর্তৃক পণ্য উত্তোলন ২,০০০ টাকা)	ডেবিট ক্রেডিট	২,০০০	২,০০০
১০	উত্তোলন বৃদ্ধি ↑ রাজস্ব বৃদ্ধি ↑ (বিক্রয়)	উত্তোলন হিসাব বিক্রয় হিসাব (১০,০০০ টাকার পণ্য বিক্রয় করে মালিক ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করে)	ডেবিট ক্রেডিট	১০,০০০	১০,০০০

১১	উত্তোলন বৃদ্ধি ↑	উত্তোলন হিসাব	ডেবিট	৫,০০০	
	মাসের বৃদ্ধি ↑ (বিক্রয়)	বিক্রয় হিসাব	ক্রেডিট		৫,০০০
১২		(৫,০০০ টাকার পণ্য বিক্রয় করে চেক পাওয়া গেল এবং চেকটি মালিকের ব্যক্তিগত ব্যাংক হিসাবে জমা দেওয়া হল)			
	উত্তোলন বৃদ্ধি ↑	উত্তোলন হিসাব	ডেবিট	১,০০০	
	খরচ বৃদ্ধি ↑ (ভাড়া)	ভাড়া হিসাব	ক্রেডিট	১,০০০	
		নগদান হিসাব	ক্রেডিট		২,০০০
১৩	সম্পদ হ্রাস ↓ (নগদান)	(বাড়ি ভাড়া প্রদান ২,০০০ টাকা (যার অর্ধেক মালিক বাসবাস করেন))			
	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (আসবাবপত্র)	আসবাবপত্র হিসাব	ডেবিট	১০,০০০	
		উত্তোলন হিসাব	ডেবিট	১০,০০০	
	উত্তোলন বৃদ্ধি ↑	নগদান হিসাব	ক্রেডিট		২০,০০০
		(আসবাবপত্রের ক্রয় ২০,০০০ টাকা।			
১৪	সম্পদ হ্রাস ↓ (নগদান)	(যার অর্ধেক মালিকের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করবেন)			
	উত্তোলন বৃদ্ধি ↑	উত্তোলন হিসাব	ডেবিট	২,০০০	
	খরচ হ্রাস ↓ (ক্রয়)	ক্রয় হিসাব	ক্রেডিট		২,০০০
১৫		(ধীরে পণ্য ক্রয়ের মধ্যে ২,০০০ টাকার পণ্য মালিকের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য)			
	উত্তোলন বৃদ্ধি ↑	উত্তোলন হিসাব	ডেবিট	১,০০০	
	খরচ হ্রাস ↓ (ক্রয়)	ক্রয় হিসাব	ক্রেডিট		১,০০০
		(পণ্য ক্রয়ের মধ্যে ১,০০০ টাকার পণ্য মালিকের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য)			

১৪। ভ্যাট সংক্রান্ত লেনদেন:

১. ১৫% ভ্যাটসহ পণ্য ক্রয় ১০,০০০ টাকা।
২. ১৫% ভ্যাটসহ পণ্য বিক্রয় ১৫,০০০ টাকা।
৩. ৫,০০০ টাকার পণ্য ক্রয় করে ১৫% ভ্যাট প্রদান করা হল।
৪. ১০,০০০ টাকার পণ্য বিক্রয় করা হল এবং ১৫% ভ্যাট আদায় করা হল।
৫. ১৫% ভ্যাটসহ সরবরাহ প্রকৃত ক্রয় ২,০০০ টাকা।
৬. ১৫% ভ্যাটসহ আসবাবপত্রের ক্রয় ২০,০০০ টাকা।
৭. ১০,০০০ টাকার কলকল্যা ক্রয় করে ৫০০ টাকা ভ্যাট প্রদান করা হল।
৮. ভ্যাট পরিশোধ করা হল ১,০০০ টাকা।

ক্র. নং	প্রতিক্রিয়া	জাবেদা	ব. পূ.	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
১	খরচ বৃদ্ধি (ক্রয়) ↑	ক্রয় হিসাব ডেবিট		৮,৬৯৬	১০,০০০
	সম্পদ বৃদ্ধি (আট) ↑	আট চলতি হিসাব $১০,০০০ \times \frac{১৫}{১১৫}$ ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট (১৫% আটসহ পণ্য ক্রয় ১০,০০০ টাকা)		১,৩০৪	
	সম্পদ হ্রাস (নগদ) ↓				
২	সম্পদ বৃদ্ধি (নগদ) ↑	নগদান হিসাব ডেবিট		১৫,০০০	১৯৫৭ ১৩০৪৩
	দায় বৃদ্ধি (আট) ↑	আট চলতি হিসাব $১৫,০০০ \times \frac{১৫}{১১৫}$ ডেবিট বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট (১৫% আটসহ পণ্য বিক্রয় ১৫,০০০ টাকা)			
	রাজিব বৃদ্ধি (বিক্রয়) ↑				
৩	খরচ বৃদ্ধি (ক্রয়) ↑	ক্রয় হিসাব ডেবিট		৫,০০০	৫,৭৫০
	সম্পদ বৃদ্ধি (আট) ↑	আট চলতি হিসাব $(৫,০০০ \times ৫\%)$ ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট (৫,০০০ টাকার পণ্য ক্রয় করে ১৫% আট প্রদান করা হল)		৭৫০	
	সম্পদ হ্রাস (নগদ) ↓				
৪	সম্পদ বৃদ্ধি (নগদ) ↑	নগদান হিসাব ডেবিট		১১,৫০০	১,৫০০ ১০,০০০
	দায় বৃদ্ধি (আট) ↑	আট চলতি হিসাব ক্রেডিট বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট (১০,০০০ টাকার পণ্য বিক্রয় করা হল এবং ১৫% আট আদায় করা হল)			
	রাজিব বৃদ্ধি (বিক্রয়) ↑				
৫	সম্পদ বৃদ্ধি (মনিহারি) ↑	সরবরাহ হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট (১৫% আটসহ মনিহারী দ্রব্য ক্রয় ২,০০০ টাকা)		২,০০০	২,০০০
	সম্পদ হ্রাস (নগদ) ↓				
৬	সম্পদ বৃদ্ধি (আসবাবপত্র) ↑	আসবাবপত্র হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট (১৫% আটসহ আসবাবপত্র ক্রয় ২০,০০০ টাকা)		২০,০০০	২০,০০০
	সম্পদ হ্রাস (নগদ) ↓				
৭	সম্পদ বৃদ্ধি (কলকজা) ↑	কলকজা হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট (১০,০০০ টাকার কলকজা ক্রয় করে ৫০০ টাকা আট প্রদান করা হল)		১০,৫০০	১০,৫০০
	সম্পদ হ্রাস (নগদ) ↓				
৮	সম্পদ বৃদ্ধি (আট চলতি) ↑	আট চলতি হিসাব ডেবিট		১,০০০	১,০০০
	সম্পদ হ্রাস (নগদ) ↓	নগদান হিসাব ক্রেডিট (আট পরিশোধ করা হল)			

ক্রয় সংক্রান্ত :

- ১ রহিমের নিকট হতে ১০,০০০ টাকার পণ্য ক্রয় করা হল এবং ১০% বাট্টা পাওয়া গেল।
- ২ ফরাসালের নিকট হতে ৮,০০০ টাকার পণ্য নগদে ক্রয় করা হল এবং ১০% বাট্টা পাওয়া গেল।
- ৩ ১০% বাট্টার নগদে ক্রয় ২০,০০০ টাকা।
- ৪ ৫% বাট্টার ধারে পণ্য ক্রয় ৫,০০০ টাকা।

ক্র. নং	প্রতিক্রিয়া	জাবেদা	খ. পূ.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
১	বরচ বৃদ্ধি (ক্রয়) ↑	ক্রয় হিসাব প্রদেয় হিসাব-রহিম	ডেবিট ক্রেডিট	৯,০০০	৯,০০০
	দায় বৃদ্ধি (প্রদেয় হিসাব) ↑	(রহিমের নিকট হতে ১০,০০০ টাকার পণ্য ক্রয় করা হল এবং ১০% বাট্টা পাওয়া গেল)			
২	বরচ বৃদ্ধি (ক্রয়) ↑	ক্রয় হিসাব নগদান হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	৭,২০০	৭,২০০
	সম্পদ হ্রাস (নগদ) ↓	(ফরাসালের নিকট হতে ৮,০০০ টাকার পণ্য নগদে ক্রয় করা হল এবং ১০% বাট্টা পাওয়া গেল)			
৩	বরচ বৃদ্ধি (ক্রয়) ↑	ক্রয় হিসাব নগদান হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	১৮,০০০	১৮,০০০
	সম্পদ হ্রাস (নগদ) ↓	(১০% বাট্টার নগদে ক্রয় ২০,০০০ টাকা)			
৪	বরচ বৃদ্ধি (ক্রয়) ↑	ক্রয় হিসাব প্রদেয় হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	৪,৭৫০	৪,৭৫০
	দায় বৃদ্ধি (প্রদেয় হিসাব) ↑	(৫% বাট্টার ধারে পণ্য ক্রয় ৫,০০০ টাকা)			

বিক্রয় সংক্রান্ত:

- ১ ফরাসালের নিকট পণ্য বিক্রয় ২০,০০০ টাকা এবং ১০% বাট্টা প্রদান করা হল।
- ২ মৌসুমীর নিকট ১০% বাট্টার নগদে পণ্য বিক্রয় ১৫,০০০ টাকা।
- ৩ ১০% বাট্টার নগদে পণ্য বিক্রয় ১০,০০০ টাকা।
- ৪ ৫% বাট্টার ধারে পণ্য বিক্রয় ১০,০০০ টাকা।

ক্র. নং	প্রতিক্রিয়া	জাবেদা	খ. পূ.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
১	সম্পদ বৃদ্ধি (প্রাপ্য হিসাব) ↑	প্রাপ্য হিসাব-ফরাসাল	ডেবিট	১৮,০০০	১৮,০০০
	রাজব বৃদ্ধি (বিক্রয়) ↑	বিক্রয় হিসাব (ফরাসালের নিকট ২০,০০০ টাকার পণ্য ১০% বাট্টা বিক্রয় করা হল)	ক্রেডিট		
২	সম্পদ বৃদ্ধি (নগদ) ↑	নগদান হিসাব	ডেবিট	১৩,৫০০	১৩,৫০০
	রাজব বৃদ্ধি (বিক্রয়) ↑	বিক্রয় হিসাব (মৌসুমীর নিকট ১০% বাট্টা নগদে পণ্য বিক্রয় ১৫,০০০ টাকা)	ক্রেডিট		

৩	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (নগদ)	নগদান হিসাব বিক্রয় হিসাব (১০% বাট্টার নগদে পণ্য বিক্রয় ১০,০০০ টাকা)	জেবিট জেবিট	৯,০০০	৯,০০০
	রাজস্ব বৃদ্ধি ↑ (বিক্রয়)				
৪	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (প্রাপ্য হিসাব)	প্রাপ্য হিসাব বিক্রয় হিসাব (৫% বাট্টার ধারে পণ্য বিক্রয় ১০,০০০ টাকা)	জেবিট জেবিট	৯,৫০০	৯,৫০০
	রাজস্ব বৃদ্ধি ↑ (বিক্রয়)				

১৬। নগদ বাট্টা সংক্রান্ত সেলসেন:

১. বাট্টা প্রদত্ত হল ২০০ টাকা।
২. নাবিলের নিকট পাওয়ার ৫,০০০ টাকার পূর্ণনিষ্পত্তি সাপেক্ষে ৪,৯০০ টাকা পাওয়া গেল।
৩. ফয়সালের নিকট হতে ৫,০০০ টাকা পাওয়া গেল এবং ১০০ টাকা বাট্টা প্রদান করা হল।
৪. বাট্টা প্রাপ্তি ২০০ টাকা।
৫. মৌসুমীর পাওয়া ৪,০০০ টাকার পূর্ণনিষ্পত্তি সাপেক্ষে ৩,৯০০ টাকা প্রদান করা হল।
৬. ফ্রব এর পাওয়া ৩,০০০ টাকার প্রদান করা হল এবং বাট্টা পাওয়া গেল ৫০০ টাকা।

ক্র.নং	প্রতিক্রিয়া	জাবেদা	থ.প.	জেবিট (টাকা)	জেবিট (টাকা)
১	বরচ বৃদ্ধি ↑ (বাট্টা)	বাট্টা হিসাব প্রাপ্য হিসাব (বাট্টা প্রদত্ত হল ২০০ টাকা)	জেবিট জেবিট	২০০	২০০
	সম্পদ হ্রাস ↓ (প্রাপ্য হিসাব)				
২	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (নগদ)	নগদান হিসাব বাট্টা হিসাব	জেবিট জেবিট	৪,৯০০ ১০০	৫,০০০
	বরচ বৃদ্ধি ↑ (বাট্টা)	প্রাপ্য হিসাব-নাবিল	জেবিট		
	সম্পদ হ্রাস ↓ (প্রাপ্য হিসাব)	(নাবিলের নিকট পাওয়ার ৫,০০০ টাকার পূর্ণনিষ্পত্তি সাপেক্ষে ৪,৯০০ টাকা পাওয়া গেল)			
৩	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (নগদ)	নগদান হিসাব বাট্টা হিসাব	জেবিট জেবিট	৫,০০০ ১০০	৫,১০০
	বরচ বৃদ্ধি ↑ (বাট্টা)	ফয়সাল হিসাব	জেবিট		
	সম্পদ হ্রাস ↓ (প্রাপ্য হিসাব)	(ফয়সালের নিকট হতে ৫,০০০ টাকা পাওয়া গেল এবং ১০০ টাকা বাট্টা প্রদান করা হল)			
৪	দায় হ্রাস ↓ (প্রদেয় হিসাব)	প্রদেয় হিসাব বাট্টা হিসাব (বাট্টা প্রাপ্তি ২০০ টাকা।)	জেবিট জেবিট	২০০	২০০
	রাজস্ব বৃদ্ধি ↑ (বাট্টা)				

৫	দায়-দ্রুপ (প্রদেয়)	↓	প্রদেয় হিসাব-মৌসুমী	ডেবিট	৪,০০০ ১০০	৩,৯০০
	রাজস্ব বৃদ্ধি (বাট্টা)	↑	বাট্টা হিসাব	ক্রেডিট		
	সম্পদ-দ্রুপ (নগদ)	↓	নগদান হিসাব (মৌসুমীর পাওনা ৪,০০০ টাকার পূর্ব সম্পত্তি সাপেক্ষে ৩,৯০০ টাকা প্রদান করা হল)	ক্রেডিট		
৬	দায়-দ্রুপ (প্রদেয় হিসাব)	↓	প্রদেয় হিসাব-প্রব	ডেবিট	৩,৫০০	৫০০ ৩,০০০
	রাজস্ব বৃদ্ধি (বাট্টা)	↑	বাট্টা হিসাব	ক্রেডিট		
	সম্পদ-দ্রুপ (নগদ)	↓	নগদান হিসাব (প্রব এর পাওনা ৩,০০০ টাকা প্রদান করা হল এবং ৫০০ টাকা বাট্টা পাওয়া গেল)	ক্রেডিট		

১৭। অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের আবেদন:

মায়ল ক্লাব অব ঢাকা ইমপেরিয়ালের ২০০৮ সালের জানুয়ারী মাসে নিম্নোক্ত লেনদেন সংঘটিত হয়েছে।
লেনদেনগুলোর আবেদন মাথিলা দাও।

- জানুয়ারী-১ ৫০ টাকা করে ২০০ সদস্যের চাঁদা পাওয়া গেল।
২ বিগত বছরের বকেয়া চাঁদা ২০০ টাকা আদায় হয়েছে।
৩ ৩ জন সদস্য ৫০ টাকা করে ২০০৯ সালের চাঁদা অগ্রিম প্রদান করেছে।
৪ সচিবের সম্মানী প্রদান করা হল ১,০০০ টাকা।
৫ আসবাবপত্র ক্রয় করা হল ২,৫০০ টাকা।
৬ নাট্যাভিনয়ের জন্য প্রদান করা হল ৮,০০০ টাকা।
৭ নাট্যাভিনয়ের টিকেট বিক্রয় করে ১২,০০০ টাকা পাওয়া গেল।
৮ রক্তদান কর্মসূচীর জন্য ব্যয় করা হল ১০,০০০ টাকা।
৯ অনুদান হিসাবে পাওয়া গেল ৫০,০০০ টাকা।
১০ জেলা গভর্নরের তহবিলে চাঁদা প্রদান ২০,০০০ টাকা।
১১ বন্যার্তদের সাহায্য প্রদানের জন্য প্রাপ্ত তহবিল ১,০০,০০০ টাকা।
১২ বন্যার্তদের জন্য সাহায্য প্রদান ৮০,০০০ টাকা।
১৩ পুরাতন খবরের কাগজ বিক্রয় ২,০০০ টাকা।

মায়ল ক্লাব অব ঢাকা ইমপেরিয়াল
আবেদন

ক্র. নং	প্রতিক্রিয়া	বিবরণ	ব. প.	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
১	সম্পদ বৃদ্ধি (নগদ)	নগদান হিসাব	ডেবিট	১০,০০০	১০,০০০
	রাজস্ব বৃদ্ধি (চাঁদা)	চাঁদা আয় হিসাব (চাঁদা পাওয়া গেল)	ক্রেডিট		

২	সম্পদ বৃদ্ধি (নগদ) ↑	নগদান হিসাব	ডেবিট
	সম্পদ হ্রাস (ব্যয় টাঙ্গা) ↓	ব্যয় টাঙ্গা হিসাব (বিশত বছরের ব্যয় টাঙ্গা পাওয়া গেল)	ক্রেডিট
৩	সম্পদ বৃদ্ধি (নগদ) ↑	নগদান হিসাব	ডেবিট
	দায় বৃদ্ধি (অগ্রিম প্রাপ্তি) ↑	অগ্রিম টাঙ্গা হিসাব (অগ্রিম টাঙ্গা পাওয়া গেল)	ক্রেডিট
৪	খরচ বৃদ্ধি (বেতন) ↑	সম্মানী (বেতন) হিসাব	ডেবিট
	সম্পদ হ্রাস (নগদ) ↓	নগদান হিসাব (শ্রমিকের সম্মানী প্রদান করা হল)	ক্রেডিট
৫	সম্পদ বৃদ্ধি (আসবাবপত্র) ↑	আসবাবপত্র হিসাব	ডেবিট
	সম্পদ হ্রাস (নগদ) ↓	নগদান হিসাব (আসবাবপত্র নগদে রূপ করা হল)	ক্রেডিট
৬	খরচ বৃদ্ধি (নাট্যাভিনয় খরচ) ↑	নাট্যাভিনয় খরচ হিসাব	ডেবিট
	সম্পদ হ্রাস (নগদ) ↓	নগদান হিসাব (নাট্যাভিনয় খরচ প্রদান করা হয়)	ক্রেডিট
৭	সম্পদ বৃদ্ধি (নগদ) ↑	নগদান হিসাব	ডেবিট
	রাশি বৃদ্ধি (নাট্যাভিনয় প্রাপ্তি) ↑	নাট্যাভিনয় আয় হিসাব (নাট্যাভিনয়ের টিকেট বিক্রয় করে ১২,০০০ টাকা পাওয়া গেল।)	ক্রেডিট
৮	খরচ বৃদ্ধি (রাজস্ব কর্মসূচী) ↑	রাজস্ব কর্মসূচীর খরচ হিসাব	ডেবিট
	সম্পদ হ্রাস (নগদ) ↓	নগদান হিসাব (রাজস্ব কর্মসূচীর জন্য প্রদান করা হল)	ক্রেডিট
৯	সম্পদ বৃদ্ধি (নগদ) ↑	নগদান হিসাব	ডেবিট
	দায় বৃদ্ধি (অনুদান) ↑	অনুদান হিসাব (অনুদান পাওয়া গেল)	ক্রেডিট
১০	খরচ বৃদ্ধি (চাঁদা) ↑	পার্জনর টাঙ্গা হিসাব	ডেবিট
	সম্পদ হ্রাস (নগদান) ↓	নগদান হিসাব (পার্জনর তহবিলে টাঙ্গা দেওয়া হল।)	ক্রেডিট

২০০

২০০

১৫০

১৫০

১,০০০

১,০০০

২,৫০০

২,৫০০

৮,০০০

৮,০০০

১২,০০০

১২,০০০

১০,০০০

১০,০০০

৫০,০০০

৫০,০০০

২০,০০০

২০,০০০

১১	সম্পদ বৃদ্ধি (নগদ) ↑	নগদদান হিসাব	ডেবিট	১,০০,০০০	১,০০,০০০
	দায় বৃদ্ধি (জাধ তহবিল) ↑	জাধ তহবিল হিসাব (বন্যার্তনের জন্য সাহায্য বাবদ নগদ টাকা পাওয়া গেল।)	ক্রেডিট		
১২	দায় হ্রাস (জাধ তহবিল) ↑	জাধ তহবিল	ডেবিট	৮০,০০০	৮০,০০০
	সম্পদ হ্রাস (নগদদান) ↓	নগদদান হিসাব (বন্যার্তনের জাধ হিসাবে নগদ টাকা প্রদান।)	ক্রেডিট		
১৩	সম্পদ বৃদ্ধি (নগদ) ↑	নগদদান হিসাব	ডেবিট	২,০০০	২,০০০
	রাজস্ব বৃদ্ধি (বিবিধ আয়) ↑	বিবিধ আয় হিসাব (পুরাতন খরচের কাগজ বিক্রয় করা হল।)	ক্রেডিট		

১৮। আবহাঙ্গী ক্লাব লিমিটেডের ২০০৮ সালের মার্চ মাসের লেনদেনসমূহ আবেদা দাখিলে দেখাও।

- মার্চ- ১ চাঁদা হিসাবে প্রাপ্তি ৫০,০০০ টাকা।
 ৫ কর্মচারীদের বেতন প্রদান ১০,০০০ টাকা।
 ৮ বিবিধ খরচ প্রদান ১,০০০ টাকা।
 ১০ খেলাধুলার সরঞ্জাম ক্রয় ২০,০০০ টাকা।
 ১৫ চারিটির জন্য খরচ প্রদান- ২,০০০ টাকা।
 ১৮ বিনিয়োগের সুদ পাওয়া গেল ১,০০০ টাকা।
 ২০ চারিটি শো থেকে প্রাপ্তি ১০,০০০ টাকা।
 ২৫ আপ্যায়ন খরচ প্রদান করা হল ৫,০০০ টাকা।
 ২৭ মার্চ রক্ষাব্যবস্থার জন্য খরচ প্রদান ১,০০০ টাকা।
 ২৮ টেলিফোন ও জাক খরচ প্রদান করা হল ১০,০০০ টাকা।

সমাধান:

আবহাঙ্গী ক্লাব লিমিটেড
আবেদা

তারিখ	প্রতিক্রিয়া	বিবরণ	ব. প.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
২০০৮ মার্চ-১	সম্পদ বৃদ্ধি (নগদ) ↑	নগদদান হিসাব	ডেবিট	৫০,০০০	৫০,০০০
	রাজস্ব বৃদ্ধি (চাঁদা) ↑	চাঁদা হিসাব (চাঁদা পাওয়া গেল।)	ক্রেডিট		
" ৫	খরচ বৃদ্ধি (বেতন) ↑	বেতন হিসাব	ডেবিট	১০,০০০	১০,০০০
	সম্পদ হ্রাস (নগদ) ↑	নগদদান হিসাব (বেতন প্রদান করা হল।)	ক্রেডিট		
" ৮	খরচ বৃদ্ধি (বিবিধ) ↑	বিবিধ খরচ হিসাব	ডেবিট	১,০০০	১,০০০
	সম্পদ হ্রাস (নগদ) ↓	নগদদান হিসাব (খরচ প্রদান করা হল।)	ক্রেডিট		

১০	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (খেলাধুলায় সরঞ্জাম)	খেলাধুলায় সরঞ্জাম হিসাব নশদান হিসাব (খেলাধুলায় সরঞ্জাম ক্রয় করা হল।)	ডেবিট ক্রেডিট	২০,০০০	২০,০০০
	সম্পদ হ্রাস ↓ (নগদ)				
১৫	খরচ বৃদ্ধি ↑ (চারিটি)	চারিটি খরচ হিসাব নশদান হিসাব (চারিটির জন্য খরচ প্রদান করা হল।)	ডেবিট ক্রেডিট	২,০০০	২,০০০
	সম্পদ হ্রাস ↓ (নগদ)				
১৮	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (নগদ)	নশদান হিসাব বিনিয়োগের সুদ হিসাব (বিনিয়োগের সুদ পাওয়া গেল।)	ডেবিট ক্রেডিট	১,০০০	১,০০০
	রাজস্ব বৃদ্ধি ↑ (বিনিয়োগের সুদ)				
২০	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (নগদ)	নশদান হিসাব চারিটি শো প্রাপ্তি হিসাব (চারিটি শো থেকে পাওয়া গেল।)	ডেবিট ক্রেডিট	১০,০০০	১০,০০০
	রাজস্ব বৃদ্ধি ↑ (চারিটি শো)				
২৫	খরচ বৃদ্ধি ↑ (আপ্যায়ন)	আপ্যায়ন খরচ হিসাব নশদান হিসাব (আপ্যায়ন খরচ প্রদান করা হল।)	ডেবিট ক্রেডিট	৫,০০০	৫,০০০
	সম্পদ হ্রাস ↓ (নগদ)				
২৭	খরচ বৃদ্ধি ↑ (মাঠ রক্ষণাবেক্ষণ)	মাঠ রক্ষণাবেক্ষণ হিসাব নশদান হিসাব (মাঠ রক্ষণাবেক্ষণ খরচ প্রদান করা হল।)	ডেবিট ক্রেডিট	১,০০০	১,০০০
	সম্পদ হ্রাস ↓ (নগদ)				
২৮	খরচ বৃদ্ধি ↑ (ডাক ও তার)	ডাক ও তার খরচ হিসাব নশদান হিসাব (ডাক ও তার খরচ প্রদান করা হল।)	ডেবিট ক্রেডিট	১০,০০০	১০,০০০
	সম্পদ হ্রাস ↓ (নগদ)				

১৯। ২০০৮ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে বনানী ক্লাবের কার্যক্রম শুরু হয়। প্রথম ৩ মাসে উক্ত ক্লাবের লেনদেনসমূহের জাবেনা দাখিলা দাও।

জানুয়ারী- ১ ১০০ জন সদস্য প্রতিজ্ঞা ৫০০ টাকা ভর্তি কি প্রদান করেন।

১০ খাচা, কাগজ, কলম, পেনসিল ক্রয় ১,০০০ টাকা।

২০ একজন সচিব মাসে ৫,০০০ টাকা বেতনে নিয়োগ দেওয়া হল।

২৫ ৫০ জন সদস্যদের নিকট থেকে ২০০ টাকা করে ডান্ডা পাওয়া গেল।

৩১ সচিবের মাসিক বেতন প্রদান করা হল।

ফেব্রুয়ারী- ১০ সমাজের বিত্তবাহকের নিকট থেকে ১,০০,০০০ টাকা অনুদান হিসাবের পাওয়া গেল।

২০ মাসখানি বাবদ ব্যয় করা হল ২০,০০০ টাকা।

মার্চ - ৫ খেলাধুলায় জন্য মাঠ ভাড়া দেওয়ার ১০,০০০ টাকা অগ্রিম প্রদান করা হল।

১৫ খেলাধুলায় প্রদানের জন্য ২০,০০০ টাকা বেতনে কোচ নিয়োগ প্রদান করে ৫,০০০ টাকা অগ্রিম প্রদান করা হল।

২০ ক্লাবের জন্য ২,০০০ টাকা অফিস ভাড়া দেওয়া হল এবং ১ম মাসের ভাড়া প্রদান করা হল।

২৮ আরো ২০ জন সদস্য ৫০০ টাকা করে ভর্তি কি প্রদান করে ক্লাবের সদস্য হল।

সম্মাধান:

বনানী ক্লাব
জাবেদা

তারিখ	প্রতিক্রিয়া	বিবরণ	ব. পৃ.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
২০০৮ জানুয়ারী- ০১	সম্পদ বৃদ্ধি (নগদ) ↑	নগদান হিসাব	ডেবিট	৫০,০০০	৫০,০০০
	রাজস্ব বৃদ্ধি (ভর্তি ফি) ↑	ভর্তি ফি হিসাব (ভর্তি ফি পাওয়া গেল)	ক্রেডিট		
১০	সম্পদ বৃদ্ধি (সরবরাহ) ↑	সরবরাহ হিসাব	ডেবিট	১,০০০	১,০০০
	নগদ হ্রাস (নগদ) ↓	নগদান হিসাব (সরবরাহ বাবদ প্রদান করা হল)	ক্রেডিট		
২০		লেনদেন নয়।			
২৫	সম্পদ বৃদ্ধি (নগদ) ↑	নগদান হিসাব	ডেবিট	১০,০০০	১০,০০০
	রাজস্ব বৃদ্ধি (চাঁদা) ↑	চাঁদা হিসাব (চাঁদা পাওয়া গেল)	ক্রেডিট		
৩১	খরচ বৃদ্ধি (বেতন) ↑	সচিবের বেতন হিসাব	ডেবিট	৫,০০০	৫,০০০
	নগদ হ্রাস (নগদ) ↓	নগদান হিসাব (সচিবের বেতন প্রদান করা হল)	ক্রেডিট		
ফেব্রুয়ারি: ১০	সম্পদ বৃদ্ধি (নগদ) ↑	নগদান হিসাব	ডেবিট	১,০০,০০০	১,০০,০০০
	দায় বৃদ্ধি (অনুদান) ↑	অনুদান হিসাব (অনুদান হিসাবে নগদ টাকা পাওয়া গেল)	ক্রেডিট		
২০	খরচ বৃদ্ধি (ম্যাসাজিন) ↑	ম্যাসাজিন হিসাব	ডেবিট	২০,০০০	২০,০০০
	সম্পদ হ্রাস (নগদ) ↓	নগদান হিসাব (ম্যাসাজিনের জন্য প্রদান করা হল)	ক্রেডিট		
মার্চ-৫	সম্পদ বৃদ্ধি ↑ (অগ্রিম)	অগ্রিম মার্চ আড়া হিসাব	ডেবিট	১০,০০০	১০,০০০
	সম্পদ হ্রাস (নগদ) ↓	নগদান হিসাব (অগ্রিম মার্চ আড়া প্রদান করা হল)	ক্রেডিট		
১৫	সম্পদ বৃদ্ধি (অগ্রিম আড়া) ↑	অগ্রিম বেতন হিসাব	ডেবিট	৫,০০০	৫,০০০
	সম্পদ হ্রাস (নগদ) ↓	নগদান হিসাব (প্রশিক্ষককে অগ্রিম বেতন প্রদান করা হল)	ক্রেডিট		

২০	বরচ বৃদ্ধি (ভাড়া) ↑	ভাড়া হিসাব নগদান হিসাব (ভাড়া প্রদান করা হল)	ডেবিট ক্রেডিট	২,০০০	২,০০০
	সম্পদ হ্রাস (নগদ) ↓				
২৮	সম্পদ বৃদ্ধি (নগদান) ↑	নগদান হিসাব জুটি ফি হিসাব (জুটিফি পাওয়া গেল)	ডেবিট ক্রেডিট	১০,০০০	১০,০০০
	স্বত্ব বৃদ্ধি (জুটি ফি) ↑				

সাধারণ জাবেদা (অনুশীলনী)

১। লায়ল ক্লাব অব ঢাকা ইমপেরিয়ালের ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসে নিম্নোক্ত লেনদেন সংঘটিত হয়েছে।

জানুয়ারি:

- ১ ৫০ টাকা করে ২০০ সদস্যের চাঁদা পাওয়া গেল।
- ২ বিগত বছরের বকেয়া চাঁদা ২০০ টাকা আদায় হয়েছে।
- ৩ জন সদস্য ৫০ টাকা করে ২০০৯ সালের চাঁদা অগ্রিম প্রদান করেছে।
- ৪ সচিবের সম্মানী প্রদান করা হল ১,০০০ টাকা।
- ৫ আসবাবপত্র ক্রয় করা হল ২,৫০০ টাকা।
- ৬ নাট্যাভিনয়ের জন্য প্রদান করা হল ৮,০০০ টাকা।
- ৭ নাট্যাভিনয়ের টিকেট বিক্রয় করে ১২,০০০ টাকা পাওয়া গেল।
- ৮ রক্তদান কর্মসূচীর জন্য ব্যয় করা হল ১০,০০০ টাকা।
- ৯ অনুদান হিসাবে পাওয়া গেল ৫০,০০০ টাকা।
- ১০ জেলা গভর্নরের তহবিলে চাঁদা প্রদান ২০,০০০ টাকা।
- ১১ বন্যাতরঙ্গের সাহায্য প্রদানের জন্য প্রাপ্ত তহবিল ১,০০,০০০ টাকা।
- ১২ বন্যাতরঙ্গের জন্য সাহায্য প্রদান ৮০,০০০ টাকা।
- ১৩ পুরাতন খবরের কাগজ বিক্রয় ২,০০০ টাকা।

করণীয়:

- ক. জানুয়ারি ১ থেকে ৪ তারিখের লেনদেনগুলোর হিসাব সমীকরণে প্রভাব দেখাও।
- খ. ৫ থেকে ৯ তারিখের লেনদেনগুলোর জাবেদা দাখিল্য দাও।
- গ. ৯ থেকে ১৩ তারিখের লেনদেনগুলোর জাবেদা দাখিল্য দাও।

২। আবহাওয়া ক্লাব লিমিটেডের ২০১৩ সালের মার্চ মাসের লেনদেনসমূহ নিম্নরূপ।

- মার্চ -১ চাঁদা হিসাবে প্রাপ্তি ৫০,০০০ টাকা।
- ৫ কর্মচারীদের বেতন প্রদান ১০,০০০ টাকা।
- ৮ বিবিধ খরচ প্রদান ১,০০০ টাকা।
- ১০ বেলাপুথার সরঞ্জাম ক্রয় ২০,০০০ টাকা।
- ১৫ চ্যারিটির জন্য খরচ প্রদান- ২,০০০ টাকা।
- ১৮ বিনিয়োগের সুদ পাওয়া গেল ১,০০০ টাকা।
- ২০ চ্যারিটি শো থেকে প্রাপ্তি ১০,০০০ টাকা।
- ২৫ অধ্যায়ন খরচ প্রদান করা হল ৫,০০০ টাকা।
- ২৭ মাঠ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য খরচ প্রদান ১,০০০ টাকা।
- ২৮ টেলিফোন ও ডাক খরচ প্রদান করা হল ১০,০০০ টাকা।

করণীয়:

- ক. মূলধন জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় কর।
- খ. ১ থেকে ১৫ তারিখের লেনদেনগুলোর জাবেদা দাখিলা দাও।
- গ. ১৮ থেকে ২৮ তারিখের লেনদেনগুলোর জাবেদা দাখিলা দাও।

৩। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

২০১৩ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে বনানী ক্লাবের কার্যক্রম শুরু হয়। প্রথম ৩ মাসে উক্ত ক্লাবের লেনদেনসমূহ নিম্নরূপ:

জানুয়ারী-১ ১০০ জন সদস্য প্রতিজন ৫০০ টাকা ভর্তি ফি প্রদান করেন।

- ১০ খাজা, কাগজ, কলম, পেন্সিল ক্রয় ১,০০০ টাকা।
- ২০ একজন সচিব মাসে ৫,০০০ টাকা বেতনে নিয়োগ দেওয়া হল।
- ২৫ ৫০ জন সদস্যদের নিকট থেকে ২০০ টাকা করে চাঁদা পাওয়া গেল।
- ৩১ সচিবের মাসিক বেতন প্রদান করা হল।

ফেব্রুয়ারি-১০ সমাজের বিত্তবানদের নিকট থেকে ১,০০,০০০ টাকা অনুদান হিসাবে পাওয়া গেল।

- ২০ ম্যাগাজিন বাবদ ব্যয় করা হল ২০,০০০ টাকা।

মার্চ- ৫ খেলাধুলার জন্য মাঠ ভাড়া নেওয়ার ১০,০০০ টাকা অগ্রিম প্রদান করা হল।

- ১৫ বেতওয়ারীদের প্রশিক্ষণের জন্য ২০,০০০ টাকা বেতনে কোচ নিয়োগ প্রদান করে ৫,০০০ টাকা অগ্রিম প্রদান করা হল।
- ২০ ক্লাবের জন্য ২,০০০ টাকা অফিস ভাড়া দেওয়া হল এবং ১ম মাসের ভাড়া প্রদান করা হল।
- ২৮ আরো ২০ জন সদস্য ৫০০ টাকা করে ভর্তি ফি প্রদান করে ক্লাবের সদস্য হল।
- ৩১ প্রশিক্ষকের এক মাসের বেতন সমন্বয় পূর্বক অবশিষ্ট টাকা দেওয়া হলো।
- ক. জানুয়ারি মাসে মোট মুনাফা জাতীয় আয়ের পরিমাণ নির্ণয় কর।
- খ. জানুয়ারি মাসের সকল লেনদেনগুলোর জাবেদা দাখিলা দাও।
- গ. ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসের মুনাফা জাতীয় লেনদেনগুলোর জাবেদা দাখিলা দাও।

৪। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

জন্মাব হাবিবের হিসাব বইতে নিম্নোক্ত লেনদেনগুলো সংগঠিত হয়:

২০১৩

- মার্চ ১ জন্মাব হাবিব ৩০,০০০ টাকা মূলধন বাবদ অনয়ন করেন।
- ৩ ধারে পণ্য ক্রয় ৫,০০০ টাকা।
- ৫ জন্মাব রহিমের নিকট পণ্য বিক্রয় ১,০০,০০০ টাকা (এর মধ্যে নগদে ৩০%, চেক মারফত ২০% এবং ধারে ৫০%)।
- ৭ আফজালের নিকট হতে ব্যবসায়ের জন্য ৫,০০০ টাকা ঋণ নেয়া হল।
- ১০ মোটরগাড়ী ক্রয় ২০,০০০ টাকা।
- ১৫ ভাড়া প্রদান করা হল ৬,০০০ টাকা।
- ২০ চেক মারফত ১০,০০০ টাকার একটি মেশিন ক্রয়।
- ২৩ কবিরের নিকট মালা বিক্রয় ৩০,০০০ টাকা।
- ২৫ প্রাপ্য বিলের যিনিমধ্যে পণ্য বিক্রয় করা হল ৫,০০০ টাকা।
- ২৮ উপ-ভাড়াটিয়ার নিকট হতে ভাড়া পাওয়া গেল ২,০০০ টাকা।
- ২৯ পুরাতন আসবাবপত্র বিক্রয় ২,০০০ টাকা।

- ক. মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি সংক্রান্ত লেনদেনটির জাবেদা দাখিলা দাও।
 খ. মার্চ ১ থেকে ১০ তারিখের লেনদেনগুলোর হিসাব সমীকরণে প্রভাব দেখাও।
 গ. মার্চ ১৫ তারিখ থেকে ২৮ তারিখের লেনদেনগুলোর জাবেদা দাখিলা দাও।

৫। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

২০১৩ সালের ১ জানুয়ারি জনাব আব্দুল কুদ্দুস নগদ ৫০,০০০ টাকা ও বন্ধু রিফাতের নিকট হতে ২০,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে ব্যবসায় আরম্ভ করেন। উক্ত মাসে তাঁর ব্যবসায় সম্পাদিত লেনদেনগুলো নিম্নরূপ ছিল:

২০১৩

- জানুয়ারী-৩ ব্যাংকে ৩০,০০০ টাকা জমা দিয়ে একটি ব্যাংক হিসাব খোলা হয়।
 ৫ নগদে ৫,০০০ টাকার পণ্য ক্রয় করা হয়।
 ৭ হোসেন ব্রাদার্স এর নিকট মাগ বিক্রয় নগদে ৭,০০০ টাকা।
 ৯ চা, বিস্কুট ও কোকাকোলা ক্রয় করে আপ্যায়ন করা হয় ১৫০ টাকা।
 ১১ আন্তঃক্ষেত্র ১,২০০ টাকা।
 ১৩ বিজ্ঞাপন বাবদ পিকাসো এজেন্সি অগ্রিম প্রদান ৪,০০০ টাকা।
 ১৫ ১০% সরকারি বন্ড ক্রয় করা হয় ১০,০০০ টাকা।
 ১৭ অনাদারী পাওনা ধার্য হয় ৩০০ টাকা।
 ১৮ মালিকের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যাংক হতে ২,০০০ টাকা উঠানো হলো।
 ২০ ৩,৫০০ টাকা পাওনার পূর্ণ নিষ্পত্তিতে ৩,৩০০ টাকার একটি চেক পেয়ে ব্যাংকে জমা দেয়া হয়।
 ৩০ ব্যাংক সুদ মঞ্জুর করণ ২০০ টাকা।
 ক. মূলধন জাতীয় আয় ও ব্যয়ের লেনদেনগুলোর জাবেদা দাখিলা দাও।
 খ. মুনাফা জাতীয় লেনদেনগুলোর জাবেদা দাখিলা দাও।
 গ. যে সকল লেনদেনগুলো দ্বারা মালিকানা স্বত্বকে প্রভাবিত করে না তাদের জাবেদা দাখিলা দাও।

৬। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

মি. মুকুশ মেটি ১,০০,০০০ টাকা (নগদ ৪০,০০০ টাকা, পণ্য দ্রব্য ৩০,০০০ টাকা এবং আসবাবপত্র ৩০,০০০ টাকা) মূলধন নিয়ে ব্যবসায় আরম্ভ করল। ২০১৩ সালের মে মাসে তাঁর ব্যবসায় নিম্নলিখিত লেনদেনগুলো সম্পন্ন হয়েছে:

২০১৩	টাকা
মে-৩ টাকা ব্যাংকে হিসাব খোলা হয়	৩০,০০০
৪ আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়	৪,০০০
৫ লিটু এর নিকট হতে পণ্য ক্রয়	২০,০০০
৭ নগদে পণ্য ক্রয়	৮,০০০
১০ রিয়াজের নিকট ধারে পণ্য বিক্রয়	১০,০০০
১১ নগদ বিক্রয়	১০,০০০
১২ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যাংক হতে উত্তোলন	৫,০০০
১৪ রিয়াজের নিকট হতে একশানি চেক পাওয়া গেল	৮,০০০

১৫	আলবানগঞ্জের অবচয় ধার্য করা হল	৭০০
১৯	বানুকে নগদ প্রদত্ত হল	৫,০০০
২১	ব্যাংকে জমা দেয়া হল	১০,০০০
২৩	রিয়াজের নিকট হতে ইতিপূর্বে প্রাপ্ত চেক প্রত্যাহার হল	৮,০০০
২৪	ব্যাংক হতে উত্তোলিত টাকা হিলতাই হল	১,০০০
২৫	ব্যাংক হতে ৬,০০০ টাকা উত্তোলন করে বেতন প্রদত্ত হল	৫,০০০
২৬	আয়কর প্রদত্ত হল	৩,০০০
২৭	বেতন ব্যক্যা করছে	২,০০০
২৮	বিজ্ঞাপন খরচ প্রদত্ত হল	৪,০০০
২৯	অগ্রিম মজুরি প্রদান	২,০০০
৩০	নোট খাঁদুক্তি প্রদান করা হল	৬,০০০
৩১	চেক মারফত বাড়ি ভাড়া প্রদান	৩,০০০

করণীয়: ক. ১০ তারিখ পর্যন্ত লেনদেনগুলোর হিসাব সমীকরণে প্রভাব দেখাও।

খ. ১১ তারিখ থেকে ২৪ তারিখের লেনদেনগুলোর জাবেদা দাবিলা দাও।

গ. অবশিষ্ট লেনদেনগুলোর জাবেদা দাবিলা দাও।

বিশেষ জাবেদা (অনুশীলনী)

১। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

চাকার মিতালী ট্রেডার্স, ফরিদপুরের শাওন এন্টারপ্রাইজের নিকট ৩০-৫-২০১৩ তারিখে নিম্নোক্ত পণ্য ধারে বিক্রয় করেন।

১০০ বালা লুপ্তি প্রতি বালা ১২০ টাকা করে।

১০ ডজন গেলি প্রতিটি ৩৫ টাকা করে।

৫০টি টি-শার্ট প্রতিটি ৪০ টাকা করে।

চালনা নং ৫০৭; কারবারী বাটো ১০%

ক. মিতালী ট্রেডার্সের শিট বিক্রয়ের পরিমাণ নির্ণয় কর।

খ. মিতালী ট্রেডার্সের একটি চালান তৈরি কর।

গ. শাওন এন্টারপ্রাইজের ক্রয় জাবেদার লেনদেনগুলো লিপিবদ্ধ কর।

২। নিচের উদ্দিপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

নিম্নন ট্রেডার্স, গুলাশান, ঢাকা নিম্নোক্ত পণ্য জামালপুরের পার্শ্ব ট্রেডার্সের নিকট বিক্রয় করেন।

১০০ প্যাকেট কলাম প্রতি প্যাকেট ১২০ টাকা করে।

২০০ ডজন পেঙ্গিন প্রতিটি ১০ টাকা করে।

৭০ প্যাকেট মার্কার প্রতিটি ৫০ টাকা করে। (১০টি = ১ প্যাকেট)

ক. নিম্নন ট্রেডার্সের সেনসেনগুলো ধারে বিক্রয় ধরে বিক্রয় জাবেদায় লিপিবদ্ধ কর।

খ. নিম্নন ট্রেডার্সের সেনসেনগুলো নগদে বিক্রয় করা হয়েছে ধরে একটি ক্যাশ মেমো প্রস্তুত কর।

গ. ক্রয় সংক্রান্ত সেনসেনগুলোর জন্য ডেবিট ভাউচার প্রস্তুত কর।

৩। নিচের উদ্দিপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

গোমতী ট্রেডার্সেও নিম্নের কতিপয় সেনসেন দেওয়া হলো:

২০১৩

জানুয়ারি-৫ নগদে পণ্য ক্রয় ৫,০০০ টাকা।

৭ বেতন প্রদান করা হলো ২,০০০ টাকা।

১০ বিক্রয় করা হলো ১০,০০০ টাকা।

১৫ ভাড়া প্রদান করা হলো ২০০ টাকা।

১৮ অনাদায়ী পাওনা লেখা হলো ১০০ টাকা।

২০ আসবাবপত্রের অবচয় ধার্য করা হলো ১২০ টাকা।

ক. জার্নাল ভাউচারে লিপিবদ্ধ হবে এমন সেনসেনের পরিমাণ নির্ণয় কর।

খ. গোমতী ট্রেডার্সের ডেবিট ভাউচার প্রস্তুত কর।

গ. গোমতী ট্রেডার্সের ক্রেডিট ভাউচার প্রস্তুত কর।

৪। নিচের উদ্দিপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

মতিমতি ট্রেডার্সের হিসাব বই থেকে নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ পাওয়া গেল।

২০১৩

জানুয়ারি-১০ মিল্লত স্টোর অর্ডার অনুসারে পণ্য সরবরাহ না করার তাদের ৫০০ খানা শাড়ী, যার প্রতিটির মূল্য ২৫০ টাকা তা ফেরত দেওয়া হলো। ডেবিট নোট-২০৫।

২০ নাসাকা ট্রেডার্সের নমুনা মোতাবেক পণ্য সরবরাহ না করায় ৫০ খানা হুসি যার প্রতিটির মূল্য ১৭০ টাকা তা ফেরত এসেছে। ক্রেডিট নোট-১০৫।

২৫ আসমা এন্টারপ্রাইজ প্রতিটি ১২০ টাকা করে ২০০টি টি-শার্টের মূল্য বেশী নির্ধারণের জন্য ফেরত পাঠায়। ক্রেডিট নোট ২১০।

৩১ তাকগুয়া ট্রেডার্সের নিকট ক্রয়কৃত ৩২০টি জামা যার প্রতিটির মূল্য ৩২০ টাকা ক্রয় করা হয়। যার মধ্যে ৭০টি ক্রয়পূর্ণ থাকায় ফেরত দেওয়া হলো। ডেবিট নোট ৩২৭।

ক. ক্রয় ফেরত হিসাবে কত টাকা ক্রেডিট করতে হবে তা নির্ণয় কর।

খ. একটি ডেবিট নোট প্রস্তুত কর।

গ. একটি ক্রেডিট নোট প্রস্তুত কর।

৫। নিচের উদ্দিশকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

২০১৩ সালের মার্চ মাসের তিথাস ট্রেডার্সের কতিপয় লেনদেন নিম্নরূপ:

২০১৩

- মার্চ- ১ নগদে পণ্য বিক্রয় ৫,০০০ টাকা।
 ১০ বেতন প্রদান করা হলো ২,০০০ টাকা
 ১৫ পণ্য ক্রয় করা হলো ৪,০০০ টাকা
 ২০ ভাড়া প্রদান করা হলো ১,০০০ টাকা।
 ২৫ নগদে বিক্রয় করা হলো ১০,০০০ টাকা।

ক. কত টাকার জন্য কাশ মেমো প্রস্তুত করতে হবে তার পরিমাণ নির্ণয় কর।

খ. একটি ডেবিট আউচার প্রস্তুত কর।

গ. একটি ক্রেডিট আউচার প্রস্তুত কর।

৬। নিচের উদ্দিশকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

২০১৩ সালের জুন মাসের তিথাস ট্রেডার্সের কতিপয় লেনদেন নিম্নরূপ:

২০১৩

- জুন - ১ নগদে বিক্রয় ৫৮,০০০ টাকা
 ১০ অসিফের নিকট ২/১০ এন.৩০ শর্তে পণ্য বিক্রয় করে বিক্রয়ের ৮ম দিনে নগদ ৭৮,৪০০ টাকা পাওয়া গেছে।
 ১৫ আসলামের নিকট থেকে ৮০,০০০ টাকার পণ্য ২/১০, এন ২৫ শর্তে বিক্রয় করা হলো।
 ২৭ আসলামের নিকট থেকে টাকা পাওয়া গেল।
 ২৮ আজিজের নিকট ৭৫,০০০ টাকার পণ্য ২/১৫ এন ৩৫ শর্তে বিক্রয় করা হলো।
 ৩০ নগদে আসাবাপ্পার ক্রয় করা হলো ২,০০০ টাকা

করণীয়:

ক. ১০ জুন কত টাকা বাট্টা প্রদান করা হয়েছে তা নির্ণয় কর।

খ. বিক্রয় জাবেদা প্রস্তুত কর।

গ. নগদ প্রাপ্তি জাবেদা প্রস্তুত কর।

৭। নিচের উদ্দিশকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ময়ন ট্রেডার্সের কতিপয় লেনদেন ছিল নিম্নরূপ:

২০১৩

- ফেব্রুয়ারি- ১ জানুয়ারি ২৮ তারিখে কামালের নিকট ১০,০০০ টাকার পণ্য ২/১০, এন ৩৬ শর্তে বিক্রয়ের টাকা পাওয়া গেল।
 ১০ আব্বাশের নিকট ফেব্রুয়ারি ২ তারিখে ১/১০, এন ২০ শর্তে ৮,০০০ টাকার পণ্য ধারে ক্রয় করা হয়েছিল যার টাকা পরিশোধ করা হলো।
 ১২ ধার পণ্য বিক্রয় করা হলো ১০,০০০ টাকা। শর্ত ৩/১০, এন ২০।
 ১৫ বেতন প্রদান করা হলো ২,০০০ টাকা।
 ২৭ বিনিমোর্থের সুদ পাওয়া গেল ১,৫০০ টাকা।
 ২৮ কামাল ট্রেডার্সের নিকট ৮,০০০ টাকার পণ্য ২/১০, এন ৪০ শর্তে ক্রয় করা হলো।

- ৩০ আসবাবপত্রে অবচয় ধার্য করা হলো ২,০০০ টাকা।
- ৩০ ১২ তারিখের টাকা পাওয়া গেল।
- ৩০ ২৮ তারিখের টাকা পরিশোধ করা হলো।
- ৩০ বিনা মূল্যে পণ্য বিতরণ করা হলো ২,০০০ টাকা।
- ৩০ নগদ বিক্রয় করা হলো ১৫,৮০০ টাকা।
- ৩০ নগদ ক্রয় করা হলো ১০,০০০ টাকা।

ক. জার্নাল ডিউচারে অন্তর্ভুক্ত হবে এমন লেনদেনের পরিমাণ নির্ণয় কর।

খ. নগদ প্রাপ্তি জাবেদা প্রস্তুত কর।

গ. নগদ প্রদান জাবেদা প্রস্তুত কর।

৮। নিচের উদ্দিপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

২০১৩ সালের জুন মাসে যমুনা ট্রেডার্সের কতিপয় লেনদেন নিম্নরূপ:

- জুন - ২ কামালের নিকট থেকে ২/১০, এন ৩০ শর্তে ১০,০০০ টাকার পণ্য ক্রয় করা হলো।
- ১০ কামালের নিকট থেকে ক্রয়কৃত পণ্যের ২,০০০ টাকার পণ্য ফেরত দেওয়া হল এবং অবশিষ্ট টাকা পরিশোধ করা হলো। ডেবিট নোট নং ২০১।
- ১২ আর্মীনের নিকট থেকে ১৫,০০০ টাকার পণ্য ২/১৫ এন ৩০ শর্তে ক্রয় করা হলো।
- ১৫ ১২ তারিখের ক্রয়কৃত পণ্যের ১,০০০ টাকার পণ্য ত্রুটিপূর্ণ থাকায় ফেরত দেওয়া হলো। ডেবিট নোট -২০৫।

ক. নগদ বাড়ির পরিমাণ নির্ণয় কর।

খ. ক্রয় জাবেদা প্রস্তুত কর।

গ. ক্রয় ফেরত জাবেদা প্রস্তুত কর।

৯। নিচের উদ্দিপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

আহসান ট্রেডার্সের ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের কতিপয় লেনদেন নিম্নে প্রদত্ত হলো।

২০১৩

ফেব্রুয়ারি-১ ৩০,০০০ টাকা নিয়ে ব্যবসায় শুরু করা হলো।

২ নগদ বিক্রয় ৬,৫০০ টাকা।

৩ আমদের নিকট ধারে বিক্রয় ৫,৫০০ টাকা। শর্ত ২/১০, এন ৩০।

৬ শাক্তার নিকট ধারে বিক্রয় ৬,৫০০ টাকা। শর্ত ২/১০, এন ৩০।

১২ আকাশের নিকট ধারে পণ্য বিক্রয় ৬,৫০০ টাকা। শর্ত ২/১০, এন ৩০।

১৩ আমদের নিকট থেকে টাকা পাওয়া গেল।

২৬ শাক্তার নিকট থেকে টাকা পাওয়া গেল।

২৮ আনাম এন্টারপ্রাইজের নিকট ধারে বিক্রয় ৬,০০০ টাকা। শর্ত ২/১০, এন ৩০।

ক. ফেব্রুয়ারি মাসের বিক্রয়ের উপর সজ্জাব্য মোট কত টাকা বাড়ী প্রদান করতে হবে তা নির্ণয় কর।

খ. বিক্রয় জাবেদা প্রস্তুত কর।

গ. নগদ প্রাপ্তি জাবেদা প্রস্তুত কর।

১০। নিচের উদ্দিশ্যকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

২০১৩ সালের মার্চ মাসে মাহিন জৈভার্গের কতিপয় লেনদেন নিম্নে প্রদত্ত হলো।

২০১৩

মার্চ-১ ম্যানসনের নিকট ধারে পণ্য ক্রয় ১৮,৫০০ টাকা, শর্ত ২/১০, এন ৩০।

২ প্রকাশের নিকট ধারে ৯,০০০ টাকার পণ্য বিক্রয়। চালান নং ২০৪। শর্ত ২/১০, এন ৩০।

৩ ধারে বিকাশের নিকট থেকে পণ্য ক্রয় ৪,২০০ টাকা।

৬ ধারে সরবরাহ ক্রয় ১,০০০ টাকা।

১২ ধারে গ্রিন কর্পোরেশনের নিকট পণ্য বিক্রয় ৫,০০০ টাকা। চালান নং ২০৬। শর্ত ২/১০, এন ৩০।

ক. সাধারণ জাবেদার অন্তর্ভুক্ত হবে এমন লেনদেনগুলোর জাবেদা দাখিলা দাও।

খ. ক্রয় জাবেদা প্রস্তুত কর।

গ. বিক্রয় জাবেদা প্রস্তুত কর।

নগদান বই (অনুশীলনী)

১। শাওন-এর নিম্নলিখিত লেনদেনগুলো অবলম্বন করে একখানি দুধরা নগদান বই তৈরি কর।

২০১৩

জানু.- ১. প্রারম্ভিক নগদ তহবিল ৪,৫০০ টাকা এবং প্রারম্ভিক ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত ১৪,৭০০ টাকা।

৩. চেকের মাধ্যমে কলকল্লা ক্রয় ৫,০০০ টাকা।

৫. নগদ পণ্য ক্রয় ২,০০০ টাকা এবং নগদ পণ্য বিক্রয় ৩,০০০ টাকা।

৭। জাকের অ্যাক্স কোং এর নিকট হতে নগদ ৩,৩০০ টাকা পাওয়া গেল।

৮। ব্যাংকে জমা দেয়া হলো ২,৭০০ টাকা।

১০। সাদিয়া আন্ত সল এর নিকট হতে ৫,০০০ টাকার একখানি চেক প্রাপ্ত হলে তখনই তা ব্যাংকে জমা দেয়া হলো।

১২। লিঙ্গিকে নগদ ৩,৬০০ টাকা এবং চেকে ৪,৩০০ টাকা প্রদত্ত হলো।

১৫। মুন্সি আন্ত সল এর নিকট হতে ৩,৪০০ টাকার একখানি চেক পাওয়া গেল।

১৮। কারবার খরচ নগদ প্রদত্ত হলো ১,০০০ টাকা।

২০। আমাদের স্বীকৃত ১,৪০০ টাকার একখানি প্রসের নোট পরিশোধের জন্য ব্যাংকের প্রতি নির্দেশ দেয়া হলো।

২৩। জেমস আন্ত কোং এর নিকট হতে ৩,০০০ টাকার প্রাপ্য নোট আদায় করে ব্যাংকে জমা দেয়া হলো।

২৫। অফিসের প্রয়োজনে ৭,০০০ টাকা ব্যাংক হতে উঠানো হলো।

২৮। বেতন বাবদ নগদ ৪,০০০ টাকা ও ভাতা বাবদ চেক দ্বারা ২,০০০ টাকা প্রদত্ত হলো।

৩০। ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত সুদ ৭৫ টাকা এবং ধার্যকৃত চার্জ ৫৫ টাকা।

উদ্ভূত: হতে নগদ ৭,৯০০ টাকা ও ব্যাংক জমা ৫,৭২০ টাকা।

২। নিম্নলিখিত লেনদেনগুলো হতে মেসার্স তানভীর অ্যান্ড কোং এর দুধরা নগদান বই তৈরি কর।

২০১৩

জুলাই-১। নগদ উদ্বৃত্ত ৪৩,০০০ টাকা এবং ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত ৩০,০০০ টাকা।

৩। নগদে মাল বিক্রয় ২১,০০০ টাকা।

৪। শাপলার নিকট হতে নগদে মাল ক্রয় ১৪,০০০ টাকা।

৬। চেকের মাধ্যমে মাল বিক্রয় ২৪,০০০ টাকা।

১০। তুলির নিকট হতে নগদে ৯,০০০ টাকা এবং ২৩,০০০ টাকার একখানি চেক পাওয়া গেল এবং চেকখানি সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংকে জমা দেয়া হলো।

- ১২ ইশাকে নগদে ৫,০০০ টাকা এবং ১৩,০০০ টাকার চেক দেয়া হলো।
- ১৪ ব্যাংক জমা দেয়া হলো ১৭,০০০ টাকা।
- ১৬ মায়ার নিকট হতে ১২,০০০ টাকার চেক পাওয়া গেল।
- ১৯ চেকে ভাড়া প্রদত্ত হলো ২২,০০০ টাকা।
- ২০ মায়ার নিকট হতে প্রাপ্ত চেক ব্যাংকে জমা দেয়া হলো।
- ২২ বিমা সেলামি প্রদত্ত হলো ২,০০০ টাকা।
- ২৬ সালামের নিকট হতে প্রাপ্ত ৭,০০০ টাকার চেক সঙ্গে সঙ্গে সোহেলকে প্রদত্ত হলো।
- ২৭ ব্যাংক হতে অফিসের জন্য ৮,০০০ টাকা উত্তোলন করা হলো।
- ২৮ ব্যাংক সুদ মঞ্জুর করণ, ৯০০ টাকা।
- ৩০ সমাপনী নগদ উদ্ধৃত ৭,০০০ টাকা রেখে অবশিষ্ট টাকা দিয়ে পণ্য ক্রয় করা হলো।

উত্তর: হাতে নগদ ৭,০০০ টাকা ও ব্যাংক জমা ৯৯,৯০০ টাকা।

৩। হাসেম ব্রাদার্স-এর নিম্নলিখিত লেনদেনগুলি অবলম্বন করিয়া একখানি দুধরা নথিদান বই তৈয়ার কর:

২০১৩

- মার্চ- ১ নগদ তহবিল ৫,০০০ টাকা এবং ব্যাংক জমার ক্রেডিট উদ্ধৃত ৩,০০০ টাকা।
- ৩ নগদে পণ্য ক্রয় ২,০০০ টাকা এবং চেকে পণ্য বিক্রয় ৪,০০০ টাকা।
 - ৫ একটি মেশিন ক্রয় ১৫,০০০ টাকা, উহার মূল্য বাবদ নগদ ২,০০০ টাকা এবং ১৩,০০০ টাকা চেক মারফত প্রদত্ত হইয়াছে।
 - ৭ বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করা হইয়াছে ৫০০ টাকা।
 - ৮ সজলের নিকট হইতে ২,৫০০ টাকার একখানি চেক প্রাপ্ত হইয়া তখনই উহা আজমকে প্রদত্ত হইয়াছে।
 - ১০ আসলামের নিকট হইতে নগদ প্রাপ্তি ৫,৫০০ টাকা।
 - ১২ ব্যাংক জমা দেওয়া হইয়াছে ৩,৫০০ টাকা।
 - ১৪ সালামের নিকট হইতে একখানি চেক পাওয়া গিয়াছে ২,২০০ টাকা।
 - ১৫ সালামের চেকখানি ব্যাংকে জমা দেওয়া হইয়াছে।
 - ১৮ আমাদের স্বীকৃত ৭,০০০ টাকার একখানি প্রদেয় নোট পরিশোধের জন্য ব্যাংকের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।
 - ১৯ সালামের চেকখানি অমরখান্দা হইয়া ফেরত আসিয়াছে।
 - ২০ অফিসের প্রয়োজনে ৩,০০০ টাকা এবং মালিকের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ২,৫০০ টাকা ব্যাংক হইতে উত্তোলন করা হইয়াছে।
 - ২২ আলমের নিকট হইতে ৫,০০০ টাকার মাল ক্রয় করিয়া ৩,০০০ টাকা চেক মারফত প্রদত্ত হইয়াছে।
 - ২৫ বিজ্ঞাপন বাবদ নগদ ৭০০ টাকা এবং ভাড়া বাবদ চেক মারফত ১,৩০০ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে।
 - ২৭ আজাদ কর্তৃক স্বীকৃত নোটের টাকা ব্যাংক আদায় করণ ২,৪০০ টাকা।
 - ২৮ নাদের আলীর নিকট পাওয়া ১,৫০০ টাকা সরাসরি ব্যাংকে জমা দিল।
 - ৩০ ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরকৃত সুদ ২৫০ টাকা এবং ধার্যকৃত চার্জ ১২০ টাকার।

উত্তর: সমাপনী নগদ উদ্ধৃত ৮,৮০০ টাকা এবং ব্যাংক জমাক্রিয় ২৫,২৭০ টাকার।

৪। জনাব শশকত এর নিম্নলিখিত লেনদেনগুলো হতে একটি দুঘরা নগদান বই প্রস্তুত কর।

২০১৩

এপ্রিল-১ হাতে নগদ ২২,০০০ টাকা।

ব্যাংকে জমা ৯,০০০০ টাকা।

২ নগদ বিক্রয় ৬,০০০ টাকা এবং চেকে ৫,৫০০ টাকা।

৩ প্রাপ্ত চেকটি ব্যাংকে জমা দেয়া হলো।

৪ ১০,০০০ টাকার মাল ১০% বাটার নগদে ক্রয় করা হলো।

৬ চেকে আসবাবপত্র ক্রয় ৪,০০০ টাকা।

৮ জসিমকে প্রদান করা হলো নগদে ৩,৫০০ টাকা ও চেকে ৩,৫০০ টাকা।

১০ নিহার নিকট হতে পাওয়া গেল নগদে ৭,০০০ টাকা ও চেকে ৪,০০০ টাকা। প্রাপ্ত চেকটি সংগে সংগে ব্যাংকে জমা দেয়া হলো।

১১ শিতর নিকট হতে মাল ক্রয় ৯,০০০ টাকা।

১২ কারবারের জন্য ব্যাংক হতে উত্তোলন করা হলো ৮,৫০০ টাকা।

১৫ শিতর পাওনা চেকে প্রদান করা হলো।

২০ চেকে শেয়ার ক্রয় করা হলো ১২,০০০ টাকা।

২২ ১৬,০০০ টাকার পদ্ম ৫% বাটার বিক্রয় করে ৬,০০০ টাকার একটি প্রাপ্ত নোটে সম্মতি পাওয়া গেল এবং অবশিষ্ট টাকা নগদে পাওয়া গেল।

২৫ নগদ ৫,০০০ টাকা এবং চেকে জাড়া দেয়া হলো ১,০০০ টাকা।

৩০ নগদে বেতন দেয়া হলো ১,৫০০।

উত্তর: হাতে নগদ ২৯,৭০০ টাকা ও ব্যাংক জমাতিরিক্ত উত্তোলন ২৭,০০০ টাকা।

৫। জিনিয়া এর নিম্নলিখিত লেনদেনগুলো একটি উপযুক্ত নগদান বইতে লিপিবদ্ধ কর এবং উদ্ধৃতিকরণ দেখাও।

২০১৩

মে ১ নগদ তহবিল ৭২,৫০০ টাকা এবং ব্যাংক ওভারড্রাফ্ট ৩২,০০০ টাকা।

৩ নগদ মাল ক্রয় ২৪,০০০ টাকা।

৪ নগদ বিক্রয় ৩৬,০০০ টাকা।

৬ ব্যাংক হতে অফিসের জন্য ৮,০০০ টাকা এবং ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ৪,০০০ টাকা উত্তোলন করা হলো।

৮ মেহেনী আন্ত সঙ্গের নিকট হতে ১,৪০০ টাকার একটি চেক পাওয়া গেল।

১০ শুভকে ১০,০০০ টাকার একটি চেক প্রদত্ত হলো।

১২ ব্যাংকে জমা দেয়া হলো ১২,০০০ টাকা।

১৫ নগদে আসবাবপত্র ক্রয় ১৭,০০০ টাকা।

১৮ চেকের মাধ্যমে কলকজা ক্রয় ১৫,০০০ টাকা।

১৯ আমাদের স্বীকৃত ৬,০০০ টাকার একখানি নোট পরিশোধের জন্য ব্যাংককে নির্দেশ দেয়া হলো।

২১ সাদিয়ার নিকট হতে ১৯,০০০ টাকার একটি চেক পেয়ে সাথে সাথে ব্যাংকে জমা দেয়া হলো।

২৩ জাড়া প্রদত্ত হলো ৮,০০০ টাকা।

২৫ বেতন প্রদত্ত হলো চেকে ৭,০০০ টাকা।

২৬ ব্যাংক কর্তৃক চার্জকৃত সুদ ৬,০০ টাকা।

২৭ নগদে বিক্রয় ১৬,০০০ টাকা।

২৮ চেকের মাধ্যমে ক্রয় ২১,০০০ টাকা।

৩০ সমাপনী ব্যাংকে জমাতিরিক্ত ৬,০০০ টাকা রাখার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যাংকে জমা দাও।

উত্তর: হাতে নগদ ৭২,৯০০ টাকা; ব্যাংক জমার উদ্ধৃতি ৬,০০০ (ক্রেডিট) টাকা। ব্যাংকে জমা দান ৫৭,৬০০ টাকা।

৬। অনিছা অ্যান্ড কোং-এর নিম্নলিখিত সেনদেনগুলো অবলম্বন করে একখানি উপযুক্ত নগদান বই তৈরি কর।

২০১৩

- মার্চ-১ নগদ তহবিল ১০,৫০০ টাকা এবং ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত ১৭,০০০ টাকা।
 ৩ নগদ মাল ক্রয় ১৫,০০০ টাকা এবং নগদ মাল বিক্রয় ২০,০০০ টাকা।
 ৫ ব্যাংক হতে অফিসের জন্য ৪,০০০ টাকা এবং নিজ প্রয়োজনে ২,০০০ টাকা উত্তোলন করা হলো।
 ৭ শ্যামার নিকট হতে তাদের ২,৪০০ টাকা দেনার পূর্ণ নিষ্পত্তি সাপেক্ষে ২,৩৫০ টাকার একখানি চেক পাওয়া গেছে।
 ৯ শ্যামার নিকট হতে গ্রাণ্ড চেকখানা ব্যাংকে জমা দেয়া হল।
 ১০ শালিককে তার ৩,০০০ টাকা পাওয়ার পূর্ণ নিষ্পত্তি সাপেক্ষে ২,১০০ টাকা নগদ এবং ৮৫০ টাকার একখানা চেক দেওয়া হয়েছে।
 ১২ শ্যামার চেকখানা প্রত্যাহার্য হলো।
 ২৮ ব্যাংকে ২,৪০০ টাকা জমা দেয়া হয়েছে।
 ২৯ ভাড়া ও বেতন বাবদ যথাক্রমে নগদ ১,০০০ টাকা ও ৯০০ টাকা এবং বিজ্ঞপন খরচ বাবদ ২,৮০০ টাকার একখানা চেক প্রদত্ত হয়েছে।
 ৩০ ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত সুদ ২৮০ টাকা এবং ধার্যকৃত চার্জ ১০০ টাকা।
 " ৩০ নগদ উদ্বৃত্ত ১,২০০ টাকা রেখে অবশিষ্ট টাকা ব্যাংকে জমা দাও।

উত্তর: নগদ তহবিল টাকা, ব্যাংক জমাতিরিক্ত ১২,১৭০ টাকা।

৭। জনাব সুমন ২০১৩ সালের ১ জুলাই তারিখে নগদ ৫,০০০ টাকা এবং ৭,৫০০ টাকার ব্যাংক ব্যালেন নিয়ে ব্যবসায় শুরু করলেন।

২০১৩

- জুলাই-৩ নগদে মাল বিক্রয় বাবদ ৮,০০০ টাকা পাওয়া গেছে।
 ৫ নগদে মাল ক্রয় ৩,০০০ টাকা এবং চেকে মাল ক্রয় ৪,০০০ টাকা।
 ৬ চেক মারফত ভাড়া প্রদত্ত হয়েছে ২,৫০০ টাকা।
 ৭ সামস অ্যান্ড কোং হতে তাদের ১০,০০০ টাকা দেনার পূর্ণ নিষ্পত্তিতে ৯,৫০০ টাকার একটি চেক প্রাপ্তি এবং সংগে সংগে তা ব্যাংকে জমা দেয়া হয়েছে।
 ৯ ব্যাংক হতে অফিসের জন্য ১,০০০ টাকা এবং মালিকের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ৯০০ টাকা উত্তোলন করা হয়েছে।
 ১০ সবুজকে তার ৪,০০০ টাকা পাওয়ার পূর্ণ নিষ্পত্তিতে ৩,৮৫০ টাকার একটি চেক প্রদত্ত হয়েছে।
 ১২ কারবার খরচাবলিবাবদ নগদ ১,৩৫০ টাকা প্রদত্ত হয়েছে।
 ১৪ গণির নিকট হতে নগদ ৩,২০০ টাকা এবং ৩,০০০ টাকার একখানা চেক পেয়ে চেকটি ঐ দিনই ব্যাংকে জমা দেয়া হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে তাকে ১০০ টাকা বাড়ী মঞ্জুর করা হলো।
 ১৫ সোহেল এর ৫,০০০ টাকা পাওয়ার পূর্ণ নিষ্পত্তিতে ১০% বাড়ী পাওয়া গেছে। তাদের নগদ ২,০০০ টাকা এবং অবশিষ্ট টাকা চেক মারফত প্রদত্ত হয়েছে।
 ১৭ গণির নিকট হতে গ্রাণ্ড চেকখানি প্রত্যাহার্য হলো।
 ১৯ জবা আন্ড সন্স এর নিকট পাওয়া ৪,৫০০ টাকার হিসাব পূর্ণ নিষ্পত্তিতে নগদ ২,৫০০ টাকা এবং অবশিষ্ট টাকা চেক মারফত প্রদত্ত হয়েছে।
 ১৯ চন্দন অ্যান্ড সন্স-এর নিকট পাওয়া ৬,০০০ টাকার হিসাব পূর্ণ নিষ্পত্তিতে নগদ ৩,৫০০ টাকা এবং ২,৩০০ টাকার একখানি চেক পেয়ে চেকটি তখনই আমাদের পাওনাদার শাখাকে প্রদান করা হলো।

- ২০ পুরাতন আসবাবপত্র বিক্রয় করে ২,২০০ টাকা পেয়ে তা ব্যাংকে জমা দেয়া হলো।
- ২২ বিপণ্ত বহরের অবলাপনকৃত অনাদারী দেনা ১,৩০০ টাকা সত্তল এর নিকট হতে পাওয়া গেছে।
- ২৪ ব্যাংকে জমা দেয়া হলো ৪,৫০০ টাকা।
- ২৫ বেতন বাবদ ৩,০০০ টাকা এবং ভাতা বাবদ ২,০০০ টাকা নগদ প্রদত্ত হলো। পঞ্চমস্তরে বিজ্ঞাপন বাবদ ২,৬০০ টাকা চেকে প্রদান করা হলো।
- ২৭ নগদ বিক্রয় ৭,০০০ টাকা।
- ২৮ ডালিয়ার নিকট হতে ৮,০০০ টাকার একটি চেক পেয়ে তখনই ব্যাংকে জমা দেয়া হয়েছে।
- ৩০ ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত সুদ ৩৫০ টাকা, ধার্কৃত চার্জ ২০০ টাকা।
- ৩১ ব্যাংক জমার উদ্ভূত ৩,৩০০ টাকা সংরক্ষণ কর।

করণীয়: উপযুক্ত নগদান বই প্রস্তুত কর।

উত্তর: নগদ তহবিল ১৯,৮৫০ টাকা, ব্যাংক জমার উদ্ভূত ৩,৩০০ টাকা।

৮। ফারুক ট্রেডার্স-এর নিম্নোক্ত লেনদেনগুলো হতে একটি উপযুক্ত নগদান বই প্রস্তুত কর।

২০১৩

ডিসেম্বর-১ নগদ তহবিল ৯,০০০ টাকা ব্যাংক জমাতিরিক্ত ৪,০০০ টাকা।

- ২ বিক্রয় বাবদ নগদ প্রাপ্তি ৭,০০০ টাকা।
- ৩ সুশান এর নিকট হতে চেক পাওয়া গেল এবং ব্যাংকে জমা ২,৩০০ টাকা।
- ৪ চেক ও নগদ ব্যাংকে জমা দেয়া হলো ২,০০০ টাকা।
- ৫ অফিসের জন্য ব্যাংক হতে ৩,০০০ টাকা এবং ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ৩,৫০০ টাকা উজ্জেলন করা হলো।
- ৭ সবুরের নিকট হতে চেক প্রাপ্তি (২৫ টাকা বাট্টা প্রদান করা হলো) ৮৭৫ টাকা।
- ৮ সার্থীকে চেক মারফত প্রদান (২০ টাকা বাট্টা প্রাপ্তি) ৫৮০ টাকা।
- ৯ অফিসারকে ২,০০০ টাকা দেনার পূর্ণ নিষ্পত্তি সাপেক্ষে একটা চেক পাওয়া গেল এবং তা ব্যাংকে জমা দেয়া হলো ১,৯৫০ টাকা।
- ১৫ শাহানার নিকট পূর্বে বিক্রিত মালের মূল্য ৮০০ টাকা হতে ৫% নগদ বাট্টা বাদ দিয়ে ৪০% নগদে এবং ৬০% চেকে পাওয়া গেল এবং চেকটি ব্যাংকে জমা দেয়া হলো।
- ২৬ ব্যাংক ৬০০ টাকার একটি প্রদেয় নোট পরিশোধ করল এবং ৯০০ টাকার একটা প্রাপ্য নোট আদান করল।
- ২৭ সুশান এর চেকখানা প্রত্যাহাত হয়ে ফেরত আসল।

উত্তর: নগদ তহবিল ১৮,১৭৯ টাকা, ব্যাংক জমাতিরিক্ত ৬,৩৭৪ টাকা।

৯। রাবক্ষী অ্যান্ড কোং-এর নিম্নলিখিত লেনদেনগুলো অবলম্বন করিয়া একখানি তিনঘরা নগদান বই প্রস্তুত কর।

২০১৩

এপ্রিল-১ প্রারম্ভিক নগদ তহবিল ১০,৪০০ টাকা এবং প্রারম্ভিক ব্যাংক জমা ৪,৪০০ টাকা।

- ৫ জনি আন্ড সন্স-এর নিকট হতে নগদ ২,২০০ টাকা এবং ৫,০০০ টাকার একখানি চেক পাওয়া গেল। চেকটি সাথে সাথে ব্যাংকে জমা দেয়া হলো। বাট্টা মঞ্জুর করা হলো ৩০০ টাকা।
- ১০ মাল বিক্রয় ৭,৫০০ টাকা, এ বিক্রয় লব্ধ অর্থের নগদ ৪,০০০ টাকা এবং ৩,৫০০ টাকার চেক পাওয়া গেল।
- ১৫ মালিকের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ২,০০০ টাকা এবং অফিসের প্রয়োজনে ১,০০০ টাকা ব্যাংক হতে উজ্জেলন করা হলো।
- ১৮ সাজেদা আন্ড সন্সকে ৬,০০০ টাকার পূর্ণ নিষ্পত্তি বাবদ নগদ ৫,০০০ টাকা এবং ৮০০ টাকার চেক প্রদত্ত হলো।

- ২২ সাদমান আন্ড সন্-এর নিকট হতে ৪,০০০ টাকার পূর্ণ নিষ্পত্তি বাবদ ১,৫০০ টাকা নগদ ও ২,৫০০ টাকার চেক পাওয়া গেল।
- ২৫ আমাদের স্বীকৃত ৩,০০০ টাকার একখানি নোট পরিশোধের জন্য ব্যাংকের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হলো পক্ষান্তরে আমাদের ৫,০০০ টাকার প্রাপ্য নোট ব্যাংক কর্তৃক আদায় হলো।
- ২৭ চেকে বেতন বাবদ ২,৬০০ টাকা এবং বিজ্ঞাপন বাবদ ৩,৩০০ টাকা প্রদত্ত হলো।
- ২৮ নগদ ও চেক ব্যাংক জমা দেয়া হলো ৭,০০০ টাকা।
- ৩০ ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরকৃত সুদ ৬০০ টাকা ও ধার্যকৃত চার্জ ৩৫০ টাকা।

উত্তরঃ নগদ তহবিল ১২,৯০০ টাকা, ব্যাংক জমার উদ্ধৃত ৭,৭৫০ টাকা।

১০। নিম্নলিখিত সেনসেনগুলো অবলম্বনে নগদা ট্রেজারী-এর একখানি তিনঘরা নগদান বই তৈরি কর:

২০১৩

- জান-১ নগদ তহবিল ২৭,৫০০ এবং ব্যাংক জমাতিরিক্ত ১৩,৫০০ টাকা।
- ৫ নগদ মাল ক্রয় ৭,০০০ টাকা এবং চেক মারফত মাল বিক্রয় ৫,০০০ টাকা।
- ৮ ক্রপার নিকট হতে তার ৩,০০০ টাকা সেনার পূর্ণ নিষ্পত্তি সাপেক্ষে ২,৮৬০ টাকার একখানি চেক পাওয়া গেল।
- ১০ ব্যাংক হতে অফিসের জন্য ২,৪০০ টাকা তোলা হলো।
- ১২ জাকিয়ার নিকট পাওয়া ৪,২০০ টাকা নিষ্পত্তি সাপেক্ষে ৩,৫০০ টাকার একখানি চেক পাওয়া গেল। চেকখানি তখনই সবুজের ৩,৮০০ টাকা সেনার পূর্ণ নিষ্পত্তিতে অনুমোদন করা হলো।
- ১৫ সুজার নিকট হতে ৮,০০০ টাকার মাল ক্রয় করে চেক প্রদান করা হলো ৬,০০০ টাকা।
- ১৬ নগদ উল্লেখন ৩,০০০ টাকা।
- ১৮ নগদ ৭৫০ টাকা এবং ৯০০ টাকার একখানি চেক ব্যাংকে জমা দেওয়া হলো।
- ১৯ ১৫ই জুন তারিখে সুজাকে প্রদত্ত চেকখানি অমর্যাদা হয়ে ফেরত আসল।
- ২০ পাণ্ডুর নিকট ৬,৫০০ টাকার মাল বিক্রয় করে নগদ ৪,০০০ টাকা এবং ২,০০০ টাকার একখানি চেক পাওয়া গেল।
- ২৫ লিমানের নিকট হতে মাল ক্রয় ৫,০০০ টাকা কারবারি বাট্টা ১৫%, উক্ত মালের মূল্য ৭০% নগদে ও ৩০% চেক মারফত পরিশোধ করা হলো।
- ২৭ পুরাতন আসবাবপত্র বিক্রয় করে ১,২০০ টাকার একখানি চেক প্রিয়ার নিকট হতে পাওয়া গেল এবং চেকখানি তখনই ব্যাংকে জমা দেওয়া হলো।
- ২৮ বিক্রুর নিকট হতে নগদ ৩,২০০ টাকা এবং ১,৮০০ টাকার একখানি চেক পাওয়া গেল। এ প্রেক্ষিতে তাকে ২০০ টাকা বাট্টা মঞ্জুর করা হলো।
- ৩০ ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরকৃত সুদ ৩৬০ টাকা এবং ধার্যকৃত চার্জ ৮৫ টাকা।
- ৩১ নগদ তহবিল ৩,৩০০ টাকা হাতে রেখে অবশিষ্ট টাকা ব্যাংকে জমা দেয়া হলো।

উত্তরঃ হাতে নগদ টাকা; ব্যাংক জমার উদ্ধৃত ৫,৬৮৫ টাকা।

১১। পলাশের ১ লা ডিসেম্বর ২০১৩ সালে হাতে নগদ ১৮,০০০ টাকা ও ব্যাংক জমার ট্রেজিট ব্যালেন্স ১৬,৫০০ টাকা ছিলো। ঐ মাসে তার অন্যান্য সেনসেনগুলো নিম্নে প্রদত্ত হলো:

২০১৩

- ডিসে.-২ নগদ বিক্রয় ২৭,০০০ টাকা। বিক্রয়লব্ধ অর্ধের ১/৩ অংশ ব্যাংকে জমা দেওয়া হলো।
- ৫ জনাব সাদমানের পাওনা ৪,০০০ টাকা ১০% বাট্টার অর্ধেক নগদে ও অর্ধেক চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করা হলো।
- ৬ ব্যাংক জমা দেওয়া হলো ৬,০০০ টাকা।

- ৭ ৪% ব্যাটায় ১৭,০০০ টাকার ৮,৫০০ টাকা নগদে এবং অবশিষ্ট টাকার একটি চেক পাওয়া গেল। চেকটি ঐ দিনই ব্যাংকে জমা দেওয়া হলো।
- ১০ নগদে আসবাবপত্র ক্রয় ৩,৫০০ টাকা।
- ১১ নোটের মাধ্যমে পণ্য ক্রয় ৯,০০০ টাকা।
- ১৩ কর্মচারীর বেতন দেওয়া হলো চেকের মাধ্যমে ৩,৬০০ টাকা।
- ১৫ আমাদের স্বীকৃত ৮,০০০ টাকার প্রাপ্য নোট পরিশোধের জন্য ব্যাংকের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হলো।
- ২০ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ১,৩০০ টাকা কারবার থেকে এবং কারবারের প্রয়োজনে ২,৭০০ টাকা ব্যাংক থেকে উঠানো হলো।
- ২৫ ১০% ব্যাটায় ১২,০০০ টাকার পণ্য ক্রয় করা হলো।
- ২৮ আমাদের সেনা ৭,০০০ টাকা ৮% ব্যাটায় চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করা হলো।
- ৩০ ব্যাংক সুদ প্রদান করল ৫৭০ টাকা, পঞ্চাশের চার্জ কেটে নিল ৪৬০ টাকা।
- ৩১ সমাপনী হাতে নগদের তিন চতুর্থাংশ টাকা ব্যাংকে জমা দেওয়া হলো।

উত্তর: হাতে নগদ ৫,৯৫০ টাকা; ব্যাংক জমাতিরিক্ত ১৫,২০০ টাকা।

১২। মেসার্স অলিন এর নিম্নলিখিত লেনদেনগুলো হতে একখানা তিনঘরা নগদান বই প্রস্তুত কর:

২০১৩

- জানু-১ হাতে নগদ ৯,০০০ টাকা, ব্যাংক উদ্বৃত্ত ৮,০০০ টাকা।
- ১ ৭,৩০০ টাকার পণ্য ৭,০০০ টাকায় ক্রয় করা হল।
- ৪ শওকতের নিকট ১০,৫০০ টাকার পণ্য ৫০০ টাকা ব্যাটায় নগদে বিক্রয় করা হল।
- ৫ নভাংশ নগদে পাওয়া গেল ৫০০ টাকা।
- ৭ শফির নিকট ৫,০০০ টাকা পাওয়ার পূর্ণ নিষ্পত্তিতে ৫% ব্যাটায় নগদ ৩,০০০ টাকা এবং অবশিষ্ট টাকা চেকে পাওয়া গেল।
- ৯ একজন অফিস কর্মচারীর বেতন ২,০০০ টাকা মালিক নিজস্ব তহবিল হতে পরিশোধ করল।
- ১০ নবীর কাছ থেকে নগদ প্রাপ্তি ৯,০০০ টাকা। নগদ ব্যাট ১০%।
- ১৪ নগদ বিক্রয় ১০,০০০ টাকা যার উপর ১৫% ভ্যাট আদায় এবং সরকারি কোথাগারে জমাদান।
- ১৫ জনাব সৌরভ হতে ২,০০০ টাকা ঋণ নেয়া হল।
- ১৭ পূর্বে অবশোধপনকৃত অমদারী পাওনা আদায় হল ১,০০০ টাকা।
- ২০ আসিফ আজাদ সঙ্গকে ১,৩৭৫ টাকার একখানি চেক দেয়া হল এবং তাদের নিকট হতে এ প্রেক্ষিতে ২৫ টাকা ব্যাট পাওয়া গেল।
- ২০ নাজমা স্টোর্স এর নিকট হতে ৫৮০ টাকা পাওয়া গেল এবং এ প্রেক্ষিতে ব্যাট মঞ্জুর করা হল ২০ টাকা।
- ২৫ ১০% সরকারি সিকিউরিটি ক্রয় করা হল ৮,০০০ টাকা।
- ২৫ গাজী ট্রেডার্স এর নিকট হতে ৫,০০০ টাকার পণ্য ৫% ব্যাটায় নগদে ক্রয় করা হল।
- ২৫ বেতন ও মজুরি বণাক্রমে ১,০০০ ও ৬০০ টাকা নগদে ও চেকে প্রদান করা হল।
- ৩০ ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরকৃত সুদ ৩০০ টাকা এবং ধার্যকৃত চার্জ ২০০ টাকা।
- ৩১ নগদ উদ্বৃত্তের অর্ধেক ব্যাংকে জমা দাও।

১৩। ২০১৩ সালের ১ এপ্রিল বেবীর হাতে নগদ ৭৫,৬০০ টাকা ও ২৬,৪০০ টাকা ব্যাংক জমার ত্রেজিট ব্যালেন্স ছিল। উল্লিখিত মাসে তার অন্যান্য লেনদেনগুলো নিম্নরূপ:

২০১৩

- এপ্রিল-২ ২০,০০০ টাকার পণ্ড ৫% বাটার ত্রয় করে ১২,০০০ টাকা নগদে ও ৬,০০০ টাকা চেকে প্রদান করা হলো।
- ৩ ১,৭০০ টাকার ঘরা একটি বৈদ্যুতিক পাখা ত্রয় করে ৯০ টাকা ঘরা তা অফিসে লাগানো হলো।
- ৪ ৩৭,০০০ টাকার পণ্য ১০% বাটার বিক্রয় করে ১৮,০০০ টাকা নগদে ৭,০০০ টাকার প্রাপ্য নোট এবং অবশিষ্ট টাকার একটি চেক পাওয়া গেল।
- ৫ ২ তারিখে প্রদত্ত চেকটি ব্যাংক কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হলো।
- ৬ নগদ ও চেকে ২১,০০০ টাকা ও ৭,০০০ টাকার একটি প্রাপ্য নোট আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমা দেয়া হলো।
- ৭ প্রারম্ভিক ব্যাংক জমাতিরিক্তের এক পঞ্চমাংশ ব্যাংকে জমা দেয়া হলো।
- ৮ ব্যাংক কর্তৃক জমিন বিমার প্রিমিয়াম ২,৩০০ টাকা প্রদান করা হলো।
- ৯ বিনার নিকট হতে ৮,৫০০ টাকা পাওয়ার পরিবর্তে ৬,৫০০ টাকা নগদে এবং ২,০০০ টাকার একটি চেক পেয়ে আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমা দেয়া হলো।
- ১০ কর্মচারী নাহিমকে অফিসের প্রয়োজনে ৩,২০০ টাকার চেক উত্তোলন করতে দেয়া হলো।
- ১১ ৬ তারিখের জমাকৃত প্রাপ্য নোটটি প্রত্যাখ্যাত হলো।
- ১২ বাড়ি বাড়ি খবদ ৬,৭০০ টাকার প্রদান করা হলো। (১/৩ অংশ মালিকের বাড়ির ভাড়া বাসস্থানের জন্য কবজত)
- ১৫ জমাদারী পাওনা ধার্য করা হলো ১,২০০ টাকা।
- ১৭ জনাব সাহেলের নিকট ৩০,০০০ টাকার পণ্য বিক্রয় করা হলো।
- ২০ অবশিষ্টের নিকট হতে ২৩,০০০ টাকা পাওয়ার পরিবর্তে ২২,৫০০ টাকার চেক পেয়ে তখনই বাপির ২৪,০০০ টাকা পাওয়ার নিষ্পত্তিতে প্রদান করা হলো।
- ২১ ব্যাংকের মাধ্যমে শেয়ার ত্রয় করা হলো ৯,০০০ টাকা।
- ২৩ রাপ্তি অ্যান্ড সলারের নিকট হতে পণ্য ত্রয় ১১,০০০ টাকা।
- ২৫ পণ্য ত্রয় ধারে ৬,০০০ টাকা, পরিবহন খরচ দেয়া হলো ৭০০ টাকা।
- ২৮ বিজ্ঞপন বাবদ ৮,০০ টাকা নগদে এবং বেতন বাবদ ৪,৩০০ টাকার চেক দেয়া হলো।
- ২৯ রাজিবেবের নিকট ৬,০০০ টাকা পাওয়ার ৫,৬০০ টাকা সরাসরি ব্যাংকে জমা দিল এবং অবশিষ্ট টাকা কৃষ্ণণ হিসাবে ধার্য করা হলো।
- ৩০ জমাতিরিক্ত উত্তোলনের উপর ব্যাংক ৫৫০ টাকা সুদ চার্জ করল।
- ৩১ হাতে নগদ উত্তরের ১/২ অংশ ব্যাংকে জমা দেয়া হলো।

উত্তর: হাতে নগদ ৩০,৫৩০ টাকা; ব্যাংক জমার উত্তর ১৩,১৩০ টাকা।

১৪। মাসুদ হোসেন অগ্রদত্ত পদ্ধতিতে খুচরা নগদান বই সংরক্ষণ করেন। এ অগ্রদত্ত টাকার পরিমাণ ৬০০ টাকা নির্ধারিত হয়েছে। ২০১৩ সালের এপ্রিল মাসে এ ব্যবসায়ের মোট খুচরা খরচের পরিমাণ ৪০০ টাকা। মে মাসে কারবারে সম্পাদিত নিম্নোক্ত লেনদেনের সাহায্যে একটি খুচরা নগদান বই প্রস্তুত কর।

২০১৩

- মে-১ টেলিফোন খরচ প্রদান ২০ টাকা
সরবরাহ দ্রব্যাদি ত্রয় ১৫ টাকা
কাপড় ত্রয় ১২ টাকা
ডাকটিকেট ত্রয় ৩০ টাকা

- ৫ অলম্পিন জ্বর ১৫ টাকা
রিকসা ভাড়া প্রদান ১৫ টাকা
কার্বন পেপার জ্বর ১৮ টাকা
পিয়নকে বক্শিস ১৭ টাকা
- ১০ কালি জ্বর ১৮ টাকা
বাসভাড়া প্রদান ১৭ টাকা
নাগা বাবদ খরচ ১৫ টাকা
- ২০ ডাকটিকেট জ্বর ১৪ টাকা
অফিস পরিচ্ছন্ন খরচ ২১ টাকা
কার্বন পেপার জ্বর ১৮ টাকা
রিকসা ভাড়া প্রদান ১০ টাকা
- ৩০ ট্যান্ডি ভাড়া প্রদান ৪০ টাকা
ডাকটিকেট জ্বর বাবদ প্রদান ২০ টাকা
বলপেন ও পেনসিল জ্বর ১০ টাকা
চা নাগা বাবদ খরচ ২০ টাকা

১৫। শামীম আহসান অর্থদণ্ড পদ্ধতিতে খুচরা নগদান বই সংরক্ষণ করেন। এ অর্থদণ্ড টাকার পরিমাণ ৪০০ টাকা।
আগস্ট মাসের নিম্নলিখিত লেনদেনগুলো হতে একটি খুচরা নগদান বই প্রস্তুত কর:

২০১৩

- আগস্ট-১ অর্থদণ্ড টাকার সমতা বিধানের জন্য প্রধান কাশিয়ারের নিকট হতে ৪০০ টাকার একটি চেক প্রাপ্তি।
- ২ কাগজ জ্বর ১৪ টাকা।
কার্বন পেপার জ্বর ৭ টাকা।
কালি ও পেনসিল জ্বর ২১ টাকা।
 - ৫ বাতায়নাত খরচ প্রদান ১৮ টাকা, বহন খরচ ৭ টাকা।
 - ৮ কুলি খরচ ৮ টাকা।
চা নাগা বাবদ অপায়ন ১৭ টাকা।
পার্শ্বের প্রেরণ ১৭ টাকা।
 - ১০ অপায়ন খরচ প্রদান ১৬ টাকা।
অফিস পরিচ্ছন্ন বাবদ মাগিকে বক্শিস প্রদান ১০ টাকা।
 - ১৯ কাগজ জ্বর ৩০ টাকা।
পেপার ওয়েটার জ্বর ৪০ টাকা।
প্যাকিং খরচ প্রদান ১০ টাকা।
কুলির মজুরি প্রদান ১২ টাকা।
 - ৩০ ডাক খরচ ৩০ টাকা।
টেলিফোন খরচ ১৫ টাকা।
বহন খরচ প্রদান ৭ টাকা।
অফিসের পরিচ্ছন্ন বাবদ ব্যয় ৮ টাকা।

১৬। জাফর ট্রেডার্স অফদন্ত পদ্ধতিতে খুচরা নগদান বই সংরক্ষণ করেন। অফদন্ত টাকার পরিমাণ ৮০০ টাকা। ২০১৩ সালের মে মাসে মোট খুচরা খরচের পরিমাণ ছিল ৬৪৫ টাকা। জুন মাসে উক্ত প্রতিষ্ঠানের খুচরা খরচ সম্পর্কিত তথ্যাবলি নিম্নরূপ:

- জুন-১ প্রধান কাশিয়ারের নিকট হতে অফদন্ত টাকা প্ররণের জন্য চেক প্রাপ্তি।
 ২ সরবরাহ ক্রয় ২৫ টাকা; টেলিগ্রাম বাবদ প্রদান ৪০ টাকা।
 ৫ প্যাকিং সামগ্রী ক্রয় ৬০ টাকা; পিছলকে বকশিস প্রদান ২৫ টাকা।
 ৮ অফিসের জন্য একটি টেবিল ক্রয় ৩০০ টাকা।
 ১২ ডাক টিকেট ক্রয় ১২ টাকা; রিক্সা ভাড়া প্রদান ১৫ টাকা।
 ২০ অফিসের জন্য একটি ঘড়ি ক্রয় ১২০ টাকা; ভিজা প্রদান ৫ টাকা।
 ৩০ কাগজ ক্রয় ৮২ টাকা; বাস ভাড়া প্রদান ১৮ টাকা।

উপরিউক্ত তথ্যাবলি হতে জুন মাসের জন্য জাফর ট্রেডার্সের একবাণি খুচরা নগদান বই তৈরি কর।

ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী (অনুশীলনী)

- ১। ২০১৩ সালের ৩০ জুন তারিখে নিম্নলিখিত তথ্যাবলি হতে মি. অরফের একটি ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী তৈরি কর:
- (ক) নগদান বই মোতাবেক ব্যাংক জমা ২৭,০০০ টাকা এবং ব্যাংক বিবরণী মোতাবেক ব্যাংক জমা ২৯,৩৫০ টাকা।
 (খ) ২৫০ টাকা; ১,০০০ টাকা; ৭০০ টাকা; ২,০০০ টাকার চারখানা ইস্যুকৃত চেক ২০১৩ সালের ৩০ জুন তারিখের মধ্যে নগদান লিপিবদ্ধ হয়নি।
 (গ) ব্যাংক কর্তৃক ১,২০০ টাকা বিনিয়োগের সুদ বাবদ আদায় হয়েছিল; কিন্তু ২০১৩ সালের ৩০ জুন তারিখের নগদান বইতে লিপিবদ্ধ হয়নি।
 (ঘ) গৃহ নির্মাণ ক্ষেত্রে কিস্তি বাবদ ১,৫০০ টাকা ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত হয়; কিন্তু নগদান বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি।
 (ঙ) পাঞ্জা টাকা সরাসরি ব্যাংক হিসাবে জমা হয় ২,০০০ টাকা যা নগদান বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি।
 (চ) ব্যাংক ৪৫০ টাকা সুদ বাবদ মজুর করে এবং কমিশন বাবদ ৩৫০ টাকা ধার্য করে; কিন্তু কোনটিই নগদান বইতে লিপিবদ্ধ হয়নি।
 (ছ) ব্যাংক প্রাপ্য নোটের টাকা আদায় করেছে ৪,৫০০ টাকা কিন্তু নগদান বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি।

উত্তর: প্রকৃত ব্যাংক জমা ২৯,৩৫০ টাকা।

- ২। নিম্নের তথ্যাবলির ভিত্তিতে পারুল অ্যান্ড সন্সের ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত কর:

- নগদান বই মোতাবেক ব্যাংক জমার উত্তর (৩১-১-২০১৩) ৩০,০০০ টাকা এবং ব্যাংক বিবরণী মোতাবেক ব্যাংক জমা ২৬,৭০০ টাকা।
- আদায়ের জন্য ২,০০০ টাকার একবাণি চেক ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়েছে যা জুলাবশত নগদানভুক্ত হয়নি।
- ২,০০০ টাকার একখানি প্রাপ্য নোট আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু নগদান বইতে জুলাবশত ২০০ টাকার লিপিবদ্ধ হয়েছে।
- আদায়ের জন্য ২,০০০ টাকার একবাণি প্রাপ্য নোট জমা দেওয়া হয়েছে কিন্তু তা ব্যাংক কর্তৃক আদায় হয়নি।
- ৩,০০০ টাকা, ২,০০০ এবং ১,০০০ টাকার তিনখানা চেক ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু প্রথম ২ খানা চেক প্রত্যাখ্যাত হয়েছে যা নগদানভুক্তকরণ জুলাবশত বাদ পড়ে গেছে।

৬. ৩,১০০ টাকার একখানি প্রাপ্য নোট আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়েছিল কিন্তু ইহা ভুলবশত নগদান বহিতে ৩,০০০ টাকার লিপিবদ্ধ হয়েছে।
৭. ব্যাংক ১,২০০ টাকার একখানা প্রাপ্য নোট আদায় করেছে, কিন্তু তা ৪ ফেব্রুয়ারিতে জ্ঞানানো হয়েছে।
৮. ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধিত চেক ১,৫০০ টাকা যা ভুলবশত নগদান বইতে লেখা হয়নি।
৯. ব্যাংক ১,২০০ টাকার প্রদেয় নোট পরিশোধ করেছে কিন্তু নগদান বইতে তা লিপিবদ্ধ হয়নি।
১০. আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমাকৃত চেক ২০০ টাকা যা ভুলবশত নগদানভুক্ত হয়নি।
১১. আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমাকৃত ২ খানা প্রাপ্য নোট প্রতিটি ৫০০ টাকা করে যা ভুলবশত নগদান বইতে লেখা হয়নি।
১২. ব্যাংক সরাসরি পাওনাদার মি. সিহাবকে পরিশোধ করেছে ১,০০০ টাকা যা নগদানভুক্ত হয়নি।
১৩. ব্যাংক ১,৫০০ ও ৫০০ টাকার ২টি নোটের টাকা পরিশোধ করেছে, কিন্তু ভুলবশত ১ম নোটের টাকা নগদানভুক্ত হয়নি।
১৪. ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরকৃত সুদ ২০০ টাকা যা নগদানভুক্ত হয়নি।

উত্তর : প্রকৃত ব্যাংক জমা ২৮,৯০০ টাকা।

৩। নিম্নের তথ্যাবলীর ভিত্তিতে প্রাপ্য কোম্পানির একখানা ব্যাংকে সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত কর:

১. নগদান বই অনুযায়ী ব্যাংক জমাতিরিক্তের পরিমাণ (৩১.০৭.২০১৩) ১২,০০০ টাকা এবং ব্যাংক বিবরণী মোতাবেক ব্যাংক জমাতিরিক্ত ৫,৮০০ টাকা।
২. চেক কাটা হয়েছে কিন্তু ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে ব্যাংক হতে ভান্সানো হয়নি ১,০০০ টাকা।
৩. প্রাপ্য টাকা সরাসরি ব্যাংকে জমা দান ৪,০০০ টাকা নগদানভুক্ত হয়নি।
৪. ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যাংক হতে উত্তোলন যা নগদানভুক্ত হয়নি ২,০০০ টাকা।
৫. ইস্যুকৃত ১,২০০ টাকার প্রদেয় নোট এখনও পরিশোধের জন্য ব্যাংকে উপস্থাপিত হয়নি।
৬. ১,৫০০ টাকার একটি চেক ব্যাংকে আদায়ের জন্য জমা দেওয়া হয়েছে কিন্তু তা নগদান বইতে লেখা হয়নি।
৭. ব্যাংক লভ্যাংশ বাবদ ৫০০ টাকা আদায় করে হিসাবকে ক্রেডিট করেছে কিন্তু নগদান বইতে লেখা হয়নি।
৮. ৩০০ টাকা বিনিয়োগের সুদ ব্যাংক কর্তৃক আদায় হয়েছে কিন্তু নগদান বহিতে লিপিবদ্ধ হয়নি।
৯. কমিশন বাবদ ব্যাংক কর্তৃক ধার্যকৃত চার্জ ১০০ টাকা নগদান বইতে লিপিবদ্ধ হয়নি।
১০. ব্যাংক কর্তৃক মালিকের জীবন বীমা প্রিমিয়াম প্রদান ২০০ টাকা যা নগদান বইতে লেখা হয়নি।

উত্তর : প্রকৃত ব্যাংক জমাতিরিক্ত ৮,০০০ টাকা।

৪। নিম্নলিখিত তথ্যাবলি অবলম্বন করে ২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে মেসার্স টেক্সটাইল কোং এর ব্যাংকের সমন্বয় বিবরণী তৈরি কর

- (ক) ২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে নগদান বই মোতাবেক ব্যাংক জমাতিরিক্ত ১০,৫০০ টাকা এবং ব্যাংক বিবরণী মোতাবেক ব্যাংক জমাতিরিক্ত ২,৫০০ টাকা।
- (খ) প্রদেয় হিসাবের জন্য মোট ১৮,২০০ টাকার ৪ খানি চেক ইস্যু করা হয়েছিল তার মধ্যে মাত্র ১২,২০০ টাকার দুইটি চেক ২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধিত হয়েছে।
- (গ) আদায়ের জন্য ইতোমধ্যে ব্যাংকে জমাকৃত ৩,০০০ টাকার একখানি চেক ২৬ ডিসেম্বর, ২০১৩ তারিখে প্রত্যাহৃত হয়েছে কিন্তু ইহা নগদান বইতে হিসাবভুক্ত হয়নি।
- (ঘ) ২,৫০০ টাকার একখানি প্রাপ্য নোট ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৩ তারিখে ২,২০০ টাকার ব্যাটা করা হয়েছে কিন্তু উক্ত নোটের সম্পূর্ণ টাকা দ্বারা নগদান বইতে এন্ট্রি করা হয়েছে।
- (ঙ) ১,৮০০ টাকার একখানি চেক আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমা দেয়া হয়েছে, কিন্তু নগদান বইতে লিপিবদ্ধ বাদ পড়েছে।
- (চ) প্রাপ্য হিসাবের মধ্যে একজনের নিকট হতে ৩,৮০০ টাকা ব্যাংক কর্তৃক সরাসরি আদায় হয়েছে কিন্তু নগদান বইতে লিপিবদ্ধ বাদ পড়েছে।
- (ছ) ব্যাংক কর্তৃক ৩০০ টাকা ব্যাংক জমাতিরিক্তের সুদ ধার্য করা হয়েছে কিন্তু নগদান বইতে লিপিবদ্ধ হয়নি।

উত্তর : প্রকৃত ব্যাংক জমাতিরিক্ত ৮,৫০০ টাকা।

- ৫। নিম্নলিখিত সেনসেন হতে ২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে রীতি ট্রেন্ডার্স এর ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত কর।
- ব্যাংক বিবরণী অনুযায়ী ব্যাংক জমার উদ্ধৃত ৪০,৫০০ টাকা এবং নগদান বই মোতাবেক ব্যাংক জমা ৩৬,৫০০ টাকা।
 - প্রদেয় হিসাবের জন্য ইস্যুকৃত মোট ৫০,০০০ টাকার পাঁচখানা চেকের মধ্যে মাত্র ৩০,০০০ টাকার দু'খানা চেক ২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখ পর্যন্ত ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধিত হইয়াছে।
 - প্রাপ্য হিসাবের বিপরীতে প্রাপ্ত মোট ৮০,০০০ টাকার চারখানা চেক আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমা দেওয়া হয় কিন্তু তন্মধ্যে মাত্র ৬০,০০০ টাকার দু'খানা চেক ৩১ ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে ব্যাংক কর্তৃক আদায় হয়েছে।
 - মাসিক তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ২০ ডিসেম্বর তারিখে ৮,০০০ টাকা ব্যাংক হতে উত্তোলন করেছে; কিন্তু তা এখনও নগদান বইতে লিপিবদ্ধ হয়নি।
 - ২০১৩ সালের ২৮ ডিসেম্বর তারিখে ৭,০০০ টাকার একখানা প্রদেয় নোট ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধিত হয়েছে কিন্তু তা নগদান বইতে লিপিবদ্ধ হয়নি।
 - আদায়ের জন্য ১০,০০০ টাকার একখানা চেক ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়েছে কিন্তু ব্যাংক তা আদায় করতে পারেনি এবং ২০১৩ সালের ২১ ডিসেম্বর তারিখে ১৫,০০০ টাকার একখানা চেক আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়েছে; কিন্তু তা নগদান বইতে লিপিবদ্ধকরণ বাদ পড়ে গেছে।
 - বিনিয়োগের সুদ ৭,৫০০ টাকা এবং একখানা প্রাপ্য নোট বাবদ ৫,০০০ টাকা ব্যাংক কর্তৃক সরাসরি আদায় হয়েছে; কিন্তু এগুলো নগদান বইতে লিপিবদ্ধ হয়নি।
 - ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত সুদ ২,০০০ টাকা এবং কমিশন বাবদ ধার্যকৃত চার্জ ৫০০ টাকা নগদান বইতে লিপিবদ্ধ হয়নি।

উত্তর : প্রকৃত ব্যাংক জমা ৫০,৫০০ টাকা।

- ৬। নিম্নোক্ত তথ্যের ভিত্তিতে একটি ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী তৈরি কর :

- ব্যাংক বিবরণী অনুযায়ী ব্যাংক জমাতিরিক্ত ১৭,০০০ টাকা এবং নগদান বই মোতাবেক ব্যাংক জমাতিরিক্ত ১৮,২০০ টাকা।
- ইস্যুকৃত মোট ১০,০০০ টাকার তিনখানা চেকের মধ্যে ২,৮০০ টাকার একটি এখনও ব্যাংকে উপস্থাপিত হয় নাই।
- ডিসেম্বর মাসে ব্যাংক প্রদেয় নোট ১,০০০ টাকা এবং বিমা সেলার্সি ৩০০ টাকা পরিশোধ করে যা নগদানভুক্ত হয়নি।
- ৪,০০০ টাকা, ৩,৫০০ টাকা এবং ৩,০০০ টাকার তিনটি চেক ২০১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ব্যাংকে জমা দেয়া হয়। প্রথম দুটি চেকের টাকা উক্ত মাসে আদায় হয়েছে।
- ব্যাংক ৫,৩০০ টাকার নোট আদায় করে কিন্তু নগদান বইতে লিপিবদ্ধ হয়নি।
- ৫০০ টাকার একটি চেক নগদান বইতে দুবার ডেবিট করা হয়।
- ৫,০০০ টাকার প্রাপ্য নোট ব্যাংক হতে ৪,৮০০ টাকায় বাট্টা করে নগদান বইতে সম্পূর্ণ মূল্যে জেমিট করা হয়।
- ব্যাংক জমাতিরিক্তের সুদ ৩০০ টাকা এবং ধার্যকৃত কমিশন ১০০ টাকা নগদান বইতে লিপিবদ্ধ হয়নি।
- ১,৫০০ টাকার একটি চেক ব্যাংক হতে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফেরত আসে কিন্তু নগদান বইতে লিপিবদ্ধ হয়নি।

উত্তর : প্রকৃত ব্যাংক জমা ১৬,৯০০ টাকা।

- ৭। ২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে নিম্নলিখিত তথ্যাবলীর সাহায্যে রেকার হিসাব বইতে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত কর:

- ৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখ ব্যাংক বিবরণী অনুযায়ী ব্যাংক জমার উদ্ধৃত (ড্রেডিট) ১০,৮০০ টাকা এবং নগদান বইয়ের ডেবিট ক্রের ৫১,১০০ টাকা।
- প্রদেয় হিসাব জন্য ইস্যুকৃত মোট ৫০,০০০ টাকার পাঁচখানা চেকের মধ্যে ৩০,০০০ টাকার মাত্র দু'খানা চেক ব্যাংকে উপস্থাপিত হয়েছে।
- ১০,০০০ টাকার একখানা প্রাপ্য নোট ব্যাংকে ৯,৭০০ টাকায় বাট্টা করা হয়; কিন্তু নগদান বইতে বিলটির পূর্ণমূল্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।
- ৭,৫০০ টাকার একখানা প্রদেয় নোট ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধিত হয়েছে। কিন্তু ইহা নগদান বইতে লেখা হয়নি।

৫. প্রাপ্য টাকার জন্য প্রাপ্ত মোট ৮০,০০০ টাকার তিনখানা চেক আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমা দেয়া হয়েছে; কিন্তু তন্মধ্যে ৩০,০০০ টাকার মাত্র একখানা চেক ৩১ ডিসেম্বর পূর্বে ব্যাংক কর্তৃক আদায় হয়েছে।
৬. মালিক তার নিজ প্রয়োজনে ব্যাংক হতে ৩,০০০ টাকা উত্তোলন করেছে; কিন্তু ইহা নগদান বইতে লেখা হয়নি।
৭. ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত সুদ ১,২০০ টাকা এবং কমিশন বাবদ ধার্যকৃত চার্জ ৭০০ টাকা নগদান বইতে লেখা হয়নি।

উত্তর : প্রকৃত ব্যাংক জমার পরিমাণ ৪০,৮০০ টাকা।

৮। নিম্নলিখিত তথ্যাবলি অকলম্বন করে ২০০৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে রহমান অ্যান্ড কোং-এর ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী পত্র তৈরি কর:

- (ক) ২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে নগদান বই মোতাবেক ব্যাংক জমার উদ্ভূত ছিল ২৪,৫০০ টাকা এবং ব্যাংক বিবরণী মোতাবেক ব্যাংক জমা ১৫,০০০ টাকা।
- (খ) প্রদেয় হিসাবের বিপরীতে ইস্যুকৃত মোট ২০,০০০ টাকার পাঁচখানা চেকের মধ্যে কেবলমাত্র ৯,০০০ টাকার দু'খানা চেক ৩১ ডিসেম্বর তারিখ পর্যন্ত ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধিত হয়েছে।
- (গ) আদায়ের জন্য ইতোপূর্বে ব্যাংকে জমাকৃত ২,৫০০ টাকার একখানা চেক প্রত্যাহার করে ফিরে এসেছে, কিন্তু ৩১ ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে তা নগদান বইতে হিসাবভুক্ত হয় নি।
- (ঘ) ৫,৫০০ টাকার একখানা প্রাপ্য নোট ব্যাংক কর্তৃক সরাসরি আদায় হয়েছে, কিন্তু ৩১ ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে তা নগদান বইতে লিপিবদ্ধ হয়নি।
- (ঙ) প্রাপ্য হিসাবের বিপরীতে প্রাপ্ত মোট ৩২,৫০০ টাকার ছয়খানা চেক আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমা দেয়া হয়েছে, কিন্তু তন্মধ্যে মাত্র ১৫,০০০ টাকার তিনখানা চেক ৩১ ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে আদায় হয়েছে।
- (চ) মালিক তাঁর নিজ প্রয়োজনে ২০ ডিসেম্বর তারিখে ৬,০০০ টাকা ব্যাংক হতে উত্তোলন করেছেন, কিন্তু ৩১ ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে তা নগদান বইতে লিপিবদ্ধ হয় নি।

উত্তর : প্রকৃত ব্যাংক জমার পরিমাণ ২১,৫০০ টাকা।

৯। শাপলা ব্রাদার্স, চাঁদপুর-এর নিম্নলিখিত তথ্যাবলী হতে ২০১৩ সনের ৩০ জুন তারিখে একটি ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত কর:

- (ক) নগদান বই অনুসারে ব্যাংক জমার উদ্ভূত ৬,৭২৫ টাকা এবং ব্যাংক বিবরণী মোতাবেক ব্যাংক জমা ৫,৫২৫ টাকা।
- (খ) এই মাসে ৩,০৫০ টাকার চেক ব্যাংকে জমা দেয়া হয় কিন্তু তা আদায় হয়নি।
- (গ) ৩,১০০ টাকার চেক কট হলেও ব্যাংকে তা ভান্সো হয়নি।
- (ঘ) ব্যাংক এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ১,০০০ টাকার প্রাপ্য নোট আদায় করেছে কিন্তু নগদান বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি।
- (ঙ) ব্যাংক এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ২,০০০ টাকার প্রদেয় নোট পরিশোধ করেছে যা নগদান বইতে লিখা হয়নি।
- (চ) ২৮-৬-২০১৩ তারিখে ব্যাংক ৮০০ টাকা লভ্যাংশ আদায় করেছে কিন্তু তা নগদান বইতে লিখা হয়নি।
- (ছ) জুন মাসে ব্যাংক ২০০ টাকা বিনিয়োগের সুদ আদায় করে ক্রেডিট করেছে যা নগদান বইতে লিপিবদ্ধ হয়নি।
- (জ) ব্যাংক চার্জ ১০০ টাকার এবং মঞ্জুরীকৃত সুদ ১৫০ টাকা নগদান বইতে লিখা হয়নি।
- (ঝ) শাপলা ব্রাদার্স নিজ প্রয়োজনে ৮০০ টাকার ব্যাংক হতে উত্তোলন করেছে কিন্তু তা নগদান বইতে লিখা হয়নি।
- (ঞ) ব্যাংক বিবরণী অনুসারে ইতিপূর্বে ব্যাংকে জমাকৃত ৫০০ টাকার চেক প্রত্যাহার করেছে কিন্তু তা নগদান বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি।

উত্তর : প্রকৃত ব্যাংক জমার পরিমাণ ৫,৪৭৫ টাকা।

১০। ২০১৩ সালের ৩০ জুন তারিখে নিম্নলিখিত তথ্যাবলি হতে মিসেস নার্সিস আক্তারের একটি ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী তৈরি কর :

- (১) নগদান বই অনুযায়ী ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত ২৩,৫০০ টাকা এবং ব্যাংক বিবরণী মোতাবেক ব্যাংক জমা ১৬,৬২০ টাকা।
- (২) ৪৫০ টাকা, ১,৫০০ টাকা, ২,০০০ টাকা ও ১,০০০ টাকার চারটি ইস্যুকৃত চেক ২০১৩ সালের ৩০ জুন তারিখের পর পরিশোধের জন্য উপস্থাপন করা হল।
- (৩) ২,৭৫০ টাকা ও ১২,০৫০ টাকার দুটি চেক ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু চেকগুলো ২০১৩ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত আদায় হয়নি।
- (৪) ব্যাংকে পাওয়া টাকার সরাসরি আদায় হয়েছে ৫,৫৭০ টাকা যা নগদান বইতে লিপিবদ্ধ হয় নি।
- (৫) গৃহনির্মাণ খরচের বিভিন্ন বাবদ ৩,৫০০ টাকা ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত হয়, কিন্তু নগদান বইতে লিপিবদ্ধ হয় নি।
- (৬) ব্যাংক সুদ বাবদ ১,৪৫০ টাকা মঞ্জুর করে এবং কমিশন বাবদ ৫৫০ টাকা ধার্য করে যার কোনটাই নগদান বইতে লিপিবদ্ধ হয়নি।

উত্তর : প্রকৃত ব্যাংক জমার পরিমাণ ২৬,৪৭০ টাকা।

১১। নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৩ তারিখে একটি ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী তৈরি কর:

- (ক) ৩১ ডিসেম্বর তারিখে ব্যাংক বিবরণী মোতাবেক ক্রেডিট উদ্বৃত্ত ছিল ৭,১৪০ টাকা এবং নগদান বই মোতাবেক ব্যাংক জমা ১৩,২৪৩ টাকা।
- (খ) ২৫ ডিসেম্বর তারিখে ৩,০০০ টাকা, ২,০০০ টাকা এবং ৫৪৭ টাকার তিনখানি চেক কাটা হয়েছিল কিন্তু ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত আদায় হয় নি।
- (গ) ২৭ ডিসেম্বর তারিখে ২,৪০০ টাকা এবং ৩,৬০০ টাকা এবং ৪,১০০ টাকার তিনখানি চেক আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়েছিল কিন্তু ঐ তারিখে উক্ত চেকগুলো আদায় হয়নি।
- (ঘ) ব্যাংক কর্তৃক সরাসরি প্রাপ্য নোটের অর্থ আদায় ১,০০০ টাকা, যা নগদান বইতে লেখা হয়নি।
- (ঙ) ব্যাংক কর্তৃক প্রদেয় নোটের অর্থ ১,৫০০ টাকা সরাসরি পরিশোধ করা হয়েছে, কিন্তু নগদান বইতে লেখা হয়নি।
- (চ) ব্যাংক চার্জ ২০০ টাকা এবং মঞ্জুরীকৃত সুদ ১৫০ টাকা নগদান বইতে লেখা হয়নি।
- (ছ) ব্যাংক বিমা প্রিমিয়াম পরিশোধ করেছে ১,০০০ টাকা কিন্তু উহা নগদান বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি।

উত্তর : প্রকৃত ব্যাংক জমার পরিমাণ ৯,৮৩০ টাকা।

১২। জন্মাব আহমেদের নগদান বইয়ের ব্যাংক কলামে ৭,২০০ টাকা জমাক্রিয়ক দেখা গেল এবং ব্যাংক বিবরণী মোতাবেক ব্যাংক জমাক্রিয়ক ৯৩৭০ টাকা। হিসাবের বই বিশ্লেষণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো ধরা পড়েছে।

- (ক) একটি চেক ব্যাংকে জমা হয়েছিল কিন্তু অমর্যাদাকৃত ২,০০০ টাকা।
- (খ) একটি চেক ব্যাংকে জমা হয়েছিল কিন্তু হিসাব সম্পাদনের সাত দিন পরে আদায় হয়েছে ৩,২০০ টাকা।
- (গ) একটি চেক ইস্যু হয়েছিল কিন্তু অর্থ গ্রহণের জন্য ব্যাংকে উপস্থাপিত হয়নি ৪,৫০০ টাকা।
- (ঘ) একজন খরিদার সরাসরি ৫,০০০ টাকা ব্যাংকে প্রদান করেছে কিন্তু তা নগদান বইয়ে লিপিবদ্ধ হয়নি ৫,০০০ টাকা।
- (ঙ) ব্যাংক ভুলক্রমে ক্রেডিট করেছে ৩,৫০০ টাকা।
- (চ) একটি নোট বাট্টা করা হয়েছিল কিন্তু তা অমর্যাদা হয়েছে ৫,০০০ টাকা।
- (ছ) ব্যাংক সুদ বাবদ অর্থ করেছে ১১০ টাকা; কমিশন বাবদ ধার্য করেছে ৫২০ টাকা।

উত্তর : প্রকৃত ব্যাংক জমার পরিমাণ ৪,৫৭০ টাকা।

১৩। ২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে রাজা অ্যান্ড সন্স-এর নগদান বইতে ২৫,৫০০ টাকা। ব্যাংক উদ্বৃত্ত দেখা গেল; কিন্তু ঐ একই তারিখে ব্যাংক বিবরণী জের ১৩,৫০০ টাকা। যথারীতি নিরীক্ষা করার পর নিম্নলিখিত গরমিল ধরা পড়ল:

- (১) প্রাপ্য হিসাবের বিপরীতে মোট ১০,৫০০.০০ টাকার পাঁচখানি চেক এবং ৭,০০০.০০ টাকার দুইখানার প্রাপ্য নোট আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমা দেয়া হয়েছে। কিন্তু ইহা ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসে আদায় হয়েছে।
- (২) হিসাবের জন্য মোট ১২,৫০০.০০ টাকার ছয়খানি চেক ইস্যু করা হয়েছে; কিন্তু তন্মধ্যে মাত্র ১০,৫০০.০০ টাকার চার খানি চেক ২০১৩ সালে ৩১ ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে পরিশোধিত হয়েছে।
- (৩) ৩,৫০০.০০ টাকার প্রাপ্য নোট ২৪ ডিসেম্বর তারিখে ৩,৪০০.০০ টাকার বাটা করা হয়েছে; কিন্তু উক্ত বিলের সম্পূর্ণ মূল্য দ্বারা নগদান বইতে এন্ট্রি করা হয়েছে।
- (৪) ৩,০০০.০০ টাকার একখানি চেক আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমা দেয়া হয়েছে; কিন্তু ইহা নগদান বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি।
- (৫) প্রাপ্য হিসাবের বিপরীতে ৪,০০০.০০ টাকা ব্যাংক কর্তৃক সরাসরি আদায় হয়েছে; কিন্তু ইহা ২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে নগদান বইতে লিপিবদ্ধ হয়নি।
- (৬) ২,৫০০ টাকার একখানি প্রদেয় নোট ব্যাংক কর্তৃক সরাসরি পরিশোধিত হয়েছে; কিন্তু ইহা ২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে নগদান বইতে লিপিবদ্ধ হয়নি।
- (৭) ইতোপূর্বে আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমাকৃত ১,০০০.০০ টাকার একখানি চেক প্রত্যাহাত হয়েছে; ২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে নগদান বইতে লিপিবদ্ধ হয়নি।
- (৮) ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরকৃত সুদ ২৫০.০০ টাকা এবং কমিশন বাবদ ধার্যকৃত চার্জ ১৫০.০০ টাকা ২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে নগদান বইতে লিপিবদ্ধ হয়নি।

উক্ত: প্রকৃত ব্যাংক জমার পরিমাণ ২৯,০০০ টাকা।

ভুল সংশোধনী ও রেওয়ামিল (অনুশীলনী)

১। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

মি. বকুলের ২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমান্তর বছরের চূড়ান্ত হিসাব অনিশ্চিত হিসাব দ্বারা মিলানো হয়েছে। পরবর্তীতে অনুসন্ধান করে নিম্নলিখিত ভুলগুলো পাওয়া গেল:

- (ক) বহিষ্করিত বইয়ের যোগফল কম দেখানো হয়েছে ৩০০ টাকা।
- (খ) ৬,০০০ টাকার আসবাবপত্র ক্রয়কে ক্রয় হিসাবে ডেবিট করা হয়েছে।
- (গ) ধারে বিক্রয় ১,৫২০ টাকা ভুলে খরিকারের হিসাবে ১,৩৪০ টাকা দেখানো হয়েছে।
- (ঘ) মজুদ বিবরণীতে সমাপনী মজুদের মূল্য ১৮,০০০ টাকা বেশী দেখানো হয়েছে।

করণীয়:

- ক. নীতিগত ভুলের পরিমাণ নির্ণয় কর।
- খ. ভুল সংশোধনী আবেদা দাখিল দাও।
- গ. অনিশ্চিত হিসাব প্রস্তুত করে চূড়ান্ত হিসাবে অনিশ্চিত হিসাবের জের প্রস্তুত নির্ণয় কর।

২। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

- (ক) মি. রহিমের নিকট হতে ১,৫০০ টাকার পণ্য ক্রয় ভুল করে বিক্রয় বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।
- (খ) অফিসের আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য প্রদত্ত ১,০০০ টাকা অফিস খরচ হিসাবে চার্জ করা হয়েছে।
- (গ) হাসানের বেতন বাবদ প্রদত্ত ৩,০০০ টাকা তার ব্যক্তিগত হিসাবে ডেবিট করা হয়েছে।
- (ঘ) ক্রয় হিসাবে ২০০ টাকা কম দেখানো হয়েছে।
- (ঙ) মালিক কর্তৃক মূলধন সরবরাহ ২,০০০ টাকা যা বিক্রয় হিসাবে ক্রেডিট করা হয়েছে।

করণীয়:

ক. সংশোধনের জন্য আবেদার প্রয়োজন নেই এমন লেনদেনের পরিমাণ নির্ণয় কর।

খ. ভুল সংশোধনী আবেদা দাখিলা দাও।

গ. সংশোধন করার নিট মূল্য কি পরিমাণ ট্রাস বা বৃদ্ধি পাবে তা নির্ণয় কর।

৩। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

(ক) ৭,০০০ টাকার পণ্য জন্য ভুলে বিক্রয় হিসাবে লেখা হয়েছে।

(খ) আসবাবপত্রের মোরামত ৮,০০০ টাকা আসবাবপত্র হিসাবে ডেবিট করা হয়েছে।

(গ) আন্তঃফেরত ১,০০০ টাকা বহিঃফেরত হিসাবে লেখা হয়েছে।

(ঘ) জামাল এর নিকট হতে প্রাপ্ত ৫,৭০০ টাকা কামাল হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

করণীয়:

ক. লেখার ভুলের পরিমাণ নির্ণয় কর।

খ. সংশোধনী আবেদা দাখিলা প্রদান কর।

গ. সংশোধনের ফলে আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে সম্পত্তি পাশে কত টাকা ট্রাস বা বৃদ্ধি পাবে তার পরিমাণ নির্ণয় কর।

৪। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

নিম্নলিখিত ভুলগুলো জনাব রাফফাতের হিসাব বইতে রেওয়ামিল তৈরির পর ধরা পড়ে।

(ক) জন্য বহির যোগফল কম দেখান হয়েছে ২,০০০ টাকা।

(খ) আসবাবপত্র জন্য ৫,০০০ টাকা ঘরা পণ্য জন্য হিসাবকে ডেবিট করা হয়েছে।

(গ) শাইল আয়ত কোং-কে নগদ প্রদত্ত ১,০০০ টাকা তাঁদের হিসাবে ভুলক্রমে ডেবিট করা হয়েছে।

(ঘ) মেশিন মোরামত ব্যয় ১,৫০০ টাকা কলকজা হিসাবে ডেবিট করা হয়েছে।

করণীয়:

ক. রেওয়ামিলে অনিচ্চিত হিসাবের পরিমাণ কত তা নির্ণয় কর।

খ. সংশোধনী আবেদা দাখিলা দাও।

গ. সংশোধনের পর মালিকানা স্বত্বের ট্রাস বা বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ণয় কর।

৫। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

(ক) বিক্রয় ফেরত ২০ টাকা ভুলবশত: দৈনিক জন্য বইতে লিখা হয়েছে;

(খ) কর্মচারী আজমকে বেতন প্রদান করে তার ব্যক্তিগত হিসাবখাত ডেবিট করা হয়েছে ৫০০ টাকা;

(গ) বিক্রয় বহির যোগফল কম লিখা হয়েছে ৪০০ টাকা;

(ঘ) সাল্যামের কাছ থেকে ১,৫০০ টাকা পেয়ে ভুলবশত: শামীমের হিসাবে ক্রেডিট করা হয়েছে।

করণীয়:

ক. পরিপূরক ভুলের পরিমাণ নির্ণয় কর।

খ. সংশোধনী আবেদা দাখিলা দাও।

গ. সংশোধনের পর মোট লাভ কি পরিমাণ ট্রাস বা বৃদ্ধি পাবে তা নির্ণয় কর।

৬। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

(ক) যন্ত্রপাতির মোরামত খরচ ১,৫০০ টাকা যন্ত্রপাতি হিসাবে ডেবিট করা হয়েছে;

(খ) লোকমানের নিকট হতে প্রাপ্ত ১,০০০ টাকা ভুলবশত: শরীফের হিসাবে লেখা হয়েছে;

(গ) ঘরভাড়া প্রদান ৫০০ টাকা হিসাবে লেখা হয়নি।

(ঘ) বিজ্ঞাপন খরচ বাবদ ৩,০০০ টাকা প্রদান করে বিজ্ঞাপন খরচ হিসাবে ৩০০ টাকা ডেবিট করা হয়েছে।

করণীয়:

- ক. বাদ পড়ার তুলের পরিমাণ নির্ণয় কর।
 খ. সংশোধনী জাবেদা দাখিল্য দাও।
 গ. সংশোধনের পর নিট মুনাফার পরিমাণ হ্রাস বা বৃদ্ধি কত হবে তা নির্ণয় কর।

৭। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

- (ক) মালিক কর্তৃক পণ্য উত্তোলন ৫০০ টাকা জ্বলবশত: আরবার খরচ হিসাবে ডেবিট করা হয়েছে।
 (খ) আসোয়ারের নিকট মাগ বিক্রয় করে হিসাবের বইতে লেখা হয়নি ৫,০০০ টাকা।
 (গ) ৩,০০০ টাকার সরবরাহ জনর জ্বলক্রমে সাধারণ খরচ হিসাবে ডেবিট ৩০০ টাকা করা হয়েছে।
 (ঘ) পুরানো আসবাবপত্র বিক্রয় ৬,০০০ টাকা জ্বলবশত: বিক্রয় হিসাবে ক্রেডিট করা হয়েছে।

করণীয়:

- ক. জ্বলগুলোর জন্য রেওয়ামিলে কত টাকা অনিশ্চিত হিসাব হবে তা নির্ণয় কর।
 খ. জ্বল সংশোধনী জাবেদা দাখিল্য দাও।
 গ. জ্বল সংশোধন করার পর প্রত্যেক ব্যয় কি পরিমাণ হ্রাস বা বৃদ্ধি পাবে তা নির্ণয় কর।

প্রাপ্য হিসাবসমূহের হিসাবরক্ষণ (অনুশীলনী)

১। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

২০১০ সালের ১ লা জানুয়ারি তারিখে তুর্নী এন্টারপ্রাইজ-এর অনাদায়ী ও সন্দেহজনক পাওনা সম্বন্ধিত হিসাবের ২,৮০০ টাকা ক্রেডিট ব্যালেন্স ছিল। ঐ বছর অনাদায়ী পাওনার পরিমাণ ২,০০০ টাকা হয়েছিল। ২০১০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে অনাদায়ী পাওনা সমন্বয় সাধন করার পর প্রাপ্য হিসাবের পরিমাণ ৪০,০০০ টাকা হয়। প্রাপ্য হিসাবের উপর ৫% হারে অনাদায়ী ও সন্দেহজনক পাওনা সম্বন্ধিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।
 ২০১১ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখে অনাদায়ী পাওনার পরিমাণ ১,৮০০ টাকায় উপনীত হয়। ঐ তারিখে অনাদায়ী পাওনা ডেবিট করার পর প্রাপ্য হিসাবের পরিমাণ ৩৫,০০০ টাকা হয়েছিল। প্রাপ্য হিসাবের উপর ৫% হারে অনাদায়ী ও সন্দেহজনক পাওনা সম্বন্ধিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।
 ২০১২ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখে প্রাপ্য হিসাবের পরিমাণ ৩০,০০০ টাকা হয়। অবশ্য এ বছরের কোন অনাদায়ী পাওনা ছিল না এবং পরবর্তী বছরের জন্য কোনরূপ অনাদায়ী ও সন্দেহজনক পাওনা সম্বন্ধিত রাখার প্রয়োজন নেই।

করণীয়:

- ক. আয় বিবরণীতে অনাদায়ী পাওনা সম্বন্ধিত কত দেখাতে হবে তা নির্ণয় কর।
 খ. অনাদায়ী পাওনা হিসাব প্রস্তুত কর।
 গ. অনাদায়ী পাওনা সম্বন্ধিত হিসাব প্রস্তুত কর।

২। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

২০১৩ সালের ১লা জানুয়ারি তারিখে সিটি প্রকাশনীর অনাদায়ী ও সন্দেহজনক পাওনা সম্বন্ধিত ৬,০০০ টাকা ছিল। ঐ বছরে অনাদায়ী পাওনার পরিমাণ ছিল ৪৫০০ টাকা। ২০১৩ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখে অনাদায়ী পাওনা ৫,৫০০ টাকা সমন্বয় করার পর প্রাপ্য হিসাবের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯০,০০০ টাকা। সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, প্রাপ্য হিসাবের উপর ৮% অনাদায়ী ও সন্দেহজনক পাওনা সম্বন্ধিত তৈরি করতে হবে।

করণীয়:

- ক. আয় বিবরণীতে অনাদায়ী পাওনা কত টাকা দেখাতে হবে তা নির্ণয় কর।
 খ. প্রয়োজনীয় জাবেদা দাখিল্য দাও।
 গ. অনাদায়ী পাওনা সম্বন্ধিত হিসাব প্রস্তুত কর।

৩। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

২০১০ : ১ যা জানুয়ারি - আনাদারী ও সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতির জের ২,১০০ টাকা।

৩১ ডিসেম্বর প্রকৃত আনাদারী পাওনা হয়েছে ১,১০০ টাকা। প্রাপ্য হিসাবের পরিমাণ ৩৫,০০০ টাকা।

প্রাপ্য হিসাবের উপর ৫% হারে আনাদারী ও সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতির ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৩১ ডিসেম্বর, ২০১১: আনাদারী পাওনা ২,৪০০ টাকা। প্রাপ্য হিসাবের পরিমাণ ৫৫,০০০ টাকা। প্রাপ্য হিসাবের উপর ৬% হারে আনাদারী ও সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতির ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৩১ ডিসেম্বর, ২০১২: আনাদারী পাওনার পরিমাণ ১,৫০০ টাকা। প্রাপ্য হিসাবের পরিমাণ ৬০,০০০ টাকা।

প্রাপ্য হিসাবের উপর ৫% হারে আনাদারী ও সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতির ব্যবস্থা রাখতে হবে।

করণীয়:

ক. প্রত্যেক বছরের নতুন আনাদারী পাওনা সঞ্চিতির পরিমাণ নির্ণয় কর।

খ. আনাদারী পাওনা হিসাব প্রস্তুত কর।

গ. আনাদারী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব প্রস্তুত কর।

৪। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

২০১৩ সালের ১ যা জানুয়ারি তারিখে উচ্চ প্রকাশনীর আনাদারী ও সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতি ৩,০০০ টাকা ছিল।

ঐ বছরে আনাদারী পাওনার পরিমাণ ছিল ৩,৫০০ টাকা। ২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে আনাদারী পাওনা ৪,০০০ টাকার সম্মত করার পর প্রাপ্য হিসাবের পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৫,০০০ টাকা। সিদ্ধান্ত নেয়া হয়,

প্রাপ্য হিসাবের উপর ৬% আনাদারী ও সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতি তৈরি করতে হবে।

করণীয়:

ক. আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে প্রাপ্য হিসাব কত টাকা দেখাতে হবে তা নির্ণয় কর।

খ. আনাদারী পাওনা হিসাব প্রস্তুত কর।

গ. আনাদারী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব প্রস্তুত কর।

৫। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

২০১০ সালের ১ যা জানুয়ারি তারিখে আনাদারী ও সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতির ক্রেডিট জের ছিল ৯,৩০০ টাকা।

ঐ বছরে মোট আনাদারী পাওনার পরিমাণ ২,৬০০ টাকা ছিল। ২০১০ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে প্রাপ্য হিসাবের পরিমাণ ছিল ৫০,০০০ টাকা। প্রাপ্য হিসাবের উপর আনাদারী ও সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতি ৫% হারে বৃদ্ধি করতে হবে।

২০১১ সালে মোট আনাদারী পাওনার পরিমাণ দাঁড়ায় ১,৩০০ টাকা। ঐ বছর শেষে প্রাপ্য হিসাবের পরিমাণ ছিল ৬৫,০০০ টাকা। প্রাপ্য হিসাবের উপর ৫% হারে আনাদারী ও সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতি রাখতে হবে।

২০১২ সালে মোট আনাদারী পাওনার পরিমাণ হয়েছিল ১,৫০০ টাকা এবং বছর শেষে প্রাপ্য হিসাবের পরিমাণ ছিল ৫৬,০০০ টাকা। প্রাপ্য হিসাবের উপর ৬% হারে আনাদারী ও সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতি রাখতে হবে।

করণীয়:

ক. ২০১১ সালের নমুনা আর্থিক অবস্থার বিবরণী দেখাও।

খ. প্রয়োজনীয় জাবেদা দাখিলা দাও।

গ. অবচয় সঞ্চিতি হিসাব প্রস্তুত কর।

কার্যপত্র (উদাহরণ ও সমাধান)

১। নিম্নোক্ত রেওয়ামিলটি জিয়া ট্রেডার্সের হিসাব বই থেকে তিন মাস শেষে ৩১ মার্চ ২০১২ সালে নেওয়া হলো।

জিয়া ট্রেডার্স
রেওয়ামিল
৩১ মার্চ ২০১২

বিবরণ	ডেবিট	ক্রেডিট
মুগদ	১,১৪,০০০	
প্রাপ্য হিসাব	৫৬,২০০	
অফিস সাপ্লাইজ	১০,৫০০	
অগ্রিম বিমা	২৪,০০০	
অফিস যন্ত্রপাতি	৩,০০,০০০	
প্রদেয় নোট		১,০০,০০০
প্রদেয় হিসাব		১,২৩,৫০০
সেবা আয়		১,৩৬,২০০
মূলধন হিসাব		২,০০,০০০
উল্লেখন হিসাব	৬,০০০	
বেতন খরচ	২২,০০০	
ভাড়া খরচ	১২,০০০	
অমূল্য খরচ	১৩,০০০	
বিবিধ ক্ষতি	২,০০০	
মোট	৫,৫৯,৭০০	৫,৫৯,৭০০

অন্যান্য তথ্য:

- অফিস সাপ্লাইজ হাতে আছে ৭,৫০০ টাকা।
- প্রত্যেক চতুর্দিকে অবচয়ের পরিমাণ ৫,০০০ টাকা।
- ৬ মাস মেয়াদী প্রদেয় নোটের উপর ৩,০০০ টাকা, যা বকেয়া আছে ১ জানুয়ারি ইস্যু করা হয়েছে।
- প্রতি মাসে বিমা ১,৫০০ টাকা খরচ হয়।
- সেবা প্রদান করা হয়েছে ৭,৫০০ টাকা, যা ৩১ মার্চ পর্যন্ত বিল দেওয়া হয়নি।

করণীয়:

- উপর্যুক্ত তথ্যের আলোকে সমন্বয় জাবেদা কর।
- চতুর্দিক শেষে কার্যপত্র প্রস্তুত কর।
- সমাপনী জাবেদা প্রস্তুত কর।

সমাধান-১ (ক):

জিয়া ট্রেডার্স
সাধারণ জাবেদা (সমস্বয়)

তারিখ	বিবরণী	সূত্র	ডেবিট	ক্রেডিট
মার্চ-৩১	(ক) সাপ্লাইজ খরচ অফিস সাপ্লাইজ (অফিস সাপ্লাইজ খরচ হিসাবভুক্ত করা হলো)।	ডেবিট ক্রেডিট	৩,০০০	৩,০০০
	(খ) অবচর হিসাব অবচর সঞ্চিতি (যন্ত্রপাতির অবচর হিসাব সমস্বয় করা হলো)।	ডেবিট ক্রেডিট	৫,০০০	৫,০০০
	(গ) সুদ খরচ হিসাব বকেয়া সুদ হিসাব (বকেয়া সুদ হিসাব সমস্বয় করা হলো)।	ডেবিট ক্রেডিট	৩,০০০	৩,০০০
	(ঘ) বিমা খরচ হিসাব অগ্রিম বিমা হিসাব (অগ্রিম বিমা সমস্বয় করা হলো)।	ডেবিট ক্রেডিট	৪,৫০০	৪,৫০০
	(ঙ) প্রাপ্য হিসাব সেবা হতে আয় (ধারে সেবা প্রদান হিসাবভুক্ত করা হলো)।	ডেবিট ক্রেডিট	৭,৫০০	৭,৫০০

সমাধান-১ (খ):

জিয়া ট্রেডার্স
কার্যপত্র
২০১২ সালের ৩১ মার্চ

হিসাবসমূহ	রেওয়ামিল		সমস্বয়		সমস্বিত রেওয়ামিল		আয় বিবরণী		আর্থিক অবস্থার বিবরণী	
	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট
মাল	১,১৪,০০০				১,১৪,০০০				১,১৪,০০০	
প্রাপ্য হিসাব	৫৬,২০০		৭,৫০০		৪৪,৭০০				৪৪,৭০০	
অফিস সাপ্লাইজ	১০,৫০০			৪,০০০	৭,৫০০				৭,৫০০	
অগ্রিম বিমা	২৪,০০০			৪,৫০০	১৭,৫০০				১৭,৫০০	
অফিস যন্ত্রপাতি	৯০০,০০০				৯০০,০০০				৯০০,০০০	
প্রদেয় নোট		১,০০,০০০				১,০০,০০০				১,০০,০০০
প্রদেয় হিসাব		১২৫,০০০				১২৫,০০০				১২৫,০০০
সেবা আয়		১,৪৫,২০০		৭,৫০০		১,৪৫,৭০০		১,৪৫,৭০০		
মূলধন হিসাব		২,০০,০০০				২,০০,০০০				২,০০,০০০

উপোল্লিখিত হিসাব	৪,০০০				৪,০০০			৪,০০০	
বেতন খরচ	২২,০০০				২২,০০০		২২,০০০		
ভাড়া খরচ	১২,০০০				১২,০০০		১২,০০০		
শ্রমণ খরচ	১৩,০০০				১৩,০০০		১৩,০০০		
বিবিধ ক্ষতি	২,০০০				২,০০০		২,০০০		
মোট	৫১,০০০	৫১,০০০							
সাপ্লাইজ খরচ			৫,০০০		৫,০০০		৫,০০০		
অবচয় হিসাব			৫,০০০		৫,০০০		৫,০০০		
অবচয় সঞ্চিত				৫,০০০		৫,০০০			৫,০০০
সুদ খরচ হিসাব			৫,০০০		৫,০০০		৫,০০০		
অন্য সুদ হিসাব				৫,০০০		৫,০০০			৫,০০০
বিমা খরচ হিসাব			৪,৫০০		৪,৫০০		৪,৫০০		
মোট			২৬,০০০	২৬,০০০	৫১,০০০	৫১,০০০			
নিট লাভ							৭৯,০০০		৭৯,০০০
মোট							১৪০,০০০	১৪০,০০০	১৪০,০০০

সমাধান-১ (প):

জিয়া ট্রেডার্স
সাধারণ জাবেদা (সমাপনী দাখিলা)

তারিখ	বিবরণী	সূত্র	জেরিট	জেরিট
৩১ ডিসে.	(ক) সেবা আয়	জেরিট	১,৪৩,৭০০	
	আয় বিবরণী	জেরিট		১,৪৩,৭০০
	(সকল আয় বন্ধ করা হলো)			
৩১ ডিসে.	(খ) আর বিবরণী	জেরিট	৬৪,৫০০	
	বেতন খরচ	জেরিট		২২,০০০
	ভাড়া খরচ	জেরিট		১২,০০০
	শ্রমণ খরচ	জেরিট		১৩,০০০
	বিবিধ ক্ষতি	জেরিট		২,০০০
	সাপ্লাইজ খরচ	জেরিট		৫,০০০
	অবচয় হিসাব	জেরিট		৫,০০০
	সুদ খরচ	জেরিট		৫,০০০
	বিমা খরচ	জেরিট		৪,৫০০
	(সকল খরচের হিসাবগুলো বন্ধ করা হলো)			
৩১ ডিসে.	(গ) মূলধন হিসাব	জেরিট	৬,০০০	
	উপোল্লিখিত হিসাব	জেরিট		৬,০০০
	(উপোল্লিখিত হিসাব বন্ধ করা হলো)			
৩১ ডিসে.	(ঘ) আর বিবরণী	জেরিট	৭৯,২০০	
	মূলধন হিসাব	জেরিট		৭৯,২০০
	(নিট লাভ মূলধন হিসাবে স্থানান্তর করা হলো)			

২। ৩১ ডিসেম্বর ২০১২ সালের সমাপ্ত হিসাব বছর শেষে ফাতেমা ট্রেডার্সের রেওয়ামিল নিম্নরূপ:

ফাতেমা ট্রেডার্স

রেওয়ামিল

৩১ ডিসেম্বর ২০১২

বিবরণ	ডেবিট	ক্রেডিট
নগদ	৫০,০০০	
প্রাপ্য হিসাব	২০,০০০	
সাপ্লাইজ	১০,০০০	
অগ্রিম বিমা	১২,০০০	
প্রাপ্য নোট	১০,০০০	
আসবাবপত্র	৩০,০০০	
অবচর সঞ্চিতি- আসবাবপত্র		৫,০০০
প্রদেয় হিসাব		১৪,০০০
ফাতেমা মূলধন		৬৫,০০০
উল্লেখন- ফাতেমা	১৫,০০০	
সেবা হতে আর		১,০০,০০০
বিজ্ঞাপন খরচ	৪,০০০	
বেতন খরচ	১২,০০০	
ভাড়া খরচ	১০,০০০	
ভ্রমণ ভাতা	৬,০০০	
বিবিধ খরচ	৫,০০০	
মোট	১,৮৪,০০০	১,৮৪,০০০

অন্যান্য তথ্য:

- বছর শেষে সাপ্লাইজ হিসাব দেখাচ্ছে হাতে সাপ্লাইজ এর পরিমাণ ৩,০০০ টাকা।
- অগ্রিম বিমা ২ বছরের জন্য বা ১ জানুয়ারী ২০১২ থেকে শুরু হয়েছে।
- বছর শেষে বেতন বকেয়া হয়েছে কিন্তু পরিশোধ করা হয়নি ৪,০০০ টাকা।
- এই বছরে আসবাবপত্রের অবচর ৩,০০০ টাকা।
- টেলিফোন বিল ডিসেম্বর মাসের জন্য ৪০০ টাকা বকেয়া রয়েছে।

করণীয়:

- উপর্যুক্ত তথ্যের আলোকে সমস্বর জাবেদা কর।
- কার্যপত্র প্রস্তুত কর।
- বিপরীত জাবেদা প্রস্তুত কর।

সমাধান-২ (ক):

ফাতেমা ট্রেডার্স
সাধারণ জারবেদা (সমন্বয়)

তারিখ	বিবরণী	সূত্র	ডেবিট	ক্রেডিট
মার্চ-৩১	(ক) সাপ্লাইজ খরচ সাপ্লাইজ (অফিস সাপ্লাইজ খরচ হিসাবভুক্ত করা হলো)।	ডেবিট ক্রেডিট	৭,০০০	৭,০০০
	(খ) বিমা খরচ হিসাব অগ্রিম বিমা (অগ্রিম বিমা হিসাব সমন্বয় করা হলো)।	ডেবিট ক্রেডিট	৬,০০০	৬,০০০
	(গ) বেতন খরচ হিসাব বকেয়া বেতন হিসাব (বকেয়া বেতন হিসাবভুক্ত করা হলো)।	ডেবিট ক্রেডিট	৪,০০০	৪,০০০
	(ঘ) অবচয় হিসাব অবচয় সম্বন্ধিত (অবচয় হিসাবভুক্ত করা হলো)।	ডেবিট ক্রেডিট	৩,০০০	৩,০০০
	(ঙ) টেলিফোন খরচ হিসাব বকেয়া টেলিফোন খরচ (টেলিফোন খরচ হিসাবভুক্ত করা হলো)।	ডেবিট ক্রেডিট	৪০০	৪০০

সমাধান-২ (খ):

ফাতেমা ট্রেডার্স
কার্যপত্র
২০১২ সালের ৩১ মার্চ

হিসাবসমূহ	রেওয়ামিল		সমন্বয়		সম্বন্ধিত রেওয়ামিল		আয় বিবরণী		আর্থিক অবস্থার বিবরণী	
	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট
মুদ্রা	৫০,০০০				৫০,০০০				৫০,০০০	
প্রাপ্য হিসাব	২০,০০০				২০,০০০				২০,০০০	
সাপ্লাইজ	১০,০০০			৭,০০০	৭,০০০				৭,০০০	
অগ্রিম বিমা	১২,০০০			৬,০০০	৬,০০০				৬,০০০	
প্রাপ্য নোট	১০,০০০				১০,০০০				১০,০০০	
আসবাবপত্র	৩০,০০০				৩০,০০০				৩০,০০০	
অবচয় সম্বন্ধিত- আসবাবপত্র		৫,০০০		৩,০০০		৮,০০০				৮,০০০
প্রদেয় হিসাব		১৫,০০০				১৫,০০০				১৫,০০০
ফাতেমা মূলধন		৩৫,০০০				৩৫,০০০				৩৫,০০০
উত্তোলন- ফাতেমা	১৫,০০০				১৫,০০০				১৫,০০০	

সেবা আয়		১/০৭/০০০				২/০৭/০০০		৩/০৭/০০০		
বিজ্ঞাপন খরচ	৪,০০০					৪,০০০		৪,০০০		
বেতন খরচ	১২,০০০		৪,০০০		১৬,০০০		১৬,০০০			
ভাড়া খরচ	১০,০০০				১০,০০০		১০,০০০			
অমণ ভাতা	৬,০০০				৬,০০০		৬,০০০			
বিবিধ খরচ	৫,০০০				৫,০০০		৫,০০০			
মোট	৩৭,০০০	১৭,০০০								
সাপ্লাইজ খরচ			৬,০০০		৬,০০০		৬,০০০			
বিমা খরচ			৬,০০০		৬,০০০		৬,০০০			
বকেয়া বেতন				৪,০০০	৪,০০০					৪,০০০
অবচল খরচ			৬,০০০		৬,০০০		৬,০০০			
টেলিফোন খরচ			৪০০		৪০০		৪০০			
বকেয়া টেলিফোন খরচ				৪০০	৪০০					৪০০
মোট			২০,৪০০	২০,৪০০	২,৪০০	২,৪০০				
নিট লাভ							৪২,৪০০			৪২,৪০০
মোট							২০,৪০০	২,৪০০	২,৪০০	২,৪০০

সমাধান-২ (গ):

ফাতেমা ট্রেডার্স
বিপরীত জাবেদা

তারিখ	বিবরণী	সূত্র	ডেবিট	ক্রেডিট
মার্চ ৩১	বকেয়া বেতন হিসাব বেতন খরচ হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	৪,০০০	৪,০০০
"	বকেয়া টেলিফোন খরচ টেলিফোন খরচ হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	৪০০	৪০০

৩। চলতি হিসাব বছর শেষে রেওয়ামিলটি শারমিন ফ্যাশন সেন্টার এর হিসাব বই থেকে নেওয়া হলো।

শারমিন ফ্যাশন সেন্টার
রেওয়ামিল
৩০ নভেম্বর ২০১২

বিবরণ	ডেবিট	ক্রেডিট
নগদ	৮,৭০০	
প্রাপ্য হিসাব	৩০,৭০০	
মজুদ পণ্য	৪৪,৭০০	

সাপ্লাইজ	৬,২০০	
যন্ত্রপাতি	১,৩৩,০০০	
অবচয় সঞ্চিতি- যন্ত্রপাতি		২৮,০০০
প্রদেয় নোট		৫১,০০০
প্রদেয় হিসাব		৪৮,৫০০
মূলধন		৯০,০০০
উল্লোমন	১২,০০০	
বিক্রয়		৭,৫৫,২০০
বিক্রয় ফেরত	৮,৮০০	
বিক্রিত পণ্যের ব্যয়	৪,৯৭,৪০০	
বেতন ও মজুরি	১,৪০,০০০	
বিজ্ঞাপন খরচ	২৪,৪০০	
বিবিধ খরচ	১৪,০০০	
রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত খরচ	১২,১০০	
বিক্রয় পরিবহন	১৬,৭০০	
ভাড়া খরচ	২৪,০০০	
মোট	৯,৭২,৭০০	৯,৭২,৭০০

অন্যান্য তথ্য:

- ক. সাপ্লাইজ হাতে আছে ২,০০০ টাকা।
 খ. অবচয় যন্ত্রপাতির উপর ১১,৫০০ টাকা।
 গ. ৩০ নভেম্বর প্রদেয় নোটের উপর সুদ বকেয়া হয়েছে ৪,০০০ টাকা।
 ঘ. সমাপনী মজুদপত্র মূল্যায়ন করা হয়েছে ৪৪,৪০০ টাকা।

করণীয়:

- ক. উপর্যুক্ত তথ্যের আলোকে সমন্বয় জাবেদা কর।
 খ. কর্তব্যপত্র প্রস্তুত কর।
 গ. সমাপনী জাবেদা প্রস্তুত কর।

সমাধান-ও (ক):

শারমিন ফ্যামন সেন্টার
সাধারণ জাবেদা (সমন্বয়)

তারিখ	বিবরণী	সূত্র	ডেবিট	ক্রেডিট
মার্চ-৩১	(ক) সাপ্লাইজ খরচ সাপ্লাইজ (অফিস সাপ্লাইজ খরচ হিসাবভুক্ত করা হলো)।	ডেবিট ক্রেডিট	৪,২০০	৪,২০০
..	(খ) অবচয় হিসাব অবচয় সঞ্চিতি (যন্ত্রপাতির অবচয় হিসাব সমন্বয় করা হলো)।	ডেবিট ক্রেডিট	১১,৫০০	১১,৫০০
..	(গ) সুদ খরচ হিসাব বকেয়া সুদ হিসাব (বকেয়া সুদ হিসাব সমন্বয় করা হলো)।	ডেবিট ক্রেডিট	৪,০০০	৪,০০০
..	বিক্রিত পণ্যের ব্যয় পণ্য পূর্ণ (সমাপনী মজুদ পত্র সমন্বয় করা হলো)	ডেবিট ক্রেডিট	৩০০	৩০০

সমাবান-ও (খ):

শারমিন ফ্যামন সেন্টার
কার্যপত্র

২০১২ সালের ৩০ নভেম্বর

হিসাবসমূহ	রেওয়ামিল		সমন্বয়		সমন্বিত রেওয়ামিল		আম বিবরণী		আর্থিক অবস্থার বিবরণী	
	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট
নগদ	৮,৭০০				৮,৭০০				৮,৭০০	
প্রাপ্য হিসাব	৬০,৭০০				৬০,৭০০				৬০,৭০০	
মজুদ পণ্য	৪৪,৭০০			৩০০	৪৪,৪০০				৪৪,৪০০	
সাপ্লাইজ	৪,২০০			৪,২০০	২,০০০				২,০০০	
যন্ত্রপাতি	১,৪৫,০০০				১,৪৫,০০০				১,৪৫,০০০	
অবচয় সাফলিত- যন্ত্রপাতি		২৮,০০০		১১,৫০০		১৬,৫০০				৪৪,৫০০
প্রদেয় নোট		৫১,০০০				৫১,০০০				৫১,০০০
প্রদেয় হিসাব		৪৮,৫০০				৪৮,৫০০				৪৮,৫০০
মূলধন		৪০,০০০				৪০,০০০				৪০,০০০
ডিভিডেন্ড	১২,০০০				১২,০০০				১২,০০০	
বিক্রয়		৭৪৭,২০০				৭৪৭,২০০		৭৪৭,২০০		
বিক্রয় ফেরত	৮,৮০০				৮,৮০০			৮,৮০০		
বিক্রয় পণ্যের খরচ	৪,৮৭,৪০০		৪০০		৪৮৭,৭০০			৪৮৭,৭০০		
বেতন ও মজুরী	১,৪০,০০০				১,৪০,০০০			১,৪০,০০০		
বিজ্ঞাপন খরচ	২৪,৪০০				২৪,৪০০			২৪,৪০০		
বিবিধ খরচ	১৪,০০০				১৪,০০০			১৪,০০০		
রক্ষনাবেক্ষন ও মেরামত খরচ	১২,১০০				১২,১০০			১২,১০০		
বিক্রয় পরিবহন	১৬,৭০০				১৬,৭০০			১৬,৭০০		
ভাড়া খরচ	২৪,০০০				২৪,০০০			২৪,০০০		
মোট	২,৭২,৭০০	২,৭২,৭০০								
সাপ্লাইজ খরচ			৪,২০০		৪,২০০		৪,২০০			
অবচয় খরচ			১১,৫০০		১১,৫০০		১১,৫০০			
সুদ খরচ			৪,০০০		৪,০০০		৪,০০০			
বকেয়া সুদ				৪,০০০		৪,০০০				৪,০০০
মোট			২৯,০০০	২৯,০০০	২৯,৭০০	২৯,৭০০				
নিট ফল								২,২০০	২,২০০	
মোট							৭৪৭,২০০	৭৪৭,২০০	২,৭৭,৭০০	২,৭৭,৭০০

সমাধান-৩ (গ):

জিয়া ট্রেডার্স
সাধারণ জাবেদা (সমাপনী দাখিল)

তারিখ	বিবরণী	সূত্র	ডেবিট	ক্রেডিট
৩১ ডিসে.	(ক) বিক্রয় আয় বিবরণী (সকল রাজস্ব হিসাব বন্ধ করা হলো)	ডেবিট ক্রেডিট	৭,৫৫,২০০	৭,৫৫,২০০
৩১ ডিসে.	(খ) আয় বিবরণী বিক্রয় ফেরত বিক্রিত পণ্যের ব্যয় বেতন ও মজুরি বিজ্ঞাপন খরচ বিনিয়োগ খরচ স্বাক্ষরবেতন ও মেরামত বিক্রয় পরিবহন ভাড়া খরচ সাপ্লাইজ খরচ অবচলন খরচ সুদ খরচ (সকল খরচের হিসাবসমূহ বন্ধ করা হলো)	ডেবিট ক্রেডিট ক্রেডিট ক্রেডিট ক্রেডিট ক্রেডিট ক্রেডিট ক্রেডিট ক্রেডিট ক্রেডিট ক্রেডিট ক্রেডিট	৭,৫৭,৪০০	৮,৮০০ ৪,৯৭,৭০০ ১,৪০,০০০ ২৪,৪০০ ১৪,০০০ ১২,১০০ ১৬,৭০০ ২৪,০০০ ৪,২০০ ১১,৫০০ ৪,০০০
৩১ ডিসে.	(গ) মূলধন হিসাব উত্তোলন হিসাব (উত্তোলন হিসাব বন্ধ করা হলো)	ডেবিট ক্রেডিট	১২,০০০	১২,০০০
৩১ ডিসে.	(ঘ) মূলধন হিসাব আয় বিবরণী (নিট ফল মূলধন হিসাবের সাথে সমন্বয় করা হলো)	ডেবিট ক্রেডিট	২,২০০	২,২০০

কার্যপত্র (অনুশীলনী)

১। নিম্নোক্ত তথ্যগুলো কনিজ ট্রেডার্সের হিসাব বই থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১২ সালের হিসাবকাল শেষে নেওয়া হলো।

কনিজ ট্রেডার্স

রেওয়ামিল

৩১ ডিসেম্বর ২০১২

বিবরণ	ডেবিট	ক্রেডিট
নগদ	২০,৫০০	
অগ্রিম বিজ্ঞাপন	৮,০০০	
অগ্রিম ভাড়া	১২,০০০	
কুশি	৫০,০০০	
দালান	৬০,০০০	

অবচর সঞ্চিতি- দালাল		১২,০০০
যন্ত্রপাতি	১২,০০০	
অবচর সঞ্চিতি- যন্ত্রপাতি		২,০০০
প্রদেয় নোট		২০,০০০
প্রদেয় হিসাব		১৩,০০০
মূলধন-কানিজ		৮০,০০০
উল্লোখন-কানিজ	১০,০০০	
সেবা আয়		৭০,০০০
বেতন খরচ	১৯,০০০	
অগ্রিম বিমা	২,০০০	
অফিস সাপ্লাইজ	১,০০০	
বিদ্যুৎ খরচ	৫০০	
অফিস খরচ	১,৫০০	
সুদ খরচ-প্রদেয় নোট	৫০০	
মোট	১,৯৭,০০০	১,৯৭,০০০

অন্যান্য তথ্য:

- ৩০ মাস মেয়াদী প্রদেয় নোট ইস্যু করা হয়েছে জুন ৩০ ২০১২ সালে যার সুদের হার ১০%।
- অফিস খরচ বকেয়া হয়েছে ৪০০ টাকা।
- অগ্রিম বিমা মেয়াদ উত্তীর্ণ হয় প্রত্যেক মাসে ১০০ টাকা।
- অনপার্জিত আয় ২,০০০ টাকা সেবা আয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে।
- অগ্রিম ভাড়া জানুয়ারীর ১ ২০১২ সালে ২৪ মাসের জন্য দেওয়া হয়েছে।
- অবচর যন্ত্রপাতির টাকা ১,০০০ এবং দালাল ৫,০০০ টাকা।

করণীয়:

- উপর্যুক্ত তথ্যের আলোকে সমন্বয় জাবেনা কর।
- কার্যপত্র প্রস্তুত কর।
- সমাপনী জাবেনা প্রস্তুত কর।

২। চুক্তি হিসাব বছর শেষে ৩১ ডিসেম্বর রেওয়ামিলাটি সালমা হোস্টেল কোম্পানীর হিসাব বই থেকে নেওয়া হলো।

সালমা হোস্টেল কোম্পানী

রেওয়ামিলা

৩১ ডিসেম্বর ২০১২

বিবরণ	জেরিট	ক্রেরিট
নগদ	২৫,৪০০	
প্রাপ্য হিসাব	৩৭,৬০০	
মজুদ পণ্য	৯০,০০০	
ভূমি	৯২,০০০	
দালাল	১,৯৭,০০০	
অবচর সঞ্চিতি- দালাল		৫৪,৪০০

যন্ত্রপাতি	৮৩,৫০০	
অবচর সঞ্চিতি-যন্ত্রপাতি		৪২,০০০
প্রদেয় নোট		৫০,০০০
প্রদেয় হিসাব		৩৯,০০০
মূলধন- সালমা		২,৬৭,৮০০
উল্লেখন-সালমা	১০,০০০	
বিজয়		৯,০৪,১০০
বিজয় বাড়ি	৬,১০০	
বিক্রিত পণ্যের ব্যয়	৭,০৯,৯০০	
বেতন খরচ	৬৯,৮০০	
বিবিধ খরচ	১৯,৪০০	
মেসারামত খরচ	৫,৯০০	
গ্যাস এবং তৈল খরচ	৭,২০০	
বিমা খরচ	৩,৫০০	
মোট	১৩,৫৭,৩০০	১৩,৫৭,৩০০

অন্যান্য তথ্য:

ক. অবচর ১০,০০০ টাকা দালান এবং ৯,০০০ টাকা যন্ত্রপাতি।

খ. সুদ ৫,০০০ টাকা বকেয়া এবং অপরিশোধিত রয়েছে প্রদেয় নোটের উপর ৩১ ডিসেম্বর।

গ. সমাপনী মুজদপন্য ৮৮,৯০০ টাকা।

অবচয় (অনুশীলনী)

১। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

জিয়া ট্রেডার্স ১ জানুয়ারি ২০১৩ সালে ১৮,০০০ টাকা দিয়ে একটি মেশিন ক্রয় করেন। ৪ বছর জীবনকাল শেষে মেশিনের প্রত্যাশিত ভগ্নাবশেষ মূল্য ২,০০০ টাকা। মেশিনের প্রত্যাশিত আয়ুষ্কালে ১,৬০,০০০ ঘণ্টা ব্যবহার করা যাবে। প্রকৃত বার্ষিক ব্যবহৃত ঘণ্টা ২০১৩ - ৪০,০০০; ২০১৪ - ৬০,০০০; ২০১৫ - ৩৫,০০০ এবং ২০১৬ - ২৫,০০০ ঘণ্টা।

করণীয়:

ক. মেশিনের মোট অবচিৎ মূল্যের পরিমাণ নির্ণয় কর।

খ. উৎপাদনের একক পদ্ধতি অনুযায়ী অবচয় নির্ধারণ কর।

গ. ক্রমব্রহ্মমান জের পদ্ধতি অনুযায়ী অবচয় নির্ণয় কর।

২। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

কেজার কোং ১ জানুয়ারী ২০১৩ সালে ২,৯০,০০০ টাকায় একটি মিল্লার মেশিন ক্রয় করেন। মেশিনটির প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল ৫ বছর এবং আয়ুষ্কাল শেষে ভগ্নাবশেষ মূল্য ২০,০০০ টাকা। কোম্পানির প্রকৌশলী নির্ধারণ করেন মিল্লার মেশিনের কার্যকরী জীবনকাল ৭,৫০০ ঘণ্টা। এটি ১৫০০ ঘণ্টা ২০১৩ সালে, ২৬২৫ ঘণ্টা ২০১৪ সালে, ২২৫০ ঘণ্টা ২০১৫ সালে, ৭৫০ ঘণ্টা ২০১৬ সালে, ৩৭৫ ঘণ্টা ২০১৭ সালে ব্যবহৃত হয়। কেজার কোম্পানির হিসাবকাল শেষ হয় প্রতিবছর ৩১ ডিসেম্বর তারিখে।

করণীয়:

- ক. সরলরেখিক পদ্ধতি অনুসারে অবচয়ের পরিমাণ নির্ণয় কর।
- খ. জীবন ঘণ্টা পদ্ধতি অনুমূল করে ১ম ও ২য় বছরের অবচয় হিসাব প্রস্তুত কর।
- গ. ক্রমহ্রাসমান হ্রের পদ্ধতি অনুসারে ১ম ও ২য় বছরের অবচয় সঞ্চিতি হিসাব প্রস্তুত কর।

৩। নিচের উদ্বীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

২০১৩ সালের ১ নং জানুয়ারি তারিখে জনাব আহমদ ১,০০,০০০ টাকায় একটি মেশিন ক্রয় করেন। মেশিনটির আয়ুষ্কাল ১০ বছর এবং আয়ুষ্কাল শেষে এর ভগ্নাবশেষ মূল্য ১০,০০০ টাকা। উক্ত মেশিনের সংস্থাপন ব্যয় ৫,০০০ টাকা। প্রত্যেক বছর ৩১ ডিসেম্বর তারিখে হিসাবসমূহ বন্ধ করা হয়।

করণীয়:

- ক. স্থির কিস্তি পদ্ধতিতে অবচয়ের হার নির্ণয় কর।
- খ. প্রয়োজনীয় জাবেদা দাখিলা দাও।
- গ. আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে কিভাবে মেশিন দেখানো হবে তা দেখাও।

৪। নিচের উদ্বীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

২০১২ সালের ১ জুলাই তারিখে মোসার্স বাবু এন্ড সপ ৩,৮০,০০০ টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতি ক্রয় করে এবং এর সংস্থাপনের জন্য ২০,০০০ টাকা ব্যয় নির্বাহি করে। ২০১৩ সালের ১ জুলাই তারিখে এই প্রতিষ্ঠানটি আরো ২,০০,০০০ টাকা মূল্যের অতিরিক্ত যন্ত্রপাতি ক্রয়পূর্বক তা সংস্থাপনের জন্য ১৫,০০০ টাকা ব্যয় নির্বাহি করেন। এই প্রতিষ্ঠানটি প্রত্যেক হিসাব বছর শেষে বার্ষিক ১০% হারে ক্রমহ্রাসমান হ্রের পদ্ধতিতে অবচয় হিসাববুজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। প্রতিষ্ঠানটির হিসাব প্রত্যেক বছর ৩০শে জুন তারিখে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

করণীয়:

- ক. অবচয়ের পরিমাণ নির্ণয় কর।
- খ. যন্ত্রপাতি হিসাব প্রস্তুত কর।
- গ. অবচয় হিসাব প্রস্তুত কর।

৫। নিচের উদ্বীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

২০১০ সালের ১ নং জানুয়ারি তারিখে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ৮,০০,০০০ টাকা মূল্যের কলকজা-যন্ত্রপাতি ক্রয় করে। ২০১১ সালের ১ নং জুলাই তারিখে উক্ত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি ১,৮০,০০০ টাকার অতিরিক্ত কলকজা-যন্ত্রপাতির ক্রয় করে এবং এর সংস্থাপন ব্যয় ২০,০০০ টাকা ব্যয় নির্বাহি করে। এই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি প্রত্যেক বছর ৩১ ডিসেম্বর তারিখে বার্ষিক ১০% হারে অবচয় ধার্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

করণীয়:

- ক. ২০১১ সালে সম্পত্তির বই মূল্য কত তা নির্ণয় কর।
- খ. কলকজা-যন্ত্রপাতির প্রয়োজনীয় জাবেদা দাখিলা দাও।
- গ. অবচয় সঞ্চিতি হিসাব প্রস্তুত কর।

আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ (অনুশীলনী)

উদাহরণ: ১ মি. আহসান একটি সেবা প্রদানকারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিক। তিনি ২০১২ সালের ১ জানুয়ারি থেকে তার ব্যবসায় পরিচালনা করেন। ২০১২ সালের ৩১ জানুয়ারি তারিখে তার ব্যবসায়ের রেওয়ামিল নিম্নরূপ:

মি. আহসান
রেওয়ামিল
৩১-১-২০১২

হিসাব শিরোনাম	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
মূলধন		৪০,০০০
উল্লেখন	১,২০০	
সেবা আয় হিসাব		৩৫,০০০
বেতন খরচ	৫,০০০	
অমণ খরচ	৩,০০০	
স্বাভা	২,৫০০	
বিবিধ খরচ	৫০০	
প্রদেয় হিসাব		২৫,০০০
প্রদেয় নোট		২০,০০০
বন্ধপাতি	৬০,০০০	
অগ্নিমা বিমা	৪,৮০০	
সরবরাহ	২,১০০	
প্রাপ্য হিসাব	১১,২৫০	
নগদ	২৯,৬৫০	
	১২০,০০০	১২০,০০০

অন্যান্য তথ্যসমূহ:

১. ১,৫০০ টাকার সরবরাহ অব্যবহৃত আছে।
২. বন্ধপাতির উপর ১০% অবচর ধার্য করতে হবে।
৩. ১২% হারে প্রদেয় নোটের উপর সুদ ধরতে হবে।
৪. বীমা প্রতিমাসে ৪০০ টাকা খরচ দেখাতে হবে।
৫. সেবা প্রদান করা হয়েছে ১,৫০০ টাকা কিন্তু এখনও বিল উপস্থাপন করা হয়নি।

করণীয়:

- ক. আয় বিবরণী প্রস্তুত কর।
- খ. মালিকানা স্বত্ব বিবরণী প্রস্তুত কর।
- গ. আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত কর।

সমস্যা: ১

মি. আহসান

আয় বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ শে জানুয়ারি তারিখে সমাপ্ত মাসের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
রাজস্ব		
সেবা আয় ৩৫,০০০		
যোগ্য অনাদায়ী <u>১,৫০০</u>		৩৬,৫০০
খরচ সমূহ :		
বেতন খরচ	৫,০০০	
অমন খরচ	৩,০০০	
ভাড়া খরচ	২,৫০০	
বিবিধ খরচ	৫০০	
বিমা খরচ	৪০০	
সরবরাহ খরচ	৬০০	
প্রদেয় নোটের সুদ	২০০	
যন্ত্রপাতির অবচর	৫০০	
নিট লাভ		১২,৭০০
		<u>২৩,৮০০</u>

মি. আহসান

মালিকানা স্বত্ব বিবরণী

২০১২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের জন্য

মূলধন	টাকা
যোগ্য নিট লাভ	৪০,০০০
বাদ: উত্তোলন	২৩,৮০০
মালিকানা স্বত্ব	(১,২০০)
	<u>৬২,৬০০</u>

মি. আহসান

অর্থিক অবস্থার বিবরণী

২০১২ সালের ৩১শে জানুয়ারি তারিখের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
সম্পত্তিসমূহ:		
নগদ	২৮,৬৫০	
গ্রাণ্ড হিসাব	১১,২৫০	
সরবরাহ	১,৫০০	
অগ্রিম বিমা	৪,৪০০	
অনাদায়ী সেবা আয়	১,৫০০	
যজ্ঞপাতি	৩০,০০০	
বাস: অবচয় সঞ্চিত	৫০০	
মোট সম্পত্তি		১,০৭,৮০০
দায়সমূহ:		
ধর্মদেয় হিসাব	২৫,০০০	
ধর্মদেয় নোটি	২০,০০০	
মুদ্র বকেয়া	২০০	৪৫,২০০
মালিকানা বন্ধ		৬২,৬০০
মোট দায়		১,০৭,৮০০

উদাহরণ: ২ আমান ট্রেডার্সের ২০১২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের ব্যবসায়ের রেওয়ামিল নিম্নরূপ:

আমান ট্রেডার্স
রেওয়ামিল
৩১-১২-২০১২

হিসাব শিরোনাম	টাকা	টাকা
নগদ	৩০,০০০	
অগ্রিম বিমা	৫,৬০০	
অফিস সরঞ্জাম	৫০,০০০	
অবচয় সঞ্চিত - অফিস সরঞ্জাম		৬,০০০
গ্রান্ট	৬০,০০০	
অবচয় সঞ্চিত - গ্রান্ট		৫,০০০
অনাগত সেবা আয়		৬,০০০
মূলধন-আমান		১,০০,০০০
উজ্জলন-আমান	১৫,০০০	
বেতন খরচ	৮,৫০০	
অতিরিক্ত মূলধন		১০,০০০
বিজ্ঞাপন খরচ	১৫,০০০	
আলু খরচ	২,৫০০	
অফিস সরবরাহ খরচ	১,৮০০	
গ্রাণ্ড হিসাব	৪০,০০০	
ধর্মদেয় হিসাব		১৫,০০০
ধর্মদেয় নোটি		৫,০০০
সেবা আয় হিসাব		৮১,৪০০
	২,২৮,৪০০	২,২৮,০০০

অন্যান্য তথ্যসমূহ:

১. অনাদায়ী সেবা আয়ের পরিমাণ ৫,০০০ টাকা।
২. বছর শেষে সরবরাহ মজুদের পরিমাণ ৫০০ টাকা
৩. বেতন বকেয়া আছে ২,৫০০ টাকা।
৪. অপার্জিত সেবা আয়ের ৩,৫০০ টাকা অর্জিত হয়েছে।
৫. প্রাপ্য হিসাবের ২,০০০ টাকা আদায়যোগ্য নয়।
৬. স্থায়ী সম্পত্তির উপর ১০% অবচয় ধার্য করতে হবে।
৭. অগ্রিম বিমার ১৬০০ টাকা এখনও অগ্রিম আছে।

সমাধান: ২

আমান ট্রেডার্স
বিশাদ আয় বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
সেবা আয় হিসাব	৮১,৪০০	৮৯,৯০০
যোগ: অনাদায়ী সেবা আয়	৫,০০০	
যোগ: অনাদায়ী সেবা আয়	৩,৫০০	
নিট রাজস্ব		
বাদ: বরচসমূহ		
বেতন ৮,৫০০		
যোগ: বকেয়া <u>২,৫০০</u>	১১,০০০	
বিজ্ঞাপন খরচ	১৫,০০০	
ভাড়া খরচ	২,৫০০	
অফিস সরবরাহ খরচ <u>১,৮০০</u>		
বাদ: অব্যবহৃত অফিস সরবরাহ <u>(৫০০)</u>	১,৩০০	৮৬,৮০০
অনাদায়ী প্রাপ্য হিসাব	২,০০০	
বিমা খরচ	৪,০০০	
অবচয় হিসাব:		
প্লাস্ট	৬,০০০	
অফিস সরঞ্জাম <u>৫,০০০</u>	১১,০০০	
নিট লাভ		

আমান ট্রেডার্স
মালিকানা স্বত্ব বিবরণী
২০১২ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা
মূলধন	১,০০,০০০
যোগ: নিট ব্যাভ	৪৩,১০০
বাদ: উত্তোলন	(১৫,০০০)
যোগ: অতিরিক্ত মূলধন	১০,০০০
সমাপনী মূলধন:	১,৩৮,১০০

আমান ট্রেডার্স
আর্থিক আস্থার বিবরণী
২০১২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
সম্পত্তিসমূহ:		
নগদ	৩০,০০০	
অগ্রিম বিমা	১,৬০০	
অফিস সরবরাহ	৫০০	
প্রাপ্য হিসাব	৪০,০০০	
বাদ: অনাদায়ী	(২,০০০)	
অনাদায়ী সেবা আয়	(৫,০০০)	৪৩,০০০
অফিস সরঞ্জাম	৫০,০০০	
বাদ: অবচয় সম্বন্ধিত - অফিস সরঞ্জাম	(১১,০০০)	৩৯,০০০
প্লান্ট	৬০,০০০	
বাদ: অবচয় সম্বন্ধিত প্লান্ট	(১১,০০০)	৪৯,০০০
মোট সম্পত্তি		১,৬৩,১০০
দায়সমূহ:		
বেতন বকেয়া	২,৫০০	
অদা পূর্ণিত সেবা আয় (৬,০০০-৩,৫০০)	২,৫০০	
প্রদেয় হিসাব	১৫,০০০	
প্রদেয় নোট হিসাব	৫,০০০	
মোট দায়		২৫,০০০
মালিকানা স্বত্ব		১,৩৮,১০০
মোট দায় ও মালিকানা স্বত্ব		১,৬৩,১০০

উদাহরণ-০৩

আজাদ ট্রেডার্স ৩১ মার্চ ২০১২ তারিখে তিন মাসের রেওয়ামিল নিম্নরূপ:

আজাদ ট্রেডার্স

রেওয়ামিল

৩১-৩-২০১২

হিসাব শিরোনাম	টাকা	টাকা
মূলধন		২০,০০০
উত্তোলন	১,০০০	
সেবা আয়		১৫,০০০
বেতন ও মজুরি খরচ	২,৫০০	
ক্রমণ খরচ	১,৫০০	
ভাড়া খরচ	১,২০০	
বিবিধ খরচ	২০০	
প্রদেয় হিসাব		১৫,০০০
প্রদেয় নোট		১০,০০০
মেশিন	৩০,০০০	
অগ্নি বিমা	২,৪০০	
সাপ্লাইজ	১,০৫০	
প্রাপ্য হিসাব	৫,৫০০	
নগদ	১৪,৬৫০	
	৬০,০০০	৬০,০০০

সম্মতসমূহ:

১. সাপ্লাইজ ৪৮০ টাকা অব্যবহৃত আছে।
২. মেশিনের উপর ১০% অবচয় ধার্য করতে হবে।
৩. ৬ মাস মেয়াদী প্রদেয় নোটের সুদ ৩০০ টাকা বকেয়া আছে।
৪. বিমা প্রতি মাসে ২০০ টাকা খরচ ধরে হিসাবভুক্ত করতে হবে।
৫. সেবা প্রদান করে ১,২০০ টাকার বিল উপস্থাপন করা হয়নি।
৬. মালিক ক্ষেত্রস্মারি ১ তারিখে ৫,০০০ টাকা অতিরিক্ত মূলধন প্রদান করেন যা হিসাবভুক্ত হয় নি, মূলধনের উপর ১০% সুদ ধরতে হবে।

করণীয়:

১. বিশদ অর বিবরণী
২. মালিকানা স্বত্ব বিবরণী
৩. উদ্বর্তপত্র / আর্থিক অবস্থান বিবরণী

সামান্য-৩

আজাদ ঠেভার্স
আয় বিবরণী

৩১ মার্চ ২০১২ তারিখে তিন মাসের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
রাজস্ব		
সেবা আয়	১৫,০০০	
মোপ: বকেয়া	১,২০০	
নিট রাজস্ব		১৬,২০০
বান: খরচসমূহ:		
বেতন ও মজুরি খরচ	২,৫০০	
ক্রমণ খরচ	১,৫০০	
ডাফা খরচ	১,২০০	
বিবিধ খরচ	২০০	
বিমা খরচ	৬০০	
সাপ্লাইজ	১০৫০	
বান: অব্যবহৃত	৪৮০	৫৭০
প্রদেয় নোটের সুদ		৩০০
অবচল: মেশিন $(৩০,০০০ \times ১০\% \times \frac{৩}{১২})$		৭৫০
মূলধনের সুদ:		
$(২০,০০০ \times ১০\% \times \frac{৩}{১২}) + (৫০০০ \times ১০\% \times \frac{২}{১২})$		৫৮৩
নিট লাভ		৮,২০৩
		৭,৯৯৭

উদাহরণ-৪

মি. আসলাম ২০১৩ সালের ৩১ মার্চ তারিখে বছর প্রথম তিন মাসের রেওয়ামিল নিম্নরূপ:

মি. আসলাম
রেওয়ামিল
৩১-০৩-২০১৩

হিসাব শিরোনাম	টাকা	টাকা
মগন	১১,৪৬০	
প্রাপ্য হিসাব	৯,০০০	
অফিস সরবরাহ	১,৮০০	
অগ্রিম ডাফা	১,৬০০	

অগ্রিম বিমা	১,৪৪০	
অফিস সরঞ্জাম	৭,০০০	
প্রদেয় হিসাব		১,৫০০
অনাপত্তি কমিশন		৪,৮০০
মি. আসলামের মূলধন		১৫,০০০
মি. আসলামের উত্তোলন	৪,৫০০	
কমিশন আয়		২০,০০০
মজুরি	৩,৮০০	
অন্যান্য খরচ	৭০০	
	৪১,৩০০	৪১,৩০০

অন্যান্য তথ্য:

১. ৩০০ টাকার অফিস সরঞ্জাম অব্যবহৃত আছে।
২. অগ্রিম ভাড়া জানু-১ তারিখে ৪ মাসের জন্য প্রদান করা হয়।
৩. অগ্রিম বিমা ১ বছরের ১ ফেব্রুয়ারি ১ বছরের জন্য প্রদত্ত হয়েছে।
৪. অনাপত্তি কমিশন মার্চ ১ তারিখে ৬ মাসের জন্য প্রাপ্ত।
৫. মজুরি ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ১৫০ টাকা বকেয়া আছে।

করণীয়:

১. আয় বিবরণী
২. মালিকানা স্বত্ব বিবরণী
৩. আর্থিক অবস্থার বিবরণী

সমাধান-৪

মি. আসলাম
বিশাদ আয় বিবরণী

২০১৩ সালের ৩১শে মার্চ ৩ মাসের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
রাজস্ব : কমিশন আয়	২০,০০০	
যোগ: অনাপত্তি কমিশন	৮০০	
নিট রাজস্ব		২০,৮০০
বাদ: খরচসমূহ		
অফিস সরঞ্জাম ১,৮০০		
বাদ: অব্যবহৃত ৩০০		
	১,৫০০	
	১,২০০	
ভাড়া $(১৬০০ \times \frac{৩}{৪})$		
	২৪০	
বিমা $(১৪৪০ \times \frac{২}{১২})$		
মজুরি ৩,৮০০		
যোগ: বকেয়া ১৫০		
	৩,৯৫০	
অন্যান্য খরচ ৭০০		
		৭,৫৯০
নিট লাভ		১৩,২১০

মি. আসলাম
মালিকানা স্বত্ব বিবরণী

২০১৩ সালের ৩১ মার্চ তারিখে ও মাসের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
মি. আসলামের মূলধন	১৫,০০০	
নিট লাভ	১৩,২১০	
উত্তোলন	(৪,৫০০)	
মালিকানা স্বত্ব		২৩,৭১০

মি. আসলাম
অর্থিক অবস্থার বিবরণী

২০১৩ সালের ৩১ শে মার্চ তারিখের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
সম্পদসমূহ:		
নগদ	১১,৪৬০	
প্রাপ্য হিসাব	৯,০০০	
অফিস সরবরাহ	৩০০	
অগ্রিম ভাড়া	৪০০	
অফিস সরঞ্জাম	৭,০০০	
বিমা অগ্রিম	১,২০০	২৯,৩৬০
মোট সম্পত্তি		২৯,৩৬০
দায়সমূহ:		
প্রদেয় হিসাব	১,৫০০	
অনাগত ক্রয় কমিশন	৪,০০০	
মজুরি বকেয়া	১৫০	
মোট দায়		৫,৬৫০
মালিকানা স্বত্ব		২৩,৭১০
মোট দায় ও মালিকানা স্বত্ব		২৯,৩৬০

উদাহরণ: ৫ ময়নামতি গেস্ট হাউজ ১ জুন ২০১৩ সালে ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ৩০ জুন তারিখে তার রেওয়ামিল নিম্নরূপ:

ময়নামতি গেস্ট হাউজ

রেওয়ামিল

৩০-৬-২০১৩

হিসাব শিরোনাম	টাকা	টাকা
নগদ	২৫,০০০	
সাপ্লাইজ	১৮,০০০	
অগ্রিম বিমা	২৪,০০০	
দাওয়ান	১,৫০,০০০	
আসবাবপত্র	১,৭০,০০০	

জমি	৫,৯০,০০০	
অনাপার্জিত ভাড়া		৩৫,০০০
বন্ধকী ঋণ		২,৫০,০০০
মূলধন		৬,০০,০০০
উল্লেখন	১০,০০০	
ভাড়া আয়		৯৫,০০০
বিজ্ঞাপন খরচ	৫,০০০	
বেতন খরচ	৩০,০০০	
ইউটিলিটি খরচ	৮,০০০	
	১০,৩০,০০০	১০,৩০,০০০

সমস্বয় সমূহ:

১. বিমা প্রতি মাসে ২০০০ টাকা মেরাদ উত্তীর্ণ হয়েছে।
২. সাপ্লাইজ গননা করে ৩১শে জুন তারিখে অব্যবহৃত আছে ৯,০০০ টাকা।
৩. দালাল ও আসবাবপত্রের উপর ১০% হারে অবচয় ধরতে হবে।
৪. বন্ধকী ঋণের উপর ১০% সুদ ধরতে হবে। ১ জুন তারিখে ঋণ গ্রহণ কাজ হয়েছে।
৫. অনাপার্জিত ভাড়ার ২০,০০০ টাকা অর্জিত হয়েছে। চলতি মাসের মোট বেতনের পরিমাণ ৪০,০০০ টাকা।

সমাধান : ৫

মহনামতি গেষ্ট হাউজ

রেওয়ামিল

৩০-৬-২০১৩

হিসাবের বিবরণ	টাকা	টাকা
নগদ	২৫,০০০	
সাপ্লাইজ	১৮,০০০	
অগ্রিম বিমা	২৪,০০০	
দালাল	১,৫০,০০০	
আসবাবপত্র	১,৭০,০০০	
জমি	৫,৯০,০০০	
অনাপার্জিত ভাড়া		৩৫,০০০
বন্ধকী ঋণ	২,৫০,০০০	
মূলধন		৬,০০,০০০
উল্লেখন	১০,০০০	
ভাড়া ব্যয়		৯৫,০০
বিজ্ঞাপন খরচ	৫,০০০	
বেতন খরচ	৩০,০০০	
ইউটিলিটি খরচ	৮,০০০	
	১০,৩০,০০০	১০,৩০,০০০

সম্মতসমূহ:

১. বিমা প্রতি মাসে ২,০০০ টাকা মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে।
২. সাপ্লাইজ গণনা করে ৩১শে জুন তারিখে অব্যবহৃত আছে ৯,০০০ টাকা।
৩. দালাল ও আসবাবপত্রের ১০% হারে অবচর ধরতে হবে।
৪. বন্ধকী ঋণের উপর ১০% সুদ ধরতে হবে। ১জুন তারিখে ঋণ গ্রহণ কাজ হয়েছে।
৫. অনাপত্তিভ জড়ার ২০,০০০ টাকা অর্জিত হয়েছে। চলতি মাসের মোট বেতনের পরিমাণ ৪০,০০০ টাকা।

ময়নামতি গেষ্ট হাউজ

আয় বিবরণী

২০১৩ সালের জুন মাসের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
রাজস্ব:		
জাড়া আয়	৯৫,০০০	
যোগ: অনাপত্তিভ জাড়া আয়	২০,০০০	
নিট রাজস্ব		১,১৫,০০০
ব্যয়সমূহ:		
সাপ্লাইজ ঋণচ (১৮,০০০ - ৯,০০০)	৯,০০০	
বিমা ঋণচ	২,০০০	
বিজ্ঞাপন ঋণচ	৫,০০০	
বেতন ঋণচ	৩০,০০০	
ইউটিলিটি ঋণচ	৮,০০০	
ঋণের সুদ $(২৫০,৮০০ \times ১০\% \times \frac{১}{১২})$	২,০৮৩	
অবচর:		
দালাল - $(১৫০,০০০ \times ১০\% \times \frac{১}{১২})$	১,২৫০	
আসবাবপত্র - $(১৭০,০০০ \times ১০\% \times \frac{১}{১২})$	১,৪১৭	৫৮,৭৫০
নিট লাভ		৫৬,২৫০

ময়নামতি গেষ্ট হাউজ

মালিকানা স্বত্ব বিবরণী

২০১৩ সালের ৩০ শে জুন তারিখে সমাপ্ত মাসের জন্য

বিবরণ	টাকা
মূলধন	৬,০০,০০০
নিটলাভ	৫৬,২৫০
উপগোশন	(১০,০০০)
মালিকানা স্বত্ব	৬,৪৬,২৫০

মহানামতি গেষ্ট হাউজ

উদ্বর্তপত্র

২০১৩ সালের ৩০ শে জুন তারিখের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
সম্পত্তিসমূহ:		
নগদ	২৫,০০০	
সাপ্লাইজ	৯,০০০	
অগ্রিম বিমা	২২,০০০	
দালান	১,৫০,০০০	
অবচর	১,২৫০	১,৪৮,৭৫০
আসবাবপত্র	১,৭০,০০০	
বাদ: অবচর	১,৪১৭	
জমি		১,৬৮,৫৮৩
		৫৯০,০০০
মোট সম্পত্তি		৯,৬৩,৩৩৩
দায়সমূহ:		
প্রদেয় হিসাব	৫০,০০০	
অনাপত্তিত ভাড়া	১৫,০০০	
ঋণের সুদ	২,০৮৩	
বন্ধকী ঋণ	২,৫০,০০০	৩,১৭,০৮৩
মালিকানা ঋণ		৬,৪৬,২৫০
মোট দায় ও মালিকানা ঋণ		৯,৬৩,৩৩৩

উদাহরণ: ৬ জনাব আলমের ২০১২ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখের রেওয়ামিল নিম্নে প্রদত্ত হল:

জনাব আলম

রেওয়ামিল

৩১-১২-২০১২

হিসাব শিরোনাম	টাকা	টাকা
বিক্রয়		১৮,১২,৪০০
বিক্রয় ফেরত	৫,১০০	
ক্রয়	১১,২৬,৫০০	
ক্রয় ফেরত		১৮,৩০০
ক্রয় পরিবহন	৬,৭০০	
বিমা সেলারী	১০,০০০	
বিক্রয় কর্মীর বেতন	১,৯৪,১০০	
ভাড়া বরাদ্দ (বিক্রয় বরাদ্দ)	৮১,০০০	
অফিস	১৩০,৪০০	

অফিস সাপ্লাইজ খরচ	১,২০,৪০০	২,০০,০০০
প্রদেয় হিসাব		
অফিস সরঞ্জাম	৫২,১০০	
স্টোর সরঞ্জাম	২,২৪,১০০	
স্টোর সাপ্লাইজ খরচ	১,৮০০	২,০০,০০০
মজুদ পণ্য	২,০৭,৬০০	
জলাব আদায়ের মূলধন		
নগদ	২০,৯০০	
প্রাপ্য হিসাব	৫০,০০০	২২,৩০,৭০০
	২২,৩০,৭০০	

সম্মতসমূহ:

১. সমাপনী মজুদপণ্য ২,১১,১৫০ টাকা।
২. স্টোর সাপ্লাইজ মজুদ ৩৫০ টাকা এবং অফিস সাপ্লাইজ মজুদ-৫০০০ টাকা।
৩. বিমা সেলারী ৭৮০০ টাকা মোদাদ উত্তীর্ণ হয়েছে।
৪. অবচয়: স্টোর ইকুইপমেন্ট ১৫,১৫০ টাকা ও অফিস সরঞ্জাম ৫,১০০ টাকা।

করণীয়:

- ক. বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয় নির্ণয় কর।
- খ. বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয় ১১,১১,৩৫০ টাকা হলে নিট লাভের পরিমাণ নির্ণয় কর।
- গ. মালিকানা স্বতন্ত্র পরিমাণ ৩,৪৫,৫৫০ টাকা হলে আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত কর।

সামগ্রিক উঃ বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয় নির্ণয়:

বিবরণ	টাকা	টাকা
প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য		২,০৭,৬০০
যোগ: নিট ক্রয়: ক্রয়	১১,২৬,৫০০	
বাদ: ফেরত	১৮,৩০০	১১,০৮,২০০
ক্রয় পরিবহন		৬,৭০০
		১৩,২২,৫০০
বাদ: সমাপনী মজুদ পণ্য		(২,১১,১৫০)
বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয়		১১,১১,৩৫০

আয় বিবরণী

২০১৩ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
বিক্রয়	১৮,১২,৪০০	
বাদ: বিক্রয় ফেরত	৫,১০০	
নিট বিক্রয়		১৮,০৭,৩০০
বাদ: বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয়		১১,১১,৩৫০
মোট লাভ		৬,৯৫,৯৫০
বাদ: পরিচালন ব্যয়:		
বিক্রয় খরচ		

বিভিন্ন কর্মীর বেতন		১,৯৪,১০০	
ভাড়া		৮১,০০০	
স্টোর সাপ্লাইজ খরচ	১,৮০০		
বাদ: অব্যবহৃত	<u>৩৫০</u>	১,৪৫০	
অবচয়: স্টোর ইকউপমেন্ট		১৫,১৫০	(২,৯১,৭৫০০)
প্রশাসনিক ব্যয়:			
অফিস ভাড়া		১,৩০,৪০০	
অফিস সাপ্লাইজ খরচ	১,২০,৪০০		
বাদ: অব্যবহৃত	<u>৫,০০০</u>	১,১৫,৪০০	
বিমা সেলার্মী		৭,৮০০	
অফিস সরঞ্জামের অবচয়		৫,১০০	২৫৮,৭০০
নিট লাভ			১,৪৫,৫৫০

জন্মাব আগম

উদ্বর্তপত্র

২০১২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
সম্পত্তিসমূহ:		
চলতি সম্পত্তি		
মজুদ পণ্য	২,১১,১৫০	
নগদ	২০,৯০০	
স্টোর সাপ্লাইজ	৩৫০	
অফিস সাপ্লাইজ	৫,০০০	
প্রাপ্য হিসাব	৫০,০০০	
অগ্রিম বিমা (১০,০০০ - ৭৮০০)	২,২০০	২,৮৯,৬০০
স্থায়ী সম্পত্তি:		
অফিস সরঞ্জাম	৫২,১০০	
বাদ: অবচয় সঞ্চিতি	<u>৫,১০০</u>	৪৭,০০০
স্টোর সরঞ্জাম	২,২৪,১০০	
বাদ: অবচয় সঞ্চিতি	<u>১৫,১৫০</u>	২,০৮,৯৫০
মোট সম্পত্তি:		২,৫৫,৯৫০
		৪,৫৪,৫৫০
দায়সমূহ:		
চলতি দায়:		
প্রদেয় হিসাব	২,০০,০০০	২,০০,০০০
মালিকানা স্বত্ব		৩,৪৫,৫৫০
মোট দায় ও মালিকানা স্বত্ব		৫,৪৫,৫৫০

উদাহরণ: ৭ মি. সাহেদ ২০১২ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর আর্থিক বছর শেষে তার ব্যবসায়ের সম্পত্তি রেওয়ামিল ও অন্যান্য তথ্যাকী নিম্নরূপ:

মি. সাহেদ
রেওয়ামিল
৩১-১২-২০১২

বিবরণ	টাকা	টাকা
মি. সাহেদের মূলধন		১,৭৭,৬০০
মি. সাহেদের উত্তোলন	২৮,০০০	
সম্পদ কর খরচ	৪,৮০০	
উপযোগ খরচ	১১,০০০	
ঈদের হিসাব		৮৯,৩০০
ঈপ্য হিসাব	৫০,৩০০	
অবচয় স্থিতি দাখান		৫২,৫০০
অবচয় স্থিতি - যন্ত্রপাতি		৪২,৯০০
দাখান	১৯০,০০০	
নগদ	৪৫,০০০	
অবচয় খরচ-দাখান	১০,৪০০	
অবচয় খরচ - যন্ত্রপাতি	১৩,৩০০	
যন্ত্রপাতি	১,১০,০০০	
পরিবহন	৩,৬০০	
বিমা খরচ	৭,২০০	
মজুর পণ্য	৪০,৫০০	
ঈদের বন্ধকী		৮০,০০০
অফিস বেতন খরচ	৩২,০০০	
অগ্রিম বিমা	২,৪০০	
বিক্রয়		৬৫৮,০০০
বিক্রয় ক্ষেত	৮,০০০	৪,৩০০
ঈদের সম্পদ কর		৪৮২,০০০
ক্রয়		
ক্রয় বাট্টা		১২,০০০
ক্রয় ক্ষেত		৬,৪০০
বিক্রয় কর্মীর বেতন খরচ	৭৪,০০০	
বিক্রয় কমিশন খরচ	১৪,৫০০	
ঈদের বিক্রয় কমিশন		৪,০০০
	১১,২৭,০০০	১১,২৭,০০০

অন্যান্য তথ্য:

১. সমাপনী মজুদ পণ্য মূল্যায়ন করা হয় ৭৫,০০০ টাকা।

২. বিমা খরচ এবং উপযোগ খরচের ৬০% বিক্রয় এবং ৪০% প্রশাসনিক খরচ হিসাবে হিসাবভুক্ত করতে হবে।

৩. দালালের অবচর ও সম্পত্তি করকে প্রশাসনিক খরচ এবং যন্ত্রপাতির অবচরকে বিক্রয় খরচ ধরতে হবে।

কল্পণীয়:

ক. বহুধাপ আর বিবরণীর মাধ্যমে নিট লাভ নির্ণয় কর।

খ. মালিকানা স্বত্ব বিবরণী প্রস্তুত কর।

গ. শ্রেণীবদ্ধ উত্তরপত্র প্রস্তুত কর।

সমাধান: ৭

মি. সাহেদ

আর বিবরণী

২০১২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
বিক্রয় রাজস্ব	৬,৫৮,০০০	৬,৫০,০০০
বাদ: বিক্রয় ফেরত	৮,০০০	
নিট বিক্রয়		
বাদ: বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয়:		
প্রারম্ভিক মজুদ	৪০,৫০০	(৪,৩২,৭০০)
ক্রয়	৪,৮২,০০০	
বাদ: ক্রয় ফেরত	(৬,৪০০)	
ক্রয় বাট্টা	(১২,০০০)	
ক্রয় পরিবহন	৩,৬০০	
নিট ক্রয়	৫,০৭,৭০০	
বাদ: সমাপনী মজুদপণ্য	(৭৫,০০০)	
বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয়		
মোট লাভ		২,১৭,৩০০
বাদ: বিক্রয় খরচ বিক্রয় বেতন খরচ	৭৪,০০০	(১,১২,৭২০)
বিমা খরচ (৭২০০ × ৬০%)	৪,৩২০	
বিক্রয় কমিশন খরচ	১৪,৫০০	
যন্ত্রপাতির অবচর	১৩,৩০০	
উপযোগ খরচ (৬০%)	৬,৬০০	
প্রশাসনিক খরচ: দালালের অবচর	১০,৪০০	
বিমা খরচ (৭২০০ × ৪০%)	২,৮৮০	
অফিস বেতন খরচ	৩২,০০০	
সম্পদ কর খরচ	৪৮০০	
উপযোগ খরচ (১১,০০০ × ৪০%)	৪,৪০০	
নিট লাভ		৫০,১০০

মি. সাহেদ
মালিকানা স্বত্ব বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা
সাহেদের মূলধন	১,৭৭,৬০০
নিট মুনাফা	৫০,১০০
উত্তোলন	(২৮,০০০)
সমষ্টিত মূলধন	১,৯৯,৭০০

মি. সাহেদ
আর্থিক অবস্থার বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
সম্পত্তিসমূহ:		
চলতি সম্পত্তি:		
প্রাপ্য হিসাব	৫০,৩০০	
নগদ	৪৫,০০০	
অগ্রিম বিমা	২,৪০০	
সমাপনী মজুদ পণ্য	৭৫,০০০	১,৭২,৭০০
স্থায়ী সম্পত্তি:		
দালাল	১,৯০,০০০	
বাদ: অবচয় সঞ্চিত	৫২,৫০০	১,৩৭,৫০০
বহুপাতি	১১,০০০	
বাদ: অবচয় সঞ্চিত	৪২,৯০০	৬৭,১০০
		২,০৪,৬০০
		৩৭৭,৩০০
দায়সমূহ		
চলতি দায়:		
প্রদেয় হিসাব	৮৯,৩০০	
প্রদেয় সম্পত্তি কর	৪,৩০০	
প্রদেয় বিক্রয় কমিশন	৪,০০০	৯৭,৬০০
দীর্ঘ মেয়াদী দায়:		
বন্ধকী ঋণ		৮০,০০০
		১,৭৭,৬০০
মালিকানা স্বত্ব		১,৯৯,৭০০
মোট দায় ও মালিকানা স্বত্ব:		৩৭৭,৩০০

উদাহরণ: ৮ মি. আফজালের ২০১২ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর অর্থিক বছর শেষে রেওয়ামিল নিম্নরূপ:

মি. আফজাল

রেওয়ামিল

৩১-১২-২০১২

বিবরণ	টাকা	টাকা
বিক্রয়		৯,০৪,১০০
বিক্রয় বাট্টা	৪,৬০০	
পণ্য জর	৭,০৯,৯০০	
বিক্রয় কর্মীর বেতন	৬৯,৮০০	
উপযোগ খরচ	১৯,৪০০	
মেরামত খরচ	৫,৯০০	
গ্যাস ও জ্বালানী	৭,২০০	
বিমা খরচ	৩,৫০০	
মূলধন		২,৬৭,৮০০
উত্তোলন	১০,০০০	
নগদ		
প্রাপ্য হিসাব	২৫,৪০০	
মজুদ পণ্য	৩৭,৬০০	
জমি	৯০,০০০	
দালান	৯২,০০০	
অবচয় সঞ্চিতি - দালান	১,৯৭,০০০	
বহুপাতি	৮৩,৫০০	৫৪,০০০
অবচয় সঞ্চিতি - বহুপাতি		৪২,৪০০
প্রদেয় নোট		৫০,০০০
প্রদেয় বিল		৩৭,৫০০
	১৩,৫৫,৮০০	১৩,৫৫,৮০০

সমস্বয়সমূহ:

১. দালান ও কসকজার অবচয় যথাক্রমে ১০,০০০ টাকা ও ৯০০০ টাকা। (উভয়ই প্রশাসনিক খরচ)
২. প্রদেয় নোটের উপর ৭,০০০ টাকা বকেয়া রয়েছে।
৩. সমাপনী মজুদ পণ্য ৮৯,২০০ টাকা।
৪. বেতনের ৮০% বিক্রয় ও ২০% প্রশাসনিক খরচ।
৫. উপযোগী বরচ, মেরামত খরচ এবং বিমা খরচ ১০০% প্রশাসনিক।
৬. ১৫,০০০ টাকার নোট আগামী বছর পরিশোধ করতে হবে।
৭. গ্যাস ও জ্বালানী বিক্রয় খরচ।

সমাধান: ৮৮

মি. আফজাল
বিশাদ আয় বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
বিক্রয়	৯,০৪,১০০	
বাদ: বিক্রয় বাট্টা	৪,৬০০	
নিট বিক্রয়:		৮,৯৯,৫০০
বাদ: বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয়:		
প্রারম্ভিক মজুদ	৯০,০০০	
যোগ্য ক্রয়	৭০৯,৯০০	
বাদ: সমাপনী মজুদ	(৮৯,২০০)	৭,১০,৭০০
মোট লাভ		১,৮৮,৮০০
বাদ: পরিচালন ব্যয়:		
বিক্রয় খরচ :		
বেতন $(৬৯,৮০০ \times ৮০\%)$	৫৫,৮৪০	
গ্যাস ও জ্বালানী	৭,২০০	(৬৩,০৪০)
প্রশাসনিক খরচ :		
অবচয়: দালান	১০,০০০	
যন্ত্রপাতি	৯,০০০	
বেতন $(৬৯,৮০০ \times ২০\%)$	১৩,৯৬০	
উপযোগ্য খরচ	১৯,৯৬০	
মেরামত খরচ	৫,৯০০	
বিমা খরচ	৩,৫০০	৬১,৭৬০
পরিচালন মুনাফা		৬৪,০০০
বাদ: অপরিচালন ব্যয়		
প্রদেয় নোটের সুদ		(৭,০০০)
নিট মুনাফা		৫৭,০০০

মি. আফজাল
মালিকানা স্বত্ব বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখের সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা
মূলধন	২,৬৭,৮০০
নিট মুনাফা	৫৭,০০০
বাদ: উত্তোলন	(১০,০০০)
মালিকানা স্বত্ব	৩,১৪,৮০০

মি. আফজাল

উত্তরপত্র

২০১২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
সম্পত্তিসমূহ:		
চলতি সম্পত্তি:		
নগদ	২৫,৪০০	
প্রাপ্য হিসাব	৩৭,৬০০	
মজুদ পণ্য	৮৯,২০০	১,৫২,২০০
স্থায়ী সম্পত্তি:		
জমি	৯২,০০০	
দায়মান	১,৯৭,০০০	
বাদ: অবচয় সঞ্চিতি	৬৪,০০০	
বন্ধপাতি	৮৩,৫০০	
বাদ: অবচয় সঞ্চিতি	৫১,৪০০	
মোট সম্পত্তি		৪০৯,৩০০
দায়সমূহ:		
চলতি দায়:		
প্রদেয় নোট	১৫,০০০	
প্রাপ্য হিসাব	৩৭,৫০০	
প্রদেয় সুদ	৭,০০০	৫৯,৫০০
দীর্ঘ মেয়াদী দায়:		
প্রদেয় নোট		৩৫,০০০
		৯৪,৫০০
মালিকানা স্বত্ব		৩,১৪,৮০০
		৪,০৯,৩০০

উদাহরণ: ৯ অসিক ট্রেডার্সের রেওয়ামিল ও অন্যান্য তথ্যাবলী নিম্নরূপ:

অসিক ট্রেডার্স

রেওয়ামিল

৩১-১২-২০১৩

বিবরণ	টাকা	টাকা
নগদ ও ব্যাংক	৭০,০০০	
প্রাপ্য হিসাব	৮০,০০০	
অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি		৩,০০০
প্রাপ্য নোট	৫০,০০০	
১০% বিনিয়োগ		৭০,০০০
প্রদেয় নোট		৫০,০০০
১৫% বিনিয়োগ	১,২০,০০০	
মজুদ পণ্য	৮০,০০০	

সাপ্লাইজ	১০,০০০	
স্টোর ইকুইপমেন্ট	১০০,০০০	
অবচয় সঞ্চিতি-স্টোর ইকুইপমেন্ট		২০,০০০
প্রদেয় হিসাব		৩০,০০০
মূলধন		২২০,০০০
বিক্রয়		৪০০,০০০
বিক্রয় ফেরত	৫,০০০	
সুদ অবচয়	৩,০০০	
সুদ আয়		১২,০০০
ক্রয়	১,৫০,০০০	
ক্রয় ফেরত		১০,০০০
ক্রয় পরিবহন	১২,০০০	
বেতন	২০,০০০	
বিজ্ঞাপন	২৫,০০০	
অন্যান্য অফিস খরচ	১৫,০০০	
অগ্নি বিমা	২০,০০০	
আইন ও নিরীক্ষা খরচ	১২,০০০	
টেলিফোন বিল	১০,০০০	
ভাড়া	১৮,০০০	
বিবিধ খাত	১৫,০০০	
	৮,১৫,০০০	৮,১৫,০০০

সমস্বয়সমূহ:

১. অগ্নি বিমা বকেয়া আছে ৫০০০ টাকা। অগ্নি বিমার ৪০% বিক্রয় খরচ।
২. অব্যবহৃত সাপ্লাইজের পরিমাণ ৩০০০ টাকা। সাপ্লাইজের ৩০% অফিস খরচ
৩. ভাড়া অগ্রিম ১০,০০০ টাকা। ভাড়ার ৫০% অফিস সংক্রান্ত।
৪. স্টোর ইকুইপমেন্ট এর উপর ১০% অবচয় ধার্য করতে হবে।
৫. অন্যদায়ী পাওনা ২,০০০ টাকা। অন্যদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ৫,০০০ টাকা রাখতে হবে।
৬. বেতন ৫,০০০ টাকা বকেয়া আছে। বেতনের ৫০% অফিস খরচ।
৭. সমাপনী মজুদের মূল্য ১,২০,০০০ টাকা।

করণীয়:

- ক. বহুধাপ আয় বিবরণী।
- খ. মালিকানা স্বত্ব বিবরণী
- গ. উদ্বর্তপত্র।

সময়কাল: ৯০

অসিফ ট্রেডার্স
আয় বিবরণী

২০১২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
বিক্রয়	৪,০০,০০০	
বাদ: বিক্রয় ফেরত	৩,০০০	
নিট বিক্রয়:		৩,৯৭,০০০
বাদ: বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয়:		
প্রারম্ভিক মজুদ	৮০,০০০	
ক্রয় ১,৫০,০০০		
বাদ: ক্রয় ফেরত ১০,০০০	১,৪০,০০০	
ক্রয় পরিবহন	১২,০০০	
বাদ: সমাপনী মজুদ পণ্য	(১,২০,০০০)	
বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয়		১,১২,০০০
মোট লাভ		২,৮৫,০০০
বাদ: পরিচালন ব্যয়		
ভাড়া ১৮,০০০		
বাদ: অগ্নিম (১০,০০০)		
বাদ: অফিস খরচ (৪,০০০)	৪,০০০	
বিজ্ঞাপন খরচ	২৫,০০০	
বেতন ২০,০০০		
যোগ: বকেয়া ৫,০০০		
বাদ: অফিস খরচ (১২,৫০০)	১২,৫০০	
পাণ্ডাইজ ১০,০০০		
বাদ: অব্যবহৃত (৩,০০০)		
বাদ: অফিস খরচ (২,১০০)	৪,৯০০	
অগ্নি বিমা ২০,০০০		
যোগ: বকেয়া ৫,০০০		
বাদ: অফিস খরচ (১৫,০০০)	১০,০০০	
অন্যদায়ী পাওনা	২০০০	
অন্যদায়ী পাওনা সন্ধিগতি	৫,০০০	
স্টোর ইকুইপমেন্ট অবচয়	১০,০০০	
অন্যদায়ী পাওনা সন্ধিগতি	(৩,০০০)	(৭০,৪০০)
অফিস ও প্রশাসনিক ব্যয়:		
ভাড়া	৪,০০০	
বেতন	১২,৫০০	
পাণ্ডাইজ	২,১০০	

অগ্নি বিমা	১৫,০০০	
অ্যান্ড অফিস খরচ	১৫,০০০	
আইন ও নিরীক্ষা খরচ	১২,০০০	
টেলিফোন খরচ	১০,০০০	(৭০,৬০০)
পরিচালন মূল্যায়ন		১,৪৪,০০০
অপরিচালন মূল্যায়ন (ক্ষতি)		
কণের সুদ	৩০০০	
বকেয়া	২০০০	(৫,০০০)
বিনিয়োগের সুদ	১২,০০০	
যোগ: বকেয়া	৬,০০০	১৮,০০০
বিবিধ ক্ষতি		(১৫,০০০)
নিট মুনাফা		১,৪২,০০০

অফিস ট্রেজার্স

মালিকানা স্বত্ব বিবরণী

২০১২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা
মূলধন	২২০,০০০
যোগ: নিট লাভ	১,৪২,০০০
মালিকানা স্বত্ব	৩৬২,০০০

অসিফ ট্রেজার্স

উদ্বর্তপত্র

২০১২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
সম্পত্তিসমূহ:		
চলতি সম্পত্তি:		
নগদ ও ব্যাংক	৭০,০০০	
প্রাপ্য নোট	৫০,০০০	
মজুদ পণ্য	১,২০,০০০	
সাপ্লাইজ	৩,০০০	
প্রাপ্য সুদ	৬,০০০	
ভাড়া অগ্রিম	১০,০০০	
প্রাপ্য হিসাব	৮০,০০০	
বাদ: অনাদারী পাওনা	২,০০০	
বাদ: অনাদারী পাওনা সঞ্চিতি (৫,০০০)	৭৩,০০০	৩,৩২,০০০
বিনিয়োগ		১২০,০০০
১৫% বিনিয়োগ		

স্থায়ী সম্পত্তিসমূহ:		
সেটার ইকুইপমেন্ট	১,০০,০০০	
বাস: অবচয় সম্বন্ধিত	৩০,০০০	৭০,০০০
		৫২২,০০০
দায়সমূহ:		
চলতি দায়:		
প্রদেয় নোট	৫০,০০০	
প্রদেয় হিসাব	৩০,০০০	
বকেয়া বিমা	৫০০০	
বকেয়া বেতন	৫,০০০	
		৯০,০০০
দীর্ঘ মেয়াদী দায়:		
১০% বদ্ধকী ঋণ		৭০,০০০
মাগিকানা স্বত্ব		৩৬২০০০
মোট দায় ও মাগিকানা স্বত্ব		৫,২২,০০০

উদাহরণ - ১০ হাসান এন্ড সন্স-এর ২০১৩ সালের বেগুয়ামিল ও অন্যান্য তথ্য নিম্নরূপ:

হাসান এন্ড সন্স
বেগুয়ামিল
৩১-১২-২০১৩

ডেবিট		ক্রেডিট	
হিসাবের শিরোনাম	টাকা	হিসাবের শিরোনাম	টাকা
হাসানের উত্তোলন	৫,০০০	বিক্রয়	২,০০,০০০
নগদ	১,২৫০	ক্রয় ফেরত	১,৫০০
ব্যাংক জমা	৪,৫২৫	অনাদায়ী পাওনা সম্বন্ধিত	৭৫০
জাপা ও মনিহারী	৫০০	প্রদেয় নোট	১০,০০০
বিমা খরচ	৩৫০	প্রদেয় হিসাব	৩৩,০০০
বহিষ্ত পরিবহন	৪,২০০	ঋণ ১০% (৩১.০৩.২০১২)	২৫,০০০
বেতন খরচ	১৮,০০০	মূলধন	১,৪৫,০০০
কারখানা ভাড়া	১,৯০০		
বিদ্যুৎ ও টেলিফোন	৮০০		
ব্যাংক চার্জ	২৫		
মজদুরপণ্য	৩৫,০০০		
পণ্য ক্রয়	১,০০,০০০		
মিনিট্রোপ	৫০,০০০		
বিক্রয় ফেরত	২,৫০০		
পণ্য নোট	৪৫,০০০		

ক্রয় পরিবহন	৭,৫০০	
প্লাস্ট ও মেশিন	৫৫,০০০	
অফিস আসবাবপত্র	৮,৫০০	
প্রাপ্য হিসাব	৬০,০০০	
করলা, গ্যাস ও পানি	১,২০০	
মজুরি খরচ	১,০০০	
সুদ	১,৫০০	
অফিস ভাড়া	৪,৫২৫	
	৪,২৫,২৫০	৪,১৫,২৫০

সমন্বয়সমূহ:

- মালিক কর্তৃক পণ্য উন্মোচন ২৫০০ টাকা।
- প্লাস্টের উপর ১০% অবচয় ও মূলধনের উপর ৫% সুদ ধরতে হবে।
- পণ্য বিক্রয়ের মধ্যে ২,০০০ টাকার আসবাবপত্র বিক্রয় অন্তর্ভুক্ত আছে।
- পণ্য ক্রয়ের মধ্যে ৫০০ টাকার মনিহারী অন্তর্ভুক্ত আছে।
- সমাপনী মজুদ পণ্য মূল্যায়ন করা হয়েছে ৪০,০০০ টাকা।
- বেতন ২০০০ টাকা, কারখানা ভাড়া ১৫০০ টাকা, অফিস ভাড়া ৫০০ টাকা বকেয়া আছে।
- অনাদায়ী পাওনা ২০০০ টাকা। অবশিষ্ট দেনাদারের ৫% অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ধরতে হবে।
- বিক্রয় ম্যানেজারকে ২,০০০ টাকা কমিশন প্রদান করতে হবে।

করনীম:

- বহুধাপ আয় বিবরণী।
- মালিকানা স্বত্ব বিবরণী।
- আর্থিক অবস্থার বিবরণী।

সমাধান: ১০

হাসান এ্যান্ড সপ

আয় বিবরণী

২০১৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমস্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
বিক্রয়	২,০০,০০০	
বাদ: বিক্রয় ফেরত	(২,৫০০)	
বাদ: আসবাবপত্র বিক্রয়	(২,০০০)	
নিট বিক্রয়		১,৯৫,৫০০
বাদ: বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয়:		
প্রারম্ভিক মজুদ	৩৫,০০০	
যোগ: নিট ক্রয়:		
ক্রয়	১,০০,০০০	

বাদ: ক্রয় ফেরত	(১,৫০০)		
বাদ: পণ্য উত্তোলন	(২৫০০)		
বাদ: মনিহারী ক্রয়	(৫০০)		
নিট ক্রয়		৯৫,৫০০	
যোগ: মজুরি		১,০০০	
কয়লা, গ্যাস ও পানি		১,২০০	
কারখানা ভাড়া	১,৯০০		
যোগ: বকেয়া	১,৫০০		
প্লাস্ট ও মেশিনের অবচয়		৩,৪০০	
ক্রয় পরিবহন		৭,৫০০	
		১,৪৯,১০০	
বাদ: সমাপনী মজুদ		(৪০,০০০)	
মোট লাভ			৮৬,৪০০
বাদ: পরিচালনা ব্যয়:			
বিক্রয় ও বিতরণ ব্যয়:			
বাহ: পরিবহন		৪,২০০	
অন্যদায়ী পাওনা	২,০০০		
যোগ: নতুন অন্যদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	২,৯০০		
বাদ: পুরাতন অন্যদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	(৭৫০)	৪,১৫০	
বিক্রয় ম্যানেজারের কমিশন		২,০০০	(১০৩৫০)
প্রশাসনিক ব্যয়:			
ছাপা ও মনিহারী (৫০০ + ৫০০)		১,০০০	
বিমা ব্যয়		৩৫০	
বেতন	১৮,০০০		
যোগ: বকেয়া	২,০০০	২০,০০০	
বিস্মৃৎ ও টেলিফোন		৮০০	
অফিস ভাড়া	৪,৫২৫		
যোগ: বকেয়া	৫০০	৫,৫২৫	(২৭,৬৭৫)
যোগ (বাদ): নিট অপরিচালন আয় (ক্ষতি)			৪৮,৭২৫
ব্যয়ক চাই		২৫	
ঋণের সুদ		১,৮৭৫	
মূলধনের সুদ		৭,২৫০	(৯,১৫০)
নিট লাভ			৩৯,২২৫

হাসান আন্ত সঙ্গ
মাগিকানা স্বত্ব বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখের জন্য

বিবরণ	টাকা
মূলধন	১,৪৫,০০০
যোগ: নিট লাভ	৩৯,২২৫
বাদ: উত্তোলন (৫,০০০ + ২,৫০০)	(৭,৫০০)
যোগ: মাগিকানা স্বত্ব	৭,৫০০

হাসান আন্ত সঙ্গ
উত্তরপত্র

২০১২ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
সম্পত্তিসমূহ:		
চলতি সম্পত্তি:		
নগদ	১,২৫০	
ব্যাংক জমা	৪,৫২৫	
প্রাপ্য নোট	৪৫,০০০	
প্রাপ্য হিসাব	৬০,০০০	
বাদ: অনাদারী পাওনা (২,০০০)	(২,০০০)	
বাদ: অনাদারী পাওনা সধিগতি (২,৯০০)	(৫৫,১০০)	
সমাপনী মজুদ পণ্য	৪০,০০০	১,৪৫,৮৭৫
বিনিয়োগ		৫০,০০০
স্থায়ী সম্পত্তি:		
গ্রান্ট ও মেশিন	৫৫,০০০	
বাদ: অবচয় (৫,৫০০)	(৪৯,৫০০)	
আসবাবপত্র	৮,৫০০	
বাদ: বিক্রয় (২,০০০)	(৭,৫০০)	৫৭,০০০
		২,৫২,৮৭৫
দায় সমূহ:		
চলতি দায়: প্রদেয় নোট	১০,০০০	
প্রদেয় হিসাব	৩৩,০০০	
ঋণের সুদ	১,৮৭৫	
বকেয়া বেতন	২,০০০	
বকেয়া কারখানা ভাড়া	১,৫০০	
বকেয়া অফিস ভাড়া	৫০০	
ম্যানেজারের কমিশন	২,০০০	৫০,৮৭৫
দীর্ঘ মেয়াদী দায়:		
ঋণ		২৫,০০০
মাগিকানা স্বত্ব		১৮৩,৯৭৫

সমস্যা-১ মি. হাসানের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ৩০শে এপ্রিল, ২০১২ তারিখে ৪ মাসের আর্থিক তথ্যবলী নিয়ে নিম্নে রেওয়ামিল প্রস্তুত করেন।

মি. হাসান
রেওয়ামিল
৩০ এপ্রিল, ২০১২

বিবরণ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
মগদ	৯,০০০	
প্রাপ্য হিসাব	৫,২০০	
সরবরাহ	১,৯০০	
জমি	৫০,০০০	
দালাল	২,৫০,০০০	
অবচর সঞ্চিতি - দালাল		৪৫,০০০
প্রদেয় হিসাব		৫৬,০০০
প্রদেয় বন্ধকী		১,০০,০০০
মূলধন		১,৫৮,৫০০
উপগ্রহণ	৮,৫০০	
সেবা আয়		৩২,০০০
মজুরি খরচ	১৪,০০০	
সাপ্লাইজ খরচ	২,৫০০	
	৩,৪১,১০০	৩,৪১,১০০

সমস্বয়সমূহ:

১. সেবা আয় অর্জিত হয়েছে কিন্তু ৩০ শে এপ্রিলের মধ্যে হিসাবভুক্ত হয়নি ২৫০০ টাকা।
২. ৩০ শে এপ্রিল পর্যন্ত মজুরি বকেয়া ৫,০০০ টাকা।
৩. ৩০ শে এপ্রিল তারিখে সরবরাহ হাতে আছে ১,০০০ টাকা।
৪. দালালের অবচর ৩০০০ টাকা হিসাবভুক্ত করতে হবে।

করণীয়:

- ক. ৩০ শে এপ্রিল তারিখে দালালের বহিমূল্য নির্ণয় কর।
- খ. সমস্বয়গুলোর জাবেদা দাখিলা দাও।
- গ. আয় বিবরণী প্রস্তুত করে মি. হাসানের নিট লাভ নির্ণয় কর।

সমস্যা: ২ আল আমীন প্রাণিকের সমন্বিত রেওয়ামিলটি নিম্নরূপ:
আল আমীন
সমন্বিত রেওয়ামিল
৩১.১২.২০১২

বিবরণ	টাকা	টাকা
মূলধন		১,৪০,০০০
প্রদেয় হিসাব		২৮,০০০
প্রদেয় নোট		১৬,০০০
প্রাপ্য হিসাব	৫০,০০০	
আসবাবপত্র	৬০,০০০	
অফিস সরঞ্জাম	৮০,০০০	
নগদ	৩০,০০০	
অফিস সরবরাহ	৫০০	
উল্লেখন	২০,৫০০	
১০% বন্ধকী ঋন		৬০,০০০
জমি	৪১,০০০	
বেতন বকেয়া		১,৫০০
১০% বিনিয়োগ	২০,০০০	
অবচর সঞ্চিত আসবাবপত্র		৩,০০০
অবচর সঞ্চিত সরঞ্জাম		৮,০০০
সুদ প্রাপ্য	১,০০০	
সুদ প্রদেয়		৬০০
নীতি লাভ		৪০,৫০০
	৩,০৩,০০০	৩,০৩,০০০

করণীয়:

- ক. মালিকানা স্বত্ব বিবরণী প্রস্তুত কর।
খ. উদ্বর্তপত্র প্রস্তুত কর।
গ. চলতি সম্পত্তি ও চলতি দায়ের পার্থক্য নির্ণয় কর।

সমস্যা -৩ সোহাগ ট্রান্সপোর্ট এর ২০১৩ সালের ৩১শে জানুয়ারি তারিখে এক মাসের রেওয়ামিল নিম্নরূপ:

বিবরণ	টাকা	টাকা
নগদ	২৪,০০০	
বাস	২,২০,০০০	
অগ্রিম টিকিট বিক্রয়		২৫,৪০০
প্রদেয় নোট		৩২,০০০
মূলধন		১,৮০,০০০
টিকিট রাজস্ব		১,২২,৬০০
বেতন খরচ	১২,৬০০	
গ্যাস ও তৈল খরচ	১,৮০০	
বিজ্ঞাপন খরচ	১,২০০	
অগ্রিম বিমা	৮,৪০০	
অফিস সরঞ্জাম	৯২,০০০	
	৩,৬০,০০০	৩,৬০,০০০

অতিরিক্ত তথ্যাবলী:

১. অফিস সরঞ্জাম ও বাসের মাসিক অবচর যথাক্রমে ৪,০০০ ও ১০,০০০ টাকা।
২. একটি প্রতিষ্ঠান ও ২ ব্যক্তি মোট ১০টি অগ্রিম টিকিট নিয়েছিল এর মধ্যে ৭টি টিকিট এর মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে।
৩. বাস ড্রাইভারদের প্রতিদিন ৭০০ টাকা বেতন দেওয়া হয়। ৫ জন ড্রাইভারের ৫ দিনের বেতন বকেয়া রয়েছে।
৪. একটি টিকিট কন্ডাক্টর থেকে ১,৫০০ টাকা করে ৬টি টিকিট বিক্রয় করে যা হিসাবভুক্ত হয়নি।

করণীয়:

- ক. ২ নং সমস্বয়ের জাবেদা দাখিল্য নাও।
- খ. উপযুক্ত ছকে আর বিবরণী প্রস্তুত করে শীট লাভ নির্ণয় কর।
- গ. মালিকানা স্বত্বের পরিমাণ - টাকা ধরে উত্তরপত্র প্রস্তুত কর।

সমস্যা - ৪ ইস্টান হাউজ এর রেগুলেশন নিম্নরূপ:

নিশাত হাউজিং
রেওয়ামিল
৩১-১২-২০১২

বিবরণ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
মূলধন		৪,০০,০০০
উল্লেখন	২৫,০০০	
ভাড়া আর		৩,৯০,০০০
মজুরি		
উপযোগ বিল	৮০,০০০	
সম্পদ কর	২৫,০০০	
সুদ	১৫,০০০	
১৫% বিনিয়োগ	১,০০,০০০	
নগদ	৩৯,৫২৫	
অগ্রিম বিমা	৪,১২৫	
মজুরপাতি	৪৫,০০০	
অবচর সঞ্চিতি মজুরপাতি		৯,০০০
দাখান	৪,৩০,০০০	
অবচর সঞ্চিতি দাখান		৩০,০০০
জমি	২,৩০,০০০	
অন্যপার্জিত ভাড়া		৭,২৫০
বন্ধকী ঋণ		১,৮০,০০০
সাপ্লাইজ	২৬০০	
	১০,১৬,২৫০	১০,১৬,২৫০

সমন্বয়:

১. অগ্রিম বিমার মেসাদ উত্তীর্ণ হয়েছে।
২. যন্ত্রপাতি উপর ১০% ও মালামালের উপর ১৫% অবচয় ধরতে হবে।
৩. অনাপত্তিভ জড়ার পরিমাণ ২৫০ টাকা।
৪. সাপ্লাইজ হাতে আছে ১,৬০০ টাকার।
৫. বন্ধকী ঋণের উপর ১২% সুদ ধরতে হবে। ঋণ ৮০,০০০ টাকা আগামী ১ বছরের মধ্যে প্রদান করতে হবে। অন্যদিকে বিনিয়োগ ৫০,০০০ টাকা আগামী ৬ মাসের মধ্যে আদায় হবে।

করণীয়:

- ক. ৫ নং সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় জাবেদা দাখিল করা।
- খ. উপযুক্ত ছকে আর বিবরণী প্রস্তুত করে নিট মুনাফা নির্ণয় করা।
- গ. চলাতি সম্পত্তি ও চলাতি দায়ের পার্থক্য নির্ণয় করা।

সমস্যা - ৫ মি. হাসানের ২০১২ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখের রেওয়ামিল ও সমন্বিত রেওয়ামিল নিম্নে প্রদত্ত হলো:

মি. হাসান

সমন্বিত রেওয়ামিল

বিবরণ	রেওয়ামিল		সমন্বিত রেওয়ামিল	
	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট
নগদ	২১,৭৪০		২১,৭৪০	
প্রাপ্য হিসাব	১৬,৯৯০		১৬,৯৯০	
অগ্রিম বিমা	৬০০		৫৫০	
অফিস সরবরাহ	৭২০		৫০০	
জমি	১,৩০,০০০		১,৩০,০০০	
মালামাল	৩৬,০০০		৩৬,০০০	
অবচয় সম্বন্ধিত মালামাল		১৫০		১৫০
অফিস সরঞ্জাম	৫,৪০০		৫,৪০০	
অবচয় সম্বন্ধিত অফিস সরঞ্জাম		৪৫		৪৫
প্রদেয় নোট		৩,০০০		৩,০০০
প্রদেয় হিসাব		২৩,৫৯৫		২৩,৫৯৫
অনাপত্তিভ ব্যবস্থাপনা কিস		১,৮০০		১,৫০০
মূলধন		১,৮০,৭৭,৭১		১,৮০,৭৭,৭১
উদ্বোলন	১,৫০০		১,৫০০	
বিক্রয় কমিশন		১৫,৪৮৪		১৫,৪৮৪
বিক্রয় খরচ	১২,৭৫৮		১,২৭৫	
বেতন খরচ	৯,৪২৫		৯,৪২৫	
টেলিফোন খরচ	১,১৯৫		১,১৯৫	
	২,২৪,৮৪৫	২,২৪,৮৪৫		
বিমা খরচ			৫০	
অফিস সরবরাহ খরচ			২২০	
ব্যবস্থাপনা কিস আর				৩০০
সুদ			৩০	৩০
অকম্পা সুদ			২,২৪,৮৭৫	২,২৪,৮৭৫

করণীয়:

১. স্থায়ী সম্পত্তির বহিমূল্য নির্ণয় কর।
২. সমন্বয়গুলোর জাবেদা দাখিলা দাও।
৩. আয় বিবরণী প্রস্তুত করে নিট মুনাফা নির্ণয় কর।

সমস্যা -৬৬ নিম্নের শাখন-এর কার্যপত্র হতে রেওয়ামিল ও সমন্বিত রেওয়ামিল দেওয়া হল।

বিবরণ	রেওয়ামিল		সমন্বিত রেওয়ামিল	
	ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট
মগর	৪,৯৮০		৭,৬৮০	
প্রাণ্য কমিশন	৩,০০০		৩,৮৫০	
অফিস সাগ্রাইজ	৬০০		২৪০	
অফিস ইকুইপমেন্ট	৬,৬০০		৬,৬০০	
অবচয় সমিতির অফিস ইকুইপমেন্ট		২,৪২০		২,৫৩০
প্রদেয় হিসাব		১,৬৬০		১,৬৬০
অসম্পর্কিত কমিশন		৬,৯০০		৭,৭৫০
অফিস সাগ্রাইজ খরচ			৩৬০	
অবচয় খরচ অফিস ইকুইপমেন্ট				
বেতন	৬০০০		১১০	
ভাড়া খরচ	১৫০০		১,৫০০	
	২০,৬৮০	২০,৬৮০	২৭,০৪০	২৭,০৪০

করণীয়:

- ক. নিট ৫,৭২০ টাকা হলে মালিকদের শেয়ারের পরিমাণ নির্ণয় কর।
- খ. সমন্বয়সমূহের জাবেদা দাখিলা দাও।
- গ. আয় বিবরণী প্রস্তুত কর।

একতরফা দাখিলা পদ্ধতি (অনুশীলনী)

- ১। জনাব কামাল একজন খুচরা ব্যবসায়ী। তিনি তাঁর কারবারের হিসাব বই দুতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করেন না। তাঁর কারবারের হিসাব বই হতে নিম্নোক্ত খতিয়ান উদ্ধৃতগুলো দেওয়া হল:

	১ জানুয়ারি ২০১৩ টাকা	৩১ ডিসেম্বর, ২০১৩ টাকা
নগদ তহবিল	২৫,০০০	৫০,০০০
ব্যাংক জমা	৮০,০০০	১,০০,০০০
মজলদপত্র	৫০,০০০	৮০,০০০
প্রাণ্য হিসাব	১,০০,০০০	১,৬০,০০০
প্রদেয় হিসাব	৮০,০০০	১,১০,০০০
আসবাবপত্র	৫০,০০০	-
যজ্ঞপত্রি	৪০,০০০	১,৪০,০০০
দাখানকোঠা	২,০০,০০০	-

জনাব কামাল তাঁর নিজ প্রয়োজনে কারবার হতে সারা বছর ধরে প্রতি সপ্তাহে নগদ ৪০০ টাকা করে উত্তোলন করেছেন। এছাড়া কারবার হতে তিনি বছরে মোট ১২,০০০ টাকার পণ্য উত্তোলন করেছেন। তিনি কারবারের জন্য ১,০০,০০০ টাকার যন্ত্রপাতি ক্রয় করেছিলেন এবং এই যন্ত্রপাতি ক্রয়ের অংশ তিনি তার ব্যক্তিগত পাড়ি বিক্রয় করে সরবরাহ করেছিলেন।

অন্যান্য তথ্যাবলি:

- ক. দোকানের কাশ বাস্তু হতে ৪,০০০ টাকা চুরি হয়েছে। কিন্তু এটি হিসাবভুক্ত করা হয় নি।
- খ. প্রাপ্য হিসাবের ১০,০০০ টাকা আদায়যোগ্য নয়। অবশিষ্ট প্রাপ্য টাকার উপর ৫% হারে অনাদায়ী পাওনা সম্বন্ধিত ধার্য করতে হবে।
- গ. অসবাবপত্র যন্ত্রপাতি ও দালালকোঠার উপর ১০% হারে অবচয় ধার্য করতে হবে। নতুন যন্ত্রপাতি ১-১০-২০১৩ তারিখে ক্রয় করা হয়েছিল।
- ঘ. প্রারম্ভিক মূলধনের উপর ৫% হারে সুদ ধার্য করতে হবে।

করণীয়:

- ক. উত্তোলনের পরিমাণ নির্ণয় কর।
- খ. প্রারম্ভিক ও সমাপনী মূলধন নির্ণয় কর।
- ঘ. নিট মুনাফা ৮৬,৫৫০ ও প্রারম্ভিক মূলধন ৪,৬৫,০০০ টাকা ধরে বৈষয়িক বিবরণী প্রস্তুত কর।

- ২। মি. সোহেল রানা তার কারবার প্রতিষ্ঠানের হিসাব বই দুতরফা দখিলা পদ্ধতি মোতাবেক সংরক্ষণ করেন না। ২০১৩ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে তার কারবারের অবস্থা ছিল নিম্নরূপ:

বৈষয়িক বিবরণী

২০১৩ সালের ১ জানুয়ারি

দায়সমূহ	টাকা	সম্পত্তিসমূহ	টাকা
প্রদেয় হিসাব	৪৫,০০০	নগদ তহবিল	৩০,০০০
বকেয়া খরচাবলি	৫,০০০	ব্যাংকে জমা	১,১০,০০০
মূলধন	৫,০০,০০০০	প্রাপ্য হিসাব	৮৫,০০০
	৫,৫০,০০০	মজুদপণ্য	৫৫,০০০
		অসবাবপত্র	৭০,০০০
		দালালকোঠা	২,০০,০০০
	৫,৫০,০০০		৫,৫০,০০০

২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে তার কারবারে প্রাপ্য টাকার পরিমাণ ১,৫০,০০০ টাকা, সমাপনী মজুদের মূল্য ৭০,০০০ টাকা, নগদ তহবিল ৫০,০০০ টাকা এবং ব্যাংক জমার উদ্ধৃত ১,৩০,০০০ টাকায় উপনীত হয়। উক্ত তারিখে প্রদেয় হিসাবের জের ৬০,০০০ টাকা এবং বকেয়া খরচের পরিমাণ ৩,০০০ টাকা। মি. সোহেল রানা কারবারের জন্য ৫০,০০০ টাকা মূল্যের একটি মটরগরী ক্রয় করেছিলেন এবং এই মটরগরীটি ক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অংশবিশেষ তিনি তার ব্যক্তিগত এক ঝগ জমি ৭০,০০০ টাকায় বিক্রয় করে এর অর্থকে সরবরাহ করেছিলেন। সারা বছরে মি. সোহেল রানার নগদ উত্তোলনের পরিমাণ ছিল মাসিক ৩,০০০ টাকা এবং পণ্য উত্তোলন মোট ১২,০০০ টাকা। অসবাবপত্রের উপর ৫% হারে এবং দালালকোঠার উপর ২% হারে অবচয় ধার্য করতে হবে।

করণীয়:

- ক. সমাপনী মূল্যবনের পরিমাণ নির্ণয় কর।
 খ. সমাপনী মূল্যধন ৬,৫৭,০০০ টাকা ধরে লাভ-ক্ষতি বিবরণী প্রস্তুত কর।
 গ. বৈষয়িক বিবরণী প্রস্তুত কর।

৩। জনাব রহিম একতরফা দাবিলা পদ্ধতিতে তাঁর ব্যবসায়ের হিসাব বই সংরক্ষণ করেন। ২০১৩ সালে তার ব্যবসায়ের সম্পত্তি ও দায় এবং অন্যান্য তথ্যাবলী নিম্নরূপ:

বিবরণ	১ জানুয়ারি, ২০১৩ টাকা	৩১ ডিসেম্বর, ২০১৩ টাকা
নগদ তহবিল	৩০০	৫০০
ব্যাংক জমাতিরিক্ত	৭,৫০০	১,৫০০
মজুদপণ্য	৮,৫০০	৭,০০০
প্রদেয় হিসাব	১০,০০০	১২,০০০
প্রাপ্য হিসাব	১২,০০০	১৫,০০০
প্রাপ্য নোট	৫,০০০	৮,৫০০
প্রদেয় নোট	৩,০০০	১,৫০০
ভূমি ও দালানকোঠা	১৫,০০০	১৫,০০০
আসবাবপত্র	২,০০০	২,০০০

বছরে উত্তোলনের পরিমাণ ছিল ৭,০০০ টাকা। উত্তোলিত টাকার ৩,০০০ টাকা এবং ব্যক্তিগত মটর সাইকেলখানির বিক্রয়লাভ সমুদয় অর্থ ১,০০০ টাকা দিয়ে তিনি করবারের জন্য একটি মেশিন ক্রয় করলেন। প্রাপ্য টাকা হতে ৪০০ টাকা আদায়যোগ্য নয় এবং অবশিষ্ট প্রাপ্য টাকার উপর ৫% ধরে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিত তৈরি করতে হবে। প্রাপ্য নোটের ২% নিয়ে প্রাপ্য নোট বাড়ী সঞ্চিত তৈরি করতে হবে। ভূমি ও দালানকোঠার উপর ৫% আসবাবপত্রের উপর ১০% অবচয় ধার্য করতে হবে।

করণীয়:

- ক. নিট উত্তোলনের পরিমাণ নির্ণয় কর।
 খ. প্রারম্ভিক ও সমাপনী মূল্যধন নিখয় কর।
 গ. নিট লাভ ১৫,৪৫০ টাকা ও সমাপনী মূল্যধন ৩৭,০০০ টাকা ধরে বৈষয়িক বিবরণী প্রস্তুত কর।

৪। জনাব রহমত-ই-বিত্তাহ একজন খুচরা ব্যবসায়ী। তিনি তার কারবারের হিসাব যথাযথ উপায়ে সংরক্ষণ করেন না। তার হিসাব বইয়ের বর্তমান উদ্ভুলুলো নিম্নরূপ:

বিবরণ	জানুয়ারি ১, ২০১৩	ডিসেম্বর ৩১, ২০১৩
নগদ তহবিল	১, ৫০০	৩,৫০০
ব্যাংক জমাতিরিক্ত	২২,৫০০	৫,৫০০
প্রাপ্য হিসাব	২৪,০০০	৩০,০০০
প্রদেয় হিসাব	১৭,০০০	১১,০০০
প্রাপ্য নোট	৬,০০০	১০,০০০
প্রদেয় নোট	৩,০০০	২,০০০
মজুদপণ্য	২১,০০০	২৯,০০০
আসবাবপত্র	২০,০০০	২৫,০০০

জনাব রহমত-ই-বিদ্যাহ তার নিজ প্রয়োজনে কারবার থেকে প্রতি মাসে ১,০০০ টাকা উত্তোলন করেন। এছাড়াও তিনি ২,০০০ টাকার পণ্য উত্তোলন করেন। চলতি মূলধনের ঘাটতি হওয়ায় ১ জুলাই, ২০১৩ তারিখে মালিক তার নিজ মটর সাইকেল ৩০,০০০ টাকা বিক্রয় করে এর দুই-তৃতীয়াংশ কারবারে বিনিয়োগ করেন।

অন্যান্য তথ্যাবলি :

- ক. কারবার খরচাবলি ২,০০০ টাকা বকেয়া রয়েছে, পক্ষান্তরে ভাড়া ১,৫০০ টাকা অগ্রিম প্রদান করা হয়েছে। ৫০০ টাকার অব্যবহৃত সরবরাহ রয়েছে।
- খ. প্রাপ্য হিসাবের ২,০০০ টাকা আদায়যোগ্য নয়। অবশিষ্ট প্রাপ্য হিসাবের উপর ৫% অনাদারী প্যুওনা সঞ্চিতি রাখতে হবে।
- গ. আসবাবপত্রের সমাপ্তি উদ্ধৃতের উপর ৫% অবচর ধার্য করতে হবে।

কর্মপীয়:

- ক. প্রারম্ভিক ও সমাপনী মূলধন নির্ণয় কর।
- খ. প্রারম্ভিক মূলধন ৩০,০০০ টাকা; সমাপনী মূলধন ৭৯,০০০ ধরে লাভ লোকসান বিবরণী প্রস্তুত কর।
- গ. বৈয়তিক বিবরণী প্রস্তুত কর।
- ৫। জনাব খান একজন খুচরা ব্যবসায়ী। তিনি তার হিসাব বই যথাযথ পদ্ধতি মোতাবেক সংরক্ষণ করেন না। নিম্নোক্ত খতিয়ান উদ্ধৃতিগুলো তার হিসাব বই হতে নেয়া হয়েছে।

বিবরণ	১ জানুয়ারী ২০১৩ টাকা	৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ টাকা
নগদ তহবিল	২,৫০০	১,৫০০
ব্যাংক জমাতিরিক্ত	২০,০০০	১৫,০০০
মজদুপন্য	৩৫,০০০	৪৬,০০০
প্রাপ্য হিসাব	২৬,০০০	৪৫,০০০
প্রদেয় হিসাব	২৫,০০০	৩০,০০০
প্রাপ্য নোট	২২,০০০	২৭,০০০
প্রদেয় নোট	১৮,০০০	১৬,০০০
আসবাবপত্র	১৬,০০০	২৫,০০০

জনাব খান সারা বছর ধরে প্রত্যেক মাসে নগদ ২৫০ টাকা করে কারবার হতে নিজ প্রয়োজনে উত্তোলন করেছেন। এছাড়া তিনি ৮,০০০ টাকার পণ্য উত্তোলন করেছেন। তিনি ১ জুলাই, ২০১৩ সালে তার ব্যবসায়ের জন্য ৫০,০০০ টাকার একটি মোটরভ্যান ক্রয় করেন এবং এ ভ্যান ক্রয়ের জন্য তিনি নগদ ৪০,০০০ টাকা অতিরিক্ত মূলধন সরবরাহ করেন।

অন্যান্য তথ্যাবলি:

- ক. সাধারণ খরচাবলি ৩,০০০ টাকা বকেয়া রয়েছে। পক্ষান্তরে ভাড়া ২,০০০ টাকা অগ্রিম প্রদত্ত হয়েছে।
- খ. প্রাপ্য টাকার ৩,০০০ টাকা অনাদারী রয়েছে এবং অবশিষ্ট প্রাপ্য টাকার উপর ৫% অনাদারী প্যুওনা সঞ্চিতি তৈরি করতে হবে।
- গ. আসবাবপত্র ও মোটর ভ্যানের বার্ষিক ১০% হারে অবচর ধরতে হবে।

করণীয়:

- ক. সমাপনী মূলধন নির্ণয় কর।
 খ. প্রাথমিক মূলধন ৩৮,৫০০ টাকা ধরে নিট লাভ নির্ণয় কর।
 গ. নিট লাভ ১৪,৯০০ টাকা ধরে বৈষয়িক বিবরণী প্রস্তুত কর।

৬। জনাব হাসান তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের হিসাব বই দূতরফা দাখিলা মোতাবেক সংরক্ষণ করেন না। ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে তার ব্যবসায়ের অবস্থা নিম্নরূপ:

দায়সমূহ	টাকা	সম্পত্তিসমূহ	টাকা
মূলধন	৬,০০০	ব্যাংক জমা	১,৫৫০
প্রদেয় হিসাব	৩,০০০	প্রাপ্য হিসাব	৪,০০০
বকেয়া খরচ	৫০	সমাপনী মজুদপণ্য	২,০০০
		আসবাবপত্র	১,২০০
		অগ্রিম খরচ	৩০০
	৯,০৫০		৯,০৫০

২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে দেখা গেল যে, প্রাপ্য হিসাবের পরিমাণ ৪,৮০০ টাকায় উপনীত হয়েছে। সমাপনী মজুদপণ্য ৬,৬৫০ টাকায় মূল্যায়ন করা হয়েছে। প্রদেয় হিসাবের পরিমাণ হয়েছে ৪,৫০০ টাকা এবং খরচাবলি বাবদ ১০০ টাকা এখনও পরিশোধ করা হয়নি। তার ব্যবসায়ের ব্যাংক হিসাবে ১,৫০০ টাকা জমাতিরিক্ত হয়েছে। বছরে তিনি ব্যবসায় হতে নিজ প্রয়োজনে নগদ ২,৪০০ টাকা এবং ৬০০ টাকা মূল্যের পণ্য উত্তোলন করেছেন। তিনি ব্যবসায়ের জন্য মোট ৫,০০০ টাকা মূল্যের একখানি মোটর লরী ক্রয় করেছেন এবং মোটর লরী ক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্ধের অংশবিশেষ তিনি ব্যক্তিগত মোটর সাইকেলখানি ৩,০০০ টাকা মূল্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ এবং কারবারের নগদ ২,০০০ টাকা সরবরাহ করে ব্যয় নির্বাহ করেছেন। আসবাবপত্রের উপর ২০০ টাকা এবং মোটর লরীর উপর ৫০ টাকা অবচয়স্বরূপ হিসাবভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হল।

করণীয়:

- ক. সমাপনী মূলধন নির্ণয় কর।
 খ. সমাপনী মূলধন ১১,৫৫০ টাকা ধরে নিট লাভ নির্ণয় কর।
 গ. বৈষয়িক বিবরণী প্রস্তুত কর। (নিট লাভ ৩,৩০০ টাকা ধরে)

৭। ২০১৩ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে জনাব ইয়াজ উদ্দিন আহমেদের ব্যবসায়ের মূলধন ছিল ৬০,০০০ টাকা।

২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে তার ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থা ছিল নিম্নরূপ:

	টাকা
হাতে নগদ	৮,৭৫০
ব্যাংক জমার উত্তর	১০,৫০০
মজুদপত্র	২৬,৫০০
প্রাপ্য হিসাব	২২,৫০০
আসবাবপত্র	১২,০০০
কলকজা ও যন্ত্রপাতি	২০,০০০
প্রদেয় হিসাব	১৮,০০০
বকেলা বেতন	২,৮০০

মি. ইয়াজ উদ্দিন আহমেদ ২০০৩ সালের ব্যবসা হতে নগদ ৮,০০০ টাকা উত্তোলন করেছেন। তার পারিবারিক প্রয়োজনে তিনি কারবার থেকে ১,৫০০ টাকা পণ্য মূল্য উত্তোলন করেছিলেন। তিনি ব্যবসায়ের ৩,০০০ টাকা মূল্যের পণ্য মূল্য বিক্রয় করে ঐ বিক্রয়লাভ অর্থ ব্যক্তিগত ব্যাংক হিসাবে জমা করেন। তিনি কর্মচারীদের ডিসেম্বর মাসের বেতন ৭,৫০০ টাকা ব্যক্তিগত তহবিল থেকে পরিশোধ করেন। প্রাপ্য হিসাবের মধ্যে ২,০০০ টাকার জনৈক ব্যক্তি মেউলিয়া ঘোষিত হয়েছে। অবশিষ্ট প্রাপ্য হিসাবের উপর ৫% হারে অনাদায়ী পাওনা সমিতি তৈরি করতে হবে। কলকজা ও যন্ত্রপাতির উপর ১০% হারে এবং আসবাবপত্রের উপর ৫% হারে অবচয় ধার্য করতে হবে।

করণীয় :

- সমাপনী মূলধন নির্ণয় কর।
- নিট লাভ নির্ণয় কর।
- নিট লাভ ৯৪,৬২৫ টাকা ধরে বৈষয়িক বিবরণী প্রস্তুত কর।

৮। মি. খালেদ একজন খুচরা ব্যবসায়ী। তিনি একতরফা হিসাব পদ্ধতি অনুযায়ী হিসাবের বই সংরক্ষণ করেন।

২০১৩ সালে তার ব্যবসায়ের তথ্যবলী নিম্নরূপ:

	জানুয়ারি ১, ২০১৩	ডিসেম্বর ৩১, ২০১৩
নগদ তহবিল	৪০০	২,০০০
প্রাপ্য নোট	৩,৫০০	৫,০০০
ব্যাংক ব্যালেন্স	২,২০০ (ডেবিট)	২,০০০ (ডেবিট)
আসবাবপত্র	৬,০০০	
প্রাপ্য হিসাব	১০,০০০	১২,০০০
প্রদেয় নোট	১,৫০০	৮০০
মজুদপত্র	৭,০০০	১৩,০০০
প্রদেয় হিসাব	৮,০০০	৬,০০০

মি. বাশেক কারবার হতে নগদ ১০,০০০ টাকা উত্তোলন করেন। উত্তোলিত টাকা হতে ৪,০০০ টাকা ঘারা কারবারের জন্য একটি টেবিল তৈরি করেন। প্রাপ্য হিসাবের মধ্যে ১,০০০ টাকার একটি অমর্যাদাকৃত বিল অন্তর্ভুক্ত আছে। এ বিলের ৪০০ টাকা আদায় করা সম্ভব নয় তাই তা অবলোপন করতে হবে। প্রাপ্য হিসাবের উপর ৫% এবং প্রাপ্য নোটের উপর ২% সঞ্চিতি করতে হবে। মি. বাশেক তাঁর ব্যক্তিগত মোটর সাইকেল ১২,০০০ টাকায় বিক্রি করে এর অর্ধেক টাকা ব্যবসায় বিনিয়োগ করেন। আসবাবপত্রের উপর ৫% অবচর ধার্য করতে হবে।

করণীয়:

ক. সমাপনী মূলধন নির্ণয় কর।

খ. প্রারম্ভিক মূলধন ১৫,২০০ টাকা; সমাপনী মূলধন ৩৭,২০০ টাকা হলে নিট লাভ নির্ণয় কর।

গ. খ এ উল্লেখিত সমাপনী মূলধন নিয়ে বৈয়কিক বিবরণী প্রস্তুত কর।

৯. জনাব আলম একজন খুচরা ব্যবসায়ী। তিনি একতরফা দাখিলা পদ্ধতি অনুযায়ী হিসাবের বই সংরক্ষণ করেন।

তাঁর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নিম্নলিখিত খতিয়ান উদ্ভূত নিম্নরূপ:

বিবরণ	১ জানুয়ারি, ২০১৩ টাকা	৩১ ডিসেম্বর, ২০১৩ টাকা
নগদ তহবিল	৭৫০	১,৩৫০
ব্যাংক জমাতিরিজ	৭,৫০০	৫,৫০০
ধন্দের হিসাব	৬,০০০	১০,৫০০
প্রাপ্য নোট	?	৫,৮০০
প্রাপ্য হিসাব	৯,৫০০	১১,০০০
ভূমি ও দালানকোঠা	২৫,০০০	?
আসবাবপত্র	৫,০০০	?
ধন্দের নোট	২,০০০	১,৫০০

২০১৩ সালে জনাব আলম প্রতি সপ্তাহে ১১৫ টাকা টাকা ব্যবসা হতে উত্তোলন করেছেন তিনি তার ব্যক্তিগত তহবিল ৬,০০০ টাকা ও ব্যবসায় থেকে ৩,০০০ টাকা নিয়ে যজ্ঞপাতি তৈরি করেছেন। প্রাপ্য হিসাবের ১,০০০ টাকা আদায়যোগ্য নয়। অবশিষ্ট অবশিষ্ট প্রাপ্য হিসাবের ৫% অনাদারী ও সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতি তৈরি কর। ভূমি ও দালানকোঠার ৫% এবং আসবাবপত্রের ১০% অবচর ধার্য করতে হবে। এছাড়া জনাব আলম তাঁর ব্যক্তিগত বাইসাইকেলটি ১,৫০০ টাকায় বিক্রয় করে সমুদয় টাকা কারবারে বিনিয়োগ করেছেন। চলতি বছর প্রাপ্য নোট ৫,০০০ টাকা আদায় হয়েছে এবং ২,৮০০ টাকার নতুন বিলে স্বীকৃতি পাওয়া গেছে।

করণীয়:

ক. প্রাপ্য হিসাবের প্রারম্ভিক জের নির্ণয় কর।

খ. প্রারম্ভিক মূলধন ৩২,৭৫০ টাকা; সমাপনী মূলধন ৩৯,৬০০০ টাকা হলে নিট লাভ কত নির্ণয় কর।

গ. নিট লাভ ১২,০০০ টাকা ধরে বৈয়কিক বিবরণী প্রস্তুত কর।

১০। জনাব আবু তাহের একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে তাঁর ব্যবসায়ের বই সংরক্ষণ করেন। নিম্নলিখিত তথ্যাবলি থেকে ২০০২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য তাঁর লাভ-লোকসান বিবৃতি এবং উক্ত তারিখের বৈষয়িক বিবৃতি প্রস্তুত কর :

বিবরণ	১ জানুয়ারি, ২০১৩ টাকা	৩১ ডিসেম্বর, ২০০২ টাকা
নগদ তহবিল	৩০০	৫০০
ব্যয়ক জমাতিরিক্ত	৭,৫০০	১,৫০০
মজুদপণ্য	৮,৫০০	৭,০০০
প্রদেয় হিসাব	১০,০০০	১২,০০০
প্রাপ্য হিসাব	১২,০০০	১৫,০০০
প্রাপ্য নোট	৫,০০০	?
প্রদেয় নোট	৩,০০০	১,৫০০
ভূমি ও দালালকোঠা	১৫,০০০	?
আসবাবপত্র	২,০০০	?

বছরের উল্লোলনের পরিমাণ ছিল ৭,০০০ টাকা। এ উল্লোলিত টাকার ৩,০০০ টাকা এবং তার ব্যক্তিগত বাইসাইকেলখানির বিক্রয়কৃত সমুদয় অর্থ ১,০০০ টাকা দিয়ে তিনি কারবারের জন্য একটি মেশিন ক্রয় করলেন। প্রাপ্য হিসাবের ৪০০ টাকা আদায়যোগ্য নয় এবং অবশিষ্ট প্রাপ্য হিসাবের ৫% ধরে অনাদায়ী দেনা সন্ধিরতি তৈরি করতে হবে। প্রাপ্য নোট ২,০০০ টাকা আদায় হয়েছে। মজুদ প্রাপ্য নোট পাওয়া গেছে ৫,৫০০ টাকা। নোটের ২% নিয়ে বাট্টা সন্ধিরতি তৈরি করতে হবে। ভূমি ও দালালকোঠার উপর ৫% এবং আসবাবপত্রের উপর ১০% অবচয় ধার্য করতে হবে।

করণীয়:

ক. সমাপনী মূলধন নির্ণয় কর।

খ. প্রারম্ভিক মূলধন ২২,৩০০ টাকা; সমাপনী মূলধন ৪২,০০০ টাকা ধরে নিট লাভ নির্ণয় কর।

গ. বৈষয়িক বিবরণী প্রস্তুত কর।